অব্যর্থ মাদারটিংচার ও ভারতীয় ভেষজ

(প্রস্তুত প্রণালী সহ)

অধ্যাপক, ডাঃ এ. কে. চাকলাদার
M.A. B.Ed, DHMS (CAL)

সূচীপত্র

ল্যাবরেটরীর অতি প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম

(মাদার টিংচার প্রস্তুত করার জন্য)

বিকার	ইরিয়েনমিয়ার ফ্লাস্ক	ফ্লোরেনস্ ফ্লাস্ক	গোলতল ফ্লাস্ক
কনিকাল টেষ্টিং ফ্লাস্ক	ফিলটার ফানেল	ইভাপোরেটিং ডিস	ডয়াস গ্লাস
টেষ্ট টিউব	প্রিসিপিটিং টিউব	গোলতল সেন্ট্রিফুগাল	কনিকাল সেন্ট্রিফুগাল টিউব
পেট্রী ডিস	ক্রিসটালাইজিং ডিস	ডেসিকেটর	ষ্টেনিং ট্রে

অব্যর্থ মাদার টিংচার এবং ভারতীয় ভেষজ

এবিস ক্যানাডেনসিস (Abies Canadensis)

পরিচয়—অপর নাম পিনাস ক্যানাডেনসিস; হমলক (স্প্রুস), নাস ক্যানাডেনসিস, ক্যানাডা পিচ ইত্যাদি। প্রকান্ড এক প্রকার দেবদারু জাতীয় বৃক্ষ বিশেষ। ব্রিটেন, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের পাহাড় অঞ্চলে ইহা জন্মে। ইহার টাটকা ছাল ও পাতা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—মানব দেহের ঝিল্লী সমূহের উপর ইহার বিশেষ ক্রিয়া। পাকাশয়িক লক্ষণ যেমন পেট ফাঁপ, পেটে জ্বালা পোড়া, পাকাশয়িক সর্দি ইত্যাদি রোগ লক্ষণে ইহার Q বিশেষ উপকারী।

চারিত্রিক লক্ষণ—অসাধারণ জিনিসসমূহে রোগীর অত্যন্ত স্পৃহা দেখা যায়। শীত শীত ভাব অনুভূতি হয়। জরায়ুর স্থানচ্যুতি রোগগ্রস্তা রমণীর ক্ষেত্রে পরিপোষণ ক্রিয়ার অভাব এবং শারিরীক দুর্বলতার জন্য এই লক্ষণগুলো পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ লাভ করে। শ্বাস-প্রশ্বাস এবং হৃদযন্ত্রের কষ্টকর ভাব। সর্বদাই শুয়ে থাকতে চায়। চর্ম শীতল ও চটচটে, হাত দুটি বেশ ঠান্ডা তৎসহ মূর্ছাভাব। এই লক্ষণগুলিই প্রধান।

রোগ ও চিকিৎসা—**মাথার যন্ত্রণা**—মাথায় বেদনা বোধ, টিপ টিপ করে বেদনার অনুভব, মনে হয় মাথাটা যেন হাল্কা বোধ হচ্ছে, মাথায় শূন্যতা বোধ, অস্বস্থিকর বেদনা ইত্যাদি লক্ষণে Q বিশেষ উপকারী।

আন্ত্রিক রোগ/পেটের পীড়া—রাক্ষুসে ক্ষুধা, অথচ ভাল হজম হয় না। লিভারের গোলযোগ বর্তমান। ঢেকুর উঠে, উদরে শূন্যতা বোধ, প্রচণ্ড ক্ষুধা হয় কিন্তু তেমন খেতে পারে না, মাংস খাবার খুবই ইচ্ছা, হজম করতে পারে না এমন সব খাবার খেতে চায়। পেটে জ্বালাপোড়া ভাব, উদরে বায়ু জন্মে, পেট ফাঁপ দেয়, অনেক সময় পেটে বায়ু সৃষ্টির জন্য হৃদপিন্ডের ক্রিয়া ব্যাহত হয়। ডান কাঁধে বেদনার অনুভব, কোষ্ঠকাঠিন্যের দোষ থাকে এবং গুহ্য দ্বারে জ্বালা যন্ত্রণা ইত্যাদি লক্ষণে Q অব্যর্থ।

জনন ইন্দ্রিয়ের রোগ—জরায়ুর স্থানচ্যুতি, জনন অংগের উপরি ভাগে বেদনার সঞ্চার এবং চাপ দিলে উপশম বোধ। দুর্বলতার ভাব অতি প্রকট, কোন কাজকর্ম করতে ভাল লাগে না, সর্বদাই শুয়ে থাকতে চায়। ডিম্বকোষে বেদনা ও দুর্বলতার ভাব। অবসন্ন বোধ ইত্যাদি লক্ষণে Q বিশেষ উপযোগী।

জ্বর—শীত শীত ভাব সহ কম্প দিয়ে জ্বর আসে। মনে হয় শরীরের রক্ত যেন বরফের মত ঠান্ডা হয়ে গেছে। পিঠের নিম্নদেশ হতে শীত যেন আরম্ভ হয়। দুই কাঁধের মাঝে শির শির ভাব কেউ যেন ঠান্ডা জল ঢালছে। গায়ের চামড়া দড়ি দড়ি, কোঁচকানো। নিশা ঘর্ম দেখা যায় ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত জ্বরে Q বিশেষ উপকারী।

মাত্রা—Q ২/৩ ফোঁটা করে সামান্য জলের সংগে মিশ্রিত করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য। তবে প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য ৪/৫ ফোঁটা করে দেওয়া যেতে পারে।

এব্রোমা আগস্টা (Abroma Augusta)

পরিচয়—বাংলা নাম ওলট কম্বল। প্রাচীন ভারতীয় আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে এই ঔষধটির উল্লেখ আছে। ইহার শিকড়, ছাল এবং পাতার দ্বারা ঔষধ প্রস্তুত করা হয়। এই ঔষধ রজোদুষ্টি, প্রদর এবং অর্শরোগ নিবারক। মাত্রা Q, ৫ হতে ১০ ফোঁটা, প্রত্যহ ৩/৪ বার। ইহার পাতার রস বহুমূত্র রোগের উপকারী।

উপকার—বহুমূত্র, শর্করা যুক্ত মূত্র, মূত্রের পরিমাণ খুব বেশী, বার বার প্রস্রাব। প্রস্রাবের পরই পিপাসা, মুখ শুষ্ক, প্রস্রাবে দুর্গন্ধ, কখনো ঘোলা প্রস্রাব। রাত্রে বারে বারে প্রস্রাব, মূত্র নালীর মুখে জ্বালা পোড়া, সমস্ত শরীরে জ্বালা পোড়া, মূত্রে এল্‌বুমেন, অসাড়ে প্রস্রাব, মূত্র বেগ ধারণে অক্ষমতা। দুর্বলতা, মাথা ঘোরা, অনিদ্রা, জীর্ণশীর্ণতা, কোষ্ঠ কাঠিন্য, বহুমূত্র ইত্যাদি ক্ষেত্রে উপকারী।

পুরুষ জনন ইন্দ্রিয়—অতি সহজেই প্রস্রাব পড়ে যায়, মূত্রনালীর মুখ ছড়ে যাওয়া, মূত্র নালীতে ক্ষত বাত-বেদনা, মূত্রের সংগে অধিক পরিমাণে সুগার নির্গত হয়। এই জন্য লিংগ ত্বকের মুখের চারিদিকে সাদা বর্ণের মত এবং ঐ স্থানে চুলকানি, বেদনা ও জ্বালা বোধ, সহবাসের অক্ষমতা। অন্ডকোষ ফোলা, অন্ডকোষ ঝুলে পড়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে উপকারী।

স্ত্রী জনন ইন্দ্রিয়—ঋতু অনিয়মিত, নিয়মিত সময়ের বহু পূর্বে প্রকাশ লাভ, খুব অল্পদিন বা অনেক দিন পর্যন্ত থাকে। ঋতুর ২/১ দিন পূর্বে অথবা ঋতুর সময় তল পেটে শূল বেদনা। রক্তের রঙ কালো ও চাপ চাপ, স্রাব অত্যন্ত বেশী বা সামান্য এবং বিবর্ণ। রজ কষ্ট এবং রজ লোপ উভয় অবস্থায় উপকারী জরায়ু দোষ, পাতলা চেহারা বিশিষ্ট বালিকাদের জলের মত পাতলা স্রাব নির্গত। মৃৎ পান্ডু বা ক্লোরোসিস রোগে উপকারী।

শ্বাসযন্ত্র—সন্ধ্যা ও রাত্রে কাশি বাড়ে। পুঁজবৎ কাশি ওঠে এবং বুকে বেদনা অনুভব। ঠান্ডায় কাশের উদ্রেক, সহজেই গয়ের উঠে এবং কাশতে গেলে বুকে লাগে। কাশির সময় বুক চেপে ধরতে হয়। প্রচুর পরিমাণে গয়ার

উঠা সহ ব্রংকাইটিসের লক্ষণ। ব্রংকো নিওমোনিয়ায় উপকারী। গয়ার সাদাটে, হরিদ্রাভ এবং ডেলাডেলা। শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত এবং হৃদপিন্ডের ও ফুসফুসে দুর্বলতা লক্ষণ অতি প্রকট ভাবে প্রকাশ।

হৃদযন্ত্র—হৃদযন্ত্রের ভয়ানক দুর্বলতা সহ উৎকণ্ঠা, অস্বস্থি বোধ, ধড়ফড় করা, নড়াচড়ায় বৃদ্ধি, হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া অনিয়মিত, ক্ষীণ এবং মূর্চ্ছাভাব।

অন্যান্য লক্ষণ—ঘাড় মেরুদন্ডের দুর্বলতা, পিঠে বেদনা, সর্বাংগেই যেন বেদনার ভাব, কোমরের আড়ষ্ট ভাব সহ কিডনীস্থানে বেদনা। এছাড়া চর্ম লক্ষণ উল্লেখযোগ্য। চর্মের শুষ্কতা, চুলকানি, গায়ে ছোট ছোট ফোঁড়া, গ্রীষ্মের সময় বেশী হয়। কার্বংকল জাতীয় ফোঁড়া। রাত্রে ভাল ঘুম হয় না। বার বার প্রস্রাবের জন্য রাত্রে ঘুমতে পারে না। ভোর রাত্রে বেশী ঘুম হয়। জ্বরের ক্ষেত্রে ঔষধটি উপকারী সমস্ত শরীরে শুষ্ক উত্তাপ, অত্যন্ত পিপাসা সহ অল্প অল্প জ্বর।

চরিত্রিক লক্ষণ—অত্যন্ত অশান্তি ক্লান্ত ভাব, অবসন্ন বোধ, শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে অক্ষম, কাজ করার অনিচ্ছা, খিটখিটে মেজাজ, শারীরিক ক্ষয়, দ্রুত শীর্ণতা, পক্ষাঘাতের দুর্বলতা। মুখ শুকিয়ে যায় এবং ঘন ঘন পিপাসা। অধিক পরিমাণে মূত্র নির্গত হয় এবং রাত্রে বৃদ্ধি। নিদ্রাহীনতা অথবা বাধা প্রাপ্ত অতৃপ্তিকর নিদ্রা। ঋতুস্রাব যন্ত্রণাদায়ক এবং অতি সামান্য অথবা বেদনা সহ অতি স্রাব। তল পেটের উভয় পার্শ্বে বেদনা, ধাতুর গোলযোগ সহ দুর্বল রমণীদের হিষ্টিরিয়া রোগ। ডাঃ এভাস বলেন—"যন্ত্রণাদায়ক রজকৃষ্ট রোগে ওলট কম্বল সেবন করিয়ে আমি কদাচ বিফল মনোরথ হই নাই। ইহার গুণ এখনো খুব পরিচিতি লাভ করে নাই।

এব্রোমা র‍্যাডিক্স (Abroma Radix)

পরিচয়—ইহার বাংলা নাম ওলট কম্বলের মূল। ওলট কম্বলের মূল শিকড় ও মূলের ছাল হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়ে থাকে। স্ত্রীলোকদের রজঃস্রাবের পীড়ায় এব্রোমা আগষ্ঠা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারী। মাত্রা Q ৫ হতে ১০ ফোঁটা, প্রত্যহ ৩/৪ বার।

উপকার—স্ত্রী জননইন্দ্রিয় এবং জরায়ু সম্বন্ধীয় যাবতীয় স্ত্রীরোগ, বিশেষ করে রজ কষ্ট, রজ লোপ, প্রদর, অনিয়মিত ধাতু প্রভৃতি বহুবিধ রোগে এই ঔষধটি ব্যবহার করা হয়। এই সকল রোগের ক্ষেত্রে ইহার মাদার টিংচার নিয়মিত সেবন করলে উপকার পাওয়া যায়। প্রখ্যাত ডাঃ আর, এন, ক্ষোরী বলেন—'ওলট কম্বলের মূল জরায়ুর বলবর্ধক এবং রজ নিবারক। কণজেষ্টিভ এবং নিওর‍্যালজিক বাধক বেদনা ও রজ অভাব রোগে খুব উপকারী। অনেক অভিজ্ঞ চিকিৎসক ইহার ৩০, ২০০ শক্তি ব্যবহার করে যথেষ্ট উপকার লাভ

করেছেন। তাঁরা রজকষ্ট এবং জরায়ু সম্বন্ধীয় যাবতীয় রোগে ইহা ব্যবহার করে কোন ক্ষেত্রেই নিষ্ফল হন নাই। সদৃশ্য ঔষধ—এসিড ফস, ইওরেনিয়াম নাইট্রিকাম, এসিড গ্যালিক, আর্সব্রোম এসিড ল্যাকটিক, মেজেরিয়াম।

এবিস নায়গ্রা (Abies Nigra)

পরিচয়—আমেরিকার ঝাউগাছের মত এক গাছের আঠা হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

মাত্রা—Q, ৪ হতে ৮ ফোঁটা, প্রত্যহ ৩/৪ বার।

উপকার—অম্লশূল বেদনা এবং হৃদযন্ত্রের পীড়ায় ইহার মাদার টিংচার ভাল কাজ করে। অম্লশূল—সামান্য পেট ভরে খেলেই পেটে এক প্রকার যন্ত্রণাদায়ক বেদনার সৃষ্টি হয়। রোগী মনে করে পাকস্থলীর মুখে কি যেন একটা গোলার মত শক্ত পদার্থ আটকে আছে। এই রোগীর একটা অদ্ভুত লক্ষণ আছে, যথা—দুপুরে এবং রাত্রে অত্যন্ত ক্ষুধা হয়, এমন কি ক্ষুধার জন্য ঘুম হয় না কিন্তু প্রাতঃকালে কিছু মাত্রা ক্ষুধা থাকে না। হৃদযন্ত্রের পীড়া—বুকের ভিতর এক প্রকার যন্ত্রণা হয় এবং মনে হয় সেখানে একটা কিছু আটকে আছে। এই জন্য রোগী বারবার কাশে। কাশির সময় মুখ দিয়ে জল ওঠে। মনে হয় কণ্ঠনালী কেউ চেপে ধরছে এবং এখনই শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে। হৃদপিন্ডে তীক্ষ্ম বেদনা, হৃদপিন্ড ভারী বোধ হয় এবং হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া ধীর। অনেক সময় ট্যাকি কার্ডিয়া ব্যাতিকার্ডিয়া প্রভৃতি রোগের লক্ষণ বর্তমান থাকে। ধাতু স্রাবের অনিয়মিত ক্ষেত্রেও ইহার মাদার টিংচার খুব উপকারী। ধাতু স্রাব ২/৩ মাস অন্তর হয় এবং আবার বন্ধ হয়ে যায় এমন লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে ইহার Q খুব ভাল কাজ করে।

চারিত্রিক লক্ষণ—ইহার মাদার টিংচার একটি দীর্ঘক্রিয় ঔষধ এবং পাকস্থলীর উপরই ইহার ক্রিয়া অধিক। যদি কোন রোগের সংগে বায়ু এবং অম্লের লক্ষণ থাকে, বৃদ্ধদের অম্ল ও অজীর্নের সংগে হৃদযন্ত্রের বেশ রোগ উপসর্গ থাকে এবং অতিরিক্ত চা পান ও তামাক সেবনের জন্য অজীর্ণ রোগের লক্ষণ থাকে তবে ইহার Q, সামান্য জলের সংগে ৫/৬ ফোঁটা করে প্রত্যহ তিনবার সেবন করলে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়। নার্ভাস, লেখা পড়ার কাজে। চিন্তা করার ক্ষমতা লোপ, দিনে ঘুম ঘুম ভাব, রাত্রে ভাল ঘুম হয় না, কোষ্ঠ কাঠিন্যের দোষ, আহারের পরেই পেটে বেদনা, ভুক্ত দ্রব্য পেটে গোলার মত হয়ে থাকে এবং মাঝে মাঝে মনে হয় জড়িয়ে ওঠে তৎসহ বেদনার ভাব বর্তমান ইত্যাদি ইহার চারিত্রিক লক্ষণ।

সেবন বিধি—এক আঃ পরিমাণ বিশুদ্ধ জলে ইহার এক ড্রাম Q মিশ্রিত করে প্রতি ২/৩ ঘন্টা অন্তর এক চামচ করে নিয়মিত সেবন করলে উপকার পাওয়া যায়। রোগীর বয়সের ও রোগের উগ্রতার তারতম্যে ঔষধের মাত্রার তারতম্য ঘটতে পারে।

এবসিন্থিয়াম (Absinthium)

পরিচয়—এক প্রকার গাছড়া। ইহার ফুল ও পাতা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকার—মস্তিষ্কে রক্তাধিক্যতা বশত টাইফয়েড ও জ্বরে ইহা বিশেষ উপকারী। এছাড়া ঠান্ডা লেগে চোখের প্রদাহ, বর্দ্ধিত লিভার এবং প্লীহা, মনে হয় লিভার যেন ফুলে উঠেছে, পেটে অত্যন্ত বায়ু সঞ্চয়, বায়ুশূল বেদনা, শিশুদের অনেকক্ষণ স্থায়ী তড়কা, মৃগী, গড় হজম, ক্লোরোসিস, সায়েটিকা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও ভাল কাজ করে। সর্বদা মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা, মূত্রে কটু গন্ধ ইত্যাদি রোগেও ইহার ব্যবহার উপযোগী।

মৃগীরোগ—এই রোগ আক্রমণের পূর্বে রোগীর প্রথমে মাথা ঘোরে চোখের সম্মুখে সরষেফুল বা মূর্তি দেখে, কানে কম শুনে বা শুনতে পায় না, কাঁপতে থাকে, শরীর অসাড় বোধ হয় তারপরই আক্ষেপ শুরু হয়, দাঁতে দাঁত লাগে। দাঁত কড়মড় করে, জিহ্বা কামড়ায়, এইজন্য মুখ দিয়ে রক্ত মিশ্রিত ফেনা বের হয়। ডাঃ এলেন বলেন ইহাতে আক্ষেপ থাকে। রোগীর ফিটের সময় ইহার Q ২/৩ ফোঁটা রোগীর জিহ্বার উপর দিলে অতি ভয়ংকর ফিটের রোগীও খুব অল্প সময়ের মধ্যে ভাল হয়ে ওঠে। শিশুদের তড়কা যদি দীর্ঘ স্থায়ী তবে ইহার মাদার টিংচার খুব উপকারী। ডাঃ এ্যালবার্ট বলেন—পীড়া সেখানে মৃদু প্রকারের, রোগীর জ্ঞান সম্পূর্ণ লোপ হয় না সেখানে ইহা অধিক উপকারী।

স্ত্রী পীড়া—ডান ডিম্বকোষে তীক্ষ্ণ বেদনা। ক্লোরোসিস রোগ গ্রস্তা রমনী যাদের চেহারা সবুজ বর্ণ দেখায়, অত্যন্ত দুর্বল, বুক ধড়ফড় করে তাদের পক্ষে ইহার মাদার টিংচার খুবই উপকারী।

প্রস্রাবের পীড়া—যদি রোগীর প্রস্রাব পরীক্ষা করে এলবুমেন পাওয়া যায় তবে Q উপকারী। ইহাতে প্রস্রাবের রঙ কমলালেবুর মত, ঘোড়ার মূত্রের মত, ভয়ানক দুর্গন্ধ থাকে এবং মূত্রের বেগ খুব ঘন ঘন হয় তবে উপকারী। অবশ্যি প্রস্রাবের এই লক্ষণটি এসিও নাইট্রিকেও আছে।

কানের রোগ—কোন প্রকার মাথার যন্ত্রণা আরোগ্য লাভের পর যদি কানে পুঁজ সৃষ্টি হয় তবে সেই ক্ষেত্রে ইহা খুব উপকার করে।

হৃদযন্ত্রের রোগ—হৃদপিন্ডের অসম গতি। এছাড়া হৃদযন্ত্রে এতো জোরে শব্দ হয় সে পিঠের দিক থেকেও ঐ স্পন্দন শুনতে পাওয়া যায়। নাড়ী প্রথমে খুব জোরে চলে, পরে খুব ক্ষীণ ও ধীর হয়ে আসে ইত্যাদি লক্ষণে ইহার Q বিশেষ উপকারী।

মাত্রা ও সেবন বিধি—এক আউন্স পরিমাণ বিশুদ্ধ জলে এক ড্রাম মাদার টিংচার মিশ্রিত করে এক চামচ করে প্রতি দু-ঘন্টা অন্তর।

একালিফা ইণ্ডিকা (Acalypha Indica)

পরিচয়—ভারতীয় ঔষধ। মুক্তঝুরি বা মুক্ত বর্ষীয় পাতা হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে, রাস্তার ধারে, বাগানে ও পতিত জমিতে ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মে। আয়ুর্বেদ শাস্ত্র মতে এই ঔষধটি বমন কারক, বিরেচক, রাত শ্লেষ্মানাশক। ইহা কাশি, শ্বাস, জ্বর এবং শিশু রোগে ব্যবহৃত হয়।

উপকার—ঘুষঘুষে জ্বর, দিন দিন শরীর শুকিয়ে যায়, কাশি, রক্ত কাশ, যক্ষ্মা এবং ফুসফুস হতে রক্ত স্রাবের জন্যই ইহার Q বিশেষ উপকারী। কাশির সংগে যে রক্ত উঠে উহা উজ্জ্বল লাল অথবা ঈষৎ কালো রঙের তৎসহ চাপ চাপ রক্ত উঠলে ইহা উপকারী। ইহার পাতার রস তেলের সংগে মালিশ করলে বাত ও লিংগমনির প্রদাহে উপকার পাওয়া যায়। ইহার রস শিশুদের একটি বমন কারক ঔষধ। শিশুদের কোষ্ঠকাঠিন্য অবস্থায় ইহার কয়েকটি পাতা হাতে রগড়ে একটি বড়ির মত করে উহার সংগে সামান্য পুরাতন ঘৃত মিশ্রিত করে মলদ্বারে প্রবেশ করালে সংগে সংগে বাহ্যের বেগ হয় এবং বাহ্য হয়। ইহা বিরেচকের কাজ করে। ইহার Q কর্ণ বেদনায় হিতকর। ইহার শুষ্ক পাতার গুড়ো বালক-বালিকাদের ক্রিমি রোগে উপকারী। একালিফা ঔষধটি চর্মরোগেও ব্যবহৃত হয়। চর্মে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটকের মত উদ্ভেদ বের হয়ে চাবড়ার মত ফুলে উঠে এবং অত্যন্ত চুলকায় ইত্যাদি লক্ষণে ইহা উপকারী।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে দিনে তিন বার সেব্য।

এব্রোটেনাম (Abrotanum)

পরিচয়—এক প্রকার লতাপাতার দ্বারা ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়। হাত, হাতের কব্জি গোরালীতে বেদনা, গাঁট শক্ত, আরষ্ট ভাব, কাঁধে বেদনা, বাত জনিত বেদনা, শরীরে কম্পন ভাব, কাজ করতে ইচ্ছা করে না, ঘুম হয় না, পর্যায়ক্রমে বাত ও অর্শ, আমাশয়, অত্যন্ত দুর্বলতা সহ জ্বর, শিশুদের ম্যারাসমাস ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার মাদার টিংচার ভাল কাজ করে। মাত্রা—Q, সামান্য জলের সংগে ৪/৫ ফোঁটা ঔষধ দিনে ৪ বার।

উপকার—বাতরোগ। অত্যন্ত যন্ত্রণার সংগে কাঁধের হাতের কবজি, পায়ের গোড়ালীর গাঁটে বাত বেদনা দেখা দিলে অথবা প্রদাহ যুক্ত বাত রোগের আক্রান্ত স্থান ফুলে উঠার পূর্বে কোন স্থানে বেদনা হলে ইহার ব্যবহার অত্যন্ত প্রয়োজন। প্লুরিসি রোগে একোনাইট এবং ব্রায়োনিয়া ব্যবহারের পর বুকে চেপে ধরার মত বেদনা বোধ তৎসহ শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট থাকলে উহার মাদার টিংচার খুব উপকারী। এছাড়া অনেক সময় আক্রান্ত স্থান হতে বাত কখনো বুকে চলে যায়, কোমরের বেদনা অনেক সময় রেত রজ্জুর মধ্য দিয়ে পরিচালিত হয়, গাঁট শক্ত ও আরষ্ট হয়ে যায়, রোগী খুঁড়িয়ে চলে ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার Q খুব উৎকৃষ্ট ঔষধ।

অর্শ—অর্শ রোগের সংগে স্যাকরামের (পাছার হাড়) বেদনা, ক্রমাগত মলত্যাগের ইচ্ছা ও বেগ, রোগী অনবরত পায়খানায় যায়, মল অতি অল্প, কোন কোন সময় রক্তবাহ্য হয়। এই সব লক্ষণে Q খুব ভাল কাজ করে।

পাকস্থলীর রোগ—প্রচুর খাওয়া দাওয়া করে এবং যথেষ্ট ক্ষুধা থাকা সত্ত্বেও দিনে পর দিন শরীর শুকাতে থাকে। যা খায় তা ভাল পরিপাক হয় না, অজীর্ণ বাহ্য হয়, পাকস্থলীর মধ্যে অসহ্য কেটে ফেলার ন্যায় বেদনা, কোন কোন সময় পচা দুর্গন্ধ বমি হয়। ইহা ছাড়া পেট খোলা, মনে হয় পাকস্থলীর মধ্যে একটা শক্ত ডেলার মত পদার্থ রয়েছে। পর্যায়ক্রমে কোষ্ঠ কাঠিন্য এবং উদরাময় লক্ষণগুলো দেখা দেয়। বৃদ্ধদের অজীর্ণ রোগের সংগে হৃদযন্ত্রের গোলযোগ থাকলে ইহার মাদার টিংচার খুব ভাল কাজ করে। ডাঃ কেন্ট বলেন—'ছেলেদের নাক দিয়ে রক্ত পড়া, নাভি দিয়ে রস রক্ত পড়া, অন্ডকোষ ফোলা এবং তৎসহ শরীর শুকিয়ে যাওয়া ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে ইহার Q খুব ফলপ্রদ।

লক্ষণগত পার্থক্য—শিশুদের ম্যারাসমাসে এব্রোটেনাম ছাড়াও সার্সাপেরিলা, ন্যাট্রাম মিউর, আয়োডাম বিশেষ উপকারী ভাব প্রয়োগকালে এই লক্ষণগত পার্থক্য ভাল করে নিরূপন করতে হবে। যদি শিশুদের গায়ে বৃদ্ধ ব্যক্তির মত চামড়ার ভাঁজ পড়ে এবং শরীর অপেক্ষা ঘাড় অধিক রোগা দেখায় তবে সার্সাপেরিলা উপযোগী। যদি শিশু প্রচুর পরিমাণ আহার করে তথাপি শরীর শুকাতে থাকে, ঘাড়ের পশ্চাৎ দিকটা অধিক শুকায় ইত্যাদি লক্ষণে ন্যাট্রাম মিউর উপযোগী। যদি দেখা যায় শিশুর সর্বদাই ক্ষুধা কেবল খাবার জন্য কাঁদে, খেয়ে উঠেই আবার খেতে চায় এবং সমস্ত শরীর শুকিয়ে যায় এই ক্ষেত্রে আয়োডাম উপকারী। যদি দেখা যায় সমস্ত শরীর শুকিয়ে যাচ্ছে এবং পায়ের দিকটা শুকিয়ে যাবার ভাবটাই খুব সুস্পষ্ট তবে এব্রোটেনাম Q উপকারী। অবশ্যি এই লক্ষণটি কিন্তু টিউবারকিউলিনামেও আছে। ডাঃ জন বলেন—শিশুদের ম্যারাসমাসের লক্ষণটিতে দেখা যায় পায়ের দিক থেকে শুকাতে আরম্ভ

করে উপর দিকে লক্ষণটি ধীরে ধীরে ধাবিত হয়। পেটটি বড়, গায়ের মাংস যেন শুকিয়ে যাচ্ছে, তৎসহ অম্ল লক্ষণ এবং রাক্ষুসে ক্ষুধা এই ক্ষেত্রে এব্রোটেনাম নির্দিষ্ট ঔষধ। ইহার Q ২/৩ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য। মৃদু বিরেচকের কাজ করে। ইহার রস তিল তেল দিয়ে ব্যবহার করলে প্রাদাহিক ফুলা ও অর্শের আরাম হয়। ইহার শুষ্ক পাতার গুড়া শিশুদের ক্রিমি দূর করে।

উপকার—উদরাময় ও আমাশয় রোগে—দুর্গন্ধ সহ বায়ু নিঃসরণ এবং শশব্দে তরল মল বেগে নির্গত হয়, তলপেট হতে নীচের দিকে নাড়ীভুড়ি বের হয়ে আসার মত বেদনা, পেট গড়গড় করে, পেট ডাকে এবং ফাঁপ দেয়, পেটে কামড়ানির মত ব্যথা থাকে, মলদ্বার দিয়ে রক্ত স্রাব হয়, রক্তস্রাব ভোরের দিকেই বেশী হয় ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে ইহার Q ৫/৩ ফোঁটা পরিমাণ সামান্য জলের সংগে দুঘন্টা অন্তর সেব্য।

চর্ম পীড়া—চর্মে ছোট ছোট স্ফোটকের মত উদ্ভেদ বের হয় এবং চাবড়ার মত ফুলে উঠে। সেখানে খুব চুলকায় ইত্যাদি ক্ষেত্রেই ইহার Q খুব ভাল কাজ করে। ২/৩ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার।

চারিত্রিক লক্ষণ—অধ্যাপক জোন্স ইহার চারিত্রিক লক্ষণগুলো সংক্ষেপে উল্লেখ করেন—সময় ঃ—প্রাতকালে রক্ত স্রাব। রক্ত ঃ—প্রাতে উজ্জ্বল লাল বর্ণ এবং পরিমাণে তত বেশী নয়, বৈকালে কালো এবং চাপ চাপ রক্ত। নাড়ী কঠিন নয়, দ্রুতও নয় বরং কোমল এবং সহজ নমনীয়। কাশি ঃ—রাত্রে প্রবল এবং পুনঃ পুনঃ আক্রমণ, রোগী প্রাতে দুর্বল এবং ক্লান্ত এবং বৈকালে ক্রমশঃ সবল বোধ করতে থাকে। তিনি বলেন, সকল প্রকার রক্ত স্রাবেই প্রাত কালে বৃদ্ধির ভাব থাকলে এই ঔষধটি ব্যবহার করা উচিত। এই ঔষধটি বর্তমানে আমেরিকান ফার্মা কোপিয়ায় স্থান লাভ পেয়েছে। তাঁরা এই দেশ হতে শুষ্ক পাতা সংগ্রহ করে ঔষধটি প্রস্তুত করে। কিন্তু আমাদের দেশে টাটকা গাছ হতে সে ঔষধ প্রস্তুত হয় তাতে অধিকতর ফল দান করে। ইহার মাদার টিংচার মূল্যবান ঔষধ।

আসাই (Asai)

পরিচয়—দেবদারু গাছের ন্যায় এক প্রকার পার্বত্য গাছের পাতা হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকার—কালা জ্বরের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। কালাজ্বর তৎসহ রক্তবাহ্য ও রক্ত প্রস্রাবের প্রধান ঔষধ। হোমিওপ্যাথিতে ইহার লক্ষণ গত সাদৃশ্য দেখা যায় একোনাইট, বেলেডোনা, টেরি বিন্থ, হেমামেলিস এবং ক্রোটেলাস প্রভৃতি ঔষধে। ইহার Q ২/৩ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য। যদি জ্বর সহ রক্ত বাহ্য ও রক্ত প্রস্রাবের লক্ষণ থাকে তবে ইহার সংগে হেমামেলিস Q, ৫/৩ ফোঁটা

করে পর্যায়ক্রমে সেব্য। যদি প্রয়োজন হয় তবে সিয়োনেনথাস Q ৫/৬ ফোঁটা করে ইহার সংগে পর্যায় এসে দেওয়া যায়। দিনে মোট ৪ বার সেবন করালেই ভাল ফল পাওয়া যায়।

চারিত্রিক লক্ষণ—মাথার এক পাশে জ্বালা ও চিমটি কাটার মত বেদনা, চোখ হরিদ্রা বর্ণ ও জল পড়ে, কান হতে জলের মত তরল ও দুর্গন্ধ যুক্ত স্রাব; কানের মধ্যে সোঁ সোঁ শব্দ, মুখে পচা দুর্গন্ধ, জিহ্বা জারি ঘা, স্ফীতি এবং লাল বর্ণ, ব্লাডপ্রেসার বৃদ্ধি এবং শ্বাসকষ্ট। পাকস্থলীতে বায়ু সঞ্চয়, আহারের পর উপর পেটে চাপবোধ। ঠান্ডা দ্রব্য পান, মাংসে ও পাতলা দুধে অরুচি, ঘন দুধে রুচি, বুকে চাপ বোধ ও সেই জন্য শ্বাস কষ্ট, ডান বুকে অধিক, দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। কাশির সংগে বমি বমি ভাব, কাশি প্রথমে অল্প ও শুষ্ক পরে তরল ও ঘড় ঘড়ে, হরিদ্রা বর্ণের গয়ার, প্লীহা ও যকৃতের স্থানে বেদনা। কখনো কোষ্ঠ কাঠিন্য ও কখনো উদরাময়। ময়লা জলের মত তরল মল, তার নীচের তলানি সাদা বা হলদে, অজীর্ণ মিশ্রিত সাদা বা রক্ত মিশ্রিত আম মল। শুধু রক্ত বাহ্য, রক্তের রঙ কালচে, মলত্যাগের পর রোগী দুর্বল হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। প্রস্রাব অতি অল্প, উহার রঙ ঘোলা, রক্ত প্রস্রাব, উদরাময়ের সংগে প্রস্রাব একে বারেই বন্ধ বা পরিমাণে অতিসামান্য, মূত্রনালীর জ্বালা। হাতপা ঠান্ডা হয়ে জ্বর আসে, প্রচুর ঘাম হয়ে জ্বর ছাড়ে।

মাত্রা—Q ৫/৬ ফোঁটা দিনে ৪ বার।

এসিড এসেটিকাম (Acid Aceticum)

পরিচয়—ইহা এক প্রকার সিরকম বা ভিনিগার জাতীয় পদার্থ হতে প্রস্তুত।

উপকার—বহু মূত্র এবং উদরী রোগে যথেষ্ট উপকারী। বহু মূত্র রোগে রোগীর অত্যন্ত পিপাসা, গায়ের চামড়া ফ্যাকাসে, শুষ্ক, পাত্রদাহ, মাঝে মাঝে ঘাম, বার বার স্বচ্ছ জলের ন্যায় প্রস্রাব তৎসহ উদরাময়, বমি শোথ ভাব ইত্যাদি ক্ষেত্রে উপকারী। এছাড়া সর্বাঙ্গীন শোথ অথবা উদরী তৎসহ উদরাময় ও বমন লক্ষণ থাকলে উহার ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন। ঔষধটির বিশেষ লক্ষণ হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে প্রস্রাব সহ কোমরে বেদনা, উপর হয়ে শুয়ে থাকলে উপশম। উদরাময়ের সংগে পা ও পায়ের তলা ফোলা থাকলে ইহা খুব উপকারী।

অন্যান্য রোগ—পাকস্থলী ও উদর—পেট ফোলা, পেটে কলিক বেদনা ও জ্বালা পোড়া, পাকস্থলী ও বুকে ভয়ানক জ্বালা পোড়া, শরীর খুব ঠান্ডা, কপালে ঠান্ডা ঘাম। রক্ত হীনতার ক্ষেত্রে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ।

রক্তস্রাব—এই ঔষধে ন্যাকড়া ভিজিয়ে বা তুলা ভিজিয়ে টিপে রাখলে সকল প্রকার রক্ত স্রাব সংগে সংগে বন্ধ হয়ে যায়। নাক, ফুসফুস, পাকস্থলী, অন্ত্র, জরায়ু প্রভৃতি শরীরের সকল দ্বার দিয়ে রক্ত স্রাবের খুব ভাল ঔষধ। ঋতু

কালে ও প্রসবের পরে রক্ত স্রাবে যথেষ্ট উপকারী। এই হেমামেলিসও যথেষ্ট উপকারী। শরীরের এক স্থানের রক্ত স্রাব বন্ধ হয়ে অন্য স্থান দিয়ে রক্ত স্রাব হলে অথবা আঘাত লেগে নাক দিয়ে রক্ত স্রাব হলে ইহাতে উপকার। ফিটকারির চূর্ণ বা উহার জলে রক্ত বন্ধ হয়।

জ্বর—ঘুষঘুষে জ্বর তৎসহ রাতে ঘাম হলে এসিড এসেটিক ও সালফার উপকারী। জ্বর তৎসহ উদরাময়, রাতে ঘাম, শ্বাস কষ্ট, শরীর শুকিয়ে যায়, নিম্নাংগের শোথ ও ফোলা ভাব, সময় সময় প্রচুর ঘাম, জ্বর ভোগকালে রোগীর পিপাসা লেশ মাত্র থাকে না ইত্যাদি ক্ষেত্রে এই ঔষধ ভাগ কাজ করে। রক্ত স্রাবে চায়নার পর এবং শোথে ডিজিটেলিসের পর ইহা ব্যবহার করলে খুব উপকার হয়।

মাত্রা—ইহার ১x সামান্য জলের সংগে ৩/৪ ফোঁটা দিনে ৪ বার সেব্য।

এসিড বেঞ্জয়িকাম (Acid Benzoicum)

পরিচয়—ঘোড়ার মূত্রের মত মূত্রের কটু গন্ধ, অসাড়ে প্রস্রাব, বাত, গেটে বাত। যে কোন রোগই হোক না কেন যদি দেখা যায় মূত্রে ভয়ানক দুর্গন্ধ, প্রস্রাবে কোন প্রকার তলানি পড়ে না, ঘোড়ার মূত্রের মত উৎকট গন্ধ তবে এই পরিচায়ক লক্ষণের উপর উহা ব্যবহার করা যায়।

উপকার—সিফিলিস বা গনোরিয়া রোগের লক্ষণ সহ যাদের বাত দোষ তাদের পক্ষে এই ঔষধ খুব ফলপ্রদ। প্রমেহ রোগে প্রস্রাব বন্ধ হয়ে বাত রোগে আক্রান্ত রোগীর পক্ষে ইহা উপকারী। বাত রোগে কলচিকামের পর এবং প্রমেহ রোগে কোপেবার পর এই ঔষধ খুব ভাল কাজ করে।

মাত্রা—১x, ২x সামান্য জলের সংগে ২/৩ ফোঁটা মিশ্রিত করে দিনে ৩/৪ বার।

এসিড কার্বলিকাম (Acid Carbolicum)

পরিচয়—পাথুরিয়া কয়লার আলকাতরা হতে চোয়ালো পদার্থ হতে ইহা প্রস্তুত।

উপকার—রক্ত দূষিত জনিত রোগে যেমন সূতিকা জ্বর, সেপটিক জ্বর, বিষাক্ত গ্যাস হতে সৃষ্ট জ্বরে ইহার ব্যবহার করলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। গর্ভস্রাব হবার পর বা প্রসবের পর জরায়ুর মধ্যে কিছু পরে অথবা লোচিয়া স্রাবে পচা দুর্গন্ধ বের হলে এক বোতল উষ্ণ জলে উহার ১x শক্তি এক ড্রাম বা দুই ড্রাম মিশ্রিত করে যোনির মধ্যে ডুস দিয়ে যোনি ধৌত করে দিলে দুর্গন্ধ নষ্ট হয় এবং সেপটিক হবার আশংকা দূর হয়। এছাড়া সকল প্রকার দুর্গন্ধ যুক্ত ক্ষত, নাসিকার ক্ষত, পচা দুর্গন্ধ, ওজিনা এবং অত্যন্ত পচা দুর্গন্ধ যুক্ত বাহ্যে ইহার ব্যবহার খুব উপকারী। গ্রাফাইটিস এবং বদহজম রোগাক্রান্ত রোগীর বহুমূত্র,

ল্যারিন জাইটিশ, হুপিংকফ, থাইসিস প্রভৃতি দুর্গন্ধময় গয়ার নিঃসরণ, অজীর্ণ, দুর্গন্ধযুক্ত বাহ্যের সঙ্গে রক্তামাশায়, এক প্রকার মাথা ব্যথা যাতে মনে হয় কপাল দড়ি দিয়ে বাঁধা আছে, মাথার মধ্যস্থলে জ্বালা পোড়া প্রভৃতি লক্ষণের জন্য এই ঔষধ যথারীতি ব্যবহার করলে আশাতীত ফল পাওয়া যায়। এই ঔষধ বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিণ ব্যবহার করা যায়।

অন্যান্য রোগ—ক্ষত—পোড়া বা অন্য কোন দুর্গন্ধযুক্ত ক্ষতে ইহা ভেসলিনের অথবা অলিভ অয়েলের বা গ্লিসারিনের সংগে মিশ্রিত করে মলম প্রস্তুত করে ব্যবহার করলে উপকার। পাকস্থলীর ক্যানসার রোগে এই এসিড কার্বলিক Q উপকার।

পেটের রোগ—পাতলা চাল ধোয়া জলের ন্যায় অথবা ডিম পচার ন্যায় দুর্গন্ধযুক্ত বাহ্য, রক্ত ও আমযুক্ত বাহ্য, রোগী ছটফট করে, থেকে থেকে চিৎকার করে উঠে, কলেরা লক্ষণ এমত অবস্থায় ইহার Q খুব উপকারী। এপিসে এই লক্ষণটি আছে কিন্তু সেখানে পিপাসা থাকে না এবং উহার ভেদ বমনের রঙ অন্য প্রকার কার্বলিক অ্যাসিড শিশু কলেরায় খুব উপকারী। শিশু যে বমি করে উহার রঙ সবুজ বা কালো। প্রস্রাব ঘোলাটে, কালো বা সবুজ। শিশুদের গ্যাষ্ট্রো-ইন-টোরাইটিস নামক পীড়ায় ইহা যথেষ্ট উপকারী। বিশেষ করে যদি এই রোগের সংগে বমন, জ্বর বিকার এবং ছটফটানি লক্ষণ বর্তমান থাকে।

জ্বর—ম্যালেরিয়া, সবিরাম, প্লীহাযুক্ত ঘুষ ঘুষে জ্বর ইত্যাদি প্রায় সকল প্রকার জ্বরে ইহা উপকারী। কার্বলিক এসিড দূষিত গ্যাস জনিত যে কোন রোগে ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়।

কাশি—সর্বদাই খুক খুকে কাশি, কষ্টদায়ক কাশি। এই কাশি ব্রংকাইটিস, ল্যারিন জাইটিস, থাইসিস যে কোনো রোগের সংগে থাকুক না কেন এসিড কার্বলিক ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়। হুপিং কাশিতে কার্বলিক এসিডের ১x প্রথমবার স্থায়ী ব্যবহার করলে প্রায় কমে আসে পরে কষ্টিকাম ব্যবহারে একেবারে সেরে যায়।

বসন্ত রোগ—চিকিৎসার দোষে অনেক সময় বসন্ত রোগ ভয়ংকর আকার ধারণ করে। ক্ষত পচে যায় এবং উহাতে পোকা হয়। সেই ক্ষত হতে ভয়ানক দুর্গন্ধ বের হয় এবং রোগীর অবস্থা খুব খারাপ হয়ে উঠে। এমত অবস্থায় ইহার ১x ২/৩ ঘন্টা অন্তর ব্যবহার অত্যন্ত উপকারী। উক্ত মতে ইহার মলম প্রস্তুত করে বাহ্যিক প্রয়োগ করলেও উপকার পাওয়া যায়। এক পাউন্ড অলিভ অয়েলে বা স্যানাড অয়েলে ২/৩ ড্রাম ইহার ১x শক্তি মিশ্রিত করে সেই অয়েল পালকে করে রোগীর ক্ষতে বাহ্যিক প্রয়োগ করলে ২/৩ দিনের মধ্যেই দুর্গন্ধ কমে যাবে এবং ক্ষত শুকিয়ে আসবে। কোন কোন সময় দেখা যায় বসন্তের গুটি

অল্প অল্প করে বের হয়ে আর হয় না। এমত অবস্থায় রোগীর বিকার ভাব দেখা দিতে পারে এবং সংকটজনক হয়ে উঠতে পারে। তখন ইহার ১x শক্তি ব্যবহার করলে উপকার, ক্ষেত্র বিশেষে ৩০ বা ২০০ শক্তিও উপকার করে। দুর্গন্ধময় রসযুক্ত ক্ষতে মার্কসল এবং সালফার উপকারী।

মাত্রা—এক আঃ বিশুদ্ধ জলে এক ড্রাম পরিমাণ ১x মিশ্রিত করে প্রত্যহ দু-ঘন্টা অন্তত এক চামচ করে ব্যবহার করা উচিত।

এসিড সাইট্রিকাম (Acid Citricum)

পরিচয়—লেবুর রস হতে এই ঔষধটি প্রস্তুত।

উপকার—ভুক্ত দ্রব্য যদি যথাযথভাবে পরিপাক না হয় এবং শরীরের পোষণ ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে রক্তহীনতা, স্কার্ভি প্রভৃতি রোগ দেখা দিলে ইহা উপকারী।

অন্যান্য রোগ—ঋতুস্রাব—যে সকল স্ত্রীলোকদের প্রতি মাসেই খুব বেশী পরিমাণ ঋতুস্রাব হয় তাদের পক্ষে যথেষ্ট উপকারী।

জ্বর—জ্বরে আক্রান্ত রোগীকে লেবুর রস সহ জলপান করালে পিপাসা দূর হয়। বমি বমি ভাব থাকলে খুব উপকার হয়। এই ঔষধটি ব্যবহার করার সময় মূল পীড়ার জন্য যে সমস্ত ঔষধ ব্যবহার করা হয় এই ঔষধ উহাদের প্রতিষেধক কিনা ভাল করে বুঝে নিতে হবে। ইহার মাদার Q জলে মিশ্রিত করে ক্যানসার ক্ষতে প্রয়োগ করলে উপশম হয়।

মাত্রা—Q এক ড্রাম পরিমাণ এক আঃ বিশুদ্ধ জলে মিশ্রিত করে এক চামচ ২/৩ ঘন্টা অন্তর সেবন করা উচিত।

এসিড ফ্লোরিকাম (Acid Fluoricum)

পরিচয়—এক প্রকার পাথর চূর্ণ, গন্ধক দ্রাবক সহযোগে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা এই ঔষধটি প্রস্তুত হয়।

উপকার—হোমিও চিকিৎসা জগতে ঔষধটি যথেষ্ট মূল্যবান। হাড়ের ক্ষত বিশেষ করে ফিমার, আলনা, টিবিয়া অর্থাৎ হাতের এবং পায়ের সমস্ত লম্বা অস্থির ক্ষত এবং উহা হতে হাজাকারক পাতলা রস নিঃসৃত হতে থাকলে এই ঔষধ দ্বারা উপকার হয়। এ ছাড়া দাঁতের মাড়ি এবং চোখের শোথ ঘায়ের জন্য ইহা খুব উপকারী। ফ্লোরিক এসিডের ক্ষতের যন্ত্রণা ঠান্ডা প্রয়োগে উপশম হয় কিন্তু সাইলেশিয়ার ক্ষেত্রে ঠান্ডায় যন্ত্রণা বৃদ্ধি। উপদংশ জনিত প্রায় সকল প্রকার অস্থিক্ষতে ইহা উপকারী। ইহা রোগীকে অল্প বয়সেই বৃদ্ধের ন্যায় দেখায়। রোগী খুব পরিশ্রম করতে পারে। চোখের ছানিতে থিওসিনামিনাস এবং ক্যালকেরিয়া ফ্লোর ভাল কাজ করে।

অন্যান্য রোগ—দাঁতের পীড়া—দাঁতের মাড়িতে প্রথমে ফোঁড়া হয় তারপর ধীরে ধীরে ফিশ্চুলায় (শোথ ঘা) পরিণত হয় এবং আরোগ্য না হয়ে দাঁতের গোড়ার অস্থিতে কেরিজ সৃষ্টি হয়। পুঁজ সৃষ্টি হয়। মুখ দিয়ে দুর্গন্ধ বের হয়। তখন এই ঔষধটি ব্যবহার করলে ইহার আরোগ্য হয়। অস্থি এবং দাঁতের ক্ষতে সাইলেসিয়া ব্যবহার করে অনেকটা উপকার হয়েছে কিন্তু রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় নাই। এই রূপ ক্ষেত্রে সাইলেসিয়ার পর এসিড ফ্লোর ব্যবহার করলে খুব উপকার পাওয়া যায়।

আংগুল হাড়া—অপারেশান করার পর ক্ষত এবং উহাতে ঠান্ডা জল লাগালে যদি যন্ত্রণার উপশম হয় তবে ইহাতে উপকার।

শিরাস্ফীতি—শিরাস্ফীতির ক্ষেত্রে ইহা উপকারী। তবে হেমামেলিসও উপকার হয়। হেমামেলিস বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ উভয় প্রকারেই ব্যবহার করা যায়। এই রোগ নূতন হলে হেমামেলিস এবং পুরাতন হলে এসিড ফ্লোরিক।

চর্মপীড়া—কোন প্রকার চর্মপীড়ায় অসহ্য চুলকানি থাকলে এসিড ফ্লোর খুব উপকারী। মেজোরিনামে অনেক সময় চুলকানি, পাঁচড়া, একজিমা ইত্যাদির অসহ্য চুলকানি নিবারিত হয়। ফ্লোরিক এসিডে শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশে অল্প পরিসর স্থানে উদ্ভেদ বের হয় এবং রোগীর চর্ম শুষ্ক এবং খসখসে থাকে।

পাকস্থলীর পীড়া—অজীর্ণ রোগে পেট ফোলা, পেট বেদনা, পেটে-যন্ত্রণা, রোগীর অত্যন্ত পিপাসা হয়, কেবলমাত্র ঠান্ডা পানীয় পান করতে ইচ্ছা করে। আহারের সামান্য ব্যতিক্রম হলেই শরীর অসুস্থ হয়, পিত্ত বমি হয়, সর্বদাই ঢেকুর উঠে, বায়ু নিঃসরণ হয়। উহাতে রোগী উপশম বোধ করে। এই সব ক্ষেত্রে ঔষধটি খুবই উপকারী।

বেদনা—বেদনার ক্ষেত্রে ঔষধটি খুব ভাল কাজ করে। ডান স্কন্ধে সন্ধির বেদনা, বেদনা উপর হতে আংগুল পর্যন্ত পরিচালিত হয়। বাম তর্জনী বা সমস্ত অংগুলির বেদনায় ও প্রদাহে এসিড ফ্লোরিক উপযোগী। সমস্ত হাতের ফোলা, ফোলা স্থান প্রথমে অত্যন্ত গরম হয় এবং উহাতে যন্ত্রণা থাকে পরে পেকে যায় এবং উহাতে পুঁজ সৃষ্টি হয়, এই সব ক্ষেত্রে এসিড ফ্লোর উপকারী।

প্রস্রাব—প্রস্রাব করার সময় এবং প্রস্রাবের পর মূত্র নালীর মধ্যে অত্যন্ত জ্বালা পোড়ায় তখন এই ঔষধ ব্যবহার করা উচিত। এই জাতীয় জ্বালা পোড়ার ভাব ক্যানথারিসেও আছে। প্রস্রাবের সময় নয় অন্য সময় জ্বালা পোড়া থাকলে স্ট্যাফি সেগ্রিয়া উপকার করে।

বিঃ দ্রঃ—সাইনোভাইটিস, অর্থাৎ হাটুর পায়ের প্রদাহ, বুকে জল জমা, নাকের পুরাতন সর্দি, গলগন্ড, গলার ভিতর উপদংশ জনিত ঘা, নাকের মধ্যে

পচা ঘা, কানে পুঁজ, মাথার চুল ওঠা, জড়ুল (Naevi), ক্ষত আরোগ্য হয়ে পুনরায় লাল হয়ে উঠা ও চুলকানি প্রভৃতি ক্ষেত্রে ঔষধটি উপকারী।

মাত্রা—১x শক্তি ২/৩ ফোঁটা করে সামান্য জলের সংগে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

এসিড গ্যালিক (Acid Galicum)

পরিচয়—ইহা মাজুফল হতে প্রস্তুত। রক্ত স্রাব নিবারনের উৎকৃষ্ট ঔষধ। সাধারণত ইহার ১x বিচূর্ণ অধিকতর ফলপ্রদ।

উপকার—কিডনি হতে রক্তস্রাব, প্রষ্টেট্ গ্ল্যান্ডের প্রদাহের জন্য রক্ত স্রাব, মূত্রথলীর প্রদাহের জন্য প্রস্রাবে জ্বালা পোড়া বা প্রস্রাবে অফ জালেট্ থাকলে এই ঔষধ ব্যবহার করলে যথেষ্ট উপকার।

অন্যান্য রোগ—থাইসিস—যক্ষ্মারোগে এই ঔষধটি নিয়মিত ব্যবহার করলে দূষিত স্রাব নির্গমন বন্ধ হয় এবং পাকস্থলীর ক্রিয়া ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়। ফুসফুসে বেদনা, ফুসফুস হতে মুখ দিয়ে রক্ত স্রাব, প্রচুর পরিমাণে গয়ের উঠে। ভোরে প্রচুর পরিমাণে শ্লেষ্মা গয়ার জমে থাকে। কিন্তু রাত্রে শুষ্ক, কিছুই থাকে না। এই উপসর্গ গুলো যক্ষ্মা রোগে থাকলে যথেষ্ট উপকার।

কোষ্ঠকাঠিন্য—এই ঔষধ ১x, ১০/১২ ফোঁটা মাত্রা প্রত্যহ ৪/৫ বার প্রয়োগ করলে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়। অনেক সময় ইলাটেরিয়াম ১x, ৩/৪ ফোঁটা মাত্রায় প্রত্যহ প্রাতে একবার করে সেবন করলে উপকার।

মাত্রা—১x সামান্য জলের সংগে ইহার ৮/১০ ফোঁটা প্রত্যহ ৩/৪ বার সেব্য।

এসিড হাইড্রো (Acid Hydrocyanicum)

পরিচয়—তিক্ত বাদাম, আতাফলের বিচি, কুলের আঁটি প্রভৃতির শাঁসের এবং পিচ গাছের পাতার মধ্যে এক প্রকার তীব্র বিষাক্ত পদার্থ দ্বারা ইহা প্রস্তুত। ইহা এক প্রকার বিষ। ইহার এক ফোঁটায় মুহূর্ত কালের মধ্যে একটি জীবন নষ্ট হতে পারে আবার শক্তিকৃত হলে কলেরা, তড়কা, ধনুষ্টংকার ও হৃদপিন্ডের রোগে ইহা প্রভূত উপকার সাধন করে। ইহার অন্য নাম প্রুসিক এসিড।

উপকার—ঔষধটি কলেরা রোগীর ক্ষেত্রে বিশেষ উপকারী। এছাড়া মৃগী, ধনুষ্টংকার, কাশি, তড়কা, শূলবেদনা, হৃদযন্ত্র এবং জ্বরে ব্যবহৃত হয়।

কলেরা—হঠাৎ নাড়ী ছেড়ে গিয়ে রোগীর সমস্ত শরীর বরফের মত ঠান্ডা হয়ে যায়, বাহ্য প্রস্রাব বমি বন্ধ হয়ে যায়, শ্বাস প্রশ্বাসে ভয়ানক কষ্ট, কলেরার হিমাংগ অবস্থায় ইহা খুব উপকারী। ৩/৪ বার বাহ্য বমি হয়ে নাড়ী দমে যাওয়া, সর্বাংগ বরফের মত ঠান্ডা, নীলবর্ণ, রোগী মড়ার মত পড়ে থাকে সেখানে

এই ঔষধ প্রযোজ্য, তবে এই লক্ষণটি ক্যাম্ফরেও পাওয়া যায়। কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে, যদি এই সংগে হৃদপিন্ডের দ্রুত গতি, নাড়ী ক্ষীণ ও অসম, হৃদপিন্ড ও ফুসফুসে রক্ত জমা এবং সেখানে খুব বেদনা বোধ, প্রথমে খেঁচুনি তারপর পেশী সমূহের অবসন্নতা, সম্পূর্ণ অচৈতন্য ভাব, উদ্বেগ, শ্বাসকষ্ট, গলায় ঘড় ঘড় শব্দ প্রভৃতি অবসন্নতা এই ঔষধ ব্যবহার করলে যথেষ্ট উপকার।

ধনুষ্টংকার—শরীর কাঠের মত শক্ত হয়। মাথাটি পিঠের দিকে ধনুকের মত বেঁকে যায়, শ্বাসে কষ্ট, চোয়াল ধরে যায়, মুখে ফেনা উঠে ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহা উপকারী। এই সবক্ষেত্রে সাইকিউটা উপকারী। তবে পার্থক্য সাইকিউটার রোগী এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে এবং ঘনঘন ফিট পড়ে কিন্তু এসিড হাইড্রোর রোগীর ফিট অনেকক্ষণ পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

মৃগী—প্রকৃত মৃগী নয় তবে মৃগীর মত ফিট ও খেচুনি। ফিট আরম্ভের পূর্বে বমি বমি ভাব, মুখে জল ওঠা প্রভৃতি লক্ষণ থাকে। দাঁতে দাঁত লাগে, মুখে ফেনা হয়, চোখের তারা স্থির থাকে ও বড় হয় ইত্যাদি লক্ষণে ইহা উপকার।

কাশি—হৃদযন্ত্রের পীড়ার সংগে কাশি, যক্ষ্মারোগীদের খুকখুকে কাশি ইত্যাদি খুব উপকার।

তড়কা—ধনুষ্টংকারের আংশিক বা সম্পূর্ণ লক্ষণ প্রকাশ পেলেই ইহার প্রয়োগ উপকারী।

জ্বর—কোন জ্বরে হঠাৎ নাড়ী ছেড়ে গিয়ে রোগীর অবস্থা খারাপের দিকে গেলে ইহা প্রয়োগ করা উচিত।

শূলবেদনা—গ্যাষ্ট্রোলজিয়া, পেটে ভয়ানক বেদনা, পেট একটু খালি হলেই বেদনা বাড়ে। এই সব লক্ষণে ইহা উপকার করে।

হৃদপিন্ডের পীড়া—অত্যন্ত বুক ধড়ফড়ানী, নাড়ী দুর্বল, সর্বাঙ্গ শীতল বুকে যন্ত্রণা দায়ক বেদনায়, এনজাইনা পেক্টোরিসে ইহা উপকারী।

মাত্রা—ইহার ১x, ২x, শক্তি সামান্য জলের সংগে মিশ্রিত করে প্রত্যহ ৩/৪ বার যথারীতি সেবন করা উচিত।

এসিড ল্যাকটিক (Acid Lacticum)

পরিচয়—ঘোল অথবা দধি হতে এ্যালকোহল সংযোগে এই ঔষধটি প্রস্তুত।

উপকার—প্রস্রাবের এবং বহুমূত্র রোগে ইহার ব্যবহার অধিক। এ ছাড়া শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর ও সমস্ত গাঁটের উপর ইহার যথেষ্ট ক্রিয়া।

চারিত্রিক লক্ষণ—(১) অজীর্ণ রোগের লক্ষণ থাকে যেমন আহার্য বস্তু অম্লে পরিণত হয়, গরম, কটু, তিক্ত ঢেকুর উঠে, পাকস্থলী হইতে জল উঠে,

লালা বের হয়, বমি এবং বমি ভাব থাকে। (২) সন্ধি বা পেশী বাতে, রাত্রে ও নড়াচড়ায় বৃদ্ধি। (৩) গর্ভাবস্থায় বমি, দুর্বল রক্তহীন এবং যে সকল স্ত্রীলোকদের রক্ত প্রদরের রোগ আছে তাদের বমি। (৪) নাক দিয়ে রক্তস্রাব। (৫) শর্করাযুক্ত বহুমূত্র, দিনরাত্র সব সময়ই প্রস্রাবের বেগ, প্রস্রাবের পরিমাণ অধিক, প্রস্রাব বন্ধ করে রাখলে বেদনার অনুভব।

অন্যান্য রোগ—বহুমূত্র—যাদের প্রস্রাবে অধিক শর্করা (Sugar) থাকে, প্রস্রাবের পরিমাণ অধিক এবং প্রস্রাব খুব ঘন ঘন হয়, অত্যন্ত কোষ্ঠকাঠিন্যে লক্ষণ, জোলাপ ব্যবহার ছাড়া যাদের পায়খানা হয় না তাদের পীড়ায় ইহা খুব উপকারী। ইহাতে রোগীর পা ঘামে কিন্তু ঘামে দুর্গন্ধ থাকে। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, টেলুরিয়াম, সাইলেশিয়া, থুজা, এসিড নাইট্রিক, গ্রাফাইটিস, ক্যালিকার্ব প্রভৃতি ঔষধে পায়ে ঘাম থাকে এবং ভীষণ দুর্গন্ধ থাকে। কিন্তু ল্যাকটিক এ্যাসিডে দুর্গন্ধ থাকে না।

বাত বেদনা—কোমরে বেদনা, বেদনা কাঁধ পর্যন্ত প্রসারিত হয়। কোমরের নিম্নে বেদনা, নড়াচড়া বা হাঁটাচলা করলে বৃদ্ধি। সমস্ত গাঁটে তীক্ষ্ণ বেদনা, হাতের কব্জী, কনুই, আংগুলের গাঁট অথবা সমস্ত গাঁটে ফোলা সেখানে ভীষণ বেদনা। হাঁটু এবং অন্যান্য সন্ধিগুলো শক্ত এবং আরষ্ট ভাব, তাতে খুব বেদনা। গেঁটে বাত এবং পেশী উভয় ক্ষেত্রেই ল্যাকটিক এসিড খুব উপকারী, ইহার বেদনা রাত্রে এবং নড়াচড়া করলে খুব বাড়ে, রোগীর খুব ঘাম হয়। চলতে গেলে সমস্ত শরীর কাঁপে, হাত পায়ে শীত শীত অনুভব ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহা খুব উপকারী।

গ্ল্যান্ডের রোগ—বগলের গ্ল্যান্ডের প্রদাহ এবং ফোলা ফোলা ভাব বুক পর্যন্ত বেদনার অনুভব। কোন সময় এই বেদনা হাতে পরিচালিত হয়।

গলদেশের পীড়া—প্রচন্ড জ্বালা সহ এক প্রকার ঝাঁঝাল গরম গ্যাস পাকস্থলী হতে গলা পর্যন্ত উঠে, প্রচুর পরিমাণে আঠার মত চটচটে শ্লেষ্মা বের হয়, এছাড়া গলার মধ্যে যেন একটা পুটলি বা ছোট গোলার মত পদার্থ আটকে আছে এমন বোধ হয় এই জন্য অনবরত ঢোক গেলে। গর্ভাবস্থায় বমি হলে এই ঔষধে তা দূর হয়।

মাত্রা—২x শক্তি ২/৩ ফোঁটা করে প্রত্যহ চার বার সেব্য।

এসিড মিউরিয়াটিকাম (Acid Muriaticum)

পরিচয়—লবমান্ন বা নিশাদল হতে ঔষধটি প্রস্তুত হয়।

উপকার—জ্বর, পচাক্ষত, জলক্ষত, উদরাময়, ডিপথিরিয়া, হার্নিয়া, আলজিব ফোলা, গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের অর্শরোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহা উপকার সাধন করে।

চারিত্রিক লক্ষণ—(১) উদরাময়—প্রস্রাবের বেগে অসাড়ে বাহ্য হয়। বুক ধড়ফড় করে এবং মুখে পর্যন্ত এই ভাব দেখা যায়। (২) অর্শে ভীষণ বেদনার জন্য মলদ্বারে হাত ছোঁয়াতে দেয় না। (৩) টাইফয়েড জ্বরে অত্যন্ত দুর্বলতা, ঘুমের অভাব, অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকে, জোরে জোরে গোংরায় বা বিড়বিড় করে বকে। জিহ্বার ধারে ময়লা দাঁতে ময়লা জমে। জিহ্বা শুষ্ক এবং চামড়ার মত অসাড়, অসাড়ে দুর্গন্ধ ভেদ। (৪) রোগী উত্তেজিত খিটখিটে এবং একটুতেই রেগে যায়। (৫) রোগীর মধ্যে দুর্বলতার ভাব অতি প্রকট। অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকে। বালিশে মাথা থাকে না, গড়িয়ে পড়ে, নিচের চোয়াল ঝুলে পড়ে, উঠে বসলে চোখ বুজে আসে। (৬) জিহ্বা ও মলদ্বার রোধক পেশী দুর্বল এবং নিষ্ক্রিয়। (৭) ক্ষতে গ্যাঁজের মত পদার্থ সৃষ্টি। (৮) মলদ্বারে স্পর্শকাতরতার বেদনার অনুভব। (৯) স্ত্রী জননইন্দ্রিয়ের ক্ষত, মুখের সাংঘাতিক ক্ষত, ক্ষত গভীর হয় এবং ক্ষতে ছিদ্রের মত ভাব সৃষ্টি হয়, ক্ষতের ধার কালো বর্ণের, মুখে পচা দুর্গন্ধ তৎসহ প্রচন্ড দুর্বলতা।

অন্যান্য রোগ—জ্বর বিকার—রোগী এত দুর্বল হয়ে পড়ে যে বিছানার এক পাশে গড়িয়ে পড়ে, পায়খানা প্রস্রাব অসাড়ে হয়, অন্ত্রের পচন শুরু হয়। বিড়বিড় করে বকে, অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকে, নিশ্বাস জোরে জোরে ফেলে, গোংরায়, জিহ্বা শুষ্ক, অসাড় এবং চামড়ার মত, খসখসে, সরু হয়ে আসে, রোগ বৃদ্ধির সংগে পক্ষাঘাতের মত অসাড়, জিহ্বা নড়াচড়া করতে পারে না। হৃদযন্ত্রের প্রতি মৃদু অনিয়মিত, অসাড়ে পায়খানা প্রস্রাব হয়। বালিশ হতে মাথা গড়িয়ে পড়ে ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে এসিড মিউর খুব উপকারী। এই রূপ লক্ষণে ফসফরিক এসিডের কথা মনে পড়তে পারে। কিন্তু মিউরিয়েটিক এসিডের সংগে ইহার পার্থক্য এই যে, ফসফরিক এসিডে রোগী চুপ করে পড়ে থাকে।

লিভার—লিভার সিরোসিস রোগের শেষ অবস্থায় যখন শোথ বা উদরী লক্ষণ দেখা যায় তখন ইহাতে উপকার।

মুখের ক্ষত—ক্ষত গভীর, নীলাভ ভাব, ধারগুলো কালো। এছাড়া ডিপথিরিয়া এবং মুখের অভ্যন্তর ভাগের যে কোন প্রকার ক্ষতে ইহা উপকারী। মুখ দিয়ে দুর্গন্ধ স্রাব ও রক্ত বের হয়। মাড়ি ও গ্ল্যান্ড ফোলে, অত্যন্ত দুর্বলতা বালিশে মাথা থাকে না, গড়িয়ে পড়ে, পানীয় দ্রব্য গিলবার সময় গলনালীর আক্ষেপ ও দমবন্ধের মত অবস্থা। এমত অবস্থায় ইহার ব্যবহার উপযোগী। কার্বংকলের মত, ভেরিকোস আলসার, জিহ্বার ক্ষত, শয্যাক্ষত প্রভৃতি নানা প্রকার ক্ষতে উহা উপকারী। ক্ষতের রঙ নীল, কালচে নীল, ক্ষত হতে একটু রক্ত বের হয়। অত্যধিক পুঁজ রক্ত বের হয়, রোগী দুর্বল হয়ে পড়ে ইত্যাদি লক্ষণে ইহার ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন।

আলজিহ্বা ফোলা—আলজিব খুব ফুলে গিয়ে মোটা হয়ে জিভের উপর পড়ে, সেই জন্য ছেলে কাশে আর বমি করে এই ক্ষেত্রেও ইহা খুব ভাল কাজ করে।

অর্শ—অর্শের বলীর রঙ নীল, অত্যন্ত বেদনা, হাত ছোঁয়াতে দেয় না, কাপড় লাগলেও ব্যথা পায়, ঠান্ডা জল লাগলে যন্ত্রণা বাড়ে, যন্ত্রণা গরমে ও তাপে উপশম। গর্ভাবস্থায় অর্শরোগ হলে খুব উপকার। প্রস্রাব করার সময় অর্শের বলী বের হয়ে পড়ে।

উদরাময়—মল অসাড়ে বের হয়, প্রস্রাব করার সময় মল অসাড়ে পড়ে যায় এবং কাপড় নষ্ট হয় বায়ু নিঃসরণ কালেও কখনো কখনো মল বের হয়। অবশ্যি এই লক্ষণে এলো অ্যালিয়েভার বিবেচনা করা যায়। তরল বাহ্য প্রায় অসাড়ে বের হয়ে পড়ে, পেট ডাকে, পেটে বেদনা থাকে না, বমি হয়, কিছুই যেন পেটে থাকতে চায় না। টাইফয়েড জ্বর বা অন্যান্য রোগের সংগে মুখে ঘা তৎসহ উক্ত প্রকার পেটের পীড়া থাকলে মিউরিয়েটিক এসিড যথেষ্ট উপকার।

মাত্রা—১x শক্তি ২/৩ ফোঁটা করে ৩/৪ বার যথারীতি সেব্য।

এসিড নাইট্রিকাম (Acid Nitricum)

পরিচয়—সালফিউরিক এসিড এবং নাইট্রেট অফ পটাশ হতে এই ঔষধটি প্রস্তুত হয়।

চারিত্রিক লক্ষণ—(১) রোগী দিনের পর দিন জীর্ণ শীর্ণ হয়ে যায়। দুর্বল হয়ে পড়ে, শরীর কাঁপতে থাকে। (২) রোগের কথা চিন্তা করে এবং কলেরা রোগে আক্রান্ত হবার খুব ভয়। (৩) কানে শুনতে পায় না কিন্তু চলতি গাড়ীতে উঠলে বেশ শোনতে পায়। (৪) ঋতুস্রাব আরম্ভ হবার পূর্বে মন খারাপ হয়। মাথার চুল উঠে যায়। (৫) গলার ভিতরে বা অন্য কোন স্থানের বেদনায় যেন কাঁটা বা গোঁজ বিদ্ধ হয়ে আছে এমন অনুভূতি। বেদনা এক বার আসে আবার হঠাৎ চলে যায়। একবার এখানে একবার সেখানে চিবানো ব্যথা। ঋতু পরিবর্তন এবং নিদ্রা কালে বৃদ্ধি। (৬) মুখের কোন ফাঁটা। টাইফয়েড জ্বরে অন্ত্র হতে রক্ত পড়ে, কোন ভারী জিনিস উঠাবার সময় বা অতিরিক্ত পরিশ্রমের পর রক্ত স্রাব, রক্ত পরিমাণে বেশী, টকটকে লাল বা কালো বর্ণের। (৭) সিফিলিস বা গনোরিয়া জনিত আঁচিল। (৮) টাইফয়েড জ্বরে রক্ত স্রাব, ক্ষত হতে রক্ত স্রাব, শরীরের যে কোন দ্বার দিয়ে স্রাব সামান্য কারণেই রক্ত স্রাব হয়। (৯) প্রস্রাব ঘোলা, অল্প প্রস্রাবে কটু ও ঝাঁঝাল গন্ধ। ঘাম, মল ইত্যাদি সমস্তই দুর্গন্ধ। (১০) উপদংশ জনিত ক্ষত, মুখে ক্ষত, উপদংশ জনিত পীড়ায় ভগ্ন স্বাস্থ্য ও রুগ্নভাব। (১১) উদরাময়ে অত্যন্ত কুন্থন। কিন্তু মল অতি সামান্য বের হয়, মলদ্বারে বেদনা ও ঘা। অর্শ বা অন্য যে কোন রোগে বাহ্যের পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত মলদ্বারে জ্বালা ও কাটা ছেঁড়ার মত বেদনা, মলদ্বারে কাটা ঘা।

অন্যান্য রোগ—উপদংশ—উপদংশের সাদা শ্লাক যুক্ত ক্ষতে যেন কেহ কাঁটা দিয়ে খুঁচছে এমন বোধ এবং সেই খোঁচা ধারে যে মাংসাঙ্কুর হয় তাতে হাত লাগলেই রক্ত পড়ে এবং রক্তে ব্যান্ডেজ ভিজে যায়, এমত ক্ষেত্রে ইহা খুব উপকারী। ইহার উদ্ভেদ তাম্রবর্ণের এবং ছোট ছোট ফুসকুড়ির মত, নাকে এবং ঠোঁটের কোণে ঘা বা কাটা, ঘা হতে পুঁজ রক্ত পড়ে এবং তাতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ। ক্ষত গভীর। কাঠির খোঁচা বা জ্বালা বোধ লক্ষণটি বর্তমান। ইহার উদ্ভেদ হাতে, মাথায় এবং দাড়ির হাড়ে বেশী হয়। উপদংশ জনিত রোগে ঔষধটি বিশেষ উপকারী।

ক্ষত—মুখের ক্ষতে মুখ দিয়ে অনবরত লালা ঝরে, সেই ঘায়ে কাঠি বা খোঁচামারা যন্ত্রণা। ক্ষত যদি জিহ্বা অথবা দাঁতের মাড়িতে আরম্ভ হয়ে গলার ভিতর পর্যন্ত পরিচালিত হয় এবং ক্ষতে খোঁচা মারার ন্যায় বেদনা থাকে তবে ইহাতে উপকার। দাঁতের মাড়িতে ঘা, রসরক্ত পড়া, জিহ্বায় ক্ষত, ফোলা ভাব, জ্বালা ইত্যাদি লক্ষণে নাইট্রিক এসিডও খুব ভাল কাজ করে বিশেষ করে যদি উপদংশ জনিত দোষ থাকে। যে সকল ক্ষত খুব দ্রুত বেড়ে যায়, ক্ষত হতে বিশ্রী দুর্গন্ধ পুঁজ বের হয়, হাত লাগালেই রক্ত পড়ে। রক্ত স্রাবী আঁচিলে ইহা খুবই উপকারী।

হাজাক্ষত—পায়ের তলায় ঘাম হয়ে পায়ের আঙ্গুলে হাজা ঘা তাতে অত্যন্ত টাটানি এবং খোঁচা মারা বেদনা, ঘামে অত্যন্ত দুর্গন্ধ। যাদের হাত, হাতের চেটো ও বগল ঘামে তাদের পক্ষে ইহা খুব উপকারী। চোখের ক্ষত যেমন কর্ণিয়ার ক্ষত, আঞ্জনীর ঘা প্রভৃতিতে উপকার ক্যালকেরিয়া সালফের পর এই ঔষধ অধিক উপযোগী।

মাথার যন্ত্রণা—প্রাতে, রাত্রে এবং বিছানা হতে উঠার সময়, বেড়াবার সময় যন্ত্রণা বৃদ্ধি, গাড়িতে চড়লে বেদনার হ্রাস, বেদনা রাত্রে বাড়ে, মাথায় কিছু রাখতে পারে না, বেদনা কান হতে ব্রহ্মতালু পর্যন্ত প্রসারিত।

কাশি—ফুসফুসের টিউবারকল ফেটে ক্ষত জ্বর, রাত্রে ঘাম, বুকে অত্যন্ত ব্যথা, মুখ দিয়ে উজ্জ্বল লাল বর্ণের রক্ত পড়ে, শ্বাসকষ্ট হয়, প্রাতে স্বর ভংগ, রোগ বৃদ্ধির সংগে উদরাময়, বুকে ঘড়ঘড় শব্দ শোনা যায়। পুঁজ মিশ্রিত শ্লেষ্মা উঠে তখন নাইট্রিক এসিড উপকারী। তাছাড়া লিভারের দোষ জনিত কাশি, গলা সুড়সুড়ানির সঙ্গে কাশি, রাত্রে কাশির বৃদ্ধি।

ভগন্দর ও অর্শ—বাহ্য নরম বা শক্ত যাই হোক না কেন বাহ্যের সময় মলদ্বারে ভয়ানক জ্বালা এবং কাটা ফোটানো ব্যথা। বাহ্যের সময় ও পরে ভয়ানক কুন্থন ও বেগ থাকে মলদ্বার ফেটে ঘা হয়, রক্ত পড়ে এমন ক্ষেত্রে এই ঔষধ খুব উপকারী। এই সব ক্ষেত্রে গ্রাফাইটিস, র‍্যাটানহিয়া, পিওনিয়া

অফিসিনাসিস, সাইলেশিয়ার কথা মনে পড়া অস্বাভাবিক নয় তবে লক্ষণ পার্থক্য আছে।

মলদ্বারের আঁচিল—মলদ্বারে এক প্রকার কাটা ফাটা ঘা তৎসহ মলদ্বারের পাশে খুব উঁচু আচিল এবং সেখানে খুব বেদনা। এই ক্ষেত্রে ইহা খুব ভাল কাজ করে।

টাইফয়েড জ্বর—যখন জ্বরের সংগে উদরাময়, দুর্গন্ধ যুক্ত আম বা রক্ত মিশ্রিত পায়খানা হতে থাকে, পেটে ভীষণ বেদনা, জিহ্বায় ঘা হয় ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে নাইট্রিক এসিড যথেষ্ট উপকারী। শ্লেষ্মার লক্ষণ থাকে যেমন বুকে শ্লেষ্মার ঘড়ঘড়ানি শব্দ, ফুসফুসের [illegible] ইত্যাদি লক্ষণ থাকলেই এই ঔষধটি ব্যবহার করা প্রয়োজন। টাইফয়েড জ্বরে মলদ্বার দিয়ে রক্ত স্রাব হলে ইহাতে যথেষ্ট উপকার। তবে লক্ষণানুসারে নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবহারে উপকার পাওয়া যায়। যদি মলদ্বার দিয়ে চাপ চাপ রক্ত পড়ে পেটে বেদনা থাকে না তবে এলুমিনা। যদি রক্ত ঈষৎ কালচে হয় ও রক্ত স্রাবের সময় পেটে ব্যথা থাকে, রক্ত চাপ চাপ নয় তবে হ্যামামেলিস উপকারী। যদি রক্ত টকটকে লাল হয় এবং তার সংগে ছোট ছোট চাপ থাকে তবে আর্ণিকা। যদি দুর্গন্ধযুক্ত পচা কালচে বর্ণের রক্ত হয় তবে ল্যাকেসিস। যদি রক্ত স্রাবের সংগে পেট ফোলা থাকে এবং প্রস্রাব দ্বার দিয়ে রক্ত স্রাব হয় তবে টেরিবিন্থ। যদি অধিক রক্ত স্রাব জনিত দুর্বলতা থাকে এবং কানে ভোঁ ভোঁ শব্দ করে এবং মূর্চ্ছা ভাব থাকে তবে চায়না। একটি কথা মনে রাখতে হবে টাইফয়েড জ্বরের ঔষধ হচ্ছে ব্যাপটেসিয়া, আর্সেনিক, মিউরিয়েটিক এসিড ইহাতেও রক্ত স্রাব বন্ধ হয়। ইহাদের মাদার টিংচার ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার ব্যবহার করা উচিত।

স্ত্রী জনন ইন্দ্রিয়ের পীড়া—ঈষৎ হলদে পচা দুর্গন্ধ যুক্ত প্রদর স্রাব, ঋতু স্রাবের পর বৃদ্ধি। জরায়ু গ্রীবায় ক্ষত ও প্রদাহ, জরায়ুর মুখে গ্যাজের মত উৎপত্তি, উহা হতে জলের মত পাতলা হাজাকর দুর্গন্ধ স্রাব। যোনির মুখ টাটায় ও চুলকায়, যোনির ভেতর সুঁচ ফোটানো ব্যথা। জরায়ু বা জরায়ু ক্ষত হতে বা গ্যাজ হতে ক্রমাগত রক্ত স্রাব এবং তলপেটে খুব ব্যথা, বেদনা উরু দেশ পর্যন্ত নামে, প্রস্রাবে কটু গন্ধ, রোগী দুর্বল ও রক্ত শূন্য হয়ে পড়ে। মাসিক ঋতু স্রাব খুব শিঘ্র শিঘ্র হয় এবং অধিক পরিমাণে হয় রক্তের রঙ কাদা ঘোলা জলের মত। এই সব ক্ষেত্রে নাইট্রিক এসিড যথেষ্ট উপকারী।

প্রস্রাবের পীড়া—প্রস্রাবের সংগে কম-বেশী রক্ত পড়ে, প্রস্রাবের অত্যন্ত ঝাঁঝাল গন্ধ, ক্রমাগত প্রস্রাবের বেগ, একটু একটু করে প্রস্রাব হয়, প্রস্রাবের সময় অত্যন্ত জ্বালা পোড়া, মূত্রনালীর মধ্যে জ্বালা, সেই জ্বালা নিবারণের জন্য রোগী বারবার প্রস্রাব করতে চায় কিন্তু তাতে যন্ত্রণা বাড়ে ইত্যাদি লক্ষণে নাইট্রিক এসিড ভাল কাজ করে। মূত্র নালীতে ক্ষত হলে অধিক উপকারী।

আমাশয় ও উদরাময়—বাহ্যে ভয়ানক দুর্গন্ধ, পচা গন্ধ, রঙ কালচে, জলের মত পাতলা তাতে রক্তের ছিট বা অধিক রক্ত বাহ্যের সংগে ছেড়া শ্লেষ্মার টুকরো, বাহ্যের সময় পেটে ভয়ানক কেটে ফেলার ন্যায় বেদনা ও জ্বালা পোড়া, ভাব অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত থাকে। রক্ত আমাশয় তৎসহ কুন্থন ও বেগ, ক্রমাগত বাহ্যের বেগ কিন্তু বাহ্য হয় না, কখনো কখনো সামান্য হয় তাতে রক্ত মিশ্রিত ভাব এবং জ্বর থাকে। মনে রাখা দরকার নাইট্রিক এসিডের রোগীর উদরাময় থাকে কিন্তু কোষ্ঠ কাঠিন্য থাকে না।

জ্বর—সর্দি শ্লেষ্মার ধাতু যুক্ত ব্যক্তিদের পুরাতন জ্বরে এই ঔষধ মহা উপকারী। মুখে ঘা, প্রস্রাবে দুর্গন্ধ, সন্ধ্যা বা রাত্রে ঋতু পরিবর্তনের সময় জ্বর বৃদ্ধি হলে ইহাতে উপকার। ইহার জ্বর দুই বা তিন দিন অন্তর হয়। সমস্ত অবস্থায় পিপাসা হীনতা, পা ভয়ানক ঠান্ডা, ঘাম ও প্রস্রাবে দুর্গন্ধ, ঠোঁটের কোন ফাটা, ঠোঁটে ঘা এবং লিভার যুক্ত পুরাতন জ্বরে এই ঔষধ মহা উপকারী।

কানের পীড়া—কানের মধ্য হতে জলের মত তরল স্রাব নির্গত হয় এবং উহাতে খুব দুর্গন্ধ থাকে, কানে খোঁচা মারা দপদপ করা বেদনা, যন্ত্রণা এবং সিফিলিস রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের কান পাকা, কানের পেছনে ফোলা এবং পেকে ঘা হওয়া। এছাড়া রোগী কানে কম শোনে। কোন কিছু চিবালে কানের ভিতর খটখট শব্দ। বধিরতার ক্ষেত্রে নাইট্রিক এসিড একটি বিশেষ উপকারী ঔষধ। ইহা সিফিলিস রোগের মহা উপকারী। ক্যালাডিয়াম পূর্বে এবং পরে ভাল কাজ করে। ক্যালকেরিয়া, হিপার এবং থুজার বিশেষ করে ক্যালিকার্বের পর ইহা অধিক কার্যকরী।

এসিড অকজ্যালিকাম (Acid Oxalicum)

পরিচয়—রেডচিলি হতে উৎপন্ন এক প্রকার বিষাক্ত দ্রাবক। ডাঃ চার্লস নিউহার্ড এই ঔষধটি পরীক্ষা করেন এবং বিশেষ কতগুলি রোগ লক্ষণ আবিষ্কার করেন।

উপকার—পাকস্থলীর অন্ত্রাদির প্রবল প্রদাহ তৎসহ নাড়ীর অনিয়মতা, অজ্ঞান ভাব, হিমাঙ্গ, তড়কা প্রভৃতি লক্ষণে ব্যবহার করা যায়। স্পাইনাস কর্ডের প্রদাহ, মোটর সেন্টারের পক্ষাঘাত, গলা বুক শ্বাসনালীর আক্ষেপ, শ্বাসকষ্ট, গলাধরা স্বরভংগ ইত্যাদি ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা যায়। কোন পীড়া সম্বন্ধে চিন্তা করলে সেই পীড়ার উৎপত্তি।

অন্যান্য রোগ—বেদনা—শরীরের অতি সামান্য পরিমাণ স্থানজুড়ে তীক্ষ্ণ বেদনা, উহা খুব ঘনঘন আসে আবার ছেড়ে যায়, বেদনা অতি অল্প সময়ের জন্য থাকে এমন কি কয়েক সেকেন্ডের অধিক থাকে না। গেঁটে বাতের মত বেদনা, সন্ধিতে খুব বেদনা তবে যাদের প্রস্রাবে অকজ্যালেট থাকে তাদের পীড়ায় অধিক উপকারী। কোমরের বেদনায় খুব উপকারী, উহা পাছা পিঠ পর্যন্ত

প্রসারিত। রোগী শুয়ে বসে যে কোন অবস্থায় থাকুক না কেন সেই অবস্থার পরিবর্তন করলে বেদনার উপশম হয়। বাতের বেদনা, শরীরের বামদিকে অধিক আক্রান্ত হয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহা ভাল ঔষধ। এসিড নাইট্রোমিউর ৩/৪ ফোঁটা দিনে ৪ বার ভাল কাজ করে। প্রস্রাব ধোয়ার মত, ইউরেথ্রাস জ্বালা পোড়ায় ইহা উপকারী।

উদরাময়—জলের ন্যায় পাতলা এবং পরিমাণে বেশী পায়খানা হয়। রক্ত ও আম মিশ্রিত তরল ভেদ, কখনো শুধু আম মিশ্রিত বাহ্য তৎসহ নাভির স্থানে প্রচন্ড খামচানো মোচড়ানো বেদনা। পায়খানার পর গা বমি বমি করে, পায়খানার পর পায়ের ডিমে খিল ধরে এবং কলেরার মত লক্ষণ উপস্থিত হয় এই সব ক্ষেত্রে খুব উপকারী।

অম্লশূল বেদনা—নাভির স্থানে ও নাভির উপরাংশে পেটে কলিক বেদনা আহারের প্রায় ২/১ ঘন্টা পরে আরম্ভ হয়, পেট ফুলে উঠে, পেটে বায়ু জমে, লিভার স্থানে যেন সূচ ফুটানো ব্যথা। তল পেটের খুব অল্প পরিমাণ স্থান জুড়ে জ্বালা করে। টক তিক্ত বা স্বাদ শূন্য ঢেকুর উঠে, মুখ দিয়ে লালা বের হয়, পেটের বেদনা ছুঁইলে বাড়ে। গলা হতে পেট পর্যন্ত জ্বালাহীন টক ও তিক্ত বমি। কলেরার সংগে স্বর বসে যাওয়া, নিঃশ্বাসে কষ্ট, ধড়ফড়ানি, হৃদপিন্ডের লক্ষণ থাকে।

নিউর‍্যালজিয়া—মেরুদন্ডের নিউর‍্যালজিয়া, রোগীর অংগ প্রত্যংগ নড়াচড়া করার শক্তি লোপ পায়। অন্ড কোষের স্পার্মাটিক কর্ডের নিউর‍্যালজিক বেদনা, সামান্য নড়াচড়া করলে যেন প্রাণ বেরিয়ে যায়। অন্ডকোষ ভারী এবং মনে হয় থেৎলে গেছে এমন বেদনা। এইসব ক্ষেত্রে ঔষধটির কথা স্মরণ করা উচিত।

হৃদযন্ত্রের পীড়া—বুকে অত্যন্ত ধড়ফড়ানি ভাব সহ শ্বাসকষ্ট, হৃদপিন্ডের সর্বত্র যেন ব্যথার অনুভব, রাত্রে শুলে বাড়ে। বাম ফুসফুসে হৃদপিন্ডের কাছে অত্যন্ত বেদনা এবং সেই বেদনার জন্য রোগী অতি কষ্টে ধীরে ধীরে নিশ্বাস টেনে টেনে গ্রহণ করে এবং প্রশ্বাস খুব জোরে ছেড়ে দেয়। এঞ্জাইনা পেকটোরিসে ঔষধটি খুব ভাল কাজ করে। ঔষধটির বিশেষ লক্ষণ হচ্ছে রাত ৩টায়, বাম দিকে সামান্য স্পর্শে, রোগের কথা চিন্তা করলে বাড়ে।

মাত্রা—ইহার ৩/৪ ফোঁটা সামান্য জলের সংগে দিনে ৩/৪ বার যথারীতি সেব্য। খাওয়ার পরেই সেবন করা উচিৎ।

এসিড ফসফরিকাম (Acid Phosphoricum)

পরিচয়—ফসফরাস ও অক্সিজেন সংযোগে প্রস্তুত অম্ল। ইহা সাধারণ মূত্রযন্ত্র স্নায়ুমন্ডল এবং অন্ত্রের উপর অধিক ক্রিয়া করে। ধাতু দুর্বলতা, রেতক্ষয় জনিত পীড়া, অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় চালনা, স্বপ্নদোষ, হস্তমৈথুন ইত্যাদি

কারণে সৃষ্ট রোগে ইহা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। শুক্রক্ষয়, স্বপ্নদোষ, বাহ্য বা প্রস্রাবের বেগ দেবার সময় শুক্র নির্গমনে এসিড ফস উপযোগী। রোগী সর্বদাই মনমরা। মাথা ঘোরে, শরীর কাঁপে, লিংগ শিথিল হয়। পুরুষত্ব কমে যায়। লিংগ একেবারেই উত্থিত হয় না। দুর্বলতার ক্ষেত্রে চায়না ভাল ঔষধ হলেও শুক্রক্ষয় জনিত দুর্বলতায় এসিড ফস পরম উপকারী।

চারিত্রিক লক্ষণ—(১) অন্ডকোষ ফোলা ও বেদনা। (২) অতিরজ, অধিক দিন সন্তানকে স্তন্য পান করান, শ্বেত প্রদর, প্রমেহ স্রাব ইত্যাদি কারণে দুর্বলতা। (৩) অল্প বয়সে চুল পাকা। (৪) শর্করাযুক্ত এবং শর্করাহীন বহুমূত্রের লক্ষণ। (৫) প্রস্রাব দুধের মত সাদা দেখায় তৎসহ এলবুমেন, খুব শীঘ্র পচে। বেদনাহীন পুরাতন উদরাময় ইহাতে দুর্বলতার ভাব। ল্যারিনজাইটিস, ট্রেকিরাইটিস, ব্রংকাইটিস প্রভৃতি রোগে বুকের নিম্নভাগ হতে খুস খুস করে কাশি হয়। কাশি সন্ধ্যা ও শোবার সময় বৃদ্ধি, গয়ের উঠে, স্বাদ লোণা। (৮) নিদ্রাবস্থায় এবং প্রস্রাব বা বাহ্যের জন্য বেগ দেবার পর অসাড়ে শুক্র ক্ষরণ। (৯) নাক দিয়ে রক্ত স্রাব। (১০) শিরঃপীড়া—মাথার উপরি ভাগে বেদনা, চাপবোধ, কানে কানে ভোঁ ভোঁ শব্দ। (১১) গেঁটে বাতের বেদনা। (১২) মনে হয় শরীরে পিপড়ে হাঁটছে। (১৩) হস্তমৈথুনজনিত যুবকদের ব্রণ, রক্ত স্ফোটক। (১৪) টাইফয়েড জ্বরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকে। ডাকলে সাড়া দেয় না কিন্তু যখন জাগে তখন বেশ জ্ঞান থাকে। (১৫) গ্ল্যান্ডের বেদনাহীন ফোলাভাব এবং পায়ের ক্ষত।

অন্যান্য রোগ—**স্নায়ু দুর্বলতা**—মাথা ঘোরা, মাথা ব্যথা, বুক ধড়ফড় করা, ইন্দ্রিয় দুর্বলতা, পেট ফাঁপ, অজীর্ণ, হাত পা ঝিম ঝিম করা, স্মৃতি শক্তির লোপ, কোন বিষয় চিন্তা করতে পারে না। কথা বলতে অনিচ্ছা, অনিদ্রা, ভয়, মানসিক অবসাদ। ইহার রোগী সামান্য পরিশ্রমেই দুর্বল হয়। বমন ইচ্ছা অতি প্রবল, প্রচুর রেত স্খলন এবং দুর্বলতার ভাব।

উদরাময়—বারবার বাহ্য, বাহ্যের পরিমাণ অধিক। বাহ্যের সঙ্গে অজীর্ণ পদার্থ পড়ে। বায়ু নিঃসরণের সংগে অসাড়ে বাহ্য, পেট ফোলে, পেট ডাকে, পেটে ভুট ভাট শব্দ করে, গড় গড় শব্দ করে কিন্তু বেদনার লেশমাত্র থাকে না। বাহ্যর রঙ সাদা অথবা জলের মত হরিদ্রা বর্ণের। লক্ষণীয় যে, এসিড ফসে দুর্বলতার লক্ষণটি অতি প্রকট কিন্তু উদরাময়ে দুর্বলতা থাকে না।

কাশি—রোগী ঠান্ডা আদৌ সহ্য করতে পারে না। বাতাস লাগলেই সর্দি হয়। প্রাতে, সন্ধ্যায়, নিদ্রার পর কাশির বৃদ্ধি, প্রাতঃকালে অধিক গয়ের উঠে। গয়েরের স্বাদ লোণা ও হরিদ্রাবর্ণের। গলা সুড় সুড় করে। কখনো দমকা আপেক্ষিক কাশি। ব্রংকোনিওমোনিয়া। অত্যন্ত গয়ের উঠে।

স্ত্রী রোগ—অত্যন্ত দুর্বলতার লক্ষণ, রক্তহীন, ঋতুর সময় লিভারে বেদনা, কাজে উদাসীনতা, দুর্বলতার জন্য জরায়ু বের হয়ে পড়ে, অত্যন্ত স্রাব হয়, জরায়ু ফুলে উঠে, মনে হয় জরায়ুর মধ্যে বাতাস পূর্ণ আছে। পুরাতন প্রদর রোগে ভোগে। ঋতু স্রাবের রঙ কালো ইত্যাদিতে এসিড ফস উপকারী।

টাইফয়েড—প্রথমাবস্থায় ইহা খুব উপকারী। আবার যখন জ্বর বিকারে পরিণত হয় তখন ইহার ব্যবহার উপকারী। বিকারে রোগী মরার মত চুপ করে পড়ে থাকে। তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব, ঘুম ভেঙে যাবার পর রোগীকে বেশ সজ্ঞান দেখায়। টাইফয়েড সহ উদরাময়, পেট ফোলা এই লক্ষণ থাকবেই। এই অবস্থায় ইহা উপকারী। যদি ভাল কাজ না হয় তবে ব্যাপটেসিয়া, আর্নিকার কথা ভাবা যায়।

বহুমূত্র—শর্করাযুক্ত এবং শর্করাবিহীন উভয় প্রকার বহুমূত্র রোগে এসিড ফস উপকারী। রাত্রে বার বার প্রস্রাব করতে হয় রাত্রেই প্রস্রাব অধিক হয়। প্রবল পিপাসা এবং রোগী ধীরে ধীরে জীর্ণশীর্ণ ও দুর্বল হয়ে পড়ে। প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ হিউজেস বলেন—স্নায়ু দুর্বলতাজনিত বহুমূত্র রোগে এই ঔষধটি খুব মূল্যবান। দুধের মত সাদা প্রস্রাব বা খড়িগোলার মত প্রস্রাবে ইহা উপকারী। ডাঃ জার বলেন—দুধের মত সাদা প্রস্রাবে আমি এসিড ফস ছাড়াও কার্বোভেজ, ডালকামারা এবং সময় সময় এসিড মিউর ব্যবহার করে উপকার পেয়েছি।

মাত্রা—ইহার মাদার টিংচার ৩/৪ ফোঁটা করে সামান্য জলের সংগে দিন চার বার খাবার পর সেব্য।

এসিড পিক্রিয়াম (Acid Picricum)

এই ঔষধটির সামগ্রিক লক্ষণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রোগী সর্বদাই, মনমরা, শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। উদাসীনতা, চোখে অন্ধকার দেখা, কোন কাজ করতে ইচ্ছা করে না। পা দুটো সর্বদাই ভারী বোধ হয়। কোমরে বেদনা এবং গায়ে জ্বালা পোড়া ভাব। কোন কাজে মন লাগে না ইত্যাদি লক্ষণে এসিড পিক্রিক বিশেষ উপকারী। কিডনির প্রদাহে—যেখানে প্রস্রাবে ফসফেট, ইনডিকেন ইউরিক এসিড, এলবুমেন এবং সুগার থাকে, রোগীর মধ্যে দুর্বলতার ভাব অতি প্রকটভাবে প্রকাশ লাভ করে সেখানে এই ঔষধ ভাল কাজ করে। শুক্রক্ষরণ হেতু স্নায়বিক দুর্বলতা এবং স্মৃতিশক্তি হ্রাস পেলে অনেক সময় এনাকার্ডিয়াম ব্যবহার করে উপকার পাওয়া যায়। ডাঃ ন্যাস বলেন—স্নায়বিক দুর্বলতার যতগুলো ভাল ঔষধ আছে তার মধ্যে পিক্রিক-এসিড সর্ব প্রধান, যদি দেখা যায় যে এই স্নায়বিক দুর্বলতা অতিশয় ইন্দ্রিয় চালনার জন্য সৃষ্টি হয়েছে। স্নায়বিক দুর্বলতার সংগে উপরোক্ত মানসিক লক্ষণও অতি পরিষ্কারভাবে প্রকাশ লাভ করেছে এমন ক্ষেত্রে এই ঔষধ বিফল হয় না। ইহার মাদার টিংচার ২/৩ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য।

এসিড সালফিউরিকাম (Acid Sulphuricum)

পরিচয়—ইহা এক প্রকার গন্ধ দ্রাবক। ইহার ১x, ২x শক্তি জলে এবং ৩x শক্তি ডাইলিউট এলকোহলে এবং পরবর্তী শক্তি এলকোহলে প্রস্তুত হয়।

উপকার—যারা মদ্য পান করে স্বাস্থ্যহীন হয়ে পড়ছে তাদের পক্ষে মহা উপকারী। রোগীর পাকস্থলী অত্যন্ত খারাপ। যা পান করে তা সব অম্ল হয়ে উঠে যায়। পেট বুক জ্বালা করে। টক টক বমি করে। রক্তহীন হয়ে পড়ে এমত অবস্থায় এসিড সালফ খুব উপকার করে। লিভার স্ফীত হলে পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগহেতু শুষ্ক কাশিতে ইহা ফলপ্রদ। চর্ম, মিউকাস টিসু, অন্ননালী এবং শ্বাসনালীর উপর এসিড সালফের যথেষ্ট ক্রিয়া।

চারিত্রিক লক্ষণ—(১) সব কাজ খুব তাড়াতাড়ি করে এবং সর্বদাই ব্যস্ত। (২) পুরাতন বুক জ্বালা, টক ঢেকুর, টক এবং টক বমি। (৩) রোগীর গা থেকে টক টক গন্ধ আসে। (৪) বেদনা খুব ধীরে ধীরে বাড়ে কিন্তু যখন খুব বেশী এবং অসহ্য হয়ে উঠে তখন হঠাৎ কমে যায়। (৫) শরীরের সকল স্থান হতে কালো বর্ণের রক্তস্রাব। (৬) গা ঠান্ডা কিন্তু সমস্ত শরীর ঘামে আপ্লুত। প্রথমে শরীর আগুনের মত গরম তারপর ঘাম তৎসহ কম্পন। (৭) কোন ব্যক্তির আহত স্থানে গ্যাংগ্রীন হওয়ার উপক্রম। (৮) মুখে বা মাড়ী বা মুখের ভিতর সমস্ত স্থানে ক্ষত ইত্যাদি ইহার বিশেষ লক্ষণ।

অন্যান্য রোগ—মুখে ঘা—এসিড সালফ ইহাতে মহা উপকারী। শিশুদের উদরাময় সংগে মুখে ঘা, অত্যন্ত লালা ঝরে, টক বমি করে, শরীর হতে অম্ল গন্ধ বের হয় তৎসহ কাশি এবং কাশির পর ঢেকুর তোলে।

বমি—টক বমি সহ বুক জ্বালা, টক উদ্গার দাঁত টকে যাওয়া এই লক্ষণটি বোরিনিয়ায় আছে। গর্ভাবস্থায় প্রাতে বমি, টক বমি, বমির পূর্বে কাশ, আহারের পর উপর পেটে খুব বেদনা করে।

অম্ল—পেটে অত্যন্ত বায়ু জমে তৎসহ রোগী ক্রমাগত দুর্গন্ধযুক্ত ঢেকুর তোলে এই লক্ষণে এসিড সালফের চেয়ে এসিড স্যালিসাইলিক অধিক উপকারী। তবে যদি টক ঢেকুর, টক বমি, বুক জ্বালা, হলদে রঙের বাহ্য, দুর্বলতা ইত্যাদি লক্ষণ বর্তমান থাকে তবে এসিড সালফ খুব ভাল কাজ করে।

অর্শ—মদ্যপায়ীদের অর্শবলী যখন খুব বড় এবং মলদ্বার প্রায় অবরুদ্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়, জ্বালা করে, অনবরত রস পড়ে, কাপড় ভিজে যায় এমত অবস্থায় ইহা উপকারী। যদি উহাতে স্পর্শকাতরতার ভাব না থাকে অর্থাৎ বেশী জ্বালাপোড়া ভাব না থাকে তবে এসিড মিউর। ইনকারসিরেটেড্ হার্নিয়াতে এসিড সালফ উপকারী।

দুর্বলতা ও কম্পন—রোগী ততটা দুর্বল নয় অথবা দুর্বল ব্যক্তির মত শরীরের ভিতরে এক প্রকার কম্পন ভাব দেখা যায়। রোগী অত্যন্ত কষ্ট পায়

এবং কোন শক্ত রোগ হয়েছে বলে মনে মনে ভয় পায়। এই লক্ষণে এসিড সালফ উপকারী।

প্লীহা—ম্যালেরিয়া অথবা ইন্টারমিটেন্ট জ্বরের পর প্লীহা বাড়লে এবং প্লীহার বেদনা থাকলে এসিড সালফ উপকারী। এ ছাড়া এসিড সালফের আরো কতগুলো ক্ষেত্র আছে সেখানে এই ঔষধ ব্যবহার করা যায়। যথা—তরল পদার্থ পান করলে নাক দিয়ে বের হয়ে আসে। চর্মের নীচে রক্ত সঞ্চয় বশত চর্মের উপর স্থানে স্থানে লাল হয়ে উঠে, ঠান্ডা লেগে চোখের প্রদাহ, রক্ত কাশ, টিউবারকিউলাসিস, অজীর্ণরোগ, টনসিলাইটিস, ডিপথিরিয়া, সর্বদাই ঘুম ঘুম ভাব, পাকস্থলী ঠান্ডা ও দুর্বলবোধ এইজন্য কোন উত্তেজক পদার্থ পান করতে চায়।

মাত্রা—ইহার মাদার টিংচার ২/৩ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৪ বার।

নাইট্রোমিউরিয়েটিক এসিড (Nitromuriatic Acid)

অকজ্যালিউরিয়া নামক রোগের ইহা মহৌষধ। ৩/৪ ফোঁটা করে ইহার মাদার টিংচার রোজ তিন বার সেব্য। এছাড়া মাঢ়ী দিয়ে একটুতেই রক্ত স্রাব, লালা স্রাব মুখে ক্ষত। জিহ্বায় এবং মুখে ছোট ছোট ভাসাক্ষত ইত্যাদি ক্ষেত্রে খুব উপকারী। প্রস্রাব ধোঁয়ার মত। মূত্র নালীতে জ্বালাপোড়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার মাদার টিংচার ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার যথারীতি সেবন করলে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়।

টার্টারিক এসিড (Tartaric Acid)

হোমিওপ্যাথিতে ঔষধটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উদরাময় সহ অত্যন্ত দুর্বলতা ও বমি, গলা ও পাকস্থলীতে জ্বালাপোড়া ভাব। কুচকীর স্থান শক্ত, নাভির চারিদিকে বেদনা, ঘোর সবুজ বমি ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার ব্যবহার কদাচ বিফল হয় না। অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের মতে এই ঔষধটির মাদার টিংচার উদরাময়, কলেরা অথবা অন্য কোন রোগে ক্রমাগত বাহ্য বমি এবং তা যে প্রকারেই হোক না কেন, ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়।

ক্রমিকাম এসিড (Chromicum Acid)

এসিড জাতীয় ঔষধটি বিভিন্ন রোগ লক্ষণে প্রভূত উপকার সাধন করে মাথা ভোঁ ভোঁ করে, মাথা ঘোরে, দাঁড়াতে পারে না এমন ভাবে মাথা ঘোরে তৎসহ গা বমি বমি ভাব এবং অনবরত বমি সহ তরল বাহ্য, বাহ্যের পরিমাণ

খুব বেশি ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার মাদার টিংচার ২/৩ ফোঁটা করে ৩ ঘন্টা অন্তর সেবন করলে উপকার পাওয়া যায়। রক্তস্রাবী অন্তর্বলীযুক্ত অর্শ রোগে খুব ভাল কাজ করে। বেদনার ইহা একটি মহৌষধ। কাঁধে, পিঠে, ঘাড়ে বেদনা, হাঁটুতে এবং পায়ে তলে বেদনা, এত বেদনা সে রোগী হাঁটতে পারে না। এছাড়া ডিপথিরিয়া, গলক্ষত, নাকের অভ্যন্তর ভাগে ক্ষত ও মামড়ি পড়া, ওজিনা, ভয়ানক দুর্গন্ধযুক্ত এবং রক্ত মিশ্রিত লোচিয়া স্রাব ইত্যাদি ক্ষেত্রে ঔষধটি খুবই উপকারী। নাকের ভিতরে টিউমার হলে ঔষধটির কথা প্রথমেই চিকিৎসকদের মনে পড়ে।

মাত্রা—৩x শক্তি ২/৩ ফোঁটা করে সামান্য জলের সংগে রোজ চার বার যথারীতি ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়।

একোনাইট ফ্যারক্স (Aconite Ferox)

পরিচয়—কাঠ বিষ। আমেরিকার এক প্রকার গাছ হতে এই ঔষধটি প্রস্তুত হয়। এই গাছের বিভিন্ন অংশ থেকে একোনাইট শ্রেণীর পাঁচটি ঔষধ প্রস্তুত হয়। একোনাইট ফ্যারক্স ইহার অন্যতম। এই গাছের মূল হতে একোনাইট ফ্যারক্স প্রস্তুত হয়। ইহা একোনাইট নেপিলাস অপেক্ষা অধিক উগ্রবীর্য ঔষধ। ইহার Q বিশেষ উপকারী।

উপকার—একোনাইট ন্যাপ অপেক্ষা ইহার জ্বরনাশিনী শক্তি কম কিন্তু মূত্র উৎপাদন শক্তি অধিক। অতএব স্বল্প মূত্র রোগীর ক্ষেত্রে ইহার মাদার টিংচার খুব ভাল কাজ করে। এছাড়া হৃৎপিন্ডে বা ফুসফুসে রক্ত জমা, বুকের বেদনা, বুকে ধড়ফড়ানি, শ্বাস কষ্ট, জোরে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট, চলাফেরার সময় বা সামান্য হাঁটাচলা করলে যন্ত্রণা বৃদ্ধি পায় ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার ব্যবহার বিশেষ উপযোগী।

মাত্রা—ইহার Q, ৩/৪ ফোঁটা করে সামান্য জলের সংগে দিনে ৪ বার।

একোনাইট নেপেলাস (Aconite Napellus)

পরিচয়—গাছ মুকুলিত হবার সময় ফুল, কুড়ি, পাতা ও সমস্ত গাছ হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

চারিত্রিক লক্ষণ—কোন রোগে এই ঔষধটি ব্যবহার করতে হলে ইহার চরিত্রগত লক্ষণগুলো ভাল করে বুঝতে হবে। (১) অত্যন্ত ছটফটানি, ভয়, চলতে ফিরতে সর্বদাই মৃত্যু ভয়, মুখে বলে আমি আর বাঁচব না। আমাকে আর বাঁচানো যাবে না। (২) প্রবল পিপাসা, অধিক পরিমাণে ঘন ঘন জল পান, জল ছাড়া অন্য সবকিছু যেন তিক্ত বোধ হয়। (৩) অন্তর্দাহ কিন্তু পায়ের কাপড়

খুললেই শীত বোধ। নাড়ী কঠিন এবং দ্রুত, ঘাম কম, ঘাম আদৌ হয় না, রাত্রে উপসর্গ বৃদ্ধি। ঠান্ডা বাতাস লেগে বা শুষ্ক শীতল বাতাস লেগে বা ঘাম বন্ধ হয়ে বা ভয় পেয়ে রোগের সৃষ্টি ইত্যাদি লক্ষণগুলো প্রথমেই লক্ষ্য করে দেখতে হবে। জ্বর, প্রদাহ বা অন্য যে কোন রোগই হোক না কেন, একোনাইটের পীড়ায় হঠাৎ আক্রমণ এবং দেখতে দেখতে রোগের লক্ষণগুলো বৃদ্ধি লাভ করে।

অন্যান্য রোগ—জ্বর-সর্দি—জ্বরের প্রথমাবস্থায় ইহা বিশেষ উপকারী। মৃত্যুভয়, ছটফটানি, মানসিক চাঞ্চল্য ভাব, গাত্রদাহ, শুষ্ক ত্বক, ঘাম হলে সমস্ত উপসর্গের এবং যদি দেখা যায় যে, জ্বর ঠান্ডা লেগে বা জলে ভিজে বা ঘাম হবার পর ঠান্ডা লেগে সৃষ্টি হয়েছে তবে ইহার মাদার টিংচার ব্যবহার করা একান্ত প্রয়োজন। যদি দেখা যায় যে, ইহার প্রয়োগে উপরোক্ত লক্ষণসমূহ উপশমিত না হয়ে, শরীরের তাপমাত্রা এবং অন্যান্য উপসর্গ কিছুমাত্র না কমে বরং রোগী আরও দুর্বল, আচ্ছন্ন ও অভিভূত হয়ে পড়ছে, কথা জড়িয়ে যাচ্ছে, বিকার ভাব প্রকাশ পাচ্ছে তখন একমাত্রা সালফার ব্যবহার করলে খুব উপকার পাওয়া যায়। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন—"কোনও রোগে, রোগের একটি আনুষংগিক উপসর্গ প্রবল জ্বর। সেই ক্ষেত্রে একোনাইট দ্বারা সেই জ্বর নিবারণ করে পরে অন্যান্য উপসর্গের জন্য অন্য ঔষধ ব্যবহার করা যায়। এমন ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। একটি উদাহরণ দ্বারা বিষয়টি আরো পরিষ্কার করা যায়। যেমন একটি রোগীর প্রচন্ড আরক্ত জ্বর, জ্বরের তাপমাত্রা ১০৪°/১০৫°, চর্ম শুষ্ক ও উত্তপ্ত। নাড়ী দ্রুত ও কঠিন এবং গায়ে ব্যথা, বমি, গলার ভিতরে বেদনা এবং লাল বর্ণের গলক্ষত প্রভৃতি লক্ষণ পাওয়া যায়, এখানে প্রথম কয়েকটি লক্ষণ যথা উচ্চ তাপমাত্রায় নাড়ী দ্রুত ও কঠিন, শুষ্ক চর্ম। এখানে শুধু জ্বরটি কমানোর জন্য কখনো একোনাইটের ব্যবস্থা করা উচিত নয়। এখান যে ঔষধ দ্বারা উদ্ভেদ নির্গমনের সাহায্য হয় সেই ঔষধের ব্যবস্থা করতে হবে। আরক্ত জ্বরে অর্থাৎ স্কারলেট ফিভারে একোনাইট আদৌ উপযোগী নয়। তবে যদি একোনাইটের মানসিক লক্ষণ থাকে যথা মৃত্যুভয়, ছটফটানি ইত্যাদি লক্ষণগুলো অতি স্পষ্ট ভাবে পাওয়া যায় তবে ইরাপৃটিভ জ্বরে প্রয়োগ করা যেতে পারে। জ্বরের ক্ষেত্রে একোনাইট খুবই ভাল ঔষধ কিন্তু লক্ষণগুলো ভাল করে বিবেচনা না করে ইহা ব্যবহার করলে তেমন কোন ফল পাওয়া যায় না। বরং রোগীর ক্ষতি হবার সম্ভাবনা। একোনাইট জ্বরের বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। ইহার জ্বরে ঘাম আদৌ থাকে না। রোগীর অন্তর্দাহ, ছটফটানি ভাব থাকে। বারবার এপাশ-ওপাশ করে। পিপাসা, মৃত্যুভয় থাকে। হৃদযন্ত্রণা এবং বুকে ব্যথা থাকে। বিকার জনিত প্রলাপ বকে না। এই ঔষধ স্বল্প বিরাম বা সবিরাম জ্বরে আদৌ উপকারী নয় বরং প্রবল ও অবিরাম জ্বরে উপকার। ঘাম হলে সমস্ত যন্ত্রণার উপশম, এই জন্য ঘাম হলে আর এই ঔষধের প্রয়োজন হয় না।

জ্বর বৃদ্ধির সময় কাশির বৃদ্ধি এবং কাশলে মাথার ও বুকের বেদনা বৃদ্ধি এই ঔষধের আর একটি বিশেষ লক্ষণ।

বেদনা—যে কোন প্রাদাহিক বেদনায় ইহা উপকারী। বেদনাই ইহার প্রধান লক্ষণ। বাত বেদনা, শূলে বেদনা বা স্নায়ুশূল বেদনা যে কোন বেদনা, হোক না কেন তৎসহ ছটফটানি, ভয় এবং প্রবল পিপাসা থাকলে ইহাতে উপকার।

বুকের বেদনা—প্লুরিসি অর্থাৎ ফুসফুস আবরণী পর্দার প্রদাহ, বুকের পাশে সূচ ফুটানো ও বাতের মত একপ্রকার তীক্ষ্ণ বেদনা, নিউমোনিয়া অর্থাৎ ফুসফুস প্রদাহ, সর্দি, কাশি, বুক ধড়ফড়ানি, হৃদপিন্ডের নিকটবর্তী স্থানে বেদনা, ইত্যাদি লক্ষণে ইহা ব্যবহার করা যায়। বুকে অত্যন্ত খোঁচামারা বেদনা তৎসহ জ্বর এবং একোনাইটের অন্যান্য লক্ষণ থাকলে ইহার প্রয়োজন।

ভয়—ভয় জনিত কারণে কোন রোগ হলে ইহা অব্যর্থ। ভয় পেয়ে মূর্ছা, গর্ভস্রাব, অজ্ঞান, উদরাময়, কলেরা ইত্যাদি যাই হোক না কেন একোনাইট উপযোগী।

হাঁপানি কাশি—হাঁপানির প্রবল টান ও শ্বাসকষ্টের প্রথম অবস্থায় ইহার মাদার টিংচার উৎকৃষ্ট ঔষধ। ঠান্ডা লেগে শুষ্ক কাশিতেও ইহা উপকারী। এছাড়া ঘুংড়ি কাশিতে ইহা খুব ভাল কাজ করে। ঘুংড়ি কাশির প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত রোগীর প্রবল জ্বর। দম আটকানো ভাব। শুষ্ক কাশি, গলার সাঁই সাঁই শব্দ ইত্যাদি ক্ষেত্রে একোনাইট উপকারী।

সর্দি—হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে তরুণ সর্দি তৎসহ ভয়ানক মাথা ব্যথা, অস্থিরতা, নাক দিয়ে সর্দি স্রাব। সর্দি স্রাবের সংগে রক্ত পড়া, হাঁচি, সর্বদাই নাকে সর্দি থাকে এই সব ক্ষেত্রেও ইহার প্রয়োজন।

উদরাময়—সর্দি দিনের গরমে অথবা রাতের শীতে উদরাময় হয় তবে একোনাইট খুব উপকারী। উদরাময়ে মলের রঙ সবুজ, কালো রঙের মত, শেওলার মত, ভেদের সংগে পিত্ত মিশ্রিত আম সংযুক্ত তৎসহ পেটে অত্যন্ত বেদনা, বার বার মলত্যাগ, শিশুদের পেটে বেদনাসহ সবুজ মলের বাহ্য। শিশু সর্বদাই কাঁদে, ঘুমাতে পারে না, অস্থির হয়ে পড়ে ইত্যাদি লক্ষণে ইহা অব্যর্থ।

আমাশয়—সাদা আমযুক্ত বা রক্ত মিশ্রিত যে কোন আমাশয় হোক না কেন প্রথমাবস্থায় ইহা উপকারী। প্রথমাবস্থায় বাহ্যের পরিমাণ খুব কম তৎসহ শুধু আম আর রক্ত এবং পেটে বেদনা, কুন্থন, ঘন ঘন বাহ্যের বেগ ইত্যাদি লক্ষণে ইহা খুব উপকারী।

কলেরা—এই রোগের প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় এই তিন অবস্থায়ই ইহা উপকারী। প্রথমাবস্থায় মলের রঙ ঘোলা জলের মত বা পিত্ত মিশ্রিত এবং দিনের গরমে রাতের শীতে এই রোগের সৃষ্টি, মলদ্বারে গরম বোধ ও পেটে

অত্যন্ত বেদনা তখন ইহা ব্যবহার করা যায়। দ্বিতীয় অবস্থায় যখন রোগীর মুখ হতে পেট পর্যন্ত জ্বালা অনুভব করে, দারুণ পিপাসা কিন্তু জল পান করলেই সব উঠে যায়। অত্যন্ত ছটফটানি, বেদনাহীন চাল ধোয়া জলের ন্যায় সাদা পায়খানা, মুখের চেহারা ভেঙে পড়ে, ভয়াবহ ও নীল বর্ণ দেখায়, সর্বাঙ্গ শীতল হয়ে আসে, নাড়ী সুতোর মত ক্ষীণ ও সরু তৎসহ রোগীর মৃত্যু ভয় ও ছটফটানি ইত্যাদি লক্ষণে ইহা উপকারী। এমত অবস্থায় ইহার Q বা ১x শক্তি দুই ড্রাম দুই আঃ জলে মিশিয়ে এক চামচ বা দুই চামচ করে প্রতি ১০/১৫ মিঃ অন্তর সেবন করালে উপকার পাওয়া যায়।

প্রস্রাবের রোগ—প্রস্রাব লাল বর্ণ, গরম এবং খুব যন্ত্রণাদায়ক, পরিমাণে খুব কম, প্রস্রাব প্রায় বন্ধ, রোগী ছটফট করে চিৎকার করে কাঁদে, লিংগ মুঠা করে ধরে, ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব করে, রক্ত প্রস্রাব, মূত্রনালীর মধ্যে জ্বালা, কুন্থন, শিশু ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রস্রাব বন্ধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে এই ঔষধ অব্যর্থ।

উদরশূল ও অম্লশূল—বেদনা যে কোন সময় উপস্থিত হতে পারে। খালি পেটে অথবা কিছুমাত্র আহার করার পরও উপস্থিত হয়। এই সময় বেদনা খুব বাড়ে, রোগী বেদনায় অস্থির হয়ে পড়ে, কোন ঔষধে স্থায়ী বা আদৌ কোন উপকার হয় না। বেদনার প্রকৃত কোন কারণ পাওয়া যায় না। পেটে প্রচন্ড জ্বালাপোড়া করে এই সময় ইহা ব্যবহার করা উচিত। ইহার মাদার টিংচার ৩/৪ ফোঁটা করে ২/৩ ঘন্টা অন্তর সেব্য। বেদনা খালি পেটে হলে খালি পেটেই সেব্য। আবার, আহারের পরে বেদনা হলে আহারের পরেই সেব্য।

অংগ-প্রত্যংগের বেদনা—আক্রান্ত স্থান অসাড়, ঝিম ঝিম ধরার মত। হাত পা বরফের মত ঠান্ডা ও অসাড়, বেদনা স্থান ভারী মনে হয়। বাত, গেঁটে বাত, গাঁটের তরুণ প্রদাহ, হাঁটুর দুর্বলতা চলার সময় পা ঠিক মত ফেলতে পারে না। সমস্ত গাঁটের পেশী বন্ধন যেন ঢিলা, নড়াচড়ার সময় গাঁটের ভিতর বেদনাহীন এক প্রকার মড়মড় শব্দ। পিঠে বেদনা, নিঃশ্বাস গ্রহণের সময় বেদনা বোধ ইত্যাদি লক্ষণে ঔষধটি বিশেষ উপযোগী।

মাথার যন্ত্রণা—ঠান্ডা লেগে সর্দি হয়, সর্দি বসে মাথার যন্ত্রণা, মাথা ব্যথা। মাথার বেদনা মাথার ভিতর হতে আরম্ভ হয়ে ধীরে ধীরে বাইরে আসে, মাথা দপ দপ করে, কপাল, দুই রগ, চোখ এবং উপরের চোয়াল ব্যথা করে, মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চয়, মাথা জ্বালা করে ইত্যাদি লক্ষণে উপকারী।

হৃদযন্ত্রের পীড়া—হৃদযন্ত্রের দুর্বলতা, বুক ধড়ফড় করে, শ্বাস কষ্ট, বুকের ব্যথার জন্য রোগী শুতে পারে না, উঠে বসে থাকতে বাধ্য হয়, মনে হয় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাবে, হৃৎপিন্ডে রক্ত জমে অথবা ফুসফুসে রক্ত জমে বুকে বেদনা হলে ইহার মাদার টিংচার বিশেষ উপকারী।

নিউমোনিয়া—যতক্ষণ শ্বাসনালীতে রক্ত সঞ্চয় হবার জন্য প্রদাহ ভাব থাকে ততক্ষণ একোনাইট Q অবশ্যই ব্যবহার করা উচিত। তারপর কাশি একটু সরল হলে এবং কষ্ট দায়ক লক্ষণগুলো দূর হলে ব্রায়োনিয়া উপকারী। এই ক্ষেত্রে একোনাইটের লক্ষণ হচ্ছে—ডান পাশে শুতে পারে না, মূর্চ্ছার ভাব হয়, উঠে বসলে গা বমি বমি করে, নাড়ীর গতি ধীর হয় এবং শরীরে ঠান্ডা ভাব থাকে।

প্লুরিসি —এই রোগের প্রথমাবস্থায় যখন জ্বর খুব বেশী থাকে, শীত শীত বোধ করে, ঘাম থাকে না, বুঁকে খোঁচামারা বেদনা, জ্বালা যন্ত্রণা বোধ তখন একোনাইট Q উপকারী। ইহার পর ব্রায়োনিয়ার প্রয়োজন হতে পারে।

চোখের পীড়া—ঠান্ডা লেগে বা ঠান্ডা বাতাস লেগে চোখ উঠা। এছাড়া হঠাৎ কোন কারণে চোখে প্রদাহ হয়, চোখ ফুলে যায়, লাল বর্ণ হয়, চোখের ভিতর গরম বোধ হয়, চোখ কড় কড় করে, মনে হয় চোখে বালি পড়েছে, জ্বালা করে জল পড়ে, চোখ খুলতে পারে না, এই লক্ষণগুলো থাকলে এই ঔষধ অবশ্যই ব্যবহার করা উচিত।

কানের পীড়া—কোন সুস্থ ব্যক্তির হঠাৎ যদি কানের যন্ত্রণা আরম্ভ হয়, কট কট, দপ দপ করে, কখনো ঠান্ডা লেগে এই প্রকার বেদনার সৃষ্টি হয় তৎসহ গায়ের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়, জ্বর, ভয় এবং ছটফটানি ভাব ইত্যাদি ক্ষেত্রে ঔষধটির মাদার টিংচার অব্যর্থ।

প্রমেহ—প্রথমাবস্থায় ঘনঘন প্রস্রাবের বেগ, প্রস্রাব ত্যাগকালে জ্বালাপোড়া যন্ত্রণা, প্রস্রাব গরম, অতিমাত্রায় প্রমেহ অথবা স্বল্পমাত্রায় প্রমেহ স্রাব নির্গত হয় তৎসহ পিপাসা, ভয়, জ্বরের লক্ষণ থাকলে ইহার Q. ২/৩ ফোঁটা করে প্রতি ঘন্টায় সেব্য।

স্তনের পীড়া—প্রথমাবস্থায় স্তনের প্রদাহে স্তন গরম, লাল বর্ণ, চিড়িকমারা বেদনা তৎসহ অস্থিরতা। পিপাসা, জ্বর ইত্যাদি লক্ষণে ইহার Q এক ড্রাম পরিমাণে এক আঃ বিশুদ্ধ জলে মিশ্রিত করে ২/৩ চামচ করে প্রতি ঘন্টায় সেব্য।

রক্তকাশ—কাশের সংগে উত্থিত রক্ত তাজা এবং উজ্জ্বল লাল বর্ণ। সামান্য কাশিতেই রক্ত উঠে তৎসহ মৃত্যুভয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য।

দাঁতের পীড়া—ঠান্ডা লেগে দাঁতের গোড়া ফোলা, বেদনায় অস্থির হয়ে পড়া। কন কন করে অর্থাৎ দাঁতের বা দাঁতের গোড়ার যন্ত্রণায় ইহা খুব উপকারী।

মাত্রা—Q, তিন চার ফোঁটা করে সামান্য জলের সংগে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

একোনাইট র‍্যাডিক্স (Aconite Radix)

পরিচয়—আমেরিকার একপ্রকার গাছের মূল এবং শিকড় হতে এই ঔষধটি প্রস্তুত হয়। বর্তমানে এশিয়া, ইউরোপ এবং হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল

এলাকায় এই গাছের চাষ করা হয়। এই গাছের বিভিন্ন অংশ থেকেই একোনাইট গ্রুপের পাঁচটি ঔষধ প্রস্তুত বিভিন্ন প্রক্রিয়ার দ্বারা সম্ভব হচ্ছে।

উপকার—কলেরার ক্ষেত্রে এই ঔষধটি বিশেষ উপকারী। এমন কি, কোন কোন সময় ইহা একোনাইট ন্যাপের চেয়ে ভাল কাজ করে। অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের মতে—পাতলা জলের মত পায়খানা, কলেরা সবুজাভবর্ণের বমি তৎসহ পিত্তের লক্ষণ সুস্পষ্ট, পেটে অসহ্য বেদনা, প্রস্রাব বন্ধ, সমস্ত শরীর নীল বর্ণ, শ্বাস কষ্ট, মাথা ঘোরায় এবং নাড়ীর গতি মন্থর ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত কলেরায় এই ঔষধটি অব্যর্থ। এই ঔষধ সম্পর্কে বলা হয় "It acts like a magic in Thin, watcry stools, vomiting of green, black and bilious substances, violent tenesmus and pain in abdomen, retention of urine, coldness and blueness of the whole body, respiration very difficult and cold, vertigo, pulse, feeble and imperceptible." এই কথা দ্বারাই আমরা ইহার উপকারিতা বুঝতে পারি।

মাত্রা—Q অথবা ১x ২/৩ ফোঁটা সামান্য ঠান্ডা জলের সঙ্গে ১৫/২০ মিঃ অন্তর সেব্য। যদি রোগী অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে যায় অথবা এতো দুর্বল যে ঔষধ গিলতে পারে না তবে ইহার মাদার টিংচার অথবা ১x পরিষ্কার তুলায় ২/৩ ফোঁটা ঢেলে রোগীকে নাক দিয়ে শোকাতে দিলেও যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়। রোগীর মধ্যে যদি শীত কম্পন বা খেঁচুনি ভাব পরিলক্ষিত হয় তবে ইহার মাদার টিংচার ২/৩ ফোঁটা এক চামচ জলের সঙ্গে মিশিয়ে প্রতি ১০ মিঃ অন্তর সেব্য।

জ্বরের লক্ষণগত তুলনামূলক একটি চিত্র নিচে দেওয়া হলো—

একোনাইট Q	বেলেডোনা Q	ব্রায়োনিয়া Q	জেলসিমিয়াম Q
1. সবিরাম জ্বর।	1. শুষ্ক বাতাস, ঠান্ডা বাতাস লেগে জ্বর। খালি মাথায় ঠান্ডা লেগে গ্রীষ্মের দহনে জ্বর সৃষ্টি হয়।	1. গ্রীষ্মকালে ঠান্ডা লেগে, দিনে প্রচন্ড গরম এবং রাতে প্রচন্ড ঠান্ডা।	1. গরমের পর ঠান্ডা, সূর্যের উত্তাপে জ্বর।
2. শুষ্ক ঠান্ডা বাতাস, ঘর্মহীনতার কুফল, ভয় অথবা রোদের উত্তাপ লেগে জ্বর।	2. হঠাৎ প্রচন্ড ভাবে আক্রমণ।	2. ধীরে ধীরে আক্রমণ।	2. ধীরে ধীরে আক্রমণ।

একোনাইট Q	বেলেডোনা Q	ব্রায়োনিয়া Q	জেলসিমিয়াম Q
3. হঠাৎ প্রচন্ড ভাবে আক্রমণ করে।	3. চোখ মুখ রক্তিম বর্ণ প্রচন্ড জ্বরের তাপ, দ্রুত রক্ত চলাচল মুখে এবং মাথায়। মাথায় ও মুখে উত্তাপ বেশী।	3. শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর শুষ্কতা, জিহ্বা, শুষ্ক এবং ময়লা-যুক্ত।	3. তন্দ্রাচ্ছন্ন, অঘোর ভাব, চুপ-চাপ পড়ে থাকে।
4. মৃত্যুভয়, স্নায়বিক দুর্বলতা, অস্থিরতা, ভয়ংকর উদ্বেগ ভাব।	4. মাথা এবং সর্ব শরীর প্রচন্ড ঝিম্ ঝিম্ করে।	4. পিপাসা, অনেকক্ষণ পর পর প্রচুর পরিমাণে জল খায়।	4. রেমিটেন্ট এবং ইনটারমিটেন্ট জ্বরে।
5. রক্তিম মুখ-মন্ডল, পিপাসা, একেবারে অনেকটা পরিমাণ জল খায়।	5. আলো, শব্দ, স্পর্শ অসহ্য।	5. নাড়ী পূর্ণ ও দ্রুত।	5. জিহ্বার কম্পন।
6. চামড়া শুষ্ক এবং উত্তপ্ত।	6. মাথায় এবং সমস্ত শরীরে প্রচন্ড বেদনা।	6. কোষ্ঠ কাঠিন্য, মল প্রচন্ড শুকনো, শক্ত এবং বড়ি বড়ি।	6. আদৌ পিপাসা নাই।
7. দেহের আবরিত অংশে ঘাম। গোপন অংগে ঘাম।	7. আবরিত অংশে ঘাম।	7. মুখের আস্বাদন তিক্ত। সব কিছুই তিক্ত লাগে।	7. মাথার প্রচন্ড যন্ত্রণা এবং প্রচুর পরিমাণে প্রস্রাব। মাংসপেশীর বেদনা। একাকী থাকতে চায়, কথা বলে না।
8. নাড়ী দ্রুত এবং কঠিন।	8. ঘুম ঘুম ভাব কিন্তু ঘুম হয় না।	8. মাথা ফেটে যাবার মত যন্ত্রণা।	8. নাড়ীর গতি মন্থর, অবসন্ন ভাব।
9. মুক্ত বাতাস ভাল লাগে।	9. কামড়াতে চায়, দাঁত কড়মড় করে। ভূতপ্রেত জন্তু জানোয়ার, ভয়, ভুল দেখে।	9. শুষ্ক কাশি এবং বুকে ব্যথা। বমি ভাব।	9. ঘাম অতি সামান্য, ঘামে উপশম হয় না।

একোনাইট Q	বেলেডোনা Q	ব্রায়োনিয়া Q	জেলসিমিয়াম Q
10. কাশলে বুকে এবং মাথায় যন্ত্রণা।	10. গরমে উপশম।	10. ভুল বকে, বাড়ির চিন্তা করে।	10. সর্বদাই জামা-কাপড় পড়ে থাকতে চায়। খালি গায়ে থাকতে চায় না। নাড়ী কেঁচোর মত নরম।
৩/৪ ফোঁটা করে এক ঘন্টা অন্তর সেব্য।	২/৩ ফোঁটা $\frac{১}{২}$ ঘঃ অন্তর সেব্য।	২/৩ ফোঁটা করে $\frac{১}{২}$ ঘঃ অন্তর সেব্য।	৩/৪ ফোঁটা করে ১ ঘঃ অন্তর যথারীতি সেব্য।

একটিয়া রেসিমোসা (Actaea Racemosa)

পরিচয়—আমেরিকার এক প্রকার গাছ হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। ইহার অপর নাম সিমিসিফিউগা।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য—নিরন্তর ক্ষোভপূর্ণ, অবসাদ যুক্ত, নিদ্রাহীনতা, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে। বামদিকে অধিক ক্রিয়া প্রকাশ পায়। চোখের স্নায়ুশূল, অক্ষিগোলকের তীব্র বেদনা আর সেই বেদনা কপাল ও মাথার মধ্যস্থলে ঘাড়ে প্রসারিত হয়। ঘাড়ে, মেরুদন্ডে, পিঠে, কোমরে বাতের বেদনায়, স্ত্রীলোকদের বাতের বেদনায় এবং অন্যান্য পীড়া। বিদ্যুৎ গতির ন্যায় বেদনা। অনিয়মিত কষ্টকর ঋতুস্রাব, ঠান্ডা লাগা বশত জ্বর প্রভৃতি কারণে বিলম্বিত ঋতু বা ঋতু বন্ধ।

অন্যান্য রোগ—বাত—শরীরের সমস্ত মাংসল স্থানে বাত বিশেষ করে দুই পায়ের ডিমে। কাঁধে, ঘাড়ে, পিঠে, কোমরে এবং পাঁজরার মধ্যে বেদনা তৎসহ জরায়ুর যে কোন রোগ।

স্ত্রীরোগ—জরায়ুর পীড়া, উহাতে সূচ ফুটানো ব্যথা। তলপেটের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বেদনা। তীর গতির ন্যায় বেদনা বেগে প্রসারিত হয়। কোমরে প্রচন্ড বেদনা, মনে হয় যোনি দ্বার দিয়ে পেটের সব নাড়ীভুড়ি বের হয়ে যাবে। ঋতু অনিয়মিত—কখনো কম আবার কখনো বেশী, কখনো বিলম্বে, কখনো পূর্বে। মাথা ধরা, পাছায়, উরুতে ভার বোধ ও বেদনা। প্রসব বেদনার সময় মূর্চ্ছাভাব, জরায়ুর মুখ শক্ত হয়ে থাকে। ডাঃ হেরিং বলেন—সূতিকাগারে প্রথম বেদনা আরম্ভ হবার সময় কম্পন ভাব দেখা দিলে এই ঔষধ খুব উপকারী।

স্নায়ু শূল—ডায়াফ্রাম পেশীর শূল বেদনা, একটু জোরে নিশ্বাস নিলে, কাশলে, শুলে এই বেদনা বাড়ে। চোখের তারার এবং ভ্রুর নিকটে অত্যন্ত

বেদনা তৎসহ মাথা ব্যথা, বেদনার প্রকৃতি খোঁচা মারা, তীব্র বেঁধার মত, বেদনা বাম চোখেই অধিক।

কাশি—শুষ্ক কষ্টকর কাশি, রাত্রে কাশির বৃদ্ধি, গলা সুড়সুড় করে কাশি, কথা বললে কাশির বৃদ্ধি তৎসহ পিঠের এবং বুকের বেদনা।

অনিদ্রা—অনিদ্রা রোগের ইহা খুব উপকারী। ডাঃ ট্যালকট বলেন—যে সব লোক কিছু দিন পূর্বে আফিম সেবন করত তাদের অনিদ্রা রোগে ইহা বিশেষ উপকারী। সিমিসিফিউগার উগ্রবীর্য ঔষধ ম্যাকরোটিনাম। যদি দেখা যায় যে, কোন রোগে সিমিসিফিউগার লক্ষণ বর্তমান অথচ ইহা ব্যবহারে তেমন কোন উপকার পাওয়া যায় না তবে ম্যাকরোটিনাম ব্যবহারে সুফল পাওয়া যায়।

হৃদযন্ত্রের পীড়া—হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া হঠাৎ বন্ধ হবার উপক্রম হয়ে শ্বাস কষ্ট দেখা দেয়, নাড়ীর কম্পন ভাব। বাম দিকের স্তনের ভিতর এবং নিম্নে বেদনা। মেনিনজাইটিসে ঔষধটি খুব কাজ করে।

মেনিন জাইটিস—এই রোগে ইহার মাদার টিংচার ৩/৪ ফোঁটা করে প্রতি ঘণ্টায় ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়।

বাতের বেদনায় অব্যর্থ মাদার টিংচার—জরায়ুর পীড়ার সংগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধিতে বাত হলে এবং সিমিসিফিউগার লক্ষণ বর্তমান থাকলে কলোফাইলাম Q ৩/৪ ফোঁটা করে ২/৩ ঘন্টা অন্তর। বাতের বেদনায় সিমিসিফিউগার লক্ষণ বর্তমান কিন্তু দেখা যায় সে প্রত্যেকটি নড়াচড়ায় বেদনার বৃদ্ধি লাভ করে না। অবশ্যি প্রথমবার নড়াচড়ায় বৃদ্ধি লাভ করে কিন্তু পরবর্তী নড়াচড়ায় আর বৃদ্ধি লাভ করে না। এই ক্ষেত্রে ব্রায়োনিয়া ২/৩ ফোঁটা প্রতি আধঘন্টা অন্তর। যদি দেখা যায় যে রোগী যতবার নড়াচড়া করে ততবারই বেদনার উপশম তবে রাসটক্স ২/১ ফোঁটা করে ১০/১৫ মিঃ অন্তর। কোমরের বাতের বেদনায় ম্যাকরোটিনাম উপকারী। এই বেদনা কোমরের হাড়ে এবং পাছায় প্রসারিত হয়। যদি হাত পায়ের আঙ্গুল, কবজি বৃদ্ধাংগুলি, হাত পায়ের সন্ধিস্থল ইত্যাদির বাত ও ফোলা ভাব, ঐ স্থান রক্তিমবর্ণ এবং যন্ত্রণাপূর্ণ এবং স্পর্শকাতর ভাব থাকলে একটিয়া স্পাইকোটা Q ২/৩ ফোঁটা করে প্রতি ঘন্টায় সেব্য। আবার স্থান পরিবর্তনশীল বেদনায় রডোডেনড্রন Q অথবা কলসিকাম Q ২/৩ ফোঁটা করে সামান্য জলের সংগে রোজ ৪/৫ বার খালি পেটে খাবার পূর্বে সেবন করলে উপকার হয়।

একটিয়া স্পাইকোটা (Actaea Spicata)

পরিচয়—স্পেন দেশের এক প্রকার চারা গাছের শিকড় হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকার—দেহের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধি সমূহের যেমন হাতের কবজি, আংগুলের গাঁট, গোড়ালি ইত্যাদি বাতের বে[illegible] ঔষধ।

অন্যান্য রোগ—মুখের বেদনা—অনেক সময় উপরের চোয়ালে এক প্রকার ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক বেদনা হয়। এই বেদনা দাঁত হতে আরম্ভ হয়ে গন্ডাস্থির মধ্য দিয়ে কপাল পর্যন্ত প্রসারিত হয়। এই ক্ষেত্রে ইহার Q বিশেষ উপকারী।

পাকস্থলীর পীড়া—বমির সংগে নিম্নউদরের শূল বেদনা তৎসহ শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি লক্ষণে ইহার Q ব্যবহার করা যায়।

বাত—দেহের নিম্নাংগ ফুলে যায়; উরুদেশে বেদনা হয়, তুললে কাঁপে, হাঁটুতে দুর্বলতার ভাব। হাতে পক্ষাঘাতের ন্যায় দুর্বলতা এবং বেদনা বোধ। ইহা বাত ও গেঁটে বাতের খুব উপকারী ঔষধ।

অবসন্নতা—দৈহিক দুর্বলতার সংগে অবসন্নতা। কথা বলতে, খেতে এবং হাঁটা চলা করলে অবসন্ন হয়ে পড়ে।

মাত্রা—ইহার Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য।

অ্যাটোডা বাসক (Adhatoda Basak)

পরিচয়—ইহা সাধারণত শ্বেত বাসক নামে পরিচিত। আমাদের দেশে এই গাছ প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। ইহা থেকেই ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। ইহা একটি ভারতীয় মূল্যবান ঔষধ। এই ঔষধটি এলোপ্যাথিক হোমিওপ্যাথিক এবং আয়ুর্বেদ চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

উপকার—সকল প্রকার কাশি রোগে ইহার Q বিশেষ উপকারী। শিশুদের হুপিং কাশিতে—কাশতে কাশতে শিশুর দম আটকে যায়, শরীর যেন শক্ত হয়ে আসে, শরীর নীলবর্ণ হয়ে যায় তৎসহ বমি ইত্যাদি লক্ষণে ইহার Q ২/৩ ফোঁটা করে সামান্য জলের সংগে একঘন্টা অন্তর। বুক যেন শ্লেষ্মায় পূর্ণ, গলায় ঘড় ঘড় শব্দ, কিন্তু কাশলে উঠে না অথবা অতি সামান্য উঠে এই লক্ষণে ইহা বিফল হয় না। ইহার রোগী খিটখিটে হয়, মেজাজ ভাল থাকে না, একটুতেই রেগে যায়। ইহার শুষ্ক পাতা হুঁকার কলকে সেজে ধুমপান করলে শ্বাস টানের উপশম হয়। ইহার পাতা দিয়ে পানীয় জল সিদ্ধ করলে রোগ উৎপাদন জীবাণু বিনষ্ট হয়। রক্তহীনতা তৎসহ শোথ ভাব লক্ষণে Q একটি উপকারী ঔষধ। বাসক ছাল এবং পাতা ভাল করে সিদ্ধ করে উহার কাথ দিয়ে সেক দিলে বাতবেদনা এবং শোথের উপশম হয়। ইহার ছাল ও পাতার চূর্ণ ম্যালেরিয়া রোগের মহৌষধ। পাতার রসে উদরাময় এবং মলের সংগে রক্ত পড়া দোষ দূর হয়। ইহাতে জ্বরের অদম্য পিপাসা দূর হয়। ইহার মাদার টিংচার প্রায় সকল প্রকার শ্বাস যন্ত্রের পীড়ার অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সর্দি, কাশি, ব্রংকাইটিশ,

নিউমোনিয়া এবং যক্ষ্মারোগের প্রথমাবস্থায় রক্ত, পিত্ত, জ্বর, স্বরভংগ ইনফ্লুয়েঞ্জার পরবর্তী কাশি এবং প্রতি বছর শীতকালে কাশি ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার Q যথারীতি সেবন করলে উপকার পাওয়া যায়। ইহার শুষ্ক ছালপূর্ণ ১০/১৫ গ্রেন মাত্রায় মধু সহ সেবন করলে পুরাতন ব্রংকাইটিস, শ্বাসকষ্ট এবং কাশির যথেষ্ট উপকার সাধন করে। ইহার Q কফ নিঃসারক এবং আক্ষেপ নিবারক।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে দিনে চার বার।

এডোনিস ভার্ণালিস (Adonis Varnalis)

পরিচয়—এক প্রকার চারা গাছ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকার—ঔষধটি বিশেষ করে হৃদযন্ত্রের পীড়ায় স্মরণ করা হয়। হৃদ ধমনীর রক্ত পশ্চাৎ গমন, হৃদ আবরণী পর্দার বেদনা, জোরে হৃদস্পন্দন, শ্বাসকষ্ট, কার্ডিয়াক এজমা প্রভৃতি রোগ লক্ষণে ইহা উপকার সাধন করে। ইহার Q হৃদপিন্ডের সংকোচন শক্তি বৃদ্ধি করে। হৃদযন্ত্রের কোন রোগ তৎসহ শোথভাব, বুকে জল জমা এবং উদরী লক্ষণ থাকলে ইহার মাদার টিংচার ভাল কাজ করে। ইহা হৃদযন্ত্রের রোগে একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

মাত্রা—ইহার Q ৮/১০ ফোঁটা সামান্য জলের সঙ্গে মিশ্রিত করে প্রতি ২/৩ ঘন্টা অন্তর সেবন করা উচিত।

ঈগল ফোলিয়া (Aegle Folia)

পরিচয়—ইহার বাংলা নাম বিল্বপত্র বা বেলপাতা। বিল্বপত্র হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকার—জ্বর, কাশি, সর্ব প্রকার আন্ত্রিক রোগ তৎসহ শোথ, উদরী, স্বল্প প্রস্রাব, চোখ মুখ, হাত পা, পেট ফোলা, অরুচি, বহুদিন যাবৎ প্লীহা, পেটের অসুখ, আমাশয়, ইত্যাদি রোগে ইহার ব্যবহার একান্ত উপকারী। বেরি-বেরি রোগের ফোলাতেও ইহাতে উপকার হয়। ইহার মাদার টিংচার রীতিমত সেবন করলে কামরিপু দমন থাকে।

রোগ লক্ষণ—মন—লিখতে ভুল হয়, বানান ভুলই বেশী, কাজে খুব উৎসাহ, ইন্দ্রিয় ও মানসিক বৃত্তিগুলো সজাগ থাকে।

মস্তক—মাথা ধরা, সকালে মাথা ভার বোধ, স্নানের পর কম। সন্ধ্যার সময় হতে বাম দিকে অর্ধেক কপালে ও মাথার ভিতর চিড়িকমারা বেদনা। সকালে সামান্য মাথা ব্যথা, শরীর ম্যাজ ম্যাজ করে, বিকালে মাথা গরম বোধ।

চোখ—বিকালে বাম চোখে পিচুটি, সন্ধ্যার সময় চোখ মুখ দিয়ে গরম ভাব বের হয়। বিকালে চোখ যেন জ্বলে যায়। সন্ধ্যার পূর্বে চোখ মুখে জ্বালা বোধ।

পাকস্থলী—মুখ দিয়ে জল উঠা। দিনে বা রাত্রে ঘুম ভাঙার পর মুখ জলে পূর্ণ থাকে। মুখের স্বাদ বিস্বাদ এবং তিক্ত। ঘুম ভাঙার অল্পক্ষণ পরেই মুখে জল আসা। প্রাতে জিহ্বা বেশ ভিজা এবং সরস। বিকালবেলা মুখ দিয়ে বারবার জল মিশ্রিত থুথু উঠে। পেট ভারি বোধ। অম্ল উদ্গার এবং পেট ফাঁপ। প্রাতে ঘুম ভাঙার পর অম্ল উদ্গার এবং উহাতে অম্ল গন্ধ। পেটের গোলযোগ সর্বদা।

কর্ণ—সন্ধ্যার পূর্বে এবং পরে কান দিয়ে গরম হাওয়া বের হওয়া। মনে হয় যেন গরম তাপ বের হচ্ছে।

নাক—সর্দি ভাব, শুকনো সর্দিতে নাকে সোঁ সোঁ শব্দ করে। অনবরত নাক ঝাড়ে। নাকের মধ্যে চোরা সর্দির মত বোধ হয়।

উদর—প্রথমাবস্থায় পেটের গোলযোগ সহ প্রাতে কয়েকবার বাহ্য, বৈকালে মধ্যে মধ্যে পেট ডাকে এবং সশব্দে বায়ু নিঃসরণ। নিম্ন উদরে ভুটভাট শব্দ, বায়ু সঞ্চয় এবং সশব্দে বায়ু নিঃসরণ। বৈকালে পেট ভারি বোধ হয় এবং ঢেকুর উঠতে থাকে, দুর্গন্ধযুক্ত অর্ধঃবায়ু নিঃসরণ। সন্ধ্যার সময় নাভির নীচে ও তল পেটে ব্যথা। মনে হয় এখনই বাহ্য হবে। সকালে পেট ভার এবং পেট ডাকে। বায়ু নিঃসরণ ও বাহ্য পরিষ্কার হয় না। অনেক সময় বাহ্য হওয়া সত্ত্বেও পেটে অল্প অল্প বেদনা। মনে হয় পেটের মধ্যে আম জমে আছে। নিম্ন উদরে শোথ ও বায়ু সঞ্চয়। সমস্ত পেটেই শোথ, উদরী এবং অত্যধিক জল সঞ্চয়।

মূত্র—রাত্রে বার বার উঠে প্রস্রাব করা, মূত্রের পরিমাণ বেশী এবং পরিষ্কার। কোমরে বেদনা বোধ। পিঠে সামান্য ব্যথা। সমস্ত শরীর যেন ঝিম্ ঝিম্ করে।

মাত্রা—যদি দেখা যায় যে রোগীর মূত্র কম এবং শোথের ভাব। শোথের সঙ্গে উদরাময় অথবা কোষ্ঠ কাঠিন্য থাকলে ইহার Q ৩/৪ ফোঁটা করে রোজ চার বার। সকল প্রকার শোথেই ইহা উপকারী। হৃদযন্ত্রের রোগ সহ অথবা কোন যান্ত্রিক রোগসহ শোথেও ইহা উপকারী। কোন কোন সময় তরুণ জ্বর এবং বালকদের প্রবল কাজের সঙ্গে চোখ মুখ ফোলা ও ভার বোধ ইত্যাদি লক্ষণে ইহার Q, ৪/৫ ফোঁটা করে প্রতি তিন ঘন্টা অন্তর সেব্য। উদরাময়, কলেরা, তরুণ এবং পুরাতন আমযুক্ত রোগে ইহার Q একটি মূল্যবান ঔষধ। মলের সঙ্গে আমরক্ত পড়ে এবং রোগের পুরাতন অবস্থা, লিভার সংক্রান্ত রোগে এবং কোষ্ঠ কাঠিন্যে ইহার Q উৎকৃষ্ট ঔষধ। অর্শ রোগেও ভাল ফল পাওয়া যায়। অজীর্ণ, অম্লরোগ, শূল বেদনা তৎসহ জ্বর জ্বর ভাব থাকলে ইহার Q ৩/৪ ফোঁটা করে রোজ চার বার। ক্রিমি, হৃদরোগ, মাথা ধরা, জ্বর, টাইফয়েড, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ব্রংকাইটিস, কাশি ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার মাদার টিংচার ভাল কাজ

করে। রক্ত সঞ্চয় জনিত মাথা ধরা, নারী মোটা, পরিপূর্ণ ইত্যাদি লক্ষণে ইহা বেলেডোনার চেয়ে ভাল কাজ করে। কোন কোন ক্ষেত্রে মস্তিষ্ক লক্ষণসহ প্রবল জ্বরে ইহা বেলেডোনার পরিবর্তে অথবা বেলেডোনা Q বিফল হলে ইহা ব্যবহার করা উচিত। প্লুরিসি রোগে আক্রান্ত রোগীর পক্ষে ইহার Q মহৌষধ। টাইফয়েড জ্বরে ও মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চয় হলে এই ঔষধটি স্মরণ রাখা উচিত। ইহার Q, ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে চার বার সেব্য।

ঈগল মারমেলস (Aegle Marmelos)

পরিচয়—ইহার মাদার টিংচার কচি বেল হতে প্রস্তুত হয়।

উপকার—জলের মত পাতলা পায়খানা এবং আমরক্ত মিশ্রিত মল লক্ষণ যুক্ত রোগে ইহার Q ১০/১৫ ফোঁটা মাত্রায় সেবন করলে উপকার পাওয়া যায়। শিশুদের জ্বর সর্দি কাশির সংগে উভয় চোখের নিচ এবং উপরের পাতা ফোলা। চোখ মুখ ফোলা ইত্যাদি লক্ষণে ইহা ব্যবহার করা যায়। কেলিকার্বে চোখের উপরের পাতা ফোলা, এপিসে চোখের নিচের পাতা ফোলা তেমনি ইহাতে চোখের দুই পাতা ফোলাই ইহার পরিচায়ক লক্ষণ।

মাত্রা—৮/১০ ফোঁটা মাত্রায় ইহার Q দিনে ৪/৫ বার।

ইস্কিউলাস গ্ল্যাবরা (Acsculas Glabra)

ইহার মাদার টিংচার অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক কালো বা বেগুণী বর্ণের বহির্বলী যুক্ত অর্শের উপকার। যদি রোগীর এই জাতীয় অর্শরোগ থাকে তৎসহ কোষ্ঠকাঠিন্য ও মাথা ঘোরার ভাব থাকে তবে ইহা অবশ্যই ব্যবহার করা উচিৎ।

মাত্রা—ইহার Q ৩/৪ ফোঁটা করে সামান্য জলের সংগে দিনে ৪/৫ বার সেব্য। অর্শের ইহা একটি মূল্যবান ঔষধ।

ইস্কিউলাস হিপ (Aescules Hippocastanum)

পরিচয়—ইউরোপ এবং আমেরিকার এক প্রকার গাছ হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকার—অর্শ, কতিপয় স্ত্রীরোগ, লিভার, লিভার-ধমনী ও শিরার পীড়ায় উপকারী। ফ্যারিনজাইটিস রোগেও ভাল কাজ করে। কোমরে, পাছার হাড়ে তীব্র বেদনা এই জন্য কাজ করতে পারে না। কোষ্ঠ-কাঠিন্য, গোগ্গুল (সরলান্ত্র) বের হওয়া, হজম শক্তির অভাব, গাসট্রিক, শ্বেত প্রদর, কালচে ঋতুস্রাব, ঘন, হাজাকর, কালিকুলার ফ্যারিনজাইটিস ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষ উপকারী।

অন্যান্য রোগলক্ষণ—অর্শ—মলদ্বারে জ্বালা, চুলকানি, শুষ্ক, গরম ও ভার বোধ, মনে হয় মলদ্বারে কাঠি পোরা আছে। অর্শ রোগে কোন কোন ক্ষেত্রে কলিনসোনিয়া, হ্যামামেলিস, এলো ইত্যাদি উপকার করে। কলিন সোনিয়ার অর্শে অনবরত রক্ত স্রাব, (রক্ত স্রাব না হলেও কোন কোন সময় ইহার দ্বারা উপকার হয়)। রোগী অত্যন্ত জ্বালা পোড়া বোধ করে। মনে হয় মলদ্বারে কাঁচ ভাংগা অথবা একটি সুচালকাঠি পোড়া আছে। হ্যামামেলিসে অধিক পরিমাণে রক্ত স্রাব হয়। এলোর অর্শে ঠান্ডা জল দিলে যন্ত্রণার উপশম হয়। ইহার আর একটি লক্ষণ—বায়ের সঙ্গে বায়ু নির্গত হয়। মলের সংগে অথবা প্রস্রাবের বেগে অর্শ অসাড়ে বের হয়ে পড়ে। যারা অলস, নিষ্ক্রিয়, মদ্যপান করে তাদের পীড়ায় ইস্কিউলাস গ্ল্যাবরা অধিক উপকারী।

স্ত্রীরোগ—জরায়ুর গ্রীবায় ফোলাভাব, ব্যথা, জরায়ু বেঁকে যাওয়া বা ঘুরে যাওয়া, জরায়ু শক্ত হওয়া, দপ দপ করা ইত্যাদিতে আর মাদার টিংচার উপকারী। হলদে রঙের প্রদর স্রাব, বাধক বেদনা, তৎসঙ্গে কোমরে ব্যথা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও উপকার করে।

কাশি—ফলিকিউলার ফ্যারিনজাইটিসে ইহার Q উপকারী। প্রাতে অধিক গয়ার উঠে, গলা ধরা, গলায় ঘা, বেদনা বোধ, শুষ্কতা, জ্বালা পোড়া, কোন কিছু খেতে পারে না ইত্যাদি লক্ষণে ইহার মাদার টিংচার ভাল কাজ করে।

বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া—নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ঔষধটি খুবই ভাল কাজ করে থাকে। লিভারের ক্রিয়া গোলযোগ এবং আরো কতকগুলি কারণে মলদ্বারের পার্শ্বের এবং ভিতরের মিউকাস মেম্ব্রেনের হেমরয় ভাগ শিরাগুলোতে রক্তাধিক্য হয়ে ফুলে উঠে। এই জাতীয় শিরায় রক্তাধিক্য হেতু শিরা ফেটে মলদ্বার দিয়ে রক্ত নির্গত হয়, ইহাকে আমরা সাধারণতঃ অর্শের রক্ত স্রাব বলি, উহাতে মলদ্বার প্রদাহ এবং উক্ত শিরার শেষাংশ ফুলে মলদ্বারের ভিতরে বা বাহিরে ছাগলের বাটের মত হয়ে যায় তৎসহ কোষ্ঠ-কাঠিন্য উপসর্গ থাকে। ইহাকে অর্শ বা অর্শ বলী বলা হয়। এইরূপ লক্ষণ ক্ষেত্রে ইহার ক্রিয়া শক্তি যথেষ্ট। এছাড়া শরীরের নানাস্থানে যেমন হৃৎপিন্ড, ফুসফুস, পাকস্থলী, মস্তিষ্ক, তলপেট, চর্ম প্রভৃতি স্থানে অধিক পরিমাণে রক্ত জমে থাকা, রোগী বিমর্ষ ও কোপন স্বভাব যুক্ত। নাক দিয়ে কাচা জলের মত সর্দি ঝরে, নাক জ্বালা পোড়া করে, নাকের মধ্যে ঘায়ের মত বেদনা, ঠান্ডা বাতাস গ্রহণে কষ্ট।

মাত্রা—Q, ৪/৫ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে রোজ ৪ বার সেব্য।

ইথুজা (Aethuga Cynapium)

পরিচয়—ইউরোপের একপ্রকার দুর্গন্ধ যুক্ত গাছড়া হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। এই দুর্গন্ধযুক্ত গাছড়ার নাম ফুলস্ পার্সলে।

উপকার—উত্তপ্ত গ্রীষ্মকালীন আবহাওয়ায়, শিশুদের দাঁত উঠার সময় ঔষধটি উপযোগী। যে সকল শিশু দুধ পান সহ্য করতে পারে না তাদের পক্ষে খুবই উপযোগী। শিশুদের রোগে উপকারী। পাকস্থলী, অন্ত্রাদির রোগে কোন প্রকার স্নায়ু বিকৃতি এবং মস্তিষ্কের উপর প্রধান ক্রিয়া।

চারিত্রিক লক্ষণ—অত্যন্ত দুর্বলতা, শিশু দাঁড়াতে পারে না, মাথা উঁচু করে রাখতে পারে না, ঘুম ঘুম ভাবের সঙ্গে অবসন্নতা শিশুদের হতবুদ্ধি ভাব। বেদনা ও উৎকণ্ঠাজ্ঞাপক চেহারা, নাকের উপর উদ্ভেদ, পিপাসার সম্পূর্ণ অভাব, দুধ সহ্য হয় না। আহারের পর খাদ্য বস্তু বমি করে, প্রচুর পরিমাণে বমন করে। আহারের ঘন্টাখানেক পর বমি হয়। বমনের পর, মলত্যাগের পর দুর্বলতা, অবসন্নতা এবং ঘুম ঘুম ভাব। তড়কা, মৃগীর মত খেঁচুনি, বুড়ো আংগুল মুট করে থাকে। মুখ লালবর্ণ চোখের তারা স্থির ও বড় হওয়া, মুখে ফেনা, দাঁতে দাঁত লাগা এমন পক্ষাঘাত যুক্ত শিশু।

অন্যান্য রোগ—শিশু কলেরা—মল জলের মত তরল তাতে আম বা রক্ত মিশ্রিত, বায়ের সঙ্গে পেটে বেদনা, বেগ ও কুন্থন, বারবার পায়খানা হতে হতে শিশুদের কলেরা রূপ ধারণ করা, দুধ সহ্য করতে পারে না, দুধ খেলেই দধির মত চাপ চাপ বমি করে, বমি খুব জোরে উত্থিত হয়, দুধ খাবার পর কিছুক্ষণ পেটে থাকে তারপরই চাপ চাপ বমি। তাতে টক গন্ধ, পিপাসা থাকে না। শিশু কলেরায় আর্সেনিকও উপকার। তবে ইথুজার সঙ্গে ইহার লক্ষণ গত কিছুটা পার্থক্য আছে। শিশু প্রত্যেক বার বাহ্য বমির পর মরার মত পড়ে থাকে ইহা উদরাময়। কিন্তু বাহ্য বমি হয়ে জ্বর ভাব তৎসহ নাড়ীলোপ ও অনরবত ছটফটানি ভাব থাকলে আর্সেনিক এবং ইথুজা দুটিই মনে পড়ে তবে পার্থক্য এই, পিপাসা থাকলে আর্সেনিক আর পিপাসা না থাকলে ইথুজা। উক্ত প্রকার বাহ্য বমি হয়ে শিশুদের কখনো তড়কা ভাব হলে তৎসহ শিশু বড়ো আংগুল মুঠ করে থাকে, এক দৃষ্টে উপরের দিকে চেয়ে থাকে, মুখে গ্যাজলা বা ফেনা উঠে, হাত পা কাপে ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q ৩/৪ ফোঁটা ২৫/৩০ মিঃ অন্তর ভাল কাজ করে। ডাঃ পিয়ার্স বলেন—ভয়ংকর প্রকৃতির গ্যাষ্ট্রেইনটেষ্টিনাল ক্যাটারে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

মাত্রা—Q, ২/৩ ফোঁটা সামান্য জলের সঙ্গে প্রত্যহ ৪ বার সেব্য।

এগারিকাস মস্কেরিয়াস (Agaricus Muscarius)

পরিচয়—টোডষ্টুল নামক ব্যাঙের ছাতা থেকে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকার—জ্বর বিকার, নাড়ী ও অংগ প্রত্যংগের কম্পন, বেদনা কোনাকুনি পরিচালিত। শরীরের মধ্যে কোন যন্ত্রণাদিতে জ্বালা পোড়ার সঙ্গে সড়-সড়ানি, চুলকানি থাকলে ইহাতে উপকার। স্নায়ু কেন্দ্রে, মস্তিষ্কে এবং মেরু দেশে ইহার প্রধান ক্রিয়া। ইহা উগ্রবীর্য ঔষধ।

চারিত্রিক লক্ষণ—(১) শরীরের নানা স্থানে অর্থাৎ নাক, কান, মুখ, হাত পা ফোলে, লালবর্ণ ও জ্বর হয়, চুলকায়, জ্বালা করে। (২) কোমরে পাছার হাড়ে কামড়ানি বেদনা, কোন কাজকর্ম করলে, নড়াচড়া করলে বৃদ্ধি। (৩) ঠান্ডা বাতাস সহ্য হয় না। (৪) অতিরিক্ত শুক্র ক্ষয় জনিত কারণে স্পাইনালে যন্ত্রণা ও বেদনা। (৫) যে সকল লোক জ্বরে বা অন্য কোন রোগে বিকার গ্রস্ত হয়ে পড়ে, মাতালদের মাথায় যন্ত্রণা, (৬) ঘুম থেকে জেগে উঠলেই হাত পা অংগ প্রত্যংগ অজ্ঞাতসাড়ে কাঁপে, ঘুমালেই বন্ধ হয়। সামান্য কোন প্রত্যংগের স্পন্দন কম্পন হতে সমস্ত শরীরের কম্পন, কোরিয়া রোগ লক্ষণ।

অন্যান্য রোগ—জ্বর বিকার—জ্বর বিকারে হাতপা কাঁপে। বিড়বিড় করে বকে, মাঝে মাঝে চিৎকার করে উঠে, এলোমেলো কথা বলে, বারবার বিছানা থেকে উঠে পড়ে। ঘুমালে কম্পন ভাব থাকে না, পিপাসা একেবারে থাকে না তবে কোন কোন সময় সামান্য পিপাসা থাকে ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত বিকারের ইহার Q বিশেষ উপকারী।

নাকের পীড়া—ঠান্ডা লাগে নাই, নাকে কোন প্রকার প্রদাহ নেই অথচ নাক দিয়ে প্রচুর পরিমাণে স্বচ্ছ জলের ন্যায় পাতলা সর্দি স্রাব নির্গত হয় তৎসহ বার বার হাঁচি। এই ক্ষেত্রে ইহার Q উপকারী। কোন কোন ক্ষেত্রে এমন লক্ষণে এলিয়াম সেপা উপকারী।

বেদনা—ইহার বেদনার একটি পরিষ্কার লক্ষণ—"কোণাকুণি"—যেমন উপরের বাম হাত নিচের ডান পা। এগারিকাসের সমস্ত বেদনা কতকটা স্নায়বিক ধরণের। এই জন্য জিহ্বার নিউর‍্যালজিয়া, মুখের ও দাঁতের নিউর‍্যালজিয়া, মাথার নিউর‍্যালজিয়ায় এই ঔষধ ভাল কাজ করে। মাথার বেদনা অল্প পরিমাণ স্থানে বোধ হয়, যেন কেহ পেরেক ঠুকে দিচ্ছে, বেদনা স্থানে অত্যন্ত ঠান্ডা বোধ। এমন ঠান্ডা যেন বরফ চাপান আছে, এই জন্য রোগী কাপড় দিয়ে মাথা জড়িয়ে রাখে।

ফুসকুড়ি ব্রণ—অনেক সময় ছোট ছোট শিশুদের ঠোঁটে ক্ষুদ্র ফোড়া ও ফুসকুড়ির মত এক প্রকার উদ্ভেদ দেখা দেয়, পরে ফেটে গিয়ে ফোস্কায় পরিণত হয় এবং হলদে বর্ণের রস নির্গত হয়। এই জাতীয় রোগ লক্ষণে ইহার Q খুব উপকারী।

শ্বাসযন্ত্রের পীড়া—ফুসফুসে যথারীতি রক্ত সঞ্চালন না হওয়ার জন্য অক্সিজেন প্রবেশ করিতে পারে না, ইহাতে রোগীর শ্বাসকষ্ট দেখা দেয় এবং স্বাভাবিক ভাবে শ্বাসকার্য্য সম্পাদিত হয় না, হাঁফাতে থাকে। কলেরার চরম অবস্থায় এই লক্ষণটি দেখা যায়। এই ক্ষেত্রে Q ব্যবহার করা যায়। আক্ষেপিক স্নায়বিক কাশিতে তৎসহ বুকে ধড়ফড়ানিতে এই ঔষধ উপকারী।

চোখের পীড়া—অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য চোখের পীড়া হলে ইহার Q চিকিৎসকদের মনে আসে। ঝাপসা দৃষ্টি, চোখের তারা কেঁপে উঠে; চোখে আক্ষেপিক টান বেদনায় ইহা উপকারী। এছাড়া অন্যান্য রোগ লক্ষণে ঔষধটি বিশেষ ফলপ্রদ। যেমন তান্ডব রোগের মত কম্পন বিশেষ করে মুখের পেশীর কম্পন, মূর্চ্ছাভাব, বসলে কোমরে ব্যথার বৃদ্ধি, আঙ্গুলের অসাড়তা ও শক্তভাব, কোণাকুনি ভাবে হাত পা নড়ে ওঠা। স্নায়বিক অথবা অত্যন্ত শুক্রক্ষয় হেতু পীড়া, হাত পায়ের পেশীতে কম্পন, চোখের পাতা, ঠোঁটে কম্পন, পিঠে সুড়সুড় করা ও চুলকানি, স্পাইন্যাল ইরিটেশান ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার Q ব্যবহার করা যায়। প্রস্রাবের রোগেও ইহা ভাল কাজ করে। স্বল্প প্রস্রাব, বারবার প্রস্রাব ত্যাগের ইচ্ছে, প্রস্রাবের সময় জ্বালা পোড়া ও সূঁচ ফুটানো বেদনা, মূত্রনালী হতে চটচটে স্রাব বের হওয়া, আক্ষেপিক বেদনা সহ তলপেটের সব পদার্থ যেন যোনি পথ দিয়ে বের হয়ে আসবে এমন অনুভব তৎসহ যোনিতে চুলকানি, হঠাৎ আক্ষেপিক কাশি আরম্ভ হয়ে ফুসফুস হতে রক্ত উঠা, রাত্রে ঘুমাবার সময় আক্ষেপিক কাশি ইত্যাদি ক্ষেত্রে ঔষধটি বিশেষ উপযোগী। এছাড়া এগারিকাস হাজা ও পাকুই রোগের মহৌষধ। ইহার Q বাহ্য ও আভ্যন্তরিণ উভয় ভাবেই ব্যবহার করা যায়।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে সামান্য জলের সংগে রোজ ৪ বার যথারীতি সেবন করা উচিত।

এগনাস ক্যাষ্টাস (Agnus Castus)

পরিচয়—ইউরোপ মহাদেশে চেষ্ট গাছ নামক এক প্রকার গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ দেখা যায়। ইহার ফল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকার—শ্লেষ্মা প্রধান ধাতু, ব্যক্তির পক্ষে খুব উপযোগী। অন্যমনস্ক, অনুধাবন শক্তি কমে যাওয়া, কোন কিছু মনে রাখতে পারে না। ধ্বজ ভংগ ও লাল মেহযুক্ত অবিবাহিত ব্যক্তি যারা স্নায়বিক দুর্বলতায় কষ্ট পায়, অকালবার্ধক্য, বিষাদ ভাব, উদাসীন, মানসিক বিশৃঙ্খলা, নিজকে ঘৃণা করে, যে সকল যুবক ইন্দ্রিয় শক্তির অপব্যবহার ও শুক্রক্ষয় হতে এমত অবস্থায় পতিত হয় তাদের পক্ষে বিশেষ উপকারী। স্ত্রী পুরুষ উভয় জনন ইন্দ্রিয়ের উপর ইহার ক্রিয়া তবে সাধারণতঃ ইহা স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের উপর অধিক ক্রিয়া প্রকাশ করে। যাদের কামরিপু চরিতার্থ করার ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল থাকা সত্ত্বেও ক্ষমতায় একেবার হীন, লিংগ শিথিল, লিংগ ঠান্ডা ও বাঁকা, আকারে একেবারে ছোট, যাদের রমন ইচ্ছা একেবারেই চরিতার্থ হয় না, কোন প্রকারেই লিংগ উত্থিত হয় না বরং যারা বারবার প্রমেহ রোগে আক্রান্ত হয়ে একেবারে ধ্বজভঙ্গ হয়ে পড়ছে এই ঔষধ তাদের কাছে অতি মূল্যবান। মচকে বা পিষে যাবার বেদনায় ইহা উপকারী।

অন্যান্য রোগ—মেহ—যে সকল রোগী মেহ রোগে আক্রান্ত হয় এবং তাদের মধ্যে যদি ধাতু স্খলন, ধ্বজ ভঙ্গ, লিঙ্গমুখে হরিদ্রাবর্ণের চটচটে অল্পস্রাব লেগে থাকে, বাহ্যের বেগের সঙ্গে অথবা ঘুমের মধ্যে রেত স্খলন ইত্যাদি লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায় তবে ইহার Q বিশেষ উপকারী। ডাঃ হেরিং বলেন—অতিরিক্ত পরিমাণ শুক্রক্ষয় করে যে সমস্ত যুবক অল্প বয়সে বৃদ্ধের মত অবস্থা লাভ করে তাদের পক্ষে ইহা পরম উপকার। এছাড়া যে সকল স্ত্রীলোক বন্ধ্যা, ঋতু বন্ধ, বা অতি সামান্য পরিমাণে স্রাব হয়। স্বামী সহবাসে একেবারে অনিচ্ছা, স্তনে দুগ্ধ না থাকা, জরায়ুর স্ফীতি ভাব এবং প্রদাহ তাদের পক্ষেও ইহা বিশেষ উপকারী। শ্বেত প্রদরে ইহা অতি উপকারী। কাপড়ে হলদে রঙের দাগ পড়ে, বন্ধ্যাত্ব ইত্যাদি লক্ষণে ইহা ব্যবহার করা যায়।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৪ বার সেব্য।

এইল্যান্থাস গ্লানডুলোসা (Ailanthus Glandulosa)

পরিচয়—চীনা জাপান প্রভৃতি দেশের এক প্রকার গাছ হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। এই গাছ দেখতে খুবই সুন্দর, যখন ফুল হয় তখন এত দুর্গন্ধ বের হয় যে কেহ কাছে যেতে পারে না।

উপকার—ডিপথিরিয়া, ফলিকিউলার টনসিলাইটিস, আরক্ত জ্বর, কোন রোগ হেতু গায়ের বর্ণ হঠাৎ যেন বেগুনী রঙ ধারণ করে, মুখ মেহগিনি কাঠের মত কালোবর্ণ, উদরাময়, আমাশয়, আমরক্ত প্রভৃতি রোগে ইহার মাদার টিংচার উপকারী।

অন্যান্য রোগ—গলার পীড়া—গলার ভিতর ও বাহির লাল হয়ে যায়, ফুলে যায় বা বেগুনী বর্ণ ধারণ করে, ঘাড়ে বেদনা, ঘাড় ফুলে যায়, গলা ধরে, শুষ্ক কাশি, নাক দিয়ে সর্দি ঝরে দাঁতে ময়লা পড়ে, ডিপথিরিয়া রোগে এই লক্ষণ গুলো থাকলে ইহার Q ব্যবহার করা যায়। বিকার ভাব দেখা দিলে, বিড়বিড় করে লোক চিনতে পারে না, চোখ ঘোলা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও ইহা উপকারী।

সর্দিস্রাব—নাক দিয়ে জলের মত পাতলা সর্দি স্রাব, সর্দির সঙ্গে রক্ত থাকে, যন্ত্রণাদায়ক শুষ্ক কাশি, বুক ফোলা ও বেদনার ভাব অনুভব।

উদরাময়—জলের মত পাতলা মল অসাড়ে নির্গমণ কোন কোন সময় প্রস্রাবকালে অসাড়ে পাতলা মল বের হয়। এই লক্ষণটি এগুলোতেও আছে। এই ক্ষেত্রে ইহার Q ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়।

জ্বর—জ্বর লক্ষণে ইহার Q খুব উপকারী। প্রবল জ্বর, অজ্ঞান ও আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে থাকা, মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে, আচ্ছন্ন ভাবের সঙ্গে ছটফটানি ভাব, চোখের তারা বড় হওয়া, অসাড়ে প্রস্রাব পায়খানা, শরীরের বর্ণ

লাল হওয়া বা বেগুনী বর্ণ ধারণ করা, মুখের রঙ কালো হওয়া, মস্তিষ্কের এবং মনের অবস্থা অত্যন্ত গোলমেলে ইত্যাদি লক্ষণে ঔষধটি উপকারী।

চর্ম পীড়া—প্রতি বছরই দু একবার করে কালো অথবা নীলবর্ণের এক প্রকার উদ্ভেদ বের হয়, উদ্ভেদগুলো খুব ধীরে ধীরে বের হয়, আংগুল দিয়ে টিপলে উদ্ভেদ গুলো মিলে যায় কিন্তু আবার ধীরে ধীরে উহা প্রকাশ পায়। কোন কোন সময় বড় ফোস্কার মত উদ্ভেদ বের হয় এবং উহার মধ্যে কালচে বর্ণের রস সৃষ্টি হয় ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী। রোগাক্রমণের প্রথম হতেই নাক দিয়ে রক্ত স্রাব এবং ভীষণ অবসন্নতার ভাব লক্ষণটি বর্তমান থাকে।

মাত্রা—Q ২/৩ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার।

এলেট্রিস ফ্যারিনোসা (Aletris Farinosa)

পরিচয়—আমেরিকার এক প্রকার তাজা মূল হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকার—জরায়ুর দুর্বলতার জন্য গর্ভস্রাব প্রবণতা এবং রক্তাল্পতা ভাব বর্তমান। দুর্বল জীর্ণশীর্ণ রমণীদের জরায়ুর কোন রোগ তৎসহ প্রদর ও কোষ্ঠকাঠিন্য, পরিপাক ক্রিয়ার দুর্বলতা, আহারের পর কষ্ট এবং পেট ভার বোধ ইত্যাদি লক্ষণে ইহার Q খুব উপকারী। অসময় প্রচুর পরিমাণে রক্তস্রাব, পেটে ভীষণ বেদনা ও যন্ত্রণা। রক্ত কালো বর্ণ ও চাপ চাপ, জরায়ুর বহির্নির্গমন। এই সব লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে ইহার অসীম ক্রিয়া শক্তি। বারবার গর্ভস্রাব, গর্ভস্রাবের উপক্রমে প্রথমে কোমরে বেদনার লক্ষণ থাকলেই ইহা ব্যবহার করা যায়। ঔষধটি স্ত্রীরোগে খুবই ভাল কাজ করে।

মাত্রা—ইহার Q এক ড্রাম পরিমাণ এবং এক আঃ বিশুদ্ধ জলে ভাল করে মিশ্রিত করে দু চামচ করে দু ঘন্টা অন্তর সেব্য।

আলফালফা (Alfalfa)

পরিচয়—আমেরিকার এক প্রকার গাছড়া। এই গাছড়া গো-মেষ এবং ছাগদের পুষ্টিকর আহার্যরূপে ব্যবহৃত হয়। এই গাছড়া হইতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকার—ইহা একটি আদর্শ বলকারক ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ইহার নিয়মিত ব্যবহারে ক্ষুধা ও বলবৃদ্ধি পায়। দুর্বলতা দূর হয়, পরিপাক ক্রিয়া ভাল হয়, শারীরিক এবং মানসিক শক্তি বাড়ে। মাংসবৃদ্ধি হয়, ওজন বাড়ে। ইহা টিসু এবং নার্ভের উপর ভাল কাজ করে। দেহের পুষ্টি সাধনে ইহার অপূর্ব ক্ষমতা।

ইহাকে একটি আদর্শ টনিক বলা হয়। কোন কঠিন রোগ হতে আরোগ্য লাভের পর, সন্তানাদি প্রসবের পর বা রক্তহীনতার লক্ষণে ইহা উপকারী।

বহুমূত্র—শর্করা হীন বহুমূত্র, প্রস্রাবের আপেক্ষিক গুরুত্ব কমে যাওয়া, প্রচুর পরিমাণে স্বচ্ছ জলের মত প্রস্রাব, প্রস্রাবে ইউরিয়া এবং ফসফেট বৃদ্ধি পেলে ইহার Q বিশেষ উপকারী।

পেটের পীড়া—পেটে অধিক বায়ু জমা এবং পেট ফোলা, স্নায়ুশূল বেদনা, বেদনার স্থান পরিবর্তন, পায়খানার সময় পেটে বেদনা, মলদ্বারে জ্বালা যন্ত্রণা ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে ইহার মাদার টিংচার বিশেষ উপকারী।

মাত্রা—Q, ৩/৪ ফোঁটা করে রোজ ৩ বার।

এলিয়াম সেপা (Allium Cepa)

পরিচয়—পেঁয়াজ থেকে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

চারিত্রিক লক্ষণ—নাক, চোখ দিয়ে জল পড়া, অনবরত হাঁচি, চোখে জ্বালা পোড়া, চোখ কর্ কর্ করা, চোখের পাতা ফোলা, উপরের ঠোঁটে ও নাকে ঘা হওয়া, হেজে যাওয়া ইত্যাদি ইহার চারিত্রিক লক্ষণ।

অন্যান্য রোগ—পলিপাস (অর্বুদ)—নাকের মধ্যে পেঁয়াজের কোষের মত এক প্রকার উদ্ভেদ সৃষ্টি হয়, মাথা ব্যথা করে। শরীর ব্যথা হয়, জ্বর জ্বর ভাব থাকে ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার Q বিশেষ উপকারী।

সর্দি-কাশি—এই রোগের তরুণ অবস্থায় কখনো কখনো গলা ধরে যায়, কথা বলতে পারে না, গলায় বেদনা, অত্যন্ত কাশি, কাশতে কাশতে গলা যেন ছিঁড়ে যায়, কাশির সময় চোখ দিয়ে জল পড়ে। ঠান্ডা লেগে সর্দি তৎসহ কানে ব্যথা, সেই ব্যথা কানের ভিতর দিয়ে গলা পর্যন্ত প্রসারিত। ডাঃ কেন্ট বলেন—শিশুদের কানের বেদনা অধিকাংশই ক্যামোমিলা, পালসেটিলা এবং এলিয়াম সেপায় আরোগ্য হয়।

স্নায়ুশূল বেদনা—স্নায়ুতে আঘাত লাগা হেতু স্নায়ুশূল বেদনা বা পুরাতন স্নায়ু প্রদাহে ইহার Q খুব ভাল কাজ করে।

পেটের পীড়া—পাকস্থলীর শেষাংশে এবং ক্ষুদ্রান্ত্রের গোড়ায় প্রচন্ড বেদনা, তৎসহ ঢেকুর উঠে, গা বমি বমি ভাব, পেটে গড়গড় করে ডাকে, দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ হয়, মলদ্বারে খোঁচামারা বেদনা, চুলকানি, গরম বোধ ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী। এক প্রকার তীক্ষ্ণ বেদনা মুখে, মাথায়, ঘাড়ে, বুকে, পেটে এবং দেহের চারিদিকে সঞ্চারিত হয়।

মাত্রা—Q, ৩/৪ ফোঁটা করে রোজ ৪ বার।

এলিয়াম স্যাটাইভাম (Allium Sativum)

পরিচয়—রসুন হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকার—পেশীতে ভয়ানক বেদনা অনুভব। এছাড়া প্রচুর পরিমাণে শ্লেষ্মা নির্গমন, পুরাতন কাশি, সামান্য ঠান্ডা লাগলেই কাশির উদ্রেক, হাঁপ ভাব, কাশির সংগে বুকে বেদনা, গ্ল্যান্ডের স্ফীতি, স্তন গ্রন্থির স্ফীতি, বিশেষ করে সোয়াস এবং ইলিয়াকাস পেশীতে ভয়ানক বেদনা ইত্যাদি থেকে ইহার Q বিশেষ উপকারী। ইহার যথারীতি ব্যবহারে কাশি কমে আসে, দেহের উত্তাপ স্বাভাবিক হয়, রোগীর দেহে মাংস বৃদ্ধি পায়, ভাল ঘুম হয়। কোন পুরাতন রোগের ক্ষয় অবস্থায় এবং পুরাতন রক্ত কাশিতে ইহার দ্বারা প্রচুর উপকার হয়।

মাত্রা—Q, ৪/৫ ফোঁটা করে রোজ ৩/৪ বার ব্যবহার করা উচিত।

এলো সকোট্রিনা (Aloe Socotrina)

পরিচয়—এলো নামক এক প্রচার গাছের আঠা হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। এই গাছের বিভিন্ন শ্রেণী আছে যথা এলো সকোট্রিনা (অন্তরুকাঠ ইহাতে সুগন্ধ আছে। এলো ইন্ডিকা (ঘৃত কুমারী) ইহা আমাদের দেশেই পাওয়া যায়।

উপকার—উদরাময়, আমাশয়, রক্তামাশয়, লিভারে রক্তাধিক্য বশত কোন রোগ, অর্শ ইত্যাদি ক্ষেত্রে উপকারী। লিভার, ধমনী এবং মলদ্বারের উপর ইহার অধিক ক্রিয়া।

চারিত্রিক লক্ষণ—(১) পান বা আহারের পরই পায়খানার বেগ, তাড়াতাড়ি পায়খানায় দৌড়াতে হয়। (২) বায়ু নিঃসরণের সঙ্গে অসাড়ে বাহ্য, মলদ্বার যেন ফোলা মনে হয়। (৩) নিঃসৃত বায়ুতে ভয়ানক দুর্গন্ধ, মলদ্বার জ্বালা করে, মলের ভাগ কম। (৪) প্রতি বছর শীতকালে চর্মপীড়া দেখা দেয়, কোষ্ঠকাঠিন্য, রোগী বদ মেজাজী। (৫) মাথায় যন্ত্রণা, গরমে বৃদ্ধি, ঠান্ডায় উপশম, প্রত্যেকবার পা ফেলে চলার সময় মাথায় যন্ত্রণা, বমি বমি ভাব, চোখ ভারী। (৬) আমযুক্ত, কঠিন মল অথবা পাতলা মল অসাড়ে নির্গত হয়। (৭) তলপেটের ডানদিকে ভয়ানক কামড়ানি। খামচানি বেদনা। বাহ্যের পূর্বে এবং সময়ে ভীষণ পেটে ব্যথা। (৮) অর্শরোগে আঙ্গুর থোকার মত বলী বের হয়। সর্বদাই মলদ্বারে ঠেলামারা বেদনা। মলদ্বার গরম, চুলকায় ও রক্তস্রাব। মলদ্বারের চুলকানির জন্য ঘুমাতে পারে না। বাহ্যের পূর্বে পেটে গড় গড় করে ডাকে এবং হঠাৎ বাহ্যের বেগ হয়। বাহ্যের পর দুর্বলতা, ঘাম এবং অবসন্নতার ভাব।

অন্যান্য রোগ—উদরাময়—উদরাময়ে বাহ্য হলে অধিক পরিমাণেই হয়। গুহ্যদ্বার অসাড়, সহজে বাহ্যে নির্গত হয়, বায়ু নিঃসরণের সঙ্গে মল বের হয়ে পড়ে, বাহ্যের পূর্বে পেট খুব ডাকে, মনে হয় প্রচুর পরিমাণে বাহ্য হবে কিন্তু তা হয় না, কেবলমাত্র শব্দ নিঃসরণ হয়ে থাকে। নাভীর চারিদিকে বেদনা। ডাঃ এলেন বলেন—খাবার ঠিক পরেই বাহ্যে হওয়ার লক্ষণটি থাকে।

এলোর পায়খানা—ঔষধটির Q উদরাময় এবং আমাশয় লক্ষণে ব্যবহার করা যায়। বাহ্যের রঙ হলদে, ভক্কা ভক্কা, জলের মত পাতলা ও গরম। আম মিশ্রিত আবার কখনো থল থলে আম মিশ্রিত রক্ত। বাহ্যের পরিমাণ বেশী ও হয় আবার ঘুম কম হয়। পেটে মোচড়ানো ব্যথা ইত্যাদি লক্ষণে Q বিশেষ উপকারী। অসাড়ে মল নিঃসরণ ইহার বিশেষ লক্ষণ। বায়ু অথবা মূত্র ত্যাগকালে অসাড়ে মল নিঃসরণ। রোগীকে প্রস্রাব করতে হলে বাহ্যের জন্য খুব সাবধান হতে হয়। তবে এখানে মনে রাখা উচিত ওলিয়েন্ডার এসিড মিউরে বায়ু নিঃসরণের সঙ্গে মল বের হবার লক্ষণ আছে কিন্তু বাহ্যের পূর্বে পেট ডাকা, কল কল করে ডাকা এবং মলদ্বার ভার বোধ কেবল এলোতেই আছে।

অর্শ রোগ—বাহ্যের বেগের সঙ্গে আঙ্গুর থোকার ন্যায় অর্শবলী বের হয়ে আসে। অর্শ অত্যন্ত চুলকায় এবং জ্বালা করে, ঘুমাতে পারে না, ঠান্ডা জলেও উপশম এবং রোগী প্রায়ই উদরাময় রোগে ভোগে।

লিভার ব্যথা—লিভার স্থান ভারী ও বেদনাযুক্ত। লিভার থেকে বুক পর্যন্ত সূঁচ ফুটানো ব্যথা।

কোমর বাত—কোমরের বাত বেদনা সামান্য নড়াচড়া করলেই বাড়ে। একবার কোমরে যন্ত্রণা, একবার মাথায় যন্ত্রণা, একবার অর্শের যন্ত্রণা এইরূপ পরিবর্তনশীল লক্ষণ এলোতে বর্তমান।

মাথা ব্যথা—উদরাময় আরম্ভ হলেই মাথার যন্ত্রণা কমে এবং উদরাময় বন্ধ হলে মাথার যন্ত্রণা বাড়ে। বেদনা যেন মাথার উপর হতে নেমে চোখে চাপ দেয়। ডাঃ হেরিং বলেন—যে মাথার ব্যথা গরমে বাড়ে এবং ঠান্ডা প্রয়োগে কমে সেখানে এলো উপকারী।

কলিক বেদনা—তল পেটের ডানদিকে কামড়ানি, খামচানি ও কাটা ছেঁড়ার মত বেদনা। বাহ্যের পূর্বে এবং সময় পেটে ভীষণ বেদনা, বাহ্যের পর বেদনার উপশম তখন রোগীকে খুব ঘাম দেয়। রোগ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে কোষ্ঠকাঠিন্য ভাব দেখা দেয়। এই জাতীয় কলিক বেদনায় Q বিশেষ উপকারী।

বিঃ দ্রঃ—অর্শ রোগ লক্ষণে এলো, মিউরিয়েটিক এসিড এবং কলিন সোনিয়া ব্যবহার করা যায় তবে লক্ষণগত পার্থক্য অনুসারে প্রয়োগ করতে হবে। যেমন—

লক্ষণগত পার্থক্য অনুসারে ঔষধ

এলোসকোট্রিনা	মিউরিয়েটিক এসিড	কলিনসোনিয়া
(১) বাহ্যের বেগের সঙ্গে আঙ্গুর থোকার ন্যায় অর্শবলী বের হয়।	(১) লক্ষণ এলোর ন্যায়।	(১) প্রায় সমুদয় লক্ষণ এলোর ন্যায়।
(২) অত্যন্ত চুলকায় ও জ্বালা করে।	(২) গরম জলে বা গরম সেঁকে উপশম বোধ হয়।	(২) অজীর্ণ রোগগ্রস্ত বিশেষ করে কোষ্ঠ-কাঠিন্য ব্যক্তিদের অর্শ।
(৩) ঠান্ডা জলে উপশম বোধ।	(৩) অত্যন্ত টাটানি ব্যথা ও জ্বালা যন্ত্রণা থাকে।	(৩) পুরাতন যন্ত্রণাকর, রক্তস্রাবী অর্শ।
(৪) প্রায়ই উদরাময় থাকে।	(৪) স্পর্শে বা কাপড় লাগিলে কষ্ট বোধ করে।	(৪) মানসিক আবেগ ও উত্তেজনায় বৃদ্ধি
(৫) জ্বালা যন্ত্রণার জন্য, চুলকানির জন্য রোগীর ভাল ঘুম হয় না।		

এলনাস রুব্রা (Alnus Rubra)

পরিচয়—ইহা এক জাতীয় গাছড়া। খাল বিল পুকুর ইত্যাদির পার্শ্বে জন্মে। ইহার ছাল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকার—পরিপাক যন্ত্র ও গ্ল্যান্ডের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। এছাড়া দাদ, পুঁজযুক্ত অথবা বিসর্পের মত অথবা একজিমার মত চর্মরোগে বিশেষ উপকারী।

রোগের লক্ষণ—বদহজম—যাদের মাছ, মাংস, ডিম, ডাল ইত্যাদি খাদ্য হজম হয় না। পাচকরস (Gastric Juice) ঠিকমত নিঃসরণ না হওয়ার জন্য যাদের বদহজম রোগ লক্ষণ দেখা দেয় তাদের পক্ষে খুব উপকারী।

স্ত্রীজননইন্দ্রিয়—শ্বেত প্রদর, উহাতে জরায়ু গ্রীবা হেজে যায়। ঋতু বন্ধ সহ পিঠে যন্ত্রণা। জ্বালাকর বেদনা ইত্যাদি থেকে উপকারী।

গ্ল্যান্ড ফোলা—বেদনাযুক্ত অথবা বেদনাহীন গ্ল্যান্ড ফোলায় উপকারী। সাব-ম্যাক্সিলারি গ্ল্যান্ডের ফোলায় (নিম্ন চোয়ালের প্রান্ত) উপকারী। বেলেডোনা, হিপার, মার্কুরিয়াস ইত্যাদি ঔষধে উপকার না হলে এর ব্যবহারে উপকার নিশ্চিত।

ক্ষত—মুখের এবং গলার শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লীর ক্ষতে উপকার।

ব্যবহার বিধি ও মাত্রা—Q ২/৩ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৩/৪ বার। ইহার বাহ্যিক ব্যবহারও উপকারী।

এলষ্টোনিয়া কনষ্ট্রিকটা (Alstonia Constricta)

পরিচয়—নিউওয়েলস এবং কুইনসল্যান্ড প্রভৃতি অঞ্চলের এক প্রকার গাছড়া। ইহার ছাল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকার—ম্যালেরিয়া জনিত ঘুষ ঘুষে জ্বরে ইহা উপকারী। ইহাকে অস্ট্রেলিয়া দেশে কুইনাইন বলা হয়।

সেবনবিধি ও মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা দিনে ৪ বার।

এলষ্টোনিয়া স্কলারিস (Alstonia Scholaris)

পরিচয়—ইহার চলতি নাম ডিটাবার্গ। এক জাতীয় ছাতিম বৃক্ষ বিশেষ। ইহার ছাল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকার—ম্যালেরিয়া রোগসহ কলেরার লক্ষণ, আমাশয়, রক্তহীনতা, অগ্নিমান্দ্য ইত্যাদি লক্ষণ থাকে তখন ইহা উপকারী। উদরে শূন্যতাবোধ এবং দুর্বলতার লক্ষণ।

রোগ চিকিৎসা—আমরক্ত ও উদরাময়—উদরে খামচানি বেদনা সহ অতিরিক্ত তরল পায়খানা, আহার শেষ হতে না হতেই পায়খানায় যেতে হয়। আহার্য দ্রব্য অনেকদিন পর্যন্ত অজীর্ণ অবস্থায় পাকস্থলীর মধ্যে সঞ্চিত থাকে। তলপেটে উত্তাপ ও যন্ত্রণাবোধ, আমাশয় রক্তময় মল পড়ে। দূষিত জলপানে উদরাময়ে ইহা উপকারী। বেদনাহীন জলের মত মল। আহারের পরক্ষণেই উদরাময়।

সেবনবিধি ও মাত্রা—Q তিন চার ফোঁটা সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৪/৫ বার।

বিঃ দ্রঃ এপিডেমিক কলেরায় একোনাইটের পর শুধু উদরাময় থাকলে ইহাতে উপকার। প্রবল জলের মত মলত্যাগ তৎসহ নাড়িতে খিল ধরা। শিবিরবাসীদের উদরাময়। রক্তাক্ত মল ইত্যাদি ক্ষেত্রে খুব উপকারী। এছাড়া টাইফয়েড প্রভৃতি বলক্ষয়কারী জ্বরে বা অন্য কোন কঠিন পীড়া ভোগের পর ইহার ব্যবহার উপকারী। ইহা তখন বলকারী বা টনিক রূপে ব্যবহার করা যায়। ইহার বাহ্যিক প্রয়োগে ক্ষতের উপকার হয়। বাতের বেদনায় বাহ্যিক ব্যবহারে চমৎকার উপকার।

এলিউমেন (Alumen)

পরিচয়—ফিটকিরি। ইহাতে এলিউমিনা, সালফার, পটাশ—এই তিন প্রকার পদার্থ পাওয়া যায়। এইজন্য সংক্ষেপে পটাশিওএলুমিনিয়াম সালফেট বলা হয়। ইহা ১৬ ভাগ শীতল জলে এবং এক ভাগ উষ্ণ জলে দ্রব হয়। এ্যালকোহলে দ্রব হয় না।

উপকার—অত্যধিক কোষ্ঠকাঠিন্য, ৩/৪ দিন পর্যন্ত পায়খানা হয় না। বেগ দিয়ে মল বের করার ক্ষমতা থাকে না। গোল গোল মার্বেলের মত মল বের হয়। মল ত্যাগের পর মলদ্বারে চুলকানি, অর্শ হতে রক্তস্রাব, মলের সঙ্গে বড় চাপ চাপ রক্ত পড়ে। মলদ্বারের ক্ষত হতে দুর্গন্ধ বের হয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে উপকারী।

রোগ চিকিৎসা—স্বর ভংগ, গলায় ঠান্ডা লাগা, টনসিল বাড়া, অন্ননালী পথের সংকোচন, স্তনের গ্ল্যান্ড ফোলা, জরায়ু গ্রীবা শক্ত হওয়া, হলদে রঙের শ্বেত প্রদর। হলদে রঙের পুরাতন প্রমেহ স্রাব ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভাল কাজ করে।

শ্বাস যন্ত্রের পীড়া—রক্ত কাশ, বুকের দুর্বলতা, সর্দি উঠতে চায় না। প্রাতে বৃদ্ধদের প্রচুর পরিমাণে দড়ির মত সর্দি ওঠে।

মস্তক—মাথার উপরাংশে জ্বালা যেন একটা ভারী জিনিস চাপিয়ে আছে। মাথা ঘোরে, মাথায় টাক পড়ে।

গল গহ্বর—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী লাল এবং খুব ঘোলা ভাব, সামান্য কারণে ঠান্ডা লাগে, টনসিল বর্দ্ধিত এবং শক্ত। গলনালীর সংকোচন।

সরলান্ত্র—কোষ্ঠকাঠিন্যের চরম অবস্থা। নিষ্ফল মলত্যাগের চেষ্টা, শক্ত গুটি গুটি মল, অন্ত্র হতে রক্ত স্রাব।

স্ত্রী জনন ইন্দ্রিয়—স্তন গ্রন্থি এবং জরায়ু গ্রীবার কঠিনভাব। হলুদ বর্ণের প্রদর স্রাব। জরায়ু পথে নাড়ী ক্ষতের ন্যায় দাগ। ধাতু স্রাব জলের মত।

চর্ম—চর্ম ক্ষত যুক্ত এবং উহার মূলদেশ কঠিন। উপত্বকে অর্বুদ, চর্মে প্রদাহ ভাব। পুংজনন ইন্দ্রিয়ের পৃষ্ঠদেশে একজিমা।

সেবনবিধি ও মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য।

এমোনিয়াম এসিটিকাম (Ammonium Aceticum)

পরিচয়—ইহা কার্বোনেট অব এমোনিয়া এবং এসিটিক এসিড যোগে বিশেষ প্রক্রিয়া দ্বারা প্রস্তুত। ইহার এক ভাগ এবং ডিসটিল্ড ওয়াটার নয় ভাগ দ্বারা ইহার মাদার সলিউশান প্রস্তুত করা হয়।

উপকার—অধিক পরিমাণে শর্করাযুক্ত প্রস্রাব তৎসহ অত্যন্ত ঘাম, এতো ঘাম মনে হয় যেন স্নান করে উঠছে।

সেবনবিধি—Q ২/৩ ফোঁটা দিনে ৩ বার।

এমোনিয়াম কার্বোনিকাম (Ammonium Carbonicum)

পরিচয়—সম পরিমাণ চুণ এবং নিশাদল একত্রে মিলিয়ে এমন কার্ব প্রস্তুত হয়। ইহার এক ভাগ এবং ডিসটিল্ড ওয়াটার নয় ভাগ মিশ্রিত করে উহার মাদার সলিউশান প্রস্তুত করা হয়।

চরিত্রিক বৈশিষ্ট্য—শিশু স্নান করতে চায় না। ঘুমালে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে পড়ার ভয়ে তাড়াতাড়ি জেগে ওঠা। প্রাতে হাতমুখ ধোয়ার সময় নাক দিয়ে রক্ত পড়া, রাত্রে নাক সেঁটে ধরা, নাক দিয়ে জলের মত সর্দি ঝরা, ব্রংকাইটিশ বা ব্রংকোনিওমোনিয়ার লক্ষণ, ঋতু খুব শিঘ্র শিঘ্র আরম্ভ হয় এবং অধিক পরিমাণে

হয় তৎসহ পেটের বেদনা। মোটাসোটা স্ত্রীলোক, সর্বদাই ক্লান্তি বোধ করে এবং সহজেই সর্দি লাগে, ঋতুর : পূর্বে কলেরার ন্যায় ভেদ বমি হয় এবং যারা সর্বদা স্মেইলিং সল্ট ব্যবহার করে তাদের পক্ষে ঔষধটি খুব উপকারী।

রোগ চিকিৎসা—কাশি—পুরাতন সর্দি, বুকে সর্দি ভরা, গলা সাঁই সাঁই করা, অনবরত কাশি কিন্তু কিছুই ওঠে না। রাত্রি ৩/৪টার সময় গলা শুড় শুড় করে কাশি, কাশতে কাশতে দম আটকে যায়, মুখ দিয়ে কখনো কখনো রক্ত ওঠে। যক্ষ্মারোগের প্রথম অবস্থা। কষ্টকৃত শ্বাস-প্রশ্বাস সহ হৃদপিন্ডের দুর্বলতা।

শ্বেতপ্রদর—পরিমাণে খুব বেশী, যে স্থানে লাগে সেই স্থান হেজে যায় ও জ্বালা করে, স্রাবে এমোনিয়ার গন্ধ থাকে।

রজস্রাব—ঋতু আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে যদি বাহ্য বমির লক্ষণ দেখা দেয়। অধিক পরিমাণে ঋতুস্রাব এবং পেটে খুব বেদনা, পেটে ও কোমরে খুব বেদনা।

পুং জনন ইন্দ্রিয়—স্পার্মাটিক কর্ডের অন্ডকোষের বেদনা তৎসহ চুলকানি, অনিচ্ছায় লিংগোদয়, শুক্রক্ষরণ হয়।

সেরিব্রো স্পাইনাল মেনিনজাইটিস—এই রোগের প্রথমাবস্থায় রোগ হঠাৎ বৃদ্ধি লাভ করে রোগী অজ্ঞান আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। সর্বাংগে ঠান্ডা হয়ে যায়। ঠোঁট ও শরীর নীল বর্ণ হয়, নাড়ী অত্যন্ত দুর্বল থাকে।

প্রস্রাব—সর্বদাই প্রস্রাব করার ইচ্ছা, রাত্রে অসাড়ে প্রস্রাব হয়। প্রস্রাব সাদা, রক্ত মিশ্রিত, পরিমাণে অধিক, ঘোলা, দুর্গন্ধ, তলানিতে বালির মত পদার্থ পড়ে। প্রস্রাব বন্ধ হয়ে বিকার রোগ (ইউরিমিয়া) হয়।

অর্শ—মল অত্যন্ত শক্ত, গাঁট গাঁট, কষ্টে বের হয়। রক্তস্রাবী অর্শ ঋতুকালিন বৃদ্ধি, মলদ্বার চুলকায়, বাহ্যের সময় বলী বের হয়। বাহ্যের পর অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়। ভূত প্রেতের স্বপ্ন দেখে। ঘুমন্ত অবস্থায় শ্বাসবন্ধ ভাব।

সেবন বিধি ও মাত্রা—Q ২/৩ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

এমোনিয়াম কষ্টিকাম (Ammonium Causticum)

পরিচয়—ইহার অপর নাম হাইড্রেট অব এমোনিয়া। একোয়া অব এমোনিয়া নামেও পরিচিত।

উপকার—নাক দিয়ে জ্বালাযুক্ত হাজাকর তরল স্রাব, ষ্টার্নামের পিছনে জ্বালা ও বেদনা থাকে। হৃদপিন্ডের একটি উত্তেজক ঔষধ। ইহার ঘ্রাণ নিলে মূর্চ্ছা, প্রশ্বসিস প্রভৃতির উপকার হয়। ইহা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর শোথ এবং ক্ষত উৎপাদন করে এইজন্য এই লক্ষণগুলোই ইহার পরিচায়ক লক্ষণ।

রোগ চিকিৎসা—শ্বাসনালীর পীড়া—শিশুদের এই রোগটি বেশী হয়। হঠাৎ আক্রমণ করে এবং স্বল্প সময় স্থায়ী হয়! আক্রান্ত হবার সময় গলার মধ্যে একপ্রকার শোঁ শোঁ শব্দ করে, গলনালী বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম। কষ্টকৃত শ্বাস ক্রিয়া। শ্বাস যন্ত্রে শ্লেষ্মা জমে অবিরত কাশি। গলার মধ্যে হেজে যাওয়া বোধ, রোগী মুখ দিয়ে শ্বাস নিতে বাধ্য হয়। গলার মধ্যে জ্বালাপোড়া ভাব, আলজিহ্বাটি সাদা শ্লেষ্মায় আবৃত তৎসহ জ্বালাকর সর্দিস্রাব ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহা উপকারী।

বমি—প্রবল বমি বমি ভাব, নাক দিয়ে মুখ দিয়ে নির্গত হয়। অত্যন্ত অবসাদ, পেশী সমূহের দুর্বলতা, কাঁধে বাতের বেদনা, চর্ম শুষ্ক ও উত্তপ্ত।

সেবনবিধি ও মাত্রা—Q ২/৩ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

এমোনিয়াম মিউরিয়েটিকাম (Ammonium Muriaticum)

পরিচয়—ইহার অপর নাম নিশাদল। ইহা মোটাসোটা ব্যক্তি অথচ হাত পা শীর্ণ এমন লোকের পক্ষে উপকারী। ইহা সাধারণত সর্দি, জ্বর, কাশি, কোষ্ঠকাঠিন্য ভাবে ব্যবহৃত হয়। ইহার রোগীর প্রায়ই লিভারের পুরাতন কনজেসন, কোষ্ঠকাঠিন্য, পেটে গড় গড় করে থাকে, মলদ্বার দিয়ে বায়ু নিঃসরণ।

রোগ ও চিকিৎসা—সর্দি-কাশি—সর্দি কাশিতে বিশেষ উপকারী। নাক দিয়ে জলের মত পাতলা স্রাব নির্গত হয়, ঠোঁট হেজে যায়, রাত্রে নাক আটকে থাকে। গলার মধ্যে জ্বালা ও সড় সড় করে। ইহার সর্দি তরল, ঘড় ঘড়ে, প্রচুর পরিমাণ এবং আঠার মত গয়ের ওঠে। চিৎ হয়ে ও ডান পাশে শুলে কাশি বাড়ে।

কোষ্ঠকাঠিন্য—মল অত্যন্ত শুকনো ও গুঁড়া গুঁড়া হয়ে বের হয়। কুন্থন, পেটে বায়ু জমে, গড় গড় শব্দ করে।

ঋতুস্রাব—দিনে ঋতুস্রাব হয় না কিন্তু রাত্রে খুব বেগে স্রাব হয়। নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পূর্বে বহু পরিমাণে কালো চাপ চাপ জমাট বাঁধা ঋতুস্রাব। ডিমের শ্বেত অংশের ন্যায় প্রদর স্রাব ঐ সঙ্গে নাভিস্থানে বেদনা। প্রত্যেকবার মূত্রত্যাগের পর আঠা আঠা বোধ।

টনসিলাইটিস—টনসিল ফোলে, দপ্‌দপ্ করে, কোন কিছু গিলতে পারে না। গলার ভিতর ও বাহির ফোলে, গলার মধ্যে চটচটে শ্লেষ্মা জমে। এত আঠা আঠা ভাব যে কাশিতে তুলে ফেলা যায় না।

সায়েটিকা—পায়ে টেনে ধরার ন্যায় বেদনা। বসতে পারে না, নিদ্রাকালে যন্ত্রণা বৃদ্ধি। হাতের ও পায়ের আঙুলের ও গায়ে চিড়িকমারা ও ছিঁড়ে ফেলার ন্যায় বেদনা। পায়ের তলে দুর্গন্ধযুক্ত ঘাম, ঋতুকালে পায়ের পাতায় বেদনা।

স্নায়ুশূল—হাত পা আঙুল বা কোন শাখাংগ কেটে ফেলার পর অবশিষ্টাংশের স্নায়ুশূল। পায়ের গোড়ালিতে ক্ষত হয়ে সেখানে কাটা-ছেঁড়ার মত বা হুল ফুটানোর মত বেদনা এবং রাত্রে বৃদ্ধি ইত্যাদি ক্ষেত্রে এমোন মিউর বিশেষ উপকারী।

জ্বর—সন্ধ্যাকালে শুলে পর শীত শীত বোধ এবং জেগে উঠলেও শীত বোধ। কিন্তু পিপাসা থাকে না। হাত পায়ের তালু গরম। এক সপ্তাহ অন্তর একদিন শীত করে জ্বর এলে আবার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লে এমোন মিউর উপকারী। ঘর্ম অবস্থায় ঘাম ও তাপ থাকে কিন্তু পিপাসা থাকে না। উত্তাপ অবস্থায় খুব পিপাসা থাকে।

চর্ম—চর্ম লক্ষণটিও বিবেচনাযোগ্য। সন্ধ্যাকালে চুলকায়। দেহের বিভিন্ন অংশে ফোস্কার ন্যায় উদ্ভেদ। ভয়ানক জ্বালা, ঠান্ডায় উপশম।

সেবনবিধি—Q ২/৩ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার।

এমোনিয়াম নাইট্রিকাম (Ammonium Nitricum)

পরিচয়—ইহার অপর নাম এম্বেলিকা রিবেনস্। সূতার মত লম্বা দানাদার। গন্ধশূন্য, লবনাক্ত স্বাদ। এক ভাগ এমোনিয়া নাইট্রেট এবং নয় ভাগ ডিসটিলড ওয়াটার মিশ্রিত করে ইহার মাদার সল্যিউশান প্রস্তুত করা হয়।

উপকার—বিশেষ করে শিশুদের ক্রিমিজনিত কারণে যদি কোন রোগ লক্ষণ বা কোন অস্বাভাবিক লক্ষণ প্রকাশ লাভ করে তবে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। পরিপাক ক্রিয়ার অভাব হেতু পেটের গোলযাগ, উদরাময়, জলের মত পাতলা পায়খানা, জ্বর ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহা খুব উপযোগী। ঘুমের ঘোরে লাফিয়ে ওঠা, ভয় পেয়ে জেগে ওঠা, দাঁত কড়মড় করা ইত্যাদি লক্ষণে ইহার ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন।

সেবনবিধি ও মাত্রা—Q অথবা ১x ৮/১০ ফোঁটা ৩ ঘন্টা অন্তর সেব্য। এই ঔষধটি খালি পেটে খুব ভাল কাজ করে।

অমরা রোহিতক (Amoora Rohitaka)

পরিচয়—সাধারণত ইহা রয়না, বড়া, পিতরাজ, তিক্তরাজ ইত্যাদি নামে খ্যাত। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মে। এই গাছের ছাল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকার—প্লীহার উপর খুব ভাল কাজ করে। প্লীহার যেকোন রোগ লক্ষণে ইহা এত উপকারী যে ইহাকে প্লীহা শত্রু বলা হয়। প্রাচীন আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের চরক গ্রন্থে রোহিতক ছাল হরীতকীর ছাল সহ একত্রে বেটে এক সপ্তাহ পর্যন্ত গোমূত্রে ভিজিয়ে রেখে তারপর ছেঁকে সেবন করলে সকল প্রকার প্লীহা যকৃতের এবং আনুসংগিক শোথ আরোগ্য হয় বলে উল্লেখ আছে। প্লীহা, যকৃত, অন্ত্র এবং অন্যান্য পরিপাক যন্ত্র যদি রোগাক্রান্ত হয় তবে ইহা সেবনে উপকার পাওয়া যায়। কোষ্ঠকাঠিন্য রোগে অথবা পিত্ত নিঃসরণ কাজে কোন ক্রিয়াগত বাধার সৃষ্টি হয় তবে ইহা ব্যবহার করা উচিত। এছাড়া মুখের আস্বাদ খারাপ, মুখ পচে যাওয়া, তিক্ত স্বাদ, যকৃতের দোষ লক্ষণ এবং কোষ্ঠকাঠিন্য

রোগে ইহা বিশেষ উপকারী। ভোরে ঘুম থেকে উঠতে ভয়ানক আলস্য বোধ, শরীরে অল্পাধিক বেদনা। বিকালে চোখ মুখ হাত পা জ্বালা সহ জ্বর জ্বর বোধ, ঠান্ডায় আরাম বোধ এবং পিত্ত প্রকোপের লক্ষণ ইহার প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এছাড়া প্লীহা ও যকৃতের দোষ সহ নানাবিধ পুরাতন জ্বর, শোথ, ন্যাবা, কোষ্ঠ-কাঠিন্য, অজীর্ণ, অম্ল, ক্ষুধাহীনতা, বুক জ্বালা, অর্শ, দুগ্ধ পরিপাক হয় না ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহা খুব ভাল কাজ করে। প্লীহা ও যকৃত স্থানে খোঁচামারা বেদনায় ইহা উপকারী।

সেবনবিধি ও মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে রোজ ৪/৫ বার সেব্য।

এমিগডালা এ্যামেরা (Amygdala Amara) তিক্ত বাদাম

পরিচয়—এই ঔষধটি নুতন আবিষ্কৃত হয়েছে এবং পরীক্ষিত হয়ে মেটিরিয়া মেডিকায় স্থান লাভ করে। গলার ভিতর ভীষণ বেদনা, কোন খাদ্যদ্রব্য সহজে গিলতে পারে না। টানসিল ও আলজিভের স্ফীতি ভাব এবং টকটকে লালবর্ণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার ব্যবহার অব্যর্থ। বুকে তীক্ষ্ণ বেদনার সঙ্গে কাশির ক্ষেত্রেও ইহা ভাল কাজ করে।

সেবনবিধি ও মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে তিন ঘন্টা অন্তর। সেবনের পূর্বে মুখ ভাল করে কুলকুচি করতে হবে।

এমিগডালা পারসিকা (Amygdala Persica)

পরিচয়—ইহার অপর নাম পিচ গাছ। এই গাছের ছাল হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকার—নানা প্রকার বমন লক্ষণে ইহা বিশেষ উপযোগী, বিশেষ করে প্রাতঃকালীন বমি। চোখের প্রদাহেও ইহা উপকারী। রক্তমূত্র, মূত্রাশয় হতে রক্তস্রাব ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহা ভাল কাজ করে। শিশুদের পাকাশয়ের উত্তেজনা, কোন খাদ্যদ্রব্যই হজম হয় না। আস্বাদ ও ঘ্রাণ শক্তির লোপ। পাকাশয় ও অন্ত্রের প্রদাহ, জিহ্বা এবং সূক্ষ্মাগ্র হয়ে পড়ে, উহার কিনারা ও অগ্রভাগ রক্তবর্ণ, সর্বদা বমি বমি ভাব ও বমি।

সেবনবিধি ও মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে প্রতি ২/৩ ঘন্টা পর পর সেব্য। সেবনের পূর্বে ভাল করে মুখ কুলকুচি করে নিতে হবে।

এমিল নাইট্রোসাম (Amyl Nitrosum)

পরিচয়—ইহার অপর নাম এমিল নাইট্রাইট। এমিল, এলকোহল এবং নাইট্রিক এসিড—এই তিনটিতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত। ইহার Q খুব সাবধানে রাখা উচিত কারণ সাধারণ ঠান্ডা ও গরমে ইহার গুণ নষ্ট হয়ে যায় এবং কর্পুরের মত উবে যায়।

উপকার—ইহার আঘ্রাণ নিলে অজ্ঞান ভাব সহ মৃগী (Epilepsy) রোগীর খেঁচুনি হ্রাস পায়। ইনফ্লুয়েঞ্জার পর বা কোন জ্বরাদির লক্ষণে প্রচুর ঘাম বা হিমাংগ ভাব দেখা দিলে ইহার ব্যবহার উপকারী।

রোগ চিকিৎসা—মাথার যন্ত্রণা—স্নায়বিক প্রকৃতির মাথার যন্ত্রণা, রোগীর চোখমুখ লালবর্ণ হয়ে ওঠা, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদিতে উপকার। এ ছাড়া বার বার আঘ্রাণে আধ কপালে মাথার ব্যথার উপশম হয়।

স্ত্রীজনন ইন্দ্রিয়—রক্তস্রাবের সঙ্গে মুখমন্ডলে রক্তিম ভাব উৎকণ্ঠা, হৃৎস্পন্দনসহ রজঃলোপকালে নারীদের শির-বেদনা, মাথা গরম, অনিয়মিত ঋতু, বন্ধ হবার বয়সে ঋতু বন্ধ হয়ে শিরঃপীড়া। মাথা দপ দপ করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে উপকার।

হৃদযন্ত্রের পীড়া—বুক ধড়ফড় করে, মনে হয় বুকের মধ্যে কি যেন লাফাচ্ছে, ক্যারোটিডের পালসেসন অর্থাৎ কানের নিচের ধমনী ও গ্রন্থি দপ দপ করে। বুকে ভার বোধ, শ্বাসকষ্ট ও হাঁপানি ভাব।

মৃগীরোগ—ফিটপরার পূর্বে শরীরের মধ্যে এক প্রকার শড়শড়ানি ভাব। এই রোগে যখন রোগীর অজ্ঞান ভাবের সঙ্গে খেচুনি হয় তখন ইহার Q ৫/৬ ফোঁটা রুমালে ঢেলে বা শিশি নাকের কাছে ধরলে খেঁচুনি ভাব কমে যায়। সেই সব ক্ষেত্রে সেখানে রক্তকোষগুলোর আক্ষেপিক সংকোচন ঘটে যথা—হৃদশূল, মৃগীর আক্ষেপ, আধকপালে ব্যথা, মাথা ধরা, হাঁপানির আক্রমণ, শ্বাসরোধ ভাব ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার আঘ্রাণ উপশম দান করে।

সেবনবিধি ও মাত্রা—Q ২/৩ ফোঁটা করে রোজ ৩/৪ বার সেব্য।

এনাকার্ডিয়াম অক্সিডেনটালিস (Anacardium Oxidentalis)

উপকারিতা—মুখে ও দেহত্বকে প্রথমে এক প্রকার ফোস্কার মত টোপ তোলা উদ্ভেদ বের হয় পরে সেইগুলো লেপাবৃত হয়ে যায় এবং অত্যন্ত চুলকায়, ইহার চর্মপীড়ার লক্ষণগুলো প্রায় রাসটক্সের মত। আঁচিল, পায়ের কড়া, ক্ষত, পায়ের তলা ফাটা, ইরিসিপিলাস প্রভৃতি রোগে উপকারী। ইহা কুষ্ঠরোগেও উপকার হয়।

মাত্রা—Q ৫/৬ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার।

এনাকার্ডিয়াম ওরিয়েন্টাল (Anacardium Orientales)

পরিচয়—ইহার অপর নাম ভেলা বা মার্কিং নাট। আমেরিকা এমন কি আমাদের দেশেও এই জাতীয় গাছ জন্মে। ইহার বীজের মধ্যে এক প্রকার কালো রঙের পদার্থ জন্মে। ইহার দ্বারা রজকেরা কাপড়ে চিহ্নের দাগ বসায়। ইহা হতেই মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকার—ইহার রোগী স্নায়বিক প্রকৃতির। অম্লশূল, অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, মনে হয় শরীরে গোঁজ বিদ্ধ আছে, উদরশূন্য ভাব, কিছু খেলে উপশম বোধ, স্মৃতিশক্তি হ্রাস ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার ব্যবহার বিশেষ উপকারী।

রোগ চিকিৎসা—অম্লশূল—পেটের বেদনা যদি খালি পেট হলে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়, কিছু খেলে আবার উপশম বোধ হয়। বমি ও বমিভাব আহার বা পানকালে শ্বাসরোধ ভাব। তাড়াতাড়ি আহার করে ইত্যাদি লক্ষণে ইহা উপকারী।

কোষ্ঠকাঠিন্য—বাহ্যের বেগ আসে কিন্তু মলত্যাগের চেষ্টা করলেই সেই বেগ চলে যায়, মনে হয় মলদ্বারে কিছু একটা আটকে আছে, গোঁজ পোঁতা আছে।

পেরিকার্ডাইটিস—হৃদ আবরণীর পীড়ায়, ইহার প্রদাহ, ইহার প্রদাহবাত জনিত কারণে হলে, হৃদস্থানে সুঁচ ফুটানো ব্যথা ইত্যাদি ক্ষেত্রে উপকারী।

মেরুদন্ডের পীড়া—হাঁটু ও মেরুদন্ডের কোন নির্দিষ্ট স্থানে পক্ষাঘাত। রোগী মনে করে মেরুদন্ডের কোথাও গোঁজ পোঁতা আছে। শরীরটা যেন ব্যান্ডেজ দিয়ে বাধা আছে। সবিরাম আক্ষেপিক বেদনা, বেদনা যেন পায়ের গোড়ালি হতে আরম্ভ হয়ে পায়ের গোছের ভিতরে চলে যায়।

পুরুষত্বহীনতা—জ্ঞাতসারে হোক বা অজ্ঞাতসারে হোক ক্রমাগত বীর্য স্খলন হয়ে এই রোগ সৃষ্টি হলে তৎসহ স্নায়বিক দুর্বলতার ভাব থাকলে ইহা খুব উপকারী। বাহ্যের সময় ও প্রস্রাবের পর শুক্রস্খলন।

স্মৃতিশক্তি নাশ—কোন কিছুই মনে থাকে না। এই মাত্র বলে দিলে পর মুহূর্তেই ভুলে যায়। স্মৃতিশক্তি অভাবে ইহার ক্রিয়া যথেষ্ট। ছাত্রদের ইহা একটি উপকারী ঔষধ।

বাতের বেদনা—ঘাড় শেটে ধরে, ঘাড়ে এক প্রকার ব্যথা হয়, সামান্য ঘাড় নাড়লে ব্যথা বৃদ্ধি।

বসন্ত রোগ—যেকোন উদ্ভেদ হোক বা বসন্তের গুটির মধ্যে যদি কালো বর্ণের গর্তের মত দেখায় তবে ইহা উপকারী। যেকোন চর্মের রোগে যদি চুলকানি থাকে, একজিমা, ফোস্কার মত উদ্ভেদ, হাতের উপর আঁচিল, ক্ষত ইত্যাদি ক্ষেত্রে উপকারী।

এনাগেলিস আরভেনসিস (Anagallis Arvensis)

পরিচয়—ইহার অপর নাম স্কারলেট পিম্পারনেল। একজাতীয় গাছড়া ইউরোপ এবং আমেরিকায় পাওয়া যায়। এই গাছড়া হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। দুর্যোগের পূর্বভাগে ইহার ফুল আপনা থেকেই মুদ্রিত হয়। ইহাতে লোকে জানতে পারে ঝড় আগত প্রায়।

উপকারিতা—চর্মের উপর ইহার বিশেষ ক্রিয়া, সারা শরীরে চুলকানি এবং ঝি ঝি ধরা লক্ষণ। দেহের মধ্যে কোন কিছু ফুটে থাকলে ইহা তা নির্গমনে সাহায্য করে। জলাতংক এবং শোথ রোগের উপকারী। ইহা মাংস নরম করতে এবং আঁচিল নষ্ট করতে উপযোগী।

চর্মরোগ—চুলকানি, শুষ্ক তুষের মত উদ্ভেদ, উদ্ভেদ বিশেষভাবে হাতে এবং আঙ্গুলে দেখা যায়। হাতের চেটোতে বিশেষভাবে আক্রান্ত হয়, দলে দলে ফোস্কার মত উদ্ভেদ ওঠে। গ্রন্থি স্থানে ক্ষত এবং ফোলাভাব, ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহা বিশেষ উপকারী।

মূত্রযন্ত্রের পীড়া—মূত্র পথে অল্পাধিক উত্তেজনা, কামভাবের উদ্রেক। মূত্রত্যাগের পর জ্বালা। মূত্র পথের মুখটি জুড়ে যায়।

বেদনা—চোখের কোটরের উপরে শিরপীড়া, তৎসহ উদরে গড় গড় শব্দ বমি বমি ভাব, মুখের পেশীতে বেদনা, হাত বেদনা। আঙ্গুলে বেদনা ও খিল ধরা ভাব।

সেবনবিধি ও মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে দিনে তিন চারবার সেব্য।

এনানথেরাম (Anantherum)

পরিচয়—এক প্রকার ঘাসের শুষ্ক মূল হতে এই ঔষধের মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—প্রস্রাব ঘোলা, ঘন, শ্লেষ্মায় পূর্ণ, অনবরত প্রস্রাব ত্যাগের ইচ্ছা, অল্প পরিমাণে প্রস্রাবও মূত্র থলিতে থাকতে পারে না। ইহার ধারণ ক্ষমতা কমে যায়। প্রস্রাব অসাড়ে নির্গত হয়। পথে চলতে চলতে বা ঘুমাতে ঘুমাতে প্রস্রাব আপনি অজ্ঞাতসারে বের হয়। সিস্‌টাইলিস, লিভারের প্রদাহ ও লিভার ফোলা, শরীরে নানা স্থানে ফোলে ও পেকে যায়, বড় বড় স্ফোটক, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটক এবং তাতে প্রচন্ড বেদনা, চামড়ার উপর এখানে সেখানে ক্ষত, ইরিসিপেলাস, হার্পিস ইত্যাদি চর্মরোগের বিশেষ উপকারী ঔষধ।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার।

এনিলিনাম (Anilinum)

পরিচয়—আলকাতরা হতে ঔষধটি প্রস্তুত হয় (Coaltar Product)।

উপকারিতা—বমি, বমিভাব এবং মাথায় বেদনা! মুখমন্ডল বেগুনি বর্ণ। শিশ্ন এবং অন্ডকোষ স্ফীত এবং বেদনান্বিত। মূত্রপথে টিউমার। রক্ত হীনতার জন্য চর্ম বিবর্ণ হয়ে যায়, ওষ্ঠদ্বয় নীলবর্ণ, ক্ষুধাহীনতা, পাকাশয়ের গোলযোগ, চর্মের স্ফীতি। ইহা হতে ম্যাজেন্টা রঙ প্রস্তুত হয়।

মাত্রা—Q তিন চার ফোঁটা করে দিনে চার বার সেব্য।

এন্থেমিস নোবিলিস (Anthemis Nobilis)

পরিচয়—ইহার অপর নাম রোমান ক্যামোমিলা। এক প্রকার গুল্ম হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। ইহা এক প্রকার ক্ষুদ্র লতা বিশেষ। ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে এই জাতীয় গুল্ম প্রচুর জন্মে।

উপকারিতা—এই ঔষধটি ক্যামোমিলা সদৃশ। শীতলতার সঙ্গে পাকাশয়িক গোলযোগ, শীতল বাতাস বা শীতল দ্রব্য সহ্য হয় না। ইহা একটি নূতন ঔষধ হলেও ইহাতে কয়েকটি রোগ বিশেষভাবে আরোগ্য হয়।

সর্দি কাশি—স্বচ্ছ জলের মত অতি মাত্রায় নাক দিয়ে সর্দি ঝরে। চোখ দিয়ে অনবরত জল পড়ে, হাঁচি, গলায় বেদনা, গলা কুটকুট করে কাশি হয়, ঘরের মধ্যে থাকলে উপসর্গ বৃদ্ধি প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে ইহা উপযোগী।

আন্ত্রিক পীড়া—পেটের যকৃত অংশে কামড়ানি। তলপেটে চিনচিন করে বেদনা এবং শীতলতা বোধ। ঐ অনুভূতি পা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। গুহ্যদ্বারে চুলকানি তৎসহ সাদা পুডিং-এর মতো মল নিঃসরণ।

মূত্র রোগ—মূত্রাশয় যেন ফুলে উঠছে। রেতরজ্জু বরাবর বেদনা। রেতরজ্জুটিতে পূর্ণতাবোধ, উহার শিরাগুলো যেন ফুলে উঠছে। বার বার মূত্র ত্যাগ। ইহার সর্দি কাশির লক্ষণটি প্রায় এলিয়াম সিপার ন্যায়।

সেবনবিধি ও মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা দিনে ৪ বার।

এন্টিম টার্ট (Antim Tart)

পরিচয়—টার্টার—এমেটিক, এন্টিমনি ও পটাশ। বিশুদ্ধ এন্টিমনি টার্ট্রিকাস বিশুদ্ধ জলে মিশ্রিত করে ইহার মাদার সলিউশন সাধারণ প্রস্তুত করা হয়।

উপকার—বুকে শ্লেষ্মা ঘড় ঘড় করে কিন্তু অতি সামান্য ওঠে। অত্যন্ত তন্দ্রালু ভাব, দুর্বলতা এবং বিশিষ্ট প্রকারের ঘাম। শিশু এবং বৃদ্ধদের পীড়ায় এবং শ্লেষ্মা প্রধান ধাতুভাব ব্যক্তিদের পক্ষে ইহা খুব উপকারী।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য—(১) ভিজা বা স্যাঁত সেঁতে স্থান হতে রোগের সৃষ্টি। (২) মুখ মলিন, নীলবর্ণ এবং শীতল ঘাম। (৩) সমস্ত পীড়ায় ঘুম ঘুম ভাব বা অনবরত ঘুমাবার ইচ্ছা। (৪) শ্বাসনালীর কোন পীড়ায় গলার ভিতর ঘড় ঘড় শব্দ, ঘড়ঘড়ে কাশি। (৫) বমি ও বার বার ওয়াক ওঠা। (৬) নবজাত শিশুর শ্বাসরুদ্ধ ভাব, কষ্টকর শ্বাস প্রশ্বাস। (৭) জিহ্বার মধ্যে সাদা রঙের পুরু কোটিং, প্যাপিলি ও ধার লালবর্ণ। (৮) শ্বাসনালীতে শ্লেষ্মা জমে থাকে।

রোগ চিকিৎসা—সর্দি কাশি—বুকে সর্দি বসে গিয়ে গলায় খুব ঘড় ঘড় শব্দ. কাশলে বোধ হয় গলায় যেন একটা সর্দির চাপ আটকে আছে। রোগী অনেক চেষ্টা করেও তা ওঠাতে পারছে না। রাত্রে কাশির প্রকোপ বেশী। মনে

হয় এখনি দম আটকে যাবে। কাশির ধমকে বমি করে ফেলে। নিউমোনিয়া, ব্রংকাইটিস এবং হাঁপানির ক্ষেত্রে ইহা উপকারী। ইহার আর একটি প্রধান লক্ষণ—রোগী যেন সর্বদাই তন্দ্রাচ্ছন্ন এবং অচৈতন্য, কোন ছটফটানি ভাব নেই। নাড়ীর গতি অত্যন্ত দ্রুত থাকে এমন কি গণনা করা যায় না। শ্লেষ্মা প্রধান ধাতুর ব্যক্তিদের পুরাতন সর্দিকাশিতে এবং গলায় ঘড়ঘড়ানি সহ সহজে প্রচুর পরিমাণ গয়ার ওঠা লক্ষণে ইহা উপকারী। এছাড়া শিশুদের ব্রংকাইটিস, নিউমোনিয়া এবং হাঁপানি কাশিতে ইহা ব্যবহার উপযোগী। ফুসফুসের শোথ সহ অত্যন্ত শ্বাস কষ্ট। শরীর নীলবর্ণ, হৃদপিন্ডের বিবৃদ্ধি, নাড়ী দুর্বল কিন্তু অত্যন্ত দ্রুত ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে ইহা যথেষ্ট উপকারী।

পাকস্থলীর পীড়া—তরল পদার্থ গিলতে অত্যন্ত কষ্ট হয়। বমি, অনবরত গা বমি বমি ভাব, কপালে ঠান্ডা ঘাম, সর্বদাই ঠান্ডা জলের পিপাসা, অল্প অল্প জল পান করে, টক দ্রব্য খাবার ইচ্ছা। ঢেকুরে পচা ডিমের গন্ধ। ডান পাশে শুয়ে থাকলে বমি কম হয়। মাথা ধরা, হাই তোলা, অশ্রুস্রাব এবং বমন ইত্যাদি লক্ষণ।

উদরাময়—অত্যন্ত অধিক পরিমাণে পাতলা পায়খানা হয়। মলের রঙ ঘাসের মত সবুজ, অত্যন্ত দুর্গন্ধ, মলের মধ্যে হড়হড়ে পদার্থ থাকে, পায়খানার পূর্বে পেটে কলিকের মত বেদনা, ঠান্ডা ঘাম ইত্যাদি লক্ষণ বর্তমান। জলের মত পাতলা সবুজ বর্ণের মল, হড়হড়ে তৎসহ বমি হয়ে কলেরার ভাব দেখা দেয় এই ক্ষেত্রেও ইহা উপকারী।

জ্বর—শীতলতা, কম্পন, শীত-শীত ভাব। প্রবল উত্তাপ, প্রচুর ঘাম, আঠা আঠা ঘাম তৎসহ দুর্বলতা। সবিরাম জ্বর।

চর্মরোগ—চর্মে পুঁজপূর্ণ উদ্ভেদ, ইহা শুকিয়ে গেলেও নীলাভ দাগ থাকে। আঁচিল।

পিঠের বেদনা—কোমরে প্রচন্ড বেদনা, মেরুদন্ডের শেষ প্রান্তে ভার বোধ। সব সময়ই যেন উহা নিচের দিকে টানতে থাকে। পেশী সমূহ মোচড়ায়। হাত পা কাঁপে।

সেবনবিধি ও মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার।

এপিস মেল (Apis Mellifiea)

পরিচয়—মৌমাছি। জীবিত কীট হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—ইহা কৈশিক ঝিল্লী সমূহের প্রদাহ উৎপন্ন করে চর্ম ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী সমূহের স্ফীতি ভাব সৃষ্টি করে। অতএব এইরূপ রোগ লক্ষণে ইহার ব্যবহার উপযোগী। দেহের বিভিন্ন অংশ ফুলে ওঠে, শোথ ভাব, লাল গোলাপ ফুলের মত বর্ণ, হুল ফুটানো জ্বালা, বেদনা উত্তাপ, স্পর্শ অসহ্য বোধ,

অপরাহ্নে বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণে ইহা ব্যবহার করা উচিত। বেদনা বোধ, আড়ষ্ট বোধ এবং সংকোচন বোধ থাকবে। ইহা বিধবা স্ত্রীলোকদের এবং পিত্তপ্রধান, [illegible] ও স্ক্রুফুলাস ধাতুর ব্যক্তিদের রোগে ইহা খুব উপকারী।

রোগ চিকিৎসা—**প্রস্রাবের পীড়া**—প্রস্রাব করার সময় মূত্রনালীর মধ্যে অত্যন্ত জ্বালা ও হুল ফুটানো ব্যথা, ঘন ঘন প্রস্রাবের বেগ কিন্তু মাত্র ২/১ ফোঁটা নির্গত হয়। প্রস্রাবের বেগ আদৌ ধারণ করতে পারে না, জ্বালা যন্ত্রণার সংগে রক্তস্রাব মূত্রকষ্ট। অনিচ্ছায় মূত্রস্রাব। মূত্রের শেষ বিন্দুটি জ্বালাকর এবং চিড়িকমারা। মূত্র অবরুদ্ধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ঔষধটি উপযোগী।

স্ত্রী জননইন্দ্রিয়—ডিম্বকোষের বেদনা, ডিম্বকোষে হুল ফুটানো বেদনা, জরায়ু প্রদাহ, ডানদিকে বেদনা ও প্রদাহ বেশী। বামদিকের ও প্রদাহে ল্যাকেসিস উপকারী। অতিরজ, প্রচুর স্রাব, তলপেট ভারী, তলপেট কষে ধরার ন্যায় ভাব। তলপেট ও জরায়ু স্থানে স্পর্শকাতরতা।

জ্বর—বিকালে শীত শীত সহ পিপাসা, উত্তাপে এবং নড়াচড়ায় বৃদ্ধি, ঘুম ঘুম ভাব সহ ঘাম, ঘাম প্রকাশ পায় আবার পরক্ষণেই শুকিয়ে যায়। জ্বরাবেশের পর ঘুমিয়ে পড়ে। সবিরাম জ্বর। শীতাবস্থার কখনো পিপাসা থাকে কিন্তু তা অতি অল্প, বুক ভার বোধ, চাপ বোধ, এমত অবস্থায় কখনো কখনো আমবাত দেখা হয়! উত্তাপাবস্থায় রোগীর গাত্রদাহ এবং বুকে ভার বোধ, দম আটকানো ভাব। ঘর্মাবস্থায় ঘুম ঘুম ভাব, এমত অবস্থায় ঘাম দেখা যায় না, চিটচিট সামান্য ঘাম সঙ্গে সঙ্গে শুকিয়ে যায়। প্রস্রাব অতি অল্প হয়।

টাইফয়েড জ্বর—বিকারে রোগী সর্বদা বিড়বিড় করে, বকে, অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকে। মুখের ভাব লালবর্ণ অথবা ফ্যাকাশে, ঘাম আদৌ থাকে না যদিও হয় তবে সঙ্গে সঙ্গে শুকিয়ে যায়। রোগী এত দুর্বল যে বালিশে মাথা পর্যন্ত রাখতে পারে না। জিহ্বা বের করলে কাঁপে, জিহ্বার অগ্রভাগ লাল কিন্তু মধ্যভাগ এবং ধার সাদা এবং ফোস্কায় পরিপূর্ণ। রোগী আচ্ছন্ন অবস্থায় পড়ে থাকে কিন্তু ঘুম হয় না।

উদরাময়—গ্রীষ্মকালীন উদরাময়, টাইফয়েড জ্বরের সঙ্গে উদরাময়, শিশুদের পুরাতন উদরাময়। সামান্য নড়াচড়া করলে মল বের হয়ে পড়ে। মলদ্বার যেন ফাঁকা হয়ে থাকে, তাতে মল আপনা থেকেই চুইয়ে পড়ে, অসাড়ে মলত্যাগ হয়, উদরে সামান্য চাপ দিলে বেদনা অনুভব করে এবং চমকে ওঠে। এপিসের মল হলদে অথবা সবুজ বা আমযুক্ত। কোন কোন সময় পরিষ্কার স্বচ্ছ জলের মত, কখনো রক্তাক্ত, মলে দুর্গন্ধ থাকে আবার থাকে না। দুর্বল শিশুদের উদরাময়ে ইহা খুবই উপকারী।

চোখের রোগ—চোখের ভিতর ও বাহির প্রদাহান্বিত। অত্যন্ত জ্বালা যেন হুল ফুটানোর ব্যথা, চোখের পাতা থলির মত ফুলে ওঠে, লালবর্ণ হয়, চোখ

খুলতে পারে না, বন্ধ হয়ে যায়, আলো সহ্য করতে পারে না, চোখ লাল এবং কুটকুট করে, জল পড়ে, পিচুটি পড়ে, চোখ জুড়ে যায়। এপিসে চোখের নীচের পাতাই বেশী ফোলে। উপরের পাতা অধিক ফোলায় কেলিকার্ব, চোখের চারিদিক ফুললে ফসফরাস। পুঁজক্ষরণ ও স্ফীতি, তীব্র বেদনা।

প্রদাহ—যে কোন প্রদাহ, হুল ফুটানো বেদনা, জ্বালা পোড়া, স্ফীতি, ভাব ফোলা স্থান লালবর্ণ এমন ভাব যেখানেই হোক না কেন যেমন গলার মধ্যে গুহ্যদ্বারে, অর্শে, আঙুলহাড়ায়, ডিপথিরিয়ায় ইত্যাদি ক্ষেত্রে এপিস উপকারী। গলগহ্বর, টনসিল, আলজিবে, মুখ চোখ, অন্ডকোষের ক্ষেত্রেও উপকারী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা দিনে ৪ বার।

এপোসাইনাম এণ্ড্রোস (Apocynum Andros)

পরিচয়—ইহার অপর নাম ওগলে। ইহা এক প্রকার গাছড়া বিশেষ। আমেরিকা দেশে ইহা জন্মে। এই গাছড়ার মূল হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—বাতের রোগে এই ঔষধটি খুব ভাল কাজ করে। ইহার বেদনা চলে বেড়ায়। আক্রান্ত অংগ শক্ত হয় এবং উহাতে টান পড়ে। সব কিছুতেই মধুর মত গন্ধ ও স্বাদ লাগে। ক্রিমি রোগ ও অবসাদ বর্তমান। শীতভাব অনুভব করে।

বাত রোগ—সাধারণত বাত, গেটে বাত, ক্ষুদ্র সন্ধির বাত এবং বেদনা, পায়ের তলা গরম হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে ইহা ব্যবহার করা যায়। ডাঃ বোরিক বলেন—The rheumatic Symptoms of this remedy Promise most Curative result. বাতে শরীরের প্রায় সমস্ত গাঁটগুলোতে বেদনা, পায়ের আংগুল ও তলায় ভীষণ বেদনা, হাত পা ফোলে, পায়ের তলায় ঝিন ঝিন করে বা পিস ফোঁটার ন্যায় বেদনা হয়। ইহার আর একটি বিশেষ লক্ষণ পায়ের তলা আগুনের মত গরম হয় এবং জ্বালাপোড়া করে। সালফারে এই লক্ষণ আছে তবে ইহার চেয়ে কম।

সেবন বিধি—Q ৩/৪ ফোঁটা সামান্য জলের সঙ্গে দু ঘন্টা অন্তর সেব্য। আহারের পূর্বেই ভালো।

এপোসাইনাম ক্যানাবিনাম (Apocynum Cannabinum)

পরিচয়—আমেরিকা দেশের এক প্রকার গঞ্জিকা। গ্যাজ জাতীয় এক প্রকার চারা গাছ। এই গাছের মূল হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—শোথ রোগ, উদরী, মূত্র রোধ এবং মূত্র কষ্ট ইত্যাদি ক্ষেত্রে মহা উপকারী। শোথ রোগে প্রবল তৃষ্ণা এবং পাকাশয়ের উত্তেজনা ইহার চরিত্রগত লক্ষণ। হৃদপিন্ডের অনিয়মিত কাজ। হৃদপিন্ডের মাইট্রাল এবং ট্রাইকাসপিড কপাটদ্বয়ের কার্যগত বিশৃংখলা। সংকোচক পেশী সমূহের শিথিলতা।

রোগ চিকিৎসা—প্রস্রাবের পীড়া—প্রস্রাব পরিমাণে খুব কম, মূত্রকষ্ট, মূত্র থলি ফোলা, শোথ, উদরী, শোথ রোগে প্রবল পিপাসা, বমি, বমি ভাব, পাকস্থলীর উত্তেজনা, কষ্টকর শ্বাস প্রশ্বাস, হৃদপিন্ডের কঠিন পীড়ার ইহা প্রযোজ্য।

উদরাময়—হলদে বা কটা রঙের বাহ্য, পরিমাণে বেশী, অজীর্ণ মিশ্রিত, অসাড়ে মল নিঃসরণ, মলত্যাগ কালীন সর্দি, জলের মত পাতলা পায়খানা উদরে বায়ু জমে, গুহ্য দ্বারে টাটানি, আহারের পর বৃদ্ধি, মনে হয় গুহ্য দ্বারের সংকোচক পেশী ঢিলা হয়ে গেছে এবং মল বের হয়ে পড়বে। খাদ্য বা পানীয় সাথে বমি হয়ে যায়, নিস্তেজ ও অবসন্ন ভাব ইত্যাদি লক্ষণ।

অতিরজ—অবিরাম রক্ত স্রাব অথবা অন্যদিন বন্ধ থেকে মাঝে মাঝে ভীষণ রক্ত স্রাব তৎসহ গা বমি বমি ভাব। জীবনী শক্তির অভাব, শোথ সহ রজ লোপ। বমি বমি ভাব সহ প্রচুর রজ স্রাব। মূর্চ্ছার ভাব অবসন্নতা। রজ নিবৃত্তি কালে রক্তস্রাব। রক্ত বড় বড় চাপের আকারে নির্গত হয়। রমনীদের ঋতু বন্ধ কালের বয়সে অত্যধিক রজ স্রাব।

হাইড্রোসেফালস—এই পীড়ায় মাথায় জল জমে, রোগী অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকে এইসব ক্ষেত্রে ঔষধটি উপকারী।

সর্দি-কাশি—খুব কম শুষ্ক কাশি, হ্রস্ব ও অস্বস্তিকর শ্বাস ক্রিয়া, বুকে ভারবোধ। অনেকক্ষণ ধরে হাঁচি, শিশুদের নাক সেঁটে ধরে তৎসহ স্মৃতি শক্তির জড়তা এবং দুর্বলতা, অপ্রবল মাথার যন্ত্রণা, সামান্য কারণেই সর্দি লাগে, সাথে সাথে নাক বন্ধ হয়ে যায়। এই ঔষধের আর একটি বৈশিষ্ট্য যে, রোগ উপসর্গ ঠান্ডায় বৃদ্ধি এবং গরমে উপশম ঠিক এপিসের বিপরীত। ঔষধটির পরীক্ষা কালে দেখা গেছে শ্লৈষ্মিক ও সৌত্রিক ঝিল্লী সমূহের নিঃস্রাব বৃদ্ধি করে এবং কৌষিক তন্তু সমূহের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করে। ইহা দ্বারা স্ফীতি ও শোথ ভাব উৎপন্ন হয় এবং চর্মের ঘাম দেখা যায়।

সেবন বিধি—Q ৮/১০ ফোঁটা দিনে ৪ বার পুরাতন শোথে Q ৫/৬ ফোঁটা করে এক ঘন্টা অন্তর সেব্য।

এরালিয়া রেসিমোসা (Aralia Racemosa)

পরিচয়—আমেরিকা দেশের এক প্রকার সুগন্ধি গাছড়া বিশেষ। ইহার মূল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। ইহার অপর নাম আমেরিকান স্পাইক নার্ড।

উপকারিতা—ঔষধটি শয়নে বৃদ্ধি এমন লক্ষণ যুক্ত হাঁপানির ক্ষেত্রে উপকারী। ঘুমের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ঘাম যেন স্নান করে উঠছে। খোলা বাতাস সহ্য করতে পারে না। উদরাময় তৎসহ সরলান্ত্র নির্গমন। গুহ্যদ্বারে বেদনা এবং ঐ বেদনা উপর দিকে উঠে, শয়নে লক্ষণ বৃদ্ধি। ইহার প্রধান ক্রিয়া হাঁপানি বা ব্রংকাইটিস রোগে, প্রথমে নাক চোখ দিয়ে জল পড়ে পরে স্রাব ঘন ও হাঁপের মত টান উঠে। এছাড়া সাধারণ সর্দি কাশিতে উপকারী।

রোগ চিকিৎসা—হাঁপানি—এক ঘুমের পর মধ্য রাত্রে শুষ্ক কাশি। রাত্রে শায়িত অবস্থায় হাঁপানির টান, সঙ্গে সঙ্গে আক্ষেপিক কাশি, প্রথম ঘুমের পর বৃদ্ধি। মনে হয় গলার মধ্যে গোজ পোতা আছে। বুকের সংকোচন ভাব, গুড় গুড় করে, শ্বাসযন্ত্রে ভার বোধ, টাইফয়েড লক্ষণ যুক্ত জ্বর তৎসহ অবিরত হাঁচি। বুকে ছড়ে যাওয়া যন্ত্রণা বোধ। রোগী কিছুতেই শুয়ে থাকতে পারে না। শুলেই শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হয়, মনে হয় এখনি শ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে, এই জন্য সর্বদাই বসে থাকে, সামান্য নড়াচড়া করলে বা দু চার পা চললে শ্বাস বন্ধের ভাব হয় এই জন্য রোগী স্থির হয়ে বসে থাকে। ডাঃ জোন্‌স বলেন—এরালিয়ার রোগী মাথা হেট করে হাঁটু ও কনুয়ের উপর ভর করে বসে থাকে, ঘুমাতে হলে—সম্মুখে বালিশ দিয়ে হাতের উপর মাথা রেখে অতি কষ্ট ঘুমাতে চেষ্টা করে। নিঃশ্বাস টানার সময় অত্যন্ত কষ্ট হয় এই জন্য রোগীকে নিঃশ্বাস লওয়ার সময় মাথা উচু করে বুক প্রসারিত করে করতে হয় কিন্তু নিঃশ্বাস ফেলার সময় সহজেই ফেলে, কোন কষ্ট হয় না। অতি সামান্য বাতাস লাগলেই হাঁচি হতে থাকে এবং নাক দিয়ে প্রচুর জলের মত সর্দি স্রাব পড়ে, ঐ সর্দি হাজাকারক, নোনতা এবং ঝাঁঝাল।

কাশি—ঘুমের মধ্যে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায় এবং দমকা কাশি আরম্ভ হয়। এই জাতীয় কাশি প্রায় প্রথম প্রথম ঘুমের পর হতেই দেখা যায়। কাশিতে কাশিতে দম যেন বন্ধ হয়ে আসে, কাশি কিছুতেই কমে না, খুব জোরে কাশে, অনেকক্ষণ কাশির পর সামান্য একটু গয়ার উঠে। কাশির সময় এবং পূর্বে গলা শুড় শুড় করে মনে হয় কি যেন একটা পদার্থ সেখানে আটকে আছে।

স্ত্রীজনন ইন্দ্রিয়—ঋতু লোপ, অতি দুর্গন্ধময় শ্বেতপ্রদর, ঝাঁঝাল, নিচের দিকে চাপ দেওয়া বেদনা। প্রসবের পর পেটে বায়ু জমে।

কাশির লক্ষণ ভেদে ঔষধ—(১) শুলে কাশি বৃদ্ধি এই জন্য রোগী বসে থাকে কোনিরাম, হায়োসিয়ামাস, স্যাংগুনেরিয়া, এরালিয়া, স্পঞ্জিয়া।

(২) বসে থাকলে কাশি বৃদ্ধি শুলে উপশম—ইউপেটোরিয়াম।

(৩) অনবরত কাশি, কাশির বিরাম নাই—ষ্টিকটা, মেন্থাপিপারেট।

(৪) হুপিং কাশি—টিংচার পারটুসিন, মিফাইটিস, ইপিকাক।

(৫) হুপিং কাশিতে রক্ত স্রাব—আর্নিকা, বেলেডোনা, ইপিকাক।

(৬) স্নায়বিক কাশি—এগারিকাস, এম্ব্রাগ্রেসিয়া, চায়না, সিমিসি।

(৭) বর্ষা ও সেঁৎসেতে ঋতুতে কাশি—ডালকামারা, ইপিকাক।

(৮) ঘড় ঘড়ে, সরলকাশি—চেলিডোনিয়াম, ইপিকাক, সিম্ফাইটিস।

(৯) হাঁচির সঙ্গে কাশি—স্কুইলা, ব্যাডিয়েগা, অসিমাম, ব্রায়ো।

(১০) কাশির ধমকে প্রস্রাব নিঃসরণ—কষ্টিকাম, স্কুইলা, নাক্সভম।

শ্বেতপ্রদর—চটচটে শ্লেষ্মার মত বা জলের মত স্রাব অত্যন্ত হাজাকর এবং যোনিদ্বার হেজে যায় এই লক্ষণে এরালিয়া খুব ভাল কাজ করে।

সেবনবিধি ও মাত্রা—Q, ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার।

আর্কটিয়াম লাপ্পা (Arctium Lappa)

পরিচয়—ইহা একটি অতি উৎকৃষ্ট রক্ত পরিষ্কারক ঔষধ। চর্মে রোগের বিশেষ লক্ষণ ক্ষেত্রে ইহার ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন। অত্যন্ত দুর্গন্ধ বের হয়, সর্বদাই রসে ভিজা থাকে, পাংশুটে বা সাদাটে রঙের মামড়ি পড়ে তৎসহ কোন স্থানের গ্ল্যান্ড ফোলে এবং ইহা পেকে পুজ বের হয় এমত অবস্থায় ইহা খুব উপকারী। ছোট ছোট ফোঁড়া অজস্র হতে থাকলে এবং উহাতে বেদনা ও যন্ত্রণা থাকলে আর্ণিকার নিম্নশক্তি উপকারী। কিন্তু গ্রীষ্মকালে গর্মি গোটা নামক ফোড়ায় আর্ণিকার নিম্নশক্তি উপকারী। কিন্তু গ্রীষ্মকালে গর্মি গোটা নামক ফোড়ায় আর্ণিকা বা সার্সাপেরিলায় কোন উপকার না করলে আর্কটিয়াম লাপ্পা ব্যবহারে আশাতীত উপকার হয়। এছাড়া মাথায়, মুখে, ঘাড়ে একজিমা, পুঁজ যুক্ত রস পড়ে। ব্রণ, চোখের পাতায় ক্ষত এবং আজিতেনার ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা সালফার সমকক্ষ রক্ত পরিষ্কারক ঔষধ।

মাত্রা—Q ১x, ৩/৪ ফোঁটা দিনে ৪ বার সেব্য। এক প্রকার গাছড়া, ইহার মূল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম (Argentum Nitricum)

পরিচয়—ইহার অপর নাম নাইট্রেট অব সিলভার, লুনার কষ্টিক। এক ভাগ ওজনে আর্জেন্টাই নাইট্রাস এবং নয় ভাগ ডিষ্টিলড ওয়াটার মিশ্রণে ইহার মাদার সলিউশান প্রস্তুত হয়।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য—আক্রান্ত স্থানটি কাঁপতে থাকে, রোগী মিষ্টি দ্রব্য খেতে চায়, উত্তাপ সহ্য করতে পারে না। স্নায়ুমন্ডলের উপর ইহার বিশেষ ক্রিয়া এই জন্য মস্তিষ্ক এবং পৃষ্ঠ বংশীয় লক্ষণগুলো প্রকাশ পায়। ইহা পাকস্থলী, অন্ত্র, মস্তিষ্ক, চক্ষু, মূত্রযন্ত্র এবং জনন ইন্দ্রিয়ের উপর কাজ করে। রক্তের উপর ইহার যথেষ্ট ক্রিয়া। সকল কাজেই ব্যস্ততার সঙ্গে অতি তাড়াতাড়ি করে।

রোগ চিকিৎসা—মাথাধরা—মাথা ঘোরে, কোন উচুবাড়ির দিকে তাকালে মাথা ঘুরে যায়। মাথা ধরার সঙ্গে কান ভোঁ ভোঁ করে। কপালে বেদনা, মনে হয় আক্রান্ত পার্শ্বের চোখটি বড় হয়ে গেছে, কাপড় দিয়ে কসে বাঁধলে বা চাপ দিলে উপশম। পুরাতন মাথা ধরার রোগেও ইহা বিশেষ উপকারী।

চোখের রোগ—চোখ উঠে তাতে পুজের মত পিচুটি পড়ে, চোখের কোন অংশের প্রদাহ হয়ে ধীরে ধীরে ক্ষত সৃষ্টি হলে এবং পুজ বা হরিদ্রা বর্ণের পিচুটি পড়লে ইহার ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন। প্রমেহ জনিত চোখের রোগে বা কর্ণিয়ার ক্ষতে ইহা উপকারী।

পেটের পীড়া—পেট বায়ুতে পূর্ণ হয় এবং ফুলে উঠে। আহারের পর পেটে খুব বায়ু জমে। আহারের পরেই পেটে বেদনা আরম্ভ হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত ভুক্তদ্রব্য পেটে থাকে ততক্ষণ বেদনা থাকে। গ্যাষ্ট্রিক ও অজীর্ণ রোগ আহারের কিছুক্ষণ পরেই বমি হয়, খুব বেদনা হয়, ঘনঘন ঢেকুর উঠে। লিভারের অঞ্চলে বেদনা হয়।

উদরাময়—কিছু পান করলেই বাহ্যের বেগ, বাহ্যের সঙ্গে সশব্দে বায়ু নিঃসরণ, বাহ্যে অত্যন্ত দুর্গন্ধ হয়। পুরাতন রোগ যেখানে অন্ত্রে ক্ষত হয় সেখানে ইহা খুব উপকারী।

প্রস্রাবের রোগ—বহুমূত্র বা অন্য কোন প্রস্রাবের রোগে অধিক পরিমাণে প্রস্রাব এবং অসাড়ে নির্গত হয়, বেগ সামলাতে পারে না, প্রস্রাবের পরেও দু এক ফোঁটা মূত্র নিঃসরণ হতে থাকে। মূত্র পথটি প্রদাহান্বিত, গনোরিয়া রোগের প্রাথমিক অবস্থা, রক্তাক্ত মূত্র, কেটে ফেলার ন্যায় বেদনা। প্রস্রাবের শেষে কয়েক বিন্দু প্রস্রাব নির্গমন কালে মূত্রনালীর গোড়া হতে মলদ্বার পর্যন্ত এক প্রকার বেদনা। জনন ইন্দ্রিয় সংকোচিত।

ক্ষত—ক্ষতে অধিক গ্র্যানুলেশান অর্থাৎ ক্ষতের গর্ত মাংসপূর্ণ হয়েও অধিক মাংস উপরে ঠেলে উঠে ক্যানসারের মত ক্ষত। জরায়ুর ক্ষতেও ইহা খুবই উপকারী। জরায়ু ফোলে, আকারে বড় হয়, রক্ত স্রাব হয়, পুজের মত হলদে স্রাব হয় তখন আর্জেন্টাম নাই উপকারী।

শ্বেতপ্রদর—এই রোগ প্রমেহ জনিত কারণে হলে এবং পুজের মত অথবা রক্ত মিশ্রিত স্রাব প্রচুর পরিমাণে নির্গত হলে ইহা বিশেষ উপকারী।

গলনালীর পীড়া—গলায় খুব ঘন চটচটে শ্লেষ্মা জমে থাকে এবং সেই শ্লেষ্মা টানলে তারের মত বাড়ে, রোগী তা তুলে ফেলার জন্য বারবার কাশে। গলায় ব্যথা ও টাটানি ভাব থাকে, গলার মধ্যে যেন চেঁচে ফেলছে এমন বোধ। রোগীকে এই জন্য বার বার কাশিতে হয় বা খেঁকরাতে হয়, ঢোঁক গিলতে গেলে কাঁটা বেঁধার মত তীক্ষ্ণ বেদনা অনুভব হয় ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে ঔষধটি ব্যবহার করা যায়।

পুং জনন ইন্দ্রিয়ের রোগ—পুজের মত গাঢ় স্রাব নির্গত হয়। মূত্রনালী ফোলা, টাটানি ব্যথা, প্রস্রাবের সময় জ্বালা পোড়া, রক্ত প্রস্রাব। ঠিক সঙ্গমের সময় লিঙ্গ শিথিল হয়ে পড়ে এই জন্য মনে কষ্ট হয়। অনেক সময় সঙ্গমের ইচ্ছা আদৌ থাকে না, সঙ্গমের সময় বেদনা।

কটি বেদনা—বসে উঠতে গেলে কোমরে অত্যন্ত ব্যথা বোধ কিন্তু আবার চলাফেরা করলে সেই বেদনার হ্রাস হয়, মাথা ঘোরে, হাত পা কাঁপে।

সেবনবিধি ও মাত্রা—৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

এরিষ্টোলোচিয়া সার্পেন্টারিয়া (Aristolochia Surpentaria)

পরিচয়—ইহার অপর নাম ভার্জিনিয়া স্নেকরুটা। অন্ত্রের রোগ লক্ষণে ক্ষয়কর উদরাময়, উদরে বায়ু জমা সহ উদরাময় ও অজীর্ণ রোগ। মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চয়। তলপেটে বায়ু জমে কেটে ফেলার ন্যায় বেদনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার Q ৪/৫ ফোঁটা করে প্রতি তিন ঘন্টা অন্তর সেব্য।

অর্জুন (Arjuna)

পরিচয়—অর্জুন এক প্রকার গাছ। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এই গাছ দেখতে পাওয়া যায়। এই গাছ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। হৃদরোগে খুবই উপকারী ঔষধ। হৃদস্পন্দন, বুক ধড়ফড় করা, হৃদপিন্ডে বেদনা, হৃদপিন্ডের দুর্বলতা ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে ঔষধটির ব্যবহার উপকারী। এঞ্জাইনা পেকটোরিস এবং বেরি বেরি রোগে হৃদপিন্ড আক্রান্ত হলে এই ঔষধে উপকার পাওয়া যায়।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার।

আর্ণিকা মন্টেনা (Arnica Montana)

পরিচয়—ইহার অপর নাম লিও পাডস বেন। এক প্রকার গাছড়া। ইহার ফুল বড় বড় এবং কমলা লেবুর মত দেখতে হলুদ। এই গাছড়ার আয়ুকাল এক বছর। আবার জন্মে। ইহার মূল পুচ্ছ এবং মূল সংলগ্ন পাতা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—আঘাতের ফলে সে আঘাত যতই পূর্বেই হোক না কেন, যদি কোন রোগের উদ্ভব হয় তবে আর্ণিকা উপযোগী ঔষধ। আঘাতের ফলে উৎপন্ন দৈহিক ক্ষতি, কোন অংগের অত্যধিক ব্যবহারের কুফল এবং অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম জাত রোগ সমূহ এই ঔষধে আরোগ্য হয়। রক্ত প্রধান ধাতু ব্যক্তিদের পক্ষে ইহা উপযোগী। ইহা পেশী সমূহের একটি বলকারক ঔষধ। কোন দুঃখ, অনুতাপ অথবা হঠাৎ আর্থিক ক্ষতি জনিত রোগ। সারা দেহ ও অঙ্গ

প্রত্যঙ্গের বেদনা, যেন কেহ প্রহার করছে, গ্রন্থি সকল যেন মচকে গেছে, বিছানা শক্ত বোধ হয়। রক্তের উপর ইহার বিশেষ ক্রিয়া। রক্ত জমে কাল শিরা পড়ে, রক্ত স্রাব হয়। রক্ত স্রাব প্রবণতা তৎসহ সামান্য জ্বর ভাব। বিধান তন্তুসমূহের অপকর্ষ ঘটায়, পচন অবস্থা, পেকে উঠতে চায় না এমন ফোঁড়া। বেদনান্বিত, ক্ষতে এবং ছড়ে গেছে এমন অনুভূতি। ফুসফুস ও পাকাশয়িক গোলযোগ হেতু স্নায়শূল। পেশী ও কন্ডরা সমূহের বাত, বিশেষ করে পিঠে এবং স্কন্ধ দেশে। ইনফ্লুয়েঞ্জা, রক্তে চাপ বাঁধা, অন্ডকোষে রক্ত সঞ্চয়। এছাড়া পক্ষাঘাত মস্তিষ্কের গোলযোগ, অচৈতন্য ভাব, অসাড়ে পায়খানা প্রস্রাব, সব বিষয় তাচ্ছিল্যের ভাব, রোগী মনে করে সে ভাল আছে ইত্যাদি লক্ষণে উপকারী।

চারিত্রিক লক্ষণ—(১) প্রায় সকল রোগীই বাম দিকে আক্রান্ত হয়। (২) যে সকল ব্যক্তি বেশ মোটাসোটা ও বেটে। (৩) মাথা গরম কিন্তু শরীর ঠান্ডা। (৪) আঘাত বা অতিরিক্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চালনার জন্য কোন রোগ সৃষ্টি। (৫) রক্ত প্রধান যাদের মুখ ও চেহারা বেশ লাল বর্ণ। (৬) বেদনা আদৌ সহ্য করতে পারে না ইত্যাদি লক্ষণগুলো ইহার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

রোগ চিকিৎসা—আঘাত বা পতন জনিত রোগ—আঘাত লেগে যে কোন রোগ হোক না কেন, উহাতে বেদনা, মূর্চ্ছা, অচৈতন্য, তড়কা যা হোক না কেন আর্ণিকা উপকারী। কোন স্থানে আঘাত লেগে বা থেৎলে গিয়ে স্পষ্ট কালচে দাগ পড়লে ইহা উপকারী।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোঁড়া—ছোট ছোট ফোঁড়া অজস্র হতে থাকলে এবং উহাতে বেদনা বা যন্ত্রণা থাকলে ইহাতে উপকার। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন—বড় হোক, ছোট হোক যে কোন ফোঁড়ায় পুঁজ বসে গিয়ে উপরের চামড়া অর্থাৎ ফোলা স্থানের চামড়া কুঁচকে গেলে আর্ণিকা উপকারী। ইহার Q বাহ্যিক প্রয়োগ করলে ভিতরের পুঁজ পুনরায় ঠেলে উঠে তখন ইহা ফেটে যায়।

রক্ত স্রাব—রক্তের উপর ইহার যথেষ্ট ক্রিয়া। যেখানে রক্তের বিফলতা ঘটে প্রচুর পরিমাণে শিরায় কালো বর্ণের রক্ত স্রাব হয় তখন ইহা ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়। মস্তিষ্কের মধ্যে রক্ত স্রাব, চোখের কনজ্যাংটিভা ও রেটিনার রক্ত স্রাবে সুফল পাওয়া যায়। নাক ও চোখ দিয়ে রক্ত স্রাব, রক্ত কালো বর্ণের ইহা আঘাত জনিত কারণে না হলেও আর্ণিকা উপকারী।

কাশি—শিশুদের হুপিং কাশিতে সুফল পাওয়া যায়। কাশতে কাশতে চোখ দিয়ে রক্ত স্রাব হয়। কাশতে কাশতে নাক দিয়ে রক্ত পড়া, চোখ লাল বর্ণ হওয়া বা চোখ দিয়ে রক্ত পড়া, ফেনাযুক্ত চাপ চাপ রক্ত মুখ দিয়ে উঠা ইত্যাদি লক্ষণে আর্ণিকা উপকারী।

উদরাময়/আমাশয়—উদরাময় লক্ষণে বাহ্যে পচা দুর্গন্ধ, নিদ্রিত অবস্থায় অসাড়ে বাহ্য নির্গমন, রোগী অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। আমাশয় লক্ষণে মলে আমরক্ত পুঁজ মিশ্রিত থাকে। বাহ্য বারে কম হয় কিন্তু পেটে অত্যন্ত বেদনা থাকে। বেগ ও কুন্থন থাকে। তাছাড়া কোন কোন সময় মুখ দিয়ে ক্রমাগত জল উঠে, ঢেকুর উঠে, ঢেকুরে বিশ্রী পচা পচা দুর্গন্ধ, বমি হলে উহাতে পচা দুর্গন্ধ থাকে।

জ্বর—জ্বরের পূর্বাবস্থায় খুব পিপাসা এবং জল খায়। শীতাবস্থায় পিপাসা, সর্বাঙ্গে কাঁপুনি, সর্ব শরীরে এমন কি হাড়ে ব্যথা, মাথা গরম। উত্তাপাবস্থায় আরো পিপাসা কিন্তু শীত থাকে, গায়ের কাপড় খুলে ফেলে, তাতে শীত পায়, রোগী অত্যন্ত দুর্বল হয়, আচ্ছন্ন ভাব থাকে। ঘাম অবস্থায় টকযুক্ত ঘাম, মাথায় ও সমস্ত শরীরে টাটানি ব্যথা, শীত থাকে এমত অবস্থায় পায়ের বেদনা হ্রাস পায়, জিহ্বা ময়লাযুক্ত, নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ, মুখ বিস্বাদ থাকে। জ্বর ছেড়ে গেলেও মাথার বেদনা ও গায়ের বেদনা কমে না।

টাইফয়েড জ্বর—টাইফয়েড জ্বরে আর্ণিকা উপযোগী এবং ব্যাপটেসিয়ার সঙ্গে সাদৃশ্য আছে। ব্যথা, বিছানা শক্ত বোধ, আচ্ছন্ন ভাব, জিহ্বায় কালো দাগ, মুখমন্ডল লাল বর্ণ এবং সমস্ত লক্ষণ আর্ণিকা ও ব্যাপটেসিয়ায় আছে। যদি ছটফটানির সঙ্গে রোগী প্রলাপ বকে, সমস্ত স্রাব অর্থাৎ মল, মূত্র সমস্তই দুর্গন্ধ যুক্ত, ডাকাডাকি করলে সাড়া দেয় না, অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকে তবে ব্যাপটেসিয়া। যদি বাহ্য, প্রস্রাব অসাড়ে হয়, শ্বাস-প্রশ্বাসে ঘড়ঘড়ানি শব্দ, নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ, গায়ে কালো শিরার দাগ, মাথা ও মুখমন্ডল গরম, সমস্ত দেহ ও হাত পা ঠান্ডা তবে আর্ণিকাই উপযোগী। জ্বরে আর্ণিকার জিহ্বা শুষ্ক ও ব্যথা থাকে, পেটে বায়ু জমে এবং পেট ডাকে। এমন ক্ষতে আর্ণিকা উপকারী।

সেবনবিধি ও মাত্রা—Q, ৩/৪ ফোঁটা সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

আর্সেনিকাম এলবাম (Arsenicum Album)

পরিচয়—ইহার অপর নাম শঙ্খ বিষ, আর্সেনিয়াস এসিড, আর্সেনিকট্রাই অক্সাইড। ইহা ডিসটিলড ওয়াটারে মিশ্রিত করে ইহার মাদার টিংচার সলিউশান প্রস্তুত করা হয়। ক্ষেত্র বিশেষ এবং পদ্ধতি গত বিধি অনুসারে এলকোহলে মিশ্রিত করেও মাদার সলিউশান প্রস্তুত করা হয়।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য—(১) কোন নির্দিষ্ট সময় রোগ লক্ষণ প্রকাশ পায়। (২) মানসিক উদ্বেগ ও মৃত্যু ভয়। (৩) দিন বা রাত্রি দুই প্রহর হতে রোগের বৃদ্ধি। (৪) উত্তেজনা—মাথায় সামান্য ঠান্ডা লাগলেই সর্দি, হাঁচি, নাক দিয় জল পড়া, কোন কিছু পানাহার করলেই বমি হয়ে উঠে যায়। (৫) অত্যন্ত অবসাদ, দুর্বলতা ও অস্থিরতা। (৬) অদম্য পিপাসা। (৭) জ্বালাকর বেদনা।

রোগ চিকিৎসা—কলেরা—কলেরার প্রথমাবস্থায় ইহা উপযোগী নয় তবে রোগের বর্দ্ধিত অবস্থায় ইহা ব্যবহার করতে নাই কিন্তু যখন নাড়ী খুব দমে যায়, বা একেবারে লোপ পায় বা সুতার মত ক্ষীণ হয় তৎসহ প্রবল পিপাসা, বমি, গা বরফের মত শীতল, ঘাম, পেটে জ্বালাপোড়া, ছটফটানি তখন ইহা ব্যবহার করা দরকার।

উদরাময়—মল সবুজ, হলদে, কালচে, জলের মত বা রক্তাক্ত। মলের পরিমাণ অল্প, মলে পচা ও আসটে গন্ধ তৎসহ গাত্রদাহ, ঠান্ডা জলের পিপাসা, জল পান মাত্র পেটে বেদনা এবং সঙ্গে সঙ্গে বমি। মল বা বমিতে পিত্ত মিশ্রিত হড় হড়ে ভাব থাকতে পারে। অতিরিক্ত ফলমূল বা বরফ খেয়ে রোগের সৃষ্টি হলে আর্সেনিক উপকারী। রাত্রে এবং আহার পানের পর বৃদ্ধি। পিপাসা থাকে।

জ্বর—আর্সেনিকের যে কোন রোগ হোক না কেন ইহার মধ্যে ছটফটানি এবং গাত্রদাহ লক্ষণ থাকবেই। জ্বর একেবারে ছাড়ে না, কখনো একটু করে কমে পরে যতই উত্তাপ বেশী হয় ততই ছটফটানি ও দুর্বলতা বৃদ্ধি পায় পরে বিকার আসে। রক্ত দূষিত জ্বরে (সেপটিক জ্বর) ইহা উপকারী। জিহ্বা শুষ্ক, লালবর্ণ, কাটা ও কালো বর্ণের হয়, বার্ণিশ করার মত চকচকে থাকে।

সর্দিকাশি—নাক দিয়ে জলের মত তরুণ সর্দি স্রাব লক্ষণে আর্সেনিক যেমন উপকারী এলিয়াম সেপা, ইউফ্রেসিয়াও তেমন। আর্সেনিকের স্রাব গরম, জ্বালাকর ও হাজাকর। বায়ুনালীর সংকোচন বোধ, সামান্য ফেনাময় শ্লেষ্মা উঠে। শ্বাসক্রিয়ায় শব্দ হয়।

চোখের রোগ—চোখ হতে জল পড়ে উহা গরম বোধ হয় চোখের পাতা ফোলা ও যন্ত্রণাদায়ক, উষ্ণ সেক ও গরম প্রয়োগে উপশম। জ্বালা পোড়া খুব বেশী।

হৃদপিন্ডের রোগ—হৃদযন্ত্রের দুর্বলতার সঙ্গে বুক ধড়ফড়ানি। চিৎ হয়ে শুলে বা রাত্রে বুক ধড়ফড়ানি ভাব বেশী। হামের উদ্ভেদ বসে গিয়ে হৃদ আবরণী পর্দার প্রদাহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহা উপকারী। হৃদশূল তৎসহ ঘাড়ে ও পিঠে মাথায় বেদনা রোগ। শ্বাসকষ্ট।

চর্মরোগ—চুলকানি, জ্বালা পোড়া ভাব, উদ্ভেদ পূর্ণ চামড়া। চামড়া শুষ্ক, খসখসে এবং আইসযুক্ত। ঠান্ডায় এবং চুলকালে বৃদ্ধি। উহার চর্মপীড়ায় দুর্গন্ধ থাকে। ইহার উদ্ভেদ মাথায় ও কপালে বেশী হয়। মাথায় খুস্কির উপকারী। খোস পাঁচড়া এবং চুলকানি যুক্ত যে কোন উদ্ভেদ লক্ষণে ইহা উপকারী। চুলকালে আরাম কিন্তু পরে জ্বালা পোড়া।

অর্শ—আগুন পোড়ার মত জ্বালা পোড়া এবং গরমে উপশম লক্ষণযুক্ত অর্শে ইহা উপকারী।

রক্তস্রাব—অনেকদিন পর্যন্ত চলতে থাকে এবং পরিমাণে খুব কম, রক্ত শূন্য এবং দুর্বলতা।

মাত্রা—২/৩ ফোঁটা দিনে ৪ বার।

আর্সেনিক ব্রোমেটাম (Arsenic Brometum)

পরিচয়—ইহার অপর নাম ব্রোমাইড অব আর্সেনিক। ইহা একটি উল্লেখযোগ্য এন্টিসোরিক এবং এন্টিসাইকোটিক ঔষধ। সাধারণত ইহা চর্মপীড়া এবং সিফিলিস ও গনোরিয়া পীড়া গ্রস্ত ব্যক্তিদের পক্ষে উপকারী। অনিদ্রা ও বহুমূত্র রোগে ইহার ব্যবহার ফলদায়ক। ঔষধটি সোরা ও সিফিলিস বিষ নাশক বলে প্রমাণিত। দাঁদের মত পীড়কা, উপদংশজাত মাংসাংকুর, গ্রন্থি স্থানে অর্বুদ, কোন স্থানের কঠিনতা প্রাপ্ত, পায়ের পেশী সমূহের অসামঞ্জস্য, অদম্য সবিরাম জ্বর এবং বহুমূত্রে ভাল কাজ করে। মুখমন্ডলে গোলাপী বর্ণের বয়ব্রন তৎসহ নাকের উপর ভায়লেট বর্ণের পুজবটি। যুবক যুবতীদের ব্রণ মুখে ইহার ব্যবহার উপযোগী।

মাত্রা—Q, ৩/৪ ফোঁটা দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

আর্টিমিসিয়া ভালগারিস (Artemesia Vulgaris)

পরিচয়—ইউরোপ মহাদেশের এক প্রকার গাছড়া। ইহার মূলভাগ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—স্নায়বিক রোগে ভাল কাজ করে। মৃগী, আক্ষেপ, তড়কা, হস্তমৈথুনদ্বারা শুক্রময় করে মৃগী রোগীর পক্ষে উপকারী।

ইহার অপর নাম মাগওয়ার্ট (Mugwort)

শিশুদের মৃগী রোগ এবং বালিকাদের যৌবন লক্ষণ প্রকাশ কালিন মৃগীরোগ এবং টিংচার ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহা ব্যবহার করা হয়। আক্ষেপকালে মাথা পিছনের দিকে বেঁকে যায় মুখ বাম দিকে আকৃষ্ট হয়, মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চয় ঘটে। রংগিন আলোকে মাথা ঘোরে। চোখের কাজ করলে মাথা ঘোরে।

স্ত্রীজনন ইন্দ্রিয়—প্রচুর রক্তস্রাব। জরায়ুর সংকোচন, ঋতুকালে আক্ষেপ।

জ্বর—প্রচুর ঘাম এবং ঘামে রসুনের গন্ধ।

আঘাত—আঘাত লাগলে প্রথমেই আর্নিকা কিন্তু চোখে আঘাত লাগলে এবং সেই হেতু চোখের কোন রোগ উপসর্গ দেখা দিলে আর্টিমিসিয়া ভাল কাজ করে। ইহার বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ উভয় প্রকারেই ব্যবহার করা যায়।

সেবনবিধি ও মাত্রা—Q, ২/৩ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৪/৫ বার। বাহ্যিক প্রয়োগের জন্য Q, ২০/২৫ ফোঁটা এক আঃ ডিসটিলড ওয়াটারে মিশিয়ে ব্যবহার করা উচিত।

অরাম মেকুলেটাম (Arum Maculatum)

পরিচয়—ইহার অপর নাম এরাম ভালগেয়ার, এরোনিস কমিউনিস। ইহা দক্ষিণ ও মধ্য ইউরোপ অঞ্চলের এক প্রকার গাছড়া। ডাঃ হেরিং ইহার প্রুভিং করেন। এই গাছড়া হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। ইহার Q, ৩/৪

ফোঁটা করে প্রত্যহ ৪/৫ বার সেবন করলে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ এবং ক্ষতের উপকার হয়। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ ও ক্ষতে ইহার যথেষ্ট উপকারিতা।

অরাম ট্রাইফাইলাম (Aruum Triphylum)

পরিচয়—ইহার অপর নাম জ্যাক ইন দি পালপিট Jack in the Pulpit. আমাদের দেশে ইহা যার কোন, খারকোল, ঘেটকোল বা ঘেটকোল নামে পরিচিত। ইহা এক প্রকার বাৎসরিক গাছড়া, বর্ষাকালে ইহার ফুল হয় ফল দেখতে অতি সুন্দর রক্ত বর্ণ। ইহার মূল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—সর্দি স্রাব—নাক বন্ধ অথচ নাক দিয়ে জলের মত সর্দি স্রাব ঝরে। অনবরত হাঁচি। গায়ক এবং বক্তাদের গলক্ষত, স্বর ভংগ, মুখ দিয়ে প্রচুর পরিমাণে জ্বালাকর লালা স্রাব হয়, উহাতে জিভ এবং মুখ হেজে যায়, রক্ত পড়ে। নাক বুঁজে গিয়ে মুখ দিয়ে শ্বাস লয়, নাকের মধ্যে জ্বালা পোড়া ভাব ও বেদনা, রক্ত জড়িত জলের ন্যায় স্রাব। নাক ফুটে রক্ত বের করে।

জ্বর—সবিরাম জ্বরে এবং টাইফয়েড, জ্বরে নাক ও ঠোঁট ফাটার লক্ষণটি প্রধান। মুখ গহ্বর ও তালুদেশ হেজে যাওয়া, ঠোঁটে এবং কোমল তালুতে ক্ষত ও জ্বালা। ঠোঁটের কোন দ্বয় ফাঁটা এবং বেদনা যুক্ত। জিহ্বা লাল এবং বেদনা যুক্ত। প্রচুর হাজাকর স্রাব। গল গহ্বর হাজাকর ও ফোলা, সংকুচিত, শ্লেষ্মা ওঠে। স্বর এক একবার এক এক রকম হয়। চর্মে ছোট ছোট উদ্ভেদ বের হয়। স্থানে স্থানে চর্ম ফেটে গিয়ে বা ছড়ে গিয়ে রক্ত বের হয়। চর্ম দল রোগ লক্ষণ দেখা দেয়। এছাড়া টনসিলাইটিস, গলনালী ফোলা, যে কোন প্রকার গল বেদনা, শূল ফোঁটানোর ন্যায় বেদনা। বাম দিকের ম্যাক্সিলারী গ্ল্যান্ড স্ফীত ইত্যাদি লক্ষণে ইহার ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন। বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যায় যে, এরাম ম্যাকুলেটাম, এরাম ড্রাকন্টিয়াম এবং এরাম ট্রাইফাইলাম সমগুণ ঔষধ। ইহাদের প্রত্যেকটির মধ্যে এক প্রকার উত্তেজক বিষ আছে, উহা দ্বারা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপরে প্রদাহ উৎপন্ন করে এবং তন্তুসমূহ ধ্বংস করতে থাকে। সুতরাং এরামের প্রধান লক্ষণ ক্ষতকারিতা।

সেবন বিধি ও মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা ২/৩ ঘন্টা অন্তর সেব্য।

এসাফোটিডা (Asafoetida)

পরিচয়—ইহার অপর নাম হিং, নার্থেকস এসাফিটিডা, ফেরুলা-পার্সিকা। শুষ্ক হিং হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। হিং এক প্রকার বাৎসরিক গাছ পারস্য দেশে জন্মে।

উপকারিতা—পেট ফাঁপা এবং অন্ননালীর সংকোচন, রোগী প্রায়ই হিষ্টিরিয়া এবং অবসাদ বায়ু গ্রস্ত হয়। গভীর ক্ষত, অস্থিক্ষয় এবং সিফিলিস দোষ

যুক্ত ব্যক্তির পক্ষে উপকারী। অত্যন্ত স্পর্শকাতরতা এবং রাত্রিকালিন বৃদ্ধি ইহার বিশেষ লক্ষণ। কষ্টদায়ক অবিরত ঢেকুর উঠলে অতি সামান্য পরিমাণ হিং কলা বা মিষ্টি দ্রব্যের মধ্যে পুরে খেলে তৎক্ষণাৎ ঢেকুর উঠা বন্ধ হয় এবং অনেক সময় হিক্কা নিবারণ হয়। ইহা সেবনে অধঃ দিয়ে বায়ু নিঃসরণ হয়ে পেট হালকা হয় এবং অন্ত্রের জারক রস বৃদ্ধি হওয়ায় হজম শক্তি বৃদ্ধি পায়।

অন্যান্য রোগ চিকিৎসা—পেটফাঁপ—পেটে অধিক বায়ু জমা, মনে হয় পেট ফেটে যাবে, বায়ু অধঃদিক থেকে নিসৃত না হয়ে উর্ধগামী হয় এবং ঢেকুর উঠে। ঢেকুর তুলতে বড়ই কষ্ট। পেট ফাঁপ এবং জলীয় পদার্থের উদ্গার। পেটে বায়ু গড় গড় করে বেড়ায়। পেটে চিন চিন করে ব্যথা, মাঝে মাঝে কোষ্ঠ কাঠিন্য। গুহ্যদ্বার এবং জনন ইন্দ্রিয়ের মধ্যবর্তী স্থানে বেদনা। উদরাময়, অত্যন্ত দুর্গন্ধ যুক্ত মল তৎসহ পেট ফাঁপ এবং খাদ্যের উদ্গার উঠে।

নাসিকার ক্ষত—উপদংশজ পচনশীল ক্ষত, অত্যন্ত দুর্গন্ধময় পুঁজময় স্রাব, নাসিকার অস্থিতে ক্ষত।

স্ত্রীজনন ইন্দ্রিয়—গর্ভ সঞ্চার না হয়েও স্তনে দুধ জমে ফুলে উঠে, জননীর স্তন দুধের অল্পতা এবং অত্যন্ত স্পর্শকাতর। বহু দিনের পুরাতন শ্বেতপ্রদর স্রাব, পুরাতন সর্দি, পুরাতন উদরাময় হঠাৎ বন্ধ হয়ে হিষ্টিরিয়া, আক্ষেপ দেখা দিলে ইহাতে উপকার।

ক্ষত—উপদংশজনিত কারণ বা পারদ সেবন জনিত কারণে অস্থিতে ক্ষত হলে বিশেষ করে টিবিয়া অস্থিতে ক্ষত হলে এবং সেই ক্ষতে ভয়ানক দপদপানি ও প্রস্রাবে দুর্গন্ধ থাকলে ইহাতে উপকার। ক্ষত এত বেদনা যুক্ত যে কাউকে স্পর্শ করতে দেয় না, বেদনা রাত্রে বাড়ে ইত্যাদি লক্ষণ থাকে।

বিঃ দ্রঃ—ঔষধটি নির্বাচনের পূর্বে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলো ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে দেখা প্রয়োজন—রোগী প্রায়ই হিষ্টিরিয়া এবং অবসাদ বায়ু গ্রস্ত হয়ে থাকে, গভীর ক্ষত, অস্থিক্ষয় বিশেষ করে উপদংশ জাত। চোখের ভ্রুর উপর ছিদ্রকর বেদনা, মাথায় চাপ দেবার ন্যায় বেদনা। চোখের কনিনীকায় অগভীর ক্ষত, উহাতে বেদনা, রাত্রি কালে বৃদ্ধি, কান থেকে অতি দুর্গন্ধময় পুঁজ স্রাব নির্গত হয়, মনে হয় গলার মধ্যে একটা গোলার ন্যায় কিছু আটকে আছে। চর্মে চুলকানি, আচরালে উপশম।

মাত্রা ও সেবন বিধি—Q, ৩/৪ ফোঁটা করে রোজ ৪/৫ বার সেব্য।

এসারাম ক্যানাডেনস্ (Asaram Canadense)

পরিচয়—ইহার বাংলা নাম বুনো আদা। ইহার মূল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। সর্দি লাগার পর ধাতু লোপ অথবা পাকাশয়ের প্রদাহ উপস্থিত হয়। সর্দি চাপা পড়ে কোন রোগ লক্ষণ প্রকাশ পেলে এই ঔষধটি খুব ভাল কাজ করে।

মাত্রা ও সেবন বিধি—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দু ঘন্টা অন্তর সেব্য।

এসক্লেপিয়াস ইনকারনেটা (Asclepias Incarnata)

পরিচয়—ইহার অপর নাম এমিনা। রেশম গাছড়া। সাদা ইন্ডিয়ান গাঁজা ইত্যাদি বহুনাম। এই গাছের ডাল ভাঙ্গলে সাদা দুধের ন্যায় রস বের হয়। ইহার টাটকা মূল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। ইহা পুরাতন সর্দি, পাকাশয়িক সর্দি এবং প্রদর স্রাবে খুব উপকারী। শোথের সঙ্গে শ্বাসকষ্ট যদি থাকে তবে ইহার একান্ত প্রয়োজন।

মাত্রা ও সেবন বিধি—Q ২/৩ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে প্রত্যহ ৩/৪ বার করে সেব্য।

এসক্লেপিয়াস টিউবারোসা (Asclepias Tuberosa)

পরিচয়—প্লিওরিসি মূল। প্রজাপতি গাছড়া, শূল বেদনার শিকড়, অরেঞ্জ এপোসাইনাস ইত্যাদি নামে পরিচিত। আমেরিকা অঞ্চলে এই জাতীয় গাছ জন্মে। ইহার মূল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—এই ঔষধটির ক্রিয়া বক্ষের পেশী সমূহে পরীক্ষিত হয়েছে। বমনভাব সহ মাথার যন্ত্রণা তৎসহ পাকাশয় ও অন্ত্রের স্ফীতি। ক্ষুধা হীনতা। ব্রংকাইটিস ও প্লুরিসি রোগে ইহা খুব উপকারী। শীতল আর্দ্র ঋতুতে সর্দি। গলা ভাঙার সঙ্গে স্বরনালীর উত্তেজনা। সর্দির সঙ্গে বক্ষাবরক ঝিল্লীতে বেদনা।

শ্বাসকষ্ট—প্রচন্ড শ্বাসকষ্ট, বিশেষভাবে বাম ফুসফুসের নিম্নভাগে। শুষ্ক কাশি, গলার মধ্যে আবদ্ধ ভাব এই জন্য মাথা ও তলপেটে বেদনা, বুকের বেদনা। বামদিকের স্তন বৃন্ত হতে নিচের দিকে বেদনা তীরের মত প্রসারিত হয়। সাধারণ ভাবে ইহা একটি নিঃসারক ঔষধ, ইহার বিশেষ ক্রিয়া ঘর্মস্রাবী গ্রন্থিগুলোর উপর। বুকের বেদনা সম্মুখ দিকে ঝুঁকলে উপশমিত হয়। কাঁধে চিড়িকমারা ব্যথা। সর্দি, ইহার সঙ্গে মাথার সম্মুখ দিকের শিরঃপীড়া এবং চটচটে হরিদ্রা বর্ণের স্রাব।

পেটের পীড়া—শীতকালে রক্তাতিসার, আহারের পর পেট ফোলা ও বেদনা, বাহ্যের পূর্বে পেটে গড়গড় করে ডাকে ও বেদনা। হলদে বর্ণের তরল মলের সংগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রিমি, কপালে ও মস্তকে তীব্র বেদনা। ধূমপান সহ্য হয় না। সর্বশরীরে বাতের বেদনার সংগে সর্দিস্রাবী আমাশয়। মলে পচা ডিমের গন্ধ। বাত গ্রস্ত সন্ধিতে অবনত হলে মনে হয় যেন সংযোগ স্থলগুলি ভেঙে যাবে। তবে বক্ষ লক্ষণের পীড়ায় ইহা অধিকতর উপযোগী।

মাত্রা ও সেবন বিধি—Q ২/৩ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার।

অশোকা জোনাসিয়া (Asoka Jonosia)

পরিচয়—অশোক গাছের ছাল হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়। এই গাছ আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে জন্মে।

উপকারিতা—স্ত্রী জনন ইন্দ্রিয়ের উপর ইহার বিশেষ ক্রিয়া।

ঋতুস্রাব—ঋতু প্রায়ই অনিয়মিত এবং অনেক বিলম্বে হয়, ঋতুশূল বেদনা, রজ লোপ, রজ রোধ। ঋতু প্রকাশ লাভের পূর্বে ডিম্বকোষের বেদনা। মূত্রাধারের উত্তেজনা, প্রদর স্রাব ইত্যাদি ক্ষেত্রে খুব উপযোগী।

মাথার যন্ত্রণা—এক পার্শ্বিক শির পীড়া, জরায়ুর পীড়া, রক্ত সঞ্চয় জনিত শিরপীড়া, খোলা বাতাসে উপশম। চোখের তারায় বেদনা, চোখের উপর বেদনা, আলোকাতুরে নাকে সর্দি এবং প্রচুর জলের মত স্রাব, ঘ্রাণ শক্তি লোপ। মিষ্টি ও টক খেতে চায়, পিপাসা খুব বেশী, বমি ভাব, প্রচন্ড কোষ্ঠকাঠিন্য ভাব। অর্শ বলি। মেরু দন্ড বরাবর বেদনা উহা তলপেট ও উরুদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

সেবন বিধি ও মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে প্রত্যহ ৪ বার সেব্য।

এস্পিডোস্পার্মা (Aspidosperma)

পরিচয়—ইহার অপর নাম কুইব্রেকো। ইহা ফুসফুসের রোগ লক্ষণে খুব ভাল কাজ করে। ডাঃ হেল ইহাকে ফুসফুসের ডিজিটেলিস বলেছেন। এই ঔষধটি অক্সিজেন ক্রিয়ার বৃদ্ধি করে এবং কার্বলিক এসিডের নিঃসরণ বাড়িয়ে ইহা রক্ত বিশুদ্ধি ক্রিয়ার সাহায্য করে। ইহা শ্বাস কার্যের উৎকর্ষ সাধন করে। ফুসফুসের ছিদ্রসমূহের সংকোচন, ফুসফুসের ধমনীতে রক্ত চাপ বাধা, মূত্রযন্ত্রের বিকৃতি হেতু শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার ব্যবহার উপযোগী। ইহা সব প্রকার হাঁপানি রোগের ফলপ্রদ ঔষধ। ইহা শ্বাসকেন্দ্রের উত্তেজনা সাধন করে এবং রক্তের অক্সিজেন বৃদ্ধি করে। ঔষধটির পরিচায়ক লক্ষণ হচ্ছে—কাজের সময় দম ফেলতে পারে না। হৃৎপিন্ড সংক্রান্ত হাঁপানির উৎকৃষ্ট ঔষধ। হাঁপানি রোগে ইহার দ্বারা আশাতিরিক্ত উপকার পাওয়া যায়। ইহা ফুসফুসকে সবল করে এবং রক্তে অক্সিজেন বৃদ্ধি করে, ইহাতে শ্বাসকষ্ট দূর হয়। কার্ডিয়াক এজমার অব্যর্থ ঔষধ। হাঁপানির প্রবল টানের সময় এসপিডোস্মার্পা হাইড্রোক্লোরাইড ১x এক গ্রেণ পরিমাণ এক ঘন্টা অন্তর সেবন করলে উপকার পাওয়া যায়।

সেবন বিধি ও মাত্রা—Q ২/৩ ফোঁটা করে প্রত্যহ ৪/৫ বার সেব্য।

অশ্বগন্ধা (Aswagandha)

পরিচয়—ইহা একটি দেশীয় অতি মূল্যবান ঔষধ। ইহার মাদার টিংচার মানসিক রোগ লক্ষণের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। মানসিক রোগ চিকিৎসায় ইহাকে একটি আদর্শ টনিক রূপেও অভিহিত করা যায়। মনের এলোমেলো ভাব, চিন্তা ধারার কোন সংগতি নেই, কথার মধ্যে কোন সংগতি নেই, মানসিক উত্তেজনা, স্মরণ শক্তির একান্ত অভাব। কোন কথা মনে রাখতে পারে না, সঙ্গে সঙ্গে ভুলে

যায় ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে ইহার Q অব্যর্থ। তবে সুনির্দিষ্ট ভাবে বেশী দিন ব্যবহার করতে হবে। ইহা একটি দীর্ঘ ক্রিয়াশীল ঔষধ। কথা আটকে যায়, কথায় জড়তা থাকে, স্মৃতি শক্তির একান্ত অভাব। যে সকল ছাত্র-ছাত্রী মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করতে পারে না, পড়ে অথচ মনোযোগ নেই। পড়ে কিন্তু মনে রাখতে পারে না, স্মৃতিশক্তি একেবারে দুর্বল। যথেষ্ট পড়ে কিন্তু বুঝতে পারে না। পঠিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোন্ সঠিক ধারণা হয় না, কিছুক্ষণ পর তাও মনে করতে পারে না এমন ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে Q অতি মূল্যবান ঔষধ। শারীরিক পেশী সমূহের সমন্বয় শক্তির অভাব, ধাতু দুর্বলতা হেতু মাথা ঘোরায়, মাথায় ভোঁ ভোঁ শব্দ হয়, অতিরিক্ত বীর্যপাত ধাতু দুর্বলতার জন্য শরীর ক্ষয়, মানসিক দুর্বলতা, কোন পরিশ্রমের কাজ করতে পারে না, কোন বিষয় ঠিকমত চিন্তা করতে পারে না, খিটখিটে স্বভাব। প্রস্রাবের সঙ্গে বীর্যপাত হয়, কোন কোন সময় স্বপ্নদোষ হয়, কাপড় নষ্ট হয়, শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়, কোন কাজে মন লাগে না, সর্বদাই উদাসীন ভাব, বসে বা শুয়ে থাকে, উঠে বসলে মাথা ঘোরায়, দুর্বলতায় জন্য চোখে অন্ধকার দেখে। শারীরিক ও স্নায়বিক দুর্বলতায় ইহার Q খুব ভাল কাজ করে। রমণীদের শ্বেত প্রদর ও ঋতু স্রাবে গোলযোগ থাকলে ইহার ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন। ধ্বজ ভঙ্গের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে প্রত্যহ ৪ বার সেব্য।

আটিষ্টা ইন্ডিকা (Atista Indica)

পরিচয়—ইহার বাংলা নাম আসসেওড়া। এই ঔষধটি পরীক্ষিত। এই জাতীয় আসসেওড়া গাছ আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায়। ইহার ছাল থেকে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—বিভিন্ন রোগ লক্ষণে ঔষধটি ব্যবহৃত হয় এবং যথেষ্ট উপকার সাধন করে। গলা ও টনসিল স্ফীতি, বেদনা, ভোরে বার বার থুথু উঠে আবার কখনো লোনা জল উঠে, আহারের পর বার বার ঢেকুর উঠে, বুকে জ্বালা পোড়া, মুখে অম্লজল উঠে, লিভার অঞ্চলে বেদনা, তলপেট ফাঁপে, নাভির চারিদিকে খিঁচে ধরার ন্যায় বেদনা, পেটে গড় গড় শব্দ হয়। প্রাতে মাথা ঘোরে, মনে হয় চারদিকের সব বস্তুই ঘুরছে, চোখে জ্বালাপোড়া ও আলো অসহ্য, নাক দিয়ে সর্দি পড়ে, মাঝে মাঝে নাক দিয়ে রক্ত স্রাব হয়, মুখ ফ্যাকাসে বা হলদে চেহারা। দাঁতের গোড়ায় বেদনা এবং রক্ত স্রাব, জিহ্বা ও মুখে তিক্ত স্বাদ, মুখ থেকে দুর্গন্ধ বের হয়, অত্যন্ত ক্ষুধা, ক্ষীর, ছানা, মাংস, টক, লেবু ইত্যাদি খেতে চায়। এছাড়া ঔষধটি জ্বরের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা যায় যদি দেখা যায় জ্বর আসার কোন নিয়ম নেই তবে অধিকাংশ সময় ভোর

৬টা হতে ৮টার মধ্যে শীত শীত করে জ্বর আসে। উত্তাপ অবস্থার প্রচন্ড পিপাসা, বিকাল ৩/৪ টার সময় জ্বর ছাড়ে এবং প্রথমে এক দিন অন্তর এক দিন জ্বর আসে, পরে আবার দুই দিন অন্তর আসে ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত জ্বরে ইহা উপকারী। পিত্তশূল বেদনা, বুক জ্বালা, অত্যন্ত কোষ্ঠকাঠিন্য বা উদরাময়, আহারের পরেই পেটে বেদনার ভাব, আহারের পর বমি। সমস্ত খাদ্য উঠে যায়, পেট ফাঁপ, উদরাময়, ক্রিমি, পিত্ত জনিত সন্ধ্যায় জ্বর ভাব, ক্রিমি জনিত বিরক্তি, নাভিতে শূল বেদনা। এছাড়া কলেরা ও রক্ত আমাশয়ে ইহার মাদার টিংচার উপকারী। বিশেষ করে শরৎকাল ও শীত কালের রক্ত বা শ্বেত আমাশয়ে ইহার Q. অব্যর্থ। জ্বরের সঙ্গে কোষ্ঠকাঠিন্য, মাটির মত মলের রঙ এবং ভয়ানক দুর্গন্ধ, সামান্য পরিমাণ গাঢ় হলদে বর্ণের প্রস্রাব। বুক ধড়ফড় করে, জ্বরের সময় নাড়ী পূর্ণ, শক্ত ও দ্রুত, কাঁধে ও পিঠে বেদনা ইত্যাদি লক্ষণেও Q. উপকারী।

মাত্রা—Q. ২/৩ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

আটিষ্টা র‍্যাডিক্স (Atista Radix)

পরিচয়—ইহার বাংলা নাম আস সেওড়ার মূল। এই গাছের শিকড় হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। অনেক সময় আমাদের দেশে আম রক্ত রোগে গোল মরিচের সংগে শিকড় বেটে ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

উপকারিতা—সাদা অথবা রক্ত আমাশয়ে আটিষ্টা ইন্ডিকার যে সমস্ত লক্ষণ ইহাও সেই সব লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ইহার Q, সে কোন আমাশয় লক্ষণে ভাল কাজ করে। মলের সঙ্গে সাদা সাদা মিউকাস পড়ে, ফেনার মত সাদা সাদা বুদ বুদ যুক্ত মল অথবা রক্ত যুক্ত মল, কুন্থন এবং পেটে কামড়ানো ব্যথা, বার বার পায়খানায় যেতে হয় কিন্তু মল অতি সামান্য প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যায় ইত্যাদি লক্ষণে ইহার Q খুব ভাল কাজ করে। অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ বলেন সাদা বা রক্ত যুক্ত যে কোন আমাশয় রোগের ক্ষেত্রে আটিষ্টা র‍্যাডিক্স অধিকতর ফলদায়ক। ইহার আরোগ্য শক্তি অধিক। নাভির চারিদিকে তীব্র বেদনা সহ সেখানে মলের সঙ্গে টাটকা লাল রক্ত বের হয় সেখানে ইহার Q, আর বিফল হয় না। শরৎ কালিন এবং শীতকালীন আমাশয় ইহার যথেষ্ট উপকারিতা। ঔষধটি ক্রিমি নাশকও বটে। ক্রিমিজনিত নানা প্রকার উপদ্রব গুহ্যদ্বার কুটকুট করে পেটে ব্যথা অনুভব হয়, ক্ষুধাহীনতা এবং দুর্বলতার ভাব প্রকট। অতিরিক্ত ক্রিমির জন্য অনেক সময় রক্তহীনতার লক্ষণও দেখা যায় ইত্যাদি ক্ষেত্রে ঔষধটি পরম উপকারী। ক্রিমি জনিত কারণে নানা প্রকার রোগ উপসর্গ তৎসহ উদরাময়, কলেরা, উদর শূল বেদনা, অম্ল ও পিত্ত শূল বেদনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার Q ভাল কাজ করে।

মাত্রা ও সেবন বিধি—Q, ৩/৪ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৩/৪ বার সেব্য। অনেকের মতে আমরক্তে ১x খুব ভাল কাজ করে এবং ক্রিমি জনিত ও অন্যান্য রোগ লক্ষণে ৩x ভাল কাজ করে। ঔষধের মাত্রা এবং শক্তি অনেক সময় রোগের তীব্রতা এবং রোগীর বয়স ও জীবনী শক্তির উপর নির্ভর করে।

এভেনা স্যাটাইভা (Avena Sativa)

পরিচয়—ইহার অপর নাম ওট। সাধারণ ওট গাছ হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—ঔষধটি মস্তক এবং স্নায়ুমন্ডলের উপর ক্রিয়া করে বলে ইহা মানুষের পরিশোষণ শক্তির বৃদ্ধি করে। স্নায়বিক অবসাদ, রতিজ দুর্বলতা এবং দুর্বলকর রোগের পর ইহা ব্যবহার করলে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়। দুর্বলতায় ইহা একটি আদর্শ টনিক। বৃদ্ধদের স্নায়বিক কম্পন, নূতন রোগ, কম্পনশীল পক্ষাঘাত এবং মৃগী রোগের উপকারী। ডিপথিরিয়া রোগের পরবর্তী পক্ষাঘাত, হৃৎপিন্ডের বাত রোগ, সর্দি রোগ, তরুণ সর্দি ইত্যাদি ক্ষেত্রেও ঔষধটির বিশেষ উপকারিতা রয়েছে। মানসিক ও মস্তিষ্কের লক্ষণগুলো ঔষধটি নির্বাচনের পূর্বে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে। কোন বিষয়ে মন স্থির করতে পারে না। ঋতু কালে স্নায়বিক শিরঃপীড়া তৎসহ মাথার চাঁদিতে জ্বালাপোড়া ভাব, মস্তকের পশ্চাৎভাগে শিরঃপীড়া তৎসহ মূত্রে ফসফেট। দুর্বলতা ক্ষেত্রে ইহা প্রায় আলফালফার সমকক্ষ টনিক এবং কোন প্রকার শরীর ক্ষয় বা কোন দুর্বলকর রোগ ভোগের পর ইহা ব্যবহার করলে অতি তাড়াতাড়ি দেহের পরি পুষ্টি এবং সবল হয়। ইহা সমগ্র স্নায়ু ও মস্তিষ্কের উপর ইহার যথেষ্ট ক্রিয়া থাকার জন্য মস্তিষ্ক চালনা জনিত স্নায়বিক অবসাদ, রতি শক্তির হ্রাস, উদ্বেগ অনিদ্রা ইত্যাদিতে বিশেষ উপকার।

ধ্বজভঙ্গ—অজ্ঞাত সারে ধাতু স্খলন, বহুদিন অযথা শুক্রক্ষয় করে ধ্বজ ভঙ্গ এবং মদ্য পান জনিত কারণে স্নায়বিক পীড়ায় ইহা মহা ঔষধ। এভেনা নিয়মিত ব্যবহার করলে আফিম এবং মর্ফিয়ার অভ্যাস দূর হয় এবং কোন প্রকার কুফল দেখা দেয় না। যদি কোন ব্যক্তি মর্ফিয়া জাতীয় কোন নেশাকর ঔষধ সেবন করে তাকে ২০/২৫ ফোঁটা এভেনা Q এক আঃ উষ্ণ জলের সঙ্গে দুইবার খেতে দিলেই যথেষ্ট। প্রতি গ্রেন মর্ফিয়ার ৪/৫ ফোঁটা এভেনা Q, দিয়ে সেবন করালেই যথেষ্ট।

ঋতু গোলযোগ—দুর্বল রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া জনিত স্বল্প ঋতু অথবা ঋতু লোপ ইত্যাদি লক্ষণেও ইহার ব্যবহার উপকার করে।

সেবন বিধি ও মাত্রা—দুর্বলতায় টনিক হিসাবে ব্যবহার করলে ইহার Q, ১০/১৫ ফোঁটা সামান্য উষ্ণ জলের সঙ্গে সেব্য রোজ দুই বার।

এজাডিরেক্‌টা ইণ্ডিকা (Azadirachta Indica)

পরিচয়—বাংলা নাম নিম। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ইহা জন্মে। ইহার ছাল, মূল, ফুল, ফল সবই ঔষধ প্রস্তুতির কাজে লাগে। নিম হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। ইহার উপকারিতা যথেষ্ট।

উপকারিতা—বৈকালিক জ্বর, বাতের বেদনায় উপকারী। পঞ্জরাস্থি, পৃষ্ট দেশ, স্কন্ধ দ্বয় এবং নিম্নাংগের বেদনা। উত্তাপ, খোঁচামারা ও কনকন বেদনায় বিশেষ করে তালু, হস্তাংগুলি ও পায়ের আংগুলের বেদনায়। মস্তিষ্কের দুর্বলতা, উঠতে গেলে ঘুরে পড়ে যায়, মূর্চ্ছার ভাব, মাথা কামড়ায়, মাথার ত্বকে স্পর্শ কাতরতা, চোখ জ্বালা করে, ডান চোখের তারায় বেদনা। অল্প অল্প শীতভাব সহ বিকালে জ্বর। মুখে হাতে ও পায়ে আগুনের মত উত্তাপ, দেহের উপরাংশে খুব ঘাম ইত্যাদি লক্ষণে ইহার Q যথেষ্ট উপকারী। নিম্নলিখিত রোগ লক্ষণে ইহার Q ব্যবহার করা যায়। (১) গলায় ও মুখের ভিতর রস থাকে, পিপাসা নেই অথচ মুখ চটচটে, বিস্বাদ, লবণাক্ত, লালা পড়ে, তিক্ত স্বাদ, বুক জ্বালা করে, মুখ দিয়ে জল উঠে। (২) পেট ফাঁপ, পেট ডাকে, নাভিতে খামচানো বেদনা এই জন্য উপুর হয়ে শুয়ে থাকে। (৩) প্রচন্ড কোষ্ঠ-কাঠিন্য, গুটলে গুটলে মল, মলত্যাগে পরিতৃপ্ত হয় না। (৪) রজ স্রাবে অনিয়ম, অল্প, জ্বালা যুক্ত, শ্বেত প্রদর এবং উদরে বেদনা, লচিয়া পড়া, প্রস্রাব গাঢ়, অল্প, জ্বালা যুক্ত, সাদা পরিষ্কার, পরিমাণে প্রচুর। (৫) চোখ জ্বলে, সামান্য সর্দিসহ চোখ লাল, কানে ভো ভো শব্দ, নাক দিয়ে কাঁচা জল পড়ে, মুখ চোখ নাক দিয়ে যেন আগুন বের হয়, মাথা ঘোরে, টনটন করে, দপ দপ করে, মাথা ঘুরালে ব্যথা, পিত্তাধিক্যের জন্য মাথা ধরা। (৬) জ্বর—বিকালে শীত শীত করে জ্বর আসে। বেলা ২/৩ টা হতে ৬টার মধ্যে জ্বর আসে। ৮/৯ টার মধ্যে কমে যায়। চোখ মুখ ও হাতের তালু জ্বলে যায়। (৭) শরীরের নানা স্থানে চুলকানি, উদ্ভেদ দেখা যায় না।

মাত্রা—Q ৫/৬ ফোঁটা করে প্রত্যহ তিন বার সেব্য সামান্য জল সহ।

ব্যাডিয়াগা (Badiaga)

পরিচয়—ইহার অপর নাম স্পঞ্জ। রিভার স্পঞ্জ বা স্পঞ্জিয়া পেলাষ্ট্রিস নামেও পরিচিত। ইউরোপ অঞ্চলে বদ্ধ জলাশয় জাত এক প্রকার স্পঞ্জ, অতি দুর্গন্ধ যুক্ত। শুষ্ক চূর্ণীকৃত স্পঞ্জ হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—সাধারণত সর্দি লেগে সে সমস্ত রোগ হয় এবং এমত অবস্থায় শরীরের কোন স্থানের গ্ল্যান্ডের প্রদাহ হলে ইহাতে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়। ইহা একটি এন্টি সোরিক ঔষধ এবং রক্তের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করে স্ক্রফুলার লক্ষণ সৃষ্টি করে। ইহা আভ্যন্তরিক এবং বাহ্যিক উভয় ভাবেই

মাত্রা ও সেবন বিধি—Q, ৩/৪ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৩/৪ বার সেব্য। অনেকের মতে আমরক্তে ১x খুব ভাল কাজ করে এবং ক্রিমি জনিত ও অন্যান্য রোগ লক্ষণে ৩x ভাল কাজ করে। ঔষধের মাত্রা এবং শক্তি অনেক সময় রোগের তীব্রতা এবং রোগীর বয়স ও জীবনী শক্তির উপর নির্ভর করে।

এভেনা স্যাটাইভা (Avena Sativa)

পরিচয়—ইহার অপর নাম ওট। সাধারণ ওট গাছ হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—ঔষধটি মস্তক এবং স্নায়ুমন্ডলের উপর ক্রিয়া করে বলে ইহা মানুষের পরিশোষণ শক্তির বৃদ্ধি করে। স্নায়বিক অবসাদ, রতিজ দুর্বলতা এবং দুর্বলকর রোগের পর ইহা ব্যবহার করলে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়। দুর্বলতায় ইহা একটি আদর্শ টনিক। বৃদ্ধদের স্নায়বিক কম্পন, নূতন রোগ, কম্পনশীল পক্ষাঘাত এবং মৃগী রোগের উপকারী। ডিপথিরিয়া রোগের পরবর্তী পক্ষাঘাত, হৃৎপিন্ডের বাত রোগ, সর্দি রোগ, তরুণ সর্দি ইত্যাদি ক্ষেত্রেও ঔষধটির বিশেষ উপকারিতা রয়েছে। মানসিক ও মস্তিষ্কের লক্ষণগুলো ঔষধটি নির্বাচনের পূর্বে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে। কোন বিষয়ে মন স্থির করতে পারে না। ঋতু কালে স্নায়বিক শিরঃপীড়া তৎসহ মাথার চাঁদিতে জ্বালাপোড়া ভাব, মস্তকের পশ্চাৎভাগে শিরঃপীড়া তৎসহ মূত্রে ফসফেট। দুর্বলতা ক্ষেত্রে ইহা প্রায় আলফালফার সমকক্ষ টনিক এবং কোন প্রকার শরীর ক্ষয় বা কোন দুর্বলকর রোগ ভোগের পর ইহা ব্যবহার করলে অতি তাড়াতাড়ি দেহের পরি পুষ্টি এবং সবল হয়। ইহা সমগ্র স্নায়ু ও মস্তিষ্কের উপর ইহার যথেষ্ট ক্রিয়া থাকার জন্য মস্তিষ্ক চালনা জনিত স্নায়বিক অবসাদ, রতি শক্তির হ্রাস, উদ্বেগ অনিদ্রা ইত্যাদিতে বিশেষ উপকার।

ধ্বজভঙ্গ—অজ্ঞাত সারে ধাতু স্খলন, বহুদিন অযথা শুক্রক্ষয় করে ধ্বজ ভঙ্গ এবং মদ্য পান জনিত কারণে স্নায়বিক পীড়ায় ইহা মহা ঔষধ। এভেনা নিয়মিত ব্যবহার করলে আফিম এবং মর্ফিয়ার অভ্যাস দূর হয় এবং কোন প্রকার কুফল দেখা দেয় না। যদি কোন ব্যক্তি মর্ফিয়া জাতীয় কোন নেশাকর ঔষধ সেবন করে তাকে ২০/২৫ ফোঁটা এভেনা Q এক আঃ উষ্ণ জলের সঙ্গে দুইবার খেতে দিলেই যথেষ্ট। প্রতি গ্রেন মর্ফিয়ার ৪/৫ ফোঁটা এভেনা Q, দিয়ে সেবন করালেই যথেষ্ট।

ঋতু গোলযোগ—দুর্বল রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া জনিত স্বল্প ঋতু অথবা ঋতু লোপ ইত্যাদি লক্ষণেও ইহার ব্যবহার উপকার করে।

সেবন বিধি ও মাত্রা—দুর্বলতায় টনিক হিসাবে ব্যবহার করলে ইহার Q, ১০/১৫ ফোঁটা সামান্য উষ্ণ জলের সঙ্গে সেব্য রোজ দুই বার।

এজাডিরেক্টা ইণ্ডিকা (Azadirachta Indica)

পরিচয়—বাংলা নাম নিম। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ইহা জন্মে। ইহার ছাল, মূল, ফুল, ফল সবই ঔষধ প্রস্তুতির কাজে লাগে। নিম হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। ইহার উপকারিতা যথেষ্ট।

উপকারিতা—বৈকালিক জ্বর, বাতের বেদনায় উপকারী। পঞ্জরাস্থি, পৃষ্ঠ দেশ, স্কন্ধ দ্বয় এবং নিম্নাংগের বেদনা। উত্তাপ, খোঁচামারা ও কনকন বেদনায় বিশেষ করে তালু, হস্তাংগুলি ও পায়ের আংগুলের বেদনায়। মস্তিষ্কের দুর্বলতা, উঠতে গেলে ঘুরে পড়ে যায়, মূর্চ্ছার ভাব, মাথা কামড়ায়, মাথার ত্বকে স্পর্শ কাতরতা, চোখ জ্বালা করে, ডান চোখের তারায় বেদনা। অল্প অল্প শীতভাব সহ বিকালে জ্বর। মুখে হাতে ও পায়ে আগুনের মত উত্তাপ, দেহের উপরাংশে খুব ঘাম ইত্যাদি লক্ষণে ইহার Q যথেষ্ট উপকারী। নিম্নলিখিত রোগ লক্ষণে ইহার Q ব্যবহার করা যায়। (১) গলায় ও মুখের ভিতর রস থাকে, পিপাসা নেই অথচ মুখ চটচটে, বিস্বাদ, লবণাক্ত, লালা পড়ে, তিক্ত স্বাদ, বুক জ্বালা করে, মুখ দিয়ে জল উঠে। (২) পেট ফাঁপ, পেট ডাকে, নাভিতে খামচানো বেদনা এই জন্য উপুর হয়ে শুয়ে থাকে। (৩) প্রচন্ড কোষ্ঠ-কাঠিন্য, গুটলে গুটলে মল, মলত্যাগে পরিতৃপ্ত হয় না। (৪) রজ স্রাবে অনিয়ম, অল্প, জ্বালা যুক্ত, শ্বেত প্রদর এবং উদরে বেদনা, লচিয়া পড়া, প্রস্রাব গাঢ়, অল্প, জ্বালা যুক্ত, সাদা পরিষ্কার, পরিমাণে প্রচুর। (৫) চোখ জ্বলে, সামান্য সর্দিসহ চোখ লাল, কানে ভো ভো শব্দ, নাক দিয়ে কাঁচা জল পড়ে, মুখ চোখ নাক দিয়ে যেন আগুন বের হয়, মাথা ঘোরে, টনটন করে, দপ দপ করে, মাথা ঘুরালে ব্যথা, পিত্তাধিক্যের জন্য মাথা ধরা। (৬) জ্বর—বিকালে শীত শীত করে জ্বর আসে। বেলা ২/৩ টা হতে ৬টার মধ্যে জ্বর আসে। ৮/৯ টার মধ্যে কমে যায়। চোখ মুখ ও হাতের তালু জ্বলে যায়। (৭) শরীরের নানা স্থানে চুলকানি, উদ্ভেদ দেখা যায় না।

মাত্রা—Q ৫/৬ ফোঁটা করে প্রত্যহ তিন বার সেব্য সামান্য জল সহ।

ব্যাডিয়াগা (Badiaga)

পরিচয়—ইহার অপর নাম স্পঞ্জ। রিভার স্পঞ্জ বা স্পঞ্জিয়া পেলাষ্ট্রিস নামেও পরিচিত। ইউরোপ অঞ্চলে বদ্ধ জলাশয় জাত এক প্রকার স্পঞ্জ, অতি দুর্গন্ধ যুক্ত। শুষ্ক চূর্ণীকৃত স্পঞ্জ হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—সাধারণত সর্দি লেগে সে সমস্ত রোগ হয় এবং এমত অবস্থায় শরীরের কোন স্থানের গ্ল্যান্ডের প্রদাহ হলে ইহাতে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়। ইহা একটি এন্টি সোরিক ঔষধ এবং রক্তের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করে স্ক্রফুলার লক্ষণ সৃষ্টি করে। ইহা আভ্যন্তরিক এবং বাহ্যিক উভয় ভাবেই

ব্যবহার করা চলে। পেশী ও ত্বকের টাটানি ব্যথা, সামান্য নড়াচড়া করলে বেদনার বৃদ্ধি। রোগী গরমে ভাল থাকে কিন্তু শীত বা বর্ষা সহ্য করতে পারে না।

গ্ল্যান্ড ফোলা—গাল, গলা, ঘাড়, বগল কানের গোড়া এবং চোয়ালের বীচি ফোলা এবং বাগী ইত্যাদি লক্ষণে ভাল কাজ করে। এই জাতীয় রোগ লক্ষণ গণোরিয়া, সিফিলিস, প্লেগ প্রভৃতি যে কোন কারণেই হোক না কেন ইহাতে উপকার। পাথরের মত শক্ত থাকলে ইহার ব্যবহারে গ্ল্যান্ড নরম হয় এবং ধীরে ধীরে আরোগ্য হয়। গ্ল্যান্ডের আভ্যন্তরীণ এবং ইহার Q তুলার দ্বারা ফোলা স্থানে লাগালে শিঘ্র উপকার হয়।

বাগী—সিফিলিস বা গনোরিয়া জনিত বাগী, কুচকীর গ্লান্ড শক্ত ও ফোলা ইত্যাদিতে ইহার আভ্যন্তরীণ সেবন এবং Q বাহ্যিক লৈপন খুব উপকার করে।

সর্দিকাশি—কাশি, বিকালে বৃদ্ধি, গরম ঘরে উপশম বোধ। মুখ গহ্বর ও নাসারন্ধ্র হতে শ্লেষ্মার ডেলা লাফিয়ে পড়ে, হুপিং কফ রোগে ঘনঘন হলুদ বর্ণের শ্লেষ্মা নির্গত হয়। টাইফয়েড জ্বর লক্ষণ, হাঁপানির মত শ্বাসক্রিয়া, বুক, গ্রীবা এবং পিঠে প্লুরিসি রোগের ন্যায় খোঁচা মারা বেদনা। ঠান্ডা লেগে নাক দিয়ে জলের মত তরুণ সর্দি ঝরে, বার বার হাঁচি দেয় তৎসহ জ্বর জ্বর ভাব। এই প্রকার সর্দির সংগে হাঁপের টান, কষ্টকর শ্বাস প্রশ্বাস ইত্যাদি লক্ষণগুলো প্রকাশ পেলে ইহাতে উপকার। ইনফ্লুয়েঞ্জা, হুপিং কাশি এবং প্লুরিসিতে কনকনে বেদনায় ইহা খুবই উপকারী।

পরিচায়ক লক্ষণ—ঔষধটি নির্বাচন করার পূর্বে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলো ভাল করে বিবেচনা করে দেখা উচিত। মাথা—মনে হয় মাথাটি বড় হয়ে গেছে এবং ভার বোধ। কপালে বেদনা এই বেদনা চক্ষু গোলক পর্যন্ত প্রসারিত। বিকালে বৃদ্ধি। মাথায় খুসকী, মাথার ত্বকে জ্বালা পোড়া। মাথা ঘোরে, সর্দিভাব, বারবার হাঁচি দেয়, জলের মত স্রাব পড়ে এবং হাঁপানির ন্যায় শ্বাসক্রিয়া। চোখ—ডান চোখের স্নায়ু শূল বেদনা। চোখের নিচে নীলবর্ণের রেখা, চোখের গোলকে মাঝে মাঝে টাটানব্যথা। পাকস্থলীর মুখ গহ্বর নরম, অত্যন্ত পিপাসা, পেটে প্রচন্ড বেদনা, এ বেদনা মেরুদন্ড ও স্কন্ধদ্বয় পর্যন্ত প্রসারিত। মাসিক ঋতু—জরায়ুর অতি স্রাব, রাত্রি কালে বৃদ্ধি, মাথাটা যেন বড় হয়ে গেছে, স্তনে শক্ত টিউমার। হৃদযন্ত্র হৃদপিন্ডে অস্বস্থিকর বেদনা, আরষ্ট ভাব, সমগ্র বুকে যেন খোঁচামারা বেদনা। চর্ম—স্পর্শকাতর, চর্ম ফাঁটা ফাঁটা এবং চর্মে হাজা রোগ। পিঠ—ঘাড়ে এবং স্কন্ধাস্থিতে খোঁচামারা বেদনা। পিঠে, নিতম্বে এবং নিম্নাংগে খুব বেদনা। ঘাড় অত্যন্ত আড়ষ্ট। পেশী ও চর্ম বেদনা যুক্ত মনে হয় কেহ প্রহার করছে।

বিঃ দ্রঃ—স্ক্রফুলা ধাতুতে অনেক সময় ঘাড়ে, কানের গোড়ায় এবং চোয়ালের নিচে গ্লান্ড ফোলে। এই সব ক্ষেত্রে ইহার নিম্নশক্তি এবং Q আভ্যন্তরিণ ও বাহ্যিক ব্যবহার করলে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়। যদি ঘাড়ে ও চোয়ালের নিচে একাধিক ছোট বড় বেদনা যুক্ত গ্লান্ড স্ফীতির লক্ষণ দেখা যায় এবং অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় রোগ লক্ষণ বৃদ্ধি পায়, মাঝে মাঝে কম্পদিয়ে জ্বর আসে তবে সাইলেসিয়া ২০০ শক্তি এক মাত্রা দু এক দিন ব্যবহারের পর ফ্যাডিয়াগা Q ২/৩ ফোঁটা করে ব্যবহার করলে খুব তাড়াতাড়ি ফল পাওয়া যায়। এছাড়া ইহা অর্শ ও আঁচিলেও যথেষ্ট উপকার করে।

সেবন বিধি ও মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা সামান্য জলের সঙ্গে রোজ তিনবার সেব্য।

আমলকী (Amloki)

পরিচয়—ইহা আমাদের দেশের একটি সুপরিচিত ফল। বীজটি ছাড়িয়ে শুষ্ক আমলকী হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত। এই ফলের রাসায়নিক উপাদানের মধ্যে গ্যালিক এসিড, ট্যানিক এসিড, গঁদ, শর্করা, এলবুমেন এবং সেলুলোজ প্রভৃতি আছে। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে এই ফলের গুণ সম্পর্কে উল্লেখ আছে।

উপকারিতা—বৃটিশ ফার্মাকোপিয়ায় গৃহীত না হলেও পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, ক্ষুধা বৃদ্ধি করতে এবং পরিপাক শক্তির দুর্বলতা জনিত অজীর্ণতা নিরাময়ে ইহার Q মহা উপকারী। মূত্রাশয়ের উগ্রতা এবং মূত্র যন্ত্রের কাজে ইহা খুব উপকারী। মূত্র যন্ত্রের বিকারে এবং যন্ত্রণা যুক্ত প্রমেহ রোগে ইহার Q আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক ব্যবহার উপকারী। তলপেটে পট্টি বেধে রাখলে উপশম। মূত্রের সঙ্গে রক্ত স্রাব, বহুমূত্র, রোগীর নিরন্তর পিপাসা এবং রমণীদের শ্বেত প্রদর রোগে ভাল কাজ করে। শিশুদের কোষ্ঠকাঠিন্য রোগে বিশেষ ফলপ্রদ এছাড়া কোষ্ঠকাঠিন্য হেতু মাথার যন্ত্রণায় যথেষ্ট উপকারী। মাথায় দপদপানি ব্যথা, মাথা ধরা, নাক থেকে রক্ত স্রাব প্রভৃতি ক্ষেত্রে ফলদায়ক ঔষধ।

চুলের রোগ—ইহা চুলের জন্য একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার ব্যবহারে মাথার যন্ত্রণা, মাথার খুসকী, মাথার দাঁদ দূর করে এবং চুল মসৃণ ও কালো করে। তেলের সঙ্গে ইহার Q ব্যবহার করা যায়।

অম্লরোগ—ইহা এই রোগের মহা ঔষধ। যারা দীর্ঘ দিন পেটের রোগে ভুগে পরিপাক শক্তিহীন এবং জীর্ণ শীর্ণ হয়ে পড়েন তাদের পক্ষে ইহা পরম উপকারী।

মাত্রা ও সেবন বিধি—Q ৪/৫ ফোঁটা করে প্রত্যহ তিন বার সেব্য সামান্য জলের সঙ্গে মিশ্রিত করে।

অনন্ত মূল (Anautamul)

পরিচয়—ইহা এক প্রকার লতানে গাছে। আমাদের দেশে বন জংগলে প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। ইহার বেশ সুগন্ধ আছে। ইহার একটি বিশেষ

উপাদান কুমারিন (Coumarine)। এই কুমারিন উপাদান থাকার জন্য এই গাছে এক প্রকার সুগন্ধ পাওয়া যায় এবং ইহার স্বাদও মিষ্ট। ইহার লতা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—এই লতাগাছের যে যথেষ্ট ঔষধ গুণ আছে তা আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে স্বীকৃত। প্রখ্যাত ডাঃ ই. জে. ওয়ারনিং ইহার প্রশংসা করে বলেছেন যে, ধাতু দৌবল্য, উপদংশ, উপদংশ জাত চর্মরোগ, অজীর্ণ, বাত, ক্ষুধা হীনতা প্রভৃতি রোগে ইহা খুব উপকারী। এছাড়া ইহা একটি শক্তি বর্ধক টনিক। স্বল্প মূত্র, মূত্র কষ্ট, মূত্র পাথুরী প্রভৃতি রোগে ইহার Q বা মূলের চূর্ণ অতি উপকারী। অনন্ত মূল ভাল করে বেটে প্রত্যহ দুবার সেবন করলে পাথুরী রোগ আরোগ্য হয়। ইহার Q রমণীদের রক্ত প্রদরে উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা দ্বারা আমাশয় রোগের নিরাময় হয়। ধাতু দুর্বলতা, পারদ দোষ, বাত রোগ, নানা প্রকার চর্মরোগ, মূত্র পাথুরী প্রভৃতি রোগের উপকারী ঔষধ। ইহা যথারীতি সেবনে রক্ত দুষ্টি দূর করে নানাবিধ চর্মরোগ আরোগ্য করে।

মাত্রা ও সেবন বিধি—Q ৮/১০ ফোঁটা পর্যন্ত প্রত্যহ তিনবার সেব্য।

অপাং (Apang)

পরিচয়—ইহার ইংরাজী নাম এসাইর‍্যান থাস এসপেরা (Achyranthes Aspera)। ইহা এক প্রকার গাছড়া এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা যায়। ইহার গাছড়া হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—ইহার প্রধান উপকারিতা মূত্র গ্রন্থির গোলযোগ হেতু শোথ ও উদরী রোগে। ডাঃ ডাইমক বলেন, এই গাছড়ার ১ আঃ, ১০ আঃ জলে ১৫ মিঃ সিদ্ধ করে ঐ ক্বাথ ১ আঃ মাত্রায় যথারীতি সেবন করলে প্রচুর প্রস্রাব হয়ে শোথ রোগের আরোগ্য হয়। ইহার Q বিভিন্ন রোগে উপকারী। অর্শ ও ক্রিমি রোগে, নাক থেকে অনবরত নস্য বর্ণের শ্লেষ্মা নির্গমনে চোখ উঠার তরুণ অবস্থায়, কলেরার লক্ষণে, শোথ এবং রক্ত শ্রাবী অর্শে খুব উপকার পাওয়া যায়। বোলতা বা ভিমরুল বা কোন বিষাক্ত কীটে দংশন করলে ইহার Q বাহ্যিক ব্যবহার উপশম দান করে।

মাত্রা ও সেবন বিধি—Q ৩/৪ ফোঁটা করে প্রত্যহ ৪/৫ বার সেব্য।

বাবাচি (Babachi)

পরিচয়—ইহার বাংলা নাম লতা কস্তুরী। ইংরাজীতে বলে Psoralea Corylifolia. আয়ুর্বেদ মতে বাবাচি বা লতা কস্তুরি রক্ত দোষ ও বাত রক্ত রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। ভারতের সর্বত্র এই গাছ দেখতে পাওয়া যায়। ছোট ছোট তুলার বীজের ন্যায় বীজ জন্মে। বীজগুলো ঠিক গোল নয়, চেপটা। ইহা হতে প্রস্তুত তেল শ্বেত রোগ বা ধবল রোগের খুবই ভাল ঔষধ। কলকাতা ট্রপিক্যাল স্কুলে বাবাচি সম্বন্ধে গবেষণা চলছে এবং শ্বেত রোগে ইহার উপযোগিতা স্বীকৃত হয়েছে। এই হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—ইহা স্নায়ু সমূহের বল বিধায়ক রেচক বীর্যবর্ধক বাত রক্ত এবং কুষ্ঠ নাশক। আক্রান্ত স্থানে ইহার তেল লাগালে সামান্য উপদাহের সৃষ্টি হয় এবং স্থানটি লাল হয়ে ওঠে। সময় সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কাও সৃষ্টি হতে পারে কিন্তু ২/১ দিন ঔষধ প্রয়োগ বন্ধ রাখলেই চর্মের উপদাহ দূর হয়ে যায় পরে আবার ঐ তেল বাহ্যিক ভাবে লাগান যায়। হোমিওপ্যাথিক মতে ইহার মাদার টিংচার শ্বেত রোগে উপযোগী। এই ঔষধ কয়েকদিন ব্যবহার করলে সাদা দাগগুলো লাল বর্ণ হয়ে যায়। সময় সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কা জন্মে। কয়েক দিন ঔষধ লাগান বন্ধ রাখলেই উহা আবার চলে যায় তখন আবার ব্যবহার করতে হয়। ইহা ছাড়াও ঔষধটির সোরিয়াসিস নামক শুষ্ক চর্ম রোগে বাহ্যিক ভাবে ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়। ইহার ব্যবহারে ছুলি রোগ ২/৩ দিনের মধ্যে দূর হয়।

মাত্রা ও সেবন বিধি—Q বাহ্যিক ভাবে ব্যবহৃত।

বহেড়া (Bahera)

পরিচয়—সংস্কৃত নাম বিভীতক ইংরাজী নাম Terminalia Belliriea অথবা Myrobalam। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে হরীতকি, আমলকী ও বহেড়া ত্রিফলা নামে পরিচিত। ত্রিফলা, সংকোচক, মৃদু বিরেচক এবং বলকারক। কিন্তু হরীতকি আমলকীর সমপর্যায় ভুক্ত হলেও বহেড়ার কিছু কিছু বিশেষ গুণ আছে। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে উল্লেখ আছে বিভীতকং স্বাদু পাকং কষায়ং কফ পিত্তনুৎ। উগ্রবীর্যং হিমস্পর্শ ভেদনং কাশনাশ নম। অর্থাৎ বহেড়া বিপাক, কষায় রস, কফপিত্ত নাশক, উগ্রবীর্য শীতস্পর্শ, ভেদক এবং কাশনাশক। এই বহেড়া হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। ইহা হৃদরোগের একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ ইহার Q হৃদরোগের অসহ্য যন্ত্রণা দূর করে। হৃদরোগের সংঙ্গে শ্বাস কষ্ট দেখা দিলে অথবা যে কোন প্রকার শ্বাস কষ্টে ঔষধটি ভাল কাজ করে। কাশি, গলার মধ্যে সুর সুর করে শুষ্ক কাশি লক্ষণের ইহার Q বিশেষ উপকারী। স্বর ভংগ এবং গলক্ষতেও ইহা উপযোগী। স্বরভংগ এবং গলক্ষতে ঔষধটি আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ব্যবহার করা যায়।

মাত্রা ও সেবন বিধি—Q ৫/৬ ফোঁটা করে প্রত্যহ ৩/৪ বার সেব্য।

বালসামাম পেরুভিয়েনাম (Balsamum Peruvianum)

পরিচয়—বালসানাম অফ পেরু। আমেরিকার এক প্রকার গাছের আঠা। ইহা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—বায়ু নালীর সর্দিজ পীড়ায় প্রচুর পুঁজময় শ্লেষ্মা উঠতে থাকলে ইহা উপযোগী। দুর্বলতা ঘুষ ঘুষে জ্বর নাক দিয়ে প্রচুর ঘর্ম শ্রাব, একজিমার সঙ্গে বেদনা, পুরাতন পূতি গন্ধ সহ নাসিকার সর্দি, খাদ্য দ্রব্যও শ্লেষ্মা বমন, পুঁজময় ঘন সরের মত শ্লেষ্মা স্রাব, কাশিতে প্রচুর শ্লেষ্মা কিন্তু অতি সামান্য

উঠে। ব্রংকাইটিস ও থাইসিস রোগে পুঁজময় ঘন সরের মত শ্লেষ্মা উঠলে এই ঔষধটির Q মন্ত্রের ন্যায় কাজ করে। বুকের মধ্যে ঘড় ঘড় শব্দ অথচ অতি সামান্য উঠে। মূত্র অল্প যথেষ্ট শ্লেষ্মাময়, তলানি পড়ে, মূত্রাধারের সর্দি। পুরাতন ব্রংকাইটিসের মহা উপকারী। কোষ স্রাবে অতি দুর্গন্ধ, পচা গন্ধ সেপটিক জ্বর দুর্বলতা লক্ষণে ইহা উপযোগী। ইহার আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক এবং ষ্টিম অটোমাইজার নামক যন্ত্রের দ্বারা ধূম উৎপন্ন করে নিঃশ্বাস দ্বারা সেবন করা যায়।

অন্যান্য রোগের চিকিৎসা ঃ ক্ষত—কোন প্রকার চর্মরোগের সঙ্গে ক্ষত, ক্ষত হতে দুর্গন্ধ এবং পুঁজ পড়ে। আলসার টাইপ, স্তনের বোঁটায় ক্ষত, শয্যা ক্ষত পচা ক্ষত, হাজা পাকুই প্রভৃতি চর্ম রোগে Q ১৫/২০ ফোঁটা এক আঃ ভেসিলিনে মিশিয়ে ক্ষতে বাহ্যিক প্রয়োগ করলে দুর্গন্ধ দূর হয় এবং ধীরে ধীরে আরোগ্য হয়। খোঁস পাঁচড়াতে ইহার মলম উপকারী।

আমাশয়—রোগের পুরাতন অবস্থায় মলের সংগে দুর্গন্ধ যুক্ত পুঁজ রক্ত পড়ে বা অধিক পরিমাণে আম নির্গত হয়, এই ক্ষেত্রেও ইহা ভাল কাজ করে।

পুরাতন সর্দি—সর্দিতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ, নাক দিয়ে পচা গন্ধ বের হয়, কাছে বসতে ঘৃণা হয় এবং প্রচুর পরিমাণে ঘন সর্দি নাক দিয়ে বের হয়। নাসারন্ধ্রের মধ্যে চটা চটা ঘা বা ক্ষত থাকে।

মূত্র রোগ—পরিমাণে অল্প কিন্তু তলানি শ্লেষ্মায় পরিপূর্ণ।

থাইসিস ব্রংকাইটিস ও নিউমোনিয়া—এই সব রোগে আক্রান্ত রোগীদের ফুস ফুস হতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ, ঘন সবুজ বা হরিদ্রা বর্ণের পুঁজের মত বা মাখনের মত গয়ার উঠতে থাকে, জ্বর, রাত্রে ঘাম হয় ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে Q প্রযোজ্য। ইহার সর্দি খুব সরল, ঘড় ঘড়ে থাকে, রোগী কাশে, রাশি রাশি গয়ার উঠে। কাশতে কাশতে অনেক সময় শ্লেষ্মা ও ভুক্ত দ্রব্য বমি হয়।

মাত্রা ও সেবন বিধি—Q ৪/৫ ফোঁটা করে সামান্য জলের সংগে ২/৩ ঘন্টা অন্তর সেব্য।

ব্যাপটেসিয়া (Baptisia)

পরিচয়—ইহার অপর নাম ব্যাপটিসিয়া টিংটোরিয়া, বন্য নীল। আমেরিকার বন্য নীল জাতীয় এক প্রকার গাছ জন্মে। ইহার মূল ও ছাল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—টাইফয়েড, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি রক্ত দোষ জনিত রোগ এবং শরীর হতে নিঃসৃত কোন স্রাবে অত্যন্ত দুর্গন্ধ থাকলে ইহার ব্যবহার খুবই উপকার করে। শ্লেষ্মা এবং রস প্রধান ধাতু প্রকৃতি ব্যক্তিদের উপর ভাল কাজ

করে। ঔষধটি রক্তের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করে রক্ত বিকৃতি করে টাইফয়েড লক্ষণ সৃষ্টি করে। মুখে, গলায়, অন্ত্রে এবং মিউকাস মেব্রেনে ক্ষত হয়, মোটর এবং সেন্সরি নার্ভ আক্রান্ত হয়ে অংগ সঞ্চালন এবং জ্ঞান উভয়েরই পক্ষাঘাত ও দুর্বলতা সৃষ্টি করে।

চারিত্রিক লক্ষণ—(১) দুর্বলতা তৎসহ অনির্দিষ্ট ক্ষীণ জ্বর, রক্ত দুষ্টি, ম্যালেরিয়া বিষের আক্রমণ এবং কষ্টকর যন্ত্রণার অনুভূতি। (২) মাংস পেশীর অত্যন্ত বেদনা, টাটানি, স্রাব মাত্রেই দুর্গন্ধ ইহা সব ক্ষেত্রেই থাকবে। সর্ব প্রকার স্রাবে দুর্গন্ধ যথা নিশ্বাস, মল, মূত্র, ঘাম। (৩) মানসিক অবস্থা—কোন ভাষায় চিন্তা করতে পারে না, কোন কাজে মনোযোগ আসে না। মনে করে সে যেন দু জন হয়ে গেছে। (৪) দাঁতে ও জিহ্বায় ময়লা জমে, মাথা ভারী এবং স্পর্শ জ্ঞান শূন্য, শূন্য দৃষ্টি, কেবল তরল পদার্থ পান করতে পারে। মল অতি দুর্গন্ধ, কালো, পাতলা এবং রক্তাক্ত। (৫) শ্বাসরোধের ভয়ে ঘুমাতে ভয় পায় এই জন্য ঘুম হয় না। হাত পায়ে টাটানি ছড়ে যাবার মত বেদনা। যে পাশে শয়ন করে সেই পাশেই ভয়ানক ব্যথা অনুভব করে। (৬) টাইফয়েড বা ঐ জাতীয় জ্বরে শরীরের উত্তাপ সহ মস্তিষ্কে অবসন্ন ভাব, পেট ফাঁপ কিন্তু পেট টিপলে নরমবোধ, পেটের ভিতর গড় গড় শব্দ। (৭) বৃদ্ধদের আমাশয়ে এবং শিশুদের উদরাময়ে মলে খুব দুর্গন্ধ।

অন্যান্য রোগ লক্ষণের চিকিৎসার—টাইফয়েড জ্বর—টাইফয়েড জ্বরে ইহার Q উপকারী। ডাঃ লিপি বলেছেন টাইফয়েড রোগীর কোন ঔষধে ভাল কাজ না করলে তাকে সালফারের মত মধ্যে মধ্যে এক মাত্রা ল্যাকেসিস দিবে।" আজকাল অধিকাংশ রোগীর টাইফয়েডে কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে। যদি দেখা যায় রোগীর গায়ে ১০২ হতে ১০৩°/১০৪° পর্যন্ত জ্বর আছে, সংগে কোষ্ঠ-কাঠিন্য বা উদরাময় লক্ষণ আছে, পেটফাঁপ আছে এবং তৎসহ মস্তিষ্কের লক্ষণও বর্তমান তবে আর কালবিলম্ব না করে ইহার Q সামান্য জলের সঙ্গে প্রতি দু/এক ঘন্টা অন্তর দিলে খুব উপকার পাওয়া যায়।

মুখের ক্ষত—মুখে, দাঁতে, গলায়; এমন কি ডিপথিরিয়ায়—ঘায়ে অত্যন্ত দুর্গন্ধ থাকলে এবং ক্ষত-স্থানে ঘোর লালবর্ণ দেখালে, দেখলে মনে হয় কতো যেন ব্যথা কিন্তু ব্যথার লেশমাত্র নেই ইত্যাদি লক্ষণে ইহা উপযোগী।

প্রস্রাব—স্বল্প এবং লালবর্ণের, ভয়ানক দুর্গন্ধ যুক্ত। এছাড়া ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে উচ্চ তাপমাত্রা মস্তিষ্ক লক্ষণ এবং মল ও প্রস্রাবে দুর্গন্ধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহা উপকারী।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা দিনে ৪ বার।

ব্যারোস্‌মা ক্রিনেটা (Barosma Crenata)

পরিচয়—ইহার অপর নাম বুচু (Buchu)। এক প্রকার গাছ ইহার শুষ্ক পাতা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—মূত্র যন্ত্রের বা জনন ইন্দ্রিয়ের কোন পুরাতন রোগে পুঁজের মত শ্লেষ্মা নির্গত হতে থাকলে ইহার Q বিশেষ উপকারী। কিডনী ও মূত্রনালীর মিউকাশ মেম্ব্রেনের পুরাতন প্রদাহ প্রস্রাব সহ প্রচুর পরিমাণ শ্লেষ্মা নির্গত হয়। পুরাতন প্রমেহ এবং প্রচেষ্ট গ্লান্ডের পীড়াজনিত অসাড়ে শুক্র ক্ষরণ বা স্রাবনিঃসরণ, প্রস্রাব দ্বার দিয়ে ভয়ানক জ্বালা যন্ত্রণাসহ পাথুরীর মত কোন প্রকার পদার্থ নির্গমন, শ্বেত প্রদর, মূত্র থলীতে বেদনা এবং মূত্রনালীর সংকোচনে উপকার সাধন করে। জনন ইন্দ্রিয় এবং মূত্র যন্ত্রের উপর বিশেষ ক্রিয়া। মূত্রের সঙ্গে শ্লেষ্মা ও পূজময় পদার্থ নির্গত হলে ইহার ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন। প্রদর স্রাবেও ভাল কাজ করে।

মাত্রা ও সেবন বিধি—Q ৪/৫ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৪/৫ বার।

ব্যারাইটা মিউরিয়েটিকা (Baryta Muriatica)

পরিচয়—ইহার অপর নাম বেরিয়াম ক্লোরাইড। ইহা ব্যারাইটা কার্ব সহ হাইড্রোক্লোরিক এসিড যোগে প্রস্তুত। ইহার ৯ ভাগ ঔষধ এবং এক ভাগ ডিষ্টিলড্ ওয়াটার সহ মাদার সলিউশন প্রস্তুত হয়। ইহার ট্রাইটুরেশন বা মাদার সলিউশন ব্যবহৃত হয়।

উপকারিতা—ইহা পরিপাক যন্ত্রের উপর ভাল কাজ করে। ভেদ বমি, বমি বমি ভাব, উকি ওঠা, পেট বেদনা এবং পেশী ও সন্ধির উপর ক্রিয়া প্রকাশ করে অংগ প্রত্যংগাদিকে সরল ও শক্ত করে। ইহাতে শরীরের লাল রক্ত কণিকা সমূহের হ্রাস ও শ্বেত কণিকার বৃদ্ধি করে, এই জন্য রোগীর চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে যায়। ইহার একটি বিশেষ লক্ষণ আছে—কোন কিছু পান বা আহার করার সময় অন্ননালীর মুখ সংকোচিত হয়ে আসে ফলে গিলবার সময় ব্যথা পায় এবং মনে হয় গলার নালীর মধ্যে কোন কিছু আটকে আছে।

রোগের চিকিৎসা—পাকস্থলীর রোগ—পুরাতন পীড়ায় উদরের উপর অংশে খালি খালি ভাব ইহা একটি, সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ। উদগার, বমন, মনে হয় মাথার দিকে উত্তাপ উঠছে। তলপেটে বেদনার অনুভূতি। খেতে ইচ্ছা করে না, পেটে জ্বালা পোড়া ভাব। মনে হয় কেমন একটা গরম ভাব পেট হতে বুকে এবং মাথার দিকে উঠছে।

গ্ল্যান্ড ফোলা—ঘাড়ের, কর্ণমূলের, নিম্ন চোয়ালের এবং কুচকী ফুলে, শক্ত হয়ে যায়। কোন কোন সময় আলজিভ বাড়ে, টনসিল ফোলে এবং বড় হয়, এই জন্য কোন কিছু গিলতে কষ্ট, ঠান্ডা লেগে রোগের উৎপত্তি। যে সকল লোকের বার বার টনসিল ফোলে, টনসিল পাকে, পুঁজ হয় তাদের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী। বহু দিনের পুরাতন টনসিল হইতে আরোগ্য লাভ হয়। টনসিল দ্বয় বৃদ্ধির জন্য কোন কিছু গিলতে খুব কষ্ট হয়, কর্ণনালীর আংশিক পক্ষাঘাত। বার বার হাঁচি দেয়।

কানের রোগ—কানের মধ্যে ভোঁ ভোঁ সোঁসোঁ শব্দ। দুর্গন্ধ যুক্ত পুঁজ নির্গত।

প্রস্রাবের রোগ—মূত্রে ক্লোরাইডের অংশ কম এবং ইউরিক এসিড খুব বেশী।

শ্বাসযন্ত্রের রোগ—ব্রংকাইটিস, বুকে শ্লেষ্মা ঘড় ঘড় করে, তুলতে পারে না।

পক্ষাঘাত—আক্রান্ত অংশ অসাড়, কোন বোধ শক্তি নেই, দেহ খুব ঠান্ডা।

জনন ইন্দ্রিয়ের পীড়া—স্ত্রী বা পুরুষের কামোন্মাদ ভাব।

মাত্রা ও সেবন বিধি—১x, ৩x, ৩/৪ ফোঁটা করে এক ঘন্টা অন্তর সেব্য।

বাসক (Basak)—Justicia Adhatoda

পরিচয়—ইহার অপর নাম জাষ্টিসিয়া এঢাটোডা। বাংলায় ইহাকে আবার শ্বেত বাসক বলা হয়। বাসক দু প্রকার শ্বেত বাসক Justicia Adhatoda, এবং রক্ত বাসক Justicia Rubram আমাদের দেশের অতি সুপরিচিত গাছ। এই গাছের পাতা এবং ছাল হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। প্রাচীন আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে ইহার ঔষধ গুণ পরীক্ষিত।

উপকারিতা—শ্বাসযন্ত্রের পীড়ায় ইহা উৎকৃষ্ট। সর্দি, কাশি, ব্রংকাইটিস, নিউমোনিয়া, থাইসিসের প্রথমাবস্থায় রক্ত পিত্ত, জ্বর, স্বর ভংগ, ইনফ্লুয়েঞ্জার পরবর্তী কাশি এবং শীত কালিন কাশিতে বিশেষ উপকার। শিশুদের হুপিং কাশিতে যেখানে কাশতে কাশতে শিশুর দম আটকে যায়, শরীর শক্ত হয়ে আসে, দেহের রঙ নীলবর্ণ হয় এবং বমি হয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন। বুকে শ্লেষ্মায় পরিপূর্ণ, গলায় ঘর ঘর শব্দ, সামান্য গয়ার উঠে ইত্যাদি ক্ষেত্রে ও মহা উপকারী। ইহার রোগী একটুতেই রেগে যায়, মেজাজ ভাল থাকে না। তরুণ অবস্থায় শ্বাসযন্ত্রের সর্দির লক্ষণে খুব উপকারী। মাথায় উত্তেজনা প্রবণতা বাহ্যিক কারণে উত্তেজিত হয়। মস্তক উষ্ণ, পূর্ণ, ভারী তৎসহ প্রচুর অশ্রু পাত, সর্দি প্রচুর, তরল, অবিরত হাঁচি, গন্ধ ও স্বাদ পায় না। কাশির সঙ্গে সর্দি। গলায় বেদনা এবং ঢোক গেলার সময় এই বেদনা, চটচটে সর্দি মুখ গহ্বর শুষ্ক। বুকের মধ্যে সমস্ত বুক জুড়ে শুষ্ক কাশি। স্বর ভংগ, স্বর যন্ত্রের বেদনা। কাশির সঙ্গে হাঁচি, শ্বাসকষ্ট, বুকে টানটান ভাব। বদ্ধ ও উষ্ণ ঘরে থাকতে পারে না। হুপিং কাশির মহা উপকারী ঔষধ। রক্ত পিত্তে, পিত্ত শ্লেষ্মা যুক্ত জ্বরে, পুরাতন ও মৃদু জ্বরে, অর্শরোগে বাসক যথেষ্ট উপকারী।

মাত্রা ও সেবন বিধি—Q ৪/৫ ফোঁটা করে ২ ঘন্টা অন্তর সেব্য।

বেলেডোনা (Belladonna)

পরিচয়—ইউরোপের এক প্রকার ক্ষুদ্র গাছ। এই গাছের মূল হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

প্রধান চারিত্রিক লক্ষণ—(১) অতি সামান্য ঠান্ডায় সর্দি হয়। (২) বেদনার ভাব হঠাৎ আসে আবার হঠাৎ চলে যায়। (৩) চোখ মুখ লালবর্ণ, মাথা ভারী, ঘাড়ের দুটি ধমনি দপদপ করে। (৪) শিশুদের দন্ত উদগমন কালে জ্বর। মাথা গরম, পা ঠান্ডা। (৫) চর্ম চকচকে লালবর্ণ, মসৃণ, গরম, জ্বালাযুক্ত, সামান্য স্ফীতিভাব। তলপেটে ডান কুচকীর উপরে তীব্র বেদনা। মাথা নিচু করলে মাথা ঘোরে। (৬) জ্বর বিকার উগ্র মূর্তি ধারণ করে, মারে, কামড়ায়, জিনিস পত্র ভাংগে, হাসে, দাঁত কড়মড় করে, কল্পিত বস্তু দেখে ভয় পায়, ভূত কালো কুকুর, বিকট মুখ, নানা প্রকার কীট পতংগ দেখে, ঘুম আসে কিন্তু ঘুমাতে পারে না, চোখের মনি প্রসারিত। (৭) রমনীদের শিঘ্র শিঘ্র ঋতু আরম্ভ হয়, অধিক পরিমাণে স্রাব তৎসহ কালো চাপ, রক্ত গরম, বেদনা সহ স্রাব। (৮) শরীরের কোন অংশে রক্তাধিক্য ভাব, দাঁতে মাড়ি ফোলা, কানের গোড়ার বীচি ফোলা। লেবু ও টক দ্রব্য খেতে চায়। রক্তাধিক্য বশত চোখ ঘোর লালবর্ণ এবং চোখের যন্ত্রণা।

অন্যান্য রোগচিকিৎসা—জ্বর—অতি উচ্চ উত্তাপের মধ্যেও রোগীর জ্ঞান টনটনে থাকে কোন বৈলক্ষণ ঘটে না। জ্বালাকর, দাহকর উত্তাপ যেন ধোঁয়ার মত উঠতে থাকে কিন্তু পদতল বরফের মত শীতল। দৃশ্যমান ধমনীগুলো ফুলে উঠে। গায়ে ঘর্ম কিন্তু মস্তকে ঘাম নেই, জ্বরে পিপাসা নেই। বেলেডোনা জ্বর (Continued Fever) বা টাইফয়েড জ্বরে আদৌ উপযোগী নয়। স্বল্প বিরাম জ্বরে তৎসহ প্রচন্ড যন্ত্রণাদায়ক কষ্ট ভাব হঠাৎ আসে আবার হঠাৎ কমে যায়। রোগীর চোখমুখ থমথমে, লালবর্ণ, গায়ের তাপমাত্রা বেশী হয়, মধ্যে মধ্যে ঘাম হয়। রোগী যে দিকে চেপে শোয় সেই দিকেই ঘাম বেশী হয়, কিন্তু উক্তপ্রকার ঘাম হয়েও জ্বরের উপশম হয় না। প্রদাহ যুক্ত জ্বর যেমন কান, গলা ও কুঁচকি ফুলে জ্বর হয়। জ্বর বিকারে ইহা উপযোগী।

প্রদাহ জনিত রোগ—ফোঁড়া, বাগী, কুচকী ইত্যাদি প্রদাহে ইহা উপকারী। আক্রান্ত স্থান চকচকে, তেলের মত, গরম, রক্তবর্ণ, জ্বালাপোড়া ভাব ইত্যাদি লক্ষণে ইহা ব্যবহার করা যায়। বেলেডোনা প্রদাহের প্রথমাবস্থায় ব্যবহৃত হয় কিন্তু সেই প্রদাহিত স্থানে পুঁজ হলে তখন লক্ষণানুসারে মার্কুরিয়াস, হিপার, সাইলেসিয়া, মাইরিসটিকা ব্যবহার করা যায়।

শিশু উদরাময় ও আমাশয়—মল পাতলা ও সবুজ বর্ণের বা খড়ি মাটির ন্যায় সাদা, শুধু রক্ত মিশ্রিত আম, চটচটে আম, সাদা সাদা আম প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের মল হতে পারে। মলে টক বা পচা গন্ধ থাকে পরিমাণে অল্প, কখনো অসাড়ে হয়, কুন্থন খুব বেশী। শিশু শিহরে উঠে। উদরাময়ের সঙ্গে গা বমি বমি, উকি ওঠা, জ্বর পিপাসা থাকে ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত উদরাময় বা আমাশয়ে ইহার Q বিশেষ উপকারী। পেটের বেদনায় ইহা উপকারী। বেদনা থেমে থেমে

হয়। বিকার খুব জোরে আসে আবার কমে যায়। সামান্য চাপ দিলে ব্যথা বা যন্ত্রণা বাড়ে। বেদনার সময় ডান কুক্ষি দেশ হতে বাম কুক্ষি পর্যন্ত বৃহৎ অন্ত্রের ট্রান্সভার্স কোলন ফুলে ওঠে বরং প্রচন্ড বেদনায় অস্থির হয়ে পড়ে।

পাকস্থলীর প্রদাহ—পাকস্থলীর বেদনায় ও শূল বেদনায় ইহার Q ভাল কাজ করে। বেদনা সবিরাম, থেমে থেমে আসে। হঠাৎ আসে আবার হঠাৎ চলে যায়। ইহার বেদনায় রোগী কুঁজো হয়ে পড়ে না বরং পিছনে বেঁকে পড়ে। বেদনা মেরুদন্ডের ভিতর দিয়ে কাধ পর্যন্ত চলে আসে।

চোখের প্রদাহ—চোখের ভিতরটা রক্তের মত লাল বর্ণ, যন্ত্রণা, জল পড়া, চিড়িক মারা, কড়মড় করা তৎসহ মাথার যন্ত্রণা থাকলে Q উপকারী।

স্ত্রীরোগ—ঋতু স্রাব অনিয়মিত, উজ্জ্বল লাল রঙের তরল রক্তের সঙ্গে চাপচাপ জমা রক্ত স্রাব গরম। তাতে অত্যন্ত আঁসটে গন্ধ বা পচা গন্ধ। ইহার বেদনা রক্ত জনিত কারণে। এই বেদনা পেট হতে আরম্ভ হয়ে কোমর পর্যন্ত চলে আসে। তরল রক্তের সঙ্গে চাপ চাপ রক্তও থাকে। রক্ত প্রদরে প্রথমে খুব কিছুটা তাজা তরল রক্ত পরে চাপ চাপ রক্ত পড়ে তারপর বেদনার প্রশমিত। বেদনার এই বিরাম কালে জরায়ুর মধ্যে আবার রক্ত চাপ চাপ সৃষ্টি হতে থাকে এবং আবার বেদনা আরম্ভ হয়। রক্ত স্রাবের পর বেদনা কমে যায় এই ভাবে ক্রমাগত চলতে থাকে। মোটা স্থূলকায় রমণীদের পক্ষে এই ঔষধ উপযোগী অধিক।

ডিম্বকোষের প্রদাহ—বিশেষ করে ডান দিকের ডিম্বকোষে (ovary) প্রদাহ, অত্যন্ত যন্ত্রণা, টাটানি ব্যথা। এইরূপ বেদনার পর ঋতু নিঃসরণ হলে Q উপযোগী। শুধু ডিম্বকোষের প্রদাহ নয়, জরায়ুর প্রদাহ ও বেদনায় ইহা খুব উপকারী।

টনসিল প্রদাহ—টনসিল অর্থাৎ আলজিভের দুপাশের গ্ল্যান্ড ফুলে উঠে, অত্যন্ত যন্ত্রণা আক্রান্ত স্থান টকটকে লাল তৎসহ মাথা ব্যথা জ্বর ইত্যাদি উপসর্গ থাকলে ইহা ব্যবহার করা প্রয়োজন। মনে রাখতে হবে বেলেডোনার যে কোন প্রদাহ ও বেদনা হঠাৎ আসে আবার হঠাৎ চলে যায়। ক্রমাগত এই অবস্থা চলতে থাকে।

কাশি—বেলেডোনার কাশি শুষ্ক আক্ষেপিক এবং অত্যন্ত কষ্টকর। কাশতে কাশতে দম আটকে যায়। গলা ব্যথা করে, গরম বোধ হয়। স্বর বন্ধ হয়ে আসে কুকুরের ডাকের মত কাশির শব্দ। সর্বদাই মনে হয় গলায় কিছু আটকে আছে। রাত্রে শুলে পর কাশির বৃদ্ধি হুপিং কাশিতে গলায় বেদনা বোধ হয় ছেলেমেয়েরা কাশির পূর্বে কাঁদে। জ্বর প্রদাহ প্রভৃতি তরুণ পীড়ায় উপকার না হওয়া পর্যন্ত ইহা বার বার ব্যবহার করতে হয়।

মাত্রা ও সেবন বিধি —Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার।

বেলিস পিরিনিস (Bellis Perennis)

পরিচয়—ইহা এক জাতীয় বাৎসরিক গাছড়া। ইউরোপ মহাদেশেই জন্মে, পুষ্প উদ্গম কালে সংগ্রহ করে সমস্ত গাছড়াটিই সরস অবস্থায় মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। ইহার অপর নাম ডেইজি।

উপকারিতা—ঔষধটি রক্ত কোষের পৈশিক তন্তু সমূহের উপর কাজ করে। অত্যধিক পৈশিক টাটান ঘিজ্জতা যেন মচকে গেছে, উপ আঘাতের ফলে শিরা স্ফীতি। স্নায়ু সমূহে আঘাত লাগার পর তীব্র টাটান ব্যথা। শীতল জলে স্নান সহ্য করতে পারে না। হস্ত মৈথুনের মন্দ ফল। মচকে যাওয়া ও ছড়ে যাওয়ার উৎকৃষ্ট ঔষধ। সর্ব অঙ্গে স্ফোটক। বস্তি প্রদেশে ব্যথা এবং ছড়ে যাবার মত যন্ত্রণা। রস সঞ্চয়, রক্ত সঞ্চালনে ব্যথা এবং স্ফীতি। বাত রোগ। জড়ুলে ইহার Q বাহ্যিক ব্যবহারে উপকার।

অন্যান্য রোগ চিকিৎসা—মাথার যন্ত্রণা—বৃদ্ধদের মাথা ঘোরা মাথার পশ্চাৎ ভাগ হতে মস্তক শীর্ষ পর্যন্ত শিরপীড়া। মনে হয় মাথাটি সংকুচিত হচ্ছে। ছড়ে যাওয়ার ন্যায় বেদনা মস্তক ত্বক ও পিঠের উপর চুলকানি। গরম জলে ও বিছানার উত্তাপে বৃদ্ধি এই সব লক্ষণে Q উপকারী।

রমণীদের পীড়া—স্তনদ্বয় ও জরায়ুতে রক্তাধিক্য। গর্ভাবস্থায় শিরা সমূহ ফুলে উঠে মনে হয় ভেসে আছে। গর্ভাবস্থায় হাঁটতে পারে না। তলপেটের পেশীগুলোতে খজ্জতা বোধ। জরায়ুতে প্রচন্ড ভাবে মোচড়ানো ব্যথা। তলপেটের চামড়ায় ও জরায়ুতে বেদনা, প্লীহায় খোঁচামারা ব্যথা, প্লীহা স্ফীত ও বেদনাযুক্ত। হরিদ্রাবর্ণের বেদনা হীন উদরাময়। তলপেট বায়ুতে পূর্ণ যেন গড় গড় শব্দ হচ্ছে।

চর্মরোগ—স্ফোটক, কালো শিরা, স্ফীতি তৎসহ অত্যন্ত স্পর্শকাতরতা, আঘাতের ফলে শিরায় রক্ত জমা। শিরাস্ফীতি, উহাতে ছড়ে যাওয়ার ন্যায় বেদনা। চর্মের এখানে সেখানে স্ফীতি ভাব, রসঃ প্রষেক বয় ব্রণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার Q উপকারী।

হাত পায়ের প্রদাহ—সন্ধি স্থানে টাটানি, পেশিতে ভয়ানক ব্যথা। পিঠ এবং উরুর পশ্চাতে চুলকানি। উরুর পশ্চাৎ ভাগের নিচে বেদনা। হাতের কবজিতে সংকোচন বোধ যেন ফিতা দিয়ে বাধা আছে। মচকানো স্থানে ভীষণ ব্যথা।

বিঃ দ্রঃ—Q শরীরের সমস্ত স্থানের ফোঁড়ায় উপকারী। মচকানো ও থেৎলানো ব্যথায় ইহা আর্ণিকা অপেক্ষাও উপকারী।

মাত্রা ও সেবন বিধি—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার।

বার্বেরিস একুইফোলিয়াম (Berberis Aquifolium)

পরিচয়—এক প্রকার গুল্ম। ইহার মূল ও ছাল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। ইহার অপর নাম পার্বত্য আংগুর Mountain Grape। মাহোনিয়া অন্য আর একটি নাম।

উপকারিতা—ঔষধটি চর্মরোগ, পুরাতন সর্দি এবং সিফিলিসের দ্বিতীয় অবস্থায় ব্যবহৃত হয়। শরীরের খাদ্য রূপান্তর ক্রিয়ার অসম্পূর্ণতার জন্য যকৃতের ক্রিয়া হীনতা, অবসন্নতা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দিলে ইহা গ্রন্থি সমূহকে উত্তেজিত করে এবং পরিপোষণ ক্রিয়ার উন্নতি ঘটায়।

অন্যান্য রোগ চিকিৎসা—চর্মরোগ—চর্মে ফুসকুড়ি, উহা শুষ্ক, কর্কশ এবং আঁইশযুক্ত। মাথার উপর উদ্ভেদ, মুখমন্ডল ও গলা পর্যন্ত নেমে আসে। স্তনের অর্বুদ তৎসহ বেদনা। সোরাইসিস, বয়ব্রণ, বিচর্চিকা, গ্রন্থিসমূহের স্ফীতি ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী।

পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগ—জিহ্বায় ঘন প্রলেপ, হরিদ্রাবর্ণের বাদামীবর্ণ মনে হয় জিহ্বার উপর ফোসকা উঠেছে। পাকস্থলীর জ্বালা পোড়া, খাবার পরে বমি বমি ভাব। পিত্ত প্রধান হেতু শিরপীড়া, মাথার উপর পীড়কা সৃষ্টি। আঁইশযুক্ত একজিমা, মনে হয় কানের উপর একটা ফিতা বাধা আছে। মুখমন্ডলে বয়ব্রণ, চাকা চাকা উদ্ভেদ এবং পীড়কা। ইহার Q নিয়মিত সেবনে মুখমন্ডল পরিষ্কার করে দেয়। প্রস্রাবে যন্ত্রণা সূঁচিভেদ্য খিলধরা বেদনা। মূত্রে যথেষ্ট শ্লেষ্মা, উহা উজ্জ্বল লাল বর্ণ এবং ময়দার মত তলানি পড়ে।

পরিচায়ক লক্ষণ—(১) সেকেন্ডারী সিফিলিস, (২) পৈত্তিক শিরপীড়া (৩) কানের উপর কিছু বাঁধা আছে এমন অনুভব। (৪) জিহ্বায় পুরু ময়লা, (৫) পাকস্থলীতে জ্বালা, (৬) আহারের পর গা বমি বমি এবং ক্ষুধা, (৭) প্রস্রাবে ঘন শ্লেষ্মা, সূঁচ ফুটানো ব্যথা, ময়দার মত তলানি, (৮) শুষ্ক একজিমা, ঘামাচির মত উদ্ভেদ, মাথার উপর উদ্ভেদ এবং উহামুখে ঘাড়ে বিস্তৃত, সোরাইসিস, বুকে টিউমার ইত্যাদি লক্ষণে ইহার মাদার টিংচার বিশেষ ফলদায়ক।

মাত্রা ও সেবন বিধি—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে দুঘন্টা অন্তর।

বার্বেরিস ভলগারিস (Berberis Vulguris)

পরিচয়—ইহার অপর নাম বারবেরি। এক প্রকার গাছড়া ইউরোপ অঞ্চলে জন্মে। ইহার মূলের ছাল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

পরিচায়ক প্রধান লক্ষণ—লক্ষণ সমূহ দ্রুত পরিবর্তিত হয়। বেদনার স্থান এবং প্রকৃতি পরিবর্তন করে। শিরামন্ডলের উপর গভীর ক্রিয়া প্রকাশ করে। বস্তি গহ্বরে রক্ত সঞ্চয় হয়, অর্শরোগ দেখা যায়, লিভার এবং বাত রোগ তৎসহ

মূত্রযন্ত্রের বিকৃতি, অর্শবলী এবং ঋতুর গোলযোগ। বেদনা কোন স্থান হতে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। মনে হয় একটা কসা টুপি সারা মাথাটিকে চেপে আছে। প্রাতকালীন আহারের পূর্বে বমি বমি ভাব। মল মাটির মত বর্ণ। মূত্রে লাল বর্ণ বা ময়দার মত তলানি পড়ে। মূত্রকালে উরু ও কটিতে বেদনা। নখের নীচে স্নায়ুশূল বেদনা। চর্মে চুলকানি, হাতে এবং গুহ্যদ্বারে একজিমা। একজিমার পরে বিশেষ স্থানটি একটি বিশেষ রঙ ধারণ করে। পুরাতন গ্রন্থিবাত পীড়িত ব্যক্তির মূত্র গ্রন্থিতে বেদনা। কিডনী এবং মূত্রাধারের রোগে, পিত্তশিলা রোগে এবং মূত্রাশয়ের সর্দি রোগে ঔষধটি ভাল কাজ করে। পিত্ত নিঃসরণ বৃদ্ধি করে। মূত্র সংক্রান্ত গোলযোগের সঙ্গে সন্ধিবাত রোগে ইহার Q খুব উপকারী। বাতের বেদনা স্থান পরিবর্তন করে, চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ঔষধটি মোটাসোটা ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

রোগ চিকিৎসা—কিডনীর রোগ—এই রোগের সঙ্গে কোমরে ভয়ানক ব্যথা থাকে। এই ব্যথার যন্ত্রণায় বসতে পারে না, শুতে পারে না। সকালের দিকে বেদনা বেশি এবং উহা কখনো কখনো উরুদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। কিডনী অঞ্চলে বুদ্‌বুদ্ করে যেন জল জমে আছে। মূত্রনালী হতে মূত্র থলী পর্যন্ত বেদনা, কাটা ছেড়ার ন্যায় বেদনা। প্রস্রাবের পূর্বে, পরে এবং সময় জ্বালা পোড়া ভাব। যে কোন রোগে এই লক্ষণটি থাকলে ইহার Q মন্ত্রের মত কাজ করে।

লিভারের রোগ—ডান দিকের পাঁজরার নিম্নভাগে খোঁচা মারা বেদনা। লিভারের স্থান হতে বেদনা উঠে যেন পাঁজরার মধ্যে খোঁচে আবার কখনো ঐ বেদনা পেটের মধ্যে আসে। লিভারের রোগের সঙ্গে যদি প্রস্রাবের লক্ষণটি থাকে তবে ইহার Q অব্যর্থ ঔষধ।

মূত্র ও পিত্ত পাথরী—পিত্ত পাথরী এবং মূত্র পাথরী উভয় বিধ পাথরী রোগে ইহা উপকারী। বেদনা কিডনী হতে আরম্ভ হয়ে পায়ের দিকে নেমে আসে। রোগী বার বার প্রস্রাব করে এবং প্রস্রাব ত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করে। অন্ত্র আবরণীর প্রদাহ, জরায়ু প্রদাহ। কিডনী প্রদাহ যাই হোক না কেন যদি নিম্ন লিখিত লক্ষণগুলো থাকে তবে ইহার Q ব্যবহার একান্ত দরকার। (১) কিডনী হতে মূত্র থলি পর্যন্ত কাটা ছেড়ার মত বেদনা। টিপলে বেদনার বৃদ্ধি, যকৃত হতে পিত্তরস নিঃসরণ ক্রিয়ার হ্রাস। (২) বাম কিডনী হতে বেদনা আরম্ভ হয়ে ইউরেটারের মধ্য দিয়ে মূত্র থলি এবং সেখান হতে ইউরেথ্রায় প্রসারিত। (৩) কোমরে ভয়ানক ব্যথা, কোমরে এবং কিডনী স্থানে যেন বুজ বুজ শব্দ হচ্ছে প্রস্রাবের সময় উঠতে এবং কোমরে বেদনা। কোমর শক্ত, আরষ্ট, পাছায় ও কোমরে বেদনা। (৪) পিত্ত পাথর শূল বেদনা তৎসহ জন্ডিসের লক্ষণ, কাদা বা ছাই রঙের মত পায়খানা। (৫) প্রস্রাব সবুজাভ বা রক্তের মত লাল বর্ণ, তলানিতে ঘন শ্লেষ্মা। (৬) প্রস্রাবের বেগ আদৌ সহ্য করতে পারে না, সামান্য

নাড়াচাড়া করলেই, প্রস্রাব সম্বন্ধীয় যন্ত্রণার বৃদ্ধি। প্রস্রাবের সময় নয়, অন্য সময় জ্বালা যন্ত্রণা করে। পুড়ে যাবার মত বেদনা। মূত্র ত্যাগ করার পর মনে হয় যেন কিছুটা মূত্র রয়ে গেল। বার বার মূত্রবেগ, মূত্র ত্যাগ না করলেও মূত্রনালীতে জ্বালা পোড়া। এছাড়া রেতরজ্জু এবং অন্ডকোষে স্নায়ু শূল। অন্ডকোষ, লিঙ্গমুন্ড এবং অন্ডকোষের চর্মে চিড়িক মারা জ্বালাকর বেদনা।

কোমর বাত—প্রথমে কোমর বেদনা হয়ে যদি সেই বেদনা ধীরে ধীরে সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ে, কোমর হতে উরু দেশ পর্যন্ত নামে আর তৎসহ প্রস্রাব লাল বর্ণের বা প্রস্রাবে শ্লেষ্মার তলানি পাওয়া যায় তবে Q পরম উপকারী ঔষধ।

বাধক বেদনা—ঋতু স্রাব অতি অল্প পরিমাণে হয়, বেদনা তলপেটে ঘুরে উরুতে নামে। ঋতুর গোলযোগ বা শ্বেত প্রদরের জন্য কোমরে ব্যথা তৎসহ প্রস্রাব ঘোলা, প্রস্রাবে শ্লেষ্মা থাকে ইত্যাদি লক্ষণে ইহার Q উপকারী। [illegible]রিসের প্রস্রাব উজ্জ্বল হরিদ্রা বা রক্তের মত লাল, প্রস্রাবের তলায় প্রচুর শ্লেষ্মা জমে। প্রস্রাব ঘোলা এবং অধিক পরিমাণে হয়। ইহার মল মাটির বর্ণ, জ্বালাকর। বার বার মলবেগ, বেদনা শূন্য উদরাময়। গুহ্যদ্বারের চারিদিকে ছিঁড়ে খাবার ন্যায় বেদনা। ভগন্দর রোগে ইহা মন্ত্রবৎ কাজ করে।

মাত্রা ও সেবন বিধি—Q ৪/৫ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে সেব্য।

ব্লাটা ওরিয়েন্টালিস (Blatta Orientalis)

পরিচয়—ইহার অপর নাম ভারতীয় আরশূলা (Indian Cockroach)। ইহা হাঁপানি রোগের ঔষধ। বিশেষ করে যখন হাঁপানির সঙ্গে ব্রংকাইটিস থাকে এবং আর্সেনিক ব্যবহার করে কোন উপকার পাওয়া না গেলে এই ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত। ব্রংকাইটিস ও থাইসিস রোগে কাশির সঙ্গে শ্বাসকষ্ট। বলিষ্ঠ ও মোটা সোটা ব্যক্তির ওপর ইহা ভাল কাজ করে। প্রচুর পরিমাণে পুঁজের ন্যায় শ্লেষ্মা বের হয়।

মাত্রা ও সেবন বিধি—Q ৩/৪ ফোঁটা করে যতক্ষণ পর্যন্ত হাঁপানির টান ও শ্বাসকষ্ট থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যবহার করা উচিত। টান বা হাঁপ ভাব কমে গেলে উচ্চ শক্তি ব্যবহার করা যায়, নতুবা সর্দি না উঠে কাশি অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে উঠতে পারে।

ব্লুমিয়া অডোরেটা (Blumia Odorata)

পরিচয়—ইহার বাংলা নাম কুক সিমা। গাছটি সাধারণত আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলের পতিত জমিতে জন্মে। পাতাগুলো দেখতে অনেকটা তামাক পাতার মত। এই গাছের পাতা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে ইহা রক্ত রোধক ঔষধ বলে সুপরিচিত। ইহার মাদার টিংচার অর্শের রক্ত স্রাবে এবং আমাশয়ের রক্ত স্রাবে খুবই উপকারী। মূলত ঔষধটি রক্ত রোধক গুণের জন্য বিখ্যাত। হোমিওপ্যাথি মতে ঔষধটি এখন পর্যন্ত পরীক্ষিত হয় নাই বটে কিন্তু চিকিৎসকগণ ইহার Q ব্যবহার করে আশানুরূপ ফল পাচ্ছেন। দেহে কোন স্থান কেটে গেছে রক্ত স্রাব বন্ধ করার পক্ষে ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। এই গাছের পাতা বেঁটে দিলে অথবা ইহার Q তুলায় করে ক্ষত স্থানে বেঁধে দিলে অতি শিঘ্রই রক্তপাত বন্ধ হয়ে যায় এবং কাটা স্থান তাড়াতাড়ি জুড়ে যায়। ইহার ব্যবহারে ক্ষতস্থানের বেদনাও কমে। বিশেষ করে নিম্নলিখিত রোগ লক্ষণে ইহার ব্যবহার খুবই উপকারী। (১) রক্ত স্রাবী অর্শে, (২) গর্ভপাতের পর অত্যধিক রক্ত স্রাব, (৩) যে জ্বর দু দিন অন্তর প্রতি তৃতীয় দিনে উপস্থিত হয়; (৪) রক্তাতিসার এবং রক্ত আমাশয়।

মাত্রা ও সেবন বিধি—Q ৩/৪ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে এক ঘন্টা অন্তর সেব্য।

বোরাভিয়া ডিফিউজা (Borrhavia Diffusa)

পরিচয়—ইহার বাংলা নাম শ্বেত পুনর্নবা। ইহা এক প্রকার শাক জাতীয় উদ্ভিদ। গ্রামাঞ্চলের ভিজা ও স্যাঁৎ সেঁতে স্থানে ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মে। গ্রীষ্মকালে গাছগুলো সম্পূর্ণ ঝরে যায় আবার বর্ষার জল পেলেই ঐ স্থানে নূতন করে উদ্ভিদ গুলো প্রকাশ পায়। এই উদ্ভিদ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—ইহা একটি শোথ নাশক ঔষধ। ইহার সবুজবর্ণ টাটকা রসে যথেষ্ট ভিটামিন আছে বলে বেরি বেরি রোগের উৎকৃষ্ট পথ্য। এছাড়া নিম্নলিখিত রোগ লক্ষণে ইহা ব্যবহার করা যায়। (১) শীর্ণতা এবং রক্ত হীনতা, (২) মাথা ধরা বিশেষ করে অর্ধ শির শূল, (৩) বুকে ভার বোধ এবং শ্বাস কষ্ট, (৪) উদর স্ফীতি উদরে জল সঞ্চয় এবং অস্বস্থি ভাব, (৫) প্রবল উদরাময়ের পরে আবার কোষ্ঠকাঠিন্য, (৬) সর্দি কাশি এবং স্বল্প প্রস্রাব, প্রস্রাব অবরুদ্ধ এবং ফোঁটা ফোঁটা মূত্র পাত, (৭) পদদ্বয় ফোলা ও ভার বোধ, (৮) হাঁটু বেদনা এবং রোগী সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না, (৯) শোথ, হাঁপানি এবং পাথুরী রোগে উপযোগী, (১০) প্রতি চারদিন অন্তর জ্বর আসে এবং বাত, শীত পিত্ত এবং আমবাতে উপযোগী, (১১) গর্ভবতী রমণীদের হাত পায়ে জল নামলে অর্থাৎ শোথ লক্ষণ দেখা দিলে ইহার Q ব্যবহার করা উচিত। ইহা একটি রেচক, ঘর্মকারক হৃদরোগ ও উদর শূলের উপকারী ঔষধ।

মাত্রা ও সেবন বিধি—Q ৮/১০ ফোঁটা করে ৩ ঘন্টা অন্তর সেব্য।

বোরাভিয়া রিপেনস্ (Borrhavia Repens)

পরিচয়—ইহার বাংলা নাম রক্ত পুনর্ণবা। এই পুনর্ণবা গুল্মটি শ্বেত এবং রক্ত এই বর্ণের হতে পারে এবং উভয়ই সমগুণ সম্পন্ন। একটির পরিবর্তে অন্যটি ব্যবহার করা যায়। ইহাও শোথ এবং বেরি বেরি রোগে সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করা যায়। চিকিৎসকগণ ইহার Q ব্যবহার করে অনেক দুরারোগ্য অর্ধশির শূল রোগ আরোগ্য করেন। মাথা ধরা ডান পাশেই অধিক এবং যন্ত্রণায় মাথা ফেটে যায়, মাথা ধরার সময় চোখের শ্বেত মন্ডল হরিদ্রাভ দেখায়। ডাঃ চোপরা বলেন—শোথ রোগে মূত্রপিন্ডের কোন রূপ গোলযোগ না থাকলে এবং শোথ রোগটি কালাজ্বরে অথবা আমাশয় রোগের পরে দেখা দিলে ঔষধটির ক্রিয়া অতি সুন্দর ভাবে প্রকাশ পায়।

মাত্রা ও সেবন বিধি—Q ৮/১০ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

বোরাক্স (Borax)

পরিচয়—আমাদের দেশে ইহাকে সোহাগা বলে। অপর নাম বোরেইট অব সোডা। ইহা হ্রদের জলে পাওয়া যায়। ঐ জলকে জাল দিয়ে ইহা বের করা হয়। বর্তমানে কৃত্রিম ভাবে রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারাও প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। ইহার এক ভাগ ও নয় ভাগ ডিষ্টিলড ওয়াটার মিশ্রিত করে মাদার সলিউশান প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—মুখের ক্ষত—মুখের ক্ষতে খুব উপকার, বিশেষ করে শিশুদের। শিশুদের মুখের ক্ষত, শিশু মায়ের দুধ খেতে পারে না, ক্ষত হতে রক্ত বের হয়, মুখের ভিতর এবং তালুর শেষ ভাগে ঘা, মুখের এবং জিহ্বার ক্ষতের সঙ্গে নিম্নগতিতে ভয় পাবার লক্ষণটি থাকলে ইহা অব্যর্থ।

চোখের পীড়া—চোখের পাতায় আঠাযুক্ত পিচুটি পড়ে উহাতে চোখ জুড়ে যায়, চোখের পাতার ধারে খুব বেদনা থাকে।

কানের রোগ—কান থেকে পুঁজের মত স্রাব নির্গত হয়, ব্যথা। কান ফোলা ব্যথা এবং গরম বোধ হলে ইহা অব্যর্থ। শিশুদের কান পাকায় খুবই উপকারী।

শ্বেত প্রদর—ডিমের শ্বেত লালার মত হড়হড়ে অথবা চটচটে প্রচুর পরিমাণে শ্বেত প্রদর স্রাব হলে এবং ঐ স্রাব খুব গরম বোধ হলে ইহা অব্যর্থ। এ ছাড়া ঋতু খুব শিঘ্র শিঘ্র ও পরিমাণে অধিক, ঋতু স্রাবের পূর্বে ও পরে প্রদর স্রাব ইত্যাদি লক্ষণেও ভাল কাজ করে। ইহা পুরাতন যোনি প্রদাহ ও জরায়ু প্রদাহে ভাল উপকার হয়।

প্রস্রাবে জ্বালা পোড়া—শিশু প্রায়ই ঘন ঘন প্রস্রাব করে এবং প্রত্যেকবার প্রস্রাবের সময় কেঁদে উঠে তৎসহ প্রস্রাবে অত্যন্ত দুর্গন্ধ এবং গরম বোধ হয় ইত্যাদি লক্ষণে ইহা ভাল কাজ করে।

উদরাময়—শিশু উদরাময়ে খুব ফলপ্রদ। দুগ্ধ পোষ্য শিশুদের বাহ্য সবুজ বর্ণের, আম মিশ্রিত হলদে বর্ণের সংগে মুখে ক্ষত বাহ্যের পূর্বে পেট ব্যথা, কান্না, ইত্যাদি লক্ষণ থাকলে ইহা অব্যর্থ।

বিঃ দ্রঃ—শ্বেত প্রদর, মুখের ক্ষত, বহুদিনের কানের পুঁজ পড়া রোগ, উদরাময় ইত্যাদি রোগের সঙ্গে নিম্নদিকের গতিতে ভীত হওয়া অর্থাৎ ডান দিকে নামার সময় বা নামাবার সময় ভীষণ ভয় পায়, শিশুকে কোল থেকে নামাবার সময় চিৎকার করে কেঁদে উঠে এবং মাকে জড়িয়ে ধরে, কোলে করে সিঁড়িতে নামার সময় কাঁদে, দোল খাবার সময় কাঁদে ও ভয় পায়। এমনকি বয়স্ক ব্যক্তিরা সিঁড়ি বা কোন উচ্চ স্থান হতে তাড়াতাড়ি নামতে পারে না, ভয় পায়। এই প্রধান চরিত্রগত লক্ষণটি থাকলে ইহা অব্যর্থ। বোরাক্সের রোগী অত্যন্ত নার্ভাস, একটুতেই ভয় পায়। যে কোন উচ্চ শব্দ সহ্য করতে পারে না, গোলমাল সহ্য করতে পারে না।

মাত্রা ও সেবন বিধি—মাদার সলিউশান ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার।

বোভিষ্টা (Bovista) অপর নাম পাফবল

পরিচয়—ইহা এক প্রকার ফাংগাস জাতীয় উদ্ভিদ। এই উদ্ভিদ হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

ব্যবহার—রমণীদের কিছু কিছু রোগে এবং চর্ম রোগেই ইহা অধিক ব্যবহৃত হয়ে থাকে। চর্মরোগ গ্রস্ত ব্যক্তি যারা সর্বদাই গা চুলকায়, তোৎলা, বুক ধড়ফড় করে, হাত হতে জিনিস পত্র পড়ে যায় এবং কোমরে কাপড় এটে পড়তে পারে না তাদের ক্ষেত্রেই ইহা উপযুক্ত।

চরিত্রগত কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য—(১) চর্মে একজিমার মত উদ্ভেদ। (২) রক্ত স্রাব অবসন্নতা এবং আলস্য। (৩) তোতলা শিশু, বুক ধড়ফড় করা বৃদ্ধ রমণী এবং চর্মরোগ গ্রস্ত রোগীর উপর ক্রিয়া করে। (৪) স্নায়ু প্রদাহের জন্য, অসাড়তা ও ঝি ঝি ধরা লক্ষণ। (৫) নাক এবং অন্যান্য স্থানের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী হতে যে স্রাব নির্গত হয় শক্ত দড়ির মত লম্বা এবং চটচটে। (৬) বগলের ঘাম হতে রসুনের গন্ধ। (৭) মাসিক রক্তস্রাব রাত্রিকালে স্রাব হয় দিনে বন্ধ। (৮) রোগী মনে করে মাথাটি যেন বড় হয়েছে। (৯) ঋতুর পূর্বে বা ঋতুকালে উদরাময়। দুই ঋতু কালের মধ্যেও কাপড়ে রক্তের দাগ পড়ে। (১০) উত্তেজিত হলেই আম বাত প্রকাশ পায়।

চিকিৎসা—ঋতুস্রাব—মাসিক ঋতুস্রাব বন্ধ হবার পর পুনরায় ঋতুকালের মধ্যবর্তী সময়ে ঋতুস্রাব হয় কিন্তু সেই ঋতু স্রাবে কোন রূপ বেদনা থাকে না, এবং উক্ত প্রকার স্রাব সাধারণত রাত্রে প্রতিবারেই বেশী হয়, উহা সূক্ষ্ম শিরার শিথিলতার জন্য রক্তস্রাব কিন্তু পরিশ্রম বা অন্য কোন কারণের জন্য নয়,

ইহাতে বোভিষ্টা Q অব্যর্থ। এছাড়া ঋতুর পূর্বে ও ঋতুকালে উদরাময়, কোমরে কাপড় এঁটে পরতে পারে না। ঋতুকালে রোমাবৃত বেদনা ইত্যাদি লক্ষণ। শ্বেত প্রদরের লক্ষণেও ইহা উপকারী। ডিমের শ্বেতাংশের ন্যায় স্রাব ঋতুর কিছুদিন পূর্বে এবং পরে প্রকাশিত হয়।

আমবাত—যদি উদরাময়ের সঙ্গে আমবাত থাকে তবে ইহা অব্যর্থ।

শ্বাসরোধ—এই ঔষধের আর একটি লক্ষণ হচ্ছে শ্বাস রোধ ও দমবন্ধের ভাব। ধূমজনিত শ্বাসরোধ ভাব এবং কথা পরিষ্কার নয়, তোৎলা ইত্যাদি লক্ষণে।

চর্মরোগ—কোন ভোঁতা অস্ত্র চর্মে চেপে ধরলে গভীর দাগ বসে যায়। উত্তেজিত হলেই আমবাত প্রকাশ পায় তৎসহ বাতজ খঞ্জতা, বুক ধড়ফড় করে। ভিজা ধরণের একজিমা, উপরে মোটা মামড়ি পড়ে, সারা দেহে পীড়কা, স্কার্ভিরোগ, পোড়া নারাংগা, গুহ্য দ্বারে চুলকানি। সকালে বেড়াবার সময় শীত পিত্ত, স্নানে বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণে ইহা অব্যর্থ।

উদরাময়—ঋতুর পূর্বে এবং ঋতুকালীন উদরাময়, বৃদ্ধদের পুরাতন উদরাময়, রাত্রে এবং প্রাতে বৃদ্ধি। এই ক্ষেত্রে Q উপকারী।

নাকের রোগ—নাক দিয়ে রক্ত পড়ে, নাকে আঠাল সর্দি। নাসারন্ধ্রের এবং মুখের কোণে চুমটি পড়ে, ঔষ্ঠ ফাটা, ফাটা নাসিকা ও দন্তমাড়ি হতে রক্ত পড়ে, গন্ড দ্বয় ও ওষ্ঠ দ্বয় ফোলা মনে হয়। কসমেটিক ব্যবহারের ফলে বয়ঃব্রণ এবং গ্রীষ্মকালে বাড়ে ইত্যাদি লক্ষণে ইহা ব্যবহার বিশেষ উপকারী। রমণীগণ ঋতুর পূর্বে বা সময়ে এবং আহারের পরই বুক ধড়ফড় করে। রোগীর বুক ভারী বোধ হয়, রোগী মনে করে তার মাথা বা বুক যেন ফুলে বড় হচ্ছে বিশেষ ভাবে পিছনের দিক। মাথা ফুলে উঠেছে তৎসহ শিরপীড়া মস্তিস্কে ছড়ে যাবার ন্যায় বেদনা, মাথার ত্বক চুলকায়, ক্ষত না হওয়া পর্যন্ত চুলকাতে থাকে।

মাত্রা ও সেবন বিধি—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার।

ব্রাহ্মি (Brahmi)

পরিচয়—ইহা এক প্রকার গুল্ম। পাতা ছোট তেতুল পাতার ন্যায় তবে বেশ পুরু। পাতাগুলো তেতুল পাতার ন্যায় একটি ডাটার উভয় পার্শ্বে সংযুক্ত থাকে। ব্রাহ্মি গুল্ম সাধারণত জলে, ভিজা কুয়ার পাড়ে প্রভৃতি স্থানে হয়ে থাকে। ইহার পাতা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—ইহা মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকর ও মেধাবর্ধক। হুপিং কাশিতে ব্রাহ্মি শাকের ব্যবহার বিশেষ উপকারী। ব্রাহ্মি শাক সামান্য আগুনে সেঁকে রস করে প্রত্যহ ১৫/২০ ফোঁটা করে শিশুকে সেবন করালে কাল বর্ণের মলের সঙ্গে সঞ্চিত শ্লেষ্মা বের হয়ে যায় এবং ২/৩ দিনের মধ্যে শিশু সুস্থ হয়ে উঠে। ঔষধটি বিশেষভাবে পরীক্ষিত। ইহা আয়ু মেধা এবং স্মৃতি শক্তি বর্ধক। অভিজ্ঞ

এবং প্রখ্যাত চিকিৎসকগণ বলেন—"It is a great tonic and largely used to keep up strength and memory"।

মাত্রা ও সেবন বিধি—Q ৮/১০ ফোঁটা করে প্রত্যহ ৪/৫ বার সেব্য।

ব্রাসিকা নায়েগ্রা (Brassica Nigra)

পরিচয়—অপর নাম সিনাপিস নায়েগ্রা বা কালো সরিষা (Black Mustard) কালো বর্ণের সরিষা হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত।

উপকারিতা—সর্দি জ্বর, নাকে কাঁচা সর্দি, ফ্যারেনজাইটিস, নাসারন্ধ্রের এবং ফ্যারিংসের শুষ্কতা তৎসহ চাপচাপ স্রাব নির্গত। বিকাল, সন্ধ্যা বা সমস্ত দিন নাক যেন বন্ধ হয়ে থাকে। নাক শুষ্ক, গরম তৎসহ চোখ দিয়ে জল পড়ে, হাঁচি, আপেক্ষিক কাশি, একবার ডান নাক আবার বাম নাক বন্ধ হয়। গলার অভ্যন্তর ভাগে গরম বোধ, প্রদাহ যেন পুড়ে যাচ্ছে। হাঁপানির মত শ্বাস-প্রশ্বাস, কুকুরের আওয়াজের মত জোরে কাশি, নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ। পাকস্থলীতে জ্বালা পোড়া ভাব, উহা অন্ননালী পর্যন্ত বা গলা মুখ পর্যন্ত প্রসারিত হয়। টক বা গরম ঢেকুর উঠে। নীচু দিকে ঝুকলে কলিক বেদনা অনুভূত, সোজা হয়ে দাঁড়ালে কম অনুভব। জ্বর সর্দি গলকোষ প্রদাহে ইহার Q বিশেষ উপকারী। মূত্রাশয়ে বেদনা, দিনরাত বারবার প্রচুর পরিমাণে মূত্রপাত।

মাত্রা ও সেবন বিধি—Q ৪/৫ ফোঁটা করে ২ ঘন্টা অন্তর সেব্য।

ব্রাসিকা এলবা (Brassica Alba)

পরিচয়—ইহার অপর নাম সিনাপিস এলবা। অন্ননালীর বন্ধ ভাব, দেহ জ্বালা, খাঁটি সরষের তেল দিয়ে নাকের অভ্যন্তর ভাগ মৃদু প্রলেপ করলে মৃদু টেনে নিলে সেনসারি নার্ভ দিয়ে ৫ম স্নায়ুর প্রান্ত ভাগ পর্যন্ত ক্রিয়া করে। ইহা মধ্য কানের পীড়া এবং নাসিকার অভ্যন্তরের ও টনসিলের বেদনার উপশম করে।

মাত্রা—Q ২/৩ ফোঁটা করে সেব্য।

ব্রায়োনিয়া এলবা (Bryonia Alba)

পরিচয়—ইউরোপের মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এই লতা জাতীয় গুল্ম প্রচুর পরিমাণে জন্মে। প্রতি বছর আপনি জন্মে। ইহার সরস মূল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। ইহার নাম ওয়াইলড্ হপস্ (wild Hops)।

উপকারিতা—ব্রায়োনিয়া দেহের প্রতিটি সৌত্রিক ঝিল্লী এবং প্রতিটি সৌত্রিক ঝিল্লীর পরিবেষ্টিত দ্বারের উপর ক্রিয়া করে। ইহার চরিত্রগত প্রধান লক্ষণ হচ্ছে খোঁচামারা এবং ছিঁড়ে ফেলার ন্যায় বেদনা। ঐ বেদনা সঞ্চালনে

বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এবং বিশ্রামে উপশম। এই বিশেষ ধরনের খোচামারা বেদনা সামান্য মাত্র নড়াচড়াতেই বৃদ্ধি পায় বিশেষ করে বক্ষ অঞ্চলে। ঐ বেদনা চাপ দিলে বৃদ্ধি। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর সর্বত্রই শুষ্কতার ভাব। কোপন স্বভাব। বিছানা হতে উঠতে গেলেই তার মাথা ঘোরে। মাথায় যন্ত্রণা, ঠোট, মুখ গহ্বর এবং গলদেশ শুষ্ক। অত্যধিক পিপাসা, মুখে তিক্ত স্বাদ, পাকস্থলীতে ভার বোধ যেন পাথর চাপান আছে। মল বৃহদাকার, শুষ্ক ও কঠিন। শুষ্ক কাশি। এই ঔষধ বলিষ্ঠ দেহ, দৃঢ় তন্তু এবং কালো বর্ণের ব্যক্তিদের ভাল কাজ করে।

রোগ চিকিৎসা—জ্বর—পিপাসা, মাথা ব্যথা, জিহ্বা ময়লা, মুখে তিক্তস্বাদ, সামান্য ঘাম, চুপ করে পড়ে থাকে ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত জ্বরে ইহার Q ব্যবহার করা যায়। জ্বরে শুষ্ক ও ঘসঘসে জিহ্বা তৎসহ পেটের দোষ থাকলে জিহ্বা ভারী, সাদা বা হলদে ময়লা যুক্ত তৎসহ প্রবল পিপাসায় Q উপকারী।

টাইফয়েড জ্বর—সামান্য নড়াচড়া করলেই কষ্ট হয়। গায়ে অত্যন্ত বেদনা থাকে, নাক দিয়ে রক্ত পড়ে, উহাতে মাথার বেদনার সামান্য উপশম, ঠোঁট ফাটে, ঠোট দুটি নাড়ে, মনে হয় কিছু চিবোচ্ছে। প্রলাপ বকে, রোগী নিজের কাজকর্ম সম্পর্কে প্রলাপ বকে। বিকারে বাড়ি যাবার কথা বলে। সে মনে করে অন্য স্থানে আছে ইত্যাদি লক্ষণে ইহা উপযুক্ত।

সবিরাম জ্বর—জ্বর আসার সময়ের কোন স্থিরতা নাই। জ্বরের পূর্ব অবস্থায় মাথা ব্যথা, হাত পা, গা কামড়ায়, অত্যন্ত পিপাসা। শীতাবস্থায় পিপাসা, শুষ্ক কাশি, বুকে সুঁচ ফুটানো ব্যথা, চুপ করে পড়ে থাকে। উত্তাপাবস্থায় প্রবল পিপাসা, অন্তর্দাহ, বালিশ হতে মাথা তুলতে পারে না, মাথা ঘোরে, মাথা ব্যথা। ঘর্মাবস্থায় প্রচুর ঘাম দেয়, মুখ তিক্ত ও শুষ্ক। জ্বর ত্যাগ অবস্থায় শরীরের সর্ব স্থানে ব্যথা, টিপলে বা চাপলে বেদনার উপশম, বমি ইত্যাদি লক্ষণে Q ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়।

মাথা ব্যথা—মাথা ঘোরা, বমি বমি ভাব, বিছানা হতে উঠতে গেলেই মূর্চ্ছার ভাব, ফেটে যাবার মত, চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবার মত মাথায় ব্যথা। সামান্য নড়াচড়া করলে, কাশলে, ঘাড় নীচু করলে, চোখের পাতা খুললে মাথার যন্ত্রণা বাড়ে। উঠে বসলে ভীমি দিয়ে পড়ে ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপযোগী।

সর্দি—নাক দিয়ে অনবরত সর্দি ঝরে কিন্তু নাকের মধ্যে শুষ্ক ভাব, অনেক সময় হলদে রঙের গাঢ় পাকা সর্দি নির্গত হয়, সর্দি স্রাব হঠাৎ বন্ধ হলে খুব ব্যথা হয় মাথায়। সর্দির সঙ্গে তীব্র মাথার যন্ত্রণা। নাসিকার অগ্রভাগ স্ফীত, মনে হয় স্পর্শ করলেই ক্ষত হবে। কানে গুন গুন শব্দ করে ইত্যাদি।

কাশি—ব্রায়োনিয়ার সব কিছু শুকনো ভাব, কাশিও শুষ্ক। গলা কুট কুট করে কাশি, গলার স্বর কর্কশ, গয়ার আদৌ উঠে না, যদিও উঠে তা অতি কষ্টে

ও অতি সামান্য, রঙ হরিদ্রা বর্ণের বা রক্তের ছিট থাকে, কাশির সময় হাত দিয়ে বুক চেপে ধরে। কাশির সঙ্গে মাথায় খুব যন্ত্রণা থাকে। স্বরযন্ত্র ও শ্বাস পথে ক্ষতবৎ বেদনা। স্বর ভঙ্গ খোলা বাতাসে বৃদ্ধি। শ্বাস নালীর উপরাংশের উত্তেজনা হেতু শুষ্ক হক হক করা কাশি, কাশতে কাশতে রোগী বিছানায় উঠে বসে। আহার বা পানের পর কাশির বৃদ্ধি, কাশির দমকে বমি হয়। কাশলে বুকে লাগে। লোহার মরিচার মত শ্লেষ্মা। বারবার দীর্ঘশ্বাস নিয়ে ফুসফুসটি প্রসারিত করতে চায়। কষ্টকর ও দ্রুত শ্বাস ক্রিয়া। উঠে ঘরে প্রবেশ করলে কাশির উদ্রেক হয়। কাশির সময় মনে হয় বুকের পাঁজর ভেঙে যাবে। এইজন্য হাত দিয়ে বুক চেপে ধরে। ক্রুপ কাশি। প্লুরোনিওমোনিয়া, শ্লেষ্মা ইটের বর্ণ, চটচটে, থোকা থোকা জেলীর মত নির্গত হয়। হৃদপ্রদেশে খোঁচা মারা বেদনা। বক্ষাস্থির নীচে ভার বোধ, উহা ডান কাঁধ পর্যন্ত প্রসারিত। বুকে বেদনাসহ কাশি। Q উপযোগী।

কোষ্ঠকাঠিন্য এবং উদরাময়—খাদ্যনালীর শুষ্কতা, মল খুব বড়, শুষ্ক ও শক্ত। পোড়া পোড়া এবং বৃহদাকার। কোষ্ঠকাঠিন্য লক্ষণে যেমন ইহা ব্যবহার করা যায় তেমনি উদরাময় লক্ষণেও ব্যবহৃত হয়। গ্রীষ্মকালীন আহারের পর পেটের গোলযোগ। প্রাতকালে ভেদ বেশী, রঙ কালচে, অল্প বিষ্ঠার গন্ধ থাকে, গন্ধ পচা পমিরের মত গন্ধ, নড়াচড়া করলেই বাহ্য হয়। শরীর গরম হলেই উদরাময় দেখা দেয়। কোন প্রকার উদ্ভেদ বসে গিয়ে উদরাময় হলে ইহার Q উপকারী। ঘুম থেকে উঠে বেড়াতে আরম্ভ করলেই বাহ্য পায়।

লিভারের রোগ—ডান দিকের লিভার রোগে ইহা অধিক উপযোগী। লিভার স্থানে সূচ ফুটানো ব্যথা, জ্বালাপোড়া, টাটানি, ব্যথা, ফোলা চাপ দিলে, কাশলে, নিঃশ্বাস নিলে বেদনার বৃদ্ধি। পেটের উপরিভাগে বেদনা, পোড়া মাটির মত শুষ্ক মল, মুখে তিক্ত স্বাদ। তল পেটের পেশীসমূহ ব্যথিত। Q এই ক্ষেত্রে উপযোগী।

বাত—এই রোগে ইহা ভাল কাজ করে বিশেষ করে কোমর বাতে অব্যর্থ। গাঁটের বিশেষতঃ সেখানে বড় বড় গাঁট সেখানের বেদনায় ও প্রদাহে বা কোমর বাতে উপযোগী। ইহার বেদনা অনেক সময় স্থান পরিবর্তন করে। এক স্থান হতে অন্য স্থানে চলে বেড়ায়। প্রথমে যে স্থান আক্রান্ত হয় সেই স্থানে কিছু মাত্র বেদনা থাকে না অথবা প্রথমে আক্রান্ত স্থানে সামান্য বেদনা থাকে এবং নূতন আক্রান্ত স্থানে তীব্র বেদনা হয়, আক্রান্ত স্থান ফোলে, গরম ও লাল বর্ণ হয়, চকচক করে, সামান্য নড়াচড়া করলে যন্ত্রণা বাড়ে, হাঁটু শক্ত ও বেদনা যুক্ত, গাঁট ফোলে, গরম ও লাল বর্ণ হয়। ছিঁড়ে ফেলার মত বেদনা হয়, সামান্য নড়াচড়া করলেই বেদনার বৃদ্ধি, পায়ের তলা ফোলে ও গরম হয়। গরম সেক দিলে উপশম। নূতন হোক, পুরাতন হোক মাংসল স্থানে হোক বাতের বেদনায় ইহার Q উপকারী।

নাক দিয়ে রক্ত স্রাব—যে কোন কারণেই হোক না কেন নাক দিয়ে রক্ত স্রাব হলে ইহা অব্যর্থ। রমণীদের ঋতুকালের মধ্যে বা ঋতু স্রাবের পরিবর্তে নাক দিয়ে রক্তস্রাব হলে ইহা অব্যর্থ।

বেদনা—কোন প্রকার সূঁচ ফোটানো বেদনা থাকলেই ইহাতে উপকার। মেমব্রেনের প্রদাহ হয়ে যে বেদনা হয়, সেই বেদনার বৈশিষ্ট্য সূচ ফুটানো। এছাড়া প্লুরিসি, মেনিনজাইটিস, পেরিটোনাইটিস, পেরিকার্ডাইটিস ইত্যাদি বেদনায় সূচ ফুটানো ভাব থাকলে ইহার Q উপকারী।

চরিত্রগত কয়েকটি লক্ষণ—(১) মাথা ঘোরা—মাথা যেন চাকার মত গোলাকারে ঘোরে। বিছানা হতে বা আসন হতে উঠলেই ভির্মি দিয়ে পড়ে। (২) শুষ্কতা—ঠোঁট, মুখ, গলা, জিহ্বা, পাকস্থলী সবই যেন শুষ্ক। (৩) গলার মধ্যে কুটকুট করে কাশি। (৪) জ্বরে রোগী চুপ করে পড়ে থাকে, জ্বরের সঙ্গে অতি সামান্য ঘাম। (৫) ঘুসঘুসে প্রদাহ, ব্রংকাইটিস, ব্রংকোনিওমোনিয়া, বাত শ্লেষ্মা জ্বর। (৬) উঠে বসলেই গা ঝিমঝিম করে, বমি বমি ভাব, মাথা ঘোরে, মাথার পশ্চাতে ও সম্মুখে বেদনা, ঘাড়ে স্কন্ধে ও পিঠে বেদনা। (৭) মল শুষ্ক ও কঠিন, ঝামার মত ঋতুকালে নাক দিয়ে রক্ত পড়ে। (৮) পিপাসায় অনেক ক্ষণ অন্তর অধিক পরিমাণে জল খায়, শীতল জল পান করতে চায়। (৯) মাথার বেদনা ছাড়া গায়ের অন্য সব উত্তাপে উপশম এবং বেদনার প্রকৃতি সূচ ফুটানো।

মাত্রা ও সেবন বিধি—Q ৩/৪ ফোঁটা করে ২/৩ ঘন্টা অন্তর সেব্য।

বিউচিউ (Buchu)

পরিচয়—ইহার অপর নাম ব্যারস্মা ক্রিনেটা। ইহা এক প্রকার গাছড়া দক্ষিণ আফ্রিকায় জন্মে। ইহার শুষ্ক পত্রের চূর্ণ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—মূত্র যন্ত্রের ও জনন ইন্দ্রিয়ের কোন পুরাতন রোগে পুঁজের মত শ্লেষ্মা (Muco-Puru Lent) নির্গত হতে থাকলে উপকারী। কিডনী ও মূত্রনালীর মিউকাস মেমব্রেণের পুরাতন প্রদাহে প্রস্রাবসহ প্রচুর পরিমাণে শ্লেষ্মা নির্গম হয়। পুরাতন প্রমেহ (gleet) ও প্রষ্টেট গ্ল্যান্ডের পীড়াজনিত অসাড়ে শুক্রক্ষরণ বা স্রাব নিঃসরণ। প্রস্রাব দ্বার দিয়ে ভয়ানক জ্বালা যন্ত্রণাসহ পাথুরীমত কোন প্রকার পদার্থ নিগর্মন, শ্বেতপ্রদর, মূত্র থলিতে বেদনা, ষ্ট্রীকচার বা মূত্র পথ সংকুচিত হয়ে পড়া ইত্যাদি পীড়ায় ইহার Q অব্যর্থ। ইহা জনন ইন্দ্রিয় এবং মূত্র যন্ত্রের উপর বিশেষ ক্রিয়া। মূত্রের সঙ্গে আম ও পুঁজময় পদার্থ নির্গত হয়। মূত্রাশয়ের উত্তেজনা তৎসহ মূত্রাশয়ের সর্দিজ অবস্থা। মূত্রাশয়ের মুখশায়ী গ্রন্থির গোলযোগ। মূত্র পাথুরী ও প্রদর স্রাবেও ইহা অব্যর্থ।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা দিনে চার বার।

ক্যাকটাস গ্রান্ডিফ্লোরাস (Cactus Grandiflorus)

পরিচয়—ইহার অপর নাম সিলিনিসিরিয়াস স্পিনিউলোসাস, রাতের সিরিয়াস ফুল। ইহা এক প্রকার গাছরা এবং আমেরিকা মহাদেশ অঞ্চলে

ও অতি সামান্য, রঙ হরিদ্রা বর্ণের বা রক্তের ছিট থাকে, কাশির সময় হাত দিয়ে বুক চেপে ধরে। কাশির সঙ্গে মাথায় খুব যন্ত্রণা থাকে। স্বরযন্ত্র ও শ্বাস পথে ক্ষতবৎ বেদনা। স্বর ভঙ্গ খোলা বাতাসে বৃদ্ধি। শ্বাস নালীর উপরাংশের উত্তেজনা হেতু শুষ্ক হক হক করা কাশি, কাশতে কাশতে রোগী বিছানায় উঠে বসে। আহার বা পানের পর কাশির বৃদ্ধি, কাশির দমকে বমি হয়। কাশলে বুকে লাগে। লোহার মরিচার মত শ্লেষ্মা। বারবার দীর্ঘশ্বাস নিয়ে ফুসফুসটি প্রসারিত করতে চায়। কষ্টকর ও দ্রুত শ্বাস ক্রিয়া। উঠে ঘরে প্রবেশ করলে কাশির উদ্রেক হয়। কাশির সময় মনে হয় বুকের পাঁজর ভেঙে যাবে। এইজন্য হাত দিয়ে বুক চেপে ধরে। ক্রুপ কাশি। প্লুরোনিওমোনিয়া, শ্লেষ্মা ইটের বর্ণ, চটচটে, থোকা থোকা জেলীর মত নির্গত হয়। হৃদপ্রদেশে খোঁচা মারা বেদনা। বক্ষাস্থির নীচে ভার বোধ, উহা ডান কাঁধ পর্যন্ত প্রসারিত। বুকে বেদনাসহ কাশি। Q উপযোগী।

কোষ্ঠকাঠিন্য এবং উদরাময়—খাদ্যনালীর শুষ্কতা, মল খুব বড়, শুষ্ক ও শক্ত। পোড়া পোড়া এবং বৃহদাকার। কোষ্ঠকাঠিন্য লক্ষণে যেমন ইহা ব্যবহার করা যায় তেমনি উদরাময় লক্ষণেও ব্যবহৃত হয়। গ্রীষ্মকালীন আহারের পর পেটের গোলযোগ। প্রাতকালে ভেদ বেশী, রঙ কালচে, অল্প বিস্তার গন্ধ থাকে, গন্ধ পচা পমিরের মত গন্ধ, নড়াচড়া করলেই বাহ্য হয়। শরীর গরম হলেই উদরাময় দেখা দেয়। কোন প্রকার উদ্ভেদ বসে গিয়ে উদরাময় হলে ইহার Q উপকারী। ঘুম থেকে উঠে বেড়াতে আরম্ভ করলেই বাহ্য পায়।

লিভারের রোগ—ডান দিকের লিভার রোগে ইহা অধিক উপযোগী। লিভার স্থানে সূচ ফুটানো ব্যথা, জ্বালাপোড়া, টাটানি, ব্যথা, ফোলা চাপ দিলে, কাশলে, নিঃশ্বাস নিলে বেদনার বৃদ্ধি। পেটের উপরিভাগে বেদনা, পোড়া মাটির মত শুষ্ক মল, মুখে তিক্ত স্বাদ। তল পেটের পেশীসমূহ ব্যথিত। Q এই ক্ষেত্রে উপযোগী।

বাত—এই রোগে ইহা ভাল কাজ করে বিশেষ করে কোমর বাতে অব্যর্থ। গাঁটের বিশেষতঃ সেখানে বড় বড় গাঁট সেখানের বেদনায় ও প্রদাহে বা কোমর বাতে উপযোগী। ইহার বেদনা অনেক সময় স্থান পরিবর্তন করে। এক স্থান হতে অন্য স্থানে চলে বেড়ায়। প্রথমে যে স্থান আক্রান্ত হয় সেই স্থানে কিছু মাত্র বেদনা থাকে না অথবা প্রথমে আক্রান্ত স্থানে সামান্য বেদনা থাকে এবং নূতন আক্রান্ত স্থানে তীব্র বেদনা হয়, আক্রান্ত স্থান ফোলে, গরম ও লাল বর্ণ হয়, চকচক করে, সামান্য নড়াচড়া করলে যন্ত্রণা বাড়ে, হাঁটু শক্ত ও বেদনা যুক্ত, গাঁট ফোলে, গরম ও লাল বর্ণ হয়। ছিঁড়ে ফেলার মত বেদনা হয়, সামান্য নড়াচড়া করলেই বেদনার বৃদ্ধি, পায়ের তলা ফোলে ও গরম হয়। গরম সেক দিলে উপশম। নূতন হোক, পুরাতন হোক মাংসল স্থানে হোক বাতের বেদনায় ইহার Q উপকারী।

নাক দিয়ে রক্ত স্রাব—যে কোন কারণেই হোক না কেন নাক দিয়ে রক্ত স্রাব হলে ইহা অব্যর্থ। রমণীদের ঋতুকালের মধ্যে বা ঋতু স্রাবের পরিবর্তে নাক দিয়ে রক্তস্রাব হলে ইহা অব্যর্থ।

বেদনা—কোন প্রকার সূঁচ ফোটানো বেদনা থাকলেই ইহাতে উপকার। মেমব্রেনের প্রদাহ হয়ে যে বেদনা হয়, সেই বেদনার বৈশিষ্ট্য সূচ ফুটানো। এছাড়া প্লুরিসি, মেনিনজাইটিস, পেরিটোনাইটিস, পেরিকার্ডাইটিস ইত্যাদি বেদনায় সূচ ফুটানো ভাব থাকলে ইহার Q উপকারী।

চরিত্রগত কয়েকটি লক্ষণ—(১) মাথা ঘোরা—মাথা যেন চাকার মত গোলাকারে ঘোরে। বিছানা হতে বা আসন হতে উঠলেই ভির্মি দিয়ে পড়ে। (২) শুষ্কতা—ঠোঁট, মুখ, গলা, জিহ্বা, পাকস্থলী সবই যেন শুষ্ক। (৩) গলার মধ্যে কুটকুট করে কাশি। (৪) জ্বরে রোগী চুপ করে পড়ে থাকে, জ্বরের সঙ্গে অতি সামান্য ঘাম। (৫) ঘুসঘুসে প্রদাহ, ব্রংকাইটিস, ব্রংকোনিওমোনিয়া, বাত শ্লেষ্মা জ্বর। (৬) উঠে বসলেই গা ঝিমঝিম করে, বমি বমি ভাব, মাথা ঘোরে, মাথার পশ্চাতে ও সম্মুখে বেদনা, ঘাড়ে স্কন্ধে ও পিঠে বেদনা। (৭) মল শুষ্ক ও কঠিন, ঝামার মত ঋতুকালে নাক দিয়ে রক্ত পড়ে। (৮) পিপাসায় অনেক ক্ষণ অন্তর অধিক পরিমাণে জল খায়, শীতল জল পান করতে চায়। (৯) মাথার বেদনা ছাড়া গায়ের অন্য সব উত্তাপে উপশম এবং বেদনার প্রকৃতি সূচ ফুটানো।

মাত্রা ও সেবন বিধি—Q ৩/৪ ফোঁটা করে ২/৩ ঘন্টা অন্তর সেব্য।

বিউচিউ (Buchu)

পরিচয়—ইহার অপর নাম ব্যারস্মা ক্রিনেটা। ইহা এক প্রকার গাছড়া দক্ষিণ আফ্রিকায় জন্মে। ইহার শুষ্ক পত্রের চূর্ণ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—মূত্র যন্ত্রের ও জনন ইন্দ্রিয়ের কোন পুরাতন রোগে পুঁজের মত শ্লেষ্মা (Muco-Puru Lent) নির্গত হতে থাকলে উপকারী। কিডনী ও মূত্রনালীর মিউকাস মেমব্রেণের পুরাতন প্রদাহে প্রস্রাবসহ প্রচুর পরিমাণে শ্লেষ্মা নির্গম হয়। পুরাতন প্রমেহ (gleet) ও প্রষ্টেট গ্ল্যান্ডের পীড়াজনিত অসাড়ে শুক্রক্ষরণ বা স্রাব নিঃসরণ। প্রস্রাব দ্বার দিয়ে ভয়ানক জ্বালা যন্ত্রণাসহ পাথুরীমত কোন প্রকার পদার্থ নির্গমন, শ্বেতপ্রদর, মূত্র থলিতে বেদনা, স্ট্রীকচার বা মূত্র পথ সংকুচিত হয়ে পড়া ইত্যাদি পীড়ায় ইহার Q অব্যর্থ। ইহা জনন ইন্দ্রিয় এবং মূত্র যন্ত্রের উপর বিশেষ ক্রিয়া। মূত্রের সঙ্গে আম ও পুঁজময় পদার্থ নির্গত হয়। মূত্রাশয়ের উত্তেজনা তৎসহ মূত্রাশয়ের সর্দিজ অবস্থা। মূত্রাশয়ের মুখশায়ী গ্রন্থির গোলযোগ। মূত্র পাথুরী ও প্রদর স্রাবেও ইহা অব্যর্থ।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা দিনে চার বার।

ক্যাকটাস গ্রান্ডিফ্লোরাস (Cactus Grandiflorus)

পরিচয়—ইহার অপর নাম সিলিনিসিরিয়াস স্পিনিউলোসাস, রাতের সিরিয়াস ফুল। ইহা এক প্রকার গাছরা এবং আমেরিকা মহাদেশ অঞ্চলে

জন্মে। এই গাছের সরস পুষ্প এবং গাছের তরুণ ও কোমল অংশ হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—ইটালির ডাঃ রুবিনী ইহা প্রথমে পরীক্ষা করেন। ইহা হৃদপিণ্ড ও উহার অন্তর্গত শিরাসমূহের উপর অধিক ক্রিয়া করে। হৃদপিন্ডের বাত, তরুণ এন্ডোকার্ডাইটিস, পেরিকার্ডাইটিস, নিউর‍্যালজিয়া, হৃদপিন্ডের বিবর্ধন, বুক ধড়ফড়ানি, হৃদপিন্ডের শোথে ইহার ক্রিয়া সমধিক।

রোগ চিকিৎসা—হৃদযন্ত্রের পীড়া—হৃদ অন্তর্বেষ্ট প্রদাহ তৎসহ মাইট্রাল ভালভের স্বাভাবিক ক্রিয়ার বিকৃতি। দ্রুত এবং প্রবল হৃদস্পন্দন। হৃদপিন্ডের ক্রিয়া বিকৃতির প্রারম্ভিক অবস্থায় ঔষধটি ভাল কাজ করে। রক্তবহা নাড়ীর দৃঢ়তার জন্য হৃৎপিন্ডের দুর্বলতা। ভয়ানক হৃদস্পন্দন, বাম পার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি, মাসিক ঋতুর আগমনকালে বৃদ্ধি, হৃদশূল, হৃদপিন্ডের শিখরদেশে বেদনা এবং ঐ বেদনা বাম দিকে তীরের মত নেমে আসে। হৃদপিন্ডের সংকোচনবোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী।

মাথার যন্ত্রণা—স্নায়বিক বা রক্তাধিক্যবশত মাথার যন্ত্রণা। খোঁচামারা ও দপদপকর বেদনা, বেদনা মাথার ডান দিকে বেশী। মাথা ভারী, মনে হয় একটা ভারী জিনিস মাথায় চাপান আছে। কোন রকম গোলযোগ এবং আলোক সহ্য করতে পারে না। আহারের নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হলেই মাথার যন্ত্রণা আরম্ভ হয়। মাথার ডান দিকে দপদপকর বেদনা। কানের মধ্যে দপদপ করে। দৃষ্টি অস্পষ্ট। মাথার ডানদিকের স্নায়ুশূল, প্রত্যহ ঠিক নির্দিষ্ট সময় মাথার যন্ত্রণা আরম্ভ হয়।

রক্ত স্রাব—হৃৎপিন্ডের বেদনা তৎসহ ফুসফুস, নাক, গুহ্যদ্বার, পাকস্থলী, প্রস্রাবদ্বার বা যে কোন স্থান হতে রক্ত স্রাব হতে থাকলে ইহার Q অব্যর্থ।

ঋতুস্রাব—শুলে বন্ধ হয় কিন্তু বসলে বা নড়াচড়া করলে পুনরায় দেখা দেয়। ঋতু খুব শিঘ্র শিঘ্র দেখা দেয়, স্রাবের রঙ আলকাতরার মত কালো। রজকষ্ট এবং ডিম্বকোষের বেদনা। জরায়ু ও ডিম্বকোষ অঞ্চলের সংকোচনবোধ।

গলনালীর রোগ—গলনালী (Oesophagus) সংকুচিত, জিহ্বা শুষ্ক, জিহ্বায় যেন একবিন্দু রসও থাকে না, কোন খাদ্যদ্রব্য গিলতে হলে রোগীকে প্রচুর পরিমাণে জল খেতে হয়। গল গহ্বরে সংকোচন ভাব, জিহ্বা শুষ্ক এবং দুধের মত সাদা। হৃদশূলে গলমধ্যে শ্বাসরোধক সংকোচন এবং করোটি ধমনীর দপদপানি।

জ্বর—ইহার জ্বরের প্রধান বৈশিষ্ট্য বেলা বা রাত্রি ১১টার সময় জ্বর আসে। একটা নির্দিষ্ট সময় জ্বর আসে। পিঠের দিকটা ঠান্ডা এবং হাত পা বরফের ন্যায় শীতল।

জ্বরের সঙ্গে রক্ত স্রাব লক্ষণটি থাকতে পারে। শীতলতার প্রাধান্য শীতল ঘাম, দেহের তাপ সাধারণের চেয়ে অনেক কম।

বাত রোগ—বামহস্ত অসাড়, হাত বরফের মত ঠান্ডা, পা আদৌ স্থির রাখতে পারে না কেবল নাড়ে, হাতে পায়ে শোথ।

চরিত্রগত বিশেষ লক্ষণ—(১) রোগী মনে করে তার দেহটা একটা খাঁচার মধ্যে আবদ্ধ আছে এবং খাঁচার বেড়া তাকে ধীরে ধীরে চেপে ধরছে। (২) মনে হয় বুকে একটা ভারী জিনিস চাপান আছে। (৩) মৃত্যুভয়, রোগী মনে করে তার রোগ দুরারোগ্য। (৪) ফুসফুস, হৃদপিন্ড, নাক, পাকস্থলী, সরলান্ত্র, মূত্রথলী প্রভৃতি হতে রক্তস্রাব। (৫) হৃদশূল, বুক ধড়ফড়ানি মনে হয় হৃদপিন্ড বর্ধিত হয়েছে।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার।

ক্যালাডিয়াম সেগুইনাম (Caladium Seguinum)

পরিচয়—দক্ষিণ আমেরিকার এক জাতীয় গাছ। এই গাছ হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। ডাঃ হেরিং ইহা পরীক্ষা করেন।

উপকারিতা—ঔষধটির বিশেষ ক্রিয়া জনন ইন্দ্রিয়। ঐ স্থানের চুলকানি বিশেষ লক্ষণ। পাতলা ঘুম, সঞ্চালনে ভয়, হাঁপানির মত শ্বাসকষ্ট। ইহার চরিত্রগত লক্ষণ হচ্ছে—(১) সঞ্চালনে ভয় (২) মনে হয় পাকস্থলী শুষ্ক খাদ্যে পূর্ণ, পাকস্থলীর মধ্যে ঝটপটানির মত অনুভূত। (৩) জনন ইন্দ্রিয়ে চুলকানি, ভগদেশের চুলকানি, চর্মে জ্বালা পোড়া বোধ।

রোগ চিকিৎসা—ধ্বজ ভংগ—বহুদিন পর্যন্ত স্বপ্নদোষ হতে হতে পরিশেষে ধ্বজভঙ্গে পরিণত হলে ইহার Q অব্যর্থ। নিদ্রার উপক্রমে লিঙ্গ উত্থান এবং জাগলেই লিঙ্গ শিথিল হয়ে পড়ে, কোন প্রকার কামোত্তেজক স্বপ্ন না দেখেই স্বপ্ন দোষ হয়, অতি সামান্য লিঙ্গ উত্থান এবং সঙ্গমকালে শিথিল হয়ে পড়ে। ইচ্ছা অতি প্রবল কিন্তু ক্ষমতা হীন এই সব ক্ষেত্রে Q অব্যর্থ। লিঙ্গে প্রুরাইটিস নামক এক প্রকার চর্মরোগ উৎপন্ন হয় এবং অত্যন্ত চুলকানি, লিংগমনি (Prepuce) লালবর্ণ হয়। অন্ড কোষের চর্ম শক্ত পুরু ও মোটা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও ইহা বিশেষ উপকারী।

চর্মরোগ—গর্ভাবস্থায় স্ত্রী জনন ইন্দ্রিয়ের উপর এক প্রকার উদ্ভেদ বের হয় উহা অত্যন্ত চুলকায়। ঘাম অতি মিষ্টি এই জন্য মাছি বসে। হাঁপানি এবং চুলকানি যুক্ত উদ্ভেদ পর্যায় ক্রমে আসে। চর্মে জ্বালা বোধ এবং বিসর্পের মত প্রদাহ। সর্দি স্রাবী হাঁপানি রোগ, শ্লেষ্মা সহজে উঠে না, শ্বাস ক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপযোগী।

হাঁপানি কাশি—রোগী ক্রমাগত কাশতে কাশতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, গয়ার সহজে উঠে না, কাশির সঙ্গে থুথু বা লালা বের হয়। স্বরযন্ত্রের সংকোচন বোধ, ঘুমাতে ভয় পায়।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৪ বার সেব্য।

ক্যালকেরিয়া কষ্টিক (Calcaria Caustica)

পরিচয়—ইহা এক প্রকার প্রস্তর দগ্ধ চূর্ণ। আজকাল বিভিন্ন দেশে প্রস্তর দগ্ধ করে এই জাতীয় চুন প্রস্তুত করা হয়। চুন চূর্ণ এক ভাগ এবং ডিষ্টিলড ওয়াটার পাঁচ ভাগ মিশ্রিত করে ইহার মাদার সলিউশন প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—পিঠে, পায়ের গোড়ালিতে, চোয়ালে, গালের অস্থিতে বেদনা এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা লক্ষণে ইহা ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়।

মাত্রা—৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

ক্যালকেরিয়া মিউরিয়েটিকাম (Calcaria Muriaticum)

পরিচয়—ইহার অপর নাম মিউরিয়েট অব লাইস। ইহার এক ভাগ এবং ৯ ভাগ ডিষ্টিলড ওয়াটার মিশ্রিত করে মাদার সলিউশান প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘোড়া, মাথায় উদ্ভেদ এবং চুলকানিতে ভরা। পান বা আহারের পরেই বমি হয়ে যায় এবং পেটে খুব ব্যথা হয়। ফোঁড়ার স্ফীতিতে ইহার ৪/৫ ফোঁটা তুলায় ভিজিয়ে পট্টি দিলে উপকার হয়। বহু মুখ যুক্ত ফোঁড়া, সকল প্রকার খাদ্য ও পানীয় বমন তৎসহ উদর শূল। চর্মদল, গ্রন্থি স্ফীত, পক্ষাঘাতিক শোথ প্লুরিসি রোগে রস সঞ্চয়। শিশুদের একজিমায় ইহা অব্যর্থ।

মাত্রা—৮/১০ ফোঁটা পরিমাণ সামান্য জলে মিশিয়ে দিনে ৪/৫ বার।

ক্যালেন্ডুলা অফিসিনালিস (Calendula Officinalis)

পরিচয়—ইহার অপর নাম গাঁদা ফুল (Marigold)। এই গাছের পাতার রস থেকে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—ক্ষত এবং ঘায়ে ইহা ব্যবহার করা হয়। ঘা অত্যন্ত পচা হলেও ইহার মলম বা লোশন বাহ্যিক প্রয়োগ করলে উপকার। শরীরের কোন স্থানে আঘাত লেগে চামড়া ছিড়ে বা কেটে গিয়ে ক্ষত হলে এই ঔষধ আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক প্রয়োগ করা যায়। স্ত্রী জনন ইন্দ্রিয়ের ভগ প্রদেশের বহির্ভাগে আঁচিল হলে ইহা অব্যর্থ।

মাত্রা—Q ২/৩ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

ক্যালেন্ডুলা সক্কাস—ক্ষত শিঘ্র আরোগ্য করতে এই ঔষধের ক্ষমতা অধিকতর। ইহা ক্যালেন্ডুলা অফিঃ এর চেয়ে অধিক ফল প্রদ। ইহার Q ৩/৪ ফোঁটা সামান্য জলের সংগে মিশ্রিত করে দিনে ৩/৪ বার।

ক্যালোট্রপিস জায়গানটিয়া (Calotropis Gigantea)

পরিচয়—ইহা আমাদের দেশে আকন্দ নামে পরিচিত। ইহা একটি পরিচিত ছোট গাছ। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এই গাছ প্রচুর পরিমাণে জন্মে। এই গাছ হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—ইহার উপকারিতা প্রাচীন আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে স্বীকৃত সিফিলিস রোগের সেকেন্ডারী ষ্টেজে ইহার ব্যবহার যথেষ্ট উপকারী। সিফিলিস পীড়াগুলিও প্রথমাবস্থায় রক্তহীনতার লক্ষণ দেখা দিলে ইহা ব্যবহার করা উচিত। গোদ, কুষ্ঠ ব্যাধি এবং তরুণ আমাশয়ে ইহার Q ভাল কাজ করে। ইহার Q ৪/৫ ফোঁটা মাত্রায় দিনে ৩/৪ বার সেবন করলে প্রথমাবস্থার মত শিঘ্র আরোগ্য হয়। ইহা সেবন করলে শিরায় ও চর্মে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া বর্ধিত হয় এবং ধাতু পরিবর্তিত হয়। চর্মের উপর ক্ষত ও উদ্ভেদ এবং ফুস্কুড়ি, আব প্রভৃতি আরোগ্য হয়ে রোগী ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠে। ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঘর্মকারক ঔষধ। পাকস্থলীতে উত্তাপ বোধ ইহার একটি সিদ্ধ প্রদ লক্ষণ। মেদ রোগেও ইহা উপকারী ইহাতে মেদ কমে যায় এবং পেশীসমূহ সবল ও শক্ত করে।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে প্রত্যহ ৪/৫ বার সেব্য। এই পাতার রসও উপকারী।

ক্যাম্ফোরা (Camphora)

পরিচয়—ইহার অপর নাম কর্পূর। এক জাতীয় গাছ। এই মধ্যমাকৃতি দেখতে সুন্দর দেখায়। গরম জলের ভাঁপ্‌রাতে ইহার কাষ্ঠাদি চুঁইয়ে কর্পূর বের করা হয়। কর্পূর এক ভাগ এবং এলকোহল ৯ ভাগ একত্রে মিলিয়ে ফিলটার করে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—হিমাংগ অবস্থা—সমস্ত দেহ বরফের মত শীতল, হঠাৎ শক্তিক্ষয় নাড়ী দুর্বল ও ক্ষুদ্র দেহের রক্ত চাপ কমে গেলে ইহার প্রয়োগ উপকারী। সর্দি লাগার প্রাথমিক অবস্থা, রোগীর শীত শীত ভাব এবং হাঁচি পেশী কম্পন অস্থিরতা, সন্ধি স্থানে কড় কড় শব্দ। মৃগীবৎ আক্ষেপ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োজন। শীতের সময় স্থানীয় বাতরোগ দেখা দিলে ইহাতে উপকার। শিরা সমূহের স্ফীতি। হার্টফেল করার অবস্থায় ইহা অতি সুন্দর কাজ করে।

চারিত্রিক লক্ষণ—রোগীর দেহ যতই ঠান্ডা হোক না কেন কখনো ঢাকা সহ্য করতে পারে না। হঠাৎ শক পেলে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। হামের মন্দ ফল।

ভয়ানক আক্ষেপ, হিষ্টিরিয়া রোগীর মত উত্তেজিত হয়ে উঠে। ধনুষ্টঙ্কারের মত খেঁচুনি, গন্ডমালা ধাতু দুষ্ট শিশু এবং উত্তেজনা প্রবণ দুর্বল যুবকদের অধিক উপযোগী। হঠাৎ ভেদবমি আরম্ভ হয়ে নাক ঠান্ডা ও সুচাল, অস্থিরতা, নিঃশ্বাস ঠান্ডা। গায়ের চামড়া কুঞ্চিত। বরফের মত শীতল, অবসন্নতা, নাড়ী অতি ক্ষীণ এমন কি অনেক সময় পাওয়া যায় না। জিহ্বা শীতল, থলথলে এবং কাপে।

রোগ চিকিৎসা—সর্দিজ্বর—হঠাৎ ঠান্ডা লেগে সর্দি, কাশি, জ্বর জ্বর ভাব, ক্রমাগত হাঁচি, গায়ে বেদনা, নাক সেটে ধরে, মাথা ব্যথা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পেলে ইহার Q উপকারী। দুই নাক দিয়ে জলের মত সর্দি পড়ে, ইহাতে ইহা অব্যর্থ। সবিরাম জ্বরে Q ব্যবহার করা যায়। ক্যাম্ফরের রোগীর দেহ পাথরের মত ঠান্ডা অত্যন্ত শীত ও কম্পন, থরথর করে কাঁপে, দাঁতে দাঁত ঠেকে কিন্তু রোগী গায়ে কাপড় রাখতে চায় না। আবার যখন ঠান্ডা ও শীত ভাব চলে যায় এবং শরীরে তাপ সঞ্চার হয় তখন গায়ে কাপড় দেয়। জ্বর হোক কলেরা হোক বা অন্য যে কোন রোগই হোক না কেন এই অদ্ভুত লক্ষণটি থাকলে ইহা অব্যর্থ।

কলেরা—কলেরার লক্ষণ দেখলেই ইহা ব্যবহার করা উচিত নয়, যদিও ইহা কলেরার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। আপেক্ষিক রকমের কলেরা এবং প্রথম হতেই শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট, মাথা ঘোরে কানে শব্দ হয়, উপর পেটে বেদনা, নাড়ী ও হৃদপিন্ড অতি জোরে চলে, উত্তেজনা হেতু সমস্ত শিরায় সংকোচন ভাব, এ ছাড়া দু একবার ভেদবমি হয়েই সর্ব শরীর ঠান্ডা ও নীলবর্ণ হয়, অত্যন্ত ছটফটানি রোগী সর্বদা বাতাস চায় এই সব লক্ষণে ক্যাম্ফর উপযোগী। এক কথায় বলা যায় আক্ষেপিক কলেরায় ইহা খুব উপকারী। শিশু হঠাৎ কলেরা রোগে আক্রান্ত, বাহ্য, বমি দেখতে দেখতে শিশু দুর্বল ও হিমাংগ হয়ে পড়ে এই ক্ষেত্রেও ইহা উপকারী।

মূত্ররোগ—মূত্রাশয়ের মুখে জ্বালা পোড়া এবং মূত্রকষ্ট। মূত্রাশয়ের পূর্ণতা সহ মূত্র রোধ।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

ক্যাম্ফোরা মনোব্রোম—এই ঔষধটি শিশু কলেরায় অব্যর্থ। ইহার Q ২/৩ ফোঁটা করে এক ঘন্টা অন্তর সেবন করলে উপকার।

ক্যানাবিস ইন্ডিকা (Canabis Indica)

পরিচয়—ইহার বাংলা নাম গাঁজা। আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বর্তমানে গাঁজার চাষ হয়। এই গাঁজার কলি হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—প্রস্রাবের পীড়া—মূত্রনালীর মধ্যে ভয়ানক জ্বালা ও সূচ ফুটানো ব্যথা। প্রস্রাবের পূর্বে, সময় এবং পরে জ্বালা পোড়া ও ব্যথা খুব বেশী হয়। প্রস্রাব শেষ হলে ও ফোঁটা ফোঁটা করে ঝরতে থাকে এই ক্ষেত্রে Q অব্যর্থ।

স্বপ্নদোষ—ঘুমের মধ্যে রেত স্খলন হয়, ঘুমালে স্বপ্ন দেখে, ভাল ঘুম হয় না। সংগম ক্রিয়ার পর পিঠে বেদনা, কষ্টকর লিঙ্গ উদ্রেক ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q ভাল কাজ করে।

ঋতুস্রাব—অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে প্রচুর ঋতু স্রাব, রক্তের রঙ কালো তৎসহ মাথা ব্যথা, প্রস্রাবে জ্বালা ও বেদনা, স্রাবের রক্তে চাপ বাঁধা থাকে না। জরায়ুতে শূলবেদনা, কাম উত্তেজনা সহ কষ্টকর ঋতুস্রাবে ইহা উপকারী।

বেদনা—হৃৎপিন্ডের ছিঁড়ে ফেলার মত প্রবল চাপ বোধ সহ বেদনা। মেরুদন্ড ও স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যে বেদনা, অবনত হয়ে চলতে বাধ্য হয়, সোজা হয়ে চলতে পারে না। হাত পায়ে চিড়িকমারা বেদনা। পায়ের তলা ও পায়ের ডিমে বেদনা, হাঁটু ও গোড়ালীতে তীব্র ব্যথা সামান্য হাঁটতেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। কষ্টকর শ্বাস-প্রশ্বাস ইত্যাদি ক্ষেত্রেও Q বিশেষ উপকারী।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য—(১) সময়ের পরিমাণ এবং স্থানের বিস্তৃতি বড় করে দেখে। (২) মানসিক স্ফূর্তির প্রাচুর্য ও অত্যন্ত ভুলো প্রকৃতি, সুখের স্বপ্নে ডুবে থাকে, হাসি আরম্ভ হলে আর থামে না। (৩) মাথার ব্রহ্মরন্ধ্রটি মনে হয় একবার খুলছে আবার বন্ধ হচ্ছে, মনে হয় মাথার ঢাকনাটি যেন উঠে যাচ্ছে। (৪) ঘুমের মধ্যে দাঁত কড়মড় করে ইত্যাদি।

মাত্রা ও সেবন বিধি—Q ৩/৪ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

ক্যানাবিস স্যাটাইভা (Canabis Sativa)

পরিচয়—আমাদের দেশের ভাংগ বা সিদ্ধি গাছ। আমাদের দেশে ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মে। এই গাছের পাতার রস হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—মূত্রযন্ত্র, জননযন্ত্র এবং শ্বাস যন্ত্রের উপর ইহা ক্রিয়া প্রকাশ করে। ইহার বিশেষ অনুভূতি লক্ষণ—যেন ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে। কথার সময় বেধে যায় কথা জড়িয়ে যায়।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য—(১) গনোরিয়ার ইতিহাস পাওয়া যায়। (২) আঙ্গুল মচকে যাবার পর আঙ্গুল খেঁচে থাকা (৩) চোখে ঝাপসা দেখা, (৪) যন্ত্রণা দায়ক লিঙ্গ উদ্রেক (৫) মূত্রনালীর প্রচন্ড যন্ত্রণা ও ব্যথা, পা ফাঁক করে চলে। (৬) শ্লেষ্মা ও পুঁজে মূত্রনালী বন্ধ (৭) প্রচন্ড কোষ্ঠকাঠিন্য তৎসহ প্রস্রাব বন্ধ

(৮) খাদ্য দ্রব্য গিলার সময় শ্বাসকষ্ট। (৯) ছোট বালিকাদের শ্বেত প্রদর। (১০) শয়ন করলে, সিঁড়ি উপরে উঠলে যন্ত্রণার বৃদ্ধি।

রোগ চিকিৎসা—গনোরিয়া—রোগের প্রথমাবস্থায় ইহার Q অব্যর্থ। প্রস্রাবে জ্বালা পোড়া, যন্ত্রণাদায়ক লিঙ্গ উদ্রেক, মূত্রনালী হতে স্রাব নিঃসরণ, রক্ত, রক্তমিশ্রিত, ঘন ঘন স্রাব এবং প্রস্রাবও খুব বারে বারে হয়। এই লক্ষণে Q খুব উপকারী। এছাড়া মূত্রনালীর প্রদাহে এবং প্রস্রাবের সময় কাটা ছেড়ার মত বেদনায় ইহা উপকারী।

হাঁপানি কাশি—অত্যন্ত হাঁপানি কাশি এবং কষ্টকর শ্বাস প্রশ্বাস, বুক চেপে ধরে হাঁপাতে থাকে তৎসহ হৃদযন্ত্রের বেদনা, সূচ ফুটানো ব্যথা ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী।

মাথা ব্যথা—আধ কপালে মাথা ব্যথায় ইহা উপকারী।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার তবে আক্রমণ কালে এক ঘন্টা অন্তর।

ক্যানথারিস (Cantharis)

পরিচয়—ইহার অপর নাম Spanish Fly অর্থাৎ স্পেন দেশীয় মাছি। এই মাছি হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়। কিডনী, মূত্রনালী এবং চর্মের উপর ইহার ক্রিয়া প্রকাশ পায়।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য—(১) সর্বদাই প্রস্রাব ত্যাগের ইচ্ছা এবং ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব নিঃসরণ, প্রস্রাব সহ রক্ত। (২) নাক, মুখ, অন্ত্র, প্রস্রাব দিয়ে রক্ত বের হওয়া (৩) কামশক্তির উত্তেজনা, (৪) আগুনে পুড়ে যাওয়া হেতু জ্বালা, প্রস্রাবের পূর্বে, সময় এবং পরে ভীষণ জ্বালা পোড়া, রক্ত প্রস্রাবের বেগ এবং মূত্রনালীর মধ্যে চুলকানি। (৬) প্রস্রাবে অত্যন্ত কুন্থন ও বেগ। (৭) চর্মে পোড়া ফোস্কার মত উদ্ভেদ, উহা পাকে এবং ঘা হয়।

রোগ চিকিৎসা—পোড়া ঘা—শরীরের কোন অংশ বিশেষ আগুনে পুড়ে গেলে এক আঃ ডিষ্টিলড ওয়াটারে ইহার Q ২০/২৫ ফোঁটা মিশ্রিত করে এক খন্ড ন্যাকড়া বা তুলো ভিজিয়ে ঐ স্থানে লাগিয়ে দিলে অল্প সময়ের মধ্যে জ্বালা নিবারণ হয় এবং ফোস্কা পড়ে না। যদি ফোস্কা পড়ে বা হয় তবে ক্যানথারিস মলম বাহ্যিক প্রয়োগ করলে উপকার।

উদরাময় ও রক্তামাশয়—মাংস ধোয়া জলের ন্যায় ফিকে লাল বর্ণের ভেদ মলের সঙ্গে লালাভ বা রক্তের মত শ্লেষ্মা বা ক্ষুদ্র মাংসের টুকরার ন্যায় পদার্থ নির্গমন, বাহ্যের সময় মলদ্বারে আগুনের মত জ্বালা পোড়া, তৎসহ কুন্থন, কুন্থন না দিলে প্রস্রাব হয় না ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত উদরাময়ে Q উপকারী। আমাশয়ের ক্ষেত্রে উদরাময়ের উপরোক্ত লক্ষণগুলো বর্তমান তৎসহ মলদ্বারে

জ্বালাপোড়া, কুন্থন, পেটে অত্যন্ত কামড়ানি ব্যথা এবং অদম্য পিপাসা থাকে, মলের সঙ্গে আম রক্ত পড়া ইত্যাদি ক্ষেত্রেও Q উপকারী।

কামোন্মাদনা—রমণীদের প্রবল সংগম ইচ্ছা। ইহা সেবনে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই জনন ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা হয়। এই উত্তেজনা হেতু রতি ক্রিয়ার ইচ্ছা এত প্রবল হয় যে, ঘুমাতে পারে না ইত্যাদি লক্ষণে Q ব্যবহার করা হয়।

চর্মরোগ—বিষাক্ত প্রকৃতির চর্মরোগে ফোস্কা সৃষ্টি। অত্যধিক ঘামের পর অণ্ডকোষ ও জর্নন ইন্দ্রিয় স্থানে চাপাপড়া একজিমা পুনঃ প্রকাশিত, ক্ষত পচতে আরম্ভ করে। পুজবটী, তার উপর ময়দার মত মামড়ি পড়ে, ফোস্কার ন্যায় উদ্ভেদ, উহাতে জ্বালা ও চুলকানি, ইরিসিপ্লাস ফোস্কার মত, রাত্রে পদতলে জ্বালাপোড়া, জ্বালা যন্ত্রণা অসহ্য হয়। Q উপকারী।

গণোরিয়া—রক্ত স্রাব এবং প্রস্রাবের সময়, পূর্বে ও পরে ভীষণ জ্বালাপোড়া, প্রস্রাবের ঘনঘন বেগ, ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব কষ্টকর লিঙ্গ উদ্রেক, প্রস্রাবের সঙ্গে সাদা টুকরো মত পদার্থ নির্গমন ইত্যাদি লক্ষণে Q অব্যর্থ। তবে লক্ষণ ভেদে নিম্নলিখিত ঔষধগুলো প্রয়োগ করা যায়। প্রমেহ স্রাব ঘন হরিদ্রাবর্ণ, প্রস্রাব ত্যাগ কালে জ্বালা পোড়া, লিঙ্গমুন্ড ফোলায় ক্যানাবিস স্যাটাইভা Q যদি কুন্থনভাব প্রবল হয় তবে ক্যানথারিস Q । প্রস্রাবের সংগে রক্ত স্রাব, শ্লেষ্মার মত চটচটে পদার্থ নির্গমন, প্রস্রাবে জ্বালা পোড়া এবং ঘন ঘন প্রস্রাবের বেগ কিন্তু খুব অল্প পরিমাণে প্রস্রাব হয়, প্রসাবের বেগ আদৌ সহ্য করতে পারে না, অসাড়েই পড়ে যায় এই ক্ষেত্রে একুইজিটাম হাইমেল Q উপকারী। এই জাতীয় লক্ষণ রমণীদের মধ্যে থাকলে ইউপেটোরিয়াম পারফোলিয়াটাম Q উপকারী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার।

যে সকল বৃদ্ধ প্রস্রাব ধারণে সম্পূর্ণ অক্ষম এবং যে সকল শিশুর প্রস্রাবে বিশেষ কোন দোষ পাওয়া যায় না অথচ প্রতি রাত্রেই বিছানায় প্রস্রাব করে তাদের পক্ষে ইকুইজিটাম Q অব্যর্থ। প্রমেহ স্রাব দুধের মত সাদা ও হাজাকর, প্রস্রাব দ্বার ফুলে যায় ও লাল বর্ণ হয় সেই ক্ষেত্রে কোপেবা Q অব্যর্থ। প্রস্রাবের অত্যন্ত বেগ সহ ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব পড়ে। প্রস্রাবের সঙ্গে কখনো রক্ত, মূত্র নালীতে চুলকানি। প্রস্রাবের রঙ হলুদ বর্ণ। রাত্রে ঘন ঘন লিঙ্গ উদ্রেক এই থেকে থুজা Q। স্রাব ঘন ও হরিদ্রাবর্ণের, প্রস্রাব ত্যাগকালে সূচ ফুটানো ব্যথা এবং লংকা বাটার মত জ্বালা পোড়া, মোটা সোটা লোকদের ক্ষেত্রে ক্যাপসিকাম Q। প্রস্রাবের হঠাৎ খুব বেগ আসে, সেই বেগ এক মুহূর্তও ধারণ করতে পারে না। প্রস্রাব ত্যাগকালে অত্যন্ত জ্বালা যন্ত্রণা, প্রস্রাব নালীর মধ্যে অসহ্য চুলকানি ও লিঙ্গ মুন্ডে বেদনা ইত্যাদি লক্ষণে পেট্রোসেলিনিয়ম Q অব্যর্থ। প্রস্রাবের শেষ ভাগে অত্যন্ত জ্বালা থাকে কিন্তু প্রস্রাবের সময় বা পূর্বে

কিছু মাত্র থাকে না ইত্যাদি ক্ষেত্রে সার্সাপেরিলা Q অব্যর্থ। প্রস্রাব থেমে থেমে নির্গত হয় এইজন্য রোগীকে অনেকক্ষণ পর্যন্ত বসে থাকতে হয়। রোগী যতক্ষণ প্রস্রাব করে ততক্ষণ মূত্রনালী ও লিঙ্গ মুন্ডে বেদনা অনুভব করে। ইহাতে পুঁজ একেবারে থাকে না। মূত্র নালীর ছিদ্র অত্যন্ত সরু ইত্যাদি ক্ষেত্রে ক্লিমেটিস Q অব্যর্থ। প্রস্রাব খুব ধীরে ধীরে ও থেমে থেমে নির্গত হয় তবে ইহাতে পুঁজ থাকে সেইক্ষেত্রে কোনিয়াম Q অব্যর্থ। যদি প্রস্রাবের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে চটচটে হড়হড়ে লালা ও সুতোর মত এক প্রকার শ্লেষ্মা ও পুঁজ মিশ্রিত পদার্থ নির্গত হয়। যযপ্রস্রাব একটু একটু করে হয়। প্রস্রাব ত্যাগকালে অত্যন্ত জ্বালা, প্রস্রাবের পর আরো বেগ থাকে মনে হয় আরো প্রস্রাব হবে। বসে বেগ দিলে আদৌ প্রস্রাব হয় না। লিঙ্গ মুন্ড নালী পর্যন্ত অসহ্য চুলকানি। ঘনঘন প্রস্রাবের বেগবশত রাত্রে ৮/৯ বার উঠতে হয়। কোন কোন সময় প্রস্রাব ঘোলা, গাঢ় এবং দুর্গন্ধ যুক্ত হয়। প্রস্রাবে ইটের গুঁড়ার মত তলানি পড়ে ইত্যাদি ক্ষেত্রে চিমাফিলা Q অব্যর্থ। যদি প্রস্রাব ঘন, ঘোলা, শ্লেষ্মাপূর্ণ হয়। অনবরত প্রস্রাবের বেগ এবং প্রস্রাব ত্যাগের ইচ্ছা। অল্প পরিমাণে প্রস্রাবও মূত্র থলিতে থাকতে পারে না। অসাড়ে নির্গত হয়। পথে চলতে চলতে বা ঘুমের মধ্যে অজ্ঞাতসারে প্রস্রাব হয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে এনানথিরাম Q অব্যর্থ। মূত্র যন্ত্রের ও জনন ইন্দ্রিয়ের কোন্ পুরাতন রোগে পুঁজের মত শ্লেষ্মা নির্গত হতে থাকে। কিডনী ও মূত্রনালীর মিউকাস মেমব্রেণের পুরাতন প্রদাহে প্রস্রাবসহ প্রচুর পরিমাণে শ্লেষ্মা নির্গত হয়। পুরাতন গণোরিয়া রোগ ও প্রষ্টেট গ্ল্যান্ডের পীড়া জনিত অসাড়ে শুক্রক্ষরণ অথবা স্রাব নির্গমন। প্রস্রাব দ্বার দিয়ে ভয়ানক জ্বালা যন্ত্রণাসহ পাথুরীর মত কোন পদার্থ নির্গত হয়। রমণীদের শ্বেত প্রদর, মূত্রনালীতে বেদনা এবং মূত্রনালীর পথ খুব সংকোচিত হয়ে পড়ে ইত্যাদি ক্ষেত্রে বারস্মা (বুচু) Q অব্যর্থ।

ক্যাপসিকাম এনাম (Capsicum Annum)

পরিচয়—বাংলায় ইহা লংকা নামে পরিচিত। লংকা হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—হাঁপানি কাশি—নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ। কাশতে কাশতে রোগী দুর্বল হয়ে পড়ে। অনেকক্ষণ কাশির পর সামান্য শ্লেষ্মা উঠে এবং একটু শ্লেষ্মা উঠে গেলে হাঁপানি টানের কিছুটা উপশম রোধ হয়। এই ক্ষেত্রে Q উপকারী।

আমাশয়—বাহ্যের সঙ্গে জ্বালা পোড়া, বেগ ও কুন্থন। মল রক্ত মিশ্রিত বা সবুজ বর্ণ, অত্যন্ত পিপাসা, জল পান করলেই শীত শীত ভাবসহ কম্পন। এই ক্ষেত্রেও Q প্রয়োগ করা উচিত।

কানের রোগ—খুব পুরাতন কানের রোগ এবং পুঁজ পড়তে থাকে। কানের পটাহ ছিদ্র হয়ে যায়। হলদে বর্ণের পুঁজ পড়ে তৎসহ মাথা ব্যথা ও শীত শীত ভাব থাকে তবে Q অব্যর্থ।

জ্বর—প্রত্যহ বিকাল ৫/৬ টার মধ্যে জ্বর আসে। শীত শীত করে জ্বর আসে। জ্বরে গাত্রদাহ ও শীত ভাব প্রবল থাকে। শীত যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ পিপাসা কিন্তু জলপান করলেই শীত বেশী অনুভব হয় এই জলপান করতে সাহস হয় না। শীত নিবারণের জন্য উত্তাপ চাহে ইত্যাদি লক্ষণে Q উপযোগী।

গণোরিয়া—রোগের পুরাতন অবস্থায় যখন স্রাব বেশী থাকে না, ২/১ ফোঁটা আঠার মত চটচটে স্রাব সর্বদাই মূত্রনালীর মুখে লেগে থাকে এবং উহাতে মূত্র পথ বন্ধ হয়ে যায়। প্রস্রাবে খুব জ্বালা পোড়া ভাব থাকে এই জাতীয় লক্ষণে Q অব্যর্থ।

গলগহ্বরের রোগ—আলজিহ্বা বর্ধিত, গলার ভিতর লংকা বাটার মত জ্বালা পোড়া, গল নালীর সংকোচন, ধূমপায়ী এবং মদ্য পায়ীদের গলক্ষত। গলগহ্বরে গরম বোধ। গলার মধ্যে বেদনা ও শুষ্কতা বোধ। গলার মধ্যে চিড়িক মারা ও সংকোচন বোধে Q উপযোগী।

গুহ্যদ্বারের রোগ—জ্বালা ও কুন্থনের সঙ্গে রক্তাক্ত আম পড়ে। মল ত্যাগের পর পিঠে বেদনা, মল ত্যাগের পর পিপাসা পায়। জল পান করলেই শিহরণ জাগে। রক্তস্রাবী অর্শবলী তৎসহ গুহ্যদেশে টাটানি ব্যথা। মল ত্যাগকালে হুল ফুটানো ব্যথা ইত্যাদি Q বিশেষ উপকারী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে ৪ বার। আক্রমণকালে এক ঘন্টা অন্তর।

কারডুয়াস বেনিডিকটাস (Carduns Benedictus)

পরিচয়—ইহার অপর নাম স্টার থিসল বা ব্লেসেড থিস্‌ল। ইহা এক জাতীয় গাছড়া ইউরোপ অঞ্চলে জন্মে। এই গাছড়ার রস হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। ঔষধটি চোখের উপর খুব কাজ করে। দেহের বিভিন্ন অংশে সংকোচন বোধ, উদর সংকোচিত মনে হয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q ৩/৪ ফোঁটা করে প্রত্যহ তিন বার সেব্য।

কারডুয়াস মেরিয়ানাস (Carduus Merianus)

পরিচয়—ইহার অপর নাম মিল্ক থিস্‌ল অথবা সেন্টমেরির থিস্‌ল। ইহা এক জাতীয় গাছড়া ইউরোপ মহাদেশ অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। ইহার সুপক্ক বীজ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—এই ঔষধটি বিশেষ করে লিভারের উপর খুব ভাল কাজ করে। অতিরিক্ত ঠান্ডা হেতু অথবা মদ্যপান হেতু লিভারের স্বাভাবিক কাজ

বিঘ্নিত হলে এই ঔষধটি ব্যবহার করা প্রয়োজন। লিভার হতে পিত্তরস যদি যথাযথ নির্গত না হয়। জন্ডিসের লক্ষণ প্রকাশ পায়। কোষ্ঠকাঠিন্যভাব, মলঃ ছাই বা মাটি বর্ণের, জিহ্বায় ময়লার পুরু আবরণ, সামান্য পরিশ্রমেই ক্লান্তি হয়ে পড়ে। দুর্বলতা ভাব অতি প্রকট ভাবে প্রকাশ পায় ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে ইহার Q খুবই ভাল কাজ করে। লিভারের যে কোন বিঘ্নিত ক্রিয়ায় ইহা প্রযোজ্য। লিভারের শিরা এবং ধমনীর উপর ইহার প্রধান কাজ। লিভার রোগের শেষ অবস্থায় অনেক সময় রোগী ফুলে পড়ে তখন ইহার Q অব্যর্থ।

লিভারের রোগ—লিভার অঞ্চলে বেদনা, লিভারের বাম অংশ স্পর্শকাতর, পূর্ণতাবোধ, টাটানি, কোষ্ঠকাঠিন্য, মল গাঁট গাঁট। কোষ্ঠকাঠিন্যের পর উদরাময়, পিত্তকোষ প্রদাহ, যকৃতের ক্রিয়া বিকৃতির জন্য জন্ডিস ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q বিশেষ উপকারী।

পিত্ত পাথুরী (Gall stone)—পিত্ত পাথুরীজনিত ভয়ানক শূল বেদনায় Q উপকারী। ইহা নিয়মিত সেবন করলে নূতন পাথুরী জন্মিতে পারে না, লিভার স্থানে টাটানি বেদনা, লিভারের বাম দিকে অত্যন্ত বেদনা, মুখে তিক্ত স্বাদ, গা বমি বমি, পিত্তের প্রবলতা এবং লিভার সিরোসিস জনিত শোথ রোগে ইহাতে যথেষ্ট উপকার। জন্ডিসের সংগে প্রস্রাব ঘোর হলুদ, পিত্ত মিশ্রিত বাহ্য। টক বা তিক্ত সবুজাভ বমি ইত্যাদি লক্ষণ থাকলে Q অব্যর্থ।

প্রস্রাবের রোগ—কোন রোগে প্রসাবের রঙ ধোঁয়ার রঙের মত। ঘোলা অথবা সরষের তেলের মত হলে Q ব্যবহার করা উচিত।

কাশি—বুকের পাশের বেদনাসহ কাশি এবং যকৃতের দোষ হেতু কাশিতে Q উপকারী। ডান পাঁজরের নীচে এবং সম্মুখভাগে খোঁচামারা বেদনা। নড়াচড়া করলে, হাঁটলে বৃদ্ধি। হাঁপানির ন্যায় শ্বাস ক্রিয়া, বুকের বেদনা স্কন্ধ দেশে, পিঠে, কুচকি এবং তলপেট পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে ঐ সঙ্গে বারবার মূত্রত্যাগ। এইসব লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে Q উপকারী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য।

ক্যারিকা পেপেয়া (Carica Papaya)

পরিচয়—আমাদের দেশে ইহা পেঁপে নামে পরিচিত। হোমিওপ্যাথি মতে পেঁপে হতে দুটি ঔষধ প্রস্তুত হচ্ছে। প্রথমটি পেঁপের পাতা হতে টিংচার, উহাই ক্যারিকা পেপেয়া নামে বাজারে চলছে। দ্বিতীয় ঔষধটি ঐ একই নামে চললেও উহা পেঁপের আঠা হতে বিচূর্ণন পদ্ধতিতে প্রস্তুত এবং ১x, ২x, ৩x প্রভৃতি শক্তিতে চলছে। পেঁপের উগ্রবীর্য পেপেন, উহা এলোপ্যাথিক পেপাসিস অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

উপকারিতা—ডাঃ চোপরা বলেন কাঁচা মাংসের উপর পেঁপের আঠার ক্রিয়া ভারতীয় রাঁধুনীদের জানা আছে। পেপসিস সদৃশ একটি ঔষধ। ইহা উৎকৃষ্ট হজমিকারক এবং পেপটোন উৎপন্ন করে হজম ক্রিয়াকে সবল করে। অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ বলেন, প্লীহা, যকৃৎ রোগে এবং অজীর্ণ রোগে পেঁপের আঠা ২/৩ ফোঁটা সামান্য চিনির সঙ্গে খেলে অথবা ১x বা ৩x চূর্ণ ক্যারিকা পেঁপে ব্যবহার করলে আশ্চর্য ফল পাওয়া যায়। সাধারণত অজীর্ণ ও প্রস্রাব সম্বন্ধীয় রোগেই ইহা ব্যবহৃত হয়।

অজীর্ণ রোগ—যখন রোগী না খেতে খেতে দুর্বল হয়ে পড়ে অথচ খেলে হজম হয় না। আহার্যবস্তু পেটে গিয়ে কোন পীড়ার সৃষ্টি করে, পেটে বেদনা হয়, যা খায় সমস্ত বমি হয়ে যায়, ধীরে ধীরে জীর্ণ শীর্ণ হয়ে পড়ে। স্বাদহীন ঢেকুর উঠে, পিপাসা থাকলেও জল পান করতে ভয় পায় তখন Q বা ১x (tri) অব্যর্থ।

প্রস্রাবের রোগ—প্রাতে প্রথম প্রস্রাবের সময় রোগীকে অত্যন্ত বেগ দিয়ে প্রস্রাব করতে হয়, মনে হয় ভিতরে কিছু আটকে আছে। প্রস্রাবের বেগ সহ কিডনীতে বেদনা অথবা প্রস্রাব থলিতে বেদনা, জ্বালা পোড়া এবং ঘনঘন প্রস্রাব হয়, অন্ডকোষে বেদনা, প্রস্রাবের সময় এবং পরে জ্বালা পোড়া মনে হয় কি যেন একটা বস্তু মূত্রনালীতে আটকে আছে। প্রস্রাবের বর্ণ মোমের মত অথবা হলুদ বর্ণ। ঘনঘন মূত্র বেগ এবং ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব পড়ে। গণোরিয়ার প্রথমাবস্থায় ভাল কাজ করে। প্রাতকালে অহেতুক লিঙ্গ উদ্রেক। পেরিনিয়াম হতে লিঙ্গ মূল পর্যন্ত মৃদু বেদনা ইত্যাদি Q বিশেষ উপকারী।

স্ত্রীজনন ইন্দ্রিয় জনিত রোগ—ঋতুস্রাবকালে রোগিণী অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে, কাজকর্ম আদৌ সহ্য করতে ইচ্ছে করে না। জনন অংগ চুলকাতে থাকে, যোনী মধ্যে জ্বালা। এ ছাড়াও সমস্ত দেহে চুলকানি বোধ এবং চুলকাতে চুলকাতে আমবাতের ন্যায় উদ্ভেদ বের হয়। পা দুটি খুব দুর্বল এবং কাঁপতে থাকে বাম স্কন্ধে বাতের বেদনা। মুখমন্ডলের স্নায়ু শূল, বাম পার্শ্বেই অধিক, একবার দেখা দিলে ৩/৪ দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয় ইত্যাদি লক্ষণে Q উপযোগী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে চার বার সেব্য। আক্রমণকালে প্রতি দু ঘন্টা অন্তর সেব্য।

ক্যাসকেরা স্যাগ্রাডা (Cascara Sagrada)

পরিচয়—ইহার অপর নাম র‍্যামনাস পার্সিয়ানা অথবা সেক্রেড বার্ক। ইহা এক জাতীয় গাছ। প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে জন্মে। এই গাছের ছাল হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—কোষ্ঠকাঠিন্য রোগে ইহার Q ২০/২৫ ফোঁটা মাত্রায় ব্যবহার করলে আশুফল পাওয়া যায়। পুরাতন অগ্নিমান্দ্য, লিভারের কঠিনতা প্রাপ্ত।

জন্ডিস প্রভৃতি রোগে Q উপকারী। অর্শ ও কোষ্ঠকাঠিন্য রোগে Q অব্যর্থ। পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগ হেতু মাথার যন্ত্রণা, প্রশান্ত, থলথলে জিহ্বা, দুর্গন্ধ যুক্ত নিঃশ্বাস ইত্যাদি ক্ষেত্রেও Q উপকারী।

মূত্ররোগ—মূত্র আরম্ভ হবার আগে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় তারপর ফোঁটা ফোঁটা করে পড়ে এই ক্ষেত্রে Q ভাল কাজ করে।

পেশী ও গ্রন্থির বাত রোগ—পেশী ও গ্রন্থির বাত রোগ তৎসহ কোষ্ঠকাঠিন্য লক্ষণ থাকলে Q অব্যর্থ।

বিঃ দ্রঃ—ক্রিয়াগত দিক থেকে বিচার করলে র‍্যামনাস পার্সিয়ানার সঙ্গে র‍্যামনাস ক্যালিফার্নিকার বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। যেমন—বাত এবং পেশীর বেদনায় র‍্যামনাস ক্যালিঃ Q ব্যবহার করলে অধিক উপকার পাওয়া যায়। এছাড়া মূত্রাশয়ের কুন্থন, পার্শ্ববেদনা, কোমর বাত, পাকাশয়ের শূলবেদনা, পেশীবেদনা, মাথায়, ঘাড়ে এবং মুখমন্ডলে বেদনা। প্রদাহিত বাত, গাঁট ফোলা, গাঁটে বেদনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইহার Q ২/৩ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। প্রস্রাবের পরিমাণ বৃদ্ধি, ইউরেথ্রার মধ্যে সড়সড় করা, প্রবল রতি ক্রিয়ার ইচ্ছা, পায়ের বেদনা, পায়ের পেশীর শক্তিহীনতা, মাতালের মত পা ফেলা, কোষ্ঠকাঠিন্য সহ বায়ু নিঃসরণ, পেট ফাঁপ সহ উদরাময়, ঠোঁট ও মাড়ির মধ্যে ক্ষত যুক্ত ক্যানসার, স্নায়বিক দুর্বলতা; মনোযোগ সহকারে কাজ করতে না পারা, নাড়ীর অনিয়মিত গতি, ধীরগতিশীল নাড়ী। (মিনিটে প্রায় ৫৫ বিট)। এই জাতীয় লক্ষণযুক্ত পীড়ায় র‍্যামন্যাস ক্যালিঃ Q খুব ভাল কাজ করে। ১৫/২০ ফোঁটা মাত্রায় প্রতি ৩ ঘন্টা অন্তর সেব্য। যেহেতু র‍্যামনাস পার্সিয়ানা র‍্যামনাস ক্যালিফার্নিকার লক্ষণগত সাদৃশ্য অনেক ক্ষেত্রেই আমরা দেখতে পাই সেজন্য লক্ষণগত বিচার করে ঔষধ দুটি ব্যবহার করা উচিত।

ক্যাসকেরিলা (Cascarilla)

পরিচয়—ইহার অপর নাম সুইট বার্ক। শুষ্ক এক প্রকার গাছের ছাল। ইহা চূর্ণ করে এ্যালকোহলে মিশ্রিত করে মাদার টিংচার প্রস্তুত করতে হয়।

উপকারিতা—পরিপাক যন্ত্রের ভাল কাজ করে। কোষ্ঠকাঠিন্য লক্ষণে ইহার ব্যবহার বিশেষ উপকারী। বমি ও বমনবেগ ইহার একটি বিশেষ লক্ষণ।

পাকস্থলীর পীড়া—কোষ্ঠকাঠিন্যের মল শক্ত ও গুটলে গুটলে, উহার গায়ে আম জড়িত তৎসহ পেটে কামড়ানি, পেটে জ্বালা, মলের সঙ্গে টাটকা রক্ত, কোমরে বেদনা। কখনো উদরাময় আবার কখনো কোষ্ঠ-কাঠিন্য, পেটে চিন চিন করে ব্যথা, সর্বদা গরম দ্রব্য খেতে চায়, বমি ও বমিবমি ভাব ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q অব্যর্থ।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে প্রতি ২/৩ ঘন্টা অন্তর সেব্য।

ক্যাসকারা অমরগা (Cascara Amarga)

পরিচয়—ইহার মাদার টিংচার সিফিলিস রোগের একটি মহা উপকারী ঔষধ। সিফিলিস রোগে আক্রান্ত রোগীর যে কোন অবস্থায় ইহা প্রযোজ্য। রক্ত বিশুদ্ধকরণ ইহার প্রধান কাজ। ইহা নিয়মিত সেবন করলে শরীরের বিষাক্ত রক্ত দূর হয় এবং সিফিলিস রোগ ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করে।

মাত্রা—Q পাঁচ ফোঁটা করে প্রত্যহ তিন বার এবং তৎসহ মাঝে মাঝে ইচিনেসিয়া Q পাঁচ ফোঁটা করে দিনে তিন বার।

ক্যাস্টানিয়া ভেসকা (Castanea Vesca)

পরিচয়—ইহার অপর নাম চেষ্ট নাট পত্র। ইহা আমেরিকার চেষ্টনাট জাতীয় এক প্রকার গাছ। ইহার পাতার রস হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—হুপিং কাশির একটি মহা ঔষধ বিশেষ করে প্রারম্ভিক অবস্থায়। শুষ্ক ঠন-ঠনে ভয়ানক আক্ষেপকর কাশি। উষ্ণ পানীয়ের ইচ্ছা, অতিশয় তৃষ্ণার্ত, ক্ষুধাহীনতা, উদরাময়, গাঢ় মূত্র। কটিবাত, সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q বিশেষ উপযোগী। হুপিং কাশি এবং শুষ্ক আক্ষেপিক কাশিতে Q অব্যর্থ। দিনে ৪/৫ বার ৩/৪ ফোঁটা মাত্রায় সেব্য।

ক্যাষ্টোরিয়াম (Castoreum)

পরিচয়—ইহার অপর নাম বিভর। বিড়াল জাতীয় এক প্রকার প্রাণীর জনন ইন্দ্রিয়ের কাছে এক প্রকার গ্ল্যান্ড হতে যে তরল পদার্থ নির্গত হয় উহাকেই ক্যাষ্টোরিয়াম বলে। ইহা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—হিষ্টিরিয়া রোগে ইহা Q অব্যর্থ। দুর্বলতা হচ্ছে ইহার বিশেষ লক্ষণ। হিষ্টিরিয়ার আক্ষেপ, আলোক সহ্য করতে পারে না। স্নায়বিক প্রকৃতির রমনীগণ যারা কখনো সম্পূর্ণ সুস্থ্য হতে পারে না, সর্বদা খিটখিটে থাকে, অবসাদকর ঘাম, দুর্বলকর রোগ ভোগের পর আক্ষেপ লক্ষণ। অনবরত হাই তোলে। অস্থির নিদ্রায় স্বপ্ন দেখে এবং চমকে উঠে ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে Q উপযোগী।

ঋতুস্রাব—অতিকষ্টকর বেদনা সহ ফোঁটা ফোঁটা করে রজস্রাব। রজ স্রাব সম্পূর্ণ বন্ধ তৎসহ পেট ফোলা, পেট ফাঁপ, পেটে বেদনা, দুর্বল স্নায়ু প্রধান রমণীদের পক্ষে Q অব্যর্থ। সর্বদাই উত্তেজিত, একটুতেই ঘাম হয়, দিন কানা, জিহ্বা স্ফীত, জিহ্বার মাঝে মটর দানার ন্যায় উঁচু উচু উদ্ভেদ, জিহ্বা যেন অভ্যন্তর ভাগে টেনে ধরে এমন অনুভূতি। অনেক সময় জ্বর রোগেও ইহা ভাল কাজ করে।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য।

কলোফাইলাম (Caulophyllum)

পরিচয়—এক প্রকার ক্ষুদ্র গা... মূল হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—সাধারণত জরায়ুই এই ঔষধের প্রধান ক্রিয়া ক্ষেত্র। প্রসব কালে ও প্রসবের পর যতদিন পর্যন্ত সন্তান স্তন পান করে ততদিন প্রসূতির কোন-না-কোন প্রকার পীড়া থাকে সেই ইহার Q বিশেষ উপযোগী। এই ঔষধটি রমণীদেরই বিশেষ উপযোগী।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য—(১) জরায়ুর দর্বলতা (২) রক্ত প্রদর সহ পেটে ভয়ানক শূল বেদনা (৩) প্রসবের পর জরায়ু স্বাভাবিক আকারে সংকুচিত না হওয়া (৪) বিলম্বিত প্রসব এবং জরায়ু মুখ শক্ত (৫) রমনীদের পেটে বাত এবং স্থান পরিবর্তনশীল বেদনা।

রোগ চিকিৎসা—প্রদর স্রাব—শ্বেত প্রদর, রক্ত প্রদর উভয় ক্ষেত্রেই Q প্রযোজ্য। ছোট ছোট মেয়েদের শ্বেত প্রদরেও ভাল কাজ করে। রক্ত প্রদর, অতিশয় দুর্বলতা এবং বেদনা সহ রক্ত স্রাব থেমে থেমে হয় এবং জরায়ুর দুর্বলতা বশত অথবা জরায়ু ঠিকমত সংকুচিত হতে না পেরে রক্ত স্রাব হতে থাকলে এবং উহার রঙ কালো ও রক্ত তরল হলে কলোফাইলাম Q অব্যর্থ। প্রসব বা গর্ভ স্রাবের পর জরায়ু সম্পূর্ণ ভাবে সংকোচন না হওয়ার জন্য অতিরিক্ত পরিমাণে রক্ত স্রাব হতে থাকলে তৎসহ কোমর হতে পিউবিস পর্যন্ত বেদনা থাকলে Q অব্যর্থ।

জরায়ুর রোগ—জরায়ু মুখের অত্যন্ত কঠিনতা, ভয়ংকর আক্ষেপিক বেদনা উহার চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। প্রদর স্রাব তৎসহ কপালের উপর মশা কামড়ানোর মত দাগ। জরায়ুর দুর্বলতা, জরায়ুর মুখে সুঁচ ফুটানো বেদনা। জরায়ু পেশীর দুর্বলতার জন্য ঋতু স্রাব এবং প্রদর স্রাব দুই প্রচুর। জরায়ুর দুর্বলতার জন্য ইহা বের হয়ে পড়ে ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী।

বাত—আংগুলের বাত হাতের বা পায়ের যে আংগুলেই হোক Q অব্যর্থ। তবে স্যাবাইনা কেবল মাত্র বুড়ো আংগুল এবং কবজির বাতে উপকারী। সমস্ত আঙ্গুল এবং গাটের বেদনায় কলোফাইলাম Q উপকারী। ঋতু স্রাবের পর আংগুলের বা কবজির বাত বেদনায় ইহা অব্যর্থ। হাতের আঙ্গুল, পায়ের আংগুল, গোড়ালি প্রভৃতি ছোট ছোট সন্ধি স্থানে ভয়ানক টেনে ধরার ন্যায় সঞ্চরণ শীল বেদনা এবং আড়ষ্ট ভাব। হাত মুষ্টিবদ্ধ করলে অসহ্য বেদনা, সঞ্চরণশীল বেদনায় Q অব্যর্থ।

প্রসব বেদনা—জরায়ুর মুখ অত্যন্ত শক্ত, বেদনা আক্ষেপিক এবং অসহ্য কর। বেদনা সবিরাম—একবার যায় আবার আসে এইভাবে নিয়তই বেদনা ছাড়ে আর আসে। এছাড়া বেদনা একবার এখানে একবার সেখানে অর্থাৎ কখনো পেটে, কখনো বুকে, কখনো কুচকীতে আবার পিঠে ক্রমাগত স্থান

পরিবর্তন করে। বেদনা একেবারে কষ্টকর ও অসহ্য। প্রসবের আগে অর্থাৎ ২/১ সপ্তাহ পূর্বে যখন কৃত্রিম প্রসব বেদনা উঠে তখন ইহার Q ৪/৫ ফোঁটা করে দিনে ২/৩ বার সেবন করালে উপকার। প্রসবের পর জরায়ু স্বাভাবিক ভাবে পূর্বের আকারে পরিণত না হলে ইহার Q অতি উপকারী। জরায়ু পেশীর দুর্বলতার জন্য যাদের প্রায়ই গর্ভ স্রাব হয় এবং গর্ভ স্রাব উপক্রমে জরায়ুতে ও তলপেটে বেদনার সহিত অল্প বিস্তর রক্ত স্রাব হয় এই ক্ষেত্রে Q উপকারী।

মাত্রা ও সেবন বিধি—Q ৪/৫ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৪ বার তবে আক্রমণকালে একঘন্টা অন্তর সেব্য।

কষ্টিকাম (Causticum)

পরিচয়—ইহা মহাত্মা হ্যানিম্যানের আবিষ্কৃত। পোড়া পাথর এবং বায়ো ফসফেট অব পটাশ এই দুটির মিশ্রণে ইহা প্রস্তুত। ইহার মাদার সলিউশান ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

উপকারিতা—ইহা সাধারণত চোখ, কান, মুখ ও দাঁতের রোগে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া বাত, কোষ্ঠকাঠিন্য, স্বরভংগ, গলনালীর পীড়ায় ইহা উপযোগী। কিডনী আঁচিল, ঋতু শূল এবং সবিরাম জ্বরেও ইহা যথেষ্ট উপকারী।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য—(১) পরের দুঃখ দেখে অন্তর কষ্ট, সর্বদাই বিমর্ষ ও আশাশূন্য, পুরাতন শোক, রাত্রি জাগরণ। হঠাৎ ভয়, লুপ্তচর্ম পীড়া জনিত কোন রোগের উৎপত্তি। (২) শিশুদের বিছানায় প্রস্রাব করা, হাঁচিতে, কাশিতে বা চলতে অসাড়ে প্রস্রাব নিঃসরণ। (৩) হুপিং কাশি এবং শুধু মাত্র রাত্রে গয়ার ওঠে। (৪) অত্যন্ত ঠান্ডা লেগে পক্ষাঘাত, ডানদিকের পক্ষাঘাত, শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পক্ষাঘাত, টাইফয়েড বা ডিপথিরিয়া রোগের পর পক্ষাঘাত সৃষ্টি। (৫) গাঁট আড়ষ্ট হয়ে খেঁচে ধরা। (৬) ঘন ঘন বাহ্যের বেগ, কিন্তু বাহ্য হয় না। খুব জোরে কুন্থন দিলে বাহ্য হয়।

রোগ চিকিৎসা—চোখের পীড়া—চোখের ছানির প্রারম্ভিক অবস্থা, চোখের পাতার প্রদাহ, ক্ষত, চোখে ঝাপসা দেখা, চোখের সম্মুখে অগ্নিস্ফুলিংগ ও কালো কালো দাগ দেখা, দৃষ্টি হীনতা মনে হয় চোখের সম্মুখে পর্দা রয়েছে। ডাঃ হেরিং বলেন—চোখের ছানি এবং রোগী বার বার চোখে হাত দেয় এবং রগরায়, ইহাতে চোখের ভার বোধের লাঘব হয় ইত্যাদি লক্ষণে ইহা প্রযোজ্য।

কানের পীড়া—কানে কম শোনে, কানে গুণ গুণ শব্দ, গর্জন শব্দ, দপদপ করে। কানে খইল জন্মে ইত্যাদি ক্ষেত্রে মাদার সলিউশন উপযোগী।

মুখমন্ডলের পীড়া—চিবানোর সময় গালে কামড় পড়ে, বাত জনিত মুখ মন্ডলের পক্ষাঘাত, রোগী হা করতে পারে না। জিহ্বায় পক্ষাঘাত, স্পষ্ট ভাবে কথা বলতে পারে না। দাঁতের মাড়ী ফোলে, সহজেই রক্ত পড়ে, দাঁতের বেদনা

ইত্যাদি ক্ষেত্রেও ইহা উপকারী। গলার ভিতর বেদনা, টাটানি ভাব এবং জ্বালা ভাবে ইহার মাদার সলিউশন অব্যর্থ।

কাশি—গলা সুর সুর করে। গলা ব্যথা করে। অনেকবার কাশার পর সামান্য গয়ার ওঠে, কাশির ধমকে অসাড়ে মূত্র নির্গত হয়, স্বর ভংগ, স্বর নাশ, কাশির সংগে বুকে ব্যথা, গায়কদের গলা ধরে যায় ইত্যাদিতে উপকারী।

মূত্র যন্ত্রের পীড়া—মূত্রের বেগ আদৌ সহ্য করতে পারে না, অসাড়েই মূত্র নির্গত হয়, বার বার মূত্র বেগ, হাঁচিতে কাশিতে মূত্র নিঃসরণ। মূত্র অতি ধীরে নির্গত হয়, কখনো রুদ্ধ হয়ে যায়। সামান্য উত্তেজনায় অসাড়ে মূত্র ত্যাগ, মূত্র ত্যাগ হচ্ছে তা বুঝতে পারে না। নিদ্রিত অবস্থায় অসাড়ে বিছানায় প্রস্রাব করে ইত্যাদি ক্ষেত্রে মাদার সলিউশন উপকারী।

ধাতু শূল—পেটের মোচড়ানি ব্যথায় কলসিন্থে উপকার না হলে কষ্টিকামে উপকার হবে। ঋতুর পূর্বে বা ঋতু কালিন সময়ে ঐরূপ বেদনা হলে এবং সেই বেদনাও রজস্রাব রাত্রিতে আদৌ না থাকলে এই ঔষধ অব্যর্থ। কষ্টিকামে কেবল দিনের বেলায় রজস্রাব হয় এবং ঋতু অনেক বিলম্বে প্রকাশ পায়।

সবিরাম জ্বর—শীতের পরেই যদি একেবারে ঘাম হয় তবে ইহা উপযোগী।

আঁচিল—কষ্টিকামের আঁচিল নিরেট অর্থাৎ ফাটা ফোটা নয়, আকার ক্ষুদ্র বা থ্যাবড়া বা সূচালো, ইহা সাধারণতঃ চোখের পাতায়, নাকের ডগায়, হাতের আংগুলে এবং নখের ধারে হয়।

কোষ্ঠকাঠিন্য—মলত্যাগ কালে ভয়ানক কুন্থন, মলের সংগে সাদা সাদা আম জড়িয়ে থাকে।

মাত্রা—৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

সিয়েনোথাস আমেরিকেনাস (Ceanothus Americanus)

পরিচয়—এক জাতীয় গাছড়া। এই গাছড়াকে রক্ত মূল (Red-Root) বলে ইহার সরস পত্রের রস হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—ইহা প্লীহা রোগে অব্যর্থ। প্লীহা বৃদ্ধি সহ ম্যালেরিয়া। রক্ত শূন্য রোগী যার প্লীহা ও যকৃত বৃদ্ধি প্রাপ্ত। পুরাতন ব্রংকাইটিস রোগে প্রচুর শ্লেষ্মা স্রাব। প্রেসার রোগী শক্তি হীন হয়ে পড়ে। রক্তের চাঁপ বাধা নিবারণ করে। প্লীহা রোগের ইহা এক প্রকার প্রায় পেটেন্ট হিসাবে ব্যবহৃত হয়। প্লীহা খুব বড়, শক্ত, উহাতে সূঁচ ফুটানো ব্যথা, প্লীহার বেদনায় Q অব্যর্থ প্লীহার বেদনা ছাড়াও সমগ্র বাম পার্শ্বের বেদনা, সময় সময় লিভারের বেদনা, রোগী

বাম পাশ চেপে আদৌ শয়ন করতে পারে না। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে তৎসহ শ্বাস কষ্ট। প্লীহার বেদনা না থাকলেও পুরাতন প্লীহা বৃদ্ধিতে Q অব্যর্থ।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

সিড্রন (Cedron)

পরিচয়—এক প্রকার ক্ষুদ্র গাছ। ইহার শুষ্ক বীজ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—যে কোন পীড়াই হোক না কেন, ঠিক এক সময় যেন ঘড়ির টাইম ধরে আক্রমণ করে, নির্দিষ্ট সময় রোগাক্রমণ সিড্রনের প্রধান চরিত্রগত এমন লক্ষণ যুক্ত যে কোন পীড়ায় ইহা অব্যর্থ।

সবিরাম জ্বর—সন্ধ্যার প্রাক্কালে শীত তারপর মাথার সম্মুখ ভাগে শিরপীড়া, উহা কপালের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তীর্ণ হয়। চোখ দুটি লাল, চোখে চুলকানি, অংগ প্রত্যংগে ছিড়ে ফেলার ন্যায় বেদনা, অংগ প্রত্যংগের অবশতা। জ্বর সঠিক সময় আসে—সকালে দুপুরে বৈকালে সন্ধ্যায় জ্বর আসতে পারে তবে ঠিক একই সময় আসে এমত অবস্থায় Q অব্যর্থ।

মাথার যন্ত্রণা—মাথার ডান দিকে ভয়ানক বেদনা, বেলা ৯ টার সময় প্রবল বেদনা আরম্ভ হয় এবং বিকাল পর্যন্ত থাকে। কপালের মধ্যে বেদনার তীব্রতা বেশী। মাথার যন্ত্রণায় রোগী অস্থির হয়ে উঠে ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে Q উপযোগী।

চোখের যন্ত্রণা—বাম চোখের উপর তীর বিদ্ধ বেদনা। চোখের তারকায় ভয়ানক বেদনা এবং ঐ বেদনা চোখের চারিদিকে বিস্তৃত হয়, ক্ষতকর অশ্রুস্রাব। নির্দিষ্ট সময়ে চোখের কোটরের উপর স্নায়ুশূল, চোখের প্রদাহ, চোখের কৃষ্ণ মন্ডলের প্রদাহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপযোগী।

হাত পায়ের বেদনা—সন্ধি স্থানে কেটে ফেলার ন্যায় বেদনা, হাতে ও পায়ে অধিক। হাতের বুড়ো আংগুলের ডগায় হঠাৎ বেদনা, ঐ বেদনা বাহুর মধ্য দিয়ে স্কন্ধ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ডান পায়ের গোড়ালিতে বেদনা, উহা হাটু পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। গোলাকার বিসর্পিকা উহার বেদনা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, জানুসন্ধির শোথ ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q ব্যবহারে উপকার পাওয়া যায়।

বিঃ দ্রঃ যেন ঘাড় ধরা নির্দিষ্ট সময় রোগের আক্রমণ এমন অদ্ভুত লক্ষণটি যদি মাথার যন্ত্রণা, চোখের বা কপালের যন্ত্রণা, হাত পায়ের বেদনা, বাধক শূল বেদনায় থাকে তবে Q অব্যর্থ। এমন যে কোন রোগ ঠিক একই সময় যদি বার বার আক্রমণ করে তবে Q ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন। প্লীহা ও যকৃত সংক্রান্ত জ্বরেও ইহা উপকারী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার তবে আক্রমণ কালে এক ঘন্টা বা ৩০ মিঃ অন্তর সেব্য।

সেপা (Cepa)

পরিচয়—ইহার অপর নাম এলিয়াম সেপা। পেঁয়াজের রস হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য—সর্দির আক্রমণে নাক, চোখ দিয়ে অনবরত জল পড়ে। হাঁচি দেয়, চোখের পাতা ফোলে, নাক দিয়ে পাতলা জলের মত সর্দি স্রাব নির্গত হয় উহাতে নাক ও ঠোঁটে ঘা হয়, হেজে যায়, অনবরত হাঁচি, সম্মুখ কপালে বেদনা। রোগী গরমে এবং গরম বাতাসে কষ্ট অনুভব করে। স্নায়ুশূল বেদনা দেহের চারিদিকে সঞ্চারিত হয়।

রোগ ও চিকিৎসা—সর্দি—হাঁচি, বিশেষ করে গরম ঘরে প্রবেশ করলে প্রচুর জলের মত হাজাকর স্রাব নির্গত, নাকের গোড়ায় কি যেন আটকে আছে। মাথার যন্ত্রণা, কাশি, স্বরভঙ্গ, অনবরত সর্দি স্রাব, কাশিতে বুক যেন ছিঁড়ে যাবে এমন অনুভূতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী।

নাকের মধ্যে অর্বুদ (পলিপাস)—পেঁয়াজের কোষের মত এক প্রকার পদার্থ উৎপন্ন হয়। মাথা ব্যথা করে। সর্বাঙ্গে বেদনা। জ্বর জ্বর ভাব থাকে ইত্যাদি লক্ষণে Q উপযোগী।

স্নায়ুশূল বেদনা—শাখা অঙ্গ ছেদন বা স্নায়ুতে আঘাত লাগার পর স্নায়ু শূল বেদনা এবং পুরাতন স্নায়ুশূল বেদনায় Q উপকারী।

ক্ষত—পায়ের গোড়ালিতে ক্ষত, জুতার ক্ষত এবং নখের চারিদিকে আঙ্গুলের যন্ত্রণায় Q ভাল কাজ করে।

পেটের রোগ—পাকস্থলীর শেষ মুখে এবং ক্ষুদ্রান্ত্রের গোড়ায় (Pyloric region) তীক্ষ্ণ বেদনা তৎসহ ঢেকুর উঠা, পেট গড়গড় করে ডাকা, দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণ তৎসহ উদরাময়, মলদ্বারে খোঁচা মারা বেদনা এবং চুলকানি ও ফাটা ফাটা, উক্ত স্থান বেশ উত্তপ্ত—Q বিশেষ উপযোগী।

কানের রোগ—ঠান্ডা লেগে সর্দি তৎসহ কানে ব্যথা, সেই ব্যথা কানের ভিতর দিয়ে গলা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। কষ্ট পূর্ণ এবং কানে চিড়িক মারা ব্যথায় Q অব্যর্থ।

প্রস্রাবের রোগ—মূত্রাশয় এবং মূত্রনালীতে দুর্বলতাবোধ। সর্দির সঙ্গে মূত্র স্রাবের বৃদ্ধি। মূত্র লালবর্ণ তৎসহ মূত্রনালীতে চাপ বোধ ও জ্বালা Q এখানে ভাল কাজ করে।

কাশি—ঠান্ডা লেগে সর্দি কাশি হলে Q অব্যর্থ।

মাত্রা—৪/৫ ফোঁটা করে প্রতি এক ঘন্টা অন্তর সেব্য।

সেফালেন্ড্রা ইন্ডিকা (Cephalandra Indica)

পরিচয়—ইহার বাংলা নাম তেলাকুঁচা। ইহা একপ্রকার লতাজাতীয় গুল্ম এবং ইহার পাতার রস হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—ঔষধটি বায়ু ও পিত্তনাশক বলে স্বীকৃত। বায়ু অথবা পিত্ত অত্যন্ত বৃদ্ধি লাভ করে যদি মাথা গরম হয় বা রাত্রে ভাল ঘুম না হয় অথবা খুব বেশী রোদে ঘোরাঘুরি করে মাথা ধরা ইত্যাদিতে Q অব্যর্থ। ইহা বাহ্যিক ভাবে কপালে মাখলেও শান্তি পাওয়া যায়। পিত্ত বৃদ্ধির জন্য হাত পায়ে জ্বালা হলে ইহার Q আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা যায়। হাত পায়ে মর্দণ করালে বেশ উপশম লাভ হয়। রক্তামাশয়ে বা সাদা আমাশয়ে Q অব্যর্থ। আমপিত্তযুক্ত সবুজ বর্ণের মল, রক্ত মিশ্রিত অথবা রক্ত শূন্য। পেটে বেদনা ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত আমাশয়ে Q অব্যর্থ। বহুমূত্র রোগে এবং হাত পা, চোখ মুখ জ্বালাসহ পুরাতন জ্বরে ইহার Q ভাল কাজ করে। এমন কি ইহার পাতার রস রক্তামাশয়ে ও সাদা আমাশয়ে চিনি সহ সেবন করালে ভাল ফল পাওয়া যায়।

মাত্রা—Q ৮/১০ ফোঁটা দিনে চার বার তবে আক্রমণকালে প্রতি এক ঘন্টা অন্তর সেব্য।

ক্যামোমিলা (Chamomilia)

পরিচয়—ইউরোপের এক প্রকার চারা গাছ। এই গাছ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য—(১) স্পর্শকাতর, উত্তেজিত, তৃষ্ণার্ত এবং অবশ দেহ। (২) যে কোন ব্যথাই যেন অসহ্য বোধ। (৩) ঘ্যান ঘ্যান করা অস্থিরতা এবং রোগী অধৈর্য্য। (৪) খিট খিটে এবং রাগ। (৫) মনের প্রশান্ত অবস্থা ক্যামোমিলার লক্ষণ নয়। (৬) শিশুদের পক্ষে অধিকতর উপযোগী।

উপকারিতা—ঔষধটি যে কোন বেদনায় যেমন—কানের, দাঁতের, হাত পায়ের এবং পিঠের বেদনায় উপযোগী। এছাড়া শিশু উদরাময়, ধাতুশূল, তড়কা এবং ক্ষতে বিশেষ উপকারী।

রোগ চিকিৎসা—ঔষধটির মানসিক লক্ষণ অতি বিচিত্র। রোগী অত্যন্ত রাগী, খিটখিটে, অতি সামান্য কারণেই উত্তেজিত হয়। গালাগালি করে, মিষ্টি মিষ্টি করে।

ব্যথা-বেদনা—মাথার এক পার্শ্বে দপদপকর শিরপীড়া, মাথা পিছনের দিকে বেঁকে রাখতে হয়। মাথা ও কপালে উষ্ণ, চটচটে ঘাম। কানের মধ্যে গুণ গুণ করে, কর্ণশূল তৎসহ টাটানি ব্যথা এবং উত্তাপ, রোগী পাগলের মত হয়ে উঠে। খোঁচামারা ব্যথা। যে কোন ব্যথাই হোক না কেন—দাঁত, কান,

প্রসব বেদনা, হাত, পা, পিঠ, রোগী সহ্য করতে পারে না। বলে—আমার প্রাণ বেরিয়ে গেল, কাতর ভাবে কাঁদে, ঘুমাতে পারে না ইত্যাদি বেদনায় Q ভাল কাজ করে।

শিশু উদরাময়—মল তরল ও উত্তপ্ত, রঙ সবুজ ও হরিদ্রা বর্ণের আভা। বাহ্যের সঙ্গে পিত্ত মিশ্রিত থাকতে পারে। মলদ্বার হেজে যায়। মলে অত্যন্ত দুর্গন্ধ, পচা ডিমের ন্যায় গন্ধ, খানিকটা মল আবার খানিকটা জল থাকে। শিশুদের দন্ত উদ্গমন কালের রোগ অন্য সময় ঘুমালে শিশু চমকে উঠে। রাগ রাগ ভাব, খিটখিটে ভাব সর্বদাই ঘ্যানঘ্যান করে, কোলে চলে, আদৌ নামতে চায় না। কেবল কাঁদে, কোন জিনিসেই সন্তুষ্ট নয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপযোগী।

ঋতুস্রাবের বেদনা—ঋতু যথা সময় হয় কিন্তু পেটে অত্যন্ত যন্ত্রণা থাকে। স্রাব বাঁধা ও কালো। প্রচুর রক্ত স্রাব তৎসহ প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনা এবং ঐ সংগে ঔষধটির চরিত্রগত লক্ষণ থাকলে Q ব্যবহার করা উচিত।

তড়কা—ক্রোধ জনিত তড়কা, অত্যন্ত রাগী, কিছুতেই স্থির থাকতে পারে না, মাথা গরম এবং শরীরে ঘাম হয় ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী।

কাশি—স্বর ভঙ্গ, হক্‌হক্ করে কাশি, স্বরনালী হেজে যাবার মত ভাব, শুষ্ক ও গুড়গুড় করে কাশি, বুকের মধ্যে শ্লেষ্মা যেন আটকে আছে, দিনের বেলায় তিক্ত শ্লেষ্মা উঠে। শিশুদের বুকে শ্লেষ্মা ঘড়ঘড় করে ইত্যাদি লক্ষণে Q ব্যবহার করা উচিত।

হাত পা ও পিঠের বেদনা—কোমরে ও নিতম্বে অসহ্য বেদনা, কটি, বাত, বাতের পেশীর আরষ্ট ভাব, হাত পায়ে বাতের বেদনা রাত্রে ব্যথায় ভাল ঘুমাতে পারে না, রাত্রে পদতলে জ্বালা পোড়া। বিকালে গুল্‌ফ সন্ধি অবশ হয়ে আসে, পক্ষাঘাতিক অবশতা, পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারে না। কাতরানি সহ ঘুম ভাঙে। ঘুমের মধ্যে কাঁদে ও চিৎকার করে। অর্ধমুদ্রিত চোখে উদ্বেগ এবং ভীতিপূর্ণ স্বপ্ন দেখে। রাত্রে বেদনা বৃদ্ধি ইত্যাদিতে Q উপকারী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার।

চেপারো এমরগোসো (Chaparo Amargoso)

পরিচয়—ইহার অপর নাম গোটবুশ। এক প্রকার গাছের ছাল হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। পুরাতন উদরাময়, যকৃতের কোমলতা। মলে বেদনা সামান্য কিন্তু আম যথেষ্ট। রোগী অনেক দিন হতে পুরাতন উদরাময়ে অথবা রক্ত আমাশয়ে ভুগছে। লিভারের বেদনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q অব্যর্থ।

মাত্রা—Q ৮/১০ ফোঁটা মাত্রায় দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

চালমুগরা (Chaulmoogra)

পরিচয়—ইহার ইংরেজী নাম Gynocordia odorata, গাইনোকরডিয়া ওডোরেটা। হিমালয়ের পাদদেশে, খাসিয়া, সিকিম পার্বত্য অঞ্চলে ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মে। ইহার বীজ চূর্ণ করে এ্যালকোহলে মিশ্রিত করে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়। ইহার Q আভ্যন্তরীণ ভাবে নানা প্রকার চর্ম রোগে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ইহা কুষ্ঠ রোগের একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলে বিবেচিত। উপদংশ রোগের গৌণ অবস্থায় ইহার ব্যবহারে সুফল পাওয়া যায়। ডাঃ কে. এইচ. এ্যালেন বলেন—ঔষধটি প্রত্যহ $\frac{1}{2}$ ড্রাম মাত্রায় ব্যবহৃত হয়ে ত্রিনিদাদ দ্বীপের কুষ্ঠ হাসপাতালে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করে। চালমুগরা Q রক্ত শোধক। ইহার তেল চর্ম রোগের মহা ঔষধ। খোসপাচড়ায় ইহা বাহ্যিক ভাবেও ব্যবহৃত হয়।

মাত্রা—Q ১০/১৫ ফোঁটা মাত্রায় প্রত্যহ ৩/৪ বার সেব্য।

চিরানথাস চেরী (Cheiranthus Cheri)

পরিচয়—ইহার নাম ওয়াল ফ্লাওয়ার। এক প্রকার ক্ষুদ্র চারা গাছ হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়। আক্কেল দাঁত উঠার সময় অসহ্য বেদনা যন্ত্রণায় যখন অন্য ঔষধ বিফল হয় তখন ইহার স্মরণ করবে। ইহার Q বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ ব্যবহার যথেষ্ট উপশম দান করে। কান পাকা, কানে পুঁজ হওয়া এবং কালো হয়ে যাবার উপক্রম ইহার Q অব্যর্থ।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

ব্রায়ো ফাইলাম কেলিসাইনাস (Bryophyllum Calycinus)

পরিচয়—ভয়ংকর প্রকৃতির উদরাময়, কলেরার লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে বা আমাশয়ের সঙ্গে মলে প্রচুর কফ পড়ে ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q খুব ভাল কাজ করে।

মাত্রা ও সেবন বিধি—কলেরা, উদরাময় বা আমাশয়ের ক্ষেত্রে প্রত্যেকবার মলত্যাগের পর পর ইহার Q ৫/৬ ফোঁটা করে সামান্য ঠান্ডা জলের সঙ্গে সেবন করালে চমৎকার ফল হয়।

সিজালপিনিয়া বন্ডোসিলা (Caesalpinia Banducella)

পরিচয়—ইহার অপর নাম কুইনিকা ইন্ডিকা। বাংলায় ইহাকে নাটা ফল বলে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এই গাছ পাওয়া যায়। ইহার কাঁটাগুলো কালো রঙের। নাটা গাছে সীমের মত ফল হয়। উহার গায়ে অসংখ্য শুঁয়োর ন্যায় কাটা জন্মে। কাঁটাগুলো বিষাক্ত। গায়ে লাগলে ভয়ানক চুলকায়। এই ফল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—জ্বর—জ্বরের সময়ের কোন স্থিরতা নেই, শীত ও কম্প দিয়ে জ্বর আসে। এক ঘন্টার বেশী জ্বর থাকে না। সে জ্বর ম্যালেরিয়ার মত অথচ ক্রমাগত ১০০° বা ৯৯° ডিগ্রীর নীচে নামে না। মুখে, বুকে, কানে, গলায় ঘাড়ে বিন্দু বিন্দু ঘাম হয় এবং জ্বর অল্পক্ষণ স্থায়ী ইত্যাদি লক্ষণে Q অব্যর্থ। জ্বর আসার আগে লিভারে বা প্লীহার বেদনা, পেট ডাকে, হরহর করে আম মিশ্রিত পাতলা মল নির্গত হয়, জ্বর আসার আগে এবং জ্বর ভোগ কালে চোখ যেন পুড়ে যায়, ঠান্ডা জল দিলে ভাল লাগে, চোখ রক্ত শূন্য ও বসাবসা, জ্বরের সময় মাথায় ভয়ানক যন্ত্রণা, টিপলে আরাম, জিহ্বায় সাদা লেপ, পিপাসা থাকে।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা দিনে ৪ বার।

ক্যাসিয়া সোফেরা (Cassia Sophera)

পরিচয়—ইহার বাংলা নাম কালকাসুন্দে। ইহা এক প্রকার গাছ, আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। এই গাছে সীমের ন্যায় এক প্রকার ফল জন্মে। ইহার পাতা, ছাল ও ফল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—হাঁপানি রোগ—হাঁপানি রোগে Q অব্যর্থ। হাঁপানি একান্তই শুষ্ক, কাশির সংগে আদৌ গয়ার উঠে না। অত্যাধিক শ্বাসকষ্ট। রোগী টানের জন্য বিছানা ত্যাগ করতে পারে না, বিছানার উপর সর্বদাই বসে থাকতে হয়, শুতে বা ঘুমাতে পারে না ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q ৮/১০ ফোঁটা মাত্রায় দিনে তিনবার সেব্য। সন্ধ্যার পর এবং শীত কালে লক্ষণ বৃদ্ধি। হুপিংকাশিতেও Q খুব ভাল কাজ করে।

চেলিডোনিয়াম মেজাজ (Chelidonium Majus)

পরিচয়—ইহার অপর নাম সিলাম ডাইন। ইউরোপ মহাদেশ অঞ্চলে জন্মে এক প্রকার চারা গাছ। এই গাছ হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—ঔষধটি ফুসফুস, পরিপাক ক্রিয়া এবং লিভারের উপর ভাল কাজ করে। লিভারের দোষ জনিত রোগ, ফুসফুস ও পিত্ত রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

রোগ চিকিৎসা—লিভারের রোগ—ডান কাঁধের দাবনার নীচে নিয়ত ব্যথা। মুখের স্বাদ তিক্ত, জিহ্বায় হরিদ্রাবর্ণের ময়লার আবরণ, চোখ মুখ গায়ের চামড়া হরিদ্রাবর্ণ, মল ছাই বা মাটির মত রঙ বা গন্ধকের মত হলুদ, প্রস্রাব যেখানে লাগে সেখানে হলুদ রঙের ছোপ পড়ে, ক্ষুধাহীনতা, পিত্ত বমি, গরম পানীয় ছাড়া অন্য কোন বস্তু পেটে রাখতে পারে না ইত্যাদি লক্ষণে Q অব্যর্থ।

পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগ—গা বমি বমি, মুখে তিক্ত স্বাদ, তিক্ত বমি, পিত্ত জনিত বেদনা, পেটের বেদনা। কিছু খেলে বা গরম কিছু পানাহারে বেদনার উপশম।

মল কখনো পাতলা আবার কখনো খুব শক্ত। একবার উদরাময়, একবার কোষ্ঠ-কাঠিন্য তৎসহ লিভারের দোষ। চোখের শ্বেতাংশ হলুদ হয়ে যায়, ডান চোখে স্নায়ু শূল তৎসহ প্রচুর অশ্রুস্রাব। মুখ থেকে দুর্গন্ধ আসে, মূত্র যথেষ্ঠ, ফেনা যুক্ত, কালো অথবা ঘোলাটে ইত্যাদি লক্ষণে Q ভাল কাজ করে। খালি পেটে থাকলে বেদনা হয় আবার কিছু খেলে বেদনার উপশম।

শ্বাসযন্ত্রের পীড়া—ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিস এবং নিউমোনিয়ায় ইহার Q বিশেষ উপযোগী। হুপিংকাশি ও হামের সংগে বা হামের পর ব্রঙ্কাইটিস এবং নিউমোনিয়া রোগে Q অব্যর্থ। নিউমোনিয়ার সংগে লিভার দোষ থাকলে Q অব্যর্থ। ইহার কাশি সরল থাকে এবং গলা ঘড় ঘড় করে কিন্তু গয়ার সহজে উঠে না। শ্বাস প্রশ্বাস খুব জোরে জোরে ফেলে ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহা উপযোগী।

জ্বর—জন্ডিসের লক্ষণ যুক্ত জ্বর। জ্বরে কখনো শীত থাকে আবার কখনো থাকে না, শরীর অপেক্ষা মুখের উত্তাপ বেশী, ঘুমালে খুব ঘাম হয়, মুখের স্বাদ তিক্ত এবং মুখে লালা জমে, জ্বর কখনো সম্পূর্ণ বিরাম হয় না ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী।

মাথার যন্ত্রণা—মাথার ডান দিকে স্নায়ু শূল বেদনা। বেদনা সর্বদাই যেন ডান চোখে, ডান কাঁধে, ডান কানে প্রসারিত হয়। বিছানা থেকে উঠলেই মাথা ঘোরে, চোখ বুজলে মাথা ঘোরে, পড়ে যেতে চায় তৎসহ পিত্ত বমি বা জন্ডিসের লক্ষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q অব্যর্থ।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার। আক্রমণ কালে দু'ঘন্টা অন্তর সেব্য।

চেলোন্ ক্লাবরা (Chelone Clabra)

পরিচয়—ইহার অপর নাম স্নেকহেড। ইহা এক জাতীয় সরস গাছড়া এবং ইহার রস হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—ইহা যকৃত রোগের পরম উপকারী। লিভারের বাম দিকে বেদনা বা টাটানি ব্যথা, ঐ বেদনা নীচের দিকে প্রসারিত হয়। কম্পহীন জ্বর। দেহের বাহির অংশে বেদনা, মনে হয় চর্ম উঠে যাচ্ছে। স্নায়বিক দুর্বলতা। বিরাম জ্বরের পর অসুস্থতা বোধ। লিভার ক্রিয়ার অভাবে ক্ষুধাহীনতা, জন্ডিস রোগের লক্ষণ। গোল এবং সূতো ক্রিমি। ইহার Q ক্রিমি রোগে অব্যর্থ।

মাত্রা—Q ৫/৭ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার।

চেনোপডিয়াম এনথেল (Chenopodium Anthelm)

পরিচয়—ইহার অপর নাম জেরুসালেম ওক। সিনা আমেরিকানা নামেও পরিচিত। ওয়ার্মসিও ইহার অপর নাম। আমেরিকায় জন্মে এক প্রকার সরস গাছড়া। ইহার রস হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত

উপকারিতা—স্ক্যাপুলা অস্থিতে বেদনা। হঠাৎ মাথাঘোরে, ডান অর্ধাংগের পক্ষাঘাত, গলা ঘড় ঘড় করে, কানে গুণ গুণ শব্দ, ডান স্কন্ধাস্থির কোন এবং মেরুদন্ড ইহার মধ্যে তীক্ষ্ণ বেদনা এবং উহা বুকের মধ্যে অনুভূত হয়, টনসিলের বিবৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী।

মাত্রা—Q ৮/১০ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য।

চিমাফিলা আম্বেলেটা (Chimaphila Umbellata)

পরিচয়—ইহার অপর নাম পিপসি সেওয়া। আমেরিকা মহাদেশের এক প্রকার ক্ষুদ্র জাতীয় গাছ। এই গাছ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—ইহা কিড়নি এবং জনন ইন্দ্রিয়ের উপর ভাল কাজ করে। রক্ত প্রধান যুবতী এবং যে সকল রমনীদের স্তন বড় তাদের পক্ষে অধিক উপকারী। লিম্ফাটিক, মেসেন্ট্রিক এবং স্তনের গ্ল্যান্ডের উপর ঔষধটির বিশেষ ক্রিয়া।

স্ত্রী-ব্যাধি—যোনির উপর ভাগ ফোলা, বেদনা, প্রদাহ, স্তনের টিউমার, স্তনে অত্যধিক দুধ সঞ্চয়, স্তন শুষ্ক এবং শিঘ্রই শুকিয়ে যায় ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার Q খুবই উপকারী।

মূত্ররোগ—প্রবল এবং অনবরত মূত্রবেগ। মূত্র ঘোলাটে এবং দুর্গন্ধ যুক্ত উহাতে দড়ির মত রক্তাক্ত শ্লেষ্মা এবং প্রচুর তলানি পড়ে। মূত্র ত্যাগকালে জ্বালা ও হেজে যাবার মত বোধ, মূত্র শেষে কুন্থন। মূত্র স্রাব আরম্ভ হবার আগে প্রচন্ড ভাবে কুন্থন দিতে হয়। স্বপ্ন মূত্র। প্রষ্টেট গ্রন্থির প্রদাহ, মূত্র বোধ, মনে হয় মূত্রা ধারে বলের মত একটা কিছু রয়েছে। মূত্রে চিনি থাকে। দাঁড়িয়ে পা ফাঁক করে এবং সামনের দিকে ঝুকে মূত্রত্যাগ করতে হয়। প্রস্রাব দ্বার হতে মূত্রাশয় পর্যন্ত চিড়িকমারা ব্যথা। লালা মেহ। প্রষ্টেট গ্রন্থির স্ফীতি ও প্রদাহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q ভাল কাজ করে।

চোখের পীড়া—চোখের রোগে আলোকের চারি দিকে রাম ধনুর মত রঙ দেখা, চোখের পাতায় অনবরত কুট কুট করে, বাম চোখে খোঁচা মারা বেদনা, জল পড়া ইত্যাদিতে Q ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন।

দাঁতের পীড়া—কিছু খেলেই দাঁতের যন্ত্রণা বৃদ্ধি। ঠান্ডা জল মুখে রাখলে আরাম বোধ ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী।

মাথাধরা—কপালের বাম দিকে বেদনা। আলোকের চারিদিকে উজ্জ্বল বস্তু দেখা। চোখে বেদনা ও অশ্রুস্রাব এই লক্ষণেও ইহা ব্যবহারে বেশ উপকার পাওয়া যায়।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার।

চায়না অফিসিনালিস (China Officinalis)

পরিচয়—অপর নাম পেরুভিয়াম বার্ক, চায়না, সিংকোনা। সিংকোনা জাতীয় বৃক্ষ। এই বৃক্ষের ছাল চূর্ণ করে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—জ্বর, অতিরিক্ত রস রক্ত দেহ হতে ক্ষয়, স্তন্যদান, লালা স্রাব হেতু দুর্বলতা, উদরাময়, লিভার ও প্লীহার দোষ, পেট ফাঁপ, রক্ত স্রাব, স্নায়ু শূল ইত্যাদি রোগ লক্ষণে ইহা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অবসাদকর স্রাব অথবা দেহের জীবনী শক্তি বর্ধক রস সমূহের ক্ষয় হতে যখন মানুষের সর্বাংগীন দুর্বলতা দেখা দেয় তখন এই ঔষধের প্রয়োজন। কালো বলিষ্ঠ দেহ অথবা এক সময় বেশ বলিষ্ঠ ছিল এখন নানা প্রকার স্রাব নিঃসরণ হেতু দুর্বল ও জরাজীর্ণ হয়ে পড়ছে তাদের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী।

রোগ ও চিকিৎসা—উদরাময়—অজীর্ণ খাদ্য যুক্ত মল, ফেনাময়, হরিদ্রা বর্ণের মল, মলে ভয়ানক দুর্গন্ধ, আহারের পর এবং রাত্রে অধিক বাহ্য হয়, অজীর্ণ খাদ্য নির্গমন ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী।

পেট ফাঁপ—পেট অত্যন্ত ফেপে উঠে, রোগী কেবল ঢেকুর তোলার চেষ্টা করে, পেটে এত বায়ু জমে যে নিঃশ্বাস ফেলতে কষ্ট হয়, খাদ্য দ্রব্য ঠিকমত পরিপাক হয় না, যাহা আহার করে তাই বায়ুতে পরিণত হয়, ফল আদৌ সহ্য হয় না ইত্যাদি লক্ষণে Q অব্যর্থ।

জ্বর—সবিরাম জ্বর। জ্বরের আবেশ প্রত্যেক দিন কিছুটা এগিয়ে আসে। প্রতি সপ্তাহে জ্বরের আক্রমণ। জ্বরের প্রতিটি অবস্থা শীত উত্তাপ, ঘাম পরিস্ফুট। সাধারণত শীত সকালের দিকে আসে, শীতের পূর্বে অল্প অল্প জলের পিপাসা, দুর্বলকর নিশাঘর্ম। চায়নার জ্বর সাধারণতঃ রাত্রিতে আসে না, জ্বরের প্রকোপ প্রতিবারে ২/১ ঘন্টা পূর্বে প্রকাশ পায় আবার কখনো বা সাত দিন বা ১৪ দিন পরে পুনরায় আবির্ভাব হয়। জ্বরের পূর্বে পিপাসা, ক্ষুধা ও মাথায় যন্ত্রণা থাকে। শীতাবস্থায় পিপাসা থাকে না। উত্তাপাবস্থায়ও পিপাসা থাকে না, দেহের তাপমাত্রা খুব বেড়ে যায়, শরীর যেন পুড়ে যায়, গায়ে কাপড় রাখতে পারে না কিন্তু কাপড় ফেলে দিলেও সিড় সিড় করে ঝাকুনি মারে, মাথায় যন্ত্রণা থাকে। ঘর্মাবস্থায় অত্যন্ত পিপাসা থাকে, কাপড় চাপা থাকলে গায়ে অত্যন্ত ঘাম হয়। এই ক্ষেত্রে Q খুবই উপযোগী।

মাথার যন্ত্রণা—মনে হয় মাথার খুলিটি ফেটে যাবে। মাথার এবং করোটি ধমনীদ্বয়ে প্রবল দপদপানি ব্যথা, মনে হয় মাথায় কেহ হাতুড়ি মারছে, কপালের বেদনাও অধিক। মস্তিষ্কের ভিতর যেন ঢেউ খেলছে। মাথার যন্ত্রণা—সামান্য স্পর্শে বৃদ্ধি কিন্তু জোরে চাপ দিলে উপশম এই প্রকার মাথার যন্ত্রণা সহ ম্যালেরিয়া জ্বর হলে Q অব্যর্থ।

অন্যান্য অংগ প্রত্যংগের পীড়া—চোখ—অতিরিক্ত ঔষধ সেবন হেতু চোখে অন্ধকার দেখা, চোখের সম্মুখে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখা। রস, রক্ত বীর্য প্রভৃতি শরীরের বলকারক পদার্থের অপচয় হেতু চোখে অন্ধকার দেখা ইত্যাদিতে Q উপকারী। কান—কানের মধ্যে বাদ্য যন্ত্র বাজে, গুণ গুণ শব্দ, কানের বাইরে বেদনা, সামান্য স্পর্শে বৃদ্ধি, শব্দ সহ্য হয় না—Q উপকারী। দাঁতের পীড়া—প্রচন্ড দন্ত শূল, দাঁতে হাত লাগলেই যেন প্রাণ বের হয়ে যায়, দাঁতে দাঁত চাপলে উপশম, মুখ থেকে লালা পড়ে Q এই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

ক্রিমি—কলেরা উদরাময় কালে বাহ্য অথবা বমির সঙ্গে লম্বা লম্বা বড় ক্রিমি বের হলে ইহার Q ভাল কাজ করে।

রক্ত স্রাব—দেহের যে কোন স্থান হতে উজ্জ্বল লাল বর্ণের রক্ত বের হবার পরেই চাঁপবাধে এবং রোগী দুর্বল হয়ে পড়ে এই ক্ষেত্রে ইহা উপকারী।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার।

চিওন্যানথাস ভার্জিনিকা (Chionanthus Virginica)

পরিচয়—ইহার অপর নাম ফ্রিঞ্জ ট্রি (Fringe tree) এই গাছের সরস ছাল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—সিয়ানোথাস যেমন প্লীহা (splcen) রোগে মহা উপকারী তেমনি চিওন্যানথাস লিভার রোগে অব্যর্থ। পৈত্তিক ও ঋতুস্রাব কালীন মাথার যন্ত্রণায়, জন্ডিস, ঋতুবন্ধসহ জন্ডিস এবং যকৃৎ রোগে আক্রান্ত রোগীর কাছে ইহা পরম উপকারী।

যকৃতের রোগ (liver)—যকৃৎ এবং যকৃতের শিরাদির উপর ইহার বিশেষ ক্রিয়া। যকৃতের বিবৃদ্ধি তৎসহ কোষ্ঠ কাঠিন্য, কাদারঙের মত মল, কখনো নরম, হলদে বর্ণের প্রস্রাব, জন্ডিসের লক্ষণ, যকৃতের বেদনা, খেতে ইচ্ছা করে না, তলপেটে বেদনা, আঠার মত মল, জিহ্বায় পুরু ময়লার প্রলেপ, পিত্তশূল ইত্যাদি লক্ষণে Q অব্যর্থ।

জন্ডিস রোগ—পাকস্থলী যেন খুব জোরে টেনে খিচে ধরে, মনে হয় যেন পেটের মধ্যে কোন জীব নড়ছে। ইহার অদ্ভুত লক্ষণ হচ্ছে—খুব প্রচন্ড বেগে বাহ্যের ভাব আসে মনে হয় পায়খানায় গেলেই খুব বাহ্য হবে কিন্তু দেখা গেল তেমন মল নির্গত হয় না তৎসহ বমি বমি ভাব। বারবার মূত্রপাত, মূত্রে পিন্ড, এবং শর্করা থাকে, মূত্রের বর্ণ কালচে, চোখের শুক্র মন্ডল হরিদ্রাবর্ণ, মাথায় যন্ত্রণা, চর্ম মলিন এবং চুলকানি যুক্ত ইত্যাদিতে Q উপকারী।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৩/৪ সেব্য।

চিরতা (Chirata)

পরিচয়—ইহার অপর নাম জেনসিয়ানা চিরতা। ইহা এক প্রকার গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ। চিরতা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—ইহা পিত্তদোষ নিবারক এবং জ্বরের মহা ঔষধ। ইহার মাদার টিংচার সাধারণতঃ ম্যালেরিয়া জ্বর, ক্রিমি এবং পিত্ত রোগের মহা উপকারী। জ্বর—শীত শীত ভাব অনেক ক্ষণ স্থায়ী, পিপাসা কম, জ্বর প্রায় এক ঘন্টা থাকার পর ঘাম আসে, ঘাম বুকে, বগলে এবং উরুতে দেখা যায়। উষ্ণাবস্থায় অল্প পিপাসা, শীতাবস্থায় গা বমি বমি ভাব, পিত্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা বমন, জ্বর আসার সময় ঠিক থাকে না। যদি প্রবল আকারের জ্বর হয় তবে দুপুরে আসে, যদি ঘুষ ঘুষে হয় তবে বিকালের দিকে আসে আবার কখনো শেষ রাত্রেও আসে, জ্বরের সঙ্গে চোখ জ্বালা পোড়া থাকে, বহু ঔষধ পত্র খেয়েও জ্বর ছাড়াতে পারে না ইত্যাদি সহ যদি ক্রিমি উপসর্গ থাকে তবে Q অব্যর্থ।

মাত্রা—Q ৫/৬ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য।

সাইকুটা ভিরোসা (Cicuta Virosa)

পরিচয়—ইহার অপর নাম ওয়াটার হেমলক। এক জাতীয় গুল্ম ফ্রান্স, জার্মানির খানা ডোবা হ্রদ ইত্যাদি জলাশয়ে জন্মে। ইহার সরস মূল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। মহাত্মা হ্যানিম্যান সর্বপ্রথম ইহার পরীক্ষা করেন।

উপকারিতা—ঔষধটির বিশেষ ক্রিয়া স্নায়ুমন্ডলে। হিক্কা, ধনুষ্টঙ্কার, আক্ষেপ প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োজন। মাথা, ঘাড় ও মেরুদন্ড পেছনদিকে বেঁকে যায়। ম্যানিনজাইটিস রোগে ইহা বিশেষ উপকারী। একজিমা—মুখে, দাঁড়িতে ও মাথায় পুরু হলদে বর্ণের মামড়ি পড়ে, চুলকানি থাকে না, ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহা উপকারী। এ ছাড়া খেঁচুনি, হিক্কা, ফিট-পড়া, দাঁতে দাঁত লেগে যাওয়া, মস্তিষ্কে আঘাত লেগে বা মেরুদন্ডে আঘাত লেগে মস্তিষ্কের বিকৃতি বা কোন পুরাতন রোগের উৎপত্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রেও উপকারী।

ম্যানিনজাইটিস—যেহেতু ঔষধটি স্নায়ু মন্ডলের উপর ভাল কাজ করে সেজন্য ম্যানিনজাইটিস রোগে আক্রান্ত রোগীর পক্ষে ইহা উপযোগী। আনুসঙ্গিক উপসর্গ হিসাবে—মাথা, ঘাড় ও মেরুদন্ড পেছন দিকে বেঁকে যায়, পেশীর আক্ষেপ ও খেঁচুনি। বাঁকা অঙ্গ সোজা করতে পারে না আবার সোজা অঙ্গ বাঁকা করতে পারে না, পিঠ ধনুকের মত পিছন দিকে বাঁকান, একদিকে বেঁকে যায়, মস্তিষ্কের মেরু মজ্জার প্রদাহ এবং সংশ্লিষ্ট পেশীগুলির সংকোচন, মাথা যন্ত্রণার সঙ্গে পাকাশয় প্রদাহ এবং পেশীর আক্ষেপ হঠাৎ মাথার মধ্যে যেন

ঝাঁকি দেয় ইত্যাদি প্রকাশ পায়। ব্যাসিলারি; টিউবারকুলার, সেরিব্রো স্পাইনাল প্রভৃতি সকল প্রকার পীড়ায় যখন রোগীর শ্বাসকষ্ট থাকে এবং কোন কিছু গিলতে গেলে বা ঢোক গিলতে কষ্ট হয় তখন ইহার প্রয়োজন।

চর্মরোগ—একজিমা কিন্তু উহাতে চুলকানি থাকে না। পুঁজ জমে শক্ত হরিদ্রাবর্ণ মামড়ি পড়ে। অনেক সময় উদ্ভেদ চাপা পড়ে মস্তিষ্ক রোগ জন্মে, পুঁজবটি গুলো উচু উচু মটরের মত বড়। পুরাতন চর্ম দল রোগ সৃষ্টি ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহা বিশেষ উপকারী।

কানের রোগ—কানে কম শোনে কিছু গিলবার সময় হঠাৎ শব্দ হয় এবং আর কিছু শুনতে পায় না। মস্তিষ্ক সম্বন্ধীয় কোন রোগ হেতু কান দিয়ে রক্ত স্রাব হলে অথবা সম্পূর্ণ কালা হয়ে গেলে এই ঔষধ খুব উপকারী।

হিক্কা—অনেক সময় কোন রোগের উপসর্গ হিসাবে হিক্কা ভাব দেখা যায় এবং কলেরা রোগীরও হিক্কা ভাব হয়, যদি সেই হিক্কার শব্দ খুব জোরে জোরে হয় তৎসহ পেটে জ্বালা, ক্ষুধাহীনতা, পানাহারের পর বমি বমি ভাব, পেট ভার, পিপাসা, পাকাশয় গহ্বরে দপদপানি উহা ঘুষি মারার ন্যায় হয়ে উঠে, অজীর্ণতা মুখে ফেনা উঠে, উদর স্ফীতি, তলপেটে বেদনা, বুক কষে ধরার ন্যায় বোধ, শ্বাস নিতে কষ্ট হয়, বুকের পেশীতে বেদনা, মেরুদন্ডের নিম্নতম অস্থিতে ঝাঁকি লাগে, ছিঁড়ে ফেলার ন্যায় বেদনা বিশেষ করে রমণীদের ঋতু কালে ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে Q খুব ভাল কাজ করে।

বিঃ দ্রঃ—সম্পূর্ণ জ্ঞান লোপের সংগে ফিট, তড়কা, আক্ষেপ বা হিক্কার লক্ষণ এবং তা যে কোন কারণেই হোক না কেন, হিষ্টিরিয়া, মৃগী, অজীর্ণ ক্রিমি দোষ ইত্যাদি যে কোন রোগই হোক না কেন, যদি তাতে রোগী সম্পূর্ণ অজ্ঞান থাকে এবং Q ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। ইহা নার্ভাস সিষ্টেমের উপর খুব ভাল কাজ করে বলে যখনই কোন রোগীর মধ্যে আক্ষেপের লক্ষণ যথা—হিক্কা, দাঁতে দাঁত লাগা, ধনুষ্টংকার, তড়কা, খেচুনি ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায় তখনই চিকিৎসকগণ এই ঔষধের কথা স্মরণ করেন। সেরিব্রোস্পাইনাল মেনিনজাইটিস রোগের খেঁচুনির সঙ্গে রোগী মাঝে মাঝে দম বন্ধ হওয়ার এবং অজ্ঞানের মত ভাবের সৃষ্টি হয় তবে ইহার ব্যবহারে উপকার হবে। ইহার দ্বারা অতি ভয়ংকর রূপের তড়কাও অনেক সময় আরোগ্য হয়। প্রসূতির তড়কা, শিশুদের দন্ত উদগমনকালে তড়কা এবং ক্রিমিজনিত তড়কায় ইহার Q অত্যন্ত উপকারী। তড়কায় কখনো হাত পা ঢিলা হয় আবার শক্ত হয়।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার।

সিমিসিফিউগা রেসিমোসা (Cimicifuga Racemosa)

পরিচয়—ইহার অপর নাম একটিয়া রেসিমোসা, কালো স্নেকরুট। আমেরিকায় জন্মে এক প্রকার গাছ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—রমণীদের জরায়ু এবং ডিম্বকোষের উপর ইহার যথেষ্ট ক্রিয়া, বিশেষ করে বাত গ্রস্ত, স্নায়বিক প্রকৃতি, ডিম্বকোষের উত্তেজনা। জরায়ু স্থানে আক্ষেপ এবং হাত পা ভারবোধ এমন রমণীদের পক্ষে ইহা খুব উপকারী। পেশীসমূহের আপেক্ষিক বেদনা, ঐ বেদনা স্নায়ু বিকারজাত এবং শরীরের প্রত্যেক অংশে অনুভূত হয় এবং এক সঙ্গে উত্তেজনা ও বেদনা ইহার সিদ্ধপ্রদ লক্ষণ। মস্তিষ্ক, মেরুমজ্জা এবং পেশীমন্ডলে ইহার ক্রিয়া।

রোগ ও চিকিৎসা—ধাতুস্রাব—ঋতুলোপ, ডিম্বকোষ স্থানে বেদনা, এই বেদনা উপর দিকে এবং নীচের দিকে উরু পর্যন্ত ধাবিত হয়। ঋতু আরম্ভ হবার ঠিক পূর্বে বেদনা, প্রচুর ঋতু স্রাব, কালো বর্ণ এবং চাপচাপ, দুর্গন্ধ তৎসহ পিঠে বেদনা, অনিয়মিত ঋতু, ডিম্ব কোষের শূলবেদনা, বস্তিকোটরে বেদনা, স্তনের নীচে বেদনা, বাম দিকে অধিক, যুবতী রমনীদের মুখে মেচেতা। তলপেটের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত বেদনা তীরের মত বেগে পরিচালিত হয়। কোমরে অসহ্য বেদনা, মাথায় যন্ত্রণা এবং অনিয়মিত ঋতু স্রাব, কখনো কম কখনো বেশী, কখনো সময়ে, কখনো বিলম্বে, কখনো পূর্বে ইত্যাদি লক্ষণে Q অব্যর্থ।

বাতের বেদনা—শরীরের সমস্ত মাংসল স্থানে বাত বিশেষ করে দুই পায়ের ডিমে বেদনা। কাঁধে, ঘাড়ে, কোমরে, পিঠে এবং পাঁজরায় বেদনা তৎসহ জরায়ুর রোগ থাকলে Q খুবই উপকারী। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অস্বস্থিবোধ এবং অস্থির ভাব। নিম্নাঙ্গে কামড়ানি ব্যথা, পেশীতে টানটান বোধ। বাত রোগ উদর পেশীগুলোকে আক্রমণ করে, বাত রোগের সঙ্গে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের খেঁচুনি। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঝাঁকি মারে, গোড়ালির শিরার আড়ষ্টতা ইত্যাদি লক্ষণে Q ভাল কাজ করে।

কাশি—গলার মধ্যে সুড়সুড় করে। শুষ্ক কাশি, কথা বললে এবং রাত্রে কাশির বৃদ্ধি, গয়ার অতি সামান্য উঠে ও শুষ্ক তৎসহ পেশীর বেদনা এবং স্নায়বিক উত্তেজনা, যদি কাশির সঙ্গে পিঠে ও বুকের পাশে বেদনা থাকে তবে Q উপকারী।

অনিদ্রা—ভাল ঘুম না হলে এই ঔষধটির কথা স্মরণ করবেন। ইহা অনিদ্রার একটি মহা ঔষধ। ডাঃ ট্যালকট বলেন—যে সকল লোক কিছু দিন পূর্বে আফিম সেবন করতো তাদের অনিদ্রারোগে ইহা পরম উপকার। মস্তিষ্কের ইরিটেশন এবং অনিদ্রার ইহা অব্যর্থ।

চোখের রোগ—চোখের বস্তি গহ্বরে বেদনাসহ দৃষ্টি শক্তির অভাব, চোখের গভীরে দপদপকর বেদনা, কৃত্রিম আলোক আদৌ সহ্য করতে পারে

না। চোখের তারকায় তীব্র বেদনা, চোখ হতে মাথার চাঁদি পর্যন্ত বেদনা। চোখের তারার ও ভ্রূর নিকটে অ... বেদনা তৎসহ মাথায় যন্ত্রণা, বেদনা বাম চোখেই অধিক এবং বেদনার প্রকৃতি যেন খোঁচামারা। ঔষধটির সব বেদনাই বাম দিকে অধিক।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

সিনা (Cina)

পরিচয়—অপর নাম এ্যাবিসিনথিয়াম স্যান্টোনাইকো, আর্টিমিসিয়া, সিনা, আর্টিমিসিয়া কন্ট্রা, ওয়ার্মসিড। প্রকৃত পক্ষে ইহা বীজ নয়, এক প্রকার ফুল এবং এই ফুল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—শিশুদের পক্ষে অধিক উপযোগী। যে কোন রোগের সঙ্গে ক্রিমি রোগ ও তার আনুসঙ্গিক উপসর্গ থাকলেই ইহার কথা চিন্তা করতে হবে। শিশু মোটাসোটা, উজ্জ্বলবর্ণ, গন্ডগোল ধাতুগ্রস্ত, আন্ত্রিক গোলযোগ ক্রিমি রোগ এবং উহার উপসর্গ, খিটখিটে, বদমেজাজী, দাঁত কড়মড় করে, বেশী ক্ষুধার্ত, এক গুয়ে, আকস্মিক স্পর্শে বেদনা ঘ্যানঘ্যানে স্বভাব ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে ইহা বিশেষ উপযোগী।

রোগ ও চিকিৎসা—ক্রিমি রোগ—সর্বদাই নাক চুলকায়, নাক ঘষে, নাক খোঁটে, নাকের ভিতর খুঁটতে খুঁটতে রক্ত বের করে, আহারের পরক্ষণেই ক্ষুধা পায়। ক্ষুধা পেলে পেটের মধ্যে খামচায়। প্রাতঃকালে পেটে বেদনা, আহার বা পানের পর বমি, উদরাময় দেখা দেয়, বমি করে কিন্তু জিহ্বাটি অতি পরিষ্কার ও চকচকে। মিষ্টি দ্রব্য খেতে চায়। নাভির নিকট খামচানো ব্যথা, তলপেট স্ফীত ও শক্ত, মূত্র ঘোলাটে, সাদা কিছুক্ষণ থাকলে দুধের মত সাদা হয়ে যায়। রাত্রে বিছানায় প্রস্রাব করে, চোখের চারিধারে গোলাকার কালো রেখা পড়ে ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে Q মহা উপকারী। অন্ত্রের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া এবং ক্রিমি গ্রস্ত শিশুদের রোগে অধিক উপযোগী।

জ্বর—শিশুদের জ্বরের সঙ্গে যদি ক্রিমি উপসর্গ থাকে তবে Q অব্যর্থ। জ্বরের সঙ্গে ক্রিমি উপসর্গ আংশিক থাকলেও উপকার পাওয়া যায়। সিনার জ্বর প্রায়ই বিকালে এবং প্রতিদিন ঠিক এক সময় আসে। সন্ধ্যায় আসলে সমস্ত রাত জ্বর থাকে। জ্বরে অত্যন্ত ক্ষুধা, বমি, ভুক্ত দ্রব্য বা তিক্ত বমন, মুখে জল উঠা, উদরাময় বা কোষ্ঠকাঠিন্য ভাব, নাক খোঁটা, চোখ রগ্‌ড়ানো, অনিদ্রা, ঘুম থেকে হঠাৎ চমকে উঠা, চিৎকার করে উঠা, আঙ্গুলের মাথা বা নখ খোঁটা ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে Q অব্যর্থ।

কাশি—প্রাতঃকালে শ্বাসরোধকর কাশি, হুপিং কাশি, বারবার ভয়ানক কাশির আবেগ মনে হয় গলার মধ্যে একটা গোলক আটকে আছে। কাশি

এতই তীব্র যে, চোখে জল আসে। শিশুর দিনরাত কাশি, কাশতে কাশতে রোগী যেন শক্ত হয়ে পড়ে। কাশির পর গলায় ঘড়ঘড় শব্দ হয়। শিশু নড়াচড়া করলে বা কথা বললে কাশি বাড়ে এই জন্য চুপচাপ থাকে। হুপিং কাশিতে ড্রসেরার পর সিনা খুব ভাল কাজ করে।

টাইফয়েড জ্বর—এই জ্বরে শিশু সম্পূর্ণ অজ্ঞান হয়ে থাকে তৎসহ পেট ফোলা, উদরাময় ইত্যাদি থাকে। ক্রমাগত এপাশ-ওপাশ করে মাথা নাড়ে। নাক চুলকায়, সর্বদা ঘ্যানঘ্যান করে, বায়না করে, আবদার করে, নাকি সুরে বা খোনা সুরে কাঁদে, মাথায় যন্ত্রণা থাকে। পিপাসার ভাব তেমন থাকে না। জল দিলেও পান করে আবার না দিলেও চায় না, জিহ্বা পরিষ্কার থাকে ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে Q খুব উপকারী।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য।

সিনামোনাম (Cinnamonum)

পরিচয়—ইহার অপর নাম চিনামন এবং বাংলায় বলে দারু চিনি। দারু চিনি হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—ক্যানসার দেহের যে কোন স্থান হতে রক্তস্রাব; বিশেষ করে অন্ত্র হতে রক্তস্রাব; অতিরজ ইত্যাদি রোগ লক্ষণে ইহা ব্যবহৃত হয়।

রোগ ও চিকিৎসা—ঋতুস্রাব—ঋতুস্রাব নিয়মিত সময়ের পূর্বে, প্রচুর পরিমাণে, দীর্ঘস্থায়ী এবং উজ্জ্বল লাল বর্ণ। নিদ্রালুভাব; কোন কিছু করতে ইচ্ছা করে না, দুর্বলভাব; আঙ্গুলগুলো স্ফীত; কোন ভারী জিনিস তুলতে গেলে জরায়ুতে লাগে এবং জরায়ু হতে রক্তস্রাব, অতিরিক্ত রক্তস্রাব প্রসবের পর অতিরিক্ত রক্তস্রাব ইত্যাদি লক্ষণে Q বিশেষ উপকারী।

রক্তস্রাব—বেদনা ও দুর্গন্ধযুক্ত ক্যানসার। যখন চর্ম অক্ষত থাকে তখন ইহা খুবই উপকারী। রক্তস্রাবে ইহার উপযোগিতা বিশেষ ভাবে পরীক্ষিত। নাসা পথে রক্তস্রাব, অন্ত্র হতে রক্তস্রাব, কাশির সঙ্গে রক্ত পড়ে। কোমরে ধাক্কা লাগলে বা উচু-নীচুতে পা পড়লে জরায়ু হতে রক্তস্রাব, প্রসবান্তিক রক্তস্রাব ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী।

মাত্রা—Q ৫/৬ ফোঁটা করে প্রত্যহ তিন বার।

সিস্টাস ক্যানাডেনসিস (Cistus Canadensis)

পরিচয়—ইহার অপর নাম পার্বত্য গোলাপ (Rock rose)। ইহা এক প্রকার উদ্ভিদ। আমেরিকা মহাদেশে জন্মে। এই উদ্ভিদ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—ইহা একটি গভীর দীর্ঘ মেয়াদী এন্টিসোরিক ঔষধ। ইহার রোগী অত্যন্ত শীত কাতুরে। গ্ল্যান্ডের উপর ইহার গভীর ক্রিয়া। গ্লান্ড শক্ত, স্ফীত, প্রদাহিত, গ্লান্ডের পুরাতন স্ফীতি, ঘাড়ের গ্লান্ড ভয়ানক ভাবে ফোলা, গলার ভিতর গ্লান্ড ফোলা, ক্ষত, টনসিল ফোলা, দাঁতের মাড়ি ফোলা ক্ষত, মুখে ও নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ, আলজিভ এবং টনসিল স্ফীত, গলার অভ্যন্তর ভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত, মুখ দিয়ে অনবরত জল ওঠা। শ্লেষ্মা বের হওয়া, হাতের কবজিতে আঘাত লাগা বা মচকে যাওয়া, (বেদনা ইত্যাদি কয়েকটি রোগে ইহার Q খুব উপকারী। যে সকল ব্যক্তি সামান্য ঠান্ডা সহ্য করতে পারে না, ঠান্ডা বাতাস লাগলেই অসুখ করে তাদের ক্ষেত্রে ইহা ভাল কাজ করে।

রোগ ও চিকিৎসা—**সিফিলিস জাতীয় চর্মরোগ**—সর্বাংগে চুলকানি; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেদনাদায়ক ব্রণ, সন্ধিগুলো প্রবাহিত এবং শক্ত। উপদংশ ও পারা দোষ হতে ক্ষত। বেদনাযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘামাচির মত উদ্ভেদ, লিংগমুন্ডের প্রদাহ ও কাঠিন্য হাতের চামড়া শক্ত, পুরু ও শুষ্ক, ফাটা ফাটা ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q অব্যর্থ।

গ্লান্ডের রোগ—আলজিভ ও টনসিলদ্বয় স্ফীত ও বেদনাযুক্ত, গলার অভ্যন্তর ভাগ স্পঞ্জের মত, শুষ্ক ও শীতল বাতাসে বেদনা জন্মে, গল গ্রন্থিগুলো স্ফীত, উহাতে পুজ জন্মে, গলার মধ্যে শীতলতা বোধ হেতু ঘুমাতে পারে না। রমণীদের স্তনের কঠিনতা ও স্ফীত, মনে হয় স্তনে ঠান্ডা বাতাস প্রবাহ হচ্ছে, দুর্গন্ধযুক্ত প্রদর স্রাব, মনে হয় শ্বাস নালীটি সংকীর্ণ হয়ে গেছে। গলার মধ্যে মনে হয় একটি ক্ষুদ্রকার শুষ্ক স্থান আছে, বার বার এক চুমুক করে জল পান করতে হয়। কান হতে জলের মত দুর্গন্ধ যুক্ত স্রাব বের হয়, পুজ পড়ে, কানের উপর ও চারিদিকে চর্মরোগ এবং চর্মরোগ কর্ণকুহর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। দাঁতের মাড়ি স্ফীত ও বেদনাযুক্ত, মুখ হতে ভয়ানক দুর্গন্ধ ছাড়ে, নাক সেঁটে ধরে, ফুসফুস হতে রক্তস্রাব ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী। ইহার Q এক ড্রাম এবং চার আঃ গরম জলে একত্রে মিশ্রিত করে যে কোন পচা ক্ষত ধৌত করলে উপকার পাওয়া যায়।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে প্রতি তিন ঘন্টা অন্তর সেব্য আহারের পূর্বে।

সিনেরিয়া মেরিটিমা সক্কাস (Cineraria)

পরিচয়—ইহার পূর্ণনাম সিনেরেরিয়া এবং অপর নাম ডাষ্টি মিলার। চোখের ছানির অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ২/১ ফোঁটা মাত্রায় প্রত্যহ ৪/৫ বার করে কয়েক মাস ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়। ইহা বাহ্যিক ভাবে ব্যবহার করতে হয়। বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ ব্যবহারে আরো বেশী উপকার পাওয়া যায়। শুধু ছানি নয়, চোখের কণীনিকায় অস্বচ্ছতায় ইহার যথেষ্ট উপযোগিতা। আঘাত জনিত ছানি রোগেও উপকার পাওয়া যায়।

মাত্রা—৩/৪ ফোঁটা করে প্রত্যহ তিনবার সেব্য।

ক্লিমেটিস ইরেকটা (Clematis Erecta)

পরিচয়—অপর নাম ভার্জিনস বাওয়ার। ইউরোপের এক প্রকার চাড়া গাছ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—গন্ডমালা, বাত, গণোরিয়া এবং সিফিলিস রোগে আক্রান্ত রোগীর পক্ষে ইহা উপকারী। চর্ম লিম্ফ্যাটিক গ্ল্যান্ড এবং মূত্রযন্ত্রের উপর যথেষ্ট ক্রিয়া প্রকাশ করে। অতিশয় নিদ্রালুতা, প্রমেহরোগ জনিত অন্ডকোষ প্রদাহ, মূত্রনালীর রোগ, শ্বেত প্রদর, টিউমার, স্তন গ্রন্থির প্রদাহ, বাগী প্রভৃতি রোগে ইহা খুব ভাল কাজ করে। ইহার যন্ত্রাদি রাত্রে, উত্তাপে এবং বিছানার গরমে বৃদ্ধি পায়। দেহের বিভিন্ন অংশের স্নায়ু শূলে ইহার উপযোগিতা খুব বেশী।

রোগ ও চিকিৎসা—**প্রমেহ**—পুরাতন প্রমেহ রোগে প্রস্রাবের সংগে শ্লেষ্মার মত পদার্থ থাকলে এবং প্রস্রাব থেমে থেমে নির্গত হলে অথবা অনেকক্ষণ বসে না থাকলে প্রস্রাব নির্গত হয় না এই সব লক্ষণে ইহার Q বিশেষ উপকারী। মূত্রত্যাগের পর অনেকক্ষণ যাবৎ মূত্রপথে ঝিম ঝিম করে, বার বার অল্পমাত্রায় প্রস্রাব হয় এবং মূত্রপথে জ্বালা, মূত্রপ্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত, মূত্রনালী সংকুচিত, ফোঁটা ফোঁটা করে পড়ে, সমুদয় মূত্রত্যাগ করতে পারে না, মূত্র ক্রিয়ার পরেও ফোঁটা ফোঁটা করে পড়ে, শুক্রবহানালীতে বেদনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q ভাল কাজ থাকে।

অন্ডকোষ প্রদাহ—প্রমেহ জনিত কারণে অথবা ঠান্ডা লেগে অন্ডকোষ প্রদাহিত হলে, অন্ডকোষ স্ফীত এবং পাথরের মত শক্ত. স্পার্মাটিক কর্ডের বেদনায় ইহার Q উপকারী। অনেক সময় পালসেটিলা ব্যবহারে আবদ্ধ প্রমেহ স্রাব পুনরায় প্রকাশ লাভ করে যন্ত্রণা ও বেদনার উপশম হয় কিন্তু পরে যদি অন্ডকোষের ফোলা ও শক্ত ভাব থেকে যায় তবে এই ঔষধ প্রযোজ্য। অন্ডকোষে স্নায়ুশূল, অন্ডকোষ কঠিন এবং প্রচন্ড যন্ত্রণায় খুব উপকারী ঔষধ। এক শিরা, কেবলমাত্র ডান দিকের, গনোরিয়া চাপা পড়ে অন্ডকোষের উপদ্রব; প্রবল লিংগ উদ্রেকসহ মূত্রপথে চিড়িকমারা ব্যথা, অন্ডকোষ ভারী হয়ে ঝুলে পড়া তৎসহ প্লাসটিক কর্ডের বেদনায় ইহার Q অব্যর্থ।

চোখের পীড়া—চোখের প্রদাহ, চোখ লাল বর্ণ, অনবরত জল পড়ে, খুব বেশী জ্বালা যন্ত্রণা, চোখের ভিতর গরম ও শুষ্ক ভাব, এই জন্য সর্বদা চোখ বুজে থাকতে হয়, চোখ যেন ঠেলে বের হতে চায়, ঠান্ডা আদৌ সহ্য করতে পারে না, চোখের গোলকে বেদনা, চোখের সম্মুখে যেন একটা আবরণ দেখতে পায় ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী। এই ঔষধের সমস্ত রোগ লক্ষণ ঠান্ডা ও শীতল জলে, শীতল বাতাসে উপশম এবং গরমে বৃদ্ধি কিন্তু চোখের রোগে বিপরীত অর্থাৎ শীতে বৃদ্ধি এবং গরমে উপশম।

চর্মরোগ—চর্ম লাল, জ্বালাকর, ফোস্কাযুক্ত, মামড়িযুক্ত, ভয়ানক চুলকানি, ঠান্ডা জলে ধুলে বাড়ে। মুখে হাতে মাথার পশ্চাৎ দিকে চুলকানি। ঘাড়ে এবং

পশ্চাৎ মস্তকে এক প্রকার উদ্ভেদ বের হয়, খুব চুলকায়, তরল রস বের হয়, পাকে, ক্ষত হয়। প্রমেহ স্রাব বন্ধ হয়ে অন্ডকোষে একজিমা হলে ইহাতে উপকার। শুক্লপক্ষে বৃদ্ধি। কৃষ্ণপক্ষে কমে যায়।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

ক্লিরোডেনড্রন ইনফরচুনেটাম (Clerodendron Infortunatum)

পরিচয়—বাংলায় ইহাকে ভাঁট বা ভাঁটি বলে। বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই এই গাছ দেখা যায়। ছোট ছোট এই গাছে ফাল্গুন মাসে সাদা সাদা ফুল ফোটে। এই গাছ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—চুলকানি রোগে ভাঁট পাতা ও কাঁচা হলুদ একত্রে পিষে গায়ে মাখলে উপকার। পোকা খাওয়া দাঁতের যন্ত্রণায় ভাঁট পাতা সিদ্ধ জলের কুলকুচা বিশেষ উপকারী। ছেলেদের ক্রিমিরোগে ভাঁট পাতার রস খাওয়ান একটি অব্যর্থ ব্যবস্থা। তরুণ রোগ ভোগের পর ইহার Q টনিকের মত কাজ করে। ম্যালেরিয়া জ্বরে এবং ক্রিমিরোগে ইহার Q খুবই উপকারী। গা বমি বমি ভাব, মুখ দিয়ে জল উঠে তৎসহ উদরাময়, পাতলা মল, কটু হলুদ। সবুজ মিশ্রিত এবং মলের সঙ্গে প্রচুর ফেনা ইত্যাদি লক্ষণগুলো ক্রিমি রোগের উপসর্গ এই ক্ষেত্রে Q অব্যর্থ। পুরাতন জ্বরে ইহা ভাল কাজ করে। প্লীহা ও যকৃত বর্ধিত, অপরাহ্নে অল্প অল্প জ্বর হয়, চোখে মুখে জ্বালা, কোন কিছু খেতে ইচ্ছা করে না, মুখে কোন কিছুর স্বাদ পায় না তৎসহ কোষ্ঠকাঠিন্যের দোষ থাকে ইত্যাদি ক্ষেত্রে মাদার টিংচার ব্যবহার করলে সুফল পাওয়া যায়।

মাত্র—Q ৮/১০ ফোঁটা করে প্রত্যহ তিন বার খাবার পূর্বে সেব্য।

ককুলাস ইন্ডিকা (Cocclullus Indica)

পরিচয়—ইহা এক প্রকার লতা জাতীয় গাছ ভারত ও মালয় দ্বীপে জন্মে। এই লতার শুষ্ক ফল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—গা বমি বমি, মাথা ঘোরা, মাথার জ্বর বোধ, বাধক বেদনা, আংশিক পক্ষাঘাত, দুর্বলতা ইত্যাদি লক্ষণে ইহা উপকারী। ঔষধটি জরায়ু, অন্ত্র, পাকস্থলী, মস্তিষ্ক ও স্নায়ু সমূহের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করে। ইহা স্ত্রী ও শিশুদের রোগে বিশেষ উপকারী।

রোগ ও চিকিৎসা—কলিক বেদনা ও অন্ত্রশূল বেদনা—পেটে বায়ু জন্মে, মনে হয় নাড়ী-ভুড়ি পেটে পাক খাচ্ছে, পেটে বেদনা, বায়ু নিসৃত হলে বেদনার সামান্য উপশম। নড়াচড়া করলে মনে হয় তলপেটটি তীক্ষ্ণ পাথরের টুকরা দিয়ে পূর্ণ, নাভিদেশে বেদনা। পেটের বেদনার সঙ্গে গা বমি বমি করে ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী।

ঋতুস্রাবের গোলযোগ—ঋতুস্রাবের রং কালো, ঘন, কখনও স্রাব অধিক পরিমাণে এবং দমকা নির্গত হয় কখনও সামান্য পরিমাণে তৎসহ বেদনা। স্রাব বিলম্বে হয়, প্রতিমাসে স্রাব ধীরে ধীরে কমে আসে এবং ঋতুস্রাবের পরিবর্তে শ্বেতপ্রদর দেখা যায়, ঠান্ডা বাতাস ভাল লাগে। বাধক বেদনার সঙ্গে কোমরে অত্যন্ত বেদনা এই ক্ষেত্রে Q ভাল কাজ করে।

মাথার যন্ত্রণা—মাথা বেদনার সঙ্গে গা বমি বমি ভাব, মাথা ঘোরে, শোয়া থেকে উঠতে গেলে মাথা ঘোরে, মস্তিষ্কের স্তম্ভিত ভাব এই লক্ষণে Q উপযোগী।

বমি ও বমি ভাব—গাড়ি, নৌকা বা কোন যানে চড়লে বা কোন চলতি যানবাহন দেখলে বমি ভাব ইত্যাদি ক্ষেত্রে এই ঔষধ নির্দিষ্ট।

জ্বর—জ্বর কালীন শীতাবস্থায় পেটে বায়ু জন্মে ও পেটে বেদনা হয়, বমি বমি ভাব, একবার শীত একবার উত্তাপ, নিম্নাঙ্গ শীতল মাথা গরম, উত্তাপাবস্থায়ও শীত থাকে। ঠান্ডা বা গরমে বাতাস সহ্য হয় না। ঘর্মাবস্থায় মুখে ঠান্ডা ভাব থাকে ইত্যাদি লক্ষণে Q উপযোগী। টাইফয়েড জ্বরে মাথায় বেদনা, পেট ফাঁপ, পেট বেদনা ইত্যাদি লক্ষণেও ইহা উপযোগী।

সেরিব্রো স্পাইন্যাল মেনিনজাইটিস—ঘাড়ে ভয়ানক বেদনা, অজ্ঞান অবস্থায় মাথাটা পিঠের দিকে বাঁকায় এবং একটু জ্ঞান ভাব আসলে শুধু ঘাড়ে হাত দেয় এই লক্ষণে Q উপকারী। তড়কা এবং মূর্ছা রোগেও ইহা ভাল কাজ করে, ফিটের সময় শ্বাস কষ্ট, মনে হয় গলা বুক পাকস্থলী যেন চেপে ধরছে।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ২/৩ বার সেব্য। আক্রমণকালে ২ ঘন্টা অন্তর সেব্য।

কক্কাস ক্যাক্‌টাই (Coccus Cacti)

পরিচয়—অপর নাম কোচিনীল, কক্সিনেলা ইন্ডিকা। ইহা এক জাতীয় রক্তবর্ণ কীট, ক্যাকটাস জাতীয় গাছের গায়ে দেখতে পাওয়া যায়। ছারপোকার ন্যায় দেখতে এই কীট শুষ্ক করে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—আক্ষেপিক কাশি, হুপিং কাশি, কিডনী এবং মূত্রথলীর রোগে ইহার ব্যবহার যথেষ্ট ফলদায়ক।

রোগ ও চিকিৎসা—কাশি—আলজিভ বেড়ে গিয়ে গলার মধ্যে অনবরত কুট কুট করে কাশি। হুপিং কাশি, প্রাতে ঘুম ভাঙার পরই কাশির বৃদ্ধি। নিদ্রা ভাঙার পর শিশু প্রবল কাশির দ্বারা আক্রান্ত হয়, কাশতে কাশতে বমি করে, বমির সঙ্গে আঠার মত সর্দি নির্গত হয়, মুখে সর্দি দড়ির মত লম্বা হয়ে ঝুলতে থাকে। ভয়ানক দম বন্ধকর কাশি, অনেকক্ষণ কাশির পর গাঢ় আঠার মত

চটচটে গয়ার উঠে, কাশির ধমকে রোগী প্রস্রাব করে ফেলে, এই জাতীয় কাশি ঘুম ভাঙার পরই দেখা দেয়। ইহাতে Q ব্যবহার করলে সুফল পাওয়া যায়।

প্রস্রাবের রোগ—প্রস্রাবে অধিক পরিমাণ ইউরেট এবং ইউরিক এসিড থাকলে ইহা দ্বারা উপকার হয়। মূত্র পাথরীর ভয়ংকর বেদনা, কিডনী হতে এই বেদনা মূত্রথলী পর্যন্ত পরিচালিত হয়, বার বার প্রস্রাবের বেগ, প্রস্রাবের দ্বার দিয়ে রক্ত বের হয়। এই সমস্ত লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে Q ব্যবহার করলে সুফল পাওয়া যায়।

ঋতুস্রাব—ঋতু নিয়মিত সময়ের পূর্বে, প্রচুর পরিমাণ, কালো বর্ণ, গাঢ় কালো চাপ চাপ তৎসহ মূত্র কষ্ট। ঋতুস্রাব থেমে থেমে হয়। কেবলমাত্র সন্ধ্যাকালে ও রাত্রে ঋতুস্রাব। মূত্রত্যাগ কালে প্রকান্ড রক্ত খন্ড নির্গত হয়। যোনি ওষ্ঠ প্রদাহিত ইত্যাদি লক্ষণে Q ভাল কাজ করে।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে প্রত্যহ ৪ বার সেব্য। আক্রমণ কালে ২ ঘন্টা অন্তর।

কচলিয়েরিয়া আমোরেসিয়া (Cochlearia Amoracia)

পরিচয়—অপর নাম আরমোরেসিয়া স্যাটাইভা, হর্স-রেডিস। ইহার মাদার টিংচার কপালের অস্থি, অস্থিময় গহ্বর, লালাস্রাবী গ্রন্থির উপর ক্রিয়া প্রকাশ করে। ফুলে উঠছে এমন অনুভূতি, মাড়ি ও গলক্ষতে ইহার Q সামান্য পরিমাণ জলের সঙ্গে মিশ্রিত করে কুলকুচি করলে উপকার। ইহা প্রস্রাবের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। বাহ্যিক ব্যবহারে মাথার খুশকি দূর হয়।

রোগের চিকিৎসা—মুখ, মাড়ী এবং গলার ক্ষতে ইহার লোশন দ্বারা কুলকুচি করলে ক্ষত পরিষ্কার ও ক্ষতের পচা দুর্গন্ধ নষ্ট হয়। এক আউন্স জলের সঙ্গে ২০/২৫ Q ফোঁটা মিশ্রিত করে লোশান প্রস্তুত করা হয়। গনোরিয়া এবং খুস্কির খুব ভাল ঔষধ। প্রমেহ অথবা অন্য কোন রোগে লিঙ্গমুন্ডে জ্বালা পোড়া, কেটে ফেলার ন্যায় বেদনা এবং প্রস্রাবের পূর্বে, সময়ে এবং পরে জ্বালা পোড়া ভাব থাকলে Q অব্যর্থ।

বেদনা—মাথা—কোন কিছু চিন্তা করতে কষ্ট হয়। মাথার ভয়ানক যন্ত্রণা মনে হয় কপালের হাড়গুলো খসে পড়বে। প্রবল মাথার যন্ত্রণার সঙ্গে বমি ও বমি ভাব। কানে কম শোনে ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার Q উপকারী।

চোখ—বেদনা এবং প্রদাহিত, আঘাত লেগে চোখের প্রদাহ, চোখে ঝাপসা দেখে, ছানি পড়ে, চোখ থেকে অনবরত জল পড়ে।

পেট—পিঠের দিকে বেদনা, মেরুদন্ডের অস্থিতে বেদনার অনুভব। উদ্গার ও পেটে খিল ধরা। পাকস্থলী হতে খিল ধরা বেদনা উভয় পাশ দিয়ে পিঠ পর্যন্ত বিস্তৃত। নাভিদেশে কামড়ানি ব্যথা।

পিঠ—উদরে অবরুদ্ধ বায়ুর জন্য তলপেট হতে পিঠ পর্যন্ত এবং কুচকি পর্যন্ত বেদনা প্রসারিত।

শ্বাসযন্ত্র—শুষ্ক খকখকে কাশি, ইনফ্লুয়েঞ্জার পরবর্তী শুষ্ক বা তরল কাশি, স্বরভঙ্গের সঙ্গে সর্দি, শ্লেষ্মাস্রাবী হাঁপানি রোগ, ফুসফুস স্ফীত, গলনালী কর্কশ ও ছড়ে যাবার মত অনুভূতি।

মূত্ররোগ—মূত্রত্যাগের আগে, সময়ে ও পরে লিঙ্গাগ্রে জ্বালা যন্ত্রণা। বার বার মূত্র বেগ।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা সামান্য জলের সঙ্গে মিশ্রিত করে দিনে ৪ বার সেব্য।

কফিয়া ক্রুডা (Coffea Cruda)

পরিচয়—অপর নাম কফিয়া ক্রুডা বা কফিয়া আরেনিকা। কাফি গাছ আরব দেশে পাওয়া যায়। ইহার শুষ্ক কাফি ফল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—স্নায়ু সমূহের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। অতিশয় বেদনা কিন্তু জ্বর শূন্য, সম্পূর্ণ নিদ্রাহীনতা, কোন বিষয় চিন্তার জন্য ঘুম আসে না, স্নায়ু শূল, মাথা ব্যথা, স্নায়ুর দুর্বলতার জন্য বুকে ধড়ফড়ানি ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে ইহা ব্যবহার করা হয়।

রোগ ও চিকিৎসা—মাথার যন্ত্রণা—কফিয়ার মাথা ব্যথা প্রায় এক দিকে হয়, রোগী মনে করে যেন মাথার ভিতর কেহ পেরেক ঠুকছে, আধ কপালে ব্যথা, মাথার বেদনা খোলা বাতাসে বৃদ্ধি পায়। মাথার এইরূপ যন্ত্রণায় Q উপকারী।

অনিদ্রা—যেন কিছুতেই ঘুম আসে না, সমস্ত রাত্রি বিছানায় ছটফট করে, বার বার এপাশ ওপাশ করে। রাত ৩টার পর ঘুম ভেঙে যায় আর ঘুম আসে না, ঘুম হতে চমকে ওঠে, স্বপ্ন দেখে জেগে উঠে। মানসিক অস্থিরতার জন্য ঘুম হয় না। নিদ্রাহীনতায় ঔষধটি বিশেষ উপকারী।

উদরাময়—বেদনার লেশমাত্র নাই এমন বেদনাহীন উদরাময়ে কফিয়া খুব ভাল কাজ করে।

ঋতুস্রাব জনিত গোলযোগ—ঋতুস্রাব নিয়মিত সময়ের পূর্বে এবং দীর্ঘ কাল স্থায়ী। রজকষ্ট ও বড় বড় রক্তের ডেলা নির্গত হয়। ভগপ্রদেশ ও যোনি পথে অত্যন্ত স্পর্শকাতরতা। পেটে অসহ্য বেদনা, বেদনা সহ্য করতে না পেরে কাঁদে, ছটফট করে ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপযোগী।

বেদনা—কফিয়ার বেদনা অত্যন্ত কষ্টদায়ক, বেদনার জন্য রোগী ছটফট করে, কাঁদে, নিরাশ হয়ে পড়ে, বিরক্ত হয়ে রেগে যায়, মানসিক উত্তেজনা থাকে। এই ক্ষেত্রে Q ভাল কাজ করে।

দাঁতের বেদনা—শীতল জল মুখে রাখলে দাঁতের বেদনার কিঞ্চিৎ উপশম হয় এই বিশেষ লক্ষণে Q অব্যর্থ।

চর্মরোগ—উদ্ভেদগুলো অত্যন্ত চুলকায়, চুলকাতে চুলকাতে রক্ত বের হয় জ্বালা করে এইজন্য ঘুমোতে পারে না এখানেই Q ব্যবহারে সুফল পাওয়া যায়।

প্রসব বেদনা—অত্যন্ত অসহ্য বেদনা, ইহার সঙ্গে মাথার যন্ত্রণা থাকে এমন ক্ষেত্রে Q অব্যর্থ। বেদনায় ছটফট করে এমন পোয়াতিকে কেবলমাত্র এক পেয়ালা গরম কফি পান করালে সঙ্গে সঙ্গে বেদনার নিবারণ হয় এবং অতি সহজেই প্রসব হয়।

বিঃ দ্রঃ কফিয়ার বিশেষ কতকগুলো উপকারিতা আমরা লক্ষ্য করি। ইহা দেহ ও মনের স্ফূর্তি বর্ধক এবং মানুষকে কার্যক্ষম করে, কাজ করতে উৎসাহ বাড়ায়, কঠিন পরিশ্রমের কাজ করলেও তাড়াতাড়ি ক্লান্ত হয় না। বেশ কিছুটা গরম কফি নানা প্রকার বিষাক্ত দ্রব্য বিশেষ করে মাদক দ্রব্য সেবনের প্রতিষেধক। কোন পীড়ায় হিমাঙ্গ অবস্থায় ঈষৎ গরম কফি পিচকারী সাহায্যে মলদ্বার দিয়ে প্রয়োগ করলে শরীরে তাপ সঞ্চার হয়। ইহা শরীরের সমুদয় যান্ত্রিক ক্রিয়া বৃদ্ধি করে, স্নায়ু ও রক্তবহা নাড়ী সমূহকে উত্তেজিত করে। যে সকল ব্যক্তি লম্বা, কৃশ, কুঁজো হয়ে চলে, রঙ কালো, পিত্ত ও রক্ত প্রধান তাদের ক্ষেত্রে ইহা খুব ভাল কাজ করে। এই ঔষধটির বৈশিষ্ট্য ইহার অসাধারণ স্নায়ুবিকতা। দেহের বিভিন্ন অংশে স্নায়ুশূল তৎসহ সর্ব ক্ষেত্রেই স্নায়বিক উত্তেজনা এবং যেন আর সহ্য করতে পারবে না এমন হতাশার ভাব বর্তমান থাকে। ইহা দেহের ও মনের অসাধারণ কর্ম কুশলতা বৃদ্ধি করে। আকস্মিক উত্তেজনা, বিস্ময়, আনন্দ প্রভৃতির কুফল হতে পীড়া, স্নায়বিক হৃদস্পন্দন ইত্যাদি ক্ষেত্রে ঔষধটির বিশেষ উপযোগিতা রয়েছে। স্নায়বিক উত্তেজনা এবং অস্থিরতার জন্য ইহা ব্যবহার করা উচিত।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৩ বার।

কলচিকাম (Colchicum Autumnate)

পরিচয়—অপর নাম মাঠের জাফরান। ইহা একজাতীয় চারা গাছ। জার্মানি, ফ্রান্স এবং ইউরোপের অন্যান্য অঞ্চলের মাঠে ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মে। ইহার মূল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—পাকস্থলী ও অন্ত্রের মিউকাস মেমব্রেন এবং কিডনি, লিভার ও গ্ল্যান্ডের উপর ইহা ভাল কাজ করে। পেরিয়ষ্টিয়াম, সাইনোভিয়াল মেমব্রেন ও গাঁটের মাসকিউলার টিসু সমূহের উপর ইহার যথেষ্ট ক্রিয়া, ঐ সকল রোগে আক্রান্ত স্থান ফোলে, উত্তপ্ত ও লালবর্ণ হয়। তরুণ বাতে ইহা খুবই উপকারী। যে সকল ব্যক্তি দেখতে বেশ হৃষ্টপুষ্ট ও ক্ষমতাশালী তাদের পক্ষে ইহা খুব উপযোগী।

রোগ ও চিকিৎসা—কলেরা—প্রথমে বার কয়েক পাতলা পায়খানা হয় এবং মলের সঙ্গে জলের পরিমাণ বেশী। মলের রঙ সবুজ, হলদে বা লাল বা কুমড়া পচার ন্যায়, চাল ধোয়া জলের ন্যায় নানা প্রকারের হতে পারে। কলেরার লক্ষণে প্রথমে ৩/৪ বার বমি হয় পরে উপরোক্ত বাহ্য আরম্ভ হয়। তারপর পরিমাণে এবং বারে অধিক হয়, বাহ্যে অসাড়ে হতে থাকে। যখন বর্ণহীন জলের মত বাহ্য হয় তখন ইহার সহিত আমের মত সাদা সাদা, ছেঁড়া ছেঁড়া পদার্থ মিশ্রিত থাকে। কলচিকামের আর একটি বিশেষত্ব—প্রথমে ৩/৪ বার বমি হয় তারপর পায়খানা আরম্ভ হয়। ভেদের পর বমি, বমির পর ভেদ ঠিক পর পর। জলের মত পাতলা মল এবং পেটে কোন বেদনা থাকে না কিন্তু যদি মলের সঙ্গে আম বা রক্ত মিশ্রিত থাকে তবে পেটে অত্যন্ত কামড়ানি ব্যথা থাকে এবং মলের পরিমাণও খুব কম হয়। খাদ্যদ্রব্যের গন্ধ সহ্য করতে পারে না ও খাদ্যদ্রব্যের নাম শুনলেই গা বমি বমি করে ইহা আর একটি বিশেষত্ব এবং ইহার আর একটি প্রধান লক্ষণ—বমি বা বাহ্যর পর জ্বালার সঙ্গে রোগী পেটটি যেন বরফের মত ঠান্ডা বোধ করে। বাহ্য ও বমি হতে হতে গা ঠান্ডা হয়ে আসে, ছটফটানির ভাব থাকে না। কলচিকাম শরৎকালীন ঔষধ। শরৎকালে ইহার রোগ বৃদ্ধি পায়।

আমাশয়—স্বচ্ছ মন্ডের মত, আঁশের মত বা ছোট ছোট সূতার মত সাদা রঙের চকচকে আম উহাতে সামান্য রক্তের ছিট থাকতে পারে। রক্ত কখনো বেশী আবার কখনও সামান্য থাকে। পেটের অসুখের বাহ্যের ন্যায় জলের মত পাতলা মল উহার সঙ্গে সাদা সাদা ছেঁড়া ছেঁড়া টুকরো আম কলচিকামের নির্দিষ্ট লক্ষণ। বাহ্যের আগে পেটে অত্যন্ত কামড়ানি ব্যথা এবং ঘন ঘন বাহ্য হয় কিন্তু সকল সময় বাহ্য হয় না, পেটে খুব বায়ু জমে, বাহ্যের সময় পেট ভুটভাট করে, এছাড়া পেটে ব্যথা, কুন্থন, বেগ, গোগুল বের হয় এবং বমি বমি ভাব থাকে। বাহ্যের পর মলদ্বারে এক প্রকার যন্ত্রণাদায়ক বেদনা থাকে কিন্তু পেটের ব্যথা কমে যায়। কলচিকামে বাহ্য শেষ হলেও কুন্থন অনেকক্ষণ পর্যন্ত থাকে ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী।

বাত রোগ—বাতের বেদনা সরে বেড়ায় অর্থাৎ এক সন্ধিতে আরম্ভ হয়ে অন্য সন্ধিতে যায়। বেদনা সন্ধ্যায় এবং নড়াচড়া করলে বাড়ে, ভয়ংকর প্রকৃতির বেদনা, রোগী গায়ে হাত ছোঁয়াতে দেয় না। আক্রান্ত স্থান ঘোর লাল বর্ণ, ফুলে উঠে কিন্তু সেই ফোলা পাকে না বা পুঁজ হয় না। গেঁটে বাতে ইহা খুব উপকারী। হাঁটুর বাতে Q বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ ব্যবহার করা যায়।

প্রস্রাব রোগ—প্রস্রাব কালো, দোয়াতের কালির মত কালো অথবা কটা রং। প্রস্রাবে রক্ত, পচা রক্তের ডেলা, সুগার ও এলবুমেন থাকে। প্রস্রাব ফোঁটা ফোঁটা বা একটু একটু করে হয়, অথবা সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে ইত্যাদি লক্ষণে Q ভাল কাজ করে।

জিহ্বার পক্ষাঘাত—জিহ্বার কোন সাড়া থাকে না, মুখ হাঁ করে থাকতে হয়, মুখ দিয়ে লালা ঝরে, এমত অবস্থায় Q উপযোগী।

মুখমন্ডলের স্নায়ু শূল—মুখের বাম দিকেই ইহার ক্রিয়া অধিক। এই রোগের বেদনার সঙ্গে মুখমন্ডলের পেশীতে পক্ষাঘাতের মত অসাড়তা থাকে তখন ইহার Q উপকারী।

টাইফয়েড জ্বর—এই জ্বরের সঙ্গে পেটের লক্ষণগুলো অবশ্যই থাকবে অর্থাৎ পেট ফাঁপা, পাতলা পায়খানা অসাড়ে নির্গমন, বমি ও বমি ভাব, পিত্ত বমি, হাত পা ঠান্ডা কিন্তু শরীর গরম, কটা রঙের জিহ্বা, বালিশ হতে মাথা তুলতে পারে না, মরা মানুষের মত মুখের চেহারা, মুখ হাঁ করে থাকে, পায়ে খিল ধরা ইত্যাদি লক্ষণগুলো থাকলে Q অব্যর্থ। টাইফয়েড রোগকালীন প্রস্রাব বন্ধ থাকলেও Q উপকার।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার।

কলিয়াস এ্যারোমেটিকাস (Coleus Aromaticus)

পরিচয়—ইহার বাংলা নাম পাথরকুচি। ভারতের প্রায় সর্বত্রই ইহা অতি পরিচিত গাছ। প্রস্রাব রোগে ইহা ব্যবহৃত হয়। কলেরা রোগীর প্রস্রাব বন্ধ হলে ইহার Q ব্যবহার করা প্রয়োজন। মূত্রকষ্টে ইহা খুবই উপকারী। শিশুদের বদহজম রোগে ইহার ব্যবহার বিশেষ ফলদায়ক। পাথরকুচির Q কপালে বাহ্যিক ভাবে মালিশ করলে মাথার যন্ত্রণার উপশম হয়। অনেক সময় Q অর্শবলি যন্ত্রণার বাহ্যিক ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়। গুরুভোজনের পর Q ২/৩ ফোঁটা সেবন করলে পরিপাক ক্রিয়া ভাল হয়। মূত্ররোগেই ইহা বেশী ব্যবহার হয়ে থাকে। মূত্রপথে জ্বালা, ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব পড়ে। মূত্রে বালুকণার মত রেণু রেণু পদার্থ থাকে, প্রস্রাব ভাল হয় না মনে হয় কিছুটা থেকে গেল। কখনো কখনো মূত্রে রক্তমিশ্রিত লক্ষণ থাকে। ডান কিডনির স্থানে বেদনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q অব্যর্থ।

চোখের রোগ—চোখ ওঠার যন্ত্রণায় ইহা ব্যবহার করা যায়। চোখ ওঠে চোখ লাল হলে এবং অত্যন্ত যন্ত্রণা ও আলোকাতংক লক্ষণ প্রকাশ পেলে পাথরকুচি পাতার রস চোখের চারিদিকে প্রলেপ দিলে জ্বালা যন্ত্রণার উপশম হয়।

মাত্রা—Q ৩০/৪০ ফোঁটা অর্থাৎ অর্দ্ধড্রাম বা এক ড্রাম মাত্রায় দিনে তিন বার সেব্য। ইহার অল্পমাত্রায় তেমন কোন উপকার পাওয়া যায় না।

কলিনসোনিয়া ক্যানাডেনসিস (Collinsonia Canadensis)

পরিচয়—অপর নাম ষ্টোনরুট। ক্যানাডা দেশের একপ্রকার গুল্মের মূল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—বস্তি ও লিভার অঞ্চলে রক্ত সঞ্চয় হেতু অর্শরোগ ও কোষ্ঠ কাঠিন্য বিশেষ করে রমনীদের ক্ষেত্রে। ধমনীসমূহের প্রসারণ ক্রিয়া ব্যাহত

পেশীতন্তুর শক্তিহীনতা, লিভার ক্রিয়ার ব্যাঘাত হেতু নাক, পাকাশয় ও মলকোষের পুরাতন সর্দি, হৃদরোগ হতে শোথ, আন্ত্রিক দুর্বলতা হেতু শিশুদের কোষ্ঠকাঠিন্য, শিরাসমূহের স্ফীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে ঔষধটি বিশেষ উপকারী। অর্শ লুপ্ত হবার ফলে কপালে ও মাথায় যন্ত্রণা, পুরাতন সর্দি, জিহ্বায় হরিদ্রা বর্ণের প্রলেপ ইত্যাদি ক্ষেত্রেও ইহা উপযোগী। স্ত্রীলোকদের তলপেটে ও যকৃতদোষ হেতু রক্তসঞ্চয়জনিত কারণে অর্শ, কোষ্ঠকাঠিন্য ও শোথভাবে ইহার Q উপকারী।

রোগ ও চিকিৎসা—অর্শ—এই রোগে ঔষধটি মহা উপকারী। অর্শে অত্যন্ত রক্তস্রাব হয়, কোষ্ঠকাঠিন্য, পেটে বায়ু জমে এবং কলিক বেদনা হয়। কোষ্ঠ কাঠিন্য ৩/৪ দিন পর্যন্ত বাহ্য হয় না, হঠাৎ একদিন বিকালের দিকে হয় এবং মল গুটলে গুটলে হয়। ইহার যন্ত্রণা রাত্রে বৃদ্ধি পায়, ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী।

রজস্রাব—রমনীদের রজকষ্ট, যোনিদ্বারে চুলকানি, জনন অঙ্গ স্ফীত এবং লালবর্ণ, বসতে গেলে বেদনা, কোষ্ঠকাঠিন্যের সঙ্গে রজকষ্ট, চুলকানি ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপযোগী।

কাশি—অতিরিক্ত স্বরচালনা করলে কাশি দেখা যায়। স্বরযন্ত্রে দারুণ ব্যথা, স্বরভঙ্গ এবং বিরক্তিকর কাশি ইত্যাদি লক্ষণে Q ব্যবহার করা উচিত।

মাত্রা—Q ২/৩ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য।

কলোসিন্থ (Colocynthis)

পরিচয়—অপর নাম তিক্তশশা, Bitter Cucumber। মিশর দেশের এক জাতীয় গুল্ম। ইহাতে ফল হয়। শুষ্ক ফলের খোসা ও বীচি ফেলে দিয়ে অবশিষ্ট অংশের চূর্ণ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

চারিত্রিক লক্ষণ—(১) কলিক বেদনা, ডিম্বকোষের বেদনা, জোরে চেপে ধরলে একটু উপশম। (২) পায়েটিকা নামক স্নায়ুশূল বেদনার বাম গুরুসন্ধিতে খিলধরার ন্যায় বেদনা, আক্রান্ত পাশ চেপে শুলে উপশম। (৩) শায়ে টিকার বেদনা, তীর ছোড়ার ন্যায় বেদনা, নীচে বাম উরুতে, বাম হাঁটুতে এবং বাম হাঁটুর পশ্চাৎ দিকে পরিচালিত হয়। (৪) রক্তামাশয় ও এমটেরাইটিস—বাহ্যের পূর্বে পেটে ভয়ানক ব্যথা ও কুন্থন, রোগী হাত দিয়ে পেট চেপে ধরে। (৫) হঠাৎ তাড়াতাড়ি বামদিকে মাথা ফিরালেই মাথা ঘুরে যায়। (৬) মুখের স্বাদ তিক্ত।

রোগ ও চিকিৎসা—শূল বেদনা—পেটে এক প্রকার ব্যথা হয়, অসহ্য বেদনা, বেদনায় ছটফট করে। অনেক সময় ডিম্বাশয়ের বেদনায় এই ভয়ানক যন্ত্রণা হয়। কলোসিন্থের শূলবেদনা অনেকটা নিউর‍্যালজিক ধরনের এবং তার সঙ্গে বাহ্য বমি হয়, এই বাহ্য বমি বেদনার জন্য হয়, পেটের দোষ হেতু নয়। ইহার বেদনা কামড়ানি, মোচড়ানি বা খেঁচুনির মত ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q অব্যর্থ।

কলোসিন্থের বেদনা পা হাঁটু গুটিয়ে শুলে অথবা সম্মুখ দিকে ঝুঁকে থাকলে কিছুটা উপশম।

আমাশয় ও উদরাময়—মল খুব ঘোর হলুদ, গন্ধকের মত রঙ তৎসহ ফেনা মিশ্রিত। ইহার বাহ্যের সঙ্গে হয় আম, নয় রক্ত বা পিত্ত মিশ্রিত থাকে, আবার কখনো শুধু রক্তবাহ্য হয়। পেটের অসুখে জলের মত পাতলা, সামান্য সবুজ বর্ণের হড় হড়ে বাহ্য হয়। মলদ্বার হেজে যায়, বাহ্যের পরিমাণ অল্প কিন্তু ঘন ঘন হয়। মলে টক গন্ধ থাকে, বাহ্যের পূর্বে পেটে অত্যন্ত কামড়ানি খামচানি ব্যথা হয়। বাহ্যের বেগ অতি বেশী হয়, সহ্য করতে পারে না। বাহ্যের সময় পেটে ব্যথা, কুন্থন এবং বমিভাব থাকে। মলদ্বারে ও প্রস্রাব দ্বারে খুব জ্বালা যন্ত্রণা থাকে। পেটের যন্ত্রণা বাহ্যের পরেই কমে যায়। কিন্তু বাহ্যের পর যদি একবার পেটের ব্যথা আরম্ভ হয় তবে তা খুব কষ্টদায়ক হয় ইত্যাদি লক্ষণে Q বিশেষ উপকারী।

মূত্ররোগ—দুধের ন্যায় বা খড়ির ন্যায় সাদা রঙের প্রস্রাব হলে Q উপকার করে।

বাতরোগ—বাত ও গেঁটে বাতে ইহার Q উপকারী। যদি চাপলে উপশম বোধ করে।

সায়েটিকা—বাম দিকের সায়েটিকানার্ভ (পাছা ও উরুর পশ্চাতে) হতে বেদনা আরম্ভ হয়ে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত যায় এবং নড়াচাড়ায় বৃদ্ধি।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার।

কমোক্লেডিয়া ডেনটাটা (Comocladia Dentata)

পরিচয়—অপর নাম গুয়াও। কিউবা দ্বীপের এক প্রকার গাছ, এই গাছের ছাল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—চক্ষু ও চর্মরোগে ঔষধটি উপকারী। ডান চোখের উপর ইহার ক্রিয়া অধিক। তলপেটের বেদনা, দপ দপকর বেদনা, উত্তাপে বৃদ্ধি, সন্ধিস্থানে এবং পায়ের গুলফে বেদনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োজন।

রোগ ও চিকিৎসা—চর্মরোগ—উদ্ভেদগুলোর রঙ লালবর্ণ, গায়ের চামড়ার উপর লালবর্ণের ডোরা ডোরা, চুলকানি। চর্ম চুলকায়, লালবর্ণ এবং ব্রণযুক্ত। আরক্ত জ্বরের মত সর্বাঙ্গ লাল, ইরিসিপিলাস, গভীর ক্ষত, কিনারা গুলো শক্ত, পুঁজময় একজিমা, নিম্নাঙ্গে অনেকটা পুঁজবটী ধরনের উদ্ভেদ ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপযোগী।

বুকের বেদনা—বাম দিকের স্তনগ্রন্থি সমূহে তীব্র বেদনা। বুকের ডান দিকে বেদনা, সেই বেদনা বাহু ও আঙ্গুল পর্যন্ত বিস্তৃত। কাশির সঙ্গে বাম স্তনের নীচে বেদনা, সেই বেদনা বাম স্ক্যাপুলা অস্থি পর্যন্ত প্রসারিত। বাম স্তনের গ্ল্যান্ড ফোলে এবং তীব্র বেদনার অনুভব এই ক্ষেত্রে Q উপকারী।

চোখের রোগ—চোখের পাতার স্নায়ুশূল, ডান চোখের ভিতর বেদনা এবং দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ, ডান চোখে কেবলমাত্র একটা আলো চকচক করে এমন কিছু একটা দেখতে পায় ইত্যাদি লক্ষণে Q ব্যবহার করা উচিত।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৪ বার সেব্য।

কন্ডুরেংগো (Condurango)

পরিচয়—অপর নাম কন্ডুর গাছ। এই গাছের ছাল শুষ্ক করে উহার চূর্ণ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—পরিপোষণ ক্রিয়ার বৃদ্ধি জন্মায় এবং সাধারণ ভাবে স্বাস্থ্যের উন্নতি করে। পাকাশয়ের ক্যানসার রোগে উদর জ্বালার প্রশমন করে। পরিপোষক গ্রন্থিসমূহের নিঃস্রাব ক্রিয়া বর্ধিত করে। পাকস্থলীর যে সমস্ত গ্ল্যান্ড হতে পাচকরস নিঃসৃত হয়ে প্রোটিনজাতীয় খাদ্য পরিপাক হয় সেইসব গ্ল্যান্ডের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। মেরুমজ্জার ক্ষয় হয়ে প্রত্যংগাদির চালক পেশীর দুর্বলতায় ইহা ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়। ঠোঁটের কোণ ফাটা, ঠোঁটের কোণে ক্ষত এবং সিফিলিস রোগে উপকার।

পেটের রোগ—পাকস্থলীর মিউকাস মেম্ব্রেনের পুরাতন প্রদাহ, পাকস্থলীর ভিতর ক্ষত ও জ্বালা যন্ত্রণা, মনে হয় পাকস্থলীর ভিতর সর্বদাই আগুন জ্বলছে। অন্ননালীর পথ সরু হয়ে যায়, ষ্টানাস অর্থাৎ বুকের মাঝের হাড়ের পশ্চাতে সর্বদাই জ্বালা করে এবং কোন কিছু-খেলে মনে হয় যেন সেইস্থানেই আটকে আছে। পাকাশয়ের বেদনাদায়ক পীড়া ও ক্ষত, খাদ্য দ্রব্য বমন এবং সর্বক্ষণ জ্বালা বোধ ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে Q খুব ভাল কাজ করে।

মুখের কোণে বেদনাদায়ক ক্ষত থাকা ইহার একটি বিশেষ লক্ষণ। দেহের মিউকাসমেম্ব্রেন পরিবেষ্টিত দ্বারসমূহে ফাটল সৃষ্টি, ওষ্ঠ ও গুহ্যদ্বারের উপত্বকে অর্বুদ, একজাতীয় চর্মরোগ যাতে চামড়া ফেটে যায়, ক্যানসার জাতীয় ক্ষতে ইহা খুবই উপকারী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার।

কোনিয়াম ম্যাকুলেটাম (Conium Maculatum)

পরিচয়—অপর নাম হেমলক। ইহা এক প্রকার বিষ। কোনিয়াম এক প্রকার গাছ। ইহার পাতার রস হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়। কথিত আছে সক্রেটিসকে এই বিষ দ্বারা হত্যা করা হয়েছিল। ইহা একটি অতি পুরাতন ঔষধ। ইহা ঔষধটিকে প্রসারণশীল পক্ষাঘাত উৎপন্ন করে অবশেষে শ্বাসরোধ করে মৃত্যু ঘটায়।

উপকারিতা—উপরোন্মুখ পক্ষাঘাত, মাথা ঘোরা, কম্পন, পায়ের আড়ষ্ট ভাব, স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা, অবসাদ, মূত্র সংক্রান্ত রোগ, শুক্রতারল্য, লিম্ফাটিক গ্রন্থি ফোলা, হৃদস্পন্দন, আঘাত ও পতনজনিত পীড়া, স্ত্রী পুরুষের বৃদ্ধ বয়সের পীড়া ইত্যাদি বহু ক্ষেত্রে ইহার ব্যবহার যথেষ্ট উপকার সাধন করে। চলার সময় পা ঠিক স্থানে পড়ে না, অন্য স্থানে থপ করে পড়ে, শরীর কাঁপে, পায়ে বল শক্তি থাকে না—এইগুলো লোকোমোটর এ্যাটাক্সি রোগের লক্ষণ। অতএব লোকোমোটর এ্যাটাক্সি রোগে কোনিয়াম উপকারী। হঠাৎ শরীরের স্বাভাবিক শক্তি নষ্ট হয়ে গেলে এই ঔষধটি প্রথমেই ব্যবহার করা উচিত।

রোগ চিকিৎসা—মাথা ঘোরা—শয়ন এবং বিছানায় পার্শ্ব পরিবর্তন করলে মাথা ঘোরে। মাথা একদিকে ঘুরালে, চোখ ঘুরালে মাথা ঘোরে। মস্তিষ্ক মধ্যে রক্ত স্বল্পতার জন্য মাথা ঘোরে, মাথা সামান্য নাড়ালে যেন মাথা ঘুরে যায়। ছড়ে যাবার মত মাথার এক পার্শ্বিক বেদনা। প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙলে মাথার পশ্চাৎ দিকে চিন চিন করে ব্যথা। এই ক্ষেত্রে Q উপকারী।

চোখের রোগ—স্ক্রফুলাস ধাতুগ্রস্ত ব্যক্তিদের চক্ষুরোগে বিশেষ করে প্রদাহ, খুব বেশী নয়, আলোকের দিকে তাকাতে পারে না ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী। এছাড়া চোখের যন্ত্রণা, রাত্রে বৃদ্ধি, সামান্য আলোক সহ্য করতে পারে না, অন্ধকারে আরাম বোধ করে, চোখের পাতায় পক্ষাঘাত। চোখের বিশেষ প্রদাহ নেই অথচ আলোক সহ্য হয় না, এই জন্য চোখ বুজে থাকে এবং চোখ খুললেই গরম অশ্রু স্রাব বের হয় এমন ক্ষেত্রেই Q উপকারী।

প্রস্রাবের রোগ—প্রস্রাব থেমে থেমে অতি ধীরে ধীরে নির্গত হয়, মনে হয় মূত্রনালীর পক্ষাঘাত। বৃদ্ধদের প্রস্টেট গ্ল্যান্ডের বিবৃদ্ধির জন্য প্রস্রাব ঠিকমত নির্গত হয় না এমন ক্ষেত্রে Q ভাল কাজ করে।

স্ত্রীব্যাধি—ঋতুকষ্ট তৎসহ উরুদেশে টেনে ধরার ন্যায়, স্তনদ্বয় ঝুলে পড়ে, স্তনের বোঁটায় খোঁচা মারা বেদনা। স্তনদ্বয় হাত দিয়ে জোরে চেপে ধরতে হয়। স্তনদ্বয় ঋতুর পূর্বে এবং ঋতুকালে ফুলে উঠে ব্যথা করে, যোনিদেশ চুলকায়। ঋতু ঠিক সময় না হয়ে অনেক বিলম্বে হয়, পরিমাণেও অতি অল্প এবং ২/১ দিন হয়েই বন্ধ হয়ে যায়, ডিম্বকোষে হুল ফুটানো ব্যথা, কাম প্রবৃত্তি লোপ ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী। প্রদর স্রাব, ঋতুর ঠিক ৮/১০ দিন পরে ঐ স্রাব আরম্ভ হয়, স্রাব কখনো রক্ত মিশ্রিত, কখনো দুধের মত সাদা, মধ্যে মধ্যে বন্ধ হয় আবার দেখা দেয়, স্রাব যে স্থানে লাগে সেখানে চুলকায় এবং হেজে যায়। ঋতুস্রাব আরম্ভের পূর্বে গায়ে একপ্রকার র‍্যাস জাতীয় উদ্ভেদ বের হয় ইত্যাদি ক্ষেত্রেও Q উপকারী।

টনসিল প্রদাহ—টনসিল বেড়ে যায়, শক্ত হয়। ভিতরে পুঁজ হয়েও যদি টনসিল ভালরূপে না পাকে, না ফাটে এমন অবস্থায় Q উপকারী। টনসিলের ফোলার ভিতর যদি মাঝে মাঝে ছিদ্র ঘায়ের মত দেখায় তবে ইহা উপকারী।

গ্ল্যান্ড স্ফীতি—গাল গলা ফোলা, ঐ ফোলা ভাব যদি পাথরের মত শক্ত হয় এবং সুঁচ ফুটানো ব্যথা থাকে তবে ইহাতে উপকার। যদি কোনরূপ আঘাত লেগে বা থেৎলে গিয়ে গ্ল্যান্ড ফোলে তবে Q অব্যর্থ। মেসোন্ট্রিক গ্ল্যান্ডের বৃদ্ধি, পেটে শক্ত টিউমার উহাতে কেটে ফেলার ন্যায় বেদনা থাকলে Q উপকারী।

জননইন্দ্রিয়ের রোগে—লিঙ্গের দুর্বলতা, কামভাব চরিতার্থ করার প্রবল ইচ্ছা কিন্তু স্ত্রী সহবাসে সম্পূর্ণ অক্ষম। স্ত্রীলোক দেখলে, আলিঙ্গন করলে, মনে মনে ভাবলে অসাড়ে বীর্যপাত হয়, লিঙ্গ উত্থান হয় না, অনেক চেষ্টার পর সামান্য হয় এবং আবার শিথিল হয়ে পড়ে। রমণীদের ডিম্বকোষ এবং জরায়ু শক্ত এবং বেদনার ভাব ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী।

স্ফীতি, ক্ষতরোগ—পড়ে গিয়ে বা কোনপ্রকার আঘাত লেগে কোন স্থান অনেক দিন পর্যন্ত ফোলা থাকে এবং সেখানে সুঁচ ফুটানো ব্যথা থাকলে Q অব্যর্থ।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৩ বার।

কনভ্যালেরিয়া মেজালিস (Convallaria Majalis)

পরিচয়—অপর নাম লিলি অব দি ভ্যালি। ইহা এক প্রকার ফুল গুল্ম জাতীয় গাছে এই ফুল ফোটে। এই গুল্মের রস হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—হৃদযন্ত্রের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। মনে হয় সারা বুক জুঁড়ে হৃদ স্পন্দন হচ্ছে। হৃদ অভ্যন্তর আবরকের প্রদাহ, শয়ন করলে প্রবল হৃদ স্পন্দন। মনে হয় হৃদ ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেল আবার পরক্ষণেই চলতে আরম্ভ করল। সামান্য পরিশ্রমেই বুক ধড় ফড়ানি। হৃদ বেদনা, নাড়ী দ্রুত এবং অসম ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী।

প্রস্রাবের রোগ—মূত্রাশয়ে কামড়ানি। স্ফীতি বোধ, বার বার মূত্র বেগ, দুর্গন্ধ এবং অল্প মূত্র। রোগী ফুলে পড়ে এবং শুইতে পারে না ইত্যাদি লক্ষণে Q অব্যর্থ।

হাত পায়ের বেদনা—কটি দেশে বেদনা ও কামড়ানি পায়ে ও পায়ের বুড়ো আংগুলে কামড়ানি, হাত দুটি কাঁপে কবজি ও গোড়ালিতে কামড়ানি ব্যথা।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে প্রত্যহ ৩/৪ বার সেব্য।

কোপেইভা (Copaiva Officinalis)

পরিচয়—অপর নাম বালসাম অফ কোপেইভা/কোপেই ফেরা। এক প্রকার গাছের গর্জন তেলের মত নির্যাস থেকে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—মূত্র যন্ত্র, মূত্রনালী এবং মিউকাস মেম্ব্রেনের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। এছাড়া শ্বাসযন্ত্র ও চর্মপীড়ায় ঔষধটি বিশেষ উপকারী।

মূত্র রোগ—প্রমেহ রোগের প্রথমাবস্থায় যখন প্রস্রাবকালে অত্যন্ত জ্বালা, যন্ত্রণা। ঘনঘন প্রস্রাবের বেগ, [illegible]ব ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব পড়ে, পুজের মত সাদা ও তরল স্রাব। প্রদাহ ভা[illegible]র ধীরে মূত্রথলী পর্যন্ত পরিচালিত হয়ে প্রস্রাবের সঙ্গে আঠার মত চটচটে শ্লেষ্মা ও রক্ত বের হয়, প্রস্রাব ঘোলা দেখায়। মূত্রনালী স্ফীত ইত্যাদি Q উপকারী।

শ্বাস যন্ত্রের পীড়া—কাশিতে প্রচুর ধূসর বর্ণের পুঁজময় শ্লেষ্মা উঠে। স্বরযন্ত্র, শ্বাসনালী ও বায়ুনালী ভুজে সুড়সুড়ি, বায়ুনালী ভুজে সর্দি ভাব তৎসহ ঈষৎ দুর্গন্ধ যুক্ত স্রাব। ব্রংকাইটিস, নিউমোনিয়া, থাইসিস যাই হোক না কেন, যখন কাশির সঙ্গে অধিক পরিমাণে পুঁজের মত ফ্যাকাসে রঙের গয়ার উঠে, গয়ার অত্যন্ত দুর্গন্ধ যুক্ত কাশির পূর্বে গলা সুড় সুড় করে তখন Q অব্যর্থ।

চর্মপীড়া—গায়ে আমবাত বা আমবাতের মত ছোট ছোট উদ্ভেদ বা মসুর ডালের ন্যায় উদ্ভেদ বের হলে ইহার Q খুব উপকারী। জলবসন্ত তৎসহ জ্বর ও কোষ্ঠ কাঠিন্য, গোলাপী বর্ণের পীড়কা যুক্ত চর্মরোগ, ইরিসিপিলাসের ন্যায় প্রদাহ বিশেষ করে তলপেটের চারিদিকে, সীমাবদ্ধ মেচেতার মত দাগ উহাতে চুলকানি। শিশুদের পুরাতন আমবাত ফোস্কার মত উদ্ভেদ ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী। এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে ঔষধটি শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপর খুব ভাল ক্রিয়া প্রকাশ করে বিশেষ করে মূত্রযন্ত্র, শ্বাসযন্ত্র এবং চর্মের ঝিল্লীর উপর। এছাড়াও নিম্নলিখিত রোগে ইহা সুফল দান করে।

অন্ডকোষ স্ফীত ও স্পর্শকাতর এবং বেদনায়—ইহার Q বিশেষ উপকারী।

স্ত্রী জনন ইন্দ্রিয়—ভগদেশ ও গুহ্যদ্বারে চুলকানি তৎসহ রক্তাক্ত পূঁজময় স্রাব। ঋতু স্রাবে অত্যন্ত ঝাঁঝাল গন্ধ তৎসহ বমি বমি ভাব এবং বেদনা, বেদনা নিম্ন দেশ পর্যন্ত প্রসারিত হয়। ঋতুস্রাব কালে বা আমবাত প্রকাশকালে পাকাশয়িক গোলযোগ থাকে, গ্যাস জমে পেটে ফাঁপ দেয়, মলবেগ কিন্তু অতি বেদনার সঙ্গে মল নিঃসরণ। খাদ্য দ্রব্য অত্যধিক লবণাক্ত বোধ হয়।

মাত্রা—Q ২/৩ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার।

ক্র্যাটিগাস (Crataegus Oxycantha)

পরিচয়—অপর নাম হথর্ন ফল এক প্রকার তাজা পাকা ফল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়। হৃদযন্ত্রের পীড়ার ঔষধটি বিশেষ উপকারী।

উপকারিতা—মাথা ঘোরা, নাড়ীর গতি কমে যাওয়া, বায়ু সেবনের স্পৃহা, এবং রক্ত চাপ কমিয়ে আনাই ইহার প্রধান কাজ।

হৃদযন্ত্রের পীড়া—হৃৎপিন্ডের শোথ, হৃৎপিন্ডের মেদাপকর্ষ, বৃহৎ ধমনীর পীড়া, সামান্য পরিশ্রমে প্রবল শ্বাস কষ্ট, বামকণ্ঠাস্থির নীচে হৃদ প্রদেশে বেদনা।

হৃৎপিন্ড প্রসারিত, হৃৎপিন্ডের প্রথম শব্দটি দুর্বল, নাড়ী দুর্বল, অসম এবং বিরাম শীল। হৃদধমনীর শব্দ কানে শোনা যায়। হৃৎপিন্ডের প্রায় সমস্ত রোগেই ইহার Q ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়। এনজাইনা পেক্টোরিস বা হৃদ শূলে ইহা অব্যর্থ।

মাত্রা—Q ২/৩ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার।

ক্রোকাস স্যাটাইভা (Crocus Sativa)

পরিচয়—অপর নাম ফুসফুস, স্যাফ্রন। ইহা আমাদের দেশের জাফরণ। কাশ্মীর অঞ্চলে যে জাফরণ জন্মে ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট। এই জাফরণ হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—ঔষধটি কালো দড়ির মত স্রাবে উপযোগী। দেহের বিভিন্ন অংশে ঝিঁ ঝিঁ ধরা। তান্ডব হিষ্টিরিয়া রোগ, অকারণে হাসে, তন্দ্রালুভাব, আলস্য ইত্যাদি লক্ষণে ইহা উপযোগী।

রোগ ও চিকিৎসা—রক্তস্রাব—নাক, মুখ, জরায়ু, প্রস্রাব দ্বার, মলদ্বার ইত্যাদি যে কোন স্থান হতে রক্ত বের হয়ে জমে যায় অথবা খুব কালো বর্ণের গাঢ় রক্ত সূতা বা তারের মত লম্বা হয়ে বের হতে থাকে ইত্যাদি লক্ষণে Q অব্যর্থ। ইহার রক্ত চাপ চাপ জমা ও চটচটে এবং সেই রক্ত টানলে সূতার মত লম্বা হয়, রক্ত নির্গত হওয়া মাত্রই জমাট বেঁধে যায়। রমণীদের রক্ত প্রদর বা রক্তস্রাবে যদি মনে হয় পেটে যেন একটা গোলাকার জীবিত বস্তু ঘুরে বেড়াচ্ছে তবে Q অবশ্যই ব্যবহার করা প্রয়োজন।

মাথার যন্ত্রণা—ঋতু বন্ধ হবার বয়সে, ঋতুস্রাব হবার সময়, ঋতুস্রাবের পরে কখনো ডানদিকে, আবার কখনো বামদিকে, কখনো চোখের উপর ভয়ানক বেদনা থাকে। আক্রান্ত স্থানে রক্ত সঞ্চয় হয়, দপদপ করে ইত্যাদিতে Q উপকারী।

চোখের পীড়া—অক্ষিপুটের স্নায়বিক বেদনা, বেদনা চোখের উপর পরিচালিত হয়, পিউপিল বড় হয়। চোখে কম দেখে, রোগী মনে করে সে যেন ধোঁয়ার মধ্যে আছে, চোখের উপর যেন একটা ঘোমটার মত আবরণ রয়েছে। চোখ যেন শ্লেষ্মায় পূর্ণ রোগী অনবরত হাত দিয়ে তা টেনে ফেলতে চেষ্টা করে। পড়ার সময় চোখ জ্বালা করে, জল বের হয়, চোখের পাতা স্পন্দিত হয়, বারবার চোখ রগরাতে থাকে, চোখের পাতা ভারী মনে হয়, ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী।

হাত পায়ের বেদনা—হাত পায়ের পেশীগুলোর আক্ষেপ জনক সংকোচন। তান্ডব ও হিষ্টিরিয়া রোগে বারবার পরিবর্তন, সমগ্র উপর অংগ

অসাড় বোধ হয়। উরু সন্ধি ও হাটুতে কট কট শব্দ হয়। হাঁটু ও পায়ে দুর্বলতা, গোড়ালি ও পদতলে বেদনা ইত্যাদি Q উপকারী।

স্ত্রীজনন ইন্দ্রিয়—রক্তস্রাব কালো ও দড়া দড়া। জনন ইন্দ্রিয়ে রক্তের উচ্ছ্বাস বোধ। ঋতুস্রাব কালো ও চটচটে, মাঝে মাঝেই দেখা দেয়, পরিমাণে প্রচুর কালোবর্ণ ও আঠাল। জরায়ু হতে রক্ত স্রাব, বড় বড় চাপ চাপ তৎসহ দড়ির মত রক্ত, সামান্য নড়াচড়ায়। বামস্তনের পেছন হতে কেহ দড়ি বেঁধে মনে হয় ঝাঁকি মারছে। ডান স্তনের মধ্যে যেন সজীব কিছু নড়ে বেড়াচ্ছে এমন অনুভূতি। এমন লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে Q উপযোগী।

বিঃ দ্রঃ—নিম্নলিখিত লক্ষণগুলো ঔষধটির পরিচায়ক—(১) ঘন, চটচটে কালো বর্ণের চাপচাপ রক্ত স্রাব (২) ঋতুবন্ধের বয়সের সময়, ঋতুর সময় মাথায় যন্ত্রণা, (৩) জরায়ু পাকস্থলী, পেট, হাত পা বা শরীরের কোন স্থানে যেন জীবিত বস্তুর মত কিছু ঘুরে বেড়াচ্ছে এমন বোধ।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার।

ক্রিয়োজোটাম (Kreosotum)

পরিচয়—বাংলা নাম আলকাতরা। শুষ্ক সার যুক্ত বড় বড় কাঠ চোয়ান যন্ত্রে পুরে অগ্নি উত্তাপে ড্রাই ডিষ্টিলেশন যোগে চোয়ানো আলকাতরার ন্যায় এক প্রকার পদার্থ নির্গত হয় উহাই ক্রিয়োজোট। এক ভাগ ক্রিয়োজোট এবং ৯৯ ভাগ এ্যালকোহল যোগে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—সর্বদেহে স্পন্দনানুভূতি এবং সামান্য ক্ষত হতে প্রচুর রক্তপাত, অতি তীব্র, পুরাতন স্নায়ুরোগ, বেদনা বিশ্রামে বাড়ে। স্রাব মাত্রই ক্ষতকর, জ্বালাযুক্ত। স্রাবিত রস রক্ত শিঘ্রই পচে উঠে তৎসহ জ্বালাকর বেদনা। ঋতু লোপের পরবর্তী পীড়া, অর্বুদবৎ স্ফীতি, ফোলা ভাব, পচাক্ষত, দাঁতের পীড়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে উপকারী। কেশ শীর্ণ, লম্বা দেহ এবং দীর্ঘাংগী স্ত্রীলোকদের পক্ষে ইহা উপযোগী।

রোগ ও চিকিৎসা—ঋতু-স্রাব—থেমে থেমে ঋতুস্রাব, একবার হয় আবার হতে থাকে, স্রাব শুইলে বৃদ্ধি, উঠে বসলে বা বেড়ালে কম হয়। সহবাস কালে বেদনা বোধ হয়। ঋতুস্রাব পরিমাণে অত্যন্ত বেশী এবং খুব শিঘ্রই হয়, ঋতুকালে কোমরে ব্যথা, কানে ভোঁ ভোঁ করে, ঋতুস্রাব বন্ধ হলে শ্বেত প্রদর দেখা দেয়। জরায়ু সংক্রান্ত যাবতীয় উপসর্গ যন্ত্রণাদি ঋতুস্রাবের পর বৃদ্ধি। যোনি পথে ক্ষতযুক্ত চুলকানি, যোনি ওষ্ঠে জ্বালা ও স্ফীতি, ঋতুকালে কানে কম শোনে দুই ঋতুর মধ্যবর্তী কালে প্রদর স্রাব ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী।

প্রদর স্রাব—স্রাবের রঙ হলদে, দাগ পড়ে, অত্যন্ত পচা দুর্গন্ধ স্রাব গায়ে লাগলে চুলকায় ও জ্বালা করে, প্রদরের সহিত রক্তস্রাব হোক বা ঋতু স্রাবের সহিত অত্যন্ত অধিক রক্তস্রাব হোক যদি উহা একবার বন্ধ হয় এবং আবার দেখা দেয় তবে ইহার Q অব্যর্থ।

জরায়ুর ক্ষত—জরায়ুর গ্রীবা স্ফীত, শক্ত এবং অত্যন্ত বেদনা, এত বেদনা যে হাত দিলে বা সহবাস কালে বেদনায় শিহরিয়ে উঠে। যোনি প্রদেশে আগুনের মত জ্বালা পোড়া, ছোট ছোট চাপযুক্ত কালো বর্ণের ঘন দুর্গন্ধযুক্ত রক্ত নির্গত হয়, রক্তস্রাব থেমে থেমে হয়, জরায়ু গ্রীবায় ক্ষত, জরায়ুতে ফুলকফির ন্যায় এক প্রকার পদার্থ উৎপন্ন হয় উহাতে ভয়ানক জ্বালা পোড়া থাকে, দুর্গন্ধযুক্ত হাজাকর স্রাব নির্গত হয়, অন্যান্য ক্ষত, ক্ষত গ্যাংরীণে পরিণত হবার সম্ভাবনা হলে এবং উহাতে পচা দুর্গন্ধ ও জ্বালা পোড়া থাকলে Q খুব উপকারী।

বহুমূত্র—রাত্রে ঘনঘন প্রস্রাব এবং প্রতিবারে অনেকটা পর্যন্ত হয়, খুব ঘন ঘন প্রস্রাব হয় পরে হঠাৎ এত জোরে বা বেগে প্রস্রাব পায় যে উঠতে বিলম্ব সয় না, বালক বালিকারা বিছানায় প্রস্রাব করে এই ক্ষেত্রেও Q উপকারী।

দাঁতের পীড়া—অতি কষ্টে শিশুদের দাঁত উঠে, দাঁত কালো এবং মাড়ী ঘোর লাল বা নীল বিবর্ণ, দাঁত ওঠার সময় প্রথমে দাঁতের উপর একটা কালো বর্ণের দাগ পড়ে, শিঘ্রই সমস্ত দাঁতটা কালো হয়ে যায় এবং টুকরো টুকরো হয়ে ভাঙতে আরম্ভ করে এবং ধীরে ধীরে সমস্ত দাঁতটাই নষ্ট হয়ে যায়। মাড়ী স্পঞ্জের মত ফোলে, অতি সামান্য স্পর্শে রক্ত পড়ে। Q বাহ্যিক ভাবে ব্যবহার করলে দাঁতের যন্ত্রণায় উপশম হয়। দাঁতের যন্ত্রণায় Q বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ ব্যবহারে উপকারী।

শিশু কলেরা—কষ্টকর দন্ত উদগমনকালে শিশুদের এই রোগ হলে ইহাতে উপকার। বার বার বমি এবং বিশ্রী পচা গন্ধ ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে Q ভাল কাজ করে। এছাড়া টাইফয়েড জ্বরের শেষ অবস্থায়, অত্যন্ত দুর্বলতা ও অত্যন্ত পচা দুর্গন্ধ বাহ্যের সঙ্গে রক্ত থাকলে ইহাতে উপকার।

বমি—খাদ্য দ্রব্য হজম হয় না, পেটেও থাকে না, অজীর্ণ ভুক্ত দ্রব্য বমি হয়, মুখে জল উঠে, সমস্ত খাদ্যে অনিচ্ছা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও Q উপকারী।

মাত্রা—Q ২/৩ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার।

ক্রোটন টিগলিয়াম (Croton Tiglium)

পরিচয়—অপর নাম গ্রেনা টিগ্লিয়াই ক্রোটন অয়েল, ক্রোটন বৃক্ষ। আমাদের দেশে জায়ফল ফল বলে। ইহার অভ্যন্তরে যে তেল জন্মে উহা দ্বারা মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়। ইহাকে জায়ফল তেল বীজও বলা হয়।

উপকারিতা—উদরাময়, গ্রীষ্মকালীন রোগ, চর্মরোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে উপকারী। এই রোগগুলো পর্যায়ক্রমে আসতে পারে অর্থাৎ একটির পর একটি। দেহের সর্বত্র টান পড়া বোধ। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ও চর্মের উপর ইহার বিশেষ ক্রিয়া। ইহা উদরাময় এবং কয়েক প্রকার চর্মরোগে ভাল কাজ করে।

মল হলদে বর্ণের জলের মত পাতলা, পিচকারীর ন্যায় বেগে নির্গত হয় পানাহারের পর বৃদ্ধি এই তিন লক্ষণযুক্ত উদরাময়ে Q ভাল কাজ করে।

রোগ চিকিৎসা—উদরাময়—হলদে বর্ণের জলের মত পাতলা বাহ্য, পিচকারীর ন্যায় জোরে নির্গত হয়। সামান্য কিছু পানাহার করলেই বাহ্য পায় এবং পায়খানায় দৌড়াতে হয়, বাহ্য হলুদ বর্ণ কিন্তু ফেনা থাকে না, পেটে হঠাৎ এক প্রকার মোচড়ানো বেদনা উপস্থিত হয় এবং উহাতে পায়খানার বেগ আসে এবং পায়খানায় ছুটতে হয়, বাহ্যের পর সুস্থবোধ করে। অন্ত্র মধ্যে কলকল করে এক প্রকার শব্দ হয়। মনে হয় অন্ত্র জলে পরিপূর্ণ। জল ভিন্ন আর কিছু নেই ইত্যাদি লক্ষণে Q অব্যর্থ।

চর্মরোগ—মনে হয় একখানি শুষ্ক চর্ম দিয়ে দেহ আবৃত। ভয়ানক চুলকানি, কিন্তু চুলকালে ব্যথা করে, পুঁজময় উদ্ভেদ বিশেষ করে মুখমন্ডলে এবং জনন ইন্দ্রিয়ের উপর। প্রবল চুলকানি এবং পরে জ্বালা ও বেদনা। ফোস্কা উহা হতে অনবরত রস চোয়ায়, পোড়া নারাঙ্গা, উদ্ভেদগুলোতে শূলবিদ্ধ এবং চিড়িক মারা বেদনা। যাদের পেটের অসুখ তাদের চর্ম রোগে Q অব্যর্থ। ইহার চর্ম পীড়ায় অত্যন্ত চুলকানি থাকে কিন্তু তাতে এত বেদনা যে চুলকাতে পারে না। সামান্য হাত বুলালেই যন্ত্রণা বাড়ে। সমস্ত শরীরে ইরাপশান বের হয়। অনেক সময় দেহে প্রথমে ফোস্কার মত উদ্ভেদ নির্গত হয়। ধীরে ধীরে উহা পাকে এবং পুঁজ হয়। ডাঃ ডিয়ার বর্ণ বলেন—"ইহার জ্বালা ও চুলকানি জলে ধৌত করলে বা ঠান্ডা লাগালে বৃদ্ধি পায়।" কোন কোন সময় লিঙ্গের ও অন্ডকোষের একজিমায় ইহা ভাল কাজ করে। আক্রান্ত স্থান অত্যন্ত চুলকায় ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q খুব উপকারী।

প্রস্রাবের পীড়া—প্রস্রাবের রঙ ঘোলা হয়। রাতের প্রস্রাবে ফেনা থাকে। বর্ণ কমলা লেবুর মত, প্রস্রাব কিছুক্ষণ ধরে বসলে বেশ ঘোলাটে দেখায় এবং উহার উপর চর্বির টুকরোর মত পদার্থ ভাসে। দিনের বেলায় প্রস্রাব মলিন ও তলানি পড়ে, তলানিতে সাদা গুড়া থাকে ইত্যাদি লক্ষণে Q উপযোগী।

কাশি—বালিশে মাথা রাখা মাত্রই আপেক্ষিক কাশি শুরু হয়, কাশতে কাশতে দম আটকে যাবার মত ভাব তখন তাড়াতাড়ি উঠে বসে, ঘুরে ঘুরে বেড়ায় বা চেয়ারে বসে ঘুমায়, শুতে যেতে ভয় পায় ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে প্রত্যহ ৪/৫ বার সেব্য।

কিউবেবা অফিসিনালিস (Cubeba Officinalis)

পরিচয়—অপর নাম কাবাবচিনি। ইহা এক প্রকার লতা জাতীয় গুল্ম এবং ফল হয়। ইহার শুষ্ক ফল চূর্ণ করে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—মূত্র পথের মিউকাস মেম্ব্রেনের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। এ ছাড়া স্নায়বিক উত্তেজনা হতে বার বার মূত্র বেগ এবং বালিকাদের শ্বেত প্রদর স্রাবে ইহা উপকারী। গনোরিয়া, ইউরেথ্রাইটিস, হিমাচুরিয়া, প্রষ্টাটাইটিস, সিস্টাইসিস প্রভৃতি কয়েকটি রোগেও ইহা ব্যবহার করে উপকার পাওয়া যায়।

রোগ ও চিকিৎসা—মূত্র যন্ত্রের পীড়া—মূত্র পথের প্রদাহ তৎসহ প্রচুর শ্লেষ্মা স্রাব বিশেষ করে রমণীদের। মূত্রত্যাগের পরে কেটে ফেলার ন্যায় বেদনা সহ সংকোচন ভাব, রক্ত মূত্র, প্রষ্টেট গ্রন্থির প্রদাহ তৎসহ গাঢ় পীত বর্ণের স্রাব, মূত্রাশয় প্রদাহ। প্রমেহ রোগ যখন প্রদাহ ভাব কমে কেবলমাত্র প্রস্রাবের শেষভাগে জ্বালা থাকে, ঘন হলদে বর্ণের পুঁজের মত স্রাব নির্গত হয় তখন ইহার Q বিশেষ উপকারী।

শ্বাস যন্ত্রের পীড়া—নাক ও গলার মধ্যে সর্দি তৎসহ বিশ্রী গন্ধ যুক্ত গয়ার উঠে। নাক থেকে শ্লেষ্মা গড়াতে থাকে, মনে হয় গলার অভ্যন্তর ভাগ হেজে গেছে, স্বরভঙ্গ ইত্যাদি লক্ষণে Q খুব ভাল কাজ করে।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে প্রত্যহ আহারের পূর্বে ৩/৪ বার করে সেব্য।

কিউকার বিটা (Cacurbita)

পরিচয়—অপর নাম কিউকারবিটা পেলো বা লাউ বীজ। লাউ বীজ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—আহারের পরক্ষণেই তীব্র বমি বমি ভাব, গর্ভাবস্থায় বমন এবং ফিতা ক্রিমির পক্ষে একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। বীজগুলোকে সেঁকে বাইরের খোলা ফেলে মধ্যে শাঁসটি ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হয়। ২ আঃ বীজ হতে ১ আঃ শাঁস পাওয়া যায়। উহা স্রাবের সঙ্গে মিশ্রিত করে পায়েসের মত খাওয়া যায়। বারো ঘন্টা উপবাসের পর প্রাতঃকালে খেতে হয় তার ২ ঘন্টা পরে ক্যাষ্টার অয়েলের জোলাপ দিতে হয়।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে আহারের পরে সেব্য। প্রতিদিন সকালবেলা।

সাইক্লামেন ইউরোপিয়াম (Cyclamen Europeum)

পরিচয়—অপর নাম আর্টানিটা সাইক্লামেন, সো ব্রেও। এক প্রকার গাছের মূল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—শ্লেষ্মা প্রধান ঋতু রক্ত শূন্য এবং ক্লোরোটিক। রমণী, যাদের ঋতুস্রাব অনিয়মিত, ঋতুর সময় মাথা ধরে, চোখে ঝাপসা দেখে প্রভৃতি উপসর্গে কষ্ট পায় তাদের ক্ষেত্রে ইহার Q বিশেষ ফলপ্রদ। পরিপাক ক্রিয়া, পরিপাক যন্ত্র, জরায়ু এবং জনন ইন্দ্রিয়ের উপর ইহার বিশেষ ক্রিয়া।

রোগ ও চিকিৎসা—মাথার যন্ত্রণা—বিবেকের দংশন, কর্তব্যে অবহেলার জন্য দুঃখ করে। বিষাদ, কান্না করে, একাকী থাকতে চায়, সকালবেলা মাথার

যন্ত্রণা তৎসহ চোখের সম্মুখে ভাসমান বিন্দু সকল দেখে। হাঁচি তৎসহ কানের মধ্যে চুলকানি, মাথা ঘোরে মনে হয় সকল বস্তু বৃত্তাকারে ঘুরছে। ঘরের মধ্যে উপশম, উন্মুক্ত বাতাসে বৃদ্ধি, এক পার্শ্বস্থ মাথার যন্ত্রণা, চোখের সম্মুখে অসংখ্য তারকা দেখে। সময় সময় এক দিকের কপাল, অধিকাংশ স্থলে বাম দিকের কপালই বেশী আক্রান্ত হয়, মাথা ব্যথার সময় চোখে যেন আগুনের কণার মত উড়তে থাকে, চোখে ভাল দেখতে পায় না। এই সময় মাথায় ঠান্ডায় জল দিলে উপশম ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q বিশেষ ফলপ্রদ।

অজীর্ণ রোগ—ক্ষুধা পায় না, সামান্য কিছু খেলেই যেন পেট ভরে যায় খাদ্য দেখলেই গা বমি বমি করে। রুটি, মাখন, ঘি, চর্বি ইত্যাদি আদৌ দেখতে পারে না, সহ্য করতে পারে না, মুখের স্বাদ লবণাক্ত যা কিছু খায় তাই যেন লবণে পরিপূর্ণ। পিপাসা আদৌ থাকে না, মাংসে বিতৃষ্ণা, ইত্যাদি লক্ষণে Q বিশেষ উপকারী।

ঋতুস্রাব—ঋতু স্রাব প্রচুর কালো, পর্দাযুক্ত, জমাট বাধা। নিয়মিত সময়ের পূর্বে তৎসহ পিঠে এবং পিঠ হতে ভগস্থান পর্যন্ত প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনা। চলাফেরা করলে ঋতু স্রাব কম হয়, মাসিক ঋতুর অনিয়মতা। আধকপালে মাথা ধরা তাতে চোখে ভাল দেখে না অথবা চোখের সম্মুখে আগুনের স্ফুলিঙ্গ দেখে। গর্ভকালে হিক্কা, ঋতু স্রাবের পর স্তন দ্বয় ফুলে উঠে এবং দুধের ন্যায় স্রাব হয়। ক্ষত খুব শিঘ্র, পরিমাণে অত্যন্ত বেশী তৎসহ প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনা, এই বেদনা পিউবিস হতে পরিচালিত হয়। রক্ত ঘোলাটে, কালো এবং চাপ চাপ ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে Q বিশেষ উপকারী। যাবতীয় চুলকানি ঋতুকালে উপশম। গুহ্য ও মলদ্বারের চারিদিকে বেদনা।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৪ বার সেব্য।

সাইনোডন ডেকটাইলন (Cynodon Dectylon)

পরিচয়—ইহার বাংলা নাম দূর্বা। এই দূর্বা ঘাস আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে ইহার ব্যবহার নানাভাবে বর্ণিত আছে। চরক বলেছেন—নাসিকা হতে রক্ত স্রাব এবং কার্বংকল রোগে ইহা খুব উপকারী। শুশ্রুত বলেন—রক্ত বমনে ইহা উপকারী। চক্রদত্ত—খোস পাঁচড়া এবং স্ত্রীলোকদের ঋতু অবরোধে ইহা উপকারী।

উপকারিতা—হোমিওপ্যাথিক মতে শক্তিকৃত দূর্বা সেবনে প্রায় সকল প্রকার রক্ত স্রাব ইরিসিপিলাস, খোস-পাঁচড়া, নানা প্রকার একজিমা এবং অন্যান্য চর্মপীড়া আরোগ্য হয়। ইহার Q, ফোঁড়া পাকলে উহার উপর ২/১ ঘন্টা অন্তর কয়েকবার লাগালে আশ্চর্য রূপে ফোঁড়া ফেটে যায়। সাধারণতঃ রক্ত

স্রাবের জন্য এই দূর্বা রক্তরোধক বলে ব্যবহৃত হয়। কোন স্থান কেটে গেলে দূর্বা থেতো করে অথবা দূর্বার রস ন্যাকড়া ভিজিয়ে আহত স্থানে ব্যান্ডেজ করে দিলে শিঘ্রই রক্ত বন্ধ হয়। হোমিওপ্যাথিক মতে দূর্বার কোন পরীক্ষা হয় নাই এখন পর্যন্ত তবে সমগ্র গাছ ও শিকড় হতে যে মাদার টিংচার প্রস্তুত হচ্ছে তাই ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং বেশ সুফল পাওয়া যাচ্ছে। সার্জেন মেজর জন নর্থ বলেন—দক্ষিণ ভারতে দূর্বার ক্বাথ সিফিলিস রোগের দ্বিতীয় অবস্থায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ইহার মাদার টিংচার নিম্নলিখিত লক্ষণযুক্ত রোগের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং বেশ সুফল পাওয়া যাচ্ছে। (ক) পিত্ত লক্ষণযুক্ত বমনে Q বিশেষ উপকারী। (খ) মুখ হতে রক্ত উঠলে অর্থাৎ রক্ত পিত্ত রোগে Q উপযোগী। (গ) রমণীদের স্বল্প ঋতু স্রাবে Q উপযোগী। (ঘ) কোন স্থান কেটে গেলে দূর্বার রস বা Q তুলায় করে লাগিয়ে দিলে অতি শীঘ্রই রক্তপাত বন্ধ হয়ে যায়। (ঙ) পাঁচড়া ও ক্ষতে Q অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। (চ) পুরাতন উদরাময় এবং তৎ সংক্রান্ত শোথ রোগে দূর্বার Q ভাল কাজ করে। হোমিওপ্যাথিক মতে প্রস্তুত দূর্বার Q যে চিকিৎসা শাস্ত্রে নানাভাবে বিশেষ উপযোগী তাতে কোন সন্দেহ নাই। শিকড় সমেত গাছের রস ও এ্যালকোহলের সাহায্যে ঔষধটি প্রস্তুত হয়ে থাকে।

মাত্রা—আভ্যন্তরীণ ভাবে Q অথবা ৩x শক্তি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। রমণীদের স্বল্প ঋতু পুরাতন উদরাময় ও তৎসংক্রান্ত শোথে প্রত্যহ Q ২/৩ ফোঁটা মাত্রায় ৩/৪ বার সেব্য।

সাইপিরাস রোটান্ডাস (Cyperus Rotundus)

পরিচয়—ইহার বাংলা নাম মুথা। মুথা ভারতবর্ষের সর্বত্রই পাওয়া যায় এবং কবিরাজগণ প্রায় সর্ববিধ উদর রোগে ইহা ব্যবহার করে থাকেন। রোমান জাতিও এই ঔষধটি ব্যবহার করতেন। তাঁরা সাধারণতঃ জরায়ু রোগে এই ঔষধটি ব্যবহার করতেন। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে ইহার উপকারিতা সম্পর্কে বলা আছে—মুথা কটু তিক্তরস, শীত বীর্য, ধারক, অগ্নিবর্ধক, পাচক এবং কফ পিত্ত দোষ, তৃষ্ণা, জ্বর, অরুচি ও ক্রিমি নাশক।

উপকারিতা—হোমিওপ্যাথিক মতে প্রস্তুত এই ঔষধটি পরীক্ষিত হয় নাই কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ইহার উপযোগিতা চিকিৎসকগণ এক বাক্যে স্বীকার করেন। উদরে অনবরত প্রচন্ড যন্ত্রণাদায়ক বেদনা ইহার সিদ্ধপ্রদ লক্ষণ। মাথার বেদনা কলোসিনথ্ বা মার্ককরের ন্যায় তীব্র প্রকৃতির নয়। আবার নাক্সের বেদনার ন্যায় নিঃসরণ মাত্রেই ইহার নিবৃত্তি হয় না বরং মৃদু মৃদু বেদনা চলতেই থাকে। আমাশয় জনিত উক্ত লক্ষণ যুক্ত ক্ষুধাহীনতায় ইহার Q বিশেষ উপকারী। ক্রিমি দমনে এবং অরুচি দূর করতে ইহার যথেষ্ট উপযোগিতা। ক্রিমি রোগগ্রস্ত শিশুর উদরাময় ও অজীর্ণ রোগে মুথা Q বিশেষ উপকারী।

জরায়ু রোগেও ইহা যথেষ্ট উপকারী। ঋতুকালে উদর শূল, বস্তি প্রদেশে মৃদু মৃদু বেদনা, অরুচি ও অজীর্ণ লক্ষণে ইহার Q ব্যবহার বিশেষ উপকারী।

মাত্রা—Q ১০/১৫ ফোঁটা করে প্রত্যহ ৩/৪ বার সেব্য। আহারের কিছুক্ষণ পরে।

সাইপ্রিপিডিয়াম পিউবিসেনস (Cypripedium Pubesences)

পরিচয়—অপর নাম ইরোনোনেডিস শ্লিপার। ইহা আর্কিড জাতীয় গাছড়া বিশেষ। ইহার সরস মূল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—ঔষধটি স্নায়ু সম্বন্ধীয় কতগুলো রোগে প্রয়োজন হয়। হিষ্টিরিয়া, কোরিয়া, নিউর‍্যালজিয়া প্রভৃতি কয়েকটি স্নায়বিক রোগে ইহা ভাল কাজ করে। শিশুদের দাঁত ওঠা ও অন্ত্রের উত্তেজনা হেতু তরকা বা মস্তিষ্ক লক্ষণ প্রকাশিত হলে ইহাতে অধিক উপকার।

রোগ ও চিকিৎসা মস্তিষ্কের রোগ—শিশু রাত্রে কেঁদে উঠে তারপর জেগে থাকে এবং হাসতে খেলতে শুরু করে। বয়স্ক ব্যক্তির এবং রমণীদের ঋতু লোপকালীন মাথার যন্ত্রণা। শিশু অনেকদিন পর্যন্ত উদরাময় বা পেটের অসুখে ভুগে শেষে হাইড্রো সেফলিস রোগের লক্ষণ প্রকাশিত হলে ইহাতে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। দীর্ঘকাল যাবৎ দুর্বলকর উদরাময় রোগ ভোগের পর যদি মস্তিষ্কে জল সঞ্চয় রোগ দেখা দেয় তবে ইহার Q অব্যর্থ। নিদ্রাহীনতা, অতিশয় উত্তেজক ঔষধ দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে শিশুদের মস্তিষ্কে সংবেদনার লক্ষণ প্রকাশ পেলে Q উপকারী।

অন্যান্য রোগ লক্ষণ—গেঁটে বাতে আক্রান্ত হবার পর দুর্বলতা ও রাসটক্সের সদৃশ এক প্রকার চর্মপীড়ায় ইহা ব্যবহার করলে খুব উপকার পাওয়া যায়। কোন কোন শিশু দিনের বেলায় ঠিক থাকে বেশ হাসে খেলে কিন্তু রাত্রি হলেই চিৎকার আরম্ভ করে। নিজেও ঘুমায় না বা বাড়ির লোকদেরও ঘুমাতে দেয় না ইত্যাদি লক্ষণে ঔষধটি খুব ভাল কাজ করে। স্ত্রীলোকদের জনন ইন্দ্রিয়ের প্রস্রাব যন্ত্রের বা স্নায়ুবিক রোগে অনিদ্রা, অস্থিরতা, মানসিক গোলযোগ ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পেলে Q ব্যবহারে উপকার পাওয়া যায়। মস্তিষ্কের জল সঞ্চয় রোগে ঔষধটি অব্যর্থ। ইহার চর্ম রোগ লক্ষণটি ঠিক রাসটক্সের সদৃশ।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে প্রত্যহ চার বার। শিশুদের জন্য ১/২ ফোঁটা দিনে ৩ বার সেব্য।

ডেমিয়ানা (Damiana)

পরিচয়—অপর নাম টার্নেরা। এই গাছ আমেরিকার উষ্ণ প্রধান অঞ্চলে জন্মে এবং ইহার শুষ্ক পত্র হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—রতি বিষয়ক দুর্বলতা এবং ধ্বজভঙ্গ রোগে উপযোগী। স্নায়বিক অবসাদ হতে রতিজ দুর্বলতা। বৃদ্ধ ব্যক্তিদের অসাড়ে মূত্র ত্যাগ। পুরাতন প্রষ্টেট রতি ক্ষরণ। মূত্র গ্রন্থি ও মূত্রাশয় হতে সর্দির স্রাব। স্ত্রী জনন ইন্দ্রিয়ে বরফের মত শীতলতা এবং যুবতীদের ঋতু স্রাবের অনিয়মতা দূর করে।

শুক্রক্ষয়—এই রোগে ইহার মাদার টিংচার ১০/১৫ ফোঁটা সামান্য জলের সঙ্গে দিনে দুবার এবং সন্ধ্যায় এভেনা Q ১০/১২ ফোঁটা সামান্য গরম জলসহ ৩/৪ সপ্তাহ ব্যবহার করলে খুবই উপকার পাওয়া যায়। সাধারণতঃ ধ্বজভঙ্গ রোগটি অমিতাচার, ইন্দ্রিয় দোষ, প্রমেহ, অর্শ, ক্রিমি, বহুমূত্র প্রভৃতি রোগ হতে সৃষ্টি হয় এইসব ক্ষেত্রে Q বেশীদিন যথারীতি ব্যবহার করলে উপকার হয়। স্নায়বিক দুর্বলতা বশত ইন্দ্রিয় শক্তির হ্রাস, পুরুষত্ব কমে যাওয়া, লিঙ্গ উত্থান হয় না। বৃদ্ধদিগের ধারণ শক্তির অভাব, বাহ্য ও প্রস্রাবের বেগ দিবার শুক্রপতন ইত্যাদি নানাবিধ জনন ইন্দ্রিয়ের রোগে Q সুফল দান করে।

মাত্রা—৫/৭ ফোঁটা করে দৈনিক তিনবার সেব্য। শুক্রক্ষয়ে সঙ্গে এভেনা Q দেওয়া যায়। পড়ে গিয়ে মেরুদন্ডে আঘাত, বৃদ্ধদের মূত্র বেগ ধারণে অক্ষমতা, দিন-রাত ফোঁটা ফোঁটা করে পড়ে, অসাড়ে প্রস্রাব নির্গমন, স্বপ্নদোষ, অসাড়ে শুক্রক্ষরণ ইত্যাদি রোগ লক্ষণে Q অব্যর্থ। Q ২০/২৫ ফোঁটা করে এক আঃ জলের সঙ্গে প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেব্য।

ডেসমোডিয়াম গ্যাঞ্জিটিকাম (Desmodium Gangeticum)

পরিচয়—ইহা বাংলা নাম শাল পানি। শাল পানি একটি ছোট গাছ। ইহা জঙ্গলাকীর্ণ স্থান সমূহে জন্মে। সারা ভারতেই ইহা দেখা যায়। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে ইহার ঔষধগুণ স্বীকৃত। ডাঃ অঘোর চন্দ্র ভাদুরী এই ঔষধটি প্রস্তুত করেন এবং পরীক্ষা করেন। ঔষধটি জ্বর, কাশি, বমন, হাঁপানি ও কাঁকড়া বিছার দংশনে উপযোগী।

উপকারিতা—পায়ে, পিঠে, মেরুদন্ডে, ঘাড়ে, পেটে যে কোন প্রকার বেদনাই হোক না কেন ইহাতে উপকার। বাত বেদনা, সর্বদিকে বেদনা, স্নায়বিক বেদনা, গা, হাত, পায়ে বা সমস্ত শরীরের বেদনায় ইহার Q বিশেষ উপকারী। টাইফয়েড বা সাধারণ জ্বরে গায়ে বেদনা, পিঠের শির দাঁড়ায় বেদনা, মাথায় বেদনা এবং শিশুদের জ্বরে আচ্ছন্নভাব লক্ষণে ইহা ব্যবহার করলে উপকার। নিম্নলিখিত লক্ষণযুক্ত রোগ ক্ষেত্রে ইহার ব্যবহার সুফল দান করে। (১) সর্বশরীরে বেদনা, স্নায়বিক বেদনা, ঘাড়ে ও পায়ে বেদনা বাত বেদনা। (২) মেরুদন্ডে বেদনা সেজন্য উঠে বসতে পারে না, হাত মুখ চোখে ও পায়ে জ্বালা পোড়া ভাব, যেন আগুন বের হচ্ছে এমন অনুভূতি। (৩) পাকস্থলীতে স্নায়ুশূল জাতীয় বেদনা। হাঁটুতে ও পায়ের ডিমে বেদনা। (৪) মাথায় যন্ত্রণা,

জরায়ু রোগেও ইহা যথেষ্ট উপকারী। ঋতুকালে উদর শূল, বস্তি প্রদেশে মৃদু মৃদু বেদনা, অরুচি ও অজীর্ণ লক্ষণে ইহার Q ব্যবহার বিশেষ উপকারী।

মাত্রা—Q ১০/১৫ ফোঁটা করে প্রত্যহ ৩/৪ বার সেব্য। আহারের কিছুক্ষণ পরে।

সাইপ্রিপিডিয়াম পিউবিসেনস (Cypripedium Pubesences)

পরিচয়—অপর নাম ইরোনোনেডিস শ্লিপার। ইহা আর্কিড জাতীয় গাছড়া বিশেষ। ইহার সরস মূল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—ঔষধটি স্নায়ু সম্বন্ধীয় কতগুলো রোগে প্রয়োজন হয়। হিষ্টিরিয়া, কোরিয়া, নিউর‍্যালজিয়া প্রভৃতি কয়েকটি স্নায়বিক রোগে ইহা ভাল কাজ করে। শিশুদের দাঁত ওঠা ও অন্ত্রের উত্তেজনা হেতু তরকা বা মস্তিষ্ক লক্ষণ প্রকাশিত হলে ইহাতে অধিক উপকার।

রোগ ও চিকিৎসা মস্তিষ্কের রোগ—শিশু রাত্রে কেঁদে উঠে তারপর জেগে থাকে এবং হাসতে খেলতে শুরু করে। বয়স্ক ব্যক্তির এবং রমণীদের ঋতু লোপকালীন মাথার যন্ত্রণা। শিশু অনেকদিন পর্যন্ত উদরাময় বা পেটের অসুখে ভুগে শেষে হাইড্রো সেফলিস রোগের লক্ষণ প্রকাশিত হলে ইহাতে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। দীর্ঘকাল যাবৎ দুর্বলকর উদরাময় রোগ ভোগের পর যদি মস্তিষ্কে জল সঞ্চয় রোগ দেখা দেয় তবে ইহার Q অব্যর্থ। নিদ্রাহীনতা, অতিশয় উত্তেজক ঔষধ দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে শিশুদের মস্তিষ্কে সংবেদনার লক্ষণ প্রকাশ পেলে Q উপকারী।

অন্যান্য রোগ লক্ষণ—গেঁটে বাতে আক্রান্ত হবার পর দুর্বলতা ও রাসটক্সের সদৃশ এক প্রকার চর্মপীড়ায় ইহা ব্যবহার করলে খুব উপকার পাওয়া যায়। কোন কোন শিশু দিনের বেলায় ঠিক থাকে বেশ হাসে খেলে কিন্তু রাত্রি হলেই চিৎকার আরম্ভ করে। নিজেও ঘুমায় না বা বাড়ির লোকদেরও ঘুমাতে দেয় না ইত্যাদি লক্ষণে ঔষধটি খুব ভাল কাজ করে। স্ত্রীলোকদের জনন ইন্দ্রিয়ের প্রস্রাব যন্ত্রের বা স্নায়ুবিক রোগে অনিদ্রা, অস্থিরতা, মানসিক গোলযোগ ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পেলে Q ব্যবহারে উপকার পাওয়া যায়। মস্তিষ্কের জল সঞ্চয় রোগে ঔষধটি অব্যর্থ। ইহার চর্ম রোগ লক্ষণটি ঠিক রাসটক্সের সদৃশ।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে প্রত্যহ চার বার। শিশুদের জন্য ১/২ ফোঁটা দিনে ৩ বার সেব্য।

ডেমিয়ানা (Damiana)

পরিচয়—অপর নাম টার্নেরা। এই গাছ আমেরিকার উষ্ণ প্রধান অঞ্চলে জন্মে এবং ইহার শুষ্ক পত্র হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—রতি বিষয়ক দুর্বলতা এবং ধ্বজভঙ্গ রোগে উপযোগী। স্নায়বিক অবসাদ হতে রতিজ দুর্বলতা। বৃদ্ধ ব্যক্তিদের অসাড়ে মূত্র ত্যাগ। পুরাতন প্রষ্টেট রতি ক্ষরণ। মূত্র গ্রন্থি ও মূত্রাশয় হতে সর্দির স্রাব। স্ত্রী জনন ইন্দ্রিয়ে বরফের মত শীতলতা এবং যুবতীদের ঋতু স্রাবের অনিয়মতা দূর করে।

শুক্রক্ষয়—এই রোগে ইহার মাদার টিংচার ১০/১৫ ফোঁটা সামান্য জলের সঙ্গে দিনে দুবার এবং সন্ধ্যায় এভেনা Q ১০/১২ ফোঁটা সামান্য গরম জলসহ ৩/৪ সপ্তাহ ব্যবহার করলে খুবই উপকার পাওয়া যায়। সাধারণতঃ ধ্বজভঙ্গ রোগটি অমিতাচার, ইন্দ্রিয় দোষ, প্রমেহ, অর্শ, ক্রিমি, বহুমূত্র প্রভৃতি রোগ হতে সৃষ্টি হয় এইসব ক্ষেত্রে Q বেশীদিন যথারীতি ব্যবহার করলে উপকার হয়। স্নায়বিক দুর্বলতা বশত ইন্দ্রিয় শক্তির হ্রাস, পুরুষত্ব কমে যাওয়া, লিঙ্গ উত্থান হয় না। বৃদ্ধদিগের ধারণ শক্তির অভাব, বাহ্য ও প্রস্রাবের বেগ দিবার শুক্রপতন ইত্যাদি নানাবিধ জনন ইন্দ্রিয়ের রোগে Q সুফল দান করে।

মাত্রা—৫/৭ ফোঁটা করে দৈনিক তিনবার সেব্য। শুক্রক্ষয়ে সঙ্গে এভেনা Q দেওয়া যায়। পড়ে গিয়ে মেরুদন্ডে আঘাত, বৃদ্ধদের মূত্র বেগ ধারণে অক্ষমতা, দিন-রাত ফোঁটা ফোঁটা করে পড়ে, অসাড়ে প্রস্রাব নির্গমন, স্বপ্নদোষ, অসাড়ে শুক্রক্ষরণ ইত্যাদি রোগ লক্ষণে Q অব্যর্থ। Q ২০/২৫ ফোঁটা করে এক আঃ জলের সঙ্গে প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেব্য।

ডেসমোডিয়াম গ্যাঞ্জিটিকাম (Desmodium Gangeticum)

পরিচয়—ইহা বাংলা নাম শাল পানি। শাল পানি একটি ছোট গাছ। ইহা জঙ্গলাকীর্ণ স্থান সমূহে জন্মে। সারা ভারতেই ইহা দেখা যায়। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে ইহার ঔষধগুণ স্বীকৃত। ডাঃ অঘোর চন্দ্র ভাদুরী এই ঔষধটি প্রস্তুত করেন এবং পরীক্ষা করেন। ঔষধটি জ্বর, কাশি, বমন, হাঁপানি ও কাঁকড়া বিছার দংশনে উপযোগী।

উপকারিতা—পায়ে, পিঠে, মেরুদন্ডে, ঘাড়ে, পেটে যে কোন প্রকার বেদনাই হোক না কেন ইহাতে উপকার। বাত বেদনা, সর্বদিকে বেদনা, স্নায়বিক বেদনা, গা, হাত, পায়ে বা সমস্ত শরীরের বেদনায় ইহার Q বিশেষ উপকারী। টাইফয়েড বা সাধারণ জ্বরে গায়ে বেদনা, পিঠের শির দাঁড়ায় বেদনা, মাথায় বেদনা এবং শিশুদের জ্বরে আচ্ছন্নভাব লক্ষণে ইহা ব্যবহার করলে উপকার। নিম্নলিখিত লক্ষণযুক্ত রোগ ক্ষেত্রে ইহার ব্যবহার সুফল দান করে। (১) সর্বশরীরে বেদনা, স্নায়বিক বেদনা, ঘাড়ে ও পায়ে বেদনা বাত বেদনা। (২) মেরুদন্ডে বেদনা সেজন্য উঠে বসতে পারে না, হাত মুখ চোখে ও পায়ে জ্বালা পোড়া ভাব, যেন আগুন বের হচ্ছে এমন অনুভূতি। (৩) পাকস্থলীতে স্নায়ুশূল জাতীয় বেদনা। হাঁটুতে ও পায়ের ডিমে বেদনা। (৪) মাথায় যন্ত্রণা,

মনে হয় মাথাটা দড়ি বা ফিতা দিয়ে বেঁধে রেখেছে। রোগীর অতিশয় ঘুম ঘুম ভাব। অতএব যখনই কোন রোগীর মধ্যে গা ব্যথা, ঘুম ভাব এবং মাথায় যন্ত্রণার ভাব দেখা দিবে তখনই Q উপযোগী। ঔষধটি জেলসিমিয়াম ও ব্রায়োনিয়ার সঙ্গে তুলনা করা যায় কারণ ঘুম ঘুম ভাব জেলসিমিয়ামে তার মাথার বেদনা ও মাথার চারি দিক ফিতা দিয়ে বাধা ব্রায়োনিয়ায় পাওয়া যায়।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

ডিজিটেলিস পারপিউরা (Digitalis Purpurea)

পরিচয়—অপর নাম ফক্সগ্লোভ, পইরীর অংগুলি। ইউরোপের এক প্রকার বন্য গাছড়া। ইহার পাতার রস হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—হৃদপিন্ড, কিডনী, লিভার, পোটলিভেন, জনন ইন্দ্রিয় এবং মস্তিস্কের উপর ইহার বিশেষ ক্রিয়া। হৃদযন্ত্রের যে কোন গোলযোগের ইহার নাম স্মরণ করতে হয় তৎসহ নাড়ী দুর্বল, সবিরাম এবং অত্যন্ত ধীর গতি এবং আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক শোথ লক্ষণ প্রকাশ পায়। হৃদবেষ্টের দুর্বলতা এবং বিবর্ধন। ইহার প্রধান লক্ষণ হৃদযন্ত্রের দুর্বলতা বিশেষতঃ যখন হৃদধমনীতে তন্তুময় পদার্থের সঞ্চয় আরম্ভ হয়। এছাড়া লিভারের কঠিনতা এবং স্ফীত ভাব, মুখমন্ডল নীলবর্ণ, ধমনীর অসম্পূর্ণ সংকোচনের ফলে হৃদপেশীর ক্রিয়া হীনতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহা উপকারী।

রোগ ও চিকিৎসা—হৃদযন্ত্রের রোগ—সামান্য নড়াচড়ার প্রবল হৃদকম্পন, মনে হয় নড়াচড়া করলে হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে থাকে। হৃদপিন্ডে সূচিবিদ্ধ বেদনা। মাইট্রাল (বিকপাটিকা) ভালবের পীড়া, নাড়ী অতি ধীর এবং মাঝে মাঝে বন্ধ হয়ে যায়। খুব দুর্বল মনে হয় হঠাৎ হৃদযন্ত্রের কাজ বন্ধ হয়ে গেল কিন্তু সামান্য নড়াচড়ায় আবার দ্রুত হয়ে উঠে। হৃৎপিন্ডে জল জমলে রোগীর শ্বাস কষ্ট হয় এবং শুয়ে থাকতে পারে না ইত্যাদি লক্ষণে Q খুব ফলদায়ক ঔষধ।

বীর্যক্ষয় রোগ—স্বপ্নদোষ, সঙ্গমের পর জনন ইন্দ্রিয়ের দুর্বলতা, অন্ডকোষ একটি ব্লাডারের ন্যায় ফুলে উঠে, জনন ইন্দ্রিয়ের শোথ বৎ স্ফীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী তবে স্বপ্নদোষে ৩x চূর্ণ উপকারী।

জন্ডিস—লিভার খুব বড় ও শক্ত হয় এবং খুব টাটানি ব্যথা, নাড়ীর গতি ধীর, স্বল্প প্রস্রাব, সাদা বা পাংশু বাহ্য ইত্যাদি লক্ষণসহ লিভারের জন্ডিস রোগ দেখা দিলে ইহার Q খুব উপকারী। পিত্ত অবরুদ্ধ হয়ে জন্ডিস হলে এবং সেখানে লিভার রক্ত হতে পিত্তের রঙ অপসারিত করতে অক্ষম সেখানে Q অব্যর্থ। মল—সাদা, খড়ির মত, ছাই বর্ণ, আঠা আঠা, জন্ডিসের সঙ্গে উদরাময়। মূত্র—পুনঃ পুনঃ মূত্র বেগ, ফোঁটা ফোঁটা করে পড়ে, উষ্ণ জ্বালাকর। মূত্রাশয়ের মুখে কেটে ফেলার ন্যায় যন্ত্রণা, দপদপকর বেদনা, কাঠি পোড়ানোর

ন্যায় বেদনা, মূত্রকালে প্রদাহ, মূত্রে ইটের গুঁড়ার মত তলানি পড়ে এইসব লক্ষণে Q ফলপ্রদ।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে সামান্য জলের সংগে প্রত্যহ ৪ বার সেব্য।

ডায়োসকোরিয়া ভিলোসা (Dioscorea Villosa)

পরিচয়—অপর নাম ওয়াইল্ড য্যাম (Wild Jam)। এক প্রকার লতার তাজা মূল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—প্রচন্ড যন্ত্রণাদায়ক উদরশূল বেদনা, বেদনা তলপেট বা কুচকীর স্থান হতে আরম্ভ হয়ে সমস্ত পেটে যায়। বায়ু বা পিত্তশূল বেদনা, উদরাময় এবং স্বপ্নদোষ এইরূপ লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে ইহার ব্যবহার ফলদায়ক।

রোগ ও চিকিৎসা—উদরশূল বেদনা (কলিক)—প্রাতঃকালে মুখ শুষ্ক এবং তিক্ত, জিহ্বায় ময়লার প্রলেপ, পিপাসাহীনতা, প্রচুর পরিমাণে দুর্গন্ধ যুক্ত গ্যাস উদ্গার। পাকাশয়ের স্নায়ুশূল, পাকাশয়ের গহ্বরে নিমগ্নতা, মুখ দিয়ে জল উঠা, উদরে তীব্র বেদনা, সোজা হয়ে দাঁড়ালে উপশম। বেদনা হঠাৎ এক স্থান হতে অন্য স্থানে চলে যায় মনে হয় বেদনা হাতে বা পায়ের আংগুলে গেছে, পেটে গড়গড় করে শব্দ করে দুর্গন্ধযুক্ত বাতকর্ম হয়। লিভারের স্থানে তীব্র বেদনা এবং সেই বেদনা তীরের মত ডান স্তনের বোঁটায় চলে যায়। পিত্তকোষ হতে বেদনা বুক, পিঠ এবং বাহু প্রসারিত হয়। পিত্তশূল তৎসহ হাতে ও পায়ে বেদনা, মলবেগ ধারণ করতে পারে না। ইহার বেদনা তলপেট হতে আরম্ভ হয়ে দেহের সমস্ত স্থানে প্রসারিত হতে পারে তল পেটে কামড়ানি বা খামচানির মত বেদনা ইত্যাদি লক্ষণের Q বিশেষ ফলপ্রদ।

পিত্ত পাথুরী—লিভারের স্থান হতে আরম্ভ হয়ে উঠে ডান স্তনদেশ পর্যন্ত এবং সময় সময় অন্য স্থানেও বিস্তৃত হয়। উদরের অধঃ অঞ্চলে চিনচিন করা, কেটে ফেলার মত বেদনা তৎসহ থেকে থেকে পাকস্থলী ও ক্ষুদ্র অন্ত্রে কেটে ফেলার ন্যায় ব্যথা। বেদনা তলপেট হতে পিঠ, বুক ও বাহু পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। পিত্তকোষ হতে বেদনা আরম্ভ হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

অর্শরোগ—অর্শবলী তৎসহ যকৃৎ পর্যন্ত চিড়িকমারা বেদনা। অর্শবলী আংগুরের থোকার মত অথবা লাল চেরী ফলের মত গুচ্ছ, মলত্যাগের পর বের হয়ে আসে। উদরাময়, প্রাতে বৃদ্ধি, হরিদ্রাবর্ণ, তারপর অবসন্নতা, মল উষ্ণ।

স্বপ্নদোষ—জনন ইন্দ্রিয় শিথিল এবং ঠান্ডা, নিদ্রাকালে অথবা জনন ইন্দ্রিয়ের পেশীর দুর্বলতার জন্য বীর্য পাত, রাতে বারবার প্রায় ২/৩ বার স্বপ্ন দোষ হয় এবং রোগী খুব দুর্বল হয়ে পড়ে। হাঁটু এত দুর্বল হয়ে পড়ে যেন এতটুকু বল নেই এবং হাঁটুতে বেদনাও থাকে। হাঁটুর এই প্রকার লক্ষণ থাকলে তবে স্বপ্নদোষে Q অব্যর্থ।

সায়েটিকা—ডান দিকের সায়েটিকা একটু নাড়াচাড়া করলে বা বসে থাকলে বেদনার অত্যন্ত বৃদ্ধি এবং স্থির হয়ে শুয়ে থাকলে উপশম। সন্ধি স্থানে কামড়ানি ব্যথা এবং অবশতা। সায়েটিকার ব্যথা উরুদেশের মধ্য দিয়ে নেমে আসে এবং ডান পাশেই বেশী ইত্যাদি লক্ষণে Q ভাল কাজ করে।

আংগুল হাড়া—এই রোগের প্রথমাবস্থা, প্রথমে যখন খোঁচামারা ব্যথা থাকে, নখগুলো ভংগুর। হাত ও পায়ের অংগুলির সংকোচক পেশীতে খিল ধরে। এমত অবস্থায় Q উপকারী।

স্ত্রী জনন ইন্দ্রিয়—জরায়ু সংক্রান্ত শূল বেদনা এবং জরায়ু স্থান হতে বেদনা ছড়িয়ে পড়ে, সুস্পষ্ট স্বপ্ন দেখে। জরায়ুর মধ্যে থেকে থেকে তীব্র বেদনা, বেদনা হঠাৎ শরীরের এক স্থান হতে অন্য স্থানে পরিচালিত হয়। এই ক্ষেত্রে Q উপযোগী।

মাত্রা—Q ২/৩ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৪ বার।

ডিপটেরিক্স ওডোরেটা (Dipterix Odorata)

পরিচয়—অপর নাম টংগো, টংকুইন বিণ। পিয়ানা দেশের কুমারুণা নামক গাছের বীজ। ইহার শুষ্ক বীজ চূর্ণ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—স্নায়ুশূল এবং হুপিং কাশিতে খুব উপকারী।

রোগ ও চিকিৎসা—মাথার যন্ত্রণা—চোখের উপরকার স্নায়ুতে ছিন্নকর বেদনা তৎসহ মস্তকে উত্তাপ, দপদপানি এবং সজল নেত্রী। মস্তিষ্কের বিশৃংখলা বিশেষ করে মাথার পশ্চাৎ দিকে নিদ্রালুভাব, বিশেষ করে মত্ততার ভাব। ডান দিকের চোখের উপর পাতার দপদপানি ভাব, সর্দিতে নাক অবরুদ্ধ, মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস নিতে হয়। কুচকি ও সন্ধি স্থানে উরু অস্থিতে এবং হাঁটুতে ছিন্নকর ব্যথা বিশেষ করে বাম দিকে। এইসব লক্ষণে Q উপকারী।

মাত্রা—Q ২/৩ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

ডলিকস প্রুরিয়েনস (Dolichos Pruriens)

পরিচয়—অপর নাম কাউহেচে, কাইহেজ। ইহা এক প্রকার সুবৃহৎ লতা বিশেষ এবং এই লতায় সিমের ন্যায় বীজকোষের গা হতে কোণের ন্যায় পদার্থ হয়। দেখতে অনেকটা শুঁয়ার মত। এই শুঁয়াগুলো হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—ইহা ডান অংশের ঔষধ লিভার এবং চর্ম রোগে ইহা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অসহ্য চুলকানি কিন্তু কোন উদ্ভেদ প্রকাশ লাভ করে না। অত্যন্ত স্নায়বিক অনুভূতি, বৃদ্ধগণের চুলকানি ও অর্শ রোগে ইহার Q খুব ভাল কাজ করে। লিভারের উপর ক্রিয়া করে এজন্য ইহা জন্ডিস, কোষ্ঠকাঠিন্য এবং

সাদা রঙের পায়খানায় উপকারী। জন্ডিস, চোখের শ্বেতাংশ হলদে তৎসহ সাদা রঙের বাহ্য দাঁত উঠার সময় বা গর্ভাবস্থায় অত্যন্ত কোষ্ঠকাঠিন্য, রাত্রে শুলে প্রচন্ড কাশির উদ্রেক, বাহির হতে গায়ে কোন রূপ উদ্ভেদ দেখা যায় না অথচ চুলকানি খুব বেশী, সর্বদাই গা চুলকায় ইত্যাদিতে উপকারী।

রোগ ও চিকিৎসা—গল গহ্বরের পীড়া—কোন কিছু গিলতে গেলে গলায় বেদনা। চোয়ালের ডান কোণের নিচে বেদনা, যেন আড়াআড়ি ভাবে একখানা গোঁজ বিদ্ধ আছে। দাঁতের মাঢ়ীতে বেদনা, ঘুমাতে পারে না। মাঢ়ীস্ফীত ও বেদনা যুক্ত ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহা উপকারী।

চর্মপীড়া—প্রবল চুলকানি কিন্তু কোন প্রকার ফোলা বা উদ্ভেদ দেখা যায় না। কাঁধের একদিক হতে অপর দিক, উরু দেশ এবং দেহের চুল যুক্ত স্থানে খুব বেশী চুলকায়, দেহে হরিদ্রা বর্ণের দাগ উহাতে রাত্রে প্রবল চুলকানি ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী।

পেটের পীড়া—পায়ে জল লাগানোর জন্য শূল বেদনা। কোষ্ঠ কাঠিন্যের সঙ্গে তীব্র চুলকানি পেট স্ফীত, মল সাদা লিভার স্ফীত অর্শবলিতে জ্বালা ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৪ বার।

ড্রসেরা (Drosera)

পরিচয়—পুরো নাম্ ড্রসেরা রোটান্ডি ফোলিয়া, অপর নাম সানডিউ। একপ্রকার গুল্ম ইউরোপ আমেরিকা এবং এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে জন্মে। এই গুল্ম হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—শ্বাস যন্ত্রের উপর ভাল কাজ করে। হুপিং কাশির উপকারী। কুচকির সন্ধিতে বেদনা এবং গ্রন্থি গুলোর গুটিকা আকার সরল ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষ উপকারী।

রোগ এবং চিকিৎসা—কাশি—হুপিং কাশি অথবা হুপিং কাশির ন্যায় আক্ষেপ কাশি, কাশি খুব ঘনঘন হয় এবং রোগী শ্বাস নেবার সময় পায় না। নির্দিষ্ট সময় অন্তর কাশির ঝোক আসে, ৩/৪ ঘন্টা অন্তর প্রবল কাশি রাত্রে শয়ন কালে প্রবল কাশি, কাশির শব্দ কুকুরের আওয়াজের মত। কাশির সময় রোগী দুহাত দিয়ে পাজর চেপে রাখে। কাশতে কাশতে গয়ার না উঠলে বমি হয় এবং কোন কোন সময় বাহ্য করে ফেলে। গলা শুর শুর করে কাশি হয়, মনে হয় গলায় খানিকটা সর্দি যেন আটকে আছে উহা তুলবার জন্য রোগী ক্রমাগত কাশতে থাকে ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী। কোন কোন সময় ন্যাপথাইলনের পর ড্রসেরা এবং ড্রসেরার পর সিনা প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

ল্যারিনজিয়াল থাইসিস—স্বর ভংগ রোগী চুপি চুপি কথা বলে, গয়ার শক্ত ডেলার মত, বুকে অত্যন্ত বেদনা, মনে হয় বুকের মধ্যে ক্ষত রয়েছে। নির্দিষ্ট সময় অন্তর কাশি। সন্ধ্যায় এবং রাত্রের দ্বিপ্রহরের পর কাশির বৃদ্ধি এই ক্ষেত্রে Q অব্যর্থ।

উদরাময় ও আমাশয়—কাশির সঙ্গে উদরাময় ও আমরক্তের উপসর্গ থাকলে Q বিশেষ ফলদায়ক।

মাথার যন্ত্রণা—খোলা বাতাসে সামান্য ঘোরা ফেরা করলেই মাথার যন্ত্রণা, মনে হয় বাম পার্শ্বে পড়ে যাবে। মুখ মন্ডলের বাম পার্শ্বে বেদনা ও শীতলতার ভাব কিন্তু ডান পার্শ্বে শুষ্ক ও উত্তাপ ভাব এই ক্ষেত্রে Q উপকারী।

বিঃ দ্রঃ ড্রসেরার চারটি চারিত্রিক লক্ষণ—(১) একটির পর একটি প্রবল কাশির ফিট আসে, (২) কুকুরের আওয়াজের মত বা ঢাকের শব্দের মত ঢং ঢং করে কাশির শব্দ, মধ্য রাত্রের পর, হামের পর কাশি, (৩) বালিশে মাথা দিলেই কাশির উদ্রেক, (৪) যুবকদের থাইসিস রোগের লক্ষণ।

মাত্রা—Q ২/৩ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য।

ডালকামারা (Dulcamara)

পরিচয়—অপর নাম ডাপসিস এমেরা, বিটার সুইট। ইহা এক প্রকার লতা জাতীয় গাছ এবং পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়। এই লতা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—ইহা বিশেষ করে সেই কালের ঔষধ যে ঋতুতে দিবা ভাগে গরম এবং রাত্রি কালে ঠান্ডা, বর্ষাকালের আবহাওয়া, ভিজা ঠান্ডা লাগানোর পর যে সকল রোগ বিশেষ করে উদরাময়েতে ইহা উপকারী। ঠান্ডা লেগে যে সব পীড়া হয় বা বেশী ঠান্ডা পড়লেই যে পীড়ার বৃদ্ধি তাতেই ইহা উপকারী। ভিজা স্যাঁৎসেঁতে ঠান্ডা লাগাজনিত পীড়ায় ইহা বিশেষ উপযোগী।

চারিত্রিক লক্ষণ—(১) ভিজা স্যাঁৎসেতে বা ঠান্ডা স্থানে বাস করে যে সকল পীড়ার উৎপত্তি। (২) মানসিক বৈলক্ষণ্য কোন বিষয় ঠিক কথা বলতে পারে না। (৩) যুবক বা বালকদের ঠান্ডা জলে খালি পায়ে হেঁটে সর্দি লাগা হেতু প্রস্রাব বন্ধ, প্রস্রাব দুধের মত সাদা। (৪) গরমের পর ঠান্ডা লেগে, বর্ষায় ভিজে, স্যাঁৎসেতে স্থানে বাস করে উদরাময়। (৫) সমস্ত শরীরে আমবাত চুলকায়, চুলকানির পর জ্বালা পোড়া। (৬) মুখে, কপালে মাথার দুই পাশে ইরাপশান উহাতে হলদে বর্ণের মামড়ি পড়ে, চুলকাতে চুলকাতে রক্ত বের হয় (৭) ঋতু স্রাবের পূর্বে গায়ে ঘামাচির মত এক প্রকার উদ্ভেদ বের হয় ইত্যাদি ইহার চারিত্রিক লক্ষণ।

রোগ ও চিকিৎসা—সর্দি কাশি—ঠান্ডা লেগে, জলে ভিজে বা গরমের পর হঠাৎ ঠান্ডা লেগে সর্দি কাশিতে ইহার Q অব্যর্থ। ঠান্ডা আর্দ্র ঋতুতে

কাশি, যথেষ্ট শ্লেষ্মা স্রাব এবং গলায় সুড় সুড় করে কাশি, হুপিং কাশির সংগে অত্যধিক শ্লেষ্মা স্রাব। শীতকালীন কাশি, শুষ্ক ও বিরক্ত কর। শ্বাস কষ্ট সহ হাঁপানি ঘড়ঘড়ি সহ কাশি বর্ষাকালে বৃদ্ধি, অনেকক্ষণ ধরে কাশির পর শ্লেষ্মা উঠে, দৈহিক পরিশ্রমের পর কাশি ইত্যাদি লক্ষণে Q উপযোগী।

পক্ষাঘাত—ঠান্ডা লেগে হাত পা ও কোমরে সামান্য বেদনা হতে ধীরে ধীরে পক্ষাঘাতে পরিণত হয়। ঠান্ডা লেগে পক্ষাঘাত হলে ডালকামারা, রাসটক্স এবং কষ্টিকাম তিনটিই উপকারী।

চর্মরোগ—গ্রন্থির প্রদাহ, চুলকানি সর্বদা ঠান্ডাতেই বাড়ে। পোড়া নারাংগা ও দাঁদের মত উদ্ভেদ। ঠান্ডা লেগে গ্রন্থিগুলো স্ফীত ও কঠিন, ফোস্কার মত উদ্ভেদ, স্পর্শকাতর রক্ত স্রাবী মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোড়া। ঠান্ডা লেগে অথবা অম্লহেতু গায়ে লাল লাল দাগ, শীত পিত্ত। মুখে, জনন ইন্দ্রিয়ে এবং হাতে পচনশীল পীড়কা। বড় বড় মসৃণ আর্চিল, আচিলগুলো সাধারণত মুখমন্ডলে ও হাতের পিঠে দেখা যায়। সর্বাঙ্গীন শোথ গাঢ় পীত বর্ণের মাড়ি চুলকালে রক্তপাত ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী।

স্ত্রী রোগ—ঠান্ডা ও ভিজা স্থানে বাস করে ঋতুরোধ। ঋতু প্রকাশের পূর্বে চর্মে উদ্ভেদ প্রকাশ পায় বা জনন ইন্দ্রিয়ে উত্তেজনা প্রকাশ পায়। কষ্টকর ঋতু স্রাব, সর্বাংগে ফুসকুড়ি জন্মে, স্তনদ্বয়ে রক্তাধিক্য এবং বেদনা, ঠান্ডায় স্পর্শ কাতরতা ইত্যাদি লক্ষণে Q বিশেষ উপযোগী।

পায়খানা ও প্রস্রাব পীড়া—মল সবুজ, জলের মত ও আঠাল, আম যুক্ত, বিশেষ করে ঠান্ডা আবহাওয়ায়। স্যাঁৎসেতে শীতল আবহাওয়ায় বা উদ্ভেদ বসে গিয়া উদরাময়। শীত শীত আরম্ভ হলেই প্রস্রাব করতে হয়। মূত্র কষ্ট, বেদনায় মূত্রপাত, ঠান্ডা লেগে মূত্রাশয়ের সর্দি। মূত্রের তলানি গাঢ়, শ্লেষ্মাময় ও পুজ যুক্ত। ঠান্ডা জলে হাঁটা হাঁটির জন্য মূত্র রোধ ইত্যাদি লক্ষণেও Q উপকারী।

মাথার যন্ত্রণা—মানসিক জড়তা, ঘাড় হতে উপর দিকে মস্তকের পশ্চাতে বেদনা বোধ, কথা বললে শির পীড়ার উপশম। ঠান্ডা লাগলেই মাথার পিছনের দিকে ভারি ও বেদনা বোধ, মাথার ত্বকে ছাঁদ মামড়ি পড়ে এবং চুলকালে রক্তপাত হয়। মাথার মধ্যে ভন ভন শব্দ, চোখের পাতা দানাময় ও অশ্রু স্রাব।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার।

ইচিনেসিয়া (Echinacea)

পরিচয়—অপর নাম ইচিনেসিয়া রুডবেকিয়া, ইচিনেসিয়া এ্যাংগাষ্টি মোনিয়া, ব্রনিরিয়া প্যালিডা এবং বেগুনী বর্ণের কোন ফ্লাওয়ার। ইহা এক প্রকার গাছড়া জাতীয় গুল্ম। এই গাছড়া হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

ল্যারিনজিয়াল থাইসিস—স্বর ভংগ রোগী চুপি চুপি কথা বলে, গয়ার শক্ত ডেলার মত, বুকে অত্যন্ত বেদনা, মনে হয় বুকের মধ্যে ক্ষত রয়েছে। নির্দিষ্ট সময় অন্তর কাশি। সন্ধ্যায় এবং রাত্রের দ্বিপ্রহরের পর কাশির বৃদ্ধি এই ক্ষেত্রে Q অব্যর্থ।

উদরাময় ও আমাশয়—কাশির সঙ্গে উদরাময় ও আমরক্তের উপসর্গ থাকলে Q বিশেষ ফলদায়ক।

মাথার যন্ত্রণা—খোলা বাতাসে সামান্য ঘোরা ফেরা করলেই মাথার যন্ত্রণা, মনে হয় বাম পার্শ্বে পড়ে যাবে। মুখ মন্ডলের বাম পার্শ্বে বেদনা ও শীতলতার ভাব কিন্তু ডান পার্শ্বে শুষ্ক ও উত্তাপ ভাব এই ক্ষেত্রে Q উপকারী।

বিঃ দ্রঃ ড্রসেরার চারটি চারিত্রিক লক্ষণ—(১) একটির পর একটি প্রবল কাশির ফিট আসে, (২) কুকুরের আওয়াজের মত বা ঢাকের শব্দের মত ঢং ঢং করে কাশির শব্দ, মধ্য রাত্রের পর, হামের পর কাশি, (৩) বালিশে মাথা দিলেই কাশির উদ্রেক, (৪) যুবকদের থাইসিস রোগের লক্ষণ।

মাত্রা—Q ২/৩ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য।

ডালকামারা (Dulcamara)

পরিচয়—অপর নাম ডাপসিস এমেরা, বিটার সুইট। ইহা এক প্রকার লতা জাতীয় গাছ এবং পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়। এই লতা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—ইহা বিশেষ করে সেই কালের ঔষধ যে ঋতুতে দিবা ভাগে গরম এবং রাত্রি কালে ঠান্ডা, বর্ষাকালের আবহাওয়া, ভিজা ঠান্ডা লাগানোর পর যে সকল রোগ বিশেষ করে উদরাময়েতে ইহা উপকারী। ঠান্ডা লেগে যে সব পীড়া হয় বা বেশী ঠান্ডা পড়লেই যে পীড়ার বৃদ্ধি তাতেই ইহা উপকারী। ভিজা স্যাঁৎসেঁতে ঠান্ডা লাগাজনিত পীড়ায় ইহা বিশেষ উপযোগী।

চারিত্রিক লক্ষণ—(১) ভিজা স্যাঁৎসেতে বা ঠান্ডা স্থানে বাস করে যে সকল পীড়ার উৎপত্তি। (২) মানসিক বৈলক্ষণ্য কোন বিষয় ঠিক কথা বলতে পারে না। (৩) যুবক বা বালকদের ঠান্ডা জলে খালি পায়ে হেঁটে সর্দি লাগা হেতু প্রস্রাব বন্ধ, প্রস্রাব দুধের মত সাদা। (৪) গরমের পর ঠান্ডা লেগে, বর্ষায় ভিজে, স্যাঁৎসেতে স্থানে বাস করে উদরাময়। (৫) সমস্ত শরীরে আমবাত চুলকায়, চুলকানির পর জ্বালা পোড়া। (৬) মুখে, কপালে মাথার দুই পাশে ইরাপশান উহাতে হলদে বর্ণের মামড়ি পড়ে, চুলকাতে চুলকাতে রক্ত বের হয় (৭) ঋতু স্রাবের পূর্বে গায়ে ঘামাচির মত এক প্রকার উদ্ভেদ বের হয় ইত্যাদি ইহার চারিত্রিক লক্ষণ।

রোগ ও চিকিৎসা—সর্দি কাশি—ঠান্ডা লেগে, জলে ভিজে বা গরমের পর হঠাৎ ঠান্ডা লেগে সর্দি কাশিতে ইহার Q অব্যর্থ। ঠান্ডা আর্দ্র ঋতুতে কাশি, যথেষ্ট শ্লেষ্মা স্রাব এবং গলায় সুড় সুড় করে কাশি, হুপিং কাশির সংগে অত্যধিক শ্লেষ্মা স্রাব। শীতকালীন কাশি, শুষ্ক ও বিরক্ত কর। শ্বাস কষ্ট সহ হাঁপানি ঘড়ঘড়ি সহ কাশি বর্ষাকালে বৃদ্ধি, অনেকক্ষণ ধরে কাশির পর শ্লেষ্মা উঠে, দৈহিক পরিশ্রমের পর কাশি ইত্যাদি লক্ষণে Q উপযোগী।

পক্ষাঘাত—ঠান্ডা লেগে হাত পা ও কোমরে সামান্য বেদনা হতে ধীরে ধীরে পক্ষাঘাতে পরিণত হয়। ঠান্ডা লেগে পক্ষাঘাত হলে ডালকামারা, রাসটক্স এবং কষ্টিকাম তিনটিই উপকারী।

চর্মরোগ—গ্রন্থির প্রদাহ, চুলকানি সর্বদা ঠান্ডাতেই বাড়ে। পোড়া নারাংগা ও দাঁদের মত উদ্ভেদ। ঠান্ডা লেগে গ্রন্থিগুলো স্ফীত ও কঠিন, ফোস্কার মত উদ্ভেদ, স্পর্শকাতর রক্ত স্রাবী মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোড়া। ঠান্ডা লেগে অথবা অম্লহেতু গায়ে লাল লাল দাগ, শীত পিত্ত। মুখে, জনন ইন্দ্রিয়ে এবং হাতে পচনশীল পীড়কা। বড় বড় মসৃণ আর্চিল, আচিলগুলো সাধারণত মুখমন্ডলে ও হাতের পিঠে দেখা যায়। সর্বাঙ্গীন শোথ গাঢ় পীত বর্ণের মাড়ি চুলকালে রক্তপাত ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী।

স্ত্রী রোগ—ঠান্ডা ও ভিজা স্থানে বাস করে ঋতুরোধ। ঋতু প্রকাশের পূর্বে চর্মে উদ্ভেদ প্রকাশ পায় বা জনন ইন্দ্রিয়ে উত্তেজনা প্রকাশ পায়। কষ্টকর ঋতু স্রাব, সর্বাংগে ফুসকুড়ি জন্মে, স্তনদ্বয়ে রক্তাধিক্য এবং বেদনা, ঠান্ডায় স্পর্শ কাতরতা ইত্যাদি লক্ষণে Q বিশেষ উপযোগী।

পায়খানা ও প্রস্রাব পীড়া—মল সবুজ, জলের মত ও আঠাল, আম যুক্ত, বিশেষ করে ঠান্ডা আবহাওয়ায়। স্যাঁৎসেতে শীতল আবহাওয়ায় বা উদ্ভেদ বসে গিয়া উদরাময়। শীত শীত আরম্ভ হলেই প্রস্রাব করতে হয়। মূত্র কষ্ট, বেদনায় মূত্রপাত, ঠান্ডা লেগে মূত্রাশয়ের সর্দি। মূত্রের তলানি গাঢ়, শ্লেষ্মাময় ও পুজ যুক্ত। ঠান্ডা জলে হাঁটা হাঁটির জন্য মূত্র রোধ ইত্যাদি লক্ষণেও Q উপকারী।

মাথার যন্ত্রণা—মানসিক জড়তা, ঘাড় হতে উপর দিকে মস্তকের পশ্চাতে বেদনা বোধ, কথা বললে শির পীড়ার উপশম। ঠান্ডা লাগলেই মাথার পিছনের দিকে ভারি ও বেদনা বোধ, মাথার ত্বকে ছাঁদ মামড়ি পড়ে এবং চুলকালে রক্তপাত হয়। মাথার মধ্যে ভন ভন শব্দ, চোখের পাতা দানাময় ও অশ্রু স্রাব।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার।

ইচিনেসিয়া (Echinacea)

পরিচয়—অপর নাম ইচিনেসিয়া রুডবেকিয়া, ইচিনেসিয়া এ্যাংগাষ্টি মোনিয়া, ব্রনিরিয়া প্যালিডা এবং বেগুনী বর্ণের কোন ফ্লাওয়ার। ইহা এক প্রকার গাছড়া জাতীয় গুল্ম। এই গাছড়া হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—পুজ রক্তের সংগে মিশ্রিত হয়ে রক্ত বিষাক্ত হয়ে সেপটিক জ্বর সূতিকা জ্বর। টাইফয়েড, ইরিসিপেলাস, শয্যাক্ষত পচাক্ষত, গ্যাংরীন এপেন্ডিসাইটিস, কার্বাংকল, সেরিব্রো স্পাইন্যাল মেনিনজাইটিস, বিষাক্ত জন্তুর বা কীট পতংগের দংশন প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইচিনেসিয়া উপকারী। ইহা বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ উভয়ই ব্যবহার করা যায়। ইহার সমস্ত স্রাব যেমন মল, মূত্র, ঋতু স্রাব নিঃশ্বাস সমস্তই দুর্গন্ধ। টাইফয়েড জ্বরের সহিত প্রবল উদরাময় এবং ভয়ংকর প্রকৃতির ডিপথিরিয়াতেও ইহা ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়। খোস পাঁচড়া, চুলকানি উপদংশ জনিত চর্মরোগেও ইহা খুব ভাল ঔষধ। পাইনিয়া এ্যাবসেশ অর্থাৎ বিষাক্ত ফোঁড়া শরীরের অনেক স্থানে হয়, ইহাতে ইহা ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়। বার বার ফোঁড়া হওয়া টিবিয়ার পুরাতন ক্ষত ইত্যাদি ক্ষেত্রেও উপকারী।

রোগ ও চিকিৎসা—ক্ষত—মুখ ক্ষত, দন্ত মাড়ির ক্ষত সহজে রক্ত পড়ে, মুখের ও ওষ্ঠের প্রান্তগুলো ফেটে যায়, ওষ্ঠ শুষ্ক স্ফীত ক্ষতযুক্ত, ময়লা ও বাদামী বর্ণের জিহ্বা, ওষ্ঠ ও মুখ গহ্বর ঝিম ঝিম করে, জিহ্বায় সাদা ময়লার প্রলেপ ধারগুলো লাল। লাল স্রাব হয় ইতাদি ক্ষেত্রে Q বিশেষ উপকারী। ইহা একটি উৎকৃষ্ট রক্ত সংশোধক ঔষধ।

নাকের ক্ষত—দুর্গন্ধ স্রাব ঝিল্লীময় গুটিকার মত পদার্থ বের হয়। নাকের দুর্গন্ধ যুক্ত সর্দি তৎসহ ক্ষত ডানদিকের নাসারন্ধ্র হেজে যায়, রক্ত পড়ে। মুখের ক্ষত ও নাকের ক্ষতে Q উপকারী।

গলগহ্বরে ক্ষত—টনসিলদ্বয় গাঢ় লাল অথবা কালো, শ্বাসকষ্ট ও নাসারন্ধ্র থেকে ধূসরবর্ণ স্রাব নির্গত হয়, গলদেশের প্রদাহ হতে ক্ষত সৃষ্টি।

পাকস্থলী—অম্ল উদ্‌গার ও বুক জ্বালা বমি বমি ভাব শয়নে উপশম।

স্ত্রী জনন ইন্দ্রিয়—প্রসবান্তিক রক্ত বিষাক্ততা, স্রাব লুপ্ত, তলপেট স্পর্শ কাতর ও স্ফীত, দুর্গন্ধ ক্ষতকর প্রদর স্রাব। হাত পায়ে কামড়ানি ব্যথা এবং সর্বাঙ্গীন অবসাদ।

চর্মক্ষত—বারবার ফোঁড়া হয়, কার্বাংকল। কীটদংশন এবং বিষাক্ত গাছ গাছড়া হতে প্রদাহ, গ্রন্থিমন্ডল প্রদাহিত। দীর্ঘাস্থিতে পুরাতন ক্ষত, পচাক্ষত।

জ্বর—বমি বমি ভাবের সঙ্গে শীত বোধ। পিঠের উপর শীতলতার আবেশ ম্যালেরিয়াজ্বর ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী।

বিঃ দ্রঃ—ইহা যে একটি উৎকৃষ্ট রক্ত পরিষ্কারক ঔষধ তা পরীক্ষিত। দেহের অভ্যন্তর জীবাণু কর্তৃক রক্ত বিষাক্ততার লক্ষণ, সাধারণ ভাবে রক্ত দুষ্টি। টাইফয়েড রোগের সঙ্গে উদরাময় বা কলেরার লক্ষণ, গণোরিয়া, ফোঁড়া, ইরিসিপিলাস, দূষিত ক্ষত, ক্যানসারের শেষ অবস্থায় ইহার ব্যবহারে উপশম

দান করে, কোন কারণ বশত দেহে, বিষ সংক্রামণ। মস্তিষ্কের মেরু মজ্জার প্রদাহ, প্রসবান্তিক উপসর্গ। রোগী ক্লান্তি অনুভব করে, অর্শবলি, পুঁজবটী। এপেন্ডিসাইটিসের রোগে উপকারী। যদি এপেন্ডিসাইটিসের মধ্যে পুঁজ জন্মে, তবে এই ঔষধ প্রয়োগ করলে উহা শিঘ্রই ফেটে যায়, লসিকা গ্রন্থিসমূহের প্রদাহ, থেতলান ক্ষত, কীট পতঙ্গের দংশন বা হুল ফুটান, শারীরিক দুর্বলতা সহ যে কোন দুর্গন্ধ যুক্ত স্রাব নিঃসরণে উপকার।

মাত্রা—Q ২/৩ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

ইলাটীরিয়াম (Elaterium)—ইকবেলিয়াম

পরিচয়—অপর নাম স্কুয়াটিং কিউকাম্বার, বন্য কুমার বন্য শশা। বন্য কুমার বা শশা জাতীয় এক প্রকার লতা। ইহাতে ফল হয়। এই ফল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—তীব্র ভেদ বমনের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বিশেষ করে যদি প্রস্রাব প্রচুর ও জলের মত হতে থাকে। ইহার Q বিশেষ একপ্রকার শোথ রোগের অব্যর্থ। স্যাঁৎসেতে আবহাওয়ার মন্দফল। পেটের পীড়া, জ্বর, নবজাত শিশুর পিত্তভেদ সহ জন্ডিস রোগে এবং কলেরার অতি ফলপ্রদ ঔষধ। প্রচুর পরিমাণে জলের মত পাতলা বাহ্য বমি, এক প্রকার শোথ, বেরি বেরি, পা ফোলা বর্ষা ও ভিজা স্যাঁৎসেতে আবহাওয়ায় যে সব রোগের উৎপত্তি সেসব ক্ষেত্রে Q উপকারী।

রোগ চিকিৎসা—উদরাময়—মলের রঙ ফিকে সবুজ, পরিমাণে খুব বেশী এবং জলের মত পাতলা তৎসহ ফেনা মিশ্রিত, মল খুব বেগে নির্গত হয়, বাহ্য হবার আগে পেটে খুব বেদনা হয় তৎসহ শীত শীত ভাব, হাই উঠা, আড় মোড় দেওয়া, বমি বমি ভাব, দুর্বলতা, পেটে চিন চিন করে ব্যথা ইত্যাদি লক্ষণে Q উপযোগী।

জ্বর—জ্বরের সংগে উপরোক্ত লক্ষণযুক্ত বাহ্যে Q অব্যর্থ। শীত আরম্ভ হতে রোগী হাই তুলতে ও আড় মোড় ভাঙতে থাকে। শীত অবস্থায় সব সময়ই এই ভাব। শরীরের নিম্ন শাখায় বেদনা হাতের ও পায়ের আঙ্গুল পর্যন্ত প্রসারিত। শীত ও জ্বরের সংগে পিচকারীর ন্যায় উদরাময়। শীত ও কম্প থাকে। শীত অবস্থায় মাথা, হাত ও পায়ে বেদনা থাকে, অত্যন্ত আড় মোড় খায়, হাই ওঠে নাক চোখ দিয়ে জল পড়ে, কোমরে ও মাথায় অত্যন্ত বেদনা থাকে। উত্তাপ অবস্থায় পিপাসা, মাথা বেদনা, পেটে বেদনা, সমস্ত শরীরে বেদনা, বমি বমি ভাব, ফেনার মত বাহ্য। ঘর্মাবস্থায় কোন উপসর্গ থাকে না, জ্বর ছেড়ে গেলেই পায়ে আমবাত বের হয়, চুলকাতে থাকে ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী।

বাত—বাতের বেদনা। হাত পায়ের আঙ্গুল, বুড়ো আঙ্গুল, হাঁটু প্রভৃতিকে প্রচন্ড বেদনা, বুড়ো আঙ্গুলে গেঁটে বাতের মত বেদনা, বাত গুটি, বাতের বেদনা নিম্নাংগে প্রসারিত হয় তৎসহ উদরাময়, সন্ধি বাত জাত গুটিকা ইত্যাদি লক্ষণে Q ব্যবহারে উপকার লাভ হয়।

আমবাত—আমবাতের উৎকৃষ্ট ঔষধ। ম্যালেরিয়া জ্বর, অবিরাম জ্বর ইত্যাদির পর দেহের আমবাত প্রকাশ পেলে এবং তৎসহ চুলকালে Q অব্যর্থ। এই সব রোগের জন্য শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি ঔষধ আছে। তবে ইউপেটিরিয়াম Q অধিক উপকারী, রোগ খুব পুরাতন হলে নেট্রাম মিউর ভাল কাজ করে।

চর্মরোগ—চর্মরোগে ইহা উপকারী। চর্মের উপর খোঁচা মারা হুলবিদ্ধ বেদনা এবং জ্বালা। চর্মশোথ গ্রস্ত। চাপাপড়া সবিরাম জ্বর হতে শীত পিত্ত। চর্ম কমলা লেবুর বর্ণ ইত্যাদি চর্মরোগে Q উপকারী।

মাত্রা—Q ২/৩ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

বিড়ংগ (Embelia Ribes)

পরিচয়—বাংলা নাম বিড়ংগ। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে ইহা কৃমিনাশক ঔষধ বলে সুপরিচিত। মৌরী ও পিপুল সহযোগে ইহা শিশুদের কোষ্ঠকাঠিন্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ইহার Q রেচক, পেট ফাঁপ এবং বায়ুনাশক। হোমিওপ্যাথিতে ইহা ক্রিমি জনিত অজীর্ণ রোগে এবং কলেরা, পেটফাঁপ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হত। যেখানে ক্রিমি জনিত কোন উপসর্গ পাওয়া যায় সেখানেই Q ব্যবহার করা যায়। বিড়ংগ বীজ থেকে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—শিশুদের ক্রিমি জনিত যে কোন পীড়ায় উপযোগী। মূত্র রক্ত বর্ণ ও ঝাঁঝাল, রোগী অতিশয় খিটখিটে ও উত্তেজনা প্রবণ, দাঁত কড়মড় করে, সর্বদাই নাক খোঁটে, জিহ্বা শুষ্ক, বমি বমি ভাব বর্তমান, পেট ফাঁপা তৎসহ অজীর্ণ পাতলা বাহ্য, ঘুমের মধ্যে চিৎকার করে উঠে, গুহ্যদ্বার চুলকায় এবং গুহ্য দ্বার পথে ক্রিমি বের হয়ে আসে ইত্যাদি লক্ষণে Q অব্যর্থ।

মাত্রা—৮/১০ ফোঁটা করে দিনে তিন বার সেব্য।

ইকুইজিটাম হাইমেল (Equisetum Hymale)

পরিচয়—অপর নাম স্কোরিং রাস, সেভ গ্রাস। ইহা পত্রশূন্য একটি কোমল ডাটা বিশেষ। ইহা কাঁচা অবস্থায় ছেঁচে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—মূত্র থলির উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া এবং প্রস্রাব সম্বন্ধীয় রোগেই ইহা বেশী ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রস্রাবের সঙ্গে অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মা থাকে। অসাড়ে মূত্র ত্যাগ এবং মূত্র কষ্টের প্রধান ঔষধ। মূত্রের নিম্নলিখিত লক্ষণগুলো থাকলেই Q ব্যবহার করা প্রয়োজন। (১) মূত্রনালীতে এক প্রকার

বেদনা মনে হয় মূত্রথলিতে প্রস্রাব পূর্ণ এবং প্রস্রাব হলেও সেই ভাব দূর হয় না। (২) সর্বদাই যেন প্রস্রাব করার ইচ্ছে, প্রস্রাব শেষ হবার পর ভীষণ বেদনা। (৩) স্বচ্ছ জলের মত অধিক পরিমাণে প্রস্রাব হয়ে গেলেও প্রস্রাবের বেগ বা ইচ্ছা দূর হয় না, (৪) প্রস্রাব করার সময় মূত্র থলির মধ্যে কেটে ফেলার ন্যায় তীব্র বেদনা ও জ্বালা যন্ত্রণা, (৫) অভ্যাস বশত রাত্রে বিছানায় প্রস্রাব করে, (৬) বৃদ্ধদের মূত্রথলীর পক্ষাঘাত (৭) গর্ভাবস্থায় ও প্রস্রাবের পর মূত্ররোধ ইত্যাদি লক্ষণে Q অব্যর্থ।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

আর্গট (Ergot)

পরিচয়—অপর নাম সিফেলিকর; ক্লাভিসেপস পার্পুরিয়া, শৃঙ্গযুক্তরাই। এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসায় ইহা আর্গট নামে পরিচিত। ফাংগাস জাতীয় বিশেষ কোন রোগ হেতু যবাদি শস্যের বীজের রোগ জন্মে সিফেলি নামক ঔষধের সৃষ্টি হয়। ইহা দেখতে লম্বা লম্বা, মোটা ও নানাবিধ বর্ণ বিশিষ্ট হয়। সরস সদ্য আর্গট সংগ্রহ করে এ্যালকোহল যোগে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—নিম্নলিখিত লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে এই ঔষধটি বিশেষ উপকারী। (১) জরায়ু হতে রক্তস্রাব, জরায়ু ও তার ডিম্বকোষে রক্ত সঞ্চয় জনিত বেদনা। (২) ঋতু খুব অনিয়মিত, রঙ কালো, রক্ত তরল এবং পরিমাণে অধিক। (৩) এক ঋতুকাল হতে পরবর্তী ঋতুকাল পর্যন্ত প্রায় অনবরত জলের মত রক্ত পড়ে, (৪) জরায়ুর মুখ সম্পূর্ণ খুলছে কিন্তু বেদনার জোর না থাকায় প্রসব হতে বিলম্ব হয়। (৫) দুর্গন্ধ যুক্ত প্রসবান্তিক ক্লেদ স্রাব, (৬) প্রসবের পর অত্যন্ত কষ্টকর ভ্যাঁদাল ব্যথা, (৭) রজস্রাব বন্ধ হয়ে জরায়ুর প্রদাহ, (৮) রক্ত স্রাবের সঙ্গে সঙ্গে হাত পা ঠান্ডা, ঠান্ডা ঘাম, নাড়ী ক্ষীণ এবং হাতে পায়ে খিল ধরা, (৯) শিশু কলেরা, বাহ্য, বমি, অত্যন্ত পিপাসা, চোখ মুখ বসে যাওয়া, মলে বিশ্রী পচা গন্ধ, হাত পা ঠান্ডা, প্রস্রাব বন্ধ, গায়ে কাপড় রাখতে চায় না, (১০) রমণীদের ঋতুকালীন উদরাময়, জলের মত দুর্গন্ধ যুক্ত মল, পেটে বেদনা থাকে না, অসাড়ে মলত্যাগ, গুহ্যদ্বারের মুখ ফাঁক হয়ে থাকে, প্রসবান্তে দুগ্ধ লোপ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার মাদার টিংচার ব্যবহার করা ফলদায়ক। যে সব রমণীর চেহারা দেখতে অতিশয় রুগ্ন, অতি কংকালসার, চোখ মুখ বসে গেছে, রক্তশূন্য হাত পা ঝিম ঝিম করে, অম্লদ্রব্য খেতে চায়, ক্ষুধা বেশী শরীরে সর্বদাই জ্বালা গায়ে কাপড় রাখতে চায় না ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত রমণীদের ক্ষেত্রে ইহা অধিক উপকারী।

রোগ ও চিকিৎসা—প্রসব বেদনা—প্রসবকালে যাবতীয় যন্ত্র শিথিল থেকেও সন্তান বের হতে পারছে না বেদনার অভাবে। ইহাতে জোরে বেদনা

একেবারে থাকে না, জরায়ু মুখ নরম থলথলে, বেদনা কোমরের দিক হতে তলপেটে এসে স্থায়ী হয়। প্রসবের বেদনা অনেকক্ষণ ধরে চলছে কিন্তু জরায়ুর মুখ প্রসারিত না হওয়ায় সন্তান এগোচ্ছে না অর্থাৎ প্রসবে বিলম্ব হয় এই ক্ষেত্রে Q অব্যর্থ। ইহার ব্যবহারে ফুল (placenta) নিষ্ক্রান্ত হয় এবং ভ্যাঁদাল ব্যথাও কমে যায়। ইহার Q ৪/৫ ফোঁটা মাত্রায় ৩০ মিঃ অন্তর সবিরাম বেদনার পর প্রযোজ্য। জরায়ুর মুখ সম্পূর্ণ না খুললে কখনো আর্গট ব্যবহার করা উচিত নয়।

প্রসবান্তিক ক্লেদস্রাব—Lochia—যদি স্রাবের রঙ সবুজ, পুঁজের মত অত্যন্ত দুর্গন্ধ অথবা ঐ ক্লেদ স্রাব বন্ধ হয়ে জরায়ুতে বেদনা, বেদনার জন্য জ্বর, প্রসবকালীন রুদ্ধ রক্ত ফুল নিঃসৃত না হয়ে ভিতরে পচে পুঁজ হয় অথবা সূতিকা জ্বর হয় তবে Q উপকারী।

জরায়ু হতে রক্ত স্রাব—স্রাবের রক্ত কালো, ঘোলাটে দুর্গন্ধ যুক্ত এবং ঋতুকাল হতে পরবর্তী ঋতুকাল পর্যন্ত অবিরাম ভাবে রক্ত স্রাব চলতে থাকে। স্রাব কখনো অল্প, কখনো বেশী। এই রক্তস্রাব হেতু রোগিণী ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে মূর্চ্ছার মত হয়, সর্ব শরীর কাঁপতে থাকে, হাত পায়ে খিল ধরে, শরীর ঝিম ঝিম করে পায়ে জ্বালা পোড়া ভাব থাকে, গায়ে কোন কাপড় রাখতে চায় না ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী।

কলেরা—এই রোগের প্রথমাবস্থায় ইহা ততটা উপকারী নয়। রোগ যখন বৃদ্ধি পায়, অনবরত বমি হতে থাকে, শিরার মধ্যে রক্ত জমাট বেঁধে খিল ধরার ভাব সৃষ্টি হয়, মলের রঙ চাল ধোয়া জলের মত বা একেবারে বর্ণহীন কলের জলের মত, গায়ে অত্যন্ত জ্বালা পোড়া, গা বরফের মত ঠান্ডা অথচ এক মুহূর্তের জন্য জামা কাপড় রাখতে পারে না, চোখ মুখ বসে যায়, শরীর চুপসে যায়, খুব পিপাসা থাকে, অনবরত জলপান করতে চায় তা আবার বমি করে দেয়, পেটে বেদনা থাকে না ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী।

চর্মরোগ—চর্মকুঞ্চিত, দাগ দাগ, নীলাভবর্ণ, রুক্ষ চর্ম সদ্যজাত শিশুর শোথ রোগ, হাত ও পায়ের আঙ্গুলের চর্ম বিকৃতি, নীলবর্ণ, শুষ্ক দুষ্ট ক্ষত, শিরার ক্ষত, জ্বালা পোড়ার অনুভূতি, ঠান্ডায় উপশম, দেহ সর্বদা অনাবৃত রাখতে চায়, সুড়সুড়ি ও ঝিনঝিন ভাব, সামান্য কারণ হতে রক্তপাত, লিভার স্থানে দাগ উত্তাপে বিরক্ত ইত্যাদিতে Q উপকারী।

মাত্রা—Q ২/৩ ফোঁটা মাত্রায় দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

ইরিও ডিক্‌টায়ন (Eriodictyon)

পরিচয়—ইয়ারবা স্যান্টা, পার্বতীয় বাম ইত্যাদি ইহার অপর নাম। ইহার পূরানাম ইরিওডিকটায়ন ক্যালিফর নিকাম অথবা ইরিওডিকটায়ম গুটি নোসাম।

ক্যালিফার্নিয়া এবং উত্তর মেক্সিকো দেশের পার্বত্য অঞ্চলের এক প্রকার ছোট ছোট গাছ। ইহার সরস পত্র হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—হাঁপানি, গলায় সাঁই সাঁই শব্দ, ব্রংকাইটিস, ব্রংকিয়াল থাইসিস নিশা ঘর্ম, শরীর ক্রমশ শুকিয়ে যায় ইনফ্লুয়েঞ্জার পর কাশি, গলা ও মুখের ভিতর জ্বালা, মুখের বিস্বাদ, হাঁচি সহ নাকের তরুণ সর্দি ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার Q অব্যর্থ। ইহাকে আমার জ্যার্বা স্যান্টাও বলে (yebra Santa)।

রোগ ও চিকিৎসা—মাথার যন্ত্রণা—ঘুম ঘুম ভাব, মনে হয় নেশা করছে। মাথার পশ্চাৎ দিকে চাপ বোধ ও বেদনা, কানে বেদনা, সর্দিস্রাব, গলার মধ্যে জ্বালা পোড়া ভাব থাকলে মুখ যেন পচে থাকে, সর্দি মাথা ঘোরে, হাঁচি হয়।

শ্বাস যন্ত্রের রোগ—গলায় হিস হিস শব্দ হয় হাঁপানি তৎসহ সর্দি ও শ্লেষ্মা ক্ষরণ। ডান ফুসফুসে সামান্য বেদনা। পুরাতন ব্রংকাইটিস, বায়ুনালীর রোগ, যক্ষ্মা তৎসহ প্রচুর শ্লেষ্মা অতি সহজে বের হয় এবং উপশম রোধ করে। অন্ডকোষে টেনে ধরার ন্যায় বেদনা, কোন রূপ চাপ সহ্য হয় না এই উপসর্গও থাকে। এই জাতীয় লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে Q উপকারী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা সামান্য জলের সঙ্গে মিশ্রিত করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

ইরিজেরন ক্যানাডেনস্‌ (Erigeron Canadense)

পরিচয়—ইহার অপর নাম ক্যানাডা ফ্লিবেম, ফ্লিবেন, লেপটিলন ক্যানাডেনস ইত্যাদি। ইহাকে আবার হর্স উইডও বলা হয়।

পরিচয়—ইহা এক প্রকার সরস বাৎসরিক গুল্ম। এই গুল্ম হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—ইহা রক্ত স্রাবের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। মূত্রাশয় হতে অবিরত রক্ত স্রাব, কষ্টকর মূত্রস্রাব সহ জরায়ু হতে রক্ত স্রাবে ইহা অব্যর্থ। খুব উজ্জ্বল লাল রক্ত, বাম ডিম্বকোষে ও কুঁচকিতে বেদনা। পুরাতন গণোরিয়া তৎসহ মূত্র ত্যাগে জ্বালা, অবিরত ফোঁটা ফোঁটা মূত্র পড়ে। আমাশয় তৎসহ মূত্রাশয়ে বেদনা ও জ্বালা। পেট ফাঁপ ইত্যাদি লক্ষণে Q খুব উপকারী।

স্ত্রী জনন ইন্দ্রিয়ের রোগ—জরায়ুর রক্ত স্রাব তৎসহ গুহ্য দেশ ও মূত্রাধারে প্রবল ব্যথা, জরায়ু নির্গমন। উজ্জ্বল লাল রক্ত, প্রচুর পরিমাণে ঋতু স্রাব। খুব বেশী প্রদর স্রাব। সামান্য নড়াচড়া করলেই রক্ত স্রাব আরম্ভ হয় এবং ঐ স্রাব স্রোতের মত বের হয়। দুই ঋতুর মধ্যবর্তী কালে প্রসব স্রাব তৎসহ মূত্র যন্ত্রের প্রদাহ। গর্ভবতী রমণীদের জরায়ুর দুর্বলতা, সামান্য পরিশ্রমেই রক্ত স্রাব, রক্ত স্রাবী অর্শরোগ, ঋতু স্রাবের পরিবর্তে নাসাপথে রক্তপাত ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q বিশেষ উপকারী। পেট ফাঁপায় ইরিজেরন Q উপকারী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে মিশ্রিত করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

ইরিনজিয়াম একোয়াটিকাম (Eryngium Aquaticum)

পরিচয়—ইহার অপর নাম বাটন শ্লেক রুট, ইরিনজিয়াম পিটিও চলটাম, ওয়াটার এরিংগো। ইহা এক প্রকার ডাটাযুক্ত বাৎসরিক গাছড়া বিশেষ। ইহার সরস মূল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—মূত্র সংক্রান্ত উপসর্গের ভাল ঔষধ। মূত্র কষ্ট তৎসহ স্নায়বিক উত্তেজনা। গাঢ় হলুদ বর্ণের শ্লেষ্মা স্রাব। ইনফ্লুয়েঞ্জা, ইউরিয়া যুক্ত ঘাম। সন্ধ্যাকালে মূত্র গন্ধ সহ ঘাম। লেরিংস, স্বরযন্ত্রের ও গলায় বেদনা, চেঁচে ফেলার ন্যায় বেদনা। আক্ষেপিক ষ্টীকচার, মূত্র পাথরী, কিডনীর কনজেসান, সামান্য কারণেই শুক্রবৎ (প্রষ্টেট ফ্লুইড) পদার্থ বের হয়, লিংগ উদ্রেক হয় না, স্বপ্ন দোষ ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q অব্যর্থ।

রোগ ও চিকিৎসা—শ্বাসযন্ত্রের পীড়া—শ্বাসযন্ত্রের সংকোচন বোধ সহ কাশি। গলার মধ্যে ও স্বরযন্ত্রে খোঁচামারা ব্যথা ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী।

মূত্র যন্ত্রের পীড়া—মূত্রাশয় ও মূত্র পথে কুন্থন। কষ্টকৃত বারবার মূত্র বেগ, লিংঙ্গের গোড়ায় বেদনা বোধ। আক্ষেপিক মূত্ররোগ। মূত্রশূল। পিঠে সামান্য বেদনা সহ মূত্র গ্রন্থিতে রক্তাধিক্য, ঐ বেদনা জরায়ু ও নিম্নাংগ পর্যন্ত নেমে আসে। মূত্রাশয়ের প্রদাহ, প্রষ্টেট গ্রন্থির বৃদ্ধি অথবা জরায়ুর চাপ হতে মূত্রাশয়ের উত্তেজনা। এই সব লক্ষণে উপকারী।

পুং জনন ইন্দ্রিয়ের রোগ—সামান্য কারণে প্রষ্টেট গ্রন্থির রস ক্ষরণ, লিংগের অবসাদ সহ লিংগোদ্রেক ব্যতীত রেত পাত ইত্যাদি Q উপকারী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৪/৫ বার।

ইউক্যালিপটাস গ্লোবিউলাস (Eucalyptus Globulus)

পরিচয়—অপর নাম নীলবর্ণের গাম গাছ অষ্ট্রেলিয়ান গঁদ বৃক্ষ, জ্বর বৃক্ষ। ইহার সরস পত্র হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—ইহা একটি শক্তিশালী পচন নিবারক ও জীবাণু নাশক ঔষধ। ইহা কফ নিঃসারক ও উৎকৃষ্ট ঘর্মকারক। পেশীর দুর্বল জনিত ক্ষুধা হীনতা, পিত্তাশয় ও আন্ত্রিক গোলযোগ। ঔষধটির বিশেষ ক্রিয়া সর্দিজ উপসর্গে, ম্যালেরিয়ায় এবং আন্ত্রিক গোলযোগে। ইনফ্লুয়েঞ্জা। বার বার ফিরে আসা জ্বর। মূত্র স্রাব ও ইউরিয়া বৃদ্ধি। রক্ত স্রাবে আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয় ভাবে প্রযোজ্য। টাইফয়েড। দুর্বলতা, রক্ত দুষ্টি লক্ষণ। শ্বাস পথ, জনন, মূত্রযন্ত্র,

পাকাশয় ও অন্ত্র প্রদেশের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর বিকার। পাকাশয় ও অন্ত্রের উত্তেজনা তৎসহ আহারের কয়েক ঘন্টা পরে পাকস্থলী ও অন্ত্রের উপর অংশে বেদনা।

রোগ ও চিকিৎসা—শ্বাসযন্ত্রের রোগ—হাঁপানি তৎসহ অত্যন্ত শ্বাস কষ্ট। শ্লেষ্মাস্রাবী হাঁপানি। সাদা ও ঘন শ্লেষ্মা উঠে। বৃদ্ধদের ব্রংকাইটিস কাশির সঙ্গে অত্যধিক শ্লেষ্মা স্রাব। দুর্গন্ধ; পুজ ও আম মিশ্রিত প্রচুর কফ উঠে। বিরক্তকর-কাশি, শিশুদের হুপিং কাশি, দুর্গন্ধ যুক্ত ব্রংকাইটিস, বায়ুনালীর স্ফীতি বিবর্ধন ও পুজময়। সর্দিতে পুজ ও শ্লেষ্মা মিশ্রিত গয়ার উঠে ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী।

মূত্ররোগ—ইনফ্লুয়েঞ্জার সঙ্গে জড়িত তরুণ মূত্র গ্রন্থি প্রদাহ, রক্তমূত্র, মূত্র গ্রন্থির প্রদাহের সঙ্গে পুঁজ সৃষ্টি। মূত্রের মধ্যে পুজ থাকে এবং ইউরিয়া কমে যায়। মনে হয় মূত্রাধারের নিষ্কাশন শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। জ্বালা এবং কুন্থন, মূত্রাশয়ের সর্দিজ অবস্থা, মূত্রাধিক্য, মূত্র মার্গে মাংসাংকুর জন্মে। আক্ষেপ জনক মূত্ররোধ, গণোরিয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী।

সর্দি—নাকে অবরোধ, অনুভূতি, পাতলা জলের মত সর্দি, নাকের স্রাব যেন আর থামতে চায় না, নাকের গোড়ায় টান টান ভাব, পুরাতন সর্দি, পুঁজময় দুর্গন্ধ স্রাব লক্ষণে উপকারী।

গল গহ্বরের রোগ—মুখ ও গলার মধ্যে শিথিলতা ও সামান্য ক্ষতের অনুভব। অত্যধিক লালাস্রাব। জ্বালা ও পূর্ণতারোধ। সর্বদাই মনে হয় যে গলার মধ্যে শ্লেষ্মা সঞ্চিত আছে। বর্ধিত এবং ক্ষত যুক্ত টনসিল। মল গহ্বর প্রদাহ যুক্ত ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয় ভাবেই ব্যবহার করা যায়।

পরিপাক যন্ত্রের পীড়া—পরিপাক ক্রিয়া ধীর ও দুর্বল, অত্যন্ত দুর্গন্ধ যুক্ত গ্যাস, উপর পেটে চাপবোধ। প্লীহা শক্ত ও সংকুচিত, উদর ও তলপেটের উর্ধাংশে বেদনা, আহারে উপশম। পাকস্থলীর সাংঘাতিক অবস্থা তৎসহ রক্ত ও অম্লবমন। তরুণ উদরাময়, উদরে কামড়ানি ব্যথা, মনে হয় এখনি পাতলা মলত্যাগ হবে। আমাশয়, তৎসহ গুহ্য দেশে উত্তাপ, কুন্থন ও রক্ত স্রাব। উদরাময়, মল পাতলা, জলের মত, বাহ্যের পূর্বে তীব্র বেদনা, টাইফয়েড রোগে উদরাময়। শ্বেত প্রদর, ঝাঁঝাল ও দুর্গন্ধ ময়, মূত্র মর্গের চারিদিকে এবং মূত্র মার্গের মুখে ক্ষত। এই সব লক্ষণে Q উপকারী।

জ্বর ও বাত বেদনা—জ্বরের তাপমাত্রা খুব বেশী, অবিরাম এবং টাইফয়েড জ্বর, আরক্ত জ্বর, ধীরে ধীরে দূষিত জ্বরে পরিণত হয়। বাতের বেদনা থাকে, রাত্রে বেদনা বেশী, চলাফেরা বা কোন কিছু বহন করলে বৃদ্ধি, অংগ প্রত্যংগ দৃঢ় ও ক্লান্ত বোধ, খোঁচা মারার মত অনুভূতি, বেদনাকর কামড়ানি ভাব। কর তলের ও গোড়ালির সন্ধি স্থানে বাত গুটি ইত্যাদি লক্ষণে Q বিশেষ ফলদায়ক।

মাত্রা—Q ১০/১৫ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৪ বার সেব্য। দেহের বেদনা অথবা সর্দি রোগে পুজময় দুর্গন্ধ দেখা দিলে ইউক্যালিপটাস তেল বাহ্যিক ব্যবহারে খুব উপকার পাওয়া যায়।

ইউজেনিয়া গ্যাম্বোস (Eugcnia Gambos)

পরিচয়—অপর নাম রোজ আপেল জ্যামবোসা ভালগারিস, ম্যালচার কুলগাছ। ইহা ফলফুল সমন্বিত একপ্রকার কুল গাছ। ইহার সরসবীজ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—ঔষধটি ধূমপানে গা বমি বমি ভাবের উপশম করে, গরম অশ্রু স্রাব, রাত্রে পায়ের তলায় এবং পায়ে ভীষণ খিলধরা বেদনা, দুই আংগুলের মধ্যে এবং ফাটা ক্ষতে এবং নখ থেকে মাংস খসে যাওয়া, পুজ হওয়া ইত্যাদি রোগে উপকারী। বয়ব্রণ সাধারণ প্রকারের এবং স্ফীতি যুক্ত এবং ব্রনের কিছু দূর পর্যন্ত ব্যাপ্ত বেদনা থাকে। গোলাপী বর্ণের বয়ঃব্রণ, বমি বমি ভাব, ধূমপানে উপশম। বয়ঃব্রণ গুলোর মাথা কালো হয়ে যায়। এই সব লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে Q উপকারী। মাথার যন্ত্রণা, মনে হয় মাথার ডান পাশে একখানি তক্তা চাপান আছে, বাচালতা, উত্তপ্ত অশ্রুস্রাব। রাত্রে পায়ের তলায় খিল ধরে, পায়ের আংগুলের চারিদিকে ফাটা। দু পায়ের আংগুলের মধ্যবর্তী স্থানে ফাটা, নখের গোড়ার ত্বক সরে যায়, পুজ জন্মে ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে Q বিশেষ উপকারী।

মাত্রা—৪/৫ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

ইয়োনিমাস এট্রোপার পিউরিয়া (Euonymus Atropurpura)

পরিচয়—অপর নাম গুয়াবু, বার্নিং বুস, ইত্যাদি ইহা এক প্রকার গুল্ম বিশেষ। আমেরিকার উত্তর পশ্চিমে বন্য অঞ্চলে ইহা প্রচুর জন্মে। এই গুল্ম হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—শ্যামবর্ণের বালিকাদের পক্ষে অধিক উপযোগী। মাথার যন্ত্রণা মানসিক অশান্তি, যকৃৎ ও মূত্রাশয় প্রদেশে যাতনা, মূত্রে এলবুমেন, অর্ধাশির শূল প্রভৃতি জন্মে, যকৃতে রক্তাধিক্য এবং ক্রিয়া হীনতা। পাকস্থলী ও অন্ত্রের পুরাতন সর্দিজনিত পীড়া, হৃদপিন্ড দুর্বল, পুরাতন বাত ও গ্রন্থিবাত ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী। ঔষধটি তিনটি ক্ষেত্রেই খুব ভাল কাজ করে—লিভার, পরিপাক যন্ত্র এবং কিডনী।

রোগ ও চিকিৎসা—পরিপাক ক্রিয়া—মুখের মধ্যভাগ শুষ্ক এবং আঠার মত স্বাদ। পিপাসা, পাকস্থলীতে পূর্ণতাবোধ এবং অস্বস্তি বোধ। বাত কর্ম ও বেদনা। গুহ্যদেশে টাটানি ও জ্বালা। কোষ্ঠকাঠিন্য তৎসহ অর্শবলি এবং পিঠে

বেদনা বোধ। উদরাময়, মল এক একবার এক এক রকম, প্রচুর ও রক্তাক্ত। নাভি দেশের চারি দিকে বেদনা। মূত্র অল্প ও ঘোরাল, মূত্রের অম্লত্ব বৃদ্ধি, অতি দ্রুত মূত্র নিঃসরন, দুই স্কন্ধের মধ্যে মূত্রাশয় ও প্লীহা স্থানে অপ্রবল বেদনা, কটিদেশে বেদনা, শয়ন করলে উপশম। সকল সন্ধিতে কামড়ানি বিশেষ করে গুলফ সন্ধিতে, পা দুটি স্ফীত ও ক্লান্ত বোধ। ঠান্ডা জল পানে এবং চাপে উপশম। সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণে Q ভাল কাজ করে।

মাত্রা— Q ৪/৫ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে মিশ্রিত করে দিনে ৪ বার।

ইউপেটোরিয়াম পারফোলিয়েটাম (Eupatorium Perfoliatum)

পরিচয়—অপর নাম ভেজিটেবেল এন্টিমনি, এগু উইড, বোনসেট, থরোওয়ার্ড। আমেরিকার ক্যানাডা অঞ্চলের এক প্রকার বাৎসরিক গুল্ম, জাতীয় গাছড়া। এই গাছড়া হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—ম্যালেরিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা বা অন্য কোন প্রকার জ্বরে গায়ে হাড় ভাংগা ব্যথা, মাথায় ব্যথা, কোমড়ে কামড়ানি, পিত্ত বমন ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে ইহার Q ব্যবহার করা উচিত। যে কোন জ্বরে হাড় ভাংগা বেদনা, অংগ প্রত্যংগের এবং পেশী সমূহের বেদনা দূর করে এই জন্য ইহাকে হাড় জোড়া (Boncset) নাম দেওয়া হয়। ইহা প্রধানতঃ পাকাশয় ও লিভার প্রদেশে এবং বায়ু নালীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপর কাজ করে। নদী জলাভূমি এবং খারাপ আবহাওয়ার জন্য এবং যে সকল রোগে অত্যধিক হাড়ের বেদনা থাকে যে সব ক্ষেত্রে ইহার Q অব্যর্থ। পুরাতন পিত্ত কোষ এবং সবিরাম জ্বর ক্ষেত্রে ইহা যথেষ্ট উপকারী। এই ঔষধটি নির্বাচন কালে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলোর কথা বিচার করতে হবে—(১) সমস্ত শরীরে বেদনা, হাড় ভাংগা বেদনার ন্যায় অসহ্য বেদনা বোধ। (২) বুক, পিঠ, মাথা, হাত পা কব্জির হাড় যেন স্থানচ্যুত হয়েছে এমন হাড়ের বেদনা। (৩) সবিরাম জ্বর—এক দিন বেলা ৯ টায়, পরের দিন দুপুরে শীত করে জ্বর আসে, শীত কমলেই পিত্ত বমি হয়, জল খেলে শীত বাড়ে এবং বমি হয়, শীতের পূর্বে ও সময় হাড়ের বেদনা বৃদ্ধি, শীতের পূর্বে, শীতের সময় এবং জ্বরের সময় অদম্য পিপাসা। পুরাতন কাশি, বুকে আলগা সর্দি ও বেদনা। বেদনা হঠাৎ আসে আবার হঠাৎ চলে যায় ইত্যাদি।

রোগ ও চিকিৎসা—সবিরাম জ্বর—ঘাম হলে মাথার যন্ত্রণা ছাড়া সকল উপসর্গের উপশম হয়। সকাল ৭টা হতে ৯টার মধ্যে শীত তার পূর্বে পিপাসা এবং হাড়ে বেদনা ও কামড়ানি। বমি বমি ভাব শীত বা উত্তাপ অবস্থার শেষে পিত্ত বমন। দপদপকর মাথার যন্ত্রণা। শীত আরম্ভ হওয়া বুঝতে পারে কারণ তখন আর জল পান করতে চায় না।

কাশি—ল্যারিনজাইটিস বা অন্য কোন প্রকার কাশি তৎসহ গলা ধরা ও গলায় অত্যন্ত বেদনা, ঐ বেদনা স্বর হতে কণ্ঠনালী ও সমস্ত বায়ু নালীতে পরিচালিত হয়। কাশলে মাথায় ও বুকে আঘাত লাগলে, রোগী এইজন্য হাত দিয়ে বুক চেপে ধরে, কাশিতে কখনো অল্প গয়ার উঠে বা উঠে না। চিৎ হয়ে শুলে কাশি সহ সর্বাঙ্গে বেদনা। কোমরে, হাতে, পায়ে অত্যন্ত টাটানি ও কামড়ানি ব্যথা থাকে।

ইনফ্লুয়েঞ্জা—নাক দিয়ে অনবরত কাঁচা জলের মত সর্দি ঝরে তৎসহ জ্বালা ও জ্বর ভাব থাকে ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী। কিন্তু যদি দম আটকানো আক্ষেপিক কাশি হয়, বুকের মধ্যে সাঁই সাঁই শব্দ হয়। রাত্রি এক ঘুমের পর কাশি বাড়ে এবং নাক চোখ দিয়ে কাঁচা জলের মত স্রাব প্রথমে আরম্ভ হয়ে পরে গাঢ় ও হাঁপের মত টান হয় তখন এই ঔষধের চেয়ে এরালিয়া রেশিমোসা অধিক উপকারী।

মাথার যন্ত্রণা—মাথায় দপদপানি ব্যথা। চাপ বোধ যেন একটি সীসার টুপি দিয়ে সমস্ত মাথাটি চেপে ধরছে, মাথা ঘোরায়, মনে হয় বাম দিকে পড়ে যাবে। পিত্ত বমন মস্তক শীর্ষে এবং মাথার পশ্চাৎ দিকে বেদনা তৎসহ চক্ষু গোলকে টাটানি ব্যথা। নির্দিষ্ট সময় মাথায় যন্ত্রণা। প্রতি তৃতীয় ও সপ্তম দিনে দেখা যায়। শুলে মাথার পিছন দিকে বেদনা ও ভার বোধ ইত্যাদি লক্ষণে বিশেষ ফলদায়ক।

বেদনা—পিঠে টাটানি বেদনা। হাত ও পায়ের হাড়ে টাটানি এবং মাংস পেশীতে ব্যথা। বাহু ও কব্জিতে কামড়ানি। বাম পায়ের বৃদ্ধাংগুলি ফুলে উঠে। সন্ধিস্থান সমূহে সন্ধি বাতজ বেদনা এবং প্রদাহ যুক্ত বাত গুটি তৎসহ মাথার ব্যথা। শোথ ভাব ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী।

বিঃ দ্রঃ—ঔষধটির মাদার টিংচার জ্বরের পক্ষে খুবই ফলদায়ক তবে জ্বরের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলো অবশ্যই লক্ষ্য করতে হবে—(১) শীত অবস্থার পূর্বে হাত পায়ের হাড়ের মধ্যে খুব বেদনা। (২) শীতাবস্থায় পিপাসা থাকে না, শীত কমে আসলে গা বমি বমি করে এবং এই সময় পিত্ত বমি হয়। (৩) উত্তাপাবস্থায় খুব পিপাসা এবং হাড়ের ভিতর বেদনা তবে পিপাসা কমও থাকতে পারে। (৪) ঘর্মাবস্থায় নড়াচড়া করলেই শীত বোধ হয়। (৫) জ্বর অবস্থায় মাথা ঘোরে জ্বর সম্পূর্ণ ভাবে কমে না, জ্বরের সহিত প্রস্রাবের জ্বালা পোড়া যন্ত্রণা এবং শ্লেষ্মা নির্গমন ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে Q অব্যর্থ।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা মাত্রায় সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৪ বার সেব্য।

ইউপেটোরিয়াম পার্পি উরিয়াম (Eupatorium Purpureum)

পরিচয়—অপর নাম কুইন অব দি মেডো মাঠের রাণী গ্রাভেল রুট। ইহা এক প্রকার বাৎসরিক গুল্ম। ইহার সরস মূল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—অন্ড লালময় মূত্র, বহু মূত্র, মূত্র কষ্ট, মূত্রাধারের উত্তেজনা বর্ধিত প্রষ্টেট গ্রন্থি ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়। মূত্রাশয় প্রদেশের শোথের পক্ষে Q অব্যর্থ। শীত বোধ ও বেদনা উপর দিকে ধাবিত হয়। ধ্বজভঙ্গ ও বন্ধ্যাত্ব ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

রোগ ও চিকিৎসা—**মাথার যন্ত্রণা**—মাথা ঘোরে বিশেষ করে বাম পার্শ্বিক শিরঃপীড়া। বাম স্কন্ধ হতে মস্তকের পশ্চাৎ পর্যন্ত বেদনা। প্রাতঃকালে বমি সহ মাথার যন্ত্রণা আরম্ভ হয়, সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি। ঠান্ডা বাতাসে বৃদ্ধি।

প্রস্রাবের রোগ—মূত্র গ্রন্থিতে চিন চিন করে ব্যথা। মূত্র ত্যাগকালে মূত্রাশয় ও মূত্র পথে জ্বালা। স্বল্প পরিমাণ মূত্র, দুধের মত সাদা প্রস্রাব, মূত্র কষ্ট ও রক্ত মূত্র অবিরত মূত্রবেগ মনে হয় মূত্রাশয় নিস্তেজ হয়ে পড়ছে। রমণীদের মূত্রাশয়ের উত্তেজনা শর্করাহীন বহু মূত্র পিঠে ও কটিদেশে ভারবোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q বিশেষ উপকারী। রমণীদের ডিম্বকোষে বেদনা। গর্ভস্রাবের আশংকা, বাহ্য জনন ইন্দ্রিয়ে আর্দ্রতার অনুভূতি ইত্যাদি লক্ষণেও Q উপযোগী।

জ্বর—শীতের সময় পিপাসা থাকে না কিন্তু কপালে যথেষ্ট বেদনা। পিঠ হতে শীত আরম্ভ প্রবল কম্প কিন্তু তেমন শীত ভাব থাকে না। অস্থি বেদনা। জ্বর প্রায় একদিন অন্তর আসে, শীত অবস্থার পূর্বে হাত পায়ের হাড়ে খুব বেদনা থাকে। শীতাবস্থায় পিপাসা থাকে না। উত্তাপাবস্থায় খুব পিপাসা থাকে এবং হাড়ের ভিতর বেদনা থাকে। ঘর্মাবস্থায় নড়াচড়া করলে শীত হয়। জ্বর অবস্থায় মাথায় খুব যন্ত্রণা, মনে হয় মাথাটা ঘুরছে জ্বর সম্পূর্ণ ছাড়ে না। জ্বরের সংগে প্রস্রাবের নামা উপসর্গ থাকে ইত্যাদি লক্ষণে Q উপযোগী।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

ইউপেটোরিয়াম এ্যাপান (Eupatorium Ayapan)

পরিচয়—সর্পদংশনে ঔষধটি বিশেষ উপযোগী। ইচিনেসিয়া এবং লিউকাস এ্যাসপেরার ন্যায় সর্প দংশনে উপকারী। ইহার Q বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ ব্যবহার করা যায়। কাশির সঙ্গে রক্ত পড়া, ফুসফুস হতে রক্ত পড়া, আমাশয় জনিত রোগে অন্ত্রে ঘা হলে এবং উহা হতে রক্ত স্রাব হলে ইহা উপকারী, যে কোন সাদাবর্ণের ঘায়ে ইহা অব্যর্থ। যে কোন রক্তস্রাব বিশেষ করে ফুসফুস, অন্ত্র ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষ করে ফলদায়ক।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য সামান্য জলের সঙ্গে মিশ্রিত করে।

ইউফরবিয়াম অফিসিনারাম (Euphorbium Officinarum)

পরিচয়—ইহা এটলাস পর্বতজাত পত্রশূন্য এক প্রকার বাৎসরিক গাছ। ইহা অত্যন্ত বিষাক্ত। ছুরি দ্বারা ইহার গাত্র চিরলে এক প্রকার দুধের মত পদার্থ বের হয় এবং শুকালে গঁদের মত আঠা হয়। এই গঁদের ন্যায় শুষ্ক পদার্থ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়। ইহার ঘ্রাণও বিষাক্ত। চূর্ণ করার সময় ইহার ধূলা নাকে গেলে খুব হাঁচি পায়।

উপকারিতা—ভেদবমি, উদরাময়, কলেরার লক্ষণ, মস্তিষ্কের ইরিটেশান, মেনিয়া, বিকারে ভুল বকা প্রভৃতি মস্তিষ্ক লক্ষণ প্রকাশ পেলে ইহা প্রযোজ্য। গ্যাষ্ট্রো এন্টেরাইটিস, ডায়েরিয়া, কলেরা প্রভৃতি রোগের সঙ্গে যদি মস্তিষ্ক লক্ষণ বিদ্যমান থাকে তবে আর Q অব্যর্থ। এছাড়া হিপজয়েন্ট ও কক্সিসে বেদনা, ক্যানসার রোগে বেদনা, হাড়ের ভিতর জ্বালাজনক বেদনা, মুখের ও গলার ভিতর ভীষণ জ্বালা পোড়া, হাঁচি নাক দিয়ে জল পড়া, শুষ্ক কাশি, কষ্টকর হাঁপানি রোগে দিনরাত শুষ্ক আক্ষেপিক কাশি ইত্যাদি ক্ষেত্রেও ইহা উপকারী। গন্ডদেশে ইরিসিপেলাস, গ্যাংরীন, একজিমা, একজিমা রোগে পুঁজ ভরা উদ্ভেদ বহুকালের ধীর গতিশীল ক্ষত, দাঁতের বেদনা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও ইহা উপকারী। কলেরায় যদি ক্যাম্ফরে উপকার না হয় তবে ইহার Q তে উপকার পাওয়া যায়।

রোগ চিকিৎসা—মাথার যন্ত্রণা—প্রবল চাপ বোধ সহ মাথার যন্ত্রণা, শির ঘূর্ণন, মাথা ব্যথা, মনোবিকার ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী।

শ্বাসপ্রশ্বাসের রোগ—শ্বাস ক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত, আক্ষেপ জনক শুষ্ক কাশি, দিনরাত্র কাশি থাকে তৎসহ হাঁপানি, প্রচুর পাতলা স্রাব তৎসহ জ্বালা ও কাশি, অনবরত কাশি, উদর হতে বুক পর্যন্ত খুব ব্যথা, ক্রুপ কাশি, শুষ্ক, শূন্য গর্ভ কাশি ইত্যাদিতে Q উপকারী। পক্ষঘাতিক বেদনা, মেরুদন্ডের নিম্নতম অস্থি ও কুচকিতে ও কুচকি সন্ধিতে বেদনার লক্ষণ।

চর্মরোগ—ইরিসিসিপেলাসের প্রদাহ বিশেষত গন্ডদেশে। হুল ফুটানো এবং দংশনের মত জ্বালা, লালবর্ণ ও স্ফীত, ফোস্কার ন্যায় ইরিসিপেলাস কার্বংকল। পুরাতন দূষিত নিস্তেজ ক্ষত তৎসহ দংশনবৎ ও কেটে ফেলার ন্যায় বেদনা। পুরাতন পচাক্ষত, পুঁজবটী, গ্যাংগ্রিন, চর্মে ক্ষতকর কর্কট রোগ এবং অর্বুদ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার Q উপযোগী। হরিদ্রাবর্ণের ফোস্কার বিশেষ করে মুখ মন্ডলে, গন্ডস্থলে জ্বালা বাম পার্শ্বে অধিক, চোখ প্রদাহিত এবং প্রাতকালে জুড়ে যায়। গন্ডস্থলের রক্তিমাভ স্ফীতি, নাকের উপর পীড়কা নাসা পথে শ্লেষ্মা স্রাব, অত্যন্ত ক্ষুধার ভাব, প্রচুর পরিমাণে লবণাক্ত লালা স্রাব বের হয়, মুখ দিয়ে জল উঠে, শীতল জলের পিপাসা। প্রচুর পচা কাদার মত মল, তলপেট খালি খালি বোধ হয় ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে

Q ভাল কাজ করে। ঔষধটি চর্ম শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপর বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ করে, হাড়ে জ্বালাকর বেদনা থাকে। অংগ প্রত্যঙ্গ এবং সন্ধি স্থানে পক্ষাঘাতক দুর্বলতা, শ্বাস-প্রশ্বাস এবং চর্ম লক্ষণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, প্রত্যেক জিনিস বৃহদাকার দেখায় ঔষধটির নির্বাচন করতে হবে।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য।

ইউফ্রেসিয়া অফিসিনালিস (Euphrasia officinalis)

পরিচয়—অপর নাম আই ব্রাইট। এক প্রকার বাৎসরিক গুল্ম। ইউরোপের মাঠে জন্মে। মূল বাদ দিয়ে সমস্ত গুল্মটি দিয়ে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—ইহার প্রধান ক্রিয়া শুক্রমন্ডলের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপর। উহা ঐ স্থানের প্রদাহ এবং প্রচুর অশ্রু দূর করে। রোগী খোলা বাতাসে ভাল থাকে। প্রচুর বিদাহী অশ্রুস্রাব হয় কিন্তু নাসিকার স্রাব আদৌ ক্ষতকর নয়। সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি। কাশির সঙ্গে দুর্গন্ধ শ্লেষ্মা উঠে। চোখ ও নাকের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ, চোখ হতে হাজাকর ও জ্বালাজনক অশ্রুস্রাব, হামের সঙ্গে নাক ও চোখ দিয়ে জল পড়ে, তরুণ সর্দি ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহা উপকারী। ঔষধটি প্রয়োগের পূর্বে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলো ভাল করে বিচার করে দেখতে হবে। (ক) হুপিং কাশিতে কাশির সময় চোখ দিয়ে অনর্গল জল পড়া এবং কেবলমাত্র দিনের বেলায় কাশি। (খ) অনিয়মিত ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক ঋতুস্রাব—কেবলমাত্র একঘণ্টা কাল স্থায়ী হয় অথবা অনেক বিলম্বে ঋতু হয়ে অতি অল্পমাত্র স্রাব হয় এবং মাত্র একদিন থাকে। (গ) ভোরে বিছানা হতে উঠার পর রোগী অত্যন্ত কাশে এবং অনেক পরিমাণে গয়ার উঠে—এই তিনটি লক্ষণই প্রধান।

রোগ ও চিকিৎসা—চোখের রোগ—সর্দিজনিত কারণে চোখের প্রদাহ, প্রচুর বিদাহী স্রাব। সর্বদাই চোখতে জল পড়ে। চোখের স্রাব বিদাহী কিন্তু নাসাস্রাব ক্ষতকর নয়। চোখের পাতায় জ্বালা ও স্ফীতি। বার বার চোখ মিটমিট করে। হাজাকর বিদাহী স্রাব অনবরত পড়তে থাকে। চোখের কোণে আঠার মত শ্লেষ্মা জমে থাকে, চোখ বারবার মিটমিট করে উহা ছাড়াতে হয়। চোখের উপর চাপ বোধ। কর্ণিয়ার উপর ছোট ছোট ফুসকুড়ি জন্মে, চোখের ঝাপসা দৃষ্টি। বাতজনিত চোখের প্রদাহ। চোখে আলোক বা রোদ আদৌ সহ্য করতে পারে না, উহাতে চোখের যন্ত্রণা আরো বেড়ে যায়। চোখের স্রাবে গন্ডদেশ হেজে যায়, পুঁজের মত স্রাব হয়, উহা কর্ণিয়ায় লেগে যায় এবং ভাল দেখতে পায় না। ইত্যাদি লক্ষণে ঔষধটি বিশেষ উপকারী।

মাত্রা—Q ২/৩ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য।

ফেরাম এসিটিকাম (Ferrum Aceticum)

পরিচয়—এই যৌগিক পদার্থটি ডাঃ হ্যানিম্যান দ্বারা প্রথম প্রুভিং হয়। ইহার এক ভাগ এবং নয় ভাগ ডিষ্টিলড ওয়াটার সহ দ্রব করে মাদার টিংচার প্রস্তুত করতে হয়। ইহা সহজেই নষ্ট হয় এই জন্য সদ্য প্রস্তুত করে ব্যবহার করতে হয়।

উপকারিতা—তরুণ রোগে মূত্র ক্ষার ধর্মী হয় ইহা ছাড়াও ডান স্কন্ধে বেদনা হয়। নাসাপথে রক্ত স্রাব। রোগা বিবর্ণ, দুর্বল শিশু যারা তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠে এবং সহজে অবসন্ন হয় তাদের পক্ষে উপযোগী। পায়ের পাতার শিরা স্ফীতি। হাঁপানি, চুপ করে বসে থাকলে বা শুলে বৃদ্ধি। অনবরত কাশি, আহারের পর ভুক্ত দ্রব্য বমন, রক্ত মিশ্রিত কাশি। দুর্বল, রোগা বালক বালিকা যারা তাড়াতাড়ি বাড়ে, সামান্য পরিশ্রমেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে, স্বল্প পরিশ্রমে কাতর হয় তাদের রোগে ইহা বিশেষ উপকারী। ইহার লক্ষণ প্রায় ফেরাম মেটালিকামের মত। নাক দিয়ে রক্ত পড়ে। আহারের পরেই আহার্য বস্তু বমি করে ফেলে দেয় ইত্যাদি রোগ লক্ষণে ইহা খুব ভাল কাজ করে।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা সামান্য জলের সঙ্গে মিশ্রিত করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য। সেবনের পূর্বে জল করে মুখ কুলকুচা করা উচিত।

ফেরাম মিউরিয়েটিকাম (Ferrum Muriaticum)

পরিচয়—অপর নাম ক্লোরাইড অব আয়রণ। রাসায়নিক ক্রিয়ার দ্বারা প্রস্তুত। ইহার এক ভাগ এবং ডিষ্টিলড ওয়াটার ৯ ভাগ একত্রে মিশ্রিত করে মাদার টিংচার প্রস্তুত করতে হয়।

উপকারিতা—ঋতু রোধ যৌবন উদ্গমন কালে রেত পাতের প্রবৃত্তি, প্রচুর মূত্র পাত, কালো জলের মত মল, ডিপথেরিয়া, দাহকর ইরিসিপিলাস, মূত্র গ্রন্থির শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ, কাশির সহিত কালো জমাট রক্ত উঠে, মৈথুন প্রবৃত্তির অভাব, ডান স্কন্ধে ও ডান কনুইতে বেদনা এবং খিল ধরার মত অনুভূতি,গন্ডস্থলে গোল গোল লাল বর্ণের দাগ, মূত্রের মধ্যে চকচকে দানাদার পদার্থ। রক্ত শূন্যতা, পুরাতন বৃক্ক প্রদাহ প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইহা উপকারী। রক্ত মিশ্রিত কাশ, কালো রঙের চাপ চাপ রক্ত নির্গমন, যৌবনে স্ত্রীলোকের অত্যধিক প্রস্রাব, মাসিক রজ স্রাব সম্পূর্ণ বন্ধ, রক্তহীনতা ইত্যাদি রোগে বিশেষ উপকারী। এছাড়া রক্তস্রাব আক্ষেপিক কাশি, ব্রংকাইটিস, নাক দিয়ে ঘন জমাট রক্ত স্রাব প্রভৃতিতেও উপকারী। আমাশয় রোগে বিশেষ করে একটু পুরাতন হলে ইহা দ্বারা উপকার হয়।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে আহারের পর সামান্য জল মিশ্রিত করে সেব্য। তবে মাসিক রজস্রাব সম্পূর্ণ বন্ধ ও রক্তহীনতায় ৩x শক্তি উপকারী।

ফিকাস ইন্ডিকা (Ficus Indica)

পরিচয়—ইহার বাংলা নাম বট। ইহার সুংগ এবং ঝুঝি হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—বট নানা প্রকার রক্ত স্রাবে অশ্বত্থ ঔষধটির ন্যায় সমগুণ তবুও ইহার রক্ত রোধক শক্তি অশ্বত্থ অপেক্ষা অধিক। আমরক্ত, অর্শ এবং অন্য প্রকার রক্ত স্রাবে বটের ঝুরি ছাগলের দুধে সিদ্ধ করে সেবন করতে দেওয়া হয়। ডাঃ ক্ষোরী বলেন—বটের কোমল ঝুরিতে যথেষ্ট টালিম আছে সুতরাং সর্ব প্রকার রক্ত স্রাবে ও প্রমেহ রোগে ইহার যথেষ্ট উপযোগিতা। রোগ আরোগ্য ক্ষমতা ইহার যথেষ্ট। (১) যে কোন কারণেই গলা বা মুখ দিয়ে রক্ত উঠলে বট বিশেষ উপকারী। ইহার Q ৫/৬ ফোঁটা করে ৩/৪ ঘন্টা অন্তর সেবন করলে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়। (২) ধাতু দুর্বলতায় ইহার Q ৪/৫ ফোঁটা মাত্রায় প্রতিদিন ভোরে সেবন করলে উপকার পাওয়া যায়। (৩) রমণীদের সর্ব প্রকার প্রদর স্রাবে ইহার Q উপকারী। ইহার রক্তের বর্ণ কালচে এবং রোগিণীর পেটে ব্যথা থাকে। এমত অবস্থায় Q বা ১x ২/৩ ফোঁটা মাত্রায় রোজ ৩/৪ বার সেবন করলে উপকার পাওয়া যায়। (৪) পুরাতন আমাশয় রোগে ইহার Q খুব উপকারী। পেটে অত্যন্ত বেদনা, কুন্থন, রক্তের পরিমাণ বেশী ইত্যাদি লক্ষণে ইহা খুব ফলপ্রদ। (৫) প্রমেহ রোগে Q অব্যর্থ। প্রস্রাবে জ্বালা এবং তৎসহ রক্ত স্রাব ইহার বিশেষ লক্ষণ। Q ৩/৪ ফোঁটা প্রত্যহ ৪/৫ বার করে সেব্য। (৬) ফোড়ায় ইহার Q বাহ্যিক ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায় এবং কোন কোন সময় ফোঁড়া বসে যায়। বটের কালি বেঁটে প্রলেপ দিলে খোস পাঁচড়া ভাল হয়। রক্ত পিত্ত রোগে বা অন্য কোন গলা ও মুখ দিয়ে রক্ত উঠলে এবং অর্ধগামী রক্ত পিত্তে যেখানে প্রথমে রক্ত বের হয় পরে মলে বের হয় সেইসব ক্ষেত্রে Q অব্যর্থ।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে প্রত্যহ ৩/৪ বার সেব্য।

ফিকাস রিলিজিওসা (Ficus Religiosa)

পরিচয়—ইহার নাম অশ্বত্থ, আমাদের দেশের স্বনাম ধন্য বৃক্ষ। এই গাছের ছাল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়। ঔষধটির গুণাবলী ইউরোপ আমেরিকার পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই ঔষধটি বর্তমানে মেটিরিয়া মেডিকায় স্থান লাভ করে। ইহা একটি ভারতীয় মূল্যবান ঔষধ।

রোগ লক্ষণ—রোগী স্থির ভাবে থাকতে চায়, নড়াচড়া করতে চায় না, সর্বদাই বিমর্ষভাব। মাথা ঘোরা, বমি বমি ভাব, মাথার তালুতে জ্বালা এবং উত্তাপবোধ। মুখমন্ডল হলুদবর্ণ। নাক হতে রক্ত স্রাব, চোখে অন্ধকার দেখে। পাকাশয় হতে উজ্জ্বল লাল বর্ণ রক্তবমন। উদরের নিম্নভাগে চাপবোধক বেদনা,

মলদ্বার হতে রক্ত স্রাব, রক্তাতিসার, রক্ত আমাশয়, প্রস্রাবও রক্ত মিশ্রিত, ঘন ঘন মূত্রবেগ, শ্বাসকষ্ট, উৎক্ষিপ্ত শ্লেষ্মায় রক্ত মিশ্রিত। স্ত্রী জনন ইন্দ্রিয় হতে উজ্জ্বল লাল বর্ণের রক্ত স্রাব ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী। পাকস্থলী, মুখ, ফুসফুস, নাসিকা, মলদ্বার, জনন ইন্দ্রিয় প্রভৃতি স্থানের রক্ত স্রাবে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার রক্তের রং উজ্জ্বল লাল। ধ্বজভঙ্গ, রতি ক্রিয়ার ইচ্ছা প্রবল কিন্তু ক্ষমতা নেই।

রোগ ও চিকিৎসা—নিম্নলিখিত রোগে ঔষধটি ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়—(১) শরীরের যে কোন দ্বার দিয়ে রক্ত স্রাব। (২) নাসিকা হতে রক্ত স্রাব। (৩) রক্ত স্রাবী অর্শ রোগে। (৪) রক্তাতিসার। (৫) রক্ত স্রাবী কাশি, মুখ দিয়ে রক্ত ওঠা। (৬) রমণীদের অতিস্রাব এবং রক্ত প্রদর। (৭) জরায়ু হতে আঘাতাদি কারণে রক্ত স্রাব ইত্যাদি রোগে Q খুব ভাল কাজ করে।

মাত্রা—Q ৮/১০ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য।

ফিলিক্স মাস (Filix Mas)

পরিচয়—অপর নাম মেল ফার্ণ, এস্পিডিয়াম, পলি পোভিয়াম ইত্যাদি। আমেরিকা জাত এক প্রকার গাছ। ইহার সরস মূল হতে মাদার টিংচার তৈরী হয়।

উপকারিতা—এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি উভয় ক্ষেত্রেই চিকিৎসকগণ ক্রিমির জন্য ব্যবহার করেন। বিশেষ করে ফিতা ক্রিমিতে (Tape worm) ইহার Q অব্যর্থ। ক্রিমি ছাড়াও কোষ্ঠকাঠিন্য, পেট ফোলা, ক্রিমিশূল বেদনা, পেটে খামচানি ব্যথা, উদরাময়, বমি, নাক চুলকানি, যন্ত্রণাবিহীন হিক্কা প্রভৃতি রোগ লক্ষণে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ইহা প্রধানত ক্রিমি রোগের ঔষধ তৎসহ কোষ্ঠকাঠিন্যের লক্ষণ থাকলে Q অব্যর্থ। ফিতা ক্রিমির লক্ষণ পেলে আর অন্য কোন ঔষধের কথা চিন্তা না করে ইহার Q সংগে সংগে ব্যবহার করা উচিত, অব্যর্থ ফল পাওয়া যায়। এছাড়াও যদি লসিকা গ্রন্থিগুলোর স্ফীতিভাব এবং নিষ্ক্রিয় ভাব দেখা যায় তবে ইহার ব্যবহার উপকারী। যুবক যুবতীদের ফুসফুস সংক্রান্ত টিউবারকুলোসিস, দেহের তাপমাত্রা থাকে না অর্থাৎ জ্বরের লক্ষণ দেখা যায় না, মাত্র নির্দিষ্ট কোন স্থান ক্ষতবৎ আক্রান্ত পূর্বে থাকে গন্ড মালা রোগ বলা হতো ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q ভাল কাজ করে। চোখের দৃষ্টি শক্তি কম। উদর স্ফীতি, খোঁচামারা বেদনা, মিষ্টি খেলে বৃদ্ধি, উদরাময় ও বমন, ক্রিমি রোগ হতে উদর শূল, নাক চুলকায়, মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যায় এবং চোখের চারিদিকে নীল দাগ পড়ে ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত রোগীর পক্ষে Q মহা উপকারী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে মিশ্রিত করে দিনে তিন বার সেব্য। ক্রিমির জন্য হলে উপবাসের পর সেবন করতে হবে।

ফ্রাগেরিয়া ভেসকা (Frageria Vesca)

পরিচয়—অপর নাম উড ষ্ট্রবেরি। ইউরোপের সর্বত্র এই জাতীয় গুল্ম মাঠে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। এই জাতীয় গুল্মের এক প্রকার ফল জন্মে। ইহার পাকা ফল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—পরিপোষণ ক্রিয়া এবং মধ্য অন্ত্র সংক্রান্ত গ্রন্থি সমূহের উপর ভাল কাজ করে। পাথুরি জন্মান রোধ করে এবং গেঁটে বাতের আক্রমণ নিবারণ করে। সদ্য প্রসূতি রমনী ইহা নিয়মিত কিছুদিন সেবন করলে স্তনে দুগ্ধের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। অনেক সময় বিভিন্ন কারণে স্তনে দুধের পরিমাণ কমে গেলে ইহার Q অব্যর্থ তবে কিছু দিন নিয়মিত ভাবে সেবন করতে হবে। ইহাতে ক্ষুধা বৃদ্ধি করে।

রোগ ও চিকিৎসা—মুখের ক্ষত—মুখের ক্ষতে ইহা খুবই উপকারী। জিহ্বা স্ফীত এবং জিহ্বার রঙ বিবর্ণ হয় জাম খেলে যেরূপ হয় তদ্রুপ জিহ্বা। এই লক্ষণে Q খুবই উপকারী।

চর্মরোগ—আমবাত চাকা চাকা ইরিসিপিলাসের ন্যায় উদ্ভেদ। সারা দেহ স্ফীত ফোলা ফোলা ভাব। চর্মের এই রূপ লক্ষণে Q অব্যর্থ।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার।

ফ্রাক্সিনাস এমিরিকানা (Fraxinus Americana)

পরিচয়—অপর নাম হোয়াইট অ্যাস। আমেরিকার এক প্রকার গুল্ম জাতীয় চারা গাছ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—জরায়ুর বিবৃদ্ধি, জরায়ুর স্থানচ্যুতি প্রসবের পর জরায়ুর আকার ঠিক স্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত না হওয়া, জরায়ুর সম্মুখ দিক বেঁকে আসা, জরায়ু পশ্চাৎ দিকে বেঁকে যাওয়া বা ঘুরে যাওয়া। জরায়ুর বহিঃনির্গমন, জরায়ুর টিউমার বাধক বেদনা প্রভৃতি রমণীদের কতগুলো জরায়ু সম্বন্ধীয় রোগে ইহা খুবই উপকারী। পায়ের তলায় খিল ধরায় ইহার Q অব্যর্থ। ইহা নিয়মিত সেবন করলে জরায়ু বন্ধনী (লিগামেন্ট) সবল হয় এবং জরায়ু যথাযথ স্থানে নীত হয়। ইহা স্ত্রীলোকদের পীড়ায় অনেকটা পেটেন্ট ঔষধের মত।

রোগ ও চিকিৎসা—মাথার যন্ত্রণা—মাথার পিছনে খুব দপদপকর বেদনা। স্নায়বিক অস্থিরতা এবং উদ্বেগ সহ অবসাদ। মস্তক শীর্ষে বিশেষ একটি স্থানে উত্তাপবোধ ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী।

জরায়ুর রোগ—জরায়ুর যে কোন রোগ লক্ষণে প্রথমেই আমাদের এই ঔষধটির কথা মনে পড়ে। জরায়ু বর্ধিত, প্রসারিত স্থান চ্যুতি, উল্টে যাওয়া ইত্যাদি যে কোন লক্ষণে Q উপকারী। জলের মত অনুত্তেজক প্রদর স্রাব,

সৌত্রিক অর্বুদ, নিম্ন দিকে চাপ দেওয়া পায়ে খিল ধরা বিকালে এবং রাত্রে বৃদ্ধি কষ্টকর রজস্রাব ইত্যাদি লক্ষণে Q খুব ভাল কাজ করে।

উদরগহ্বর—বাম কুঁচকি প্রদেশে স্পর্শকাতর নিম্নাভিমুখী বেদনা উরুদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী।

বিঃ দ্রঃ —ঠোঁটের উপর জ্বর ঠুঁটোর ইহা অব্যর্থ। ঠোঁটের উপর ফুসকুড়ির ন্যায় এক প্রকার উদ্ভেদ অনেক সময় দেখা যায়। এইগুলো সুড়সুড় করে এবং চুলকায়। ভিতরে স্বচ্ছ জলের মত পদার্থ থাকে, গলে গেলে জ্বালা পোড়া করে ইত্যাদি উদ্ভেদ অস্বস্তি সৃষ্টি করে। এই সব ক্ষেত্রে Q খুব ভাল কাজ করে। গলে গেলে তুলোয় করে সামান্য Q বাহ্যিক ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়।

মাত্রা—১০/১২ ফোঁটা সামান্য জলের সংগে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

ফিউকাস ভেসিকিউলোসাস (Fueus Vesiculosus)

পরিচয়—ইহার অপর নাম সি কেল্প। ইহা সমুদ্র জাত এক প্রকার গুল্ম। ইউরোপ ও আমেরিকার সমুদ্র তীরে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। এই সরস গুল্ম হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—স্থূলকায় এবং গলগন্ডের এবং অত্যন্ত কষ্টকর কোষ্ঠকাঠিন্যে বিশেষ উপকারী ঔষধ। মেদরোগ, সাধারণ গলগন্ড এবং চোখের তারকার বহিঃ-নিঃসরণ সহ গলগন্ড রোগের ইহা অব্যর্থ ঔষধ। ইহা হজম শক্তি বৃদ্ধি করে এবং পেট ফাঁপের খুব উপকারী ঔষধ। প্রচন্ড কোষ্ঠকাঠিন্য মনে হয় যেন কপাল একটি লোহার তারের বেড় দিয়ে চেপে ধরছে। মোটা ব্যক্তিদের গলগ্রন্থির বৃদ্ধি লক্ষণে ইহা যথেষ্ট উপকারী। প্রচন্ড পেট ফাঁপে ইহার Q ৩/৪ ফোঁটা করে ২/৩ বার সেবন করলে উপকার পাওয়া যায়।

মাত্রা—Q ৫/১০ ফোঁটা করে সামান্য জলের সংগে আহারের পূর্বে প্রত্যহ ৩/৪ বার সেব্য।

গ্যালেগা পারপিউরা (Galega Purpurea)

এই ঔষধটি প্রসূতি নিয়মিত ভাবে কিছু দিন সেবন করলে দুধের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়, যাদের স্তনের দুধ একেবারে কমে যায় তাদের পক্ষে এই ঔষধটি খুব উপকারী। ইহাতে ক্ষুধা এবং স্তনের দুধ বৃদ্ধি করে।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে প্রত্যহ ৩/৪ বার সেবন করা।

গ্যালিয়াম এপারাইন (Gallium Aperine)

পরিচয়—ইহার অপর নাম গুজ গ্লাস পুত্তর রবিন ইত্যাদি। ইহা এক প্রকার গাছ, ইউরোপ, এশিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। পুষ্প উদ্গম কালে সরস অবস্থায় এই গাছ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—ক্যানসারের মত ক্ষত এবং জিহ্বার উপর টিউমারের জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মূত্র যন্ত্রের উপর ইহা ভাল কাজ করে ইহা একটি মূত্রকারক অমূল্য ঔষধ। শোথ মূত্ররেণু মূত্র পাথরী রোগে ইহা খুব ভাল কাজ করে। মূত্র কষ্ট এবং মূত্র গ্রন্থি প্রদাহে অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। জিহ্বার উপর মাংসাংকুরবৎ অর্বুদ রোগে ইহা উপকারী। দীর্ঘকাল স্থায়ী চর্ম রোগে এবং স্কার্ভি রোগে ইহা ভাল কাজ করে।

মাত্রা—Q ২০/২৫ ফোঁটা এক কাপ জলের সঙ্গে মিশ্রিত করে দিনে ৩/৪ বার নিয়মিত ভাবে সেবন করতে হয়।

গ্যাম্বোজিয়া (Gambogia)

পরিচয়—ইহার অপর নাম গামি গুটি, গার্সিনিয়া মোরেল্লা। ইহা এক প্রকার রজন বিশেষ। চায়না, কোচিন প্রভৃতি স্থানে এক প্রকার বৃক্ষ জন্মে। এই গাছের গঁদ বা আঠা স্প্রিরিটে দ্রব করে মাদার টিংচার তৈরি করা হয়।

উপকারিতা—অন্ননালী সংক্রান্ত রোগে ঔষধটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এলোপ্যাথিতে ইহা জোলাপের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে হোমিওপ্যাথিতে উদরাময় ও কলেরা রোগ লক্ষণে ব্যবহৃত হয় এবং বিশেষ কার্যকরী ঔষধ। এই ঔষধটির সঙ্গে ক্রোটন, গ্রাটিওয়ালা, ইলাটোরিয়াম, চায়না, ওলিয়েন্ডার প্রভৃতি ঔষধের সংগে লক্ষণ গত সাদৃশ্য আছে। গ্যাম্বোজিয়ার বাহ্যে ক্রোটনের মত অত্যন্ত বেগ ও খুব জোরে নির্গত হবার ভাব থাকে আবার ক্রোটনের মতই হলদে রঙের পাতলা বাহ্য হয়। বাহ্য হঠাৎ পায় এবং খুব বেগে হড় হড় করে পিত্ত ভেদ হয়ে পেট খোলসা হয়। গ্যাম্বোজিয়ার আর একটি প্রধান লক্ষণ—রোগীকে প্রথমে কিছুক্ষণ বাহ্যের জন্য বসে বেগ দিতে হয়, বেগ দেবার পরে হঠাৎ খুব জোরে একেবারে সব মল নির্গত হয়ে যায় এবং রোগী আরাম বোধ করে, আবার কখনো কখনো বাহ্যের পরে মলদ্বার জ্বালা পোড়া করে। বাহ্যের পর পেটে বেদনা হয়, পেট ফোলে, পেট ফাঁপে। গ্রীষ্মকালীন উদরাময়ে ইহা বিশেষ উপকারী। শিশু এবং বৃদ্ধদের তরুণ বা পুরাতন উদরাময়ে ইহা খুব ভাল কাজ করে। বাহ্যের রঙ হলদে, সবুজ, গাঢ় সবুজ, আম মিশ্রিত, অজীর্ণ, দুর্গন্ধ যুক্ত এবং মলদ্বার হেজে যায় ইত্যাদি লক্ষণে Q অব্যর্থ।

রোগ ও চিকিৎসা —মাথার যন্ত্রণা—দুর্বলতা এবং তন্দ্রা ভাব সহ মাথায় ভার বোধ। দুটি চোখে খুব জ্বালা পোড়া ভাব ও চুলকানি। চোখের পাতা দুটি জুড়ে যায় তৎসহ হাঁচি ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী।

সৌত্রিক অর্বুদ, নিম্ন দিকে চাপ দেওয়া পায়ে খিল ধরা বিকালে এবং রাত্রে বৃদ্ধি কষ্টকর রজস্রাব ইত্যাদি লক্ষণে Q খুব ভাল কাজ করে।

উদরগহ্বর—বাম কুঁচকি প্রদেশে স্পর্শকাতর নিম্নাভিমুখী বেদনা উরুদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী।

বিঃ দ্রঃ —ঠোঁটের উপর জ্বর ঠুঁটোর ইহা অব্যর্থ। ঠোঁটের উপর ফুসকুড়ির ন্যায় এক প্রকার উদ্ভেদ অনেক সময় দেখা যায়। এইগুলো সুড়সুড় করে এবং চুলকায়। ভিতরে স্বচ্ছ জলের মত পদার্থ থাকে, গলে গেলে জ্বালা পোড়া করে ইত্যাদি উদ্ভেদ অস্বস্তি সৃষ্টি করে। এই সব ক্ষেত্রে Q খুব ভাল কাজ করে। গলে গেলে তুলোয় করে সামান্য Q বাহ্যিক ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়।

মাত্রা—১০/১২ ফোঁটা সামান্য জলের সংগে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

ফিউকাস ভেসিকিউলোসাস (Fueus Vesiculosus)

পরিচয়—ইহার অপর নাম সি কেল্প। ইহা সমুদ্র জাত এক প্রকার গুল্ম। ইউরোপ ও আমেরিকার সমুদ্র তীরে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। এই সরস গুল্ম হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—স্থূলকায় এবং গলগন্ডের এবং অত্যন্ত কষ্টকর কোষ্ঠকাঠিন্যে বিশেষ উপকারী ঔষধ। মেদরোগ, সাধারণ গলগন্ড এবং চোখের তারকার বহিঃ-নিঃসরণ সহ গলগন্ড রোগের ইহা অব্যর্থ ঔষধ। ইহা হজম শক্তি বৃদ্ধি করে এবং পেট ফাঁপের খুব উপকারী ঔষধ। প্রচন্ড কোষ্ঠকাঠিন্য মনে হয় যেন কপাল একটি লোহার তারের বেড় দিয়ে চেপে ধরছে। মোটা ব্যক্তিদের গলগ্রন্থির বৃদ্ধি লক্ষণে ইহা যথেষ্ট উপকারী। প্রচন্ড পেট ফাঁপে ইহার Q ৩/৪ ফোঁটা করে ২/৩ বার সেবন করলে উপকার পাওয়া যায়।

মাত্রা—Q ৫/১০ ফোঁটা করে সামান্য জলের সংগে আহারের পূর্বে প্রত্যহ ৩/৪ বার সেব্য।

গ্যালেগা পারপিউরা (Galega Purpurea)

এই ঔষধটি প্রসূতি নিয়মিত ভাবে কিছু দিন সেবন করলে দুধের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়, যাদের স্তনের দুধ একেবারে কমে যায় তাদের পক্ষে এই ঔষধটি খুব উপকারী। ইহাতে ক্ষুধা এবং স্তনের দুধ বৃদ্ধি করে।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে প্রত্যহ ৩/৪ বার সেবন করা।

গ্যালিয়াম এপারাইন (Gallium Aperine)

পরিচয়—ইহার অপর নাম গুজ গ্লাস পুত্তর রবিন ইত্যাদি। ইহা এক প্রকার গাছ, ইউরোপ, এশিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। পুষ্প উদ্গম কালে সরস অবস্থায় এই গাছ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—ক্যানসারের মত ক্ষত এবং জিহ্বার উপর টিউমারের জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মূত্র যন্ত্রের উপর ইহা ভাল কাজ করে ইহা একটি মূত্রকারক অমূল্য ঔষধ। শোথ মূত্ররেণু মূত্র পাথরী রোগে ইহা খুব ভাল কাজ করে। মূত্র কষ্ট এবং মূত্র গ্রন্থি প্রদাহে অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। জিহ্বার উপর মাংসাংকুরবৎ অর্বুদ রোগে ইহা উপকারী। দীর্ঘকাল স্থায়ী চর্ম রোগে এবং স্কার্ভি রোগে ইহা ভাল কাজ করে।

মাত্রা—Q ২০/২৫ ফোঁটা এক কাপ জলের সঙ্গে মিশ্রিত করে দিনে ৩/৪ বার নিয়মিত ভাবে সেবন করতে হয়।

গ্যাম্বোজিয়া (Gambogia)

পরিচয়—ইহার অপর নাম গামি গুটি, গার্সিনিয়া মোরেল্লা। ইহা এক প্রকার রজন বিশেষ। চায়না, কোচিন প্রভৃতি স্থানে এক প্রকার বৃক্ষ জন্মে। এই গাছের গঁদ বা আঠা স্প্রিরিটে দ্রব করে মাদার টিংচার তৈরি করা হয়।

উপকারিতা—অন্ননালী সংক্রান্ত রোগে ঔষধটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এলোপ্যাথিতে ইহা জোলাপের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে হোমিওপ্যাথিতে উদরাময় ও কলেরা রোগ লক্ষণে ব্যবহৃত হয় এবং বিশেষ কার্যকরী ঔষধ। এই ঔষধটির সঙ্গে ক্রোটন, গ্রাটিওয়ালা, ইলাটোরিয়াম, চায়না, ওলিয়েন্ডার প্রভৃতি ঔষধের সংগে লক্ষণ গত সাদৃশ্য আছে। গ্যাম্বোজিয়ার বাহ্যে ক্রোটনের মত অত্যন্ত বেগ ও খুব জোরে নির্গত হবার ভাব থাকে আবার ক্রোটনের মতই হলদে রঙের পাতলা বাহ্য হয়। বাহ্য হঠাৎ পায় এবং খুব বেগে হড় হড় করে পিত্ত ভেদ হয়ে পেট খোলসা হয়। গ্যাম্বোজিয়ার আর একটি প্রধান লক্ষণ—রোগীকে প্রথমে কিছুক্ষণ বাহ্যের জন্য বসে বেগ দিতে হয়, বেগ দেবার পরে হঠাৎ খুব জোরে একেবারে সব মল নির্গত হয়ে যায় এবং রোগী আরাম বোধ করে, আবার কখনো কখনো বাহ্যের পরে মলদ্বার জ্বালা পোড়া করে। বাহ্যের পর পেটে বেদনা হয়, পেট ফোলে, পেট ফাঁপে। গ্রীষ্মকালীন উদরাময়ে ইহা বিশেষ উপকারী। শিশু এবং বৃদ্ধদের তরুণ বা পুরাতন উদরাময়ে ইহা খুব ভাল কাজ করে। বাহ্যের রঙ হলদে, সবুজ, গাঢ় সবুজ, আম মিশ্রিত, অজীর্ণ, দুর্গন্ধ যুক্ত এবং মলদ্বার হেজে যায় ইত্যাদি লক্ষণে Q অব্যর্থ।

রোগ ও চিকিৎসা —মাথার যন্ত্রণা—দুর্বলতা এবং তন্দ্রা ভাব সহ মাথায় ভার বোধ। দুটি চোখে খুব জ্বালা পোড়া ভাব ও চুলকানি। চোখের পাতা দুটি জুড়ে যায় তৎসহ হাঁচি ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী।

পাকাশয়িক গোলযোগ—দাঁতের ধারে ঠান্ডাবোধ করে। পাকাশয়ের অত্যধিক উত্তেজনা, জিহ্বা ও গলার মধ্যে জ্বালা, চিড়িক মারে এবং শুষ্কতা বোধ হয়। আহারের পর পাকস্থলীতে বেদনা। উদর উর্ধ প্রদেশে স্পর্শকাতরতা। মল ত্যাগের পর তলপেটে বায়ু সঞ্চয় জনিত স্ফীত ভাব ও বেদনা। তল পেটে গড় গড় শব্দ করে। রক্ত আমাশয় সঞ্চিত পিত্তাকৃতি মল এবং কটিদেশে বেদনা। উদরাময় রোগে পিত্তমূল বেগের সংগে হঠাৎ নির্গত হয়। উদরে চাপ সহ্য হয় না। গ্রীষ্মকালে প্রচুর জলের মত মল বিশেষ করে বৃদ্ধদের। মেরুদন্ডের নিম্নতম অস্থিতে বেদনা ইত্যাদি লক্ষণে Q বিশেষ উপকারী।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

গলথেরিয়া প্রকামবেন্স (Gaultheria Procumbens)

পরিচয়—ইহার অপর নাম উইনটার গ্রীণ। গলথেরিয়া এক প্রকার গাছড়া। ইহার পাতা হতে এক প্রকার সুগন্ধি তেল নির্গত হয়। ইহার সরস পত্র হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—অসহ্য পাকাশয় শূল বেদনা, অদম্য ক্ষুধা, নিম্নউদরে তীব্র বেদনা, অদম্য বমি এবং অদম্য রতি ক্রিয়ার ইচ্ছা ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে Q খুবই উপকারী। প্রাদাহিক বাত রোগ, পার্শ্ববেদনা, সায়েটিকা এবং স্নায়ুশূল রোগের ক্ষেত্রে ঔষধটি বিশেষ উপযোগী। মূত্রাশয় ও প্রষ্টেট গ্রন্থির প্রদাহ, অস্বাভাবিক জনন ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা এবং মূত্র গ্রন্থির প্রদাহ ইত্যাদি ক্ষেত্রেও ইহা ভাল কাজ করে।

রোগ ও চিকিৎসা—মাথার যন্ত্রণা—মস্তক ও মুখের স্নায়ুশূল ইহা উপকারী।

পাকস্থলীর পীড়া—তরুণ পাকাশয় প্রদাহ, উদর উর্ধে খুব বেদনা। দীর্ঘ কাল স্থায়ী বমন। পাকাশয়ের প্রদাহ থাকা সত্ত্বেও খুব ক্ষুধার অনুভব। স্নায়বিক অবসাদ হেতু পাকাশয়ের শূল বেদনায় Q খুব ফল প্রদ।

চর্মরোগ—চর্মে চিড়িকমারা এবং জ্বালা, তীব্র অহি পূতন রোগ। শীতল জলে স্নান অসহ্য এবং ইহাতে রোগ উপসর্গ বৃদ্ধি পায়। অলিভ অয়েল প্রয়োগ করলে এবং শীতল বাতাস প্রবাহিত হতে থাকলে উপশম বোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q ভাল কাজ করে। চুলকানি এবং চর্ম রোগে Q বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ ব্যবহার করা যায়।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

জেলসিমিয়াম সেমপারভিরেনস (Gelsemium Sempervirens)

পরিচয়—অপর নাম ইয়লো জেসমিন। আমেরিকার এক প্রকার লতা জাতীয় গাছ। ইহার মূল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—সমগ্র স্নায়ুমন্ডলের উপর ইহার ক্রিয়া। অবসাদ, দুর্বলতা এবং কম্প ইহার প্রধান চরিত্র গত বৈশিষ্ট্য। মাথার যন্ত্রণা, উদরাময়, সর্দিকাশি, পক্ষাঘাত, স্ত্রীজনন ইন্দ্রিয়ের রোগ, কানের রোগ, ধ্বজভঙ্গ, হৃদযন্ত্রের পীড়া, জ্বর, হাম ইত্যাদি রোগ লক্ষণে ঔষধটি বিশেষ উপকারী।

প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য—(১) অবসাদ, দুর্বলতা, কম্পন। (২) পেশীগুলো নিয়ন্ত্রণে না থাকায় কোন কাজ কর্ম করতে পারে না। (৩) একাকী থাকতে ইচ্ছে করে। (৪) আনন্দ, ভয়, উত্তেজক সংবাদ হঠাৎ শুনে কোন পীড়ার উৎপত্তি। (৫) মাথার যন্ত্রণা আরম্ভ হবার পূর্বে চোখে অন্ধকার দেখে, প্রচুর পরিমাণে প্রস্রাব হলে শির পীড়ার উপশম হয়, আধকপালে মাথাব্যথা, ডানদিক আক্রান্ত। (৬) কোন স্থানে যেতে গেলে বাহ্য পায়। (৭) চোখের পাতা ভারী, এই জন্য চোখে খুলে রাখতে পারে না। (৮) পিপাসা থাকে না, চুপ করে শুয়ে থাকতে চায়। (৯) মাথার চাঁদিতে বেদনা। (১০) শরীর শিহরিয়ে উঠে এবং গা কাঁটা দেয় ইত্যাদি ঔষধটির প্রধান চারিত্রিক লক্ষণ। স্নায়ু সমূহের পক্ষাঘাত, মস্তিষ্কের জড়তা, ঘুম ঘুম ভাব, অবসন্নতা, কম্পন, পেশীগুলোর পক্ষাঘাত, পেশী সমূহের শিথিলতা এবং অবসন্নতা ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত রোগীর ক্ষেত্রে ইহা অমৃতবৎ।

রোগ ও চিকিৎসা—মাথার যন্ত্রণা—মাথা ঘোরে মাথার যন্ত্রণা পশ্চাৎ দিক হতে শুরু হয়, মাথায় ভার বোধ, যেন চারিদিকে ফিতা বাধা আছে। পশ্চাৎ দিকে শির পীড়া, প্রবল মাথা ধরা, মাথার পার্শ্বে বেদনা উহা কান, গন্ড ও নাক পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। বালিশের উপর মাথা উচু করে রাখলে উপশম বোধ। দুর্বলতা ও কম্পন তৎসহ মাথার যন্ত্রণায় Q অব্যর্থ। মনে রাখতে হবে—মাথা ব্যথা গরমে ও উত্তাপ প্রয়োগে বৃদ্ধি। মাথার যন্ত্রণা আরম্ভ হবার পূর্বে দৃষ্টি শক্তির হ্রাস এবং শির পীড়া বৃদ্ধি পেলে দৃষ্টি শক্তির পুনরাবির্ভাব এবং রমণীদের অধিক পরিমাণে রজ স্রাব হলে শির পীড়ার উপশম হয়।

সর্দিকাশি—হাঁচি, নাসিকামূলে পূর্ণতাবোধ, নাসারন্ধ্রের শুষ্কতা, জলের মত ক্ষতকর স্রাব তরল সর্দি তৎসহ জ্বর জ্বর ভাব এবং মাথায় যন্ত্রণা। তরুণ সর্দি, নাক দিয়ে হাজা কারক কাঁচা জল নির্গমন, টনসিল প্রদাহিত, টাটানি ব্যথা, কোন দ্রব্য গিলতে গেলে কষ্ট, খুক খুক করে বার বার কাশি কিন্তু গয়ার উঠে না, নাকের স্রাব গরম, সামান্য ঠান্ডা লাগলেই নাক দিয়ে জলের মত সর্দি ঝরে, মাথায় বেদনা ও মাথা ভারী, সর্বাংগে বেদনা ইত্যাদি লক্ষণে Q বিশেষ উপকারী।

উদরাময়—দুঃখ, ভয়, হঠাৎ কোন উত্তেজক সংবাদ শুনে মানসিক কষ্টে উদরাময় দেখা দিলে ইহা উপকারী। আর একটি আশ্চর্য লক্ষণ এই যে, রোগী কোন স্থানে যাবার চিন্তা করলে, বা কোন স্থানে যাবার জন্য কাপড় চোপড়

পরলে বাহ্যের বেগ আসে, মল বেদনা বিহীন এবং অনিচ্ছায় নির্গত। সরলান্ত্র ও গুহ্য দ্বার পেশীর আংশিক পক্ষাঘাত, মূত্র—প্রচুর, স্বচ্ছ, জলের মত তৎসহ শীত শীত ভাব, কম্পন, মূত্র বোধ ইত্যাদি লক্ষণে Q উপযোগী।

পক্ষাঘাত—স্বরযন্ত্রের পক্ষাঘাত এই জন্য ফ্যাস ফ্যাস করে কথা কয়। গলনালীর পক্ষাঘাত এই জন্য কোন দ্রব্য গিলতে গেলে কষ্ট বোধ, অন্ননালীর পক্ষাঘাত এই জন্য কোন দ্রব্য গিলতে পারে না। চোখের পাতায় পক্ষাঘাত এই জন্য চোখের পাতা ঝুলে পড়ে, মলদ্বার পেশীর পক্ষাঘাত এই জন্য মল অসাড়ে নির্গত হয়, মূত্র থলির গ্রীবার পক্ষাঘাত এই জন্য প্রস্রাব নিঃসরণ বন্ধ হয়ে মূত্রথলি ফুলে উঠে, প্রস্রাব থেমে থেমে নির্গত হয়, প্রস্রাব শেষ হলেও রোগী মনে করে কতকটা প্রস্রাব ভিতরে থেকে গেল। জিহ্বার পক্ষাঘাত এই জন্য কথা স্পষ্ট উচ্চারণ করতে পারে না, জিহ্বা ভারী ও অসাড় বোধ হয়, কোন কোন সময় রোগীর মুখ মন্ডল রক্তিমবর্ণ এবং কণ্ঠস্বর ভারী ইত্যাদি লক্ষণে Q অত্যন্ত উপযোগী ঔষধ।

হৃদযন্ত্রের পীড়া—হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া অতি ক্ষীণ, রোগী মনে করে যেন তার হৃৎপিন্ডের গতি এখনি বন্ধ হয়ে যাবে, নাড়ী অতি ক্ষীণ ও কোমল। বুক ধড়ফড় করে, বুকে চাপ বোধ, মনে হয় গলার ভিতর একটা চাপ বা ডেলা আটকে আছে। মনে করে অবিরত নড়াচড়া করে হৃদযন্ত্রকে সবল রাখতে হবে নতুবা উহা বন্ধ হয়ে যাবে। রোগী যখন স্থির থাকে তখন নাড়ী ধীর কিন্তু চলাফেরা করলেই উহা দ্রুত হয় ইত্যাদি লক্ষণে Q ব্যবহার করলে উপকার।

হাম—হামের পূর্ব লক্ষণ—যখন অত্যন্ত জ্বর, চোখ দিয়ে জল পড়া, হাঁচি, কাশি, সর্দি, শুকনো কাশি, পিচুটি, মুখ মন্ডল থমথমে ও রক্তিমবর্ণ, আচ্ছন্নতা, চমকে উঠে ইত্যাদি লক্ষণে Q ব্যবহার করলে জ্বরের তাপমাত্রা কমে যাবে এবং হাম বের হয়ে পড়বে তৎসহ অন্যান্য উপসর্গ দূর হবে।

জ্বর—সবিরাম, অবিরাম, স্বল্প বিরাম, এক জ্বর, প্লীহা ও যকৃৎ দোষযুক্ত জ্বর, সর্দি জ্বর ইত্যাদিতে Q উপকারী। শিশুদের এই জাতীয় জ্বরে Q অব্যর্থ।

টাইফয়েড জ্বর—টাইফয়েড জ্বরের প্রথমাবস্থায় যখন গা ব্যথা, দুর্বলতা, মুখমন্ডল লাল, থমথমে, আচ্ছন্ন ভাব ইত্যাদি লক্ষণগুলো থাকে তখন জেলসিমিয়াম Q অব্যর্থ। টাইফয়েড জ্বরের প্রথমাবস্থায় উদরাময় বা কোষ্ঠকাঠিন্যের লক্ষণ থাকলে তখনও এই ঔষধ উপকারী কিন্তু টাইফয়েড জ্বরের লক্ষণগুলো অতি পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ পেলে তখন আর ইহাতে উপকার হবে না, তখন ব্যাপটেসিয়া।

স্ত্রীজনন ইন্দ্রিয়ের পীড়া—ঋতুর সময় প্রসব বেদনার ন্যায় তলপেটে বেদনা। জরায়ুর সম্মুখ ভাগ চেপে ধরার ন্যায় বেদনা। যদি মাথার বেদনার সঙ্গে জরায়ুতে প্রচন্ড বেদনার ভাব বর্তমান থাকে এবং সেই বেদনা কোমরে ও

পাছায় প্রসারিত হয় তবে Q উপকারী। জরায়ুর মুখে কঠিনতা সহ যোনিপথের প্রদাহ, বেদনা পিঠের দিকে উঠে, রজকষ্ট, সামান্য মাত্র রজস্রাব হয়ে যায়, পিঠে ও কটিদেশে বেদনা থাকে, ঋতুস্রাবকালে স্বররোধ ও গলা বেদনা, মনে হয় জরায়ু মোড়াচ্ছে ইত্যাদিতে Q উপকারী।

চোখের পীড়া—চোখের পাতা ভারী, চোখের পাতা ঝুলে পড়ে, রোগী চোখ খুলতে পারে না, দ্বিত্ব দৃষ্টি, চোখের মাংসপেশীর দুর্বলতা, দৃষ্টি শক্তি অস্পষ্ট, ধোঁয়ার মত, চোখের গোলকে স্নায়ুশূল তৎসহ মাংস পেশীর সংকোচন এবং আক্ষেপ, চোখের গোলকের পশ্চাতে ছিড়ে যাবার ন্যায় বেদনা, হিষ্টিরিয়া রোগজাত ক্ষীণ দৃষ্টি। এক চোখের তারকা প্রসারিত অপরটি সংকুচিত ইত্যাদি লক্ষণে Q বিশেষ ফলপ্রদ।

মানসিক পীড়া—এই ঔষধটির মানসিক লক্ষণ অতি গুরুত্বপূর্ণ। চুপ করে বসে থাকতে চায়। জড় বুদ্ধি, অলস প্রকৃতির এবং অমনোযোগী। বিচার বুদ্ধিও জড়তা গ্রস্ত। নিজের রোগ সম্পর্কে উদাসীন। সম্পূর্ণ ভয়শূন্য, ঘুমিয়ে পড়লে ভুল বকে। ভয় অথবা উত্তেজনার কোন কারণ ঘটলে অসুখে পড়ে। আদৌ নড়াচড়া করতে চায় না। কেহ কাছে গেলে বা গায়ে হাত দিলে বিরক্ত বোধ করে ইত্যাদি মানসিক লক্ষণগুলো ঔষধটি নির্বাচন করার পূর্বে বিবেচনা করতে হবে।

কম্পন ভাব—পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে সমগ্র স্নায়ু মন্ডলীর উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। শরীরে অবসন্নতা বোধ এবং শৈথিল্য ভাব, মাংসপেশী অসাড় হয়ে যায় এই জন্য রোগী হাত পা ইচ্ছামত সঞ্চালন করতে পারে না, এই লক্ষণগুলো ধীরে ধীরে সৃষ্টি হয়। রোগী প্রথমে ক্লান্ত দুর্বলতা ও নিস্তেজ ভাব অনুভব করে। হাত পা কাঁপে, জিহ্বা বের করলে কাঁপে এই কম্পনই দুর্বলতার প্রধান লক্ষণ। সর্ব শরীরে স্নায়বিক দুর্বলতা, আংগুল কাঁপে আংগুল দ্বারা কাজ করতে পারে না। হাত পা কামড়ায়, হঠাৎ চমকে উঠে ইত্যাদি লক্ষণে Q উপযোগী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

জেনসিয়ানা চিরতা (Gentiana Chirata)

পরিচয়—অপর নাম চিরতা। এক জাতীয় গুল্ম উদ্ভিদ, আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। এই গুল্ম হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। আজকাল হোমিওপ্যাথিক মতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হচ্ছে।

উপকারিতা—চিরতা একটি পিত্তদোষ নিবারক জ্বরের ঔষধ। ইহা যেমন জ্বর রোগে ফলপ্রদ তেমনি ক্রিমি জনিত উপসর্গ দূর করে। পিত্তাধিক্য যুক্ত সবিরাম জ্বর অজীর্ণ রোগ, লিভারের ক্রিয়াঘটিত গোল যোগ প্রভৃতি ক্ষেত্রে

ইহার উপযোগিতা দেখা দেয়। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে পুরাতন জ্বরে যে সুদর্শন চূর্ণ হয় তা চিরতা হতে প্রস্তুত। জ্বরে যেখানে কুইনাইন বা ক্যাপসুল ব্যবহার করে উপকার পাওয়া যায় না সেখানে চিরতা প্রয়োগ করে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায় অথচ কুইনাইনের মত কুফল সৃষ্টি হয় না।

জ্বর—শীত অবস্থা দীর্ঘ স্থায়ী কিন্তু পিপাসা থাকে না। বরং গরম জল পান করতে চায়। উত্তাপ অবস্থা সাধারণত তিন ঘন্টা স্থায়ী হয় পরে ঘাম দেখা যায়। সারা দেহে কখনই ঘাম হয় না কেবল মাত্র কাঁধে ও উরু দেশে অল্প অল্প ঘাম প্রকাশ পায়। শীত অবস্থায় বমি বমি ভাব ও পিত্তবমন দেখা যায়। উত্তাপ অবস্থায় অতি অল্প তৃষ্ণা। জ্বর আসার কোন নির্দিষ্ট সময় নেই, যে কোন সময় জ্বরের আক্রমণ হতে পারে। জ্বর প্রকাশ পাবার সাথে সাথে চোখে জ্বালা পোড়া অনুভূত হয়। ঐ জ্বালা সমগ্র জ্বর ভোগ কালে নিবৃত্ত হয় না। জ্বরের এই জাতীয় Q বিশেষ উপকারী।

পেটের পীড়া—হজম শক্তির অভাব মাঝে মাঝেই পেট ফাঁপ দেয় কোন কিছু খেয়ে ভাল করে হজম করতে পারে না, ক্ষুধা পায় না, পেটে বায়ু জমে অস্বস্থি বোধ হয় মনমরা হয়ে পড়ে ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী।

ক্রিমি—ইহা দ্বারা ক্রিমি দোষ নিবারিত হয়। ক্রিমি রোগে ইহার Q এক মাত্রা করে দিনে একবার খেলেই যথেষ্ট।

অন্যান্য রোগ লক্ষণ—(১) সমস্ত মাথায় বেদনার ভাব কপালে টান বোধ মাথায় শীত শীত ভাব। চোখে ভয়ংকর জ্বালা পোড়া, চক্ষু গোলকের শিরাগুলো লালবর্ণ কানে গুণ গুণ শব্দ কানের উপরাংশ লাল মনে হয় সেখান থেকে তাপ বের হচ্ছে। নাক শুষ্ক হঠাৎ হাঁচি হয়ে চোখ নাক দিয়ে তরুণ শ্লেষ্মা বের হয়। মুখে ভয়ানক বিশ্রী স্বাদ মুখ হতে দুর্গন্ধ বের হয়। গলায় বেদনা গরম জলে আরাম বোধ। (২) জ্বরের সময় ঘন ঘন নিঃশ্বাস বায়ু নালীতে শুষ্ক শ্লেষ্মা, জোরে নিঃশ্বাস নিলে বেদনা বোধ, পেটে বায়ু জমে দিনে ৩/৪ বার পাতলা বাহ্য হয় লিভার এবং প্লীহার বেদনা বোধ লিভার ও প্লীহা বর্ধিত। কিডনীতে চিন চিন করে ব্যথা। জনন ইন্দ্রিয় শিথিল, প্রস্রাবে জ্বালা পোড়া, প্রস্রাব ঘোর লাল বর্ণ ও শুক্র ক্ষরণ। (৩) পায়ে চিবানো ব্যথা, হাড়ের ভিতর মজ্জার মধ্যে যেন বিদ্যুৎ চমকায় টিপলে আরাম বোধ। উৎকট ম্যালেরিয়া রোগেও ইহা ভাল কাজ করে। জ্বর ১০৪°/১০৫° পর্যন্ত উঠে তৎসহ প্রলাপ বকে, হাত পা, মুখ ও চোখে ভীষণ জ্বালা পোড়া বুকে যন্ত্রণা যেন ফেটে যায় এইরূপ যন্ত্রণা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার Q অব্যর্থ। এই ঔষধটির অশেষ উপকারি। চিরতার জল চুলকানির খুব উপকার। যদি পেটে প্রাতঃকালে চিরতার জল মিছরিসহ সেবন করলে চেটো ক্রিমি দমন থাকে। পিত্তাধিক্য লক্ষণে চোখ মুখ, হাত পায়ের জ্বালা চিরতা ভেজানো জলে দূর হয়, প্রত্যহ সকালে সেব্য। চিরতা ভিজানো জল সকাল-বিকাল দু চামচ করে খেলে শারীরিক দুর্বলতা দূর হয়।

মাত্রা—Q ২০/২৫ ফোঁটা করে দিনে ৩ বার।

জেনসিয়ানা লুটিয়া (Gensiana Lutea)

পরিচয়—অপর নাম হলদে জেনসিয়াম। এক প্রকার গাছের মূল হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—পাকস্থলীর পীড়ায় উপকারী। ইহা ক্ষুধা বৃদ্ধি করে। নাভীর স্থানে তীব্র বেদনায় ইহার Q অব্যর্থ। সবিরাম জ্বর, বদ হজম এবং শিশু কলেরার খুব উপকারী ঔষধ। ইহার পাকাশয় লক্ষণই প্রধান। ইহা টনিকের ন্যায় কাজ করে ক্ষুধা বৃদ্ধি করে এবং শরীর সুস্থ ও সবল করে তোলে।

রোগ ও চিকিৎসা ঃ—মাথার যন্ত্রণা —ভীষণ মাথা ঘোরায়, বিছানা থেকে উঠলে এবং সামান্য সঞ্চালনে বৃদ্ধি কিন্তু খোলা বাতাসে উপশম। মাথার সম্মুখ দিকে শিরঃপীড়া। আহারে এবং খোলা বাতাসে উপশম। মস্তিষ্ক আলগাবোধ হয় এবং মাথায় স্পর্শকাতর ভাব তৎসহ চোখের বেদনা ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী।

পাকস্থলীর পীড়া—অম্ল উদ্গার, অত্যন্ত ক্ষুধা, বমি বমি ভাব, পেটে ভার বোধ এবং কামড়ানি ব্যথা। পাকস্থলী ও নিম্ন উদরের বায়ু স্ফীতি, উদর শূল, পেট ফাঁপ, পেটে প্রচুর বায়ু জমে এবং অস্বস্থি বোধ করে, নাভিদেশে বেদনার অনুভূতি। গল গহ্বর শুষ্ক এবং গাঢ় লালা পড়ে ইত্যাদি লক্ষণে Q বিশেষ উপযোগী।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৩/৪ বার।

জিরেনিয়াম ম্যাকুলেটাম (Geranium Maculatum)

পরিচয়—অপর নাম ক্রেনস বিল (crane's bill)। ইহা এক প্রকার বাৎসরিক গুল্ম। সরস মূল হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—রক্তকাশ ও রক্ত বমন যখন অন্য কোন ঔষধে কাজ হচ্ছে না তখন ইহার Q ১৫/২০ ফোঁটা রোগের উগ্রতা অনুসারে ২/৩ বার ১/২ ঘন্টা অন্তর সেব্য ইহা তখন যাদু মন্ত্রের কাজ করে। পাকস্থলীর ক্ষতে ও শিশু উদরাময়ে Q ভাল কাজ করে।

রোগ ও চিকিৎসা—পাকস্থলীর পীড়া—পাকস্থলীর সর্দিজ প্রদাহ এবং পাকাশয়ের ক্ষত ও গৌণভাবে রক্ত স্রাবের প্রবণতা। ইহা পাকাশয়ের ক্ষত রোগে বমন উপশমিত করে। অবিরত মল কিন্তু বাহ্যে বসে কিছুক্ষণ মলত্যাগ করতে পারে না। পুরাতন উদরাময় তৎসহ আম নিঃসরণ, কোষ্ঠকাঠিন্য ভাব। পাকস্থলীর ক্ষত হতে হোক, পাকস্থলী হতে হোক, ফুসফুস হতে হোক, উহা অল্প হোক আর বেশী হোক, মুখ দিয়ে ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠে এবং রোগীর অবস্থা সংকটাপন্ন এমত অবস্থায় ইহার Q সেবন করালে রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে রোগী খুব শীঘ্রই পুনর্জীবন লাভ করবে। রক্ত বমন এবং রক্তকাশে ইহা অব্যর্থ।

স্ত্রীজনন ইন্দ্রিয় জনিত রোগ—ঋতুস্রাব অত্যধিক প্রসবান্তিক রক্ত স্রাব, স্তনের বোঁটা প্রদাহিত ইত্যাদি লক্ষণেও Q ব্যবহার করা উচিত।

বিঃ দ্রঃ—প্রখ্যাত চিকিৎসাবিদ্ ডাঃ এচ. আর. আর্নও তার প্রাকটিস অব মেডিসিনে উল্লেখ করেন (Simple uleer of the Stomach অধ্যায়ের শেষাংশে) হেমাটিমেসিস পরিচ্ছদে—"It has been offirmed that Geranium Maculatum given in half drochm does relives when all other medicines failed," ডাঃ উইলিয়াম বোরিক তার মেটিরিয়া মেডিকায় জিরেনিয়াম ম্যাকুলেটাম অধ্যায়ের প্রথমাংশে লিখেছেন—Profuse haemorrhages from different organs. Vomiting of blood" পাকস্থলীর ক্ষত হতে হোক বা অন্য যে কোন কারণে হোক যদি মুখ দিয়ে রক্ত পড়ে তবে ইহার Q অব্যর্থ।

মাত্রা—পাকাশয়ের ক্ষত রোগে Q অর্ধ ড্রাম মাত্রায় ১/২ ঘন্টা বা ৩/৪ ঘন্টা (রোগীর উগ্রতা অনুসারে) অন্তর সেব্য। ইহা বাহ্যিক ভাবে প্রয়োগ করলে ক্ষত রোগের পচা পর্দা নষ্ট হয় এবং উপকার পাওয়া যায়।

জিনসেং (Ginseng)

পরিচয়—ইহার অপর নাম টাটার শিকড়, এরেলিয়া কুইনকুফোলিয়া, প্যানাক্স, ওয়াইল্ড্ জিনসেং ইত্যাদি। আমেরিকা ও চীন দেশের এক প্রকার গাছ। ইহার শুষ্ক মূল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—সর্ববিধ হিক্কার মহা ঔষধ। পুরুষ জনন ইন্দ্রিয়ের দুর্বলতা অনবরত শুক্র ক্ষয় হয়ে বাত রোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী। ক্ষরণশীল গ্রন্থি সমূহের বিশেষ করে লালা স্রাবী গ্রন্থির উত্তেজনা সাধন করে। মেরু মজ্জার নিম্ন অংশে ভাল কাজ করে। ইহার Q কটিবাত, সায়েটিকা বাত এবং বাত রোগে উপকারী। পক্ষঘাতিক দুর্বলতা, হিক্কা ছাড়াও চর্ম লক্ষণে ঘাড়ে ও বুকে চুলকানি যুক্ত পীড়ায় উপকারী।

রোগ ও চিকিৎসা—মাথায় যন্ত্রণা—মাথা ঘোরে, তৎসহ চোখের সম্মুখে ধূসর বর্ণের দাগ পড়ে। এক পার্শ্বিক শিরঃপীড়া, মাথার পশ্চাৎ দিকে বেদনা, চোখ খুলতে কষ্ট হয়। বস্তুসমূহ দুটি দেখে ইত্যাদি সহ মাথার যন্ত্রণায় Q উপকারী।

পেটের পীড়া—উদরে টেনে ধরার ন্যায় ভাব, যন্ত্রণাদায়ক বেদনা, গড়গড় শব্দ হয়। ডান পাশে বেদনা, পেটের মধ্যে কুলকুল শব্দ, অন্ত্রের প্রদাহ, তালু মূল গ্রন্থির প্রদাহ ইত্যাদি লক্ষণে Q ভাল কাজ করে।

পুং জনন ইন্দ্রিয়ের রোগ—বার বার শুক্র ক্ষরণ এবং ইহার ফলে পরবর্তী সময় বাত রোগ দেখা দেয়। জনন ইন্দ্রিয়ের দুর্বলতা। মূত্র নালীর শেষ ভাগে

কামোদ্দীপক সুড়সুড়ি এবং কামোত্তেজনা। অন্ডকোষে চাপ বোধ ইত্যাদি রোগ লক্ষণে Q উপযোগী।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বেদনা—হাত দুটি স্ফীত বোধ, চর্মে টান টান বোধ, সংকোচন বোধ, পিঠে এবং মেরুদন্ডে শীতলতা বোধ, শিরশির করে উঠে। পিঠের নিম্ন অংশে এবং উরু দেশে পিষে ফেলার ন্যায় বেদনা। রাত্রে ডান দিকের নিম্ন অংগের আঙ্গুলগুলো পর্যন্ত ঘুড়ে ফেলার ন্যায় বেদনা। হাতের আঙ্গুলের ডগায় জ্বালাকর উত্তাপ। সন্ধিগুলো কঠিন এবং আড়ষ্ট। নিম্নভাগে ভার বোধ। সন্ধিগুলোতে কটকট শব্দ, পিঠে অবশ ভাব ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে Q বিশেষ উপকার সাধন করে।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা সামান্য জলের সঙ্গে মিশ্রিত করে ৩০ মিঃ অন্তর সেব্য।

ন্যাফালিয়াম পোলিসেপ (Gnaphalium Polyceph)

পরিচয়—অপর নাম কাড় উইড, ওলড্ ব্যালসাম, ইন্ডিয়ান লোজি ইত্যাদি। ইহা এক প্রকার বাৎসরিক গুল্ম। এই গুল্ম হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—সায়েটিকা রোগে আক্রান্ত স্থানে অবশতার ভাব থাকলে Q অব্যর্থ। মুখের এবং নিম্নাঙ্গের স্নায়ু শূল বেদনাতে ইহা উপকারী। সায়েটিকা রোগ সায়েটিকা নার্ভ যতদূর পর্যন্ত পরিচালিত ততদূর পর্যন্ত অর্থাৎ কোমর হতে উরুর পশ্চাদ ভাগ দিয়ে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ভীষণ বেদনা। যদি সেই বেদনার সংগে অসাড়ভাব থাকে অথবা একবার বেদনা অসাড় ভাব থাকে Q তখন অব্যর্থ ঔষধ। পায়ের বুড়ো আঙ্গুলে বাতের মত বেদনা এবং স্ত্রীলোকদের স্বল্প রজ স্রাব এবং তলপেটে ভারী বোধ এবং বেদনাসহ বাধক বেদনায় ইহার Q উপকারী। পুরাতন কোমরের বেদনা (Lumbago) বিশ্রামে উপশম হলে তাতেও Q উপকারী। পেটের মধ্যে গুর গুর গুর গুর শব্দ। পিঠের মধ্যে নানা স্থানে কলিক বেদনা এবং শিশু কলেরার প্রথমাবস্থায় বাহ্য বমিতে Q উপকারী। মাঢ়ীর বিশেষ করে উপরের মাঢ়ীর অস্থিতে সবিরাম বেদনা এবং যন্ত্রণায় ইহা উপকারী।

অন্যান্য রোগ—উদরের পীড়া—অন্ত্রে বায়ু জমে পেট ডাকে। শূল বেদনা, তল পেটের বিভিন্ন স্থানে বেদনা, প্রষ্টেট গ্রন্থির প্রদাহ। শিশু কলেরার প্রাথমিক অবস্থায় যখন ইন্দ্রিয় বমি ও পাতলা পায়খানা শুরু হয় তখন Q অব্যর্থ।

স্ত্রী জনন ইন্দ্রিয়ের পীড়া—বস্তি গহ্বরে পূর্ণতা ও চাপ বোধ। রজ কষ্ট, সামান্য মাত্র ও কষ্টকর ঋতু স্রাব ইত্যাদি ক্ষেত্রেও Q উপকারী।

পিঠের বেদনা—কটিদেশের পুরাতন বেদনা, চিৎ হয়ে শুলে উপশম। কটি বাত তৎসহ পিঠের নিম্নাংশে অবশতা এবং কোমরে ভার বোধ। বিছানায় শায়িত অবস্থায় জংঘা ও পায়ে খিল ধরা, পায়ের গোড়ালিতে বেদনা। পিঠে এবং গলার পেশীতে পুরাতন বাত ব্যথা ইত্যাদি লক্ষণে Q ভাল কাজ করে।

মাত্রা—Q ৫/৬ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে মিশ্রিত করে দিনে ৪ বার।

গসিপিয়াম হারবাসিয়াম (Gossipium Herbaceum)

পরিচয়—অপর নাম কার্পাস গাছ। এক জাতীয় তুলার গাছ, ইহার নরম মূল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—ইহা একটি উৎকৃষ্ট রজ নিঃসারক ঔষধ। যোনিদেশ ফোলা, চুলকানি, ডিম্বকোষে সবিরাম বেদনা, প্রসবের পর ফুল না পড়া, গর্ভাবস্থায় বমি। ঋতু স্রাব বন্ধ, বোধ হয় যেন ঋতু হবে কিন্তু হয় না। স্রাবের রক্ত জলের মত এবং ফ্যাকাসে, কোমর ও তল পেটে অত্যন্ত বেদনা। প্রাত ভোজনের পূর্বে বমি বমি ভাব, বমির ইচ্ছা, ঋতুকালীন পেটের উপরের দিকে বেদনা এবং মোচড়ানো ভাব, খেতে ইচ্ছে হয় না, ক্ষুধাহীনতা, বমি, ডিম্বকোষে হুল ফুটানো বেদনা ও জ্বালা, জরায়ুর স্থানচ্যুতি এবং চোখের উপর অংশে বেদনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপযোগী। ইহা নিয়মিত সেবনে জরায়ু ক্রিয়ার ত্রুটিও গর্ভকালীন বহু উপসর্গ দূর করে। বিলম্বিত ঋতু বিশেষ করে যখন মনে হয় এই বুঝি ঋতু দেখা দিবে কিন্তু তা হয় না এমত অবস্থায় Q অব্যর্থ। লম্বা, রক্তহীনা রমণী, মাঝে মাঝে স্নায়বিক কম্পন দেখা দেয় তাদের পক্ষে ঔষধটি পরম উপকারী।

রোগ ও চিকিৎসা—পাকস্থলীর পীড়া—পাকাশয়ে বেদনা এবং এক প্রকার অস্বস্থিকর মোচড়ানো বেদনার ভাব। প্রাতকালে এই ভাব বৃদ্ধি পায় এবং আহারের পূর্বে বমিভাব। ক্ষুধাহীনতা, কিছু খেতে চায় না বিশেষ করে ঋতু কালে মোটেই ক্ষুধার ভাব থাকে না। গ্রীবাদেশে বেদনা তৎসহ স্নায়বিকতার জন্য মাথাটা পেছনের দিকে হেলে রাখে ইত্যাদি লক্ষণে Q বিশেষ উপকারী।

স্ত্রী-জনন ইন্দ্রিয়ের রোগ—যোনি ওষ্ঠ স্ফীত এবং চুলকানি যুক্ত। ডিম্বাশয়ে থেকে থেকে বেদনার উদ্রেক, প্রসবের পর ফুল আটকে থাকা। বগলের গ্রন্থি স্ফীতিসহ স্তনে অর্বুদ। প্রাতকালীন বমি ও বমি বমি ভাব, তৎসহ জরায়ু প্রদেশে স্পর্শ কাতরতা। ঋতু স্রাব জলের মত। পিঠে বেদনা। বস্তি প্রদেশে টেনে ধরার ন্যায় বেদনা ও চাপ বোধ। প্রসবের পর জরায়ুর স্থানচ্যুতি এবং জরায়ুর বেদনা। জরায়ুতে অর্বুদ তৎসহ পাকাশয়ে বেদনা ও দুর্বলতা ইত্যাদি লক্ষণে Q বিশেষ উপকারী। এই ঔষধটি আর্গটের সমগুণ।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা প্রত্যহ ৪/৫ বার সেব্য।

গ্রানেটাম (Granatum)

পরিচয়—অপর নাম ডালিম গাছ। আমাদের দেশের ডালিম গাছের শিকড়ের ছাল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—ফিতা ক্রিমি বের করার জন্য ডালিম ছাল প্রাচীন কাল থেকেই আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। হোমিওপ্যাথি শাস্ত্রে ইহা শুধু ফিতা ক্রিমির জন্য নয় সকল ক্রিমির জন্যই ব্যবহৃত হয়। ইহার Q ক্রিমির খুব ফলপ্রদ ঔষধ, ইহা যথারীতি সেবন করলে সুতা ক্রিমি নির্গত হয়।

রোগ ও চিকিৎসা—ক্রিমি রোগ—মুখে জল উঠা, গা বমি বমি, চোখ কোটরাগত, চোখের মনি বড় হওয়া, অনবরত মাথা ঘোরা, ক্ষীণ দৃষ্টি, রাক্ষুসে ক্ষুধা, বদ হজম, প্রচুর পরিমাণে আহার করা সত্ত্বেও শরীর শুকিয়ে যায়, পেটে বেদনা, নাভীর স্থানে বেদনা এবং স্ফীতি ভাব, মলদ্বার কুট কুট করে, নাক চুলকায় আংগুল ও নখ খোটে, ফ্যাকাসে চেহারা, তড়কা প্রভৃতি সমস্ত লক্ষণগুলোই যদি ক্রিমি রোগ হেতু হয় তবে Q অব্যর্থ। এই ঔষধটি সিনা, কোয়াসিয়া, টিউক্রিয়াম প্রভৃতির সমগুণ। ডালিমের শিকরের ছাল জলে সিদ্ধ করে ২/১ চামচ মাত্রায় রোজ ভোরে খালি পেটে সেবন করলে ক্রিমি রোগের উপকার হয়। ইহার রোগী অভিমানী, কৃপণ ও কলহ প্রিয় এবং নিজের অসুখের জন্যই সর্বদা সতর্ক থাকে।

উদরের রোগ—তলপেট ও পাকস্থলীতে খুব বেদনা, নাভির চারিদিকে অধিক বেদনা। বিফল মলবেগ, গুহ্য দ্বারে চুলকানি, যোনি প্রদেশে টানপড়া ভাব যেন অন্ত্রবৃদ্ধি (হার্নিয়া) দেখা দিবে। নাভির চারিদিকে অন্ত্রবৃদ্ধির ন্যায় স্ফীতিভাব। অনবরত ক্ষুধার ভাব, জীর্ণ শক্তির খুব অভাব, কিছু খেয়ে হজম করতে পারে না। মাংসক্ষয়, রাত্রে বমি হয় ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী।

চর্মরোগ—হাতের তালুতে চুলকানি, মনে হয় উদ্ভেদ গুলো শিঘ্রই প্রকাশিত হবে। চর্ম পাণ্ডু বর্ণ।

অংগ-প্রত্যঙ্গের বেদনা—স্কন্ধের চারিদিকে বেদনা, মনে হয় কোন ভারী বোঝা বহন করছে, সব আংগুলের সন্ধিতে ব্যথা। জানু সন্ধিতে ছিড়ে ফেলার ন্যায় ব্যথা। আক্ষেপ সদৃশ অংগ চালনা। এই সব লক্ষণে Q উপকারী।

মাত্রা—Q ৫/৬ ফোঁটা করে দিনে ৩ বার সেব্য।

গ্র্যাটিওলা অফিসিনালিস (Gratiola Officinalis)

পরিচয়—অপর নাম হেজ হিসপ্। ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে জাত এক প্রকার গুল্ম। এই গুল্ম হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—ইহা সাধারণতঃ উদরাময় এবং পেটের অসুখেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ইহা স্থূল মাত্রায় সেবন করলে প্রবল বমি, অত্যন্ত অধিক পরিমাণে

ভেদ এবং প্রস্রাব বৃদ্ধি করে। অতিরিক্ত ঠান্ডা জল পান হেতু কোন পীড়া হলে ইহার Q অব্যর্থ। বাহ্যের রঙ সবুজ, বাহ্যের সংগে ফেনা তৎসহ পেট ফোলা, বাহ্যের পর মল দ্বারে জ্বালা, খুব জোরে বাহ্য হওয়া, পেটে বেদনা না থাকা, মাথায় খুব বেদনা তৎসহ বাহ্য ও বমি ইত্যাদি লক্ষণে Q ব্যবহার খুব উপকারী। মল দ্বারে ছোট ছোট ক্রিমি থাকে, মল দ্বার জ্বালা করে, গা বমি বমি করে ইত্যাদি লক্ষণেও ইহা উপকারী। পাকাশয় অন্ত্র প্রদেশে বিশেষ কাজ করে এই ঔষধটি। পুরাতন সর্দি, রক্ত স্রাব এবং গনোরিয়া প্রভৃতি রোগেও ইহা উপকারী।

রোগ ও চিকিৎসা ঃ—মাথার যন্ত্রণা—বমন সহ মাথার যন্ত্রণা। মাথায় রক্তোচ্ছাস ও তৎসহ দৃষ্টি লোপ। মনে হয় যেন মস্তিষ্ক সংকুচিত এবং মাথা যেন ক্ষুদ্রাকার হয়ে যাচ্ছে। চর্মে ভাঁজসহ কপালে টান ধরা। চোখ শুষ্ক ও জ্বালাকর। ক্ষীণ দৃষ্টি।

পাকস্থলীর রোগ—আহারের সময় ও পূর্বে শিরঘূর্ণন। আহারের পরই ক্ষুধার ভাব এবং পেট খালি খালি বোধ। পাকস্থলীর অস্বাভাবিক স্ফীতি সহ ক্ষুধা হীনতা। রাত্রি কালের আহারের পর এবং রাত্রে খিল ধরা ও শূলবেদনা তৎসহ তল পেটের স্ফীতি ও কোষ্ঠকাঠিন্য। তরল দ্রব্য পানে বিতৃষ্ণা। এই সব লক্ষণে Q অব্যর্থ।

ঋতুস্রাব—অকালে ঋতু স্রাব আরম্ভ হয়ে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে স্রাব এবং সেই স্রাব অধিকদিন স্থায়ী হলে Q উপকারী। অনিদ্রারোগেও ইহা উপকার করে। ডান স্তনে তীব্র বেদনা। প্রদর স্রাব ইত্যাদিতে Q উপকারী।

মলের লক্ষণ—উদরাময়, সবুজ, ফেনাযুক্ত, জলের মত পাতলা সজোরে নির্গত হয়।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৩ বার সেব্য।

গ্রিনডেলিয়া রোবাষ্টা (Grindelia Robusta)

পরিচয়—অপর নাম রোজিন উড। ইহা এক প্রকার গুল্ম জাতীয় লতানো গাছ। ইহা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—বুকের কতগুলো রোগে ইহা অব্যর্থ। ব্রংকিয়াল এজমা, কার্ডিয়াক এজমা, ক্রনিক ব্রংকাইটিস, ব্রংকো নিউমোনিয়া প্রভৃতি কতগুলো রোগে অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট, বিছানায় শুতে না পারা, কাশি, অধিক পরিমাণে চটচটে গয়ার উঠে, গয়ার উঠে সামান্য উপশম বোধ হয় ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে Q বিশেষ উপকারী। হুপিং কফে যখন অধিক পরিমাণে গয়ার উঠে তখন ইহাতে উপকার। হৃৎপিন্ডের কোন পীড়ায় রোগী ঘুমাতে পারে না হঠাৎ যেন শ্বাসবন্ধের উপক্রম হয় এই জন্য হঠাৎ ধড়ফড় করে উঠে, নিঃশ্বাস ফেলার জন্য আঁকু পাঁকু

করে। প্লীহার স্ফীতি এবং উহাতে তীব্র বেদনা, ঐ বেদনা উরু পর্যন্ত নামে এই জন্য রোগী অস্থির হয়ে পড়ে ইত্যাদি লক্ষণে Q উপযোগী।

রোগ ও চিকিৎসা—মাথার যন্ত্রণা—মাথায় পূর্ণতা বোধ মনে হয় কুইনাইন খেয়েছে, মাথা ঘোরায়, চোখের তারকায় বেদনা। বেদনা মস্তিষ্ক পর্যন্ত ধাবিত হয়, চোখ ঘুরালে বেদনার বৃদ্ধি, তারকাদ্বয় বিস্ফারিত, পূজময় চোখের প্রদাহ এবং উপতারার প্রদাহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী।

শ্বাস যন্ত্রের রোগ—ব্রংকাইটিস রোগীর বুকে চাপবোধ এবং বুকে সাঁ সাঁ শব্দ। ফেনাময় শ্লেষ্মা উঠে। হাঁপানি কাশিতে প্রচুর দুশ্ছেদ্য শ্লেষ্মা উঠে এবং উহাতে উপশম হয়। ঘুমের মধ্যে শ্বাস বন্ধ হয় এবং লাফিয়ে উঠে এবং নিঃশ্বাসের জন্য খাবি খায়, উঠে বসে শ্বাস লইতে বাধ্য হয়। শায়িত অবস্থায় শ্বাস লইতে পারে না। হুপিং কাশি এবং প্রচুর শ্লেষ্মা স্রাব, দুশ্ছেদ্য সাদা শ্লেষ্মা স্রাব এবং বুকে সাঁই সাঁই শব্দ। হৃদ যন্ত্র এবং শ্বাসক্রিয়া দুর্বল, শুয়ে শ্বাস নিতে খুবই অসুবিধা ইত্যাদি লক্ষণে Q বিশেষ উপকারী।

প্লীহা রোগ—প্লীহা স্থানে কেটে ফেলার ন্যায় বেদনা, ঐ বেদনা উরু দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত, প্লীহা বর্ধিত হয় ইত্যাদি লক্ষণে Q ভাল কাজ করে।

চর্ম রোগ—চর্মে পাটলিকার ন্যায় উদ্ভেদ, উহাতে তীব্র জ্বালা ও চুলকানি। ফোস্কার মত ও পুঁজবটীর ন্যায় উদ্ভেদ। পোড়া নারাংগা। জ্বালা ও তৎসহ স্ফীতি, ক্ষত, চুলকানি, বেগুনে বর্ণের ত্বক ইত্যাদি লক্ষণে Q বিশেষ ফলপ্রদ।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে সামান্য জলের সংগে দিনে ৪/৫ বার সেব্য। প্রখ্যাত ডাঃ গ্রিন্ডেল্ বোটানিষ্টের নামানুসারে ঔষধটির নাম হয় গ্রিন্ডেলিয়া।

গুয়াকো (Guaco)

পরিচয়—অপর নাম মিলক্যানিয়া গুয়াকো, মিকানিয়া ইত্যাদি। ইহা এক প্রকার গুল্ম। এই গুল্ম হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—মেরুদন্ডের ইরিটেশান, জিহ্বা ভারী, জিহ্বা নাড়াচাড়া করতে কষ্ট, ট্রেকিয়া এবং লেরিংস সংকুচিত, গিলতে কষ্ট, প্রস্রাব ধোয়ার মত, প্রস্রাবে ফসফেট, ডেলস্টেয়েড পেশী, কাধ, কনুই, আংগুল, গোড়ালি এবং পায়ের তলায় বেদনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী।

অন্যান্য রোগ এবং চিকিৎসা—পিঠের বেদনা—স্কন্ধাস্থির মধ্যে বেদনা, উহা সম্মুখ বাহু পর্যন্ত প্রসারিত। ঘাড়ে জ্বালা, মেরুদন্ডে বেদনা, অবনত হলে বৃদ্ধি। উরু ও কটি দেশে ক্লান্তি বোধ। মাথায় যন্ত্রণা, মুখ লাল, জিহ্বায় ভার বোধ। কটিদেশ ও ত্রিকাস্থিতে বেদনাসহ উদরাময় ও আমাশয়। কোন কিছু

গিলতে কষ্ট হয়। মেরুদন্ডের উত্তেজনা, মেরুদন্ডের লক্ষণগুলোই বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q ব্য .র করা উচিত।

স্ত্রীজনন ইন্দ্রিয়ের পীড়া—প্রদরস্রাব অত্যধিক পরিমাণ, ক্ষত কারক, দুর্গন্ধ এবং দুর্বলকর। রাত্রি কালে চুলকানি এবং জ্বালা। মেরুদন্ডে বেদনা। মনে হয় জনন ইন্দ্রিয়ের মধ্যে আগুন ছুটছে। মূত্রের পরিমাণ বেশী, ফসফেট যুক্ত এবং মূত্রাধার স্থানে বেদনা ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী।

হাত পায়ের বেদনা—স্কন্ধের ত্রিকোন পেশী, স্কন্ধ, বাহু, আংগুলে বেদনা। উরুসন্ধিতে বেদনা। পা দুটি ভাব বোধ। গোড়ালি ও পদতলে বেদনা, নিম্নাংগের পক্ষাঘাত, সঞ্চালনে বৃদ্ধি ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপযোগী। এই ঔষধটি স্নায়ুমন্ডল ও স্ত্রী জনন ইন্দ্রিয়ের উপর ক্রিয়া বেশি করে। বধিরতা—জিহ্বা ভারী, নাড়াতে কষ্ট ইত্যাদি লক্ষণগুলো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য।

গুয়াইয়াকাম অফিসিনালিস (Guaiacum officinalis)

পরিচয়—অপর নাম লিগনাম ভাইটি, পেলাস স্যাংটাস, লিগনাম ভোট গাছ হতে প্রস্তুত রজন। এক জাতীয় চির হরিৎ বৃক্ষ, ইহার ধূমবৎ নির্যাস হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—রজন হতে প্রস্তুত এই ঔষধটি এন্টি সোরিক এবং ইহা ফাইব্রাস টিসুর উপর ভাল কাজ করে। গনোরিয়া রোগের দ্বিতীয় অবস্থার উপসর্গে এবং বেতো ধাতুতে ইহার ক্রিয়া অধিক প্রকাশ পায়। তরুণ বাত এবং উহার প্রদাহ যন্ত্রণায় ইহার Q অব্যর্থ। সৌত্রিক তন্তুসমূহের উপর ইহার যথেষ্ট ক্রিয়া। সন্ধিবাত প্রধান ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ উপযোগী। বাত রোগ এবং তালুমূল গ্রন্থি প্রদাহ। সিফিলিসের দ্বিতীয় অবস্থা। অতিরিক্ত দুর্গন্ধযুক্ত ঘাম। সারাদেহ হতে দুর্গন্ধ ছাড়ে। ফোঁড়া পাকিয়ে দেয়। অংগ প্রত্যংগ টেনে ধরে, ঐ গুলো শক্ত হয় এবং গতি শক্তি থাকে না ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপযোগী।

রোগ ও চিকিৎসা—গেঁটে বাত—বাত রোগে ঔষধটি খুবই মূল্যবান। হাতে বাত, কাঁধে বাত, সায়েটিকা, কোমরে বেদনা, গোড়ালির গাঁটে বেদনা—উহা সমস্ত পা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। মাথায় ও ঘাড়ে বাতের বেদনা, মাথার খুলীতে বেদনা, তরুণ বাত, হাটু ফোলা, হাটুর প্রদাহ যন্ত্রণা, সামান্য চাপে যন্ত্রণার বৃদ্ধি, আক্রান্ত স্থানে তাপ বা গরম সহ্য না হওয়া ইত্যাদি তরুণ প্রদাহের লক্ষণ সমূহে Q খুব ভাল কাজ করে। হাঁটুতে আঘাত লেগে সাইনু ভাইটিস (জানুসন্ধির) প্রদাহ হলে Q উপকারী। গর্মী-পারা সম্ভূত বাত রোগ উক্ত প্রকার লক্ষণে Q উপকারী। মনে রাখতে হবে, এই

ঔষধে পেশী বন্ধনী, টেন্ডন সংকুচিত হয়ে ক্ষুদ্র হয় এবং উহাতে অংগের বিকৃতি ঘটে, রোগী ইচ্ছামত চলাফেরা করতে পারে না, পুরাতন বাতে প্রায়ই এই সব লক্ষণ দেখা যায়, এছাড়া পুরাতন বাতে গাঁটে এক প্রকার ছোট ছোট পাথর কুচির মত পদার্থ (Concretion) জন্মায় এই ক্ষেত্রে Q অব্যর্থ।

বেদনা—মাথা হতে ঘাড় পর্যন্ত বেদনা। ঘাড়ে কামড়ানি। গ্রীবাদেশের আড়ষ্টতা এবং স্কন্ধে বেদনা। স্কন্ধাস্থি হতে মস্তকের পশ্চাৎ দিক পর্যন্ত খোঁচামারা ব্যথা। স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যে টেনে ধরার ন্যায় বেদনা। অংগ প্রত্যংগে বাতের বেদনা। বেদনা কামড়ানো প্রকৃতির। নিতম্বে খোঁচা মারা বেদনা। সায়েটিকা ও কটি বাত। গেঁটে বাতজ সংকোচন ও ছিন্নকর বেদনা। আড়ষ্টতার জন্য অংগ প্রত্যংগ নাড়াতে পারে না। গোড়ালির বেদনা পা পর্যন্ত উঠে যায় এই জন্য ঘোড়ার মত চলতে হয়। অংগ প্রত্যংগে হুল ফুটানো ব্যথা। সন্ধিবাতগ্রস্ত অংগে ছুরি মারার ন্যায় বেদনা তারপর অংগটির সংকোচন এবং আক্রান্ত অংগে উত্তাপ বোধ। এই সব বেদনায় Q উপকারী।

টনসিল প্রদাহ ও গলক্ষত—টনসিল প্রদাহের প্রথমাবস্থায় ইহা খুব উপকারী। গণোরিয়া ও সিফিলিস রোগের দ্বিতীয় অবস্থায় মুখের ভিতর, গলায়, তালুতে ক্ষত, ক্ষত ধীরে ধীরে আক্রান্ত স্থান ছিদ্র করে ফেলে এই সব ক্ষেত্রে Q খুব ভাল কাজ করে।

স্ত্রী ব্যাধি—বেতো রমণীদের ডিম্ব কোষের প্রদাহ, বাধক বেদনা, অনিয়মিত ঋতু স্রাব, মূত্রাশয়ে উত্তেজনা এবং কষ্টকর ঋতু স্রাব ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী।

শ্বাস যন্ত্রের পীড়া—অত্যন্ত কষ্টদায়ক শুষ্ক কাশি ইহাতে দম বন্ধের মত হয়, প্লুরিসির মত বুকে সূঁচ ফুটানো বেদনা। মনে হয় শ্বাস রোধ হবে, কাশির পর দুর্গন্ধ যুক্ত নিঃশ্বাস। ফুসফুস আবেষ্টনীতে খোঁচা মারা ব্যথা। বুক প্রসারিত করলে বুকে লাগে তৎসহ কফ না উঠা পর্যন্ত শ্বাস কষ্ট ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী।

প্রস্রাবের পীড়া—অনবরত বেগ, প্রস্রাবে অত্যন্ত কটু দুর্গন্ধ, প্রস্রাবের পর মূত্র থলিতে এবং মূত্র থলির মুখে সূঁচ ফুটানো বেদনা। মূত্র ত্যাগ কালে তীব্র খোঁচা মারা ব্যথা ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী।

পাকস্থলীর পীড়া—জিহ্বা কন্টকিত। আপেল ও অন্যান্য ফল খেতে চায় দুধ খেতে চায় না। পাকস্থলীতে জ্বালা, উদরের উর্ধ অংশে সংকোচন বোধ। পেটের মধ্যে উত্তাপ বোধ, অন্ত্রে যেন খাদ্য ফুটতে থাকে। অন্ত্রে বায়ু সঞ্চয়, উদরাময়, শিশু কলেরা ইত্যাদি রোগে ইহার Q উপকারী।

বিঃ দ্রঃ—এই ঔষধ দ্বারা বেতো ধাতুর (arthritic diathesis) রোগীদের কানের পীড়া, দাঁতের পীড়া, প্রস্রাবের পীড়া, চোখের পীড়া প্রভৃতি রোগে সুফল পাওয়া যায়।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা সামান্য জলের সঙ্গে মিশ্রিত করে প্রতি ২/১ ঘন্টা অন্তর সেব্য।

গুলঞ্চ (Gulancha)

পরিচয়—ইহার ইংরাজী নাম টাইনোসপোরা কর্ডি ফোলিয়া। বাংলা নাম গুলঞ্চ। বহুকাল হতে ইহা আমাদের দেশে ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হয়ে আসছে এবং এমন কি এলোপ্যাথিতে 'এক্সট্রাকট গুলঞ্চ" নামক একটি পেটেন্ট ঔষধ প্রচলিত আছে।

উপকারিতা—গুলঞ্চ প্লীহা বর্ধনের সঙ্গে পুরাতন জ্বরের প্রসিদ্ধ ঔষধ এবং নানা প্রকার জ্বরের পাচনের মধ্যে ইহা ব্যবহৃত হয়। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে ইহা তরুণ ও পুরাতন জ্বরে, কম্প জ্বরে, বাত জ্বরে, পিত্ত প্রধান জ্বরে, শীত প্রধান যুক্ত কম্প জ্বরে মাথায় গাত্র দাহ ও পিত্ত বমি, মেহ ঘটিত পুরাতন জ্বরে, জন্ডিস জ্বরে চোখ মুখ হরিদ্রাবর্ণ হলে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এছাড়া বাত, পিত্ত, কফ ইত্যাদি যে কোন কারণে বমি হতে থাকলে Q উপকারী। বারবার জ্বর হয়ে শরীর দুর্বল হলে, শুক্রক্ষয় জনিত দুর্বলতায়, সর্বাঙ্গীন বাতে, স্তন্য দুগ্ধ শোধনে ইহা অত্যন্ত উপকারী। হোমিওপ্যাথিতে বিভিন্ন রোগ লক্ষণে ইহা ব্যবহৃত হচ্ছে। তরুণ ম্যালেরিয়ায় সেখানে জ্বর প্রাতে আসে এবং তৎসহ শীত, কম্পন, পিত্ত বমন, পিপাসা, মাথা ব্যথা ইত্যাদি লক্ষণ সমূহ বর্তমান থাকে তখন ইহার Q খুব উপকারী। তরুণ প্রমেহ, বারবার অল্প অল্প মূত্র, তৎসহ জ্বালা পোড়া, পুজ পড়া ইত্যাদি ক্ষেত্রেও Q ভাল কাজ করে।

জ্বর—ম্যালেরিয়া জ্বরে Q অত্যন্ত ফলপ্রদ। জ্বর প্রাতঃকালে আসে, জ্বরের সঙ্গে পিত্ত বমন, পিপাসা, মাথা ধরা প্রভৃতি উপসর্গ থাকে। জ্বর আক্রমণের সময় সাধারণত প্রাতে ৯—১০টা বা বিকাল ৪—৫টা। জ্বরে শীত ও পিত্ত বমন লক্ষণ থাকলে Q অব্যর্থ। তরুণ ও পুরাতন উভয়বিধ ম্যালেরিয়া জ্বরে ঔষধটি ব্যবহার করে সুফল পাওয়া গেছে। জ্বর অপরাহ্নে আসলে শীত শীত করে উহা প্রকাশ পায়। সাথে পিত্ত বমন, জ্বালা পোড়া ও পিপাসার লক্ষণ থাকে। যে সকল জ্বরে এইসব লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায় সেখানে কালবিলম্ব না করে Q ব্যবস্থা করলে সুফল পাওয়া যায়।

দুর্বলতা—ইহার Q দুর্বলতা দূর করে। জ্বরের পরবর্তী দুর্বলতায় ইহা একটি ঔষধ। রোগী অতি দুর্বল, এই দুর্বলতার কারণ বারবার জ্বর ভোগ এবং অনিচ্ছায় যথেষ্ট শুক্রপাত। এই সকল ক্ষেত্রে ঔষধটি টনিকের মত কাজ করে।

পেটের পীড়া—অজীর্ণ, ডিসপেপসিয়া, প্রস্রবের পরবর্তী অম্লজীর্ণ ইত্যাদি রোগ লক্ষণে Q অত্যন্ত ফলপ্রদ। অরুচি, খেতে ইচ্ছা করে না, কোন কিছু খেয়ে হজম করতে পারে না ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q অব্যর্থ।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

গাইনেমা মেষশৃঙ্গী (Gymnema Sylvestre)

পরিচয়—ইংরাজী নাম Gymnema Sylvestre, বাংলা নাম মেষশৃঙ্গী। ইহা এক প্রকার লতানো গাছ। মধ্য ভারত ও মাদ্রাজে ইহা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে মধ্যমেহ এবং নানা প্রকার মূত্র রোগে ইহার উপযোগিতার কথা উল্লেখ আছে। এই ঔষধটি মধুমেহ রোগে অব্যর্থ। ইহা সকল প্রকার মধুমেহ রোগে ব্যবহার করা যায়। ইহার লতা ও পাতা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

রোগ ও চিকিৎসা—মধুমেহ—সকল প্রকার মধুমেহ রোগে Q অব্যর্থ। ইহা যথারীতি সেবন করলে অতি শীঘ্র মূত্রে এবং রক্তের শর্করার ভাগ কমিয়ে দেয় এবং রোগীর ওজন এবং মাংস পেশী সমূহ বৃদ্ধি লাভ করে। স্বাভাবিক ভাবে ক্ষুধা বৃদ্ধি করে। রোগীর মানসিক, শারীরিক এবং রতি বিষয়ক উন্নতি সাধন করে। মূত্র হতে শর্করার ভাগ কমাতে অন্য কোন ঔষধই ইহার মতো উৎকৃষ্ট নয়। মূত্রের শর্করার ভাগ কমাতে Q অব্যর্থ। অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ মধুমেহ রোগে ইহা ব্যবহার করে বিফল হন নাই। ইংল্যান্ডের চিকিৎসক ডাঃ গয়বেকলে এই ঔষধটি পরীক্ষা করে ইহার গুণ প্রমাণিত করেন। তিনি লিখেছেন আমি ঔষধটি দৃঢ়তার সংগে মধুমেহ রোগের শ্রেষ্ঠ ঔষধ রূপে গ্রহণ করতে পারি। ঔষধটি আর একবার সংগ্রহ করতে পারলে আবার পরীক্ষা করার ইচ্ছা আছে।

মূত্ররোগ—মূত্রে শর্করার পরিমাণ খুব বেশী, মূত্র ত্যাগের পর রোগী যেন খুব দুর্বলতার ভাব অনুভব করে, দিন-রাত অনেক বার মূত্র ত্যাগ করে। মূত্রে আক্ষেপিক গুরুত্ব খুব বেশী, মূত্র পরীক্ষায় প্রচুর পরিমাণে শর্করা পাওয়া যায়, সর্ব শরীরে জ্বালা পোড়া। দেহে কার্বংকল ও নানা প্রকার ফোঁড়া হয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী।

মাত্রা—Q ৮/১০ ফোঁটা সামান্য জলের সঙ্গে মিশ্রিত করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

গাইনোকার্ডিয়াম ওডোরেটা (Gynocardium odorata)

পরিচয়—বাংলা নাম চালমুগরা। হিমালয়ের পাদদেশে, সিকিম, খাসিয়া পাহাড় প্রভৃতি অঞ্চলে ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মে। ইহার বীজ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—ইহা চর্ম রোগের পরম উপকারী ঔষধ। কুষ্ঠ, খোস-পাঁচড়া এবং অন্যান্য চর্ম রোগে ইহা বাহ্যিকভাবে অত্যন্ত সুফলের সংগে আজ কাল ব্যবহৃত হচ্ছে। চালমুগরা এখন পর্যন্ত সুস্থ দেহে হোমিওপ্যাথিক মতে পরীক্ষিত হয় নাই। তবে হোমিওপ্যাথিক মতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হচ্ছে। এক ভাগ বীজ চূর্ণ ও উহার ৫ গুণ এ্যালকোহল যোগে হোমিওপ্যাথিক

ফার্মাকোপিয়ার ৮ম ফরমূলা অনুসারে Q প্রস্তুত। আভ্যন্তরিক ভাবে নানাবিধ চর্ম রোগে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ইহা কুষ্ঠ রোগের একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলে পরিচিত। উপদংশের গৌণ অবস্থাতেও উহার ব্যবহার বিশেষ ফল দায়ক। প্রখ্যাত চিকিৎসাবিদ ডাঃ জে. এইচ, এলেন তাঁর প্রসিদ্ধ চর্মরোগ নামক গ্রন্থে কুষ্ঠ রোগে চালমুগরার উপযোগিতা সম্বন্ধে লিখেছেন—'ঔষধটি প্রত্যহ $\frac{1}{2}$ ড্রাম মাত্রায় ব্যবহৃত হয়ে ত্রিনিদাদ দ্বীপের কুষ্ঠ হাসপাতালে যথেষ্ট উপকার দর্শিত হয়েছে। ইহার Q আভ্যন্তরীণ ভাবে ব্যবহৃত হয়।

মাত্রা—Q ১০/১৫ ফোঁটা করে দিনে এক বার সেব্য।

জিমনোক্লেডাস ক্যানাডেনসিস (Gymnodadus Conadenus)

পরিচয়—অপর নাম গিলান্‌ডিন্ ডাইওইকা, কেন্টকী কফি গাছ, আমেরিকার কফি গাছ ইত্যাদি। আমেরিকার এক প্রকার কফি গাছ। এই গাছের ফল বীজ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—গলা বেদনা, গল-মধ্যে গায় চকচকে রক্তিমাভ ভাব এবং মুখের ইরিসিপ্লাস সদৃশ স্ফীতি ইহার বিশেষ লক্ষণ। আমবাত লক্ষণে Q উপকারী। মাথার যন্ত্রণা, কপালে এবং চোখের উপরে দপদপ কর ব্যথা তৎসহ জিহ্বায় নীলাভ সাদা প্রলেপ, চোখে জ্বালা পোড়া ইত্যাদি লক্ষণে Q বিশেষ উপকারী। গলক্ষত, মুখ গহ্বর ও টনসিল লাল মুখ মন্ডল ইরিসিপেলাসের মত ফোলা ভাব, গলায় সর্দি জমে এবং অনবরত কফ তোলার চেষ্টা করে ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q অব্যর্থ।

মুখমন্ডল ফোলা—মুখমন্ডলে বিসর্পের ন্যায় উদ্ভেদের জন্য স্ফীতি ভাব, মনে হয় যেন মুখের উপর মাছি হাঁটছে, দাঁতে স্পর্শকাতরতার দোষ ইত্যাদি লক্ষণে Q বিশেষ উপকারী।

গলগহ্বরের পীড়া—টাটানি, গলগ্রন্থি ও গলার অভ্যন্তর ভাগ চকচকে লালবর্ণ এবং সেখানে খোঁচামারা বেদনা। গলার মধ্যে শ্লেষ্মা জমে থাকে, হক হক করে কাশে, শুষ্ক কাশির সঙ্গে গলার মধ্যে সুড়সুড়ি ভাব এবং অস্বস্থি বোধ ইত্যাদি লক্ষণে Q উপযোগী।

পেটের পীড়া—গ্যাষ্ট্রিক শূল বেদনা, অতিরিক্ত মদ্য পান হেতু রোগের সৃষ্টি, ক্ষুধা হীনতা, পেটে ভার বোধ, পেটে বায়ু জমা, আহারের পরেই রোগ লক্ষণ বৃদ্ধি পায়, বমি এবং বমি ভাব, বমির সঙ্গে দড়ির মত শ্লেষ্মা যুক্ত কফ নিঃসরণ এবং তৎসহ রক্ত, পেটের মধ্যে গোলাকার ক্ষত সৃষ্টি ইত্যাদি লক্ষণে Q ভাল কাজ করে। এই ঔষধটির সংগে ল্যাকনেনথাস, ল্যাকেসিস এবং এলিয়ান খাসের বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে সামান্য জলের সংগে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

হেমামেলিস ভার্জিনিকা (Hamamelis Virginica)

পরিচয়—অপর নাম ট্রিলোপাস ডেনটেটা, উইচ হেজেল আমেরিকার জংগলে এই গুল্ম প্রচুর পরিমাণে জন্মে। ইহা হতে এলোপ্যাথির হেজেলিন প্রস্তুত হয়। এই গুল্মের তাজা শিকড় ও ছাল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—শিরা হতে রক্ত স্রাব, শিরায় রক্তাধিক্যতা, অর্শ ইত্যাদি হতে রক্ত স্রাব প্রভৃতি রক্ত স্রাব সম্বন্ধীয় যাবতীয় রোগে ইহার Q উপযোগী। আক্রান্ত স্থানে থেঁতলান ব্যথা লক্ষণে Q অব্যর্থ। শিরার উপরই ইহার অধিক ক্রিয়া। এই ঔষধটির কথা আমরা তখন স্মরণ করি যখন শিরায় রক্ত সঞ্চয়, রক্ত স্রাব, শিরা স্ফীতি, অর্শ বলি তৎসহ আক্রান্ত স্থানে ছড়ে যাবার ন্যায় বেদনা লক্ষ্য করি। রক্ত স্রাব জনিত দুর্বলতার সঙ্গে খোলা ও বেদনা যুক্ত ক্ষতে বিশেষ উপযোগী।

রোগ ও চিকিৎসা—রক্তস্রাব—শরীরের কোন স্থান হতে রক্ত স্রাব হতে থাকলে এবং সেই রক্তের রঙ একটু কালো এবং চাপ চাপ হয় তবে Q অব্যর্থ। ঔষধটির বিশেষ ক্রিয়া শিরা সমূহের উপর। শিরার রক্ত বিশুদ্ধ নয় এই জন্য দেখতে কালো বর্ণের। যদি কখনো দেখা যায় যে রক্তের রঙ একটু কালচে, ঘন এবং সে স্থান হতে রক্ত স্রাব হচ্ছে সেখানে আঘাত লাগার ন্যায় বেদনা ও টাটানি ভাব থাকে, রক্ত স্রাব হওয়া সত্ত্বেও রোগীর মনে ভয় বা কোন প্রকার উদ্বেগ থাকে না, এছাড়াও তৎসহ মাথায় মুগুর মারার মত বেদনা ইত্যাদি লক্ষণ থাকে, তাহলে শরীরের যে কোন স্থান বা দ্বার হতে রক্ত স্রাব হোক না কেন হ্যমামেলিস Q অব্যর্থ।

চোখের পীড়া—চোখ বেদনা, দুর্বলতা এবং চোখে টাটানি ব্যথা, চোখ রক্ত বর্ণ, রক্ত বহা নাড়ীগুলো পূর্ণ, মনে হয় চোখ বাইরের দিকে ঠেলে আসছে। চোখ হতে রক্ত স্রাব তা কাশির ধমকেই হোক আর আঘাত লেগেই হোক আর্ণিকার চেয়ে হ্যামামেলিস উপকারী বেশী।

স্ত্রী জনন ইন্দ্রিয়ের পীড়া—ডিম্বাশয়ের রক্তাধিক্য এবং স্নায়ুশূল, ঐ স্থানে টাটানি ব্যথা, জরায়ু হতে রক্ত স্রাব তৎসহ পিঠে বেদনা, ঋতু স্রাব প্রচুর, কালোবর্ণ তৎসহ তল পেটে ব্যথা, দুই ঋতু কালের পরবর্তী সময়ে প্রচুর রজ স্রাব। দুই ঋতুর মধ্যবর্তী কালে বেদনা। যোনি দেশে স্পর্শ দ্বেষ। প্রচুর শ্বেতপ্রদর স্রাব, যোনি কপাটে চুলকানি, প্রসবের পর পা ফোলা, প্রসবের পর অর্শ এবং স্তনবৃন্তে বেদনা। অতি রজ, অপ্রবল স্রাব, জরায়ুর আক্ষেপিক সংকোচন, ডিম্বাশয়ে প্রদাহ, সমস্ত তলপেটে টাটান ব্যথা, প্রসবের পর জংঘা শিরার প্রদাহ ইত্যাদিতে Q উপকারী।

পুং জনন ইন্দ্রিয়ের পীড়া—শুক্রবাহীর রজ্জুতে বেদনা, এই বেদনা অন্ড কোষ পর্যন্ত বিস্তৃত। অন্ডকোষের শিরা স্ফীতি, অন্ড কোষে বেদনা। এক শিরা, অন্ডদ্বয় বর্ধিত, উষ্ণ, যাতনাদায়ক এবং প্রদাহ ইত্যাদিতে Q উপকারী।

ফার্মাকোপিয়ার ৮ম ফরমূলা অনুসারে Q প্রস্তুত। আভ্যন্তরিক ভাবে নানাবিধ চর্ম রোগে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ইহা কুষ্ঠ রোগের একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলে পরিচিত। উপদংশের গৌণ অবস্থাতেও উহার ব্যবহার বিশেষ ফল দায়ক। প্রখ্যাত চিকিৎসাবিদ ডাঃ জে. এইচ, এলেন তাঁর প্রসিদ্ধ চর্মরোগ নামক গ্রন্থে কুষ্ঠ রোগে চালমুগরার উপযোগিতা সম্বন্ধে লিখেছেন—'ঔষধটি প্রত্যহ $\frac{1}{2}$ ড্রাম মাত্রায় ব্যবহৃত হয়ে ত্রিনিদাদ দ্বীপের কুষ্ঠ হাসপাতালে যথেষ্ট উপকার দর্শিত হয়েছে। ইহার Q আভ্যন্তরীণ ভাবে ব্যবহৃত হয়।

মাত্রা—Q ১০/১৫ ফোঁটা করে দিনে এক বার সেব্য।

জিমনোক্লেডাস ক্যানাডেনসিস (Gymnodadus Conadenus)

পরিচয়—অপর নাম গিলান্‌ডিন্ ডাইওইকা, কেন্টকী কফি গাছ, আমেরিকার কফি গাছ ইত্যাদি। আমেরিকার এক প্রকার কফি গাছ। এই গাছের ফল বীজ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—গলা বেদনা, গল-মধ্যে গায় চকচকে রক্তিমাভ ভাব এবং মুখের ইরিসিপ্লাস সদৃশ স্ফীতি ইহার বিশেষ লক্ষণ। আমবাত লক্ষণে Q উপকারী। মাথার যন্ত্রণা, কপালে এবং চোখের উপরে দপদপ কর ব্যথা তৎসহ জিহ্বায় নীলাভ সাদা প্রলেপ, চোখে জ্বালা পোড়া ইত্যাদি লক্ষণে Q বিশেষ উপকারী। গলক্ষত, মুখ গহ্বর ও টনসিল লাল মুখ মন্ডল ইরিসিপেলাসের মত ফোলা ভাব, গলায় সর্দি জমে এবং অনবরত কফ তোলার চেষ্টা করে ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q অব্যর্থ।

মুখমন্ডল ফোলা—মুখমন্ডলে বিসর্পের ন্যায় উদ্ভেদের জন্য স্ফীতি ভাব, মনে হয় যেন মুখের উপর মাছি হাঁটছে, দাঁতে স্পর্শকাতরতার দোষ ইত্যাদি লক্ষণে Q বিশেষ উপকারী।

গলগহ্বরের পীড়া—টাটানি, গলগ্রন্থি ও গলার অভ্যন্তর ভাগ চকচকে লালবর্ণ এবং সেখানে খোঁচামারা বেদনা। গলার মধ্যে শ্লেষ্মা জমে থাকে, হক হক করে কাশে, শুষ্ক কাশির সঙ্গে গলার মধ্যে সুড়সুড়ি ভাব এবং অস্বস্থি বোধ ইত্যাদি লক্ষণে Q উপযোগী।

পেটের পীড়া—গ্যাষ্ট্রিক শূল বেদনা, অতিরিক্ত মদ্য পান হেতু রোগের সৃষ্টি, ক্ষুধা হীনতা, পেটে ভার বোধ, পেটে বায়ু জমা, আহারের পরেই রোগ লক্ষণ বৃদ্ধি পায়, বমি এবং বমি ভাব, বমির সঙ্গে দড়ির মত শ্লেষ্মা যুক্ত কফ নিঃসরণ এবং তৎসহ রক্ত, পেটের মধ্যে গোলাকার ক্ষত সৃষ্টি ইত্যাদি লক্ষণে Q ভাল কাজ করে। এই ঔষধটির সংগে ল্যাকনেনথাস, ল্যাকেসিস এবং এলিয়ান খাসের বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে সামান্য জলের সংগে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

হেমামেলিস ভার্জিনিকা (Hamamelis Virginica)

পরিচয়—অপর নাম ট্রিলোপাস ডেনটেটা, উইচ হেজেল আমেরিকার জংগলে এই গুল্ম প্রচুর পরিমাণে জন্মে। ইহা হতে এলোপ্যাথির হেজেলিন প্রস্তুত হয়। এই গুল্মের তাজা শিকড় ও ছাল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—শিরা হতে রক্ত স্রাব, শিরায় রক্তাধিক্যতা, অর্শ ইত্যাদি হতে রক্ত স্রাব প্রভৃতি রক্ত স্রাব সম্বন্ধীয় যাবতীয় রোগে ইহার Q উপযোগী। আক্রান্ত স্থানে থেঁতলান ব্যথা লক্ষণে Q অব্যর্থ। শিরার উপরই ইহার অধিক ক্রিয়া। এই ঔষধটির কথা আমরা তখন স্মরণ করি যখন শিরায় রক্ত সঞ্চয়, রক্ত স্রাব, শিরা স্ফীতি, অর্শ বলি তৎসহ আক্রান্ত স্থানে ছড়ে যাবার ন্যায় বেদনা লক্ষ্য করি। রক্ত স্রাব জনিত দুর্বলতার সঙ্গে খোলা ও বেদনা যুক্ত ক্ষতে বিশেষ উপযোগী।

রোগ ও চিকিৎসা—রক্তস্রাব—শরীরের কোন স্থান হতে রক্ত স্রাব হতে থাকলে এবং সেই রক্তের রঙ একটু কালো এবং চাপ চাপ হয় তবে Q অব্যর্থ। ঔষধটির বিশেষ ক্রিয়া শিরা সমূহের উপর। শিরার রক্ত বিশুদ্ধ নয় এই জন্য দেখতে কালো বর্ণের। যদি কখনো দেখা যায় যে রক্তের রঙ একটু কালচে, ঘন এবং সে স্থান হতে রক্ত স্রাব হচ্ছে সেখানে আঘাত লাগার ন্যায় বেদনা ও টাটানি ভাব থাকে, রক্ত স্রাব হওয়া সত্ত্বেও রোগীর মনে ভয় বা কোন প্রকার উদ্বেগ থাকে না, এছাড়াও তৎসহ মাথায় মুগুর মারার মত বেদনা ইত্যাদি লক্ষণ থাকে, তাহলে শরীরের যে কোন স্থান বা দ্বার হতে রক্ত স্রাব হোক না কেন হ্যামামেলিস Q অব্যর্থ।

চোখের পীড়া—চোখ বেদনা, দুর্বলতা এবং চোখে টাটানি ব্যথা, চোখ রক্ত বর্ণ, রক্ত বহা নাড়ীগুলো পূর্ণ, মনে হয় চোখ বাইরের দিকে ঠেলে আসছে। চোখ হতে রক্ত স্রাব তা কাশির ধমকেই হোক আর আঘাত লেগেই হোক আর্ণিকার চেয়ে হ্যামামেলিস উপকারী বেশী।

স্ত্রী জনন ইন্দ্রিয়ের পীড়া—ডিম্বাশয়ের রক্তাধিক্য এবং স্নায়ুশূল, ঐ স্থানে টাটানি ব্যথা, জরায়ু হতে রক্ত স্রাব তৎসহ পিঠে বেদনা, ঋতু স্রাব প্রচুর, কালোবর্ণ তৎসহ তল পেটে ব্যথা, দুই ঋতু কালের পরবর্তী সময়ে প্রচুর রজ স্রাব। দুই ঋতুর মধ্যবর্তী কালে বেদনা। যোনি দেশে স্পর্শ দ্বেষ। প্রচুর শ্বেতপ্রদর স্রাব, যোনি কপাটে চুলকানি, প্রসবের পর পা ফোলা, প্রসবের পর অর্শ এবং স্তনবৃন্তে বেদনা। অতি রজ, অপ্রবল স্রাব, জরায়ুর আক্ষেপিক সংকোচন, ডিম্বাশয়ে প্রদাহ, সমস্ত তলপেটে টাটান ব্যথা, প্রসবের পর জংঘা শিরার প্রদাহ ইত্যাদিতে Q উপকারী।

পুং জনন ইন্দ্রিয়ের পীড়া—শুক্রবাহীর রজ্জুতে বেদনা, এই বেদনা অন্ড কোষ পর্যন্ত বিস্তৃত। অন্ডকোষের শিরা স্ফীতি, অন্ড কোষে বেদনা। এক শিরা, অন্ডদ্বয় বর্ধিত, উষ্ণ, যাতনাদায়ক এবং প্রদাহ ইত্যাদিতে Q উপকারী।

অর্শ—মলদ্বারে অত্যন্ত টাটানি ব্যথা ও জ্বালা যন্ত্রণা। মলদ্বার দিয়ে অধিক পরিমাণে রক্ত স্রাব হতে থাকে। অর্শ রোগ সহ রোগীর কোমরে বেদনা, গুহ্যদেশ দপ দপ করে এই সব লক্ষণে Q উপযোগী। কোন কোন সময় Q আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয়ই উপকারী।

চর্মরোগ—চর্ম ঈষৎ নীলাভ, শীত কোটর শিরা প্রদাহ, শীতাদ রোগ, শিরা স্ফীতি এবং ক্ষত উহাতে বেদনা, পোড়া ঘা, কাল শিরা, উপঘাত জনিত প্রদাহ।

ব্যথা বেদনা—গ্রীবাদেশ হতে মেরুদন্ডের নীচ পর্যন্ত বেদনা, কটি ও বস্তি প্রদেশে বেদনা, উহা পা পর্যন্ত নেমে আসে, বাহু ও পেশীর দুর্বলতা, সন্ধিগুলোতে টাটানো ব্যথা, গা হাত পায়ে বেদনা। অন্ড কোষের সাধারণ শিরা স্ফীতি ও বেদনায় Q বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিণ ব্যবহার খুব উপকারী।

মাত্রা—৩/৪ ফোঁটা মাত্রায় দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

হরিতকী (Haritaki) Terminalia Chobula

পরিচয়—একপ্রকার বড় গাছ, ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই এই গাছ দেখতে পাওয়া যায়। ইহাতে এক প্রকার ফল হয় উহাই হরিতকী ফল। ইহা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—মাথা ঘোরা—অত্যন্ত মাথাঘোরা, দিনরাত সমান ভাবে মাথা ঘোরা চলতে থাকে, মাথার ডান দিকের রগে সূচীবিদ্ধ বেদনা। রোদে, চাপে, সঞ্চালনে মাথাঘোরা বৃদ্ধি। ঠান্ডা জলে স্নানে, বাতাসে, নিদ্রায় এবং আহার কালে উপশম ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত মাথা ঘোরা রোগে Q উপকারী।

পেটের পীড়া—পাকাশয়ে পূর্ণতাবোধ, পেটে বায়ু জমে, ফাপ দেয়। পাকস্থলী ও উহার উর্ধাংশে বেদনা। পেটের ডান দিকে বেদনা। কোমরে তীব্র বেদনা এই জন্য বসতে পারে না! ঘাড়ে ও পিঠে বেদনা, যকৃতে বেদনা, চাপ দিলে উপশম, হৃদ প্রদেশে চাপ বোধ। ঘন ঘন নিষ্ফল মলবেগ, সামান্য মাত্র মল নির্গত হয়। মলত্যাগ কালে ঘাম হয়, গুহ্য দ্বারে চুলকানি। উদরাময়ের মল অল্প ও পাতলা, আম মিশ্রিত মল, পাকাশয়ে জ্বালা ভাব সহ বায়ু সঞ্চয়। এইসব লক্ষণে Q উপকারী। নিম্নলিখিত তিনটি ক্ষেত্রে ইহার Q ব্যবহার করে যথেষ্ট ফল পাওয়া গেছে। (১) হরিতকী মৃদু বিরেচক। কোষ্ঠকাঠিন্য রোগে, পুরাতন আমাশয়ে, পুরাতন উদরাময়ে এবং চর্মরোগে Q বিশেষ উপকারী। (২) ইহার Q শিরো ঘূর্ণন রোগে অব্যর্থ। শীতল জলে স্নান শিরোঘূর্ণনের উপশম হয়। প্রচুর লালা স্রাব ও প্রবল তৃষ্ণা বর্তমান, জিহ্বা থলথলে, অগ্রভাগ শুষ্ক, রোগীর বার বার মলবেগ কিন্তু প্রতি বারে অতি সামান্য পরিমাণ মলত্যাগ হয়। মলত্যাগকালে রোগী ঘামাতে থাকে। এইসব লক্ষণে Q

বিশেষ উপকারী। (৩) পূর্বোক্ত লক্ষণ সমূহ হতে বিবিধ চর্ম রোগ, পুরাতন উদর রোগ এবং শোথ রোগে Q খুব ভাল কাজ করে। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে ইহা রক্ত স্রাবী অর্শ, পাকস্থলী সংক্রান্ত রোগ, পুরাতন রক্তামাশয়, কাসি, সর্দি এবং কামলা রোগে বিশেষ সুনামের সংগে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

মাত্রা—১০/১৫ ফোঁটা সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

বিঃ দ্রঃ—Q ১০/১২ ফোঁটা ঈষৎ উষ্ণ এক কাপ জলে মিশ্রিত করে মুখ ধৌত করলে, বার কয়েক কুলকুচা করলে মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট হয় এবং মুখের বিস্বাদ ভাব দূর হয় এবং মুখে রুচি আনে।

হেলিয়ান্থাস (Helianthees)

পরিচয়—অপর নাম সূর্যমুখী ফুল (Sun flower)। ইহার সুপক্ক বীজ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—কালো বর্ণের বাহ্য-ইহার ইহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তবে যারা বহু দিন হতে অবিরাম জ্বর ইত্যাদি রোগে ভুগছে, যাদের পেট জোরা প্লীহা তাদের পীড়ার ইহার Q অব্যর্থ। পাকস্থলীর কোন রোগে বমি ও বমি ভাব, উত্তাপে উপসর্গ বৃদ্ধি, বমিতে উপশম, কালো বর্ণের বাহ্য, মুখের শুষ্কতা প্রভৃতি লক্ষণে ইহার Q উপকারী। সবিরাম জ্বরে চিন সালফের দ্বারা জ্বর বন্ধের পর ইহা ২/৩ বার প্রয়োগ করলে আর জ্বর আসে না। লেপট্যান্ড্রার মত ইহার বাহ্যের রঙ কালো। পুরাতন সবিরাম জ্বরের রোগীর পক্ষে Q অমৃত সমান। সর্দি কাশি, নাক দিয়ে রক্ত পড়া, নাকে পুরু মামড়ি পড়া, ডান হাঁটুতে বাতের বেদনা। বমি, কালো পায়খানা, মুখ ও গলা শুকিয়ে যায় এবং রক্তিম বর্ণ, চর্ম রক্তিম বর্ণ ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী। ইহার Q প্লীহা রোগে অব্যর্থ। আঘাতে ইহার Q বাহ্যিক ব্যবহারে উপকার। ইহার রোগ লক্ষণ উত্তাপে বৃদ্ধি এবং বমনে উপশম। ইহা উদরের উপর খুব ভাল কাজ করে বিশেষ করে বমি, বমি ভাব, কালো বর্ণের পায়খানা ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q সুফল দান করে।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা সামান্য জলের সঙ্গে মিশ্রিত করে দিনে ৩ বার সেব্য।

হেলিবোরাস নাইজার (Helleborus Niger)

পরিচয়—অপর নাম স্নো রোজ মিলান পোডিয়াম, ভিরেট্রোম নাইগ্রাম, ক্রিষ্টমাস রোজ ইত্যাদি। দক্ষিণ ইউরোপের পার্বত্যময় অঞ্চলের এক প্রকার চারা গাছ। এই চারা গাছের শুষ্ক মূল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—বক্ষস্থল, মস্তিষ্ক, পেরিটোনিয়াম, সেরাস মেম্ব্রেন প্রভৃতির উপর ইহার প্রধান কাজ। ইহাদের মধ্যে জল সঞ্চয়ের লক্ষণ দেখা গেলে

ঔষধটির কথা স্মরণ করতে হয়। অনুভূতি কেন্দ্রের দুর্বলতা। আংশিক ভাবে দেখে, শোনে এবং স্বাদ গ্রহণ করে। সর্বাংগীণ দুর্বলতা, মাংসপেশীর দুর্বলতা, উহাতে ধীরে পক্ষাঘাত রোগ সৃষ্টি হয় তৎসহ জল জমে এবং শোথ ভাব দেখা দেয় তার ক্ষেত্রে Q বিশেষ উপযোগী। জীবনী শক্তির দুর্বলতা। বেলা ৪টা হতে সকাল ৮ পর্যন্ত রোগ লক্ষণ বৃদ্ধি, রোগী অধিকতর অবসন্ন হতে থাকে। মস্তিষ্ক শোথ বা রস সঞ্চয় লক্ষণ দেখা দেয়। এই সব রোগ লক্ষণে Q উপকারী।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য—(১) রোগ লক্ষণ বিকাল ৪টা হতে সকাল ৮ টার মধ্যে রোগ লক্ষণ বৃদ্ধি, অজ্ঞান ভাবে পড়ে থাকে বা ঘুমায়, ঠোঁট, বিছানার চাদর, কাপড় খোঁটে, ঠোঁট ও ম্নারী এমন ভাবে নাড়ে মনে হয় কিছু চিবাচ্ছে। (২) অত্যন্ত পিপাসা, প্রস্রাবের তলানি কফি গুড়ার মত, চোখের তারা প্রসারিত, কিছু দেখতে বা শুনতে পায় না, প্রায়ই এক দিকের একটি হাত পা অনবরত নাড়ে এবং অন্য দিকের হাত-পা স্থির ভাবে পক্ষাঘাতের ন্যায় পড়ে থাকে। (৩) সম্মুখে কপালের চর্ম কুঞ্চিত, শীতল ঘর্মাক্ত, মাথাটি বালিশের উপর রেখে এদিক ওদিক করে নাড়াতে থাকে। (৪) হাইড্রোসেফালাস, মস্তিষ্কে জল সঞ্চয়, শিশু মাঝে মাঝে চিৎকার করে ওঠে, মস্তিষ্ক ঝিল্লীর প্রদাহ (মেনিনজাইটিস), শোথ ভাব, প্রস্রাব, হয় সম্পূর্ণ বন্ধ অথবা অতি সামান্য পরিমাণে হয় ইত্যাদি লক্ষণগুলোই ঔষধটির প্রধান ও উল্লেখযোগ্য চারিত্রিক লক্ষণ।

রোগ ও চিকিৎসা—টাইফয়েড জ্বর—বিকাল ৪ টা হতে ৮ টার মধ্যে জ্বরের তাপ মাত্রা বৃদ্ধি পায়, অংগ-প্রত্যংগ ভারী ও অসাড় বোধ হয়, মাথায় ভয়ংকর বেদনা, মুখ মন্ডলে কালি মাখা ভাব, মুখে ও নিঃশ্বাসে ভয়ানক দুর্গন্ধ, রোগী বিছানা, চাদর, কাপড় খোঁটে, দাঁত কড়মড় করে। ঠোঁট দুটি নাড়ে, সম্পূর্ণ অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকে, কোন সাড়া শব্দ থাকে না, পিপাসার চিহ্নমাত্র প্রকাশ পায় না কিন্তু জলের গ্লাস ধরলে অতি আগ্রহের সংগে হাঁ করে ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে Q বিশেষ উপকারী।

মেনিনজাইটিস বা মস্তিষ্ক ঝিল্লীর প্রদাহ—রোগী সম্পূর্ণ অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকে, কোন সাড়া শব্দ থাকে না, কিছুই শুনতে বা দেখতে পায় না, পিপাসার চিহ্ন থাকে না, কিন্তু জলের গ্লাস কাছে ধরলে অত্যন্ত আগ্রহের সংগে হাঁ করে। এক দিকের হাত পা নাড়ে, অন্য দিকের হাত পা স্থির ভাবে থাকে। প্রস্রাব হয় না, হলেও অতি সামান্য ও কালো রঙের, প্রস্রাব কালচে তাতে অন্ড লাল থাকে। রোগী বালিশের উপর মাথাটি এদিক, ওদিক করে নাড়ায়, দাঁত কড়মড় করে, অস্থির ভাব, চিৎকার করে কেঁদে উঠে ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে Q বিশেষ উপকারী।

হাইড্রোসেফালাস বা মস্তিষ্কে জল জমা—মস্তিষ্কের মধ্যে জল জমে, রোগী অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকে, কিছুতেই জাগানো যায় না, অনবরত মাথা

এদিক-ওদিক করে নাড়ে, চোখের কাছে আলো ধরলেও পিউপিল স্থির থাকে, এক দিকের হাত-পা নাড়ে অন্য দিকের হাত পা স্থির থাকে, প্রস্রাব হয় না, হলেও অতি সামান্য ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে Q খুব ফলদায়ক।

শোথ রোগ—শোথ ও উদরী রোগে প্রস্রাব কালো বর্ণ বা ঘোলা, পরিমাণে অত্যন্ত অল্প, প্রস্রাবে ধোঁয়ার মত পদার্থ ভাসে, তলানি পড়ে উহা দেখতে কফি গুড়ার মত। বাহ্যে আম মিশ্রিত এই সব লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে Q উপকারী। এ ছাড়া বক্ষ শোথ—নিঃশ্বাসে কষ্ট ও বসতে কষ্ট, দম বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী।

সবিরাম জ্বর—হিমাঙ্গ, শরীর বরফের মত শীতল, কপালে শীতল ঘাম, নাড়ী অতি ক্ষীণ, তড়কা, আক্ষেপ ইত্যাদি লক্ষণ যে কারণেই হোক না কেন Q উপকারী। জ্বরে নাকের ভিতর কালো বর্ণ হয়ে যায়, শ্বাস-প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ বের হয়। নাড়ী ক্ষীণ হয়, অজ্ঞান অবস্থায় ঠোঁট, নাক, কাপড় খোঁটে, জলপানে আগ্রহ থাকে না কিন্তু জলের গ্লাস মুখের কাছে ধরলে খুব আগ্রহ সহকারে পান করে ইত্যাদি লক্ষণে Q বিশেষ উপকারী। ঔষধটি নির্বাচন করার পূর্বে লক্ষ্য রাখতে হবে—A characteristic the condition of Hellcborous, is the loss of the control of the mind over the body, the Patient must strongly concentrate the mind on what is doing or the muscels do not act properly... । Has been used in Typhoid Fever with the characteristic mental condition, feeble, pulse, coldness of the mind and cold sweat." হেলিবোরাস ঔষধটি প্রয়োগের পূর্বে এই কথাগুলো ভাল করে চিন্তা করতে হয়।

চর্মরোগ—চর্ম বিবর্ণ, ফোলা ফোলা, চুলকানি যুক্ত, চর্মের উপর কালো শিরার মত দাগ। হঠাৎ চামড়ার উপর জল পূর্ণ স্ফীতি দেখা যায়। চুল ও নখ খসে পড়ে। ধমনী ও শিরাগুলো স্ফীত। সন্ধ্যা হতে সকাল পর্যন্ত রোগ লক্ষণ বৃদ্ধি পায়।

অংগ-প্রত্যংগের বেদনা—একটা হাত একটা পা আপনা হতেই নড়তে থাকে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভারী ও বেদনা যুক্ত। বৃদ্ধ আঙ্গুলটি হাতের তালুতে আকৃষ্ট হয়। হাতের ও পায়ের ফাঁকে ফাঁকে ফোস্কার ন্যায় উদ্ভেদ। মুখের বাম পার্শ্বে স্নায়ুশূল এবং এইজন্য কোন কিছু চিবাতে পারে না। মুখ হতে ভয়ানক দুর্গন্ধ ছাড়ে। ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক ও ফাটা ফাটা, জিহ্বা শুষ্ক ও লালবর্ণ, নিম্ন চোয়াল ঝুলে পড়ে। অনর্থক ওষ্ঠ খোঁটে। অতিশয় লালা স্রাব তৎসহ মুখের কোণে ক্ষত। মুখমন্ডল বিবর্ণ ও চোপসান, শীতল ঘাম। কপালের চামড়ায় ভাঁজ পড়ে এবং কুঞ্চিত। মাথার যন্ত্রণায় অস্থির। বালিশে মাথা ঘষতে থাকে ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য।

হেলোনিয়াস ডাইয়োকা (Helonius Dioica)

পরিচয়—অপর নাম কেমিলিরিয়াম লিউটিয়াম, ভিরেট্রাম লিউটিয়াম, হেলোনিয়াস লিউটিয়াস, চোখের নক্ষত্র, ইউনিকর্ন রুট ইত্যাদি। এক প্রকার গুল্ম, আমেরিকায় প্রচুর পরিমাণে জন্মে। ইহার শিকর হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—দুর্বল স্বাস্থ্যহীন রমণীদের নানা প্রকার রোগে ঔষধটি বিশেষ উপকারী। যে সকল স্ত্রীলোক কোন কাজকর্ম না করে বিলাসিতার কোলে থেকে স্বাস্থ্য নষ্ট করে ফেলেছে তাদের পক্ষে খুব উপকারী। যারা না খেয়ে, না ঘুমিয়ে দিন-রাত পরিশ্রম করে জীর্ণ শীর্ণ হয়ে পড়ছে তাদের পক্ষে ইহা পরম উপকারী। কিডনী ও জরায়ুর উপর ইহার প্রধান কাজ। কোমরে টান ধরার ন্যায় বেদনা, চাপবোধ, অত্যন্ত অবসাদ এবং আলস্য ঔষধটির বিশেষ লক্ষণ। সর্বদাই ক্লান্ত ও পিঠে বেদনাগ্রস্ত রমনী। দুর্বলতা হেতু জরায়ু নির্গমন বা অন্য কোন কারণ হেতু জরায়ু ভ্রংশের সম্ভাবনা। অনেক সময় ঋতু স্রাব বন্ধ হয়ে মূল গ্রন্থিতে রক্ত সঞ্চয় হয়। মনে হয় মাসিক রক্ত সঞ্চয় স্বাভাবিক ভাবে জরায়ু পথে নির্গত না হয়ে কিডনীর দিকে ধাবিত হয়। শর্করাযুক্ত বা শর্করাবিহীন বহু মূত্র। মূত্র গ্রন্থিতে অবিরত বেদনা ও স্পর্শদ্বেষ ইত্যাদি লক্ষণে Q বিশেষ উপকারী।

রোগ ও চিকিৎসা—স্ত্রী জনন ইন্দ্রিয়ের পীড়া—যে সকল রমনী সর্বদাই মনমরা, দুঃখিতা, তল পেট সর্বদা ভারী বোধ, মনে হয় পেটে কিছু একটা পদার্থ জন্মেছে, বেদনা ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে Q ফলপ্রদ। জরায়ুর অপুষ্টির জন্য জরায়ুর বহিঃ নির্গমন, প্রসবের পর জরায়ুর বহিঃ নির্গমন ও স্থানচ্যুতি, জরায়ুর দুর্বলতার জন্য ঋতুকালে অত্যধিক রক্ত স্রাব, সামান্য নড়াচড়া করলে রক্ত স্রাব বৃদ্ধি, জরায়ুর মুখে ক্ষত হেতু প্রদর ঋতুকালের পূর্বে ও সময় বুকে স্তনের বোঁটায় ক্ষতের মত বেদনা, অত্যন্ত দুর্গন্ধ যুক্ত শ্বেত প্রদর স্রাব, স্রাব যেখানে লাগে সেগুলি হেজে যায়, যোনিদেশে অসহ্য চুলকানি এক প্রকার উদ্ভেদ প্রকাশ পায় ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q বিশেষ উপকারী।

প্রস্রাবের পীড়া—ডায়েবেটিস ইনসিপিডাস, ইহাতে সুগার বা শর্করা আদৌ থাকে না। অধিক পরিমাণে ঘনঘন প্রস্রাব তৎসহ ইউরিয়া নির্গমন, ডায়েবেটিস মেলিটাস বা শর্করাযুক্ত বহু মূত্র, তৎসহ অত্যন্ত পিপাসা, জীর্ণশীর্ণতা, অস্থিরতা, ডান কিডনীতে সর্বদাই বেদনা, ঘোলা প্রস্রাব অত্যন্ত স্বল্প পরিমাণে নির্গত হয় ইত্যাদি লক্ষণে Q অব্যর্থ। রমণীদের ত্রিকাস্থিতে টেনে ধরার ন্যায় বেদনা তৎসহ জরায়ু ভ্রংশ, জরায়ু স্থানে চাপবোধ ও খুব বেদনা। জরায়ু সম্বন্ধে সদ্য সচেতন থাকে। ঋতুস্রাব অতি সত্বর ও অতি প্রচুর ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে Q খুব ভাল কাজ করে।

পিঠের বেদনা—পিঠে বেদনা বোধ ও চাপ বোধ। দুর্বলতা ও ক্লান্তি। কটিদেশে জ্বালা ও বেদনা, অবিরত জ্বালার জন্য সে মূত্র গ্রন্থিতে হস্তদ্বারা সঠিকভাবে দেখতে পারে। কটিদেশে ছিদ্রকর বেদনা, উহা পা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে, অত্যন্ত অবসাদ, পরিশ্রমে উপশম, মনে হয় পায়ের সন্ধিতে ঠান্ডা জলে বা বাতাস বয়ে গেল, বসে থাকলে পা দুটি অসাড়বোধ হয়। মস্তক শীর্ষে জ্বালা, মানসিক পরিশ্রমে মাথা ধরার উপশম। কিডনী অঞ্চলে অসহ্য বেদনাবোধ ইত্যাদি লক্ষণে Q বিশেষ ফলপ্রদ।

মাত্রা ও সেবন বিধি—Q ৩/৪ ফোঁটা দিনে ৪ বার। শীঘ্র ফল পেতে Q ৮/১০ ফোঁটা ঋতু আরম্ভকাল হতে যতদিন ঋতুস্রাব থাকে ততদিন, দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

হেমিডেসমাস ইন্ডিকা (Hemidesmus Indica)—অনন্তমূল

পরিচয়—ইহার বাংলা নাম অনন্তমূল। ইহা এক প্রকার লতানো গাছ। বাংলাদেশের ঝোপেঝাড়ে, বনে জংগলে এই জাতীয় গাছ প্রচুর পরিমাণে জন্মে। এই গাছ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়। এখন পর্যন্ত এই ঔষধটির হোমিওপ্যাথিক প্রুভিং হয় নাই তবুও অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ইহার Q ব্যবহার করে যথেষ্ট উপকার লাভ করেন। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে ঔষধটির আরোগ্যকর ক্ষমতা বহুকাল পূর্ব হতেই স্বীকৃত। অত্যন্ত দুঃখের কথা এই মূল্যবান দেশী গাছরাটির ঔষধ গুণ আজ পর্যন্ত পরীক্ষিত হচ্ছে না।

উপকারিতা—এই লতান গাছটির মধ্যে একটি বিশেষ উপাদান আছে উহার নাম কুমারিন। এই কুমারিন থাকার জন্য এই গাছে এক প্রকার সুগন্ধ পাওয়া যায় এবং ইহার স্বাদও বেশ মিষ্টি হয়। এইজন্য সংস্কৃতে অনন্তমূলকে সুগন্ধী বলা হয়। এই লতার যে যথেষ্ট ঔষধগুণ আছে তা আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে স্বীকৃত। প্রখ্যাত চিকিৎসাবিদ ডাঃ ই. জে. ওয়ারনিং ইহার প্রশংসা করে বলেছেন যে ধাতু দুর্বলতায়, উপদংশ, উপদংশ জাত চর্মরোগ, অজীর্ণ বাত, ক্ষুধাহীনতা প্রভৃতি রোগে উপযোগী। শারীরিক দুর্বলতা দূর করার জন্য বর্তমান বাজারে যেসব সালসা বা টনিক ব্যবহৃত হয়ে আসছে তার চেয়ে অনন্তমূল সালসা অধিকতর উপকারী। এখন পর্যন্তও আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক বিদেশী ঔষধ, বিদেশী টনিক বলতে প্রায় অজ্ঞান কিন্তু তাঁরা জানেন না আমাদের দেশে বনে-জঙ্গলে ঝোপে-ঝাড়ে কী অমূল্য সম্পদ লুকিয়ে আছে। চেষ্টার অভাব এবং উদাসীনতার জন্য লুকিয়ে থাকা অমূল্য সম্পদকে খুঁজে বের করা হচ্ছে না। প্রচুর অর্থের বিনিময়ে আমরা বিদেশী ঔষধ আমদানী করি অথচ সামান্য কিছু কিছু খরচ করে এই সম্পদকে কাজে লাগানোর মত সদ ইচ্ছা আমাদের নেই। এই মানসিকতাই দীর্ঘ দিন পরাধীন থাকার উপকার। অনন্তমূলের আরোগ্যকর ক্ষমতা সম্পর্কে যতটা প্রমাণ পাওয়া গেছে তা নিম্নে যথাযথভাবে উল্লেখ করা হলো ঃ (১) স্বল্পমূত্র, মূত্রকষ্ট, মূত্রপাথরী ইত্যাদি

রোগে আক্রান্ত রোগীর পক্ষে Q বিশেষ উপকারী। এই রোগীর পক্ষে অনন্তমূলের চূর্ণ গরুর দুধের সঙ্গে সেবন আয়ুর্বেদ শাস্ত্র মতে পরম উপকারী। অনন্তমূল ভাল করে বেটে পাথুরী রোগে ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়। (২) স্ত্রীলোকদের রক্ত প্রদর রোগে Q বিশেষ ফলদায়ক। (৩) আমাশয় রোগে আক্রান্ত রোগীর পক্ষে Q বিশেষ উপকারী। (৪) যদি কোন রোগীর মধ্যে ধাতু দুর্বলতা, উপদংশ, বাত রোগ, নানা প্রকার চর্ম রোগ, মূত্র পাথরী ইত্যাদি কোন রোগ লক্ষণ দেখা যায় তবে আর কালবিলম্ব না করে Q ব্যবস্থা করা উচিত। (৫) ইহার Q যথারীতি সেবনে রক্ত পরিষ্কার করে এবং নানা প্রকার চর্ম রোগ আরোগ্য করে। রক্ত দোষ দূর করার জন্য Q, ৫/১০ ফোঁটা করে প্রত্যহ তিন বার সেব্য। অনন্ত মূল আমাদের দেশীয় একটি মূল্যবান ঔষধ। ইহার প্রুভিং অত্যন্ত প্রয়োজন।

মাত্রা—Q ৫/৬ ফোঁটা করে দিনে তিন বার আহারের পূর্বে সেব্য।

হোয়াংগ নান (Hoang Nan)

পরিচয়—অপর নাম ষ্ট্রিক নোস গলথেরিয়ানা, বাইন্ড উইড ইত্যাদি। শিরঘূর্ণন সহ অবসাদ, হাতে ও পায়ে অবসতার সংগে ঝিঁ ঝিঁ ধরা। নিম্ন চোয়াল আপনা হতেই নড়তে থাকে। পুঁজবটী ও ফোঁড়া, উপদংশের তৃতীয় অবস্থা এবং পক্ষাঘাত ইত্যাদি রোগ লক্ষণে Q খুব উপকার। কুষ্ঠ ব্যাধির নিমিত্ত ক্ষত এবং চর্ম রোগে Q অত্যন্ত ফলপ্রদ। ক্যানসারের ভীষণ দুর্গন্ধ ইহাতে নিবারিত হয়। ইহাতে রক্ত স্রাবও নিবারণ করে। কুষ্ঠ ব্যাধির ক্ষতে নিম্ন শক্তি অধিক উপযোগী। চর্মে কাউর জাতীয় ঘা, পুরাতন চর্ম উদ্ভেদ, যে কোন পুরাতন ক্ষত, কুষ্ঠরোগীর ক্ষত, গ্রন্থি স্থানের ক্যানসার ইত্যাদি রোগে Q বিশেষ ফলপ্রদানকারী ঔষধ। আর্সেনিকের পর ঔষধটি ভাল কাজ করে।

মাত্রা—Q ১০/১৫ ফোঁটা করে দিনে ৩ বার সেব্য।

হোলারহেনা এন্টিডাইসেনটিরিকা (কুর্চি) (Holarrhena Antidysenterica)

পরিচয়—ইহার বাংলা নাম কুর্চি। কুর্চি একটি সুপরিচিত গাছ। দীর্ঘকাল ধরেই ইহা ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ইহার বীজকে ইন্দ্র যব বলে। কুর্চি দুই প্রকার, সাদা প্রকারকে হোলারহেলা এন্টিডিসেনট্রিকা বলে। ইহাই সাধারণত ঔষধ কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই প্রকার কুর্চির ফল সাদা, বীজ তিক্ত। কালো জাতীয় গাছকে বাইথিয়া টিংটোরিয়া বলে। উহার ছাল কালো, বীজ মিষ্টি স্বাদযুক্ত, ফুল সাদা এবং ফুল সুগন্ধযুক্ত। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে এই কুর্চির ঔষধগুণ স্বীকৃত। কুর্চি হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—রক্তবমন, ক্ষয় রোগীদের রক্তামাশয়, রক্ত স্রাবী অর্শ এবং পিত্ত বমন যুক্ত উদরাময় ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে কুর্চি অর্শ, রক্ত আমাশয়, বহু মূত্র এবং রক্তগতিসারে অতি নির্ভরযোগ্য ঔষধ। ডাঃ মহেন্দ্র লাল সরকার কুর্চির হোমিওপ্যাথিক পরীক্ষা করেন। ঔষধটি তরুণ এবং পুরাতন আমাশয় খুব উপযোগী। প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ ওয়ারিং বলেছেন—"It is atmost of a specific in dysentery whether acute or chronic or complicate with fever" অর্থাৎ ইহা তরুণ ও পুরাতন অথবা জ্বর সহ সর্বপ্রকার আমাশয়ের একটি সুনির্দিষ্ট ঔষধ। শাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে, দেবরাজ ইন্দ্রের হাত হতে এক ফোঁটা অমৃত মাটিতে পড়লে উহা হতে কুর্চি গাছ জন্মে।

রোগ লক্ষণ—মন উদ্বেগ পূর্ণ, যেন শিঘ্রই কোন দুর্ঘটনা ঘটবে। মাথায় কামড়ানি ব্যথা মাথা খুব গরম, বুকে অস্বস্তি ভাব, ঘুমের অভাব, চোখে খুব জ্বালা, চোখ হতে জল পড়ে, নাকের অভ্যন্তর ভাগ শুষ্ক, মুখের অভ্যন্তর ভাগও শুষ্ক, জিহ্বায় ময়লার প্রলেপ। জ্বরের সময় হাত পায়ে কামড়ানি ব্যথা, হাঁটুতে দুর্বলতা। উদরের লক্ষণটি বেশ পরিষ্কার, থেকে থেকে প্রায় সর্বদাই নাভির চারিদিকে কামড়ানি বেদনা, রক্তযুক্ত মলত্যাগের পর কিছুটা উপশম বোধ হয়। ডান দিকে চেপে শুলে ব্যথা বাড়ে, মলের সঙ্গে তাজা রক্ত পড়ে, পেটে বেদনা সর্বদাই অনুভব করে, কুন্থন করে মলত্যাগ, রোগী কিছু খেতে চায় না, মুখে খুব অরুচি ভাব।

মাত্রা—Q ৫/৭ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

হাইড্রাঞ্জিয়া আরবোরিসেনস্ (Hydrangea Arborescens)

পরিচয়—অপর নাম সেভেন বার্কস, হাইড্রেঞ্জিয়া তাসগেরিস ইত্যাদি। ইহা এক প্রকার গুল্ম, হোমিওপ্যাথিক এবং এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ ইহা ব্যবহার করে সুফল লাভ করেন। ইহার এখন পর্যন্ত যথার্থ প্রুভিং হয় নাই। ইহার সরস মূল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—মূত্র পাথরী, মূত্রে প্রচুর সাদা সাদা দানাহীন লাস জাতীয় তলানি পড়ে, মূত্র শূল, রক্তাক্ত মূত্র। মূত্রনালীর উপর ঔষধটি খুব ভাল কাজ করে। কটিদেশে বেদনা, ঘুম ঘুম ভাব এবং বুকে চাপ বোধ। এই সব লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে Q বিশেষ উপকারী।

রোগচিকিৎসা—মূত্র—মূত্র নালীতে জ্বালা পোড়া এবং বার বার প্রস্রাবের বেগ। মূত্র নির্গমন আরম্ভ হতে বেশ কষ্ট হয়। মূত্রে যথেষ্ট শ্লেষ্মাময় তলানি পড়ে। কটিদেশে তীব্র বেদনা বিশেষ করে বাম কটি দেশে। অত্যন্ত তৃষ্ণাসহ পেটে বেদনা, প্রষ্টেট গ্রন্থির বৃদ্ধি। পাথরী সঞ্চয়। আক্ষেপিক মূত্ররোধ, মূত্রে

প্রচুর পরিমাণে সাদা দানা বিহীন লবণ তলানি পড়ে ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q খুব ভাল কাজ করে। এই ঔষধটির সঙ্গে চিমাফেলা, বার্বেরিস, প্যারিরা, ইউভা, স্যাবাল, অক্সিডেনড্রন প্রভৃতি সদৃশগত। ওরাটার এভেনস্ নামক ঔষধটি ব্যবহার করে অব্যর্থ ফল পাওয়া যায় যদি দেখা যায় যে তলপেটে অসহ্য খোঁচামারা বেদনা, এই বেদনা তল পেটের গভীর অংশ হতে মূত্র পথের শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত এবং মূত্র থলির পীড়া তৎসহ সমগ্র লিংগটি বেদনা যুক্ত, আহারে বৃদ্ধি এবং ভুক্ত দ্রব্য ভালমত হজম হয় না ইত্যাদি লক্ষণ বর্তমান থাকে। প্রখ্যাত চিকিৎসাবিদ ডাঃ এ. এন. কাশিংয়ের মতে পলিকাট্রিকাম হেয়ার ক্যাপমচ ঔষধটির মাদার টিংচার প্রষ্টেট গ্রন্থির বৃদ্ধি এবং প্রষ্টেট গ্রন্থির প্রদাহে অব্যর্থ। তবে লক্ষণগত সাদৃশ থাকলে হাইড্রানজিয়া Q খুব ভাল কাজ করে।

মাত্রা—Q ৫/৬ ফোঁটা সামান্য জলের সঙ্গে মিশ্রিত করে দিনে ৪ বার সেব্য।

হাইড্রাসটিস ক্যানাডেনসিস (Hydrastis Canadensis)

পরিচয়—অপর নাম ওয়ার নিরিয়া ক্যানাডেনসিস, ইয়োলো রুট, স্বর্ণসিল, গোলডেন সিল ইত্যাদি। আমেরিকার এক প্রকার বাৎসরিক গুল্ম। ইহার তাজা সরল মূল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। ডাঃ হেল এই ঔষধটি সর্ব প্রথম হোমিওপ্যাথিতে প্রচার করেন। এই ঔষধটি বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ উভয় প্রকারই ব্যবহৃত করা যায়।

উপকারিতা—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপর ইহার বিশেষ ক্রিয়া। শরীরের যে কোন স্থানে যথা গল গহ্বর, উদর, জরায়ু, মূত্রনালী যাই হোক না কেন শ্লেষ্মা স্রাবের লক্ষণটি থাকলে ইহার Q উপযোগী। কারণ, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপর শিথিলতা উৎপন্ন করে ইহা গাঢ়, হরিদ্রাভ, দড়া দড়া স্রাব সৃষ্টি করে। এই রূপ শ্লেষ্মা শরীরের যে কোন অংশে সৃষ্টি হওয়ার লক্ষণ দেখা গেলে আর কাল বিলম্ব না করে Q ব্যবস্থা করলে উপকার হবে। ঔষধটি শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপর খুব ভাল কাজ করে। নাক, গলা, পাকস্থলী, অন্ত্র, জরায়ু, মূত্রনালী প্রভৃতি শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী হতে প্রথমে স্বচ্ছ তরল সাদা আঠার মত চটচটে, পরে হলুদ বা সবুজ, ঘন সময় সময় রক্তাক্ত চটচটে স্রাবও নির্গত হয়। ডাঃ হেল এই ঔষধটি বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগ দ্বারা প্রায় সকল প্রকার নাসিকার স্রাব (coryza), মুখের ক্ষত, নাসিকার ক্ষত, পারদ ও উপদংশ জনিত গলক্ষত, শ্বেত প্রদর এবং অন্যান্য প্রকারের জরায়ু স্রাব, কর্ণ স্রাব, চোখের প্রদাহ ইত্যাদি বহুবিধ রোগ আরোগ্য করতে পেরেছিলেন। শরীরের অভ্যন্তরস্থ বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থি (gland) সমূহের উপর ইহা ক্রিয়া প্রকাশ করায়, ইহা লিভারের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করে। লিভারের ক্রিয়াহীনতার জন্য ফিকে রঙের বাহ্য ও জন্ডিসের মত লক্ষণ প্রকাশ লাভ করে ইত্যাদি ক্ষেত্রেও Q উপযোগী। পুরাতন আমবাত এবং তরুণ আমবাতের ইহা একটি ফলপ্রদ ঔষধ। তবে এই ক্ষেত্রে একটি কথা স্মরণ

করতে হবে যে মিউকাস মেম্ব্রেনের তরুণ প্রদাহে যতক্ষণ পর্যন্ত জ্বর থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত ইহা ব্যবহার করা উচিত নয়। মদ্য সেবীদের ভগ্ন স্বাস্থ্য যারা পাকস্থলী ও লিভারের ক্রিয়া বিকৃতি সহ ক্যানসার প্রভৃতি মারাত্মক রোগে আক্রান্ত তাদের ক্ষেত্রে Q উপযোগী। স্ক্রফুলাস এবং ম্যারাস মাস (Emaciate) শিশুদের পক্ষে Q অব্যর্থ। ইহার রোগী অতিশয় জীর্ণ শীর্ণ, দুর্বল এবং সর্বদাই নিজের অসুখের কথা বলে। কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, বুক ধড়ফড়ানি, সর্দি, কাশি, ক্ষত এই সমস্ত রোগ যেন বারোমাস লেগে থাকে। টাইফয়েড জ্বর বা অন্যান্য রোগের পর ক্ষুধাহীনতা, কোষ্ঠকাঠিন্য, অতিশয় ঘাম ইত্যাদি লক্ষণ থাকে। লিভারের ক্রিয়া হীনতা এবং ফ্যাকাসে বর্ণের বাহ্য লক্ষণে Q উপযোগী। লিভারের উপর ঔষধটির অপরিসীম ক্রিয়া ক্ষমতা। কটিবাত, শীর্ণতা, দুর্বলতা প্রকটভাবে প্রকাশ পায়। ক্যানসার অথবা ক্যানসার সদৃশ অবস্থা, ক্ষত উৎপন্ন হয় নাই কিন্তু বেদনা বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে। গর্ভকালে বা যৌবন উদগমন কালে গলগন্ড রোগ লক্ষণে Q ব্যবহার করা যায়। বসন্ত রোগে ঔষধটি বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ ভাবে ব্যবহার করা যায়। বসন্ত রোগে ইহা রোগের জটিলতা কমিয়ে আনে, কষ্টকর লক্ষণসমূহ দূর করে, রোগ ভোগের কাল কমিয়ে আনে এবং বিপদ আশংকা দূর করে এবং রোগের পরিমাণ ফল খারাপ হতে দেয় না—প্রখ্যাত চিকিৎসাবিদ জে, জে, গার্থ উইল কিনসন ইহা উল্লেখ করেন।

রোগ ও চিকিৎসা—কোষ্ঠকাঠিন্য—এই রোগে ঔষধটি বিশেষ উপযোগী। ডাঃ হিউজেস বলেন—'ইহার Q ২/৩ ফোঁটা মাত্রায় প্রতিদিন প্রাতে জলসহ একবার সেবন করলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। কখনো কোষ্ঠ পরিষ্কার করার প্রয়োজন হলে Q ব্যবহার করা উচিত।

আমবাত—এই রোগে Q কিছু দিন যথারীতি ব্যবহার করলে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়; সেই আমবাত নতুন বা পুরাতন যাই হোক না কেন। পিঠে ভার বোধ এবং টান পড়া ব্যথা, আড়ষ্টভাবে বিশেষ করে কটিদেশে। বসা হতে উঠতে গেলে মাটিতে হাত দিয়ে ভর দিয়ে উঠতে হয়।

অর্শ ও গোগগুল নির্গমন—ডাঃ হিউজেস বলেন—নিয়মিত ভাবে ঔষধটি কিছুদিন ব্যবহার করলে এই রোগ লক্ষণ দুটি দূর হয়। সরলান্ত্র নির্গমন, গুহ্যদেশ ফাটা ফাটা। কোষ্ঠকাঠিন্য সহ পাকাশয়ে নিমগ্নতাবোধ তৎসহ মাথায় যন্ত্রণা। মলত্যাগকালে গুহ্য দ্বারে খোঁচামারা বেদনা। বাহ্যের পরেও অনেকক্ষণ যাবৎ বেদনা। অর্শবলি, সামান্য রক্তপাতে দুর্বল হয়ে পড়ে। মলদ্বারের সংকোচন এবং আক্ষেপভাব। পাকাশয় ও ডিয়োডেনাম অংশে বেদনা। লিভারের দোষ, জন্ডিসের লক্ষণ, পিত্তশিলা, ডান অন্ডকোষে কেটে ফেলার ন্যায় বেদনা তৎসহ ডান কুঁচকিতে টান ধরা বেদনা ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে Q উপকারী।

ক্ষত—নাসিকা অস্থির ক্ষত, অস্থি ছিদ্র হবার আশঙ্কা, নাক হতে ঘন চটচটে আঠার মত স্রাব নির্গত হয় ... স্পর্শ করলেই রক্ত পড়ে। মুখের ক্ষত, শিশু ও স্তন্যদাত্রী জননীর মুখে ক্ষত, স্যাংকার ইত্যাদিতে Q বিশেষ উপযোগী। পাকস্থলী ও জরায়ুর ক্যানসারে ইহা উপকারী। জরায়ুর এবং বক্ষস্থলের ক্যানসার সম্পর্কে ডাঃ হিউজেস বলেন—In cancer Hydrastis removes the pain modifies the discharge, depriving it to its offensiveness and improves the health in a marked degree." যে সকল শিশু বা ব্যক্তির কোষ্ঠ বদ্ধের ধাত তাদের সরলান্ত্রে ক্ষত, মলদ্বারে ক্ষত, সরলান্ত্র বহির্গমন এবং গ্যাস্ট্রাইটিস, পাকস্থলীর ক্ষত, পাকস্থলীর ক্যানসার, যে সকল পুরাতন ক্ষত হতে অতি সহজেই রক্ত পড়ে এবং রক্ত অতি দুর্গন্ধ যুক্ত শয্যাক্ষত, মাথায় একজিমা ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q বিশেষ উপযোগী।

অজীর্ণ রোগ—পেট যেন সর্বদাই ফুলে থাকে আবার কখনো পড়ে যায়, দুর্গন্ধ অথবা টক ঢেকুর উঠে, কখনো কোষ্ঠকাঠিন্য, কখনো উদরাময়, মল আমযুক্ত, জোলাপ খেলে কোষ্ঠকাঠিন্য আরো বৃদ্ধি পায়, ভগন্দর, পাকাশয়ে অবিরত টান টান বোধ, দুর্বল ও জীর্ণ শীর্ণ, তিক্ত স্বাদ, পেটে খোঁচামারা বেদনা, পেট খালি খালি বোধ, রুটি বা তরকারী খেতে পারে না, ক্ষুধাহীনতা, ক্ষত এবং ক্যানসার, পাকস্থলীর প্রদাহ ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী।

স্ত্রীজনন ইন্দ্রিয়ের রোগ—যে সকল স্ত্রীলোক স্বভাবতঃ দুর্বল, মুখ ফ্যাকাসে, চোখ মুখ বসে গেছে। লিভারের গোলযোগ আছে, কোষ্ঠকাঠিন্য, অম্ল, অজীর্ণ, অর্শ ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q ভাল কাজ করে। যোনিতে চুলকানি, জরায়ু বা জরায়ু গ্রীবায় ক্ষত, ক্ষত হতে রক্ত স্রাব, জরায়ুর মধ্যে অর্বুদ, পুরাতন জরায়ু বিবৃদ্ধি ইত্যাদি রোগেও ইহা উপকারী। জরায়ু গ্রীবায় ক্ষত, হাজা। প্রদর স্রাব, ধাতু স্রাবের পর প্রদর স্রাব বৃদ্ধি, ইহা বিদাহী ও ক্ষতকর ছেড়া ছেড়া পদার্থ যুক্ত ও দুশ্ছেদ্য, অতিস্রাব, যোনি কপাটে চুলকানি, তৎসহ প্রচুর প্রদর স্রাব, কামোত্তেজনা, স্তনে অর্বুদ স্তনবৃন্ত ভিতরে ঢোকান ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে Q ব্যবহার করা একান্ত প্রয়োজন।

প্রমেহ—রোগের পুরাতন অবস্থায় (Gleet) যখন স্রাব অধিক নহে রঙ হলদে, চটচটে ইত্যাদি লক্ষণে Q ভাল করে।

পায়ের আংগুলে কড়া—শক্ত জুতার চাপেই হোক বা অন্য কোন প্রকার ধাতু দোষেই হোক, অনেকের পায়ের আঙ্গুলে কড়া হয়, উহাতে অত্যন্ত বেদনা থাকে, ছড়ি দিয়ে কেটে দিলে কয়েকদিন ভাল থাকে আবার বেদনা হয় এই ক্ষেত্রে Q এক ভাগ এবং ভ্যাসেলিন তিন ভাগ একত্রে মিশ্রিত করে একটি মলম প্রস্তুত করে উক্ত স্থানে দিনে ২/৩ বার ও রাত্রে শোবার সময় লাগালে বেশ উপকার পাওয়া যায়। মাঝে মধ্যে সালফার, নাইট্রিক এসিড প্রভৃতি রোগীর

ধাতু অনুসারে ব্যবহার করলে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়। নরম ঝামা দিয়ে রোজ ২/৩ বার কড়ার উপর ঘষতে হবে এবং মলমটি বাহ্যিকভাবে ব্যবহার করতে হবে। অনেক সময় এই ক্ষেত্রে ফেরাম পিক্রিক ভাল কাজ করে। এছাড়া এনাকার্ডিয়াম অক্সিডেন্টালিস পায়ের কড়া, ক্ষত এবং পায়ের তলা ফাটার ক্ষেত্রে অত্যন্ত ফলপ্রদ হয়।

পুং জনন ইন্দ্রিয়ের পীড়া—গণোরিয়ার দ্বিতীয় অবস্থা, স্রাব ঘন ও হরিদ্রা বর্ণ। মূত্র মেহবৎ স্রাব এবং পচা গন্ধ ইত্যাদি ক্ষেত্রেও Q উপযোগী।

জন্ডিস—লিভারের ক্রিয়া ঠিক মত হয় না, লিভারের নানাবিধ গোলযোগ থাকে, ইহার ফলে এক প্রকার বেদনার অনুভব হয় এবং জন্ডিস লক্ষণ দেখা দেয়। চোখ, মুখ, জিহ্বা চর্ম সবই হলুদ দেখায়, মুখে অরুচী, কোন কিছু খেতে চায় না। মুখে গোলমরিচের মত স্বাদ। জিহ্বা শ্বেত বর্ণ এবং ময়লার প্রলেপযুক্ত স্ফীত, বৃহদাকার, থলথলে চটচটে এবং দাঁতের দাগ যুক্ত, মুখ গহ্বরে প্রদাহ, জিহ্বায় ক্ষত এবং ধারে ধারে ফাটা ইত্যাদি লক্ষণে Q কদাচ ব্যর্থ হয় না।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে প্রত্যহ ৩/৪ বার সেব্য।

হাইড্রোকটাইল এসিয়াটিকা (Hydrocotyle Asiatica)

পরিচয়—অপর নাম হা-নামুলেরইডস, হা-পালিডা, ইন্ডিয়ান পেনি ওয়ার্ট ওয়াটার পে ইত্যাদি। ইহা এক প্রকার বাৎসরিক গুল্ম এবং লতা জাতীয় গাছ। ইহার শুষ্ক গুল্ম চূর্ণ করে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—আমাদের দেশে ইহা থানকুনি পাতা বলে পরিচিত। ইহা সর্বজন পরিচিত লতা জাতীয় গাছ। যে সকল রোগে পাকাশয়ের লক্ষণ থাকে অথবা সে সকল ক্ষেত্রে দেহের কোন স্থানে জীব কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি হেতু স্ফীত ভাব দেখায় তাতে ইহা বিশেষ উপকারী। সংযোগ তন্তু-সমূহের বিবৃদ্ধি ও কঠিনতা। ক্ষতবিহীন কুষ্ঠ ও বৃক রোগে (Lupus) ইহা বিশেষ উপকারী। চর্ম লক্ষণগুলো বিশেষ উল্লেখ যোগ্য, জরায়ুর ক্ষতে বিশেষ উপযোগী। রোগী সোজা হয়ে বসতে পারে না এবং অত্যন্ত ঘাম হয়। জরায়ুর গ্রীবায় ক্যানসার বেদনা। মানসিক ও শারীরিক দুর্বলতা এবং সমস্ত পেশীতে আঘাত লাগার ন্যায় বেদনা—এই দুইটিই ইহার প্রধান লক্ষণ। এই পাতার রস কুষ্ঠ, গর্মী, নালীঘা এবং চর্মরোগে বাহ্যিক ব্যবহার করলে উপকার হয়। এছাড়া মুখের ক্ষত, পোড়া নারাংগা, ব্রণ ইত্যাদি ক্ষেত্রেও Q ব্যবহার খুব উপকারী। ডাঃ বোরিক নানাবিধ চর্মরোগে, চর্মের উপরিভাগে মোটা ভাব, স্ফীতভাব, উহার উপর হতে খোলস উঠা, লুপাস রোগ, কুষ্ঠরোগ, গোদ ইত্যাদি রোগে ইহার ব্যবহার করতে উপদেশ দেন। ডাঃ ভাইসক কুষ্ঠরোগে ইহার ব্যবহার সমর্থন করেন।

তিনি বলেছেন—এই ঔষধ ব্যবহার করলে প্রথমে চামড়ায় বিশেষতঃ হাতে ও পায়ের চামড়ায় কাঁটা ফোটার ন্যায় অনুভূতি প্রকাশ পায়। পরে সর্ব শরীরে গরম অনুভূতি প্রকাশ পায়। কৈশিকা সমূহে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি করে এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি করে। আক্রান্ত স্থানের চামড়া অপেক্ষাকৃত নরম হয়। চর্মের উপর হতে মোটা স্তর উঠে যায়। লোমকূপ দ্বারা ঘাম ও তাপ নিঃসরণ ক্রিয়া পুনরায় আরম্ভ হয়। ডাঃ ডি. এন. রায় বলেন—ইহা সাদা ও রক্ত আমাশয়ের একটি অব্যর্থ ঔষধ। শিশু এবং বয়স্ক উভয়ের পক্ষেই সমভাবে উপযোগী।" ডাঃ বলিউ সর্ব প্রথমে ঔষধটিকে চর্মরোগে ব্যবহার করেন। তিনি উহার লক্ষণ চিত্রও দিয়েছেন। গোদ ও কুষ্ঠব্যাধি আরোগ্য করার জন্য Q ব্যবহার করা হয়। যে কোন চর্মপীড়ায় চর্মের উপরাংশ যত অধিক পুরু এবং মোটা হবে ইহাতে উপকারও তত অধিক হবে। সোরায়েসিস ক্রনিক একজিমা, একনি রোজেসিয়া প্রভৃতি কতগুলো চর্ম পীড়ায় ইহাতে ভাল উপকার পাওয়া যায়। লিউপাস রোগে নাকে, মুখে, চোখের পাতায়, ঠোটের ক্ষতে ইহার Q উপকারী।

রোগ ও চিকিৎসা—কুষ্ঠব্যাধি—যেখানে চর্মে প্রথমে এক প্রকার লাল বর্ণের দাগ হয়ে ফুলে উঠে পরে ক্ষত ও চর্ম খসে পড়ে যেখানে Q উপকারী এবং যেখানে চর্ম অসাড় হয়, স্পর্শশক্তি লোপ পায় সেখানে অবশ্য এনাকার্ডিয়াম উপকারী বেশী।

চর্মরোগ—চর্মে এক প্রকার শুষ্ক উদ্ভেদ। চর্ম অত্যন্ত পুরু হয়ে উঠে, শুষ্ক হয় এবং খসে পড়ে। দেহের মধ্যভাগে অংগ প্রত্যংগে, হস্ততলে এবং পদতলে শুষ্ক সোরায়সিস। বুকে পুজবটী। গোলাকার দাগ উহার ধারগুলো আইসযুক্ত। সিফিলিস জাত চর্ম, বয়ব্রণ, স্রাবহীন লুপাস রোগ ইত্যাদি Q উপকারী।

মুখমন্ডলের পীড়া—বাম গন্ডস্থলের অস্থি ও চক্ষুকোটরের চারিদিকে বেদনা, মাতালের মত আকৃতি, থেকে থেকে চোয়ালে বেদনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপযোগী। ঐ ছাড়া মাথা ঘোরা, মাথায় রক্ত সঞ্চয়, সমস্ত মাস্তক্কের ধমনীগুলো যেন টেনে ধরছে এমন ভাব, মস্তকের ধমনীগুলোতে স্নায়বিক বেদনা, মাথার পশ্চাৎ দিকে কিছুটা ফোলাভাব তৎসহ তীব্র বেদনা। মাথার পশ্চাৎভাগে স্পর্শকাতরতা। চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ, চোখ কোটরাগত, চোখে কাঁটা বেঁধার ন্যায় অনুভূতি। নাক স্ফীতি, নাকের অভ্যন্তর ভাগে শুড়শুড়ি বোধ, বাম কানের অভ্যন্তরে বেদনাবোধ, নানা প্রকার ভোঁ ভোঁ, সোঁ সোঁ শব্দ শোনা, কান যেন অবরুদ্ধ, কানে ফুঁ দেওয়ার শব্দ, জিহ্বার উপর সাদা দাগ, কথা জড়িয়ে যায়, কোন কিছু গিলতে কষ্ট হয়, মুখের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে অতিরিক্ত রক্ত সঞ্চয়, মুখের স্বাদ বিকৃত, সব কিছুই তিক্ত বোধ এবং ক্ষুধার অভাব ইত্যাদি লক্ষণে Q খুব উপকারী।

স্ত্রীজনন ইন্দ্রিয়ের রোগ—যোনিমুখে চুলকানি। মূত্রাশয়ে গ্রীবায় প্রদাহ, যোনি দেশের অভ্যন্তরে উত্তাপ। জরায়ুতে দানাময় ক্ষত। প্রচুর প্রদর স্রাব, ডিম্বাশয়ে প্রবল বেদনা ও জরায়ু গ্রীবা লালবর্ণ। যোনিদেশ সর্বদাই শুর শুর করে। কাঁটা বেঁধার ন্যায় বোধ। সমগ্র জরায়ুতে বেদনা বিশেষ করে বামদিকে ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q খুব উপকারী।

পেটের পীড়া—পেটে বায়ু সঞ্চয়, বেদনা, আকুঞ্চন বোধ, লিভারের উপরাংশে বেদনা, মনে হয় পেটের ভিতর সব কিছু নড়াচড়া করছে গুহ্যদ্বারে ভার বোধ, জ্বালাপোড়া, নিষ্ফল মলবেগ, মল শুষ্ক এবং কালো এই সব লক্ষণে Q ব্যবহার করা উচিত।

বিশেষ প্রয়োগ ক্ষেত্র—এই ঔষধটির মাদার টিংচার নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে যথেষ্ট উপকার লাভ করা যায়। (১) সাদা ও রক্ত আমাশয়ে ইহা অতি সুফল দান করে। (২) কুষ্ঠ ও লুপাস রোগে ইহার ব্যবহার অত্যন্ত উপকারী। এই ক্ষেত্রে ডাঃ ডাইমক ইহার যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন। (৩) ডাঃ সালজার ঔষধটি চর্মরোগ এবং বয়ব্রণ রোগে ব্যবহার করে যথেষ্ট সুফল লাভ করেন। (৪) নিদ্রাহীনতার পক্ষে ইহার Q অব্যর্থ, ইহার ব্যবহার কদাচ বিফল হয় না। (৫) মূত্রাশয় মুখের উপদাহ। এবং সেই জন্য বারবার মূত্রপাত ইত্যাদি ক্ষেত্রে উপকারী। (৬) স্ত্রীলোকদের যোনিদ্বারে চুলকানি সহ কাঁটা কাঁটা অনুভূতি তৎসহ উদ্ভেদ নির্গত হলে ইহা অব্যর্থ। এ ছাড়া একজিমা, চর্মজল, চর্মে তাম্রবর্ণের উদ্ভেদ, বয়ব্রণ, দেহের বিবিধ অংশে চুলকানি, চর্ম পুরু হওয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহা উপকারী। প্রখ্যাত চিকিৎসাবিদ ডাইমক বলেছেন—"যে সকল চর্মরোগে ঔষধটি সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হয় তাতে ত্বকের উপর অংশে অত্যন্ত পুরু ভাব দেখা যায়, খোলস উঠে, গোল গোল দাগ জন্মে উহার কিনারা আইসযুক্ত।"

মাত্রা—Q ৫/৬ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য।

হাইগ্রোফিলা স্পাইনোসা (Hygrophila Spinosa)

পরিচয়—ইহার বাংলা নাম কুলে খাড়া বা কুলে কাঁটা। কুলেখাড়া গাছটি জলাভূমির ধারে এবং শুষ্ক বিলে জন্মে। এই গাছ ৪/৫ ফিট লম্বা হয়। ইহার পাতায় এবং গাছের গায়ে অত্যন্ত কাঁটা, কাঁটাগুলো বিষাক্ত এবং যেখানে লাগে সেখানেই ভয়ানক চুলকায় এবং জ্বালা পোড়া করে তার পর আমবাতের মত চাকা চাকা লালবর্ণের উদ্ভেদ বের হয়, উদ্ভেদগুলো অত্যন্ত জ্বালাকর। এই গাছ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—আমবাত ও আমবাতের মত চর্মপীড়ায় ইহা ব্যবহৃত হয়। গ্রীষ্মকালে ইহা হয় এবং গরমেই বৃদ্ধি পায়। ইহার উদ্ভেদ দেখতে হাম বা

ঘামাচির মত ক্ষুদ্র ও লালবর্ণের এবং উহার চারিপাশের চর্মেও লালবর্ণ থাকে, কখনো কখনো চুলকালে সামান্য রস বের হয়। আমরক্ত সহ ম্যালেরিয়া জ্বরেও ইহাতে উপকার। ইরিসিপিলাস এবং লালবর্ণের উদ্ভেদ এবং রক্ত স্রাব যুক্ত ফুসকুড়ি ইত্যাদি ক্ষেত্রেও যথেষ্ট উপকার করে। অনেক সময় রক্ত দূষিত জনিত ক্ষত এবং কুষ্ঠ ব্যাধিতেও ইহা ব্যবহার করে যথেষ্ট সুফল পাওয়া গেছে। আর্টিকেরিয়া বা আমবাত রোগে এই ঔষধটির সঙ্গে এপিস ও রাস টক্সের বেশ সাদৃশ্য আছে। এপিসের ন্যায় ইহাতেও ঠান্ডায় উপশম। আমবাতে Q বা ৩x, ২/৩ ঘন্টা অন্তর ব্যবহার করা উচিত। ইহা আমবাত সহ ম্যালেরিয়া জ্বরেও উপকারী। জ্বর প্রায়ই সকালের দিকে আসে। শীত ও পিপাসা তেমন থাকে না। জ্বরের সংগে সংগে আমবাত প্রকাশ পায়। উহাতে অসহ্য চুলকানি ও জ্বালাপোড়া থাকে। ঠান্ডায় কিছুটা উপশম বোধ করে। জ্বরের মধ্যেই রোগী ঘুমিয়ে পড়ে। ৫/৬ ঘন্টা পর জ্বর ছেড়ে যায় তখন আমবাতের জ্বালা যন্ত্রণাও কমে। কিন্তু চাকা চাকা ফোলা ভাব জ্বর অবসানের পরেও কিছুদিন থাকে। এই ঔষধটি বসন্ত রোগেও ব্যবহার করা যায়। সর্ব শরীরে বসন্তের গুটিকা বের হয়, গুটিকাগুলো পর পর সংলগ্ন হয়ে চাপড়া বাধে কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই গুটিকার মধ্যে পুঁজ না হয়ে জলীয় পদার্থ সৃষ্টি হয়। এই সব ক্ষেত্রে Q বিশেষ উপকারী। এই ঔষধটির আর একটি উপকারিতা শোথ রোগে দীর্ঘকাল পর্যন্ত ম্যালেরিয়া জ্বরে ভোগার পর হাত পায়ে শোথ দেখা দিলে ইহার ব্যবহারে উপকার পাওয়া যায়। ইহা রক্ত দুষ্টি দূর করে এবং শোথ ও জ্বরের অবসান ঘটায়।

মাত্রা—Q, ৩x, ৩/৪ ফোঁটা করে রোজ ৩/৪ বার সেব্য। আহারের পূর্বে।

হায়োসায়ামাস নাইজার (Hyoscyamus Niger)

পরিচয়—ইহার অপর নাম জাসফুইয়ামাই, সূকর সীম, বিষ তামাক, হেনবেন ইত্যাদি ইহা ইউরোপের এক প্রকার চারা গাছ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। ডাঃ হ্যানিম্যান ইহার প্রথম প্রুভার।

উপকারিতা—মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুমন্ডলের উপর ইহার বিশেষ ক্রিয়া, তবে রক্ত সঞ্চালনকারী যন্ত্রের উপর ইহা গৌণভাবে ক্রিয়া করে। কলহ প্রিয়, অত্যন্ত বেশী কথা বলে, হিংসুক স্বভাব, রোগীর মনে সন্দেহ বাতিক, যেন কেহ তাকে বিষ পান করাবে ইত্যাদি মানসিক লক্ষণযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে ইহা খুব উপকারী।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য—(১) মন অত্যন্ত সন্দিগ্ধ, বাচাল এবং অশ্লীল কথাবার্তা বলে, কাম উন্মাদনার ভাব, সব কিছুতেই হাসে, খুব বোকাটে ভাব। অসুখ হলে প্রলাপ বকে, বিড় বিড় করে সর্বদা বিছানা খুঁটে এবং গভীর আচ্ছন্নতার ভাব। (২) হিংসা, রাগ, ভালবাসায় বঞ্চিত হবার কুফলে রোগ সৃষ্টি। (৩) রাত্রে শুলে অত্যন্ত আক্ষেপিক শুষ্ক কাশি, উঠে বসলে সেই কাশির উপশম। (৪) গুহ্য

স্থানের কাপড় খুলে ফেলে এবং অনবরত লিংগে হাত দেয়। (৫) অজ্ঞান থেকে যা নিকটে নেই বা কখনো আসে নাই তাই যেন দেখতে পায় এমন মনে করে। (৬) গায়ে কিছুতেই কাপড় রাখতে চায় না, কাপড় দিলে ফেলে দেয়, উলংগ থাকে। (৭) বিকারে কখনো অস্থির হয়, বিছানা হতে লাফিয়ে উঠে, বিছানা হাতড়ায়, দাঁতে ময়লা থাকে, জিহ্বা শুষ্ক, অসাড়ে প্রস্রাব বাহ্য। (৮) ঋতুস্রাবের সময় হাত পায়ে কম্পন, কোন বিষয় নিয়ে উত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং রাত্রে ঘুম হয় না। (৯) উন্মত্ততার ভাব, রাগ করে, ধমকায়, কামড়ায়, মারে, হত্যা করতে চায় ইত্যাদি লক্ষণ। (১০) দুর্বলতার জন্য স্নায়বিক উত্তেজনা, কম্পন সহ দুর্বলতা এবং পেশীসমূহ মোচড়াতে থাকে, বিষাক্ততা জনিত পাকাশয়ের বিকৃতি। মাথা হালকা এবং বিশৃঙ্খল, মদ খাওয়ার ন্যায় মাথা ঘোরে, মনে হয় মস্তিষ্ক ঢিলা হয়ে উঠা নামা করছে, মস্তিষ্কের প্রদাহ তৎসহ সংজ্ঞা হীনতা, বার বার মাথা এপাশ ওপাশ করে ইত্যাদি চরিত্রগত লক্ষণ।

রোগ ও চিকিৎসা—টাইফয়েড জ্বর—টাইফয়েড জ্বরে ইহার Q উপযোগী। জ্বর বিকারে প্রলাপ বকা, বিড় বিড় করে বকা, কাপড় বা বিছানা খোঁটা, অঘোর ভাবে বোকার মত পড়ে থাকার ভাবই অধিক। ইহার একটি লক্ষণ রোগী অতি শিঘ্র শিঘ্র অচৈতন্য ও আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, এই আচ্ছন্ন ভাবের সঙ্গে দুটি চোখ খোলা থাকে এবং এদিকে সেদিকে এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে, মনে হয় সে যেন কিছু দেখছে কিন্তু বাস্তবিক তা নয়, সম্মুখে ধোঁয়া বা কুয়াশার মত কি দেখে এবং তা হাত দিয়ে ধরতে যায়, এই জন্য হাত দুটি ধীরে ধীরে তোলে আবার নামায়। বোকার মত হাসে আবার চুপ চাপ বসে থাকে ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী।

হাম বসন্ত—উদ্ভেদ বসে গিয়ে অথবা ভালমত বের হতে না পেরে রোগীর মধ্যে বিকার ভাব দেখা দেয় এই ক্ষেত্রে Q উপযোগী। ইহার চারিত্রিক লক্ষণ হচ্ছে—বিছানা খোঁটা, অজ্ঞান ভাবে পড়ে থাকা, হঠাৎ চিৎকার করে উঠা, পেশীর স্পন্দন, অসাড়ে পায়খানা প্রস্রাব নিঃসরণ, ঠোঁট মুখ এমন ভাবে নাড়ে মনে হয় কিছু খাচ্ছে বা চিবাচ্ছে। এই জাতীয় লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে Q ব্যবহার করলে সুফল পাওয়া যায়।

উদরের পীড়া—নাভীর নিকটে নিশ্বাসে গ্রহণের সময় খোঁচামারা বেদনা, উদর পেশীতে আঘাত লাগার মত বেদনা, তল পেটে কাটা ছেড়ার মত বেদনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী।

কাশি—শুলে কাশির বৃদ্ধি, উঠে বসলে উপশম, কাশি শুষ্ক, কিছু মাত্র গয়ার উঠে না, আলজিভ বৃদ্ধি পায়, অত্যন্ত শুষ্ক কাশি, কাশি রাত্রে বৃদ্ধি, শুলে

আরো বাড়ে এবং উঠে বসলে কিছুটা উপশম ইত্যাদি লক্ষণে Q ব্যবহার করা উচিত।

অনিদ্রা—শিশুদের অনিদ্রা, একটু নিদ্রা আসলেই অমনি শিহরিয়া উঠে, হাত পা কেঁপে চিৎকার করে কেঁদে উঠে, ভয় পেয়ে জেগে উঠে। নার্ভাস ব্যক্তিদের অনিদ্রা, সমস্ত রাত ঘুমাতে পারে না, ছটফট করে, শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট, ঘুমাতে ঘুমাতে লাফিয়ে উঠে, সেখানে অনিদ্রার কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না সেখানে Q ব্যবহার করলে উপকার হয়।

প্রস্রাবের পীড়া—প্রসবের পর প্রসূতির প্রস্রাব বন্ধ হলে হায়োসিয়ামাস Q অব্যর্থ। মূত্রথলীর পক্ষাঘাত, অসাড়ে প্রস্রাব অথবা প্রস্রাব সম্পূর্ণ বন্ধ থাকলে Q ব্যবহার করা যায়। ইউরিমিয়া অর্থাৎ মূত্রনাশ বিকার লক্ষণে ইহা খুব ভাল কাজ করে। কলেরা রোগে ইউরিমিয়া বিকার অবস্থায় রোগী যখন সম্পূর্ণ অজ্ঞান ভাবে উলঙ্গ হয়ে পড়ে থাকে, অসাড়ে মল ত্যাগ করে, চোখের তারা বড় এবং চোখ লালবর্ণ হয়, এক দৃষ্টে একদিকে চেয়ে থাকে, পলক ফেলে না, দাঁতে হলুদ বর্ণের ময়লা জমে, জিহ্বা বেশ পরিষ্কার থাকে, মূত্রথলিতে মূত্র জমেও প্রস্রাব নিঃসরণ হয় না অথবা অতি সামান্য পরিমাণ প্রস্রাব হয়, অসাড়ে বিছানায় প্রস্রাব করে ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত Q কদাচ বিফল হয় না।

পুং জনন ইন্দ্রিয়—ধ্বজভঙ্গ কিন্তু কামোন্মত্ত জ্বরের মধ্যে জনন ইন্দ্রিয় ধরে নড়াচাড়া করে এই লক্ষণেও Q উপযোগী। এই ঔষধটি ব্যবহার করার পূর্বে চিকিৎসকগণ লক্ষ্য রাখবেন—স্নায়বিক উত্তেজনা, কম্পন সহ দুর্বলতা, সব কিছুতেই হাসে, জিহ্বা শুষ্ক, লাল, ফাটা ফাটা, আলজিহ্বা বর্ধিত, আহারের পর পাকাশয়ে জ্বালা, অনিচ্ছায় মলমূত্র ত্যাগ।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

হাইপেরিকাম পারফোরেটাম (Hypericum Perforatum)

পরিচয়—ইহার অপর নাম ফিউগা ডিমোনাম, সেন্টজনস্ ওয়ার্ট ইত্যাদি। ইহা ইউরোপ ও আমেরিকার এক প্রকার বাৎসরিক গুল্ম। এই গুল্ম হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—শরীরের কোন স্থানে বিশেষ করে হাতের আঙ্গুল, পায়ের আঙ্গুল এবং নখে আঘাত লেগে সেই স্নায়ুসমূহ আহত হলে Q উপকারী। আঙ্গুল থেতলে যাওয়া বিশেষ করে আঙ্গুলের ডগা। ইহা পরিচায়ক লক্ষণ অত্যন্ত বেদনা। গুহ্যদ্বারের উপর ইহার ক্রিয়া আছে। অর্শ রোগ, মেরুদন্ডের নিম্নতম অস্থিতে শূল বেদনা। আক্ষেপ জনক হাঁপানি আক্রমণ। প্রচুর শ্লেষ্মা উঠলে উপশম। কোন জীবজন্তুর দংশনে স্নায়ুমন্ডলে ক্ষত। ধনুষ্টঙ্কার, স্নায়ু প্রদাহ, ঝিঁ ঝিঁ লাগা, জ্বালা, অবশতা, সর্বদা ঘুম ভাব ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে Q উপকারী।

রোগ ও চিকিৎসা—আঘাত জনিত কোন পীড়ায় এবং আঘাতাদির কারণ ধনুষ্টঙ্কার, ফিট, তড়কা ইত্যাদিতে Q অব্যর্থ। আঘাত হেতু স্নায়ু আহত হলে ইহা দ্বারা উপকার হয়।

আঘাত—শরীরের কোন স্থানে আঘাত লেগে যদি সেই স্থানের স্নায়ু আহত হয় তবে হাইপেরিকাম Q উপকারী কিন্তু যদি ঐ স্থানের মাংস পেশী আহত হয় তবে আর্ণিকা উপকারী। আঙ্গুল বা শরীরের কোন স্থান চিমটে গেলে হাইপেরিকাম Q অব্যর্থ। আঙ্গুল চিপটে গিয়ে ফেটে যায় সেখানে ক্ষত ও ধনুষ্টঙ্কার হবার উপক্রম এবং পায়ের তলায়, হাতে বা আঙ্গুলের কোন স্থানে আঘাত লেগে ধনুষ্টঙ্কার হবার উপক্রম হলে Q উপযোগী।

কড়া (corn)—পায়ের আঙ্গুলের কড়ার বেদনায় হাইপেরিকাম Q অব্যর্থ।

মাথার যন্ত্রণা—মাথা খুব ভারী, মনে হয় মাথা বরফবৎ ঠান্ডা হাত দ্বারা স্পর্শ করছে এবং মস্তক শীর্ষে দপদপানি ভাব, মনে হয় মস্তিষ্কে চাপ পড়ছে। মুখের ডান দিকে কামড়ায়। মস্তিষ্কের দুর্বলতা এবং স্নায়বিকতা। মুখের স্নায়ু শূল এবং দন্ত শূল, মনে হয় দাঁত উপড়ে ফেলছে, মাথাটি লম্বা মনে হয়। চোখ ও কানের বেদনা। চুল উঠে যায় ইত্যাদি লক্ষণে Q খুব ভাল কাজ করে।

হাত পায়ের ব্যথা—কাঁধে খোঁচা মারা বেদনা। বাহুর অভ্যন্তরস্থ দীর্ঘাস্থির উপর চাপ বোধ। পায়ের ডিমে খিল ধরা। হাতের ও পায়ের আঙ্গুলে বেদনা, বিশেষত আঙ্গুলের ডগায়। হাতে ও পায়ে সুড়সুড়ি বোধ। শরীরের উপর দিকে এবং নীচে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছুরি মারার ন্যায় বেদনা। স্নায়ু শূল তৎসহ ঝিঁ ঝিঁ ধরা ও জ্বালাকর বেদনা। সন্ধিগুলো ছড়ে যাবার মত বেদনা। সন্ধি গুলোতে থেঁতলান ব্যথা। আঘাত জনিত স্নায়ু শূল ও স্নায়ু প্রদাহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q খুব ভাল কাজ করে।

চর্মপীড়া—অতিশয় ঘর্ম মাথার ত্বকে ঘর্ম, প্রাতঃকালে ঘুমের পর বৃদ্ধি। আঘাতের পর চুল পড়ে যায়। মুখে ও হাতে একজিমা, অত্যন্ত চুলকানি, মনে হয় চর্মের নীচে উদ্ভেদ প্রকাশ পেয়েছে, পোড়া নারাঙ্গা। মুখের পুরাতন ক্ষত বা ছাল উঠে যাওয়া। ছিড়ে যাওয়া ক্ষত ইত্যাদিতে Q উপকারী।

মেরুদন্ডের বেদনা—ঘাড়ে বেদনা কটিদেশে চাপবোধ। মেরুদন্ডে সংঘাত, পড়ে গিয়ে চঞ্চু অস্থিতে আঘাত লাগা। উহার ব্যথা উপরের দিকে মেরুদন্ডে এবং নীচের দিকে পা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। পেশীসমূহে ঝাঁকি লাগে এবং মোচড়ায় ইত্যাদিতে Q উপযোগী।

মাত্রা—Q ২/৩ ফোঁটা করে দিনে ৩ বার। ইহা বাহ্যিকও ব্যবহৃত হয়।

আইবেরিস অমরা (Iberis Amara)

পরিচয়—অপর নাম তিক্ত ক্যান্ডিটাফট, লেপিইডিয়াম আইবেরিস ইত্যাদি। ইউরোপের এক প্রকার গুল্ম বিশেষ। ইহার সুপক্ক বীজ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—স্নায়বিক উত্তেজনা জ্ঞাপক অবস্থা। হৃদযন্ত্রের উপর ইহার যথেষ্ট প্রভাব। হৃদপিন্ডের রোগে Q ফলপ্রদ ঔষধ। হৃদ প্রাচীরের কঠিনতা প্রাপ্তিসহ রক্তবহা নাড়ীর উত্তেজনা দমন করে। ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের পরবর্তী হৃদপিন্ডের দুর্বলতা, লিভারের স্থান পূর্ণ এবং বেদনাদায়ক। মল সাদা, ইহাই উল্লেখযোগ্য লক্ষণ। হৃৎপিন্ড অঞ্চলে ফোঁড়ার ন্যায় এক প্রকার বেদনা। একটু নড়াচড়া করলে, হাসলে, কাশলে বুক ধড়ফড়ানি বৃদ্ধি পায়, উহাতে যেন শ্বাস রোধ হয়ে আসে, বুক এত জোরে ধড়ফড় করে যে উপর হতে দেখা যায় Tachycardia, নাড়ীর গতি সবিরাম এবং মোটা হয়। রোগী হৃদপিন্ডের স্থানটি অত্যন্ত ভারী ও চাপবোধ করে। হৃদপিন্ডের ভালভের অস্বাভাবিক বিবর্ধন (Dilatation of the heart) ঘুমাতে ঘুমাতে রাত দুটোর সময় বুক ধড়ফড় করে জেগে উঠে। হৃদপেশীর বিবর্ধন ও স্থূলতা। লিভার স্থান ভারী ও বেদনাদায়ক। এই সকল লক্ষণে Q বিশেষ উপকারী।

অন্যান্য রোগ ও চিকিৎসা—মাথার যন্ত্রণা—মাথা ঘোরায়, হৃদপিন্ডের চারিদিকে বেদনা। আহার না করা পর্যন্ত অবিরত খকখক করে কাশে এবং দড়ির মত শ্লেষ্মা তোলে। উত্তপ্ত ও লাল বর্ণের মুখ। শিরঘূর্ণন, মনে হয় যেন মস্তকের পেছনে দিকটি ঘুরছে, মনে হয় চোখ ঠেলে বের হয়ে যাচ্ছে। এই সব লক্ষণে Q বিশেষ উপকারী।

হৃদপিন্ডের পীড়া—রোগী হৃদপিন্ডের শব্দ শুনতে পায়। বাম দিকে ঘুরলে প্রতিবার হৃদস্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে হৃদপ্রকোষ্ঠের মধ্যে সূচিভেদ্য বেদনা অনুভব করে। বুক ধড়ফড়ানি তৎসহ মাথা ঘোরা, গলার মধ্যে দম আটকে যাবার ভাব। নাড়ী পূর্ণ অনিয়মিত এবং বিরাম শীল। সামান্য সঞ্চালনে এবং উষ্ণ গৃহে বৃদ্ধি। হৃদপিন্ডের স্থানে ভার বোধ এবং চাপবোধ, মধ্যে মধ্যে তীক্ষ্ণ হুল ফুটানো বেদনা। হৃদপিন্ডের বিবৃদ্ধিসহ শোথ ভাব। সামান্যমাত্র পরিশ্রমে, হাসলে বা কাশলে প্রবল বুক ধড়ফড়ানি। হৃদপিন্ডের ভিতর চিড়িকমারা বেদনা। হৃদপিন্ড সংক্রান্ত শ্বাস কষ্ট। হৃদপিন্ডের বিবর্ধন। রাত দুটোর সময় বুক ধড়ফড়ানির জন্য জেগে উঠে। গলগহ্বর এবং শ্বাসনালী শ্লেষ্মা ভরে উঠে। কাশতে কাশতে মুখ লাল হয়ে যায়। শ্বাসযন্ত্রের প্রদাহ ইত্যাদি লক্ষণে Q ভাল কাজ করে।

হাত, পায়ের পীড়া—বাম হাত এবং বাম বাহুতে অবশতা এবং ঝিঁ ঝিঁ ধরা। সর্বাঙ্গে টাটানি, খঞ্জতা এবং কম্পন লক্ষণে Q উপকারী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৪ বার সেব্য।

ইগ্নেসিয়া অমরা (Ignatia Amara)

পরিচয়—অপর নাম ষ্টিকনস-ই, ফেরাই, সেন্ট ইগ্নেসিয়াস বিন ইত্যাদি। ফিলিপাইন, কোচিন, চায়না প্রভৃতি অঞ্চলের এক প্রকার গুল্ম বিশেষ। ইহার কতকটা লতার ন্যায় বৃক্ষান্তর হয়ে উঠে। ইহার শুষ্ক বীচি হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—ইহা হিষ্টিরিয়া রোগের প্রধান ঔষধ। এই ঔষধ স্নায়বিক ধাতুতে বিশেষ উপযোগী। রোগিনী অত্যন্ত অনুভূতি সম্পন্না, সহজেই উত্তেজিত হয়। অতিদ্রুত শারীরিক ও মানসিক ভাবের পরিবর্তন ঘটে। শোকের পরিণাম ফলে পীড়ায় ইহা খুব উপকারী। রোগ লক্ষণের কৃত্রিম ও পরিবর্তনশীলতাই ইহার প্রধান লক্ষণ।

প্রধান চারিত্রিক লক্ষণ—(১) রোগী কখনো হাসে, কখনো কাদে। (২) প্রেমে নিরাশ হেতু কষ্ট ও রোগ। (৩) শোক ও দুঃখ চেপে রাখার জন্য নানাবিধ রোগ। (৪) একাকী নির্জন স্থানে থেকে দুঃখ ভোগ করতে ইচ্ছে করে। (৫) ঠিক একই সময় জ্বরের আক্রমণ, অত্যন্ত মাথা ব্যথা, মনে হয় মাথার পাশে কেউ একটি পেরেক ঢুকাচ্ছে ইত্যাদি।

রোগ ও চিকিৎসা—হিষ্টিরিয়া—এই রোগের ইহা অতি অমোঘ ঔষধ। শোক দুঃখ অথবা ভয় জনিত কোন পীড়া হলে ইহাতে উপকার পাওয়া যায়, বিশেষ করে তরুণ অবস্থায় অত্যন্ত উপকারী। ইগ্নেসিয়া ব্যবহার কালিন রোগিনীর জরায়ু সম্বন্ধীয় কোন পীড়া আছে কিনা তা প্রথমত জানা আবশ্যক। মন অত্যন্ত পরিবর্তনশীল, ফিটের সময় রোগিনী একবার হাসে একবার কাঁদে, এছাড়া পেশীর স্পন্দন, বুক ধড়ফড় করে। যারা শোক সন্তাপ নীরবে সহ্য করে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে হিষ্টিরিয়া পীড়াগ্রস্ত হয়েছে তাদের পক্ষে Q অব্যর্থ।

গলনালীর পীড়া—গলায় বেদনা, মনে হয় গলার মধ্যে একটা গোলা আটকে আছে, মাছের কাঁটা বেধে আছে গলায় এমন বেদনা। রোগী যতবার ঢোক গেলে বা কিছু খেতে চায় ততবার মনে করে গলায় কাটা ফুটে আছে ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী।

মলদ্বারের পীড়া ও প্রোলাপস—ঘন ঘন বাহ্যের বেগ, ঘন ঘন বাহ্যের ইচ্ছার সঙ্গে বাহ্য না হয়ে কেবল গোগুল বের হয়, গোগল বের হয়ে পড়তে পারে এই ভয়ে কুন্থন দিতে চায় না, কোন ভারী জিনিস তুলতে ভয় পায় কারণ তাতে গোগুল (Rectum) বের হয়ে পড়তে পারে ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q খুব ভাল কাজ করে।

কাশি—গলা সুর সুর করে কাশি, এই প্রকার কাশি স্নায়বিক অথবা জরায়ু ডিম্ব কোষ প্রভৃতির কোন পীড়া অথবা ক্রিমির নিমিত্ত হয়, রোগী মনে করে গলার মধ্যে পালকের মতো একটা পদার্থ রয়েছে, তরল সর্দিসহ শুষ্ক

আক্ষেপিক কাশি। ইগ্নেসিয়ার কাশি শুয়ে পড়লেই বৃদ্ধি পায়, গলা সুর সুর করে কাশিতে Q খুব উপকারী।

মাথাধরা—হিষ্টিরিয়া বা মূর্চ্ছাবায়ু গ্রস্তা স্ত্রীলোকদের আধ কপালে মাথা ধরা, যারা শোকে দুঃখে প্রপীড়িত হয়ে স্বাস্থ্য নষ্ট করছে তাদের শিরপীড়ায় Q উপকারী। ইহাতে যেদিকে ব্যথা সেই দিকে চেপে শুলে একটু আরাম বোধ করে, অত্যন্ত ক্ষুধা হয়, খায়, আহারের পর মাথাব্যথা অনেক কমে যায়। মাথা ব্যথার লক্ষণ—মাথার কোন অংশে তীক্ষ্ণ বেদনা। Q উপযোগী।

অর্শ—বাহ্য না হয়ে গোগুল বা সরলান্ত্র নির্গমন ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী। বাহ্যের পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত মলদ্বারে ব্যথা, টাটানি ভাব, ফোটানো ব্যথা, মল দ্বারের সংকোচ ভাব ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q বিশেষ উপকারী। সরলান্ত্রের উপর অংশে চুলকানি ও খোঁচামারা ব্যথা। গুহ্যদ্বার নির্গমন, মল অতি কষ্টে নির্গত হয়, মলত্যাগের পর গুহ্য দ্বারের কষ্টকর সংকোচন। কাশির সময় অর্শবলিতে বেদনা লাগে। গুহ্য দ্বার হতে সরলান্ত্রের মধ্য পর্যন্ত কাঠি ভরা বেদনা। রক্ত স্রাব এবং বেদনা। সরলান্ত্রের ভিতর হতে বাহিরের দিকে তীক্ষ্ণ অস্ত্রের দ্বারা চেপে ধরার মত চাপ বোধ ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে Q উপকারী।

কটি স্নায়ু শূল বেদনা—(Lumbago)—রাত্রে ও শীত কালে উহার বৃদ্ধি। বেদনা অত্যন্ত যন্ত্রণা দায়ক কিন্তু সবিরাম, এক ঘন্টার অধিক স্থায়ী হয় না। বেদনা আরম্ভ হবার পূর্বে শীত, পিপাসা ও কম্পন ভাব, বেদনার সময় কিছুতেই স্থির থাকতে পারে না, ঘরের মেঝেতে পায়চারী করে। ইহার বেদনায় রোগী অস্থির বোধ করে ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী।

উদরাময়—হঠাৎ বাহ্যের বেগ আসে এবং তাড়াতাড়ি পায়খানায় ছুটতে হয়, বাহ্যের পর কুন্থন ভাব থাকে কিন্তু পেটে কোন প্রকার বেদনা থাকে না। পেটু গড়গড় করে ডাকে, বায়ু নিঃসরণ হয়, একবার কোষ্ঠকাঠিন্য একবার উদরাময় এই সমস্ত ক্ষেত্রে Q উপকারী।

ক্রিমি—ছোট ছোট ক্রিমি মল দ্বারা নিয়ত শুড় শুড় করে এবং অত্যন্ত চুলকায় ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী।

হিক্কা—পানাহারের পর ও তামাকের গন্ধে হিক্কার বৃদ্ধি হলে Q উপকারী। অম্ল উদ্গার, মনে হয় পাকাশয়টি খালি হয়ে আছে। অত্যন্ত বায়ু স্ফীতি। পাকাশয়ে খিল ধরা, সামান্য স্পর্শে বৃদ্ধি। সাধারণ খাদ্যে স্পৃহা নেই, নানা প্রকার গুরু পাক দ্রব্য খেতে চায়, অম্লদ্রব্য খেতে চায়। পাকাশয়ে নিমগ্নতা বোধ, দীর্ঘশ্বাস নিলে উপশম ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী। অন্ত্রে গড় গড় শব্দ, তলপেটের উপরাংশে দুর্বলতা বোধ, পেটের মধ্যে দপ দপ করে তলপেটের এক দিকে অথবা উভয় দিকে চিন চিন করে বেদনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী।

স্ত্রী-জনন ইন্দ্রিয় পীড়া—ঋতু স্রাব কালো, নিয়মিত সময়ের পূর্বে, অত্যধিক অথবা সামান্য। ঋতুকালে অত্যন্ত অবসাদ। পাকস্থলী ও তলপেটে আক্ষেপিক বেদনা। স্ত্রী-জনন ইন্দ্রিয়ের শীতলতা। শোক হেতু রজ লোপ। অংগ প্রত্যংগ ঝাকি দিয়ে উঠে। গোড়ালিতে এবং গোড়ালির রগে বেদনা, পদতলে ক্ষতবৎ বেদনা ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে Q ব্যবহার করলে উপকার হয়।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৪ বার।

বিঃ দ্রঃ ঔষধটির আরো কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ আছে এবং ব্যবহার করার পূর্বে ইহা বিবেচনা করতে হবে।

মন—অতি পরিবর্তনশীল স্বভাব। গত বিষয় নিয়ে চিন্তা করে চুপ করে ভাবতে থাকে। বিষাদ বায়ুগ্রস্ত, দুঃখিত, অশ্রুপূর্ণ। দুঃখের কথা কাউকে বলে না। বার বার দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে এবং মনে মনে কাঁদে। কোন মনো বেদনা, দুঃখ বা আশাভংগের মন্দ ফল।

মস্তক—খালি খালি, ভারবোধ, মাথা অবনত করলে বৃদ্ধি। শিরপীড়া যে মাথার পাশে কেউ পেরেক বিদ্ধ করছে। নাকের গোড়ায় খিল ধরার ন্যায় বেদনা। ক্রোধ বা শোকের পরবর্তী, রক্ত সঞ্চয় জনিত শির পীড়া, ধূমপানে ও তামাকের গন্ধে বৃদ্ধি। মাথা সম্মুখ দিকে নুইয়ে রাখে।

চোখ, মুখ—চোখের দৃষ্টি অতি ক্ষীণ তৎসহ চোখের পাতার আক্ষেপ, চোখের চারিদিকে স্নায়ুশূল, সম্মুখে আঁকাবাঁকা আলোক রেখা। মুখ মন্ডলের পেশীর স্পন্দন, টক স্বাদ পায়।

ইলিসিয়াম এনিসেটাম (Illicium Anisatum)

পরিচয়—ইহার চলিত নাম মৌরি। মৌরি হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—পেট ফাঁপায় ইহার Q অব্যর্থ। চলিত কথায় 'তিন মাসের শূল' বিশেষত শূল কথাটিতে যদি ব্যথা বুঝায় এবং উহা যদি নির্দিষ্ট সময় আসে তৎসহ পেটে গড় গড় শব্দ থাকে। এইসব ক্ষেত্রে Q মন্ত্রের মত কাজ করে। ঔষধটির আরো কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ আছে—তৃতীয় পঞ্জরাস্থিতে বেদনা, কণ্ঠাস্থি হতে এক বা দু ইঞ্চি নীচে সাধারণত বাম দিকে আবার কোন কোন সময় ডান দিকেও দেখা দিতে পারে। এই বেদনার সহিত পুনঃ পুনঃ কাশি, পুরাতন মাতালদের পাকাশয়ের ও শ্বাসনালীর সর্দিতে পুঁজ সঞ্চয় পুরাতন হাঁপানির রোগ, বমন, মৃগীবৎ আক্রমণে জিহ্বা কামড়ায় ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে Q বিশেষ উপযোগী। এ ছাড়া ওষ্ঠের নীচে তীক্ষ্ণ কাঠি ভরা বেদনা।

তরুণ সর্দি। নিম্ন ওষ্ঠের ভিতর দিকে জ্বালা ও অসাড়তা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও Q ভাল কাজ করে। শ্বাসকষ্ট, তৃতীয় পঞ্জরাস্থিতে বেদনা। কাশিতে পুঁজবৎ গয়ার উঠে, হৃদ স্পন্দন তৎসহ মুখে ক্ষত। রক্ত বমন ইত্যাদিতেও Q পরম উপকারী।

মাত্রা—Q, ৩/৪ ফোঁটা সামান্য জলের সঙ্গে মিশ্রিত করে দিনে ৪ বার।

আয়োডাম (Iodium)

পরিচয়—ইহার চলিত নাম আয়োডিন, আয়োডিনিয়াম, জোডিয়াম ইত্যাদি। ইহা এক প্রকার ভৌত পদার্থ। সমুদ্র জলে এবং খনিজাগত ঝর্ণা জলে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। তামাক, স্পঞ্জ, ঝিনুকাভ্যন্তরস্থ প্রাণী ইত্যাদিতেও ইহা পাওয়া যায়। সমুদ্রতীরবর্তী অনেক উদ্ভিদ ভস্ম হতে আয়োডিয়াম অনেক পরিমাণে পাওয়া যায়। এক ভাগ আইয়োডিন আর ৯ ভাগ এ্যালকোহল মিশ্রিত করে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—রোগীর দেহে মাংস নেই কিন্তু ক্ষুধা যথেষ্ট আছে। ক্ষুধার সংগে যথেষ্ট তৃষ্ণা। আহারের পর ভাল বোধ করে। অত্যন্ত দুর্বলতা, সামান্য পরিশ্রমেই ঘাম হয়। আয়োডিনের রোগী অত্যন্ত শীর্ণ, রঙ কালো, লসিকা গ্রন্থিগুলো বর্ধিত, অত্যন্ত ক্ষুধা থাকে কিন্তু ধীরে ধীরে শুকিয়ে যায়, টিউবারকুলার ধাতু ব্যক্তিদের পক্ষে ইহা পরম উপকারী। যাবতীয় গ্রন্থি বিধান, শ্বাস যন্ত্র, রক্ত সঞ্চালন যন্ত্র বিশেষ ভাবে আক্রান্ত হয় এবং শীর্ণতা প্রাপ্ত হয়। আয়োডিন রক্তের এককোষ শ্বেত কনিকা সমূহকে একত্রে করে দেহের প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং সংক্রামক রোগ হতে দেহকে রক্ষা করে। ইহাতে কম্পন ভাব থাকে এবং আয়োডিন ঠান্ডা জল চায়। যদি কোন পুরাতন প্রদাহ নূতন করে দেখা দেয়, সন্ধি সমূহে বিকৃতির লক্ষণ দেখা দেয়, প্লেগ, গলগন্ড ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q বিশেষ উপকারী। এছাড়া রক্তবহা নাড়ীর সংকোচন, কৈশিকা সমূহে রক্ত সঞ্চয় তৎসহ স্ফীতি লক্ষণ, কালোশিরা, রক্ত স্রাব, পরিশোষণ ক্রিয়ার ব্যাঘাত প্রভৃতি রোগে ইহার Q ব্যবহার করলে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়। জীবনী শক্তির অভাব হেতু রোগ সমূহ পুরাতন আকার ধারণ করে। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী সমূহের তরুণ সর্দি, যথেষ্ট ক্ষুধা থাকা সত্ত্বেও দ্রুত শীর্ণতা প্রাপ্তি এবং গ্রন্থি মন্ডলের শীর্ণতা রোগে আয়োডিন Q উপকারী।

রোগ ও চিকিৎসা—গ্ল্যান্ড স্ফীতি—গ্ল্যান্ড ফোলায় ইহার পরম উপকারিতা স্বীকৃত। প্যারোটিট গ্ল্যান্ড, স্তনের গ্ল্যান্ড, অন্ডকোষ প্রভৃতির সর্ব প্রকার গ্ল্যান্ডের ফোলায় এবং মেসেন্ট্রিক গ্ল্যান্ড এবং ডিম্বকোষ টিউমার ক্ষেত্রে Q পরম উপকারী। আয়োডামে গ্ল্যান্ডের ফোলা অত্যন্ত শক্ত, গ্ল্যান্ড খুব বড় হয় কিন্তু তাতে ব্যথা আদৌ থাকে না। যদি কোন গ্ল্যান্ডের ফোলায় বেদনার আদৌ

কোন উদ্রেক না হয় তবে সেখানে Q অব্যর্থ। তবে বেশ কিছু দিন পর্যন্ত ধৈর্য সহকারে সেবন করে যেতে হবে।

উদরাময়—বাহ্যের রঙ সাদা, দেখতে যেন কতকটা ঘোলের মত, উদরাময়ের সঙ্গে অত্যন্ত ক্ষুধা। অনেক দিন ধরে কোন ব্যক্তি পেটের রোগে ভোগে নিতান্ত দুর্বল হলে অথবা নানা প্রকার জটিল রোগে ভুগে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়লে আয়োডাম বিশেষ উপকারী, উহার সহিত লিভার এবং স্প্লীন্ এর দোষ থাকলে Q অব্যর্থ।

ঘুংড়ী কাশি—ছেলেদের ঘুংড়ি কাশিতে আয়োডাম Q ব্যবহার করে উপকার লাভ করা যায়। আয়োডামে কাশির শব্দ ঘঙ-ঘঙ শব্দ বা কুকুরের ডাকের মত, কাশি অত্যন্ত শুষ্ক, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয় এবং থেকে থেকে দমকা টানের মত নিঃশ্বাস গ্রহণ করে, গলায় পর্দা জমে, লেরিংসে (স্বর যন্ত্রে) আক্ষেপ হয় এই জন্য নিঃশ্বাস ঢেউ তোলার মত হয় শিশুর গলার স্বর কখনো কখনো সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়, নিঃশ্বাসের কষ্টের জন্য নিজের গলা চেপে ধরে ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী। ঘোর কৃষ্ণ বর্ণ চুল ও চক্ষু বিশিষ্ট শিশুদের পক্ষে আয়োডাম বিশেষ উপকারী।

প্লীহা ও লিভারের রোগ—প্লীহার প্রদাহ তৎসহ মুখ দিয়ে প্রচুর লালা নিঃসরণ, তরুণ ও পুরাতন লিভার প্রদাহ, লিভার শক্ত, বেদনা যুক্ত, স্ফীতি, লিভার সিরোসিস, ন্যাবা প্রভৃতি রোগ লক্ষণে Q ভাল কাজ করে।

হৃদযন্ত্রের রোগ—হাইপারট্রফি অব দি হার্ট (হৃদ পেশীর বিবর্ধন) উহার সঙ্গে যদি বুক ধড়ফড়ানি থাকে এবং একটু পরিশ্রম করলেই বুক ধড়ফড় বৃদ্ধি পায়, মাঝে মাঝে বোধ হয় যেন কেউ বুক জোরে চেপে ধরে, কথা বলতে পারে না ইত্যাদি লক্ষণে Q খুব ভাল কাজ করে।

জন্ডিস—ইহার Q যথারীতি এক সপ্তাহ কাল ব্যবহার করা উচিত। জন্ডিসে Q খুব উপকারী।

বাত—বাতের বেদনায় ইহার Q অমৃত সমান। বিশেষ করে হৃদপিন্ডের বাত, গন্ডমালা ধাতু ব্যক্তিদের গেঁটে বাতের আক্রমণ, প্রমেহ সংযুক্ত বাত এবং সাইনোভাইটিস প্রভৃতি রোগে Q উপকারী।

হাইড্রোসেফালাস রোগ—টিউবারকিউলার ম্যানিনজাইটিস অথবা হাইড্রো-সেফালস রোগে ইহার Q অব্যর্থ।

সর্দিস্রাব—নাক দিয়ে অনবরত জলের মত সর্দি স্রাব ঝরে উহাতে নাকের ভিতর বেদনা ও ঘায়ের মত হয়, এই রূপ সর্দি স্রাবের সঙ্গে জ্বর, চোখ দিয়ে জল পড়ে, হাঁচি, রাত্রে নাক বুজে থাকা, খোলা বাতাসে থাকলে সর্দি ঝরে বেশী, নাকের গোড়ায় এবং কপালে বেদনার অনুভব ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী।

টনসিলাইটিস—এই রোগের তরুণ অবস্থায় Q অব্যর্থ। তবে পুরাতন অবস্থায় ব্যারাইটা আয়োড, মার্কুরিয়াস আয়োড প্রভৃতি অধিক উপকারী।

কানের রোগ—ইউষ্টেসিয়ান টিউবের মধ্যে পুরাতন পুঁজ স্রাব, মধ্য কর্ণের গ্ল্যান্ড, কানের মধ্যে গর্জনের মত শব্দ অথবা অন্য কোন কারণবশত রোগী কালা হয়ে গেলে Q ফলপ্রদ।

মুখ দিয়ে লালাস্রাব—পারদাদি সেবন করে কারো মুখ দিয়ে অনর্গল লালা ঝরতে থাকলে, গর্ভাবস্থায় লালা স্রাবে, লিভার প্লীহার ও প্যানক্রিয়াসের কোন রোগবশত মুখ দিয়ে লালা স্রাব হতে থাকলে Q বিশেষ উপকারী।

যক্ষ্মারোগ—যক্ষ্মা বা অন্য কোন প্রকার কাশিতে যদি দেখা যায়, কাশি অত্যন্ত শুষ্ক, গলা ও বুক ঘড়ঘড় করে, রোগী আদৌ গরমে থাকতে পারে না। গয়ার রক্ত মিশ্রিত, সিঁড়িতে উঠতে কষ্ট হয় ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে Q উপকারী। যে সকল রোগী পূর্বে বেশ সবল ছিল কিন্তু এখন দুর্বল, রক্ত উঠে ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ছে, অত্যন্ত ক্ষুধা, খেতে না পেলে বা বিলম্ব হলে কষ্টের অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় তাদের পক্ষে Q অত্যন্ত উপকারী ঔষধ।

জনন ইন্দ্রিয়ের রোগ—পুং—অন্ডকোষ স্ফীত এবং শক্ত, কোরন্ড রোগ, অন্ডকোষ ছোট হয়ে যাওয়া তৎসহ রতি শক্তির লোপ ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q ব্যবহার করা উচিত।

স্ত্রী—ঋতুকালে অত্যন্ত দুর্বলতা, ঋতু স্রাব অনিয়মিত, জরায়ু হতে রক্ত স্রাব, ডিম্বকোষ প্রদাহ, ডিম্বকোষ হতে জরায়ু পর্যন্ত গোঁজ বেঁধার মত বেদনা। স্তনগ্রন্থিগুলো শুকিয়ে যায়, স্তনের চর্মে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্বুদ, ক্ষতকর প্রদর স্রাব, ঘন পিচ্ছল, কাপড়ে লাগলে ছিদ্র হয়ে যায়। ডান ডিম্বকোষ স্থানে গোঁজ আটকানোর মত বেদনা ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে Q ভাল কাজ করে।

মল—প্রতিবার মলের সঙ্গে রক্ত স্রাব। উদরাময়, সাদা, ফেনাযুক্ত, চর্বিযুক্ত মল। কোষ্ঠকাঠিন্য ও উদরাময় ঘুরে ঘুরে আসে ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q ভাল কাজ করে।

মূত্ররোগ—পুনঃপুনঃ এবং প্রচুর পরিমাণে মূত্র। মূত্র ঘোরাল হরিদ্রাভ সবুজ বর্ণ মূত্র মন ও বিদাহী, মূত্রের উপর সরের ন্যায় ন্যায় পদার্থ ভাসতে থাকে। এই সব লক্ষণে Q ব্যবহার একান্ত দরকার।

শ্বাস যন্ত্রের রোগ—স্বরভঙ্গ, গলার শুষ্ক ভাব, শুড়শুড় করে এইজন্য শুষ্ক কাশি হতে থাকে, স্বর যন্ত্রে বেদনাবোধ, কাশতে বেদনা লাগে, শিশু কাশির সময় গলা চেপে ধরে। প্রবল জ্বরসহ ডান পাশের নিউমোনিয়া, বক্ষস্থল প্রসারিত করলে কষ্ট বোধ হয়, শ্লেষ্মায় রক্তের ছিট থাকে।

মাত্রা—Q ২/৩ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য।

ইক্ষুগন্ধ্যা (Ikhugondhya)

পরিচয়—ইহা একটি ভারতীয় ঔষধ। ইহার মাদার টিংচার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে অতি সুনামের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ইন্দ্রিয় দুর্বলতা, ধাতু পতন এবং প্রষ্টেট বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ইহার Q অব্যর্থ।

মাত্রা—Q ৮/১০ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

ইপিকাকুয়েনা (Ipecacuanha)

পরিচয়—ইহার অপর নাম ইপিকাক মূল, ইপিকাকুয়ান্হা, কেফেলিস ইপিকাক, ইত্যাদি। ব্রাজিল দেশের এক প্রকার উদ্ভিদ। ইহার শুষ্ক মূল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য—(১) গা অত্যন্ত বমি বমি করা ও বমির উদ্রেক হওয়া। (২) বমি হলেও যেন স্বস্তি ফিরে আসে না, শরীর শান্ত হয় না। (৩) জিহ্বা পরিষ্কার। এছাড়া অন্যান্য বিশেষ লক্ষন হচ্ছে—(ক) আহারের দোষে পীড়া, অজীর্ণ খাদ্য দ্রব্য বমন তৎসহ পেট বেদনা। (খ) দিনে গরম, রাত্রে ঠান্ডা এমন সময়কার ও শরৎকালের আমাশয়। (গ) কলেরার প্রথমাবস্থায় সেখানে বমি বা গা বমি বমি ভাবটি অধিক প্রবল। (ঘ) হাঁপানি কাশিতে বুকের মধ্যে সাঁই সাঁই শব্দ। (ঙ) হুপিং কাশিতে বা অন্য কোন আপেক্ষিক কাশিতে ভুক্ত দ্রব্য বমন, শ্লেষ্মা বমি, ওয়াক ওঠা। (চ) সমস্ত রোগেই গা বমি বমি, মাথা নিচু করলেই বমির উদ্রেক। (ছ) গা বমি বমি সহ অধিক পরিমাণে লালা নিঃসরণ সাধারণ অথবা বেশি যাই বমি হোক না কেন, যত শ্লেষ্মা বমি হোক না কেন শান্তি হয় না। (জ) পেট ফাপসহ নাভির চারিদিকে মোচড়ানো ব্যথা অথবা শূল বেদনা। (ঝ) বাহ্যের রঙ গাছের পাতার মত বা ঘাসের মত সবুজ, উহাতে ফেনা অথচ থুথুর মত পদার্থ বা সাদা আম মিশ্রিত, কখনো বাহ্যের সঙ্গে চটচটে কালো বর্ণের রক্তের ছিট থাকে। (ঞ) শীত এবং গ্রীষ্ম উভয়ই অসহ্য। (ট) শরীরের সকল স্থান হতে উজ্জ্বল লাল বর্ণের রক্ত স্রাব জরায়ু হতে চাপ চাপ রক্ত স্রাব হয়। (ঠ) জ্বরে শীত অবস্থা অল্পক্ষণ এবং উত্তাপাবস্থা অধিকক্ষণ স্থায়ী, পিপাসা আছে, বুকে, পিঠে ও কোমরে বেদনা আছে। জ্বর ত্যাগ হবার সময় ঘাম হয়। নাভির গোড়ায় শূল বেদনা। বেদনা বাম হতে ডান দিকে পরিচালিত হয়।

রোগ ও চিকিৎসা—(১) **রক্তস্রাব**—দেহের যে কোন স্থান বা দ্বার দিয়ে হোক—হঠাৎ নাক মুখ চোখ ফুসফুস মলদ্বার প্রস্রাব দ্বার রক্ত স্রাব হলে ইহার Q উপযোগী। রক্তস্রাবের সঙ্গে গা বমি বমি ভাব থাকলে ইহা অব্যর্থ।

(২) **সর্দি জ্বর**—ঘন সর্দিতে নাক পূর্ণ হয়ে থাকে এবং জোরে ফোঁপালে সর্দি নির্গত হয়। কখনো কখনো নাক দিয়ে রক্ত ঝরে। ব্রংকাইটিস ইত্যাদি

রোগে উক্ত লক্ষণসহ জ্বর ও গা বমি বমি ভাব থাকলে Q উপকারী। শিশুদের সর্দি কাশিতে ক্যামোমিলা বা ইপিকাক উপকারী।

জ্বর—স্বল্প বিরাম, সবিরাম, অবিরাম, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি সকল প্রকার জ্বরে ইপিকাক Q উপযোগী। কম্প জ্বরেও ইহা ব্যবহার করা যায়।

সবিরাম জ্বর—জ্বরের সঙ্গে গা বমি বমি ভাব থাকলে ইহার Q ব্যবহার করা যায়। ইপিকাকে শীতাবস্থা অল্পক্ষণ এবং উত্তাপাবস্থা অধিকক্ষণ স্থায়ী। জ্বরের সম্পূর্ণ বিরাম হয় না। জ্বর আরম্ভ হবার পূর্বে হাই তোলে, গা ভাঙে। শীতাবস্থায় পিপাসা আদৌ থাকে না কিন্তু উত্তাপাবস্থায় অত্যন্ত পিপাসা থাকে। এছাড়া জ্বরের সঙ্গে পেটের দোষ, ব্রংকাইটিস, রক্তস্রাব ইত্যাদি একটা না একটা গোলযোগ প্রায়ই থাকে। ইহার ভরে প্রায়ই ঘাম দিয়ে ছাড়ে। জ্বরের সময় রোগী চুপ করে পড়ে থাকে। জ্বর আসার সময় বেলা ৯টা হতে ১১টা পর্যন্ত অথবা বেলা ৪টা হতে। পিপাসা নাই ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q বিশেষ উপকারী। ডাঃ জার কম্প জ্বরে ইহা ব্যবহার করতে উপদেশ দেন। কোন ঔষধের সঙ্গে রোগ লক্ষণের সাদৃশ্য না থাকলে প্রথমেই ইপিকাক দিয়ে চিকিৎসা আরম্ভ করলে পীড়ার আরোগ্য হয়।

(৩) মাথা ব্যথা—নিউর্যালজিক অথবা অজীর্ণবশত শিরঃপীড়া, মাথায় বেদনা, এই বেদনা মাথার মধ্য দিয়ে দাঁতের ও জিভের গোড়ায় এবং চোখে পর্যন্ত পরিচালিত হয়, তৎসহ গা বমি বমি ভাব, তবে একটু কথা স্মরণ রাখতে হবে যে গা বমি বমি "লক্ষণ থাকলেই এই ঔষধটি ব্যবহার করা উচিত। এখানে Q খুব ভাল কাজ করে।

(৪) হাঁপানি কাশি—হাঁপানিতে প্রবল টান, শ্বাস কষ্ট, দম আটকানো ভাব, বুকে সাঁই সাঁই ঘড়ঘড় শব্দ, অনেকক্ষণ কাশির পর একটু সর্দি উঠে অথবা আদৌ উঠে না, শুতে পারে না ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী। ইপিকাকের পর আর্সেনিক ব্যবহার করলে অধিক উপকার পাওয়া যায়।

(৫) উদরাময়—ইপিকাকের বাহ্যে শ্বাস অথবা পাতা ছেঁড়ার মত সবুজ ফেনা মিশ্রিত লালার মত হড়হড়ে বা আমযুক্ত, আমাশয়ের বাহ্যে কালো রঙের রক্ত থাকে। কখনো মাৎ বা ঝোলা গুড়ের মত রঙ তৎসহ ফেনা ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের উদরাময়ে বা কলেরায় ইপিকাক Q উপকারী। ইহাতে পেট কামড়ানি খুব থাকে এবং ইহাতে কালো বা ফিকে হলদে রঙের বাহ্য হয়। বমি বা বমি বমি ভাবের সঙ্গে উদরাময় থাকলে এবং শরৎকালীন উদরাময়ে Q উপকারী।

(৬) তড়কা—আহারের অনিয়মিতার জন্য পেটের কোন পীড়ার সঙ্গে অথবা উদ্ভেদ বসে গিয়ে তড়কার লক্ষণ দেখা দিলে Q উপযোগী। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের দাঁত উঠবার সময় তড়কাভাব দেখা দিলে Q উপযোগী।

(৭) **হুপিং কাশি**—এই ছেলেমেয়েরা ভয়ানক কষ্ট পায়, কাশতে কাশতে দম যেন আটকে আসে, রোগী নীল বর্ণ হয়ে যায়, আড়ষ্ট হয়ে পড়ে, কাশির পর শ্লেষ্মা বমি হয়ে একটু উপশম বোধ করে ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী।

(৮) **স্ত্রী জনন ইন্দ্রিয়ের পীড়া**—জরায়ু হতে রক্ত স্রাব, রক্ত উজ্জ্বল, প্রচুর এবং বেগে নির্গত হয়। তৎসহ বমি ও বমি বমি ভাব। নাভি দেশ হতে জরায়ু পর্যন্ত বেদনা, ঋতুস্রাব নিয়মিত সময়ের পূর্বে ও প্রচুর।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা সামান্য জলের সঙ্গে মিশ্রিত করে দিনে ৪ বার সেব্য।

আইরিস ভার্সিকলার (Iris Versicolor)

পরিচয়—ইহার অপর নাম আইরিস হেকসা গোনা, ব্লু-ফ্লাগ ইত্যাদি। আমেরিকা অঞ্চলের জলাভূমিতে এক প্রকার গুল্ম জাতীয় উদ্ভেদ জন্মে, এই গুল্মের শিকড় হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—মুখ, পাকস্থলী, অন্ত্র এবং প্যানক্রিয়াসের স্থানে আগুনের ন্যায় জ্বালা, মুখ হতে অনবরত লালাস্রাব, ঘন আঠার মত পদার্থ বমন, জলের মত মল নিঃসরণ তৎসহ পেটে গড়গড় শব্দ, যা আহার করে তা সবই অম্লে পরিণত হয়, আধ কপালে মাথাব্যথা। অম্ল, পিত্ত, পিত্ত বমন, উদরাময়, রক্তামাশয় ইত্যাদি, শরৎ ও বসন্তকালে পেটের পীড়া, অম্লশূল বেদনা প্রত্যহ রাত ২/৩ টার সময় আরম্ভ হয়, গতিশীল বেদনা এবং এই বেদনা ডানদিক হতে বাম দিকে ধাবিত হয় ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত পীড়ায় ইহার Q ভাল কাজ করে।

রোগ ও চিকিৎসা—**মাথার যন্ত্রণা**—সম্মুখ কপালে শিরপীড়া তৎসহ বমি ও বমি ভাব, মস্তক ত্বকে সংকোচন বোধ। ডান শংখদেশ বিশেষ ভাবে আক্রান্ত হয়। সবমন শিরপীড়া, বিশ্রামে বৃদ্ধি, মানসিক পরিশ্রম হতে অবসর গ্রহণ করলে চোখের সম্মুখে কালো কালো দাগ দেখে। মস্তক ত্বকে পুঁজময় পীড়কা ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q নির্বাচন করা উচিত।

(২) **আংগুল হাড়া**—ব্যাধি সাধারণ হলেও অত্যন্ত বেদনাদায়ক। বেদনায় রোগী অস্থির হয়ে উঠে। Q বাহ্যিক ব্যবহার করলে যন্ত্রণার উপশম হয় এবং আভ্যন্তরীণ সেবনে আরোগ্য হয়।

(৩) **উদরাময়**—শরৎ বসন্ত এবং গ্রীষ্ম কালীন উদরাময়ে এবং কলেরায়, যে কলেরায় বমির সংখ্যা অধিক সেখানে Q বিশেষ উপকারী। আইরিসের ভেদ জলের মত তরল, হলদে, সবুজ মিশ্রিত রঙ, মলের সঙ্গে পিত্ত বা তেলের মত পদার্থ নির্গমণ, জলের মত পাতলা বায়ু শূন্য মল, মল ত্যাগের সময় মলদ্বারে ব্যথা ও জ্বালা ইত্যাদি। বমি হয় অম্ল, না হয় পিত্ত যুক্ত অথবা শ্লেষ্মাময় লাল

যুক্ত, যাই হোক, এই প্রকার বমি হবার পর সমস্ত অন্ননালী পথ অর্থাৎ পেট হতে গলা পর্যন্ত আগুনের শিখার মত জ্বলতে থাকে, রোগী বলে আমার সব জ্বলে গেল, বমির পর দাঁত টকে যায় ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে Q উপকারী।

(৪) আধ কপালে মাথা ব্যথা—স্নায়বিক বা অজীর্ণ দোষে শিরপীড়া হলে Q উপযোগী। শিরপীড়া আরম্ভ হবার ঠিক পূর্বে চোখের সম্মুখে কালো বা সাদা সাদা বিন্দু পদার্থ উড়ে বেড়াতে দেখা যায়। আইরিসে ডানদিকের সম্মুখ রগ অধিক আক্রান্ত হয়, ইহার সহিত প্রায়ই বমি অথবা গা বমি বমি ভাব থাকে এবং সন্ধ্যা কালে, বিশ্রামে, ঠান্ডা বাতাসে ও কাশিলে শিরপীড়ার বৃদ্ধি হয়, রোগী মাঝে মাঝে কোষ্ঠ কাঠিন্য রোগে ভোগে। এই ক্ষেত্রে Q উপযোগী।

(৫) ষ্টমাটাইটিস (Stomatities)—মুখের ভিতর ক্ষত, বা ক্ষত না থাকলেও প্রদাহ বশত গলা হতে পেট পর্যন্ত যেন আগুনে পোড়ার মত জ্বালা পোড়া ভাব থাকে এই ক্ষেত্রে Q উপকারী। লিভারের রোগেও Q উপকারী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা দিনে ৪ বার সেব্য।

জ্যাবোরাণ্ডি (Jaborandi)

পরিচয়—অপর নাম পাইলো কার্পাস মাইক্রোফিলাস, পাইলোকার্পাস পিনেটাস, পাইলোকার্পাস সেলোয়েনাস ইত্যাদি। ইহা ব্রাজিল দেশের এক প্রকার উদ্ভিদ। ইহার শুষ্ক পত্র এবং ডাটা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—পাইলোকার্পাস বা জ্যাবোরান্ডি একটি শক্তিশালী গ্রন্থি সম্বন্ধীয় উত্তেজক ঔষধ এবং অতিশয় ফলপ্রদ ঘর্ম উৎপাদক ঔষধ। ইহার প্রধান কাজ হচ্ছে ঘর্ম উৎপাদন করা, লালাস্রাব এবং কনীনিকার স্থায়ী সংকোচন। এই ঔষধ প্রয়োগের কয়েক মিনিটের মধ্যে মুখমন্ডল, কর্ণ, গ্রীবা দেশ লাল হয়ে উঠে। সর্বাংগে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দেয় এবং একই সঙ্গে মুখে জল ওঠে এবং অবিরল ধারে লালা ক্ষরণ হতে থাকে। অন্যান্য স্রাব যথা, অশ্রুস্রাব, নাসা স্রাব, বায়ু নালী হতে স্রাব। অন্ত্র সম্বন্ধীয় স্রাবও বৃদ্ধি পায় কিন্তু সামান্য পরিমাণে। হোমিওপ্যাথি মতে ইহা অস্বাভাবিক ঘর্ম লক্ষণে প্রযোজ্য। যক্ষ্মা রোগীর নিশা ঘর্মে ইহা দ্বারা সুন্দর ফল পাওয়া যায়। গলগ্রন্থির উপর Q খুব ভাল কাজ করে। কর্ণশূল প্রদাহে Q বিশেষ উপকারী। ইহা লালা ও ঘর্ম নিঃসারক গ্ল্যান্ডসমূহের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করে উক্ত গ্ল্যান্ডের ইরিটেশান সৃষ্টি করে, ইহাতে অনর্গল লালা স্রাব ও অনেক ক্ষণ ধরে ঘর্ম হতে থাকে। ইহাতে নাক দিয়ে তরল শ্লেষ্মা এবং চক্ষু দিয়ে প্রবল বেগে জল বের হয়। ব্রংকাই, ট্রেকিয়া, ফ্যারিংস প্রভৃতি হতে শ্লেষ্মা নির্গত হয়, উক্ত স্রাব ও শ্লেষ্মা নির্গমন বন্ধ হলেই মুখ, গলা শুকিয়ে যায়, অদম্য পিপাসা হয়, ইহার দ্বারা শরীরের মধ্যে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া বর্ধিত হয় কিন্তু তাপ কমে আসে।

রোগ ও চিকিৎসা—চোখের রোগ—যে কোন কারণেই হোক না কেন চোখের ব্যবহার জনিত ক্লান্তি, অক্ষি পেশীর উত্তেজনা, চোখের কাজ করলে উত্তাপ ও জ্বালাবোধ, চোখের ব্যবহারে মাথা ধরা, চক্ষু গোলকে বেদনা এবং যন্ত্রণা, দূরের বস্তু ঝাপসা দেখে। চোখের সম্মুখে সাদা সাদা দাগ দেখে, চোখে খোঁচামারা বেদনা, চোখের পাতা নাচে, চোখের ব্যবহারের জন্য মাথার যন্ত্রণা ও বমি ভাব ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে Q বিশেষ উপকারী।

শ্বাসযন্ত্রের পীড়া—বায়ুনালীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ, অত্যন্ত কাশির প্রবণতা ও আবেগ, কষ্টকর শ্বাস প্রশ্বাস। ফুসফুসের শোথ, ফেনা যুক্ত গয়ের, প্রচুর পাতলা সৌত্রিক ঝিল্লী যুক্ত গয়ের। ধীর অথচ দীর্ঘ নিঃশ্বাস, মুখের মধ্যে চটচটে লালা, শুষ্কতা ভাব এবং অবারিত লালা স্রাব তৎসহ প্রচুর ঘাম ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী।

চর্ম রোগ—সমস্ত শরীর হতে প্রচুর ঘাম নিঃসরণ, চর্মে গর্ত ক্ষণস্থায়ী শুষ্কতা, শুষ্ক একজিমা, অর্ধাংগে ঘাম, ঘামের সঙ্গে শীত শীত ভাব ইত্যাদি লক্ষণে ইহার Q প্রযোজ্য। মাথার টাক রোগের ইহার Q বাহ্যিক ভাবে ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়। এছাড়া মূত্র থলীতে বেদনা, ঘন ঘন প্রস্রাব, অনিয়মিত ঋতু স্রাবে ইহার Q উপকারী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৩ বার সেব্য।

জ্যাকারাণ্ডা কারবা (Jacaranda Caroba)

পরিচয়—অপর নাম বিগনোনিয়া, ক্যারোবা, ক্যারোবা ইত্যাদি। ব্রাজিল দেশীয় ক্যারোবা গাছ। এক প্রকার গুল্ম বিশেষ। ইহার পাতা ও ফুল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—ইহা পুরুষদের কতিপয় রোগে সচরাচর ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রমেহজনিত বাতে এবং ডান হাঁটুর বাতেও ইহা উপকারী। সিফিলিস, গনোরিয়া, গনোরিয়ায় যন্ত্রণাদায়ক লিংগ উদ্গম, ব্যালানোরিয়া-এই রোগে লিংগমুন্ডে ও তার আবরণে পুঁজ জন্মে। লিংগাগ্র চর্ম স্ফীত, এই জন্য প্রিপুস লিংগের উপর টেনে আনা যায় না, ফাইমসিস রোগ, চর্ম পীড়ায় ক্ষতস্যাংকার, লিংগের উপর স্থানে স্থানে লালবর্ণের ক্ষত। লিংগের উপর আঁচিলের মত উদ্ভেদ, উহা অত্যন্ত চুলকায়, শুকিয়ে গেলে লাল বর্ণের চিহ্ন থাকে। মূত্রনালীর প্রদাহ, মূত্রনালীর মধ্য দিয়ে হলদে রঙের স্রাব নির্গত হলে ইহার Q উপকারী।

বিঃ দ্রঃ—উপদংশ এবং বাত রোগে ঔষধটির যথেষ্ট উপকারিতা। প্রাত কালিন বমন, মূত্র, জনন ইন্দ্রিয় লক্ষণ বিশেষ মূল্যবান।

যুক্ত, যাই হোক, এই প্রকার বমি হবার পর সমস্ত অন্ননালী পথ অর্থাৎ পেট হতে গলা পর্যন্ত আগুনের শিখার মত জ্বলতে থাকে, রোগী বলে আমার সব জ্বলে গেল, বমির পর দাঁত টকে যায় ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে Q উপকারী।

(৪) **আধ কপালে মাথা ব্যথা**—স্নায়বিক বা অজীর্ণ দোষে শিরপীড়া হলে Q উপযোগী। শিরপীড়া আরম্ভ হবার ঠিক পূর্বে চোখের সম্মুখে কালো বা সাদা সাদা বিন্দু পদার্থ উড়ে বেড়াতে দেখা যায়। আইরিসে ডানদিকের সম্মুখ রগ অধিক আক্রান্ত হয়, ইহার সহিত প্রায়ই বমি অথবা গা বমি বমি ভাব থাকে এবং সন্ধ্যা কালে, বিশ্রামে, ঠান্ডা বাতাসে ও কাশিলে শিরপীড়ার বৃদ্ধি হয়, রোগী মাঝে মাঝে কোষ্ঠ কাঠিন্য রোগে ভোগে। এই ক্ষেত্রে Q উপযোগী।

(৫) **ষ্টমাটাইটিস (Stomatities)**—মুখের ভিতর ক্ষত, বা ক্ষত না থাকলেও প্রদাহ বশত গলা হতে পেট পর্যন্ত যেন আগুনে পোড়ার মত জ্বালা পোড়া ভাব থাকে এই ক্ষেত্রে Q উপকারী। **লিভারের রোগেও Q উপকারী।**

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা দিনে ৪ বার সেব্য।

জ্যাবোরাণ্ডি (Jaborandi)

পরিচয়—অপর নাম পাইলো কার্পাস মাইক্রোফিলাস, পাইলোকার্পাস পিনেটাস, পাইলোকার্পাস সেলোয়েনাস ইত্যাদি। ইহা ব্রাজিল দেশের এক প্রকার উদ্ভিদ। ইহার শুষ্ক পত্র এবং ডাটা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—পাইলোকার্পাস বা জ্যাবোরান্ডি একটি শক্তিশালী গ্রন্থি সম্বন্ধীয় উত্তেজক ঔষধ এবং অতিশয় ফলপ্রদ ঘর্ম উৎপাদক ঔষধ। ইহার প্রধান কাজ হচ্ছে ঘর্ম উৎপাদন করা, লালাস্রাব এবং কনীনিকার স্থায়ী সংকোচন। এই ঔষধ প্রয়োগের কয়েক মিনিটের মধ্যে মুখমন্ডল, কর্ণ, গ্রীবা দেশ লাল হয়ে উঠে। সর্বাংগে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দেয় এবং একই সঙ্গে মুখে জল ওঠে এবং অবিরল ধারে লালা ক্ষরণ হতে থাকে। অন্যান্য স্রাব যথা, অশ্রুস্রাব, নাসা স্রাব, বায়ু নালী হতে স্রাব। অন্ত্র সম্বন্ধীয় স্রাবও বৃদ্ধি পায় কিন্তু সামান্য পরিমাণে। হোমিওপ্যাথি মতে ইহা অস্বাভাবিক ঘর্ম লক্ষণে প্রযোজ্য। যক্ষ্মা রোগীর নিশা ঘর্মে ইহা দ্বারা সুন্দর ফল পাওয়া যায়। গলগ্রন্থির উপর Q খুব ভাল কাজ করে। কর্ণশূল প্রদাহে Q বিশেষ উপকারী। ইহা লালা ও ঘর্ম নিঃসারক গ্ল্যান্ডসমূহের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করে উক্ত গ্ল্যান্ডের ইরিটেশান সৃষ্টি করে, ইহাতে অনর্গল লালা স্রাব ও অনেক ক্ষণ ধরে ঘর্ম হতে থাকে। ইহাতে নাক দিয়ে তরল শ্লেষ্মা এবং চক্ষু দিয়ে প্রবল বেগে জল বের হয়। ব্রংকাই, ট্রেকিয়া, ফ্যারিংস প্রভৃতি হতে শ্লেষ্মা নির্গত হয়, উক্ত স্রাব ও শ্লেষ্মা নির্গমন বন্ধ হলেই মুখ, গলা শুকিয়ে যায়, অদম্য পিপাসা হয়, ইহার দ্বারা শরীরের মধ্যে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া বর্ধিত হয় কিন্তু তাপ কমে আসে।

রোগ ও চিকিৎসা—**চোখের রোগ**—যে কোন কারণেই হোক না কেন চোখের ব্যবহার জনিত ক্লান্তি, অক্ষি পেশীর উত্তেজনা, চোখের কাজ করলে উত্তাপ ও জ্বালাবোধ, চোখের ব্যবহারে মাথা ধরা, চক্ষু গোলকে বেদনা এবং যন্ত্রণা, দূরের বস্তু ঝাপসা দেখে। চোখের সম্মুখে সাদা সাদা দাগ দেখে, চোখে খোঁচামারা বেদনা, চোখের পাতা নাচে, চোখের ব্যবহারের জন্য মাথার যন্ত্রণা ও বমি ভাব ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে Q বিশেষ উপকারী।

শ্বাসযন্ত্রের পীড়া—বায়ুনালীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ, অত্যন্ত কাশির প্রবণতা ও আবেগ, কষ্টকর শ্বাস প্রশ্বাস। ফুসফুসের শোথ, ফেনা যুক্ত গয়ের, প্রচুর পাতলা সৌত্রিক ঝিল্লী যুক্ত গয়ের। ধীর অথচ দীর্ঘ নিঃশ্বাস, মুখের মধ্যে চটচটে লালা, শুষ্কতা ভাব এবং অবারিত লালা স্রাব তৎসহ প্রচুর ঘাম ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী।

চর্ম রোগ—সমস্ত শরীর হতে প্রচুর ঘাম নিঃসরণ, চর্মে গর্ত ক্ষণস্থায়ী শুষ্কতা, শুষ্ক একজিমা, অর্ধাংগে ঘাম, ঘামের সঙ্গে শীত শীত ভাব ইত্যাদি লক্ষণে ইহার Q প্রযোজ্য। মাথার টাক রোগের ইহার Q বাহ্যিক ভাবে ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়। এছাড়া মূত্র থলীতে বেদনা, ঘন ঘন প্রস্রাব, অনিয়মিত ঋতু স্রাবে ইহার Q উপকারী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৩ বার সেব্য।

জ্যাকারাণ্ডা কারবা (Jacaranda Caroba)

পরিচয়—অপর নাম বিগনোনিয়া, ক্যারোবা, ক্যারোবা ইত্যাদি। ব্রাজিল দেশীয় ক্যারোবা গাছ। এক প্রকার গুল্ম বিশেষ। ইহার পাতা ও ফুল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—ইহা পুরুষদের কতিপয় রোগে সচরাচর ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রমেহজনিত বাতে এবং ডান হাঁটুর বাতেও ইহা উপকারী। সিফিলিস, গনোরিয়া, গনোরিয়ায় যন্ত্রণাদায়ক লিংগ উদ্গম, ব্যালানোরিয়া-এই রোগে লিংগমুন্ডে ও তার আবরণে পুঁজ জন্মে। লিংগাগ্র চর্ম স্ফীত, এই জন্য প্রিপুস লিংগের উপর টেনে আনা যায় না, ফাইমসিস রোগ, চর্ম পীড়ায় ক্ষতস্যাংকার, লিংগের উপর স্থানে স্থানে লালবর্ণের ক্ষত। লিংগের উপর আঁচিলের মত উদ্ভেদ, উহা অত্যন্ত চুলকায়, শুকিয়ে গেলে লাল বর্ণের চিহ্ন থাকে। মূত্রনালীর প্রদাহ, মূত্রনালীর মধ্য দিয়ে হলদে রঙের স্রাব নির্গত হলে ইহার Q উপকারী।

বিঃ দ্রঃ—উপদংশ এবং বাত রোগে ঔষধটির যথেষ্ট উপকারিতা। প্রাত কালিন বমন, মূত্র, জনন ইন্দ্রিয় লক্ষণ বিশেষ মূল্যবান।

অন্যান্য রোগ লক্ষণ ও চিকিৎসা—মাথার যন্ত্রণা—ঘুম ভাঙলে শিরঘূর্ণন, মস্তকে ভার বোধ, চোখে বেদনা, চোখ দুটি প্রদাহিত এবং জলপূর্ণ। মস্তকে ভার বোধ সহ সর্দি, গল গহ্বর শুষ্ক, সংকুচিত এবং গল নালীতে ফুসকুড়ি অনুভব ইত্যাদিতে Q উপকারী।

পুংজনন ইন্দ্রিয়ের রোগ—মূত্রনালী প্রদাহিত, হরিদ্রা বর্ণের স্রাব নির্গত হয়। লিংগের উত্তাপ ও বেদনা, কষ্টকর লিংগ উত্থান। ক্ষুধারোগ, লিংগের অগ্রভাগের চামড়া স্ফীত ও বেদনা যুক্ত। কোমল ক্ষত, অনিচ্ছায় লিঙ্গ উদ্রেক। লিংগ্রাগ্রে চুলকানি যুক্ত উদ্ভেদ ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী।

অংগ প্রত্যংগের বেদনা—ডান হাঁটুতে বাত বেদনা। কটি দেশে দুর্বলতা, প্রাতকালে পেশী সমূহ শক্ত হয়ে থাকে। গনোরিয়া জাত বাত রোগ। হাতে চুলকানি যুক্ত পুঁজ বটী। গনোরিয়া ও সিফিলিস দোষ হতে সন্ধি প্রদাহ ইত্যাদি ক্ষেত্রেও Q খুব ভাল কাজ করে।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে সামান্য জলের সংগে দিনে ৪ বার।

জ্যালাপা (Jalapa)

পরিচয়—অপর নাম জ্যালাপ একস্ গোনিয়াম পুরগা, আই পোমা পারগা, কনভলভিউলাস পারগা, মোচোয়াকানা নাইগ্রা ইত্যাদি। এই গাছ দেখতে লতার মত কিন্তু মূল আলুর ন্যায়। উহার শুষ্ক মূল চূর্ণ করে উহা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—ইহার প্রধান চরিত্রগত লক্ষণ—শিশু দিনরাত কাঁদে বা দিনের বেলায় চুপ করে থাকে আর রাত্রে চিৎকার করে কাঁদে। শিশুদের উদরাময় হলে যদি তার সংগে ঐ প্রকার কান্নার লক্ষণ থাকে তবে ইহার Q অব্যর্থ। জালাপার বাহ্যের গন্ধ টক শিশু উদরাময়ে এই প্রকার টক গন্ধ বাহ্যের সংগে শিশুর পেটে কামড়ানি ব্যথা ও কান্না থাকলে Q খুবই উপকারী। শূল বেদনা ও উদরাময়ে ইহা খুব উপকারী। শিশু সারা দিন ভাল থাকে কিন্তু রাত্রে খুব কাঁদে, বিরক্ত করে। জিহ্বা মসৃণ, উজ্জ্বল ও শুষ্ক, ডান কুক্ষি দেশে বেদনা, মলের বর্ণ কাদা কাদা, জলের মত পাতলা পায়খানা।

মাত্রা—Q ২/৩ ফোঁটা দিনে ৪ বার সেব্য।

জ্যাট্রোফা কারকাস (Jatropha Carcas)

পরিচয়—ইহার অপর নাম কাংপার গ্যানস, ফাইকাস ইনফারনেলিস রিসিন্যাস ম্যজোরিস, পারজিংনাট, ফিজিক নাট ইত্যাদি। ব্রাজিল দেশের এক প্রকার গুল্ম। ইহার তাজা ফুল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—ইহা কলেরা ও উদরাময়ে বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ। ইহার তলপেটের লক্ষণগুলো বেশ মূল্যবান। চাপা পড়া হামেও ইহার যথেষ্ট উপকারিতা আছে। কলেরা এবং উদরাময়ে ইহার Q বিশেষ বিফল হয় না। এছাড়া পাকস্থলীর পীড়ায়, উপর পেট টেনে ধরা, খিঁচে ধরা, খিল ধরার ন্যায় বেদনা, হিক্কা, হিক্কার পর বমি, কিছু পান করলেই বমি, গা বমি বমি করে, কুক্ষি দেশে বেদনা, লিভার অঞ্চলে বেদনা, ডান স্ক্যাপুলা হতে কাঁধ পর্যন্ত বেদনা, পেশীতে, পায়ের গোছে এবং পায়ের তলে খিল ধরা ব্যথা, সমস্ত শরীর শীতল হওয়া প্রভৃতি কতগুলো লক্ষণে ইহার Q বিশেষ উপকারী।

পাকস্থলী ও উদরের লক্ষণ—ঔষধটি নির্বাচন করার পূর্বে লক্ষণগুলো ভাল করে পরখ করতে হবে—হিক্কা, তৎপর প্রচুর বমন। জলপান করলে বমি, বমি বমি ভাব তৎসহ গলা জ্বলে। অত্যন্ত পিপাসা, অতি সহজেই বমন, পেটে উত্তাপ বোধ, জ্বালা তৎসহ উদরোর্ধে খিল ধরা ও সংকোচক বেদনা। উদর স্ফীত তৎসহ কুলকুল শব্দ, প্রবল মূত্র বেগ। মল প্রচুর এবং আকস্মিক, জলের মত, চাল ধোয়া জলের ন্যায় মল। উদরাময়, মল সজোরে নির্গত হয়, জলের কল কল শব্দের ন্যায় তলপেটে উচ্চ শব্দ তৎসহ শীতলতা, খিল ধরা বমি ও বমি বমি ভাব। হাত পায়ের পেশীতে খিল ধরার ন্যায় বেদনা, পায়ের ডিমে, জংঘা স্থানে ও পায়ে। গোড়ালি, পদদ্বয় এবং পায়ের আংগুলে বেদনা, ঠান্ডা জলে হাত রাখলে উপশম ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে Q বিশেষ উপকারী।

মাত্রা—Q ২/৩ ফোঁটা দিনে ৪ বার সেব্য।

জোনসিয়া অশোকা (Jonosia Asoka)

পরিচয়—ইহা একটি মূল্যবান ভারতীয় ঔষধ। অশোক গাছের ছাল হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—স্ত্রীজনন ইন্দ্রিয়ের উপর ইহার যথেষ্ট ক্রিয়া। স্বল্পঋতু এবং প্রচুর ঋতু স্রাবে ইহার Q বিশেষ উপকারী। ঋতু প্রায়ই অনিয়মিত এবং অনেক বিলম্বে হয়, ঋতু শূল বেদনা, রজ লোপ, রজ রোধ, ঋতু প্রকাশ লাভের পূর্বে ডিম্বকোষে বেদনা, অতিরজ প্রভৃতি ক্ষেত্রে Q বিশেষ বিফল হয় না। মূত্রনালীর প্রদাহ, প্রদর প্রভৃতি কতগুলো রোগে Q সুফল দান করে। অত্যন্ত কোষ্ঠকাঠিন্য এবং অর্শ রোগে ইহার ব্যবহার যথেষ্ট উপকারী। বিলম্বিত ও অনিয়মিত ঋতুস্রাব, ঋতুশূল, রজরোধ, রজ নির্গমনের পূর্বে ডিম্বকোষদ্বয়ে বেদনা, রজ বাহুল্য, মূত্রাধারের উত্তেজনা, প্রদর স্রাব ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q বিশেষ উপকারী। কোন কোন সময় মেরুদন্ড বরাবর বেদনা এবং উহা তলপেট ও উরু দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

মাথার যন্ত্রণা—এক পার্শ্বিক শিরপীড়া, জরায়ু পীড়া, রক্ত সঞ্চয় জনিত শিরপীড়া, চোখের তারকায় বেদনা, আলোকাতংক, নাকে সর্দি ইত্যাদি, লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে Q বিশেষ উপকারী। টক ও মিষ্টি দ্রব্য খেতে চায়, পিপাসার ভাব বর্তমান, দুর্দম্য কোষ্ঠকাঠিন্য, অর্শবলী ইত্যাদি লক্ষণ থাকে। এই সব ক্ষেত্রে Q ব্যবহার করা উচিত। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে Q ব্যবহার করে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়—(১) অশোকা Q, জীবনী শক্তি বর্ধক ও বলকারক। সুতরাং ঋতু সম্বন্ধীয় গোলযোগে দীর্ঘকাল ভোগার পর রোগিনী দুর্বল ও কৃশ হয়ে পড়লে এবং বার বার মাথা বেদনা দেখা দিলে ইহার Q অব্যর্থ। জরায়ুর পক্ষে ইহা একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ। (২) কোন কারণে ঋতু স্রাব অবরুদ্ধ হয়ে তলপেটে বেদনা হতে থাকলে ইহার Q সুফল দান করে। (৩) শ্বেত প্রদর এবং রক্ত প্রদর উভয় প্রকার রোগেই ইহা উপকারী। (৪) অত্যধিক রক্ত স্রাব বা দীর্ঘকাল যাবৎ প্রদর স্রাবে ভুগে রোগিনী-দুর্বল ও শীর্ণ হয়ে পড়লে ইহার Q বিশেষ উপযোগী। (৫) বাদক বেদনা বা ঋতু শূলে স্রাব মলিন ও পরিমাণে অল্প হলে এবং তৎসহ তলপেটে বেদনা থাকলে Q ব্যবহার করা উচিত। এই রূপ রোগিনীর ডিম্বকোষে স্ফীতি এবং ঐ স্থানে বেদনা থাকা স্বাভাবিক। অতএব অশোকা Q বিশেষ উপযোগী।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে দিনে তিনবার সেব্য। খাবার পূর্বে।

জুগল্যানস্ সাইনেরিয়া (Juglans Cinerea)

পরিচয়—ইহার অপর নাম জুগল্যানস্ ক্যাথারটিকা, বাটার নাট, অয়েল নাট ইত্যাদি। ইহা এক প্রকার বন্য জাতীয় গাছ আমেরিকায় জন্মে। ইহার অভ্যন্তরস্থ ছালমূল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—জন্ডিস, লিভারের চারি দিকে টাটানি বেদনা, ডান কাধের নীচে বেদনা থাকে এছাড়া অত্যধিক ঢেকুর উঠে, পেট ফাঁপ পেট ফোলা, সবুজ ও হলদে বর্ণের বাহ্য, বাহ্যের সঙ্গে পেট বেদনা, কুন্থন, বেগ ও মলদ্বারে জ্বালা থাকে ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপযোগী। নিঃস্রাব ক্রিয়ার গোলযোগ হেতু কামলারোগ এবং নানাবিধ চর্মরোগ প্রকাশ পেলে ইহা উপযোগী। পশ্চাৎ মস্তকে তীব্র বেদনা সাধারণত তৎসহ লিভারের গোলযোগ ইহার চরিত্রগত লক্ষণ। এই লক্ষণের উপর ভিত্তি করে Q ব্যবহার করলে বিফল হয় না। বুকে, বগলে, স্কন্ধাস্থিতে বেদনা তৎসহ শ্বাস রোধ ভাব। মনে হয় যেন সমস্ত আভ্যন্তরিক যন্ত্রগুলো বিশেষ করে বাম দিকের যন্ত্রগুলো বড় হয়ে গেছে। পিত্ত কোষে পাথর সৃষ্টি ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q মহা উপকারী।

মাথার যন্ত্রণা—নিস্তেজ ভাব, মস্তকে পূর্ণতা বোধ, মস্তকত্বকে উদ্ভেদ, পশ্চাৎ মস্তকে তীব্র বেদনা, মাথা বৃহদাকার মনে হয়। চোখের পাতা ও চোখের চারিদিকে পীড়কা প্রকাশ পায়, উহাতে বেশ চুলকায়। নাকে সুড় সুড় করে

হাঁচি, বুকে বেদনা তৎসহ সর্দিস্রাব এবং শ্বাসরোধ আশংকা, প্রচুর বিদাহী ঘন শ্লেষ্মাস্রাব। মুখ গহ্বর ও গল মধ্যে ছড়ে যাবার মত অনুভূতি, টনসিল স্থানের বাহির দিকে ক্ষত, জিহবা মূলে ও গলমধ্যে শুষ্কতা ইত্যাদি Q উপকারী।

মাত্রা—Q ২/৩ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার।

জুগল্যানস্ রিজিয়া (Juglans Regia)

পরিচয়—ইহার অপর নাম ওয়ালনাট, নাক্স জুগল্যানস্ ইত্যাদি। ইহা এক প্রকার বৃক্ষ। ইহার অপক্ক ফলের বিচির উপরের আবরণ এবং পত্র হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—গ্রাফাইটিসের মত ইহাতেও কানের পশ্চাৎ ভাগে উদ্ভেদ অধিক পরিমাণে নির্গত হয়। এছাড়া মাথায় লাল বর্ণের উদ্ভেদ ইহাতে অত্যন্ত চুলকানি, হাতে বগলে পাঁচড়ার মত উদ্ভেদ ইত্যাদিতে Q উপকারী। চর্মের উপর পীড়কা প্রকাশ ইহার বিশেষ লক্ষণ। এছাড়া রমণীদের নিয়মিত সময়ের পূর্বে ঋতুস্রাব, কালো বর্ণ পীচের মত দলা দলা এবং তলপেট স্ফীত। এই সব ক্ষেত্রে Q খুব ভাল কাজ করে। চর্মের লক্ষণটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মুখে বয়ব্রণ, কালো কালো মাথাযুক্ত পীড়কা, দুগ্ধ পীড়কা তৎসহ কানের চারিদিকে বেদনা। চুলকানি ও ক্ষুদ্র লাল বর্ণের উদ্ভেদ। মাথার চামড়া লাল রাত্রিকালে ভীষণ চুলকায়, ক্যানসারের মত ক্ষত এবং বগলের গ্রন্থিতে পুঁজ উৎপাদন ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে Q বিশেষ উপকারী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য।

জুনিপেরাস কমিউনিস (Juniperus Communis)

পরিচয়—ইহার অপর নাম জুনিপার ফল (Juniper Berries)। ইহা ইউরোপজাত সদা হরিৎ গুল্ম। ইহার সুপক্ক ফল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—মূত্রগ্রন্থির সক্রিয় প্রদাহ, মূত্ররোধ সহ শোথ। যে সকল বৃদ্ধ ব্যক্তির পরিপাক শক্তি কমে যায় এবং মূত্র নিঃসরণ খুব কমে যায়, পুরাতন মূত্রগ্রন্থির প্রদাহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q বিশেষ উপকারী।

মূত্রের গোলযোগ—মূত্রকষ্ট, রক্তাক্ত মূত্র, অতি অল্প মূত্র, মূত্র হতে ভায়লেট ফুলের গন্ধ, মূত্র গ্রন্থি স্থানে ভারবোধ। প্রষ্টেট গ্রন্থি হতে রস নিঃসরণ, মূত্রাশয়ে রক্তাধিক্য ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে Q বিশেষ উপকারী। এছাড়া কিডনীর খুব প্রদাহ, শোথ তৎসহ প্রস্রাব বন্ধ, বৃদ্ধদের দুর্বল হজম শক্তির সংগে অতি অল্প অল্প প্রস্রাব নির্গমণ, কিডনীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর পুরাতন প্রদাহ প্রভৃতি ক্ষেত্রে Q যথেষ্ট উপকার করে। বাত সংযুক্ত স্বল্প প্রস্রাব, মূত্রকষ্ট, কিডনীর স্থানে ভারবোধ, শুক্রক্ষরণ, কিডনীর বিবর্ধন ইত্যাদি ক্ষেত্রেও Q যথারীতি ব্যবহার করলে বিফল হয় না।

জুনিপেরাস ভার্জিনিয়েনাস (Juniperus Virginianas)

পরিচয়—এই ঔষধটিও মূত্র সম্বন্ধীয় পীড়ায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। জুনিপেরাস ভার্জিনিয়েনাস ঔষধটি আমরা তখনই রোগীর জন্য ব্যবস্থা করি যখন দেখি মূত্রাশয়ে ভয়ংকর কুন্থন, অবিরত পেছন দিকে টেনে ধরা বোধ, মূত্র গ্রন্থিতে রক্তাধিক্য, মূত্রগ্রন্থির প্রদাহ এবং মূত্রাশয়ের প্রদাহ ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে Q অব্যর্থ। বৃদ্ধ ব্যক্তিগণের মূত্ররোধ সহ শোথ, মূত্র কষ্ট, প্রস্রাবকালে মূত্র পথে জ্বালা, কেটে ফেলার ন্যায় বেদনা, অবিরত মূত্র বেগ, সন্ন্যাস রোগ, আক্ষেপ, মূত্ররোধ, জরায়ু হতে রক্ত স্রাব ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q খুব ভাল কাজ করে। এই ক্ষেত্রে স্যাবাইনা ও টেরিবিনথিনা প্রায় সদৃশ।

মাত্রা—Q ১০/১৫ ফোঁটা দিনে ৪ বার সেব্য।

জাষ্টিসিয়া এঢাটোডা (Justicia Adhatoda)

পরিচয়—ইহার বাংলা নাম শ্বেত বাসক। এই বাসক হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়। ইহা প্রায় সকল প্রকার কাশিতে ব্যবহার করা হয়। বাসক সিরাপ নামে এক প্রকার পেটেন্ট ঔষধ কাশিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

উপকারিতা—সর্দি, কাশি, ব্রংকাইটিস, নিউমোনিয়া, থাইসিস প্রভৃতি রোগের প্রথমাবস্থায় ইহার Q বিশেষ উপকারী। এছাড়া রক্ত পিত্ত, জ্বর, স্বরভঙ্গ, ইনফ্লুয়েঞ্জার পরবর্তী কাশি, প্রতি বছর শীতকালে কাশি ইত্যাদিতে Q উপকারী। শিশুদের হুপিং কাশিতে যেখানে কাশতে কাশতে শিশুর দম আটকে যায়, শরীর যেন শক্ত হয়ে আসে, শরীরের রঙ নীলবর্ণ ধারণ করে, বমি হয় ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে Q অব্যর্থ। শিশুর বুক শ্লেষ্মায় পরিপূর্ণ থাকে, গলায় ঘর ঘর শব্দ হয় অথচ কাশলে সামান্য গয়ার উঠে এই জাতীয় কাশির লক্ষণে Q বিফল হয় না। ইহার রোগী সামান্য কারণে রেগে যায়, মেজাজ ভাল থাকে না। হোমিওপ্যাথিক মতে ঔষধটি এখনো সুস্থ দেহে পরীক্ষা হয় নাই, কিন্তু তা না হলেও ইহা যে প্রায় সকল প্রকার শ্বাসযন্ত্রের পীড়ায় ঔষধ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। রক্তহীন অবস্থায় শোথে ইহার Q ব্যবহার করে চিকিৎসকগণ উপকার লাভ করেন। বাসকের মূলচূর্ণ ম্যালেরিয়া জ্বরে ব্যবহৃত হয়। বাসক ঔষধটি বুকে শ্লেষ্মায় ঘড়ঘড়ি যুক্ত হাঁপানি রোগে ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়। রোগীর প্রবল কোষ্ঠকাঠিন্য তৎসহ শ্বাসকষ্ট এইরূপ ক্ষেত্রে গরম জলের সংগে Q ১৫/২০ ফোঁটা ঔষধ মিশ্রিত করে রোজ ৪/৫ বার ব্যবহার করলে প্রচুর পরিমাণে শ্লেষ্মা উঠে এবং রোগী উপশম বোধ করে। বহু অভি চিকিৎসক ঔষধটি গরম জলে মিশ্রিত করে ব্যবহার করতে উপদেশ দেন।

মাত্রা—Q ২৫/৩০ ফোঁটা দিনে ৪ বার।

জাষ্টিসিয়া রুব্রম (Justicea Rubrum)

পরিচয়—ইহার বাংলা নাম রক্ত বাসক। ইহা দুষ্প্রাপ্য, ইহার ফুল গাঢ় লাল বর্ণের হয়। অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ মনে করেন শ্বেত অপেক্ষা রক্ত বাসকই অধিক গুণ সম্পন্ন। কাশিতে অথবা কাশির সঙ্গে রক্ত উঠলে শ্বেত বাসক ব্যবহৃত হলেও যেখানে থাইসিসে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে রক্ত উঠে, রক্ত বমি হয় এবং রক্ত পিত্ত রোগ লক্ষণ দেখা দেয় সেখানে রক্ত বাসক খুবই উপকারী। রক্ত বাসক সাধারণতঃ বাসকের ন্যায় সুলভ নয়। কোচবিহার ও দার্জিলিং অঞ্চলে এই গাছ দেখতে পাওয়া যায়। ইহার ফুল গাঢ় রক্তবর্ণ এবং পাতাও অপেক্ষাকৃত পুরু লম্বা এবং গাঢ় সবুজ বর্ণের হয়। কাশির সহিত রক্ত উঠলে ইহার Q ব্যবহার কখনো বিফল হয় না। যেখানে রক্তের পরিমাণ খুব বেশী অথবা রোগী নিশ্চিত ক্ষয় রোগ গ্রস্ত সেখানে ইহার Q অব্যর্থ। রক্ত পিত্ত রোগেও ঔষধটি বিশেষ উপকারী। একালাইফা ইন্ডিকা, ফিকাস রিলিজিওসা, ইপিকাক ও মেলিফোলিয়াম প্রভৃতি ঔষধগুলোর সঙ্গে ইহার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।

মাত্রা—Q ৫/৬ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে মিশ্রিত করে দিনে ৪ বার সেব্য।

কালমেঘ (Kalmegh)

পরিচয়—কালমেঘ একটি সুপরিচিত গাছ। আমাদের দেশে বিভিন্ন অঞ্চলে ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মে। কালমেঘের পাতা দেখতে অনেকটা লংকা পাতার ন্যায় কিন্তু অত্যন্ত তিক্ত এই জন্যই সংস্কৃতে ইহার নাম মহাতিক্ত। এই কালমেঘ ঔষধটি প্রুভিং হয়েছে। ইহা সাধারণত জ্বর, বলকারক এবং পাচক। হোমিওপ্যাথিতে ইহার Q একটি মূল্যবান ঔষধ।

লক্ষণ চিত্র—রোগীর সর্বদা অবসন্ন ও বিমর্ষভাব। কাজ করতে চায় না, এমন কি কথা বলতে ইচ্ছে করে না। সামান্য কারণে ক্রোধের সঞ্চার হয়। ভ্রান্তি একটি বিশেষ লক্ষণ। বিশেষ পরিচিত ব্যক্তির নামও মনে থাকে না, কাজকর্ম করতে ভুল হয়। প্রথমে কপালের দুই রগে পরে সমস্ত মাথায় এমন কি মাথার পেছনের দিকে বেদনা। কাশিতে মাথায় ও কপালে বেদনার অনুভব। সর্দি ও হাঁচি। চোখে জ্বালাপোড়া, চোখ হরিদ্রাবর্ণ। মুখের স্বাদ খুব তিক্ত ও বিস্বাদ। জিহ্বায় সাদা প্রলেপ এবং জিহ্বার সম্মুখ ভাগ একটু লাল। উদ্গার উঠে। অপরাহ্নে অজীর্ণ উদ্গার গলাবুক জ্বালা করে। পেট ভার, পূর্ণতা বোধ। পেটের মধ্যে ভুটভাট করে, নিম্ন দিকে বায়ু নিঃসরণ হয়। প্লীহা ও যকৃৎ বড়, উহাতে বেদনা, শিশুদিগের যকৃৎ দোষ। কোষ্ঠকাঠিন্য, পুনঃপুনঃ মলবেগ কিন্তু বাহ্যে হয় না। কালো রঙের গুটলে মল অথবা পিত্ত সংযুক্ত মল। তবে কোষ্ঠকাঠিন্যে ও মলের স্বল্পতাই অধিকাংশ স্থলে দেখা যায়। শিশুদের কামলা রোগ, প্রস্রাব হরিদ্রাবর্ণের। রমণীদের মাসিক স্রাব অনিয়মিত। কোন মাসে

—১৬

জুনিপেরাস ভার্জিনিয়েনাস (Juniperus Virginianas)

পরিচয়—এই ঔষধটিও মূত্র সম্বন্ধীয় পীড়ায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। জুনিপেরাস ভার্জিনিয়েনাস ঔষধটি আমরা তখনই রোগীর জন্য ব্যবস্থা করি যখন দেখি মূত্রাশয়ে ভয়ংকর কুন্থন, অবিরত পেছন দিকে টেনে ধরা বোধ, মূত্র গ্রন্থিতে রক্তাধিক্য, মূত্রগ্রন্থির প্রদাহ এবং মূত্রাশয়ের প্রদাহ ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে Q অব্যর্থ। বৃদ্ধ ব্যক্তিগণের মূত্ররোধ সহ শোথ, মূত্র কষ্ট, প্রস্রাবকালে মূত্র পথে জ্বালা, কেটে ফেলার ন্যায় বেদনা, অবিরত মূত্র বেগ, সন্ন্যাস রোগ, আক্ষেপ, মূত্ররোধ, জরায়ু হতে রক্ত স্রাব ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q খুব ভাল কাজ করে। এই ক্ষেত্রে স্যাবাইনা ও টেরিবিনথিনা প্রায় সদৃশ।

মাত্রা—Q ১০/১৫ ফোঁটা দিনে ৪ বার সেব্য।

জাষ্টিসিয়া এঢাটোডা (Justicia Adhatoda)

পরিচয়—ইহার বাংলা নাম শ্বেত বাসক। এই বাসক হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়। ইহা প্রায় সকল প্রকার কাশিতে ব্যবহার করা হয়। বাসক সিরাপ নামে এক প্রকার পেটেন্ট ঔষধ কাশিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

উপকারিতা—সর্দি, কাশি, ব্রংকাইটিস, নিউমোনিয়া, থাইসিস প্রভৃতি রোগের প্রথমাবস্থায় ইহার Q বিশেষ উপকারী। এছাড়া রক্ত পিত্ত, জ্বর, স্বরভঙ্গ, ইনফ্লুয়েঞ্জার পরবর্তী কাশি, প্রতি বছর শীতকালে কাশি ইত্যাদিতে Q উপকারী। শিশুদের হুপিং কাশিতে যেখানে কাশতে কাশতে শিশুর দম আটকে যায়, শরীর যেন শক্ত হয়ে আসে, শরীরের রঙ নীলবর্ণ ধারণ করে, বমি হয় ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে Q অব্যর্থ। শিশুর বুক শ্লেষ্মায় পরিপূর্ণ থাকে, গলায় ঘর ঘর শব্দ হয় অথচ কাশলে সামান্য গয়ার উঠে এই জাতীয় কাশির লক্ষণে Q বিফল হয় না। ইহার রোগী সামান্য কারণে রেগে যায়, মেজাজ ভাল থাকে না। হোমিওপ্যাথিক মতে ঔষধটি এখনো সুস্থ দেহে পরীক্ষা হয় নাই, কিন্তু তা না হলেও ইহা যে প্রায় সকল প্রকার শ্বাসযন্ত্রের পীড়ায় ঔষধ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। রক্তহীন অবস্থায় শোথে ইহার Q ব্যবহার করে চিকিৎসকগণ উপকার লাভ করেন। বাসকের মূলচূর্ণ ম্যালেরিয়া জ্বরে ব্যবহৃত হয়। বাসক ঔষধটি বুকে শ্লেষ্মায় ঘড়ঘড়ি যুক্ত হাঁপানি রোগে ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়। রোগীর প্রবল কোষ্ঠকাঠিন্য তৎসহ শ্বাসকষ্ট এইরূপ ক্ষেত্রে গরম জলের সংগে Q ১৫/২০ ফোঁটা ঔষধ মিশ্রিত করে রোজ ৪/৫ বার ব্যবহার করলে প্রচুর পরিমাণে শ্লেষ্মা উঠে এবং রোগী উপশম বোধ করে। বহু অভি চিকিৎসক ঔষধটি গরম জলে মিশ্রিত করে ব্যবহার করতে উপদেশ দেন।

মাত্রা—Q ২৫/৩০ ফোঁটা দিনে ৪ বার।

জাষ্টিসিয়া রুব্রম (Justicea Rubrum)

পরিচয়—ইহার বাংলা নাম রক্ত বাসক। ইহা দুষ্প্রাপ্য, ইহার ফুল গাঢ় লাল বর্ণের হয়। অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ মনে করেন শ্বেত অপেক্ষা রক্ত বাসকই অধিক গুণ সম্পন্ন। কাশিতে অথবা কাশির সঙ্গে রক্ত উঠলে শ্বেত বাসক ব্যবহৃত হলেও যেখানে থাইসিসে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে রক্ত উঠে, রক্ত বমি হয় এবং রক্ত পিত্ত রোগ লক্ষণ দেখা দেয় সেখানে রক্ত বাসক খুবই উপকারী। রক্ত বাসক সাধারণতঃ বাসকের ন্যায় সুলভ নয়। কোচবিহার ও দার্জিলিং অঞ্চলে এই গাছ দেখতে পাওয়া যায়। ইহার ফুল গাঢ় রক্তবর্ণ এবং পাতাও অপেক্ষাকৃত পুরু লম্বা এবং গাঢ় সবুজ বর্ণের হয়। কাশির সহিত রক্ত উঠলে ইহার Q ব্যবহার কখনো বিফল হয় না। যেখানে রক্তের পরিমাণ খুব বেশী অথবা রোগী নিশ্চিত ক্ষয় রোগ গ্রস্ত সেখানে ইহার Q অব্যর্থ। রক্ত পিত্ত রোগেও ঔষধটি বিশেষ উপকারী। একালাইফা ইন্ডিকা, ফিকাস রিলিজিওসা, ইপিকাক ও মেলিফোলিয়াম প্রভৃতি ঔষধগুলোর সঙ্গে ইহার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।

মাত্রা—Q ৫/৬ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে মিশ্রিত করে দিনে ৪ বার সেব্য।

কালমেঘ (Kalmegh)

পরিচয়—কালমেঘ একটি সুপরিচিত গাছ। আমাদের দেশে বিভিন্ন অঞ্চলে ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মে। কালমেঘের পাতা দেখতে অনেকটা লংকা পাতার ন্যায় কিন্তু অত্যন্ত তিক্ত এই জন্যই সংস্কৃতে ইহার নাম মহাতিক্ত। এই কালমেঘ ঔষধটি প্রুভিং হয়েছে। ইহা সাধারণত জ্বর, বলকারক এবং পাচক। হোমিওপ্যাথিতে ইহার Q একটি মূল্যবান ঔষধ।

লক্ষণ চিত্র—রোগীর সর্বদা অবসন্ন ও বিমর্ষভাব। কাজ করতে চায় না, এমন কি কথা বলতে ইচ্ছে করে না। সামান্য কারণে ক্রোধের সঞ্চার হয়। ভ্রান্তি একটি বিশেষ লক্ষণ। বিশেষ পরিচিত ব্যক্তির নামও মনে থাকে না, কাজকর্ম করতে ভুল হয়। প্রথমে কপালের দুই রগে পরে সমস্ত মাথায় এমন কি মাথার পেছনের দিকে বেদনা। কাশিতে মাথায় ও কপালে বেদনার অনুভব। সর্দি ও হাঁচি। চোখে জ্বালাপোড়া, চোখ হরিদ্রাবর্ণ। মুখের স্বাদ খুব তিক্ত ও বিস্বাদ। জিহ্বায় সাদা প্রলেপ এবং জিহ্বার সম্মুখ ভাগ একটু লাল। উদ্‌গার উঠে। অপরাহ্নে অজীর্ণ উদ্‌গার গলাবুক জ্বালা করে। পেট ভার, পূর্ণতা বোধ। পেটের মধ্যে ভুটভাট করে, নিম্ন দিকে বায়ু নিঃসরণ হয়। প্লীহা ও যকৃৎ বড়, উহাতে বেদনা, শিশুদিগের যকৃৎ দোষ। কোষ্ঠকাঠিন্য, পুনঃপুনঃ মলবেগ কিন্তু বাহ্যে হয় না। কালো রঙের গুটলে মল অথবা পিত্ত সংযুক্ত মল। তবে কোষ্ঠকাঠিন্যে ও মলের স্বল্পতাই অধিকাংশ স্থলে দেখা যায়। শিশুদের কামলা রোগ, প্রস্রাব হরিদ্রাবর্ণের। রমণীদের মাসিক স্রাব অনিয়মিত। কোন মাসে

বেশী আবার কোন মাসে কম তৎসহ অনিদ্রা ভাব, হৃদ স্পন্দন, লিভারে বেদনা, হাত পায়ে এবং চোখে মুখে জ্বালা। ঘাড়ে পিঠে এবং কোমরে স্থানে স্থানে বেদনা, হাতে পায়ে জ্বালা, ঠান্ডা জলে ধুলে উপশম বোধ হয় ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায়। শিশুদের লিভার দোষের জন্য নানা প্রকার পীড়া, বাহ্য কখনো পরিস্কার হয় না, কখনো হরিদ্রা বর্ণের পাতলা মল, চোখ হলুদ বর্ণ ও ঘুষ ঘুষে জ্বর। পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বরে লিভার বৃদ্ধি সহ চোখ হরিদ্রাবর্ণ।

রোগ ও চিকিৎসা—জ্বর—কালমেঘ নানাবিধ জ্বরের বিশেষত প্লীহা ও যকৃৎ দোষ যুক্ত পুরাতন জ্বরের ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। শিশুদের দিনে দুই বার বৃদ্ধি পায় এমন জ্বরের ক্ষেত্রে Q উপকারী। Q অথবা ১x, ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

ম্যালেরিয়া জ্বর—সবিরাম প্রকৃতির ম্যালেরিয়া জ্বরে ইহার Q খুব উপযোগী। জ্বর প্রাতে ৮/৯ বা ১০ টার সময় আসে, জ্বরের সময় সামান্য পিপাসা হয়, পাতলা পিত্তযুক্ত মল নিঃসৃত হয়। যকৃৎ স্থানে বেদনা থাকে, চোখ মুখ ও হাতে পায়ে জ্বালা পোড়া ভাব থাকে। জ্বরের সময় রোগী চুপচাপ পড়ে থাকে। পাতলা মলের পরিবর্তে কোষ্ঠকাঠিন্যও থাকতে পারে। জ্বর ভোগকালে কখনো শীত ভোগ, কখনো জ্বালা পোড়া ভাব অনুভব করে। ঠান্ডায় রোগী অপেক্ষাকৃত ভাল থাকে, ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q বিশেষ উপকারী। শিশুদের লগ্ন জ্বরেও ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। দুইবার করে জ্বর বাড়া ইহার একটি বিশেষত্ব। লিভারের দোষ যুক্ত ঘুসঘুসে জ্বরে ইহা কখনো বিফল হয় না। কোষ্ঠকাঠিন্য, জিহ্বায় ময়লার প্রলেপ, হাত পায়ে জ্বালা, অবসাদ ভাব, রোগী নড়াচড়া করতে চায় না। এমত অবস্থায় Q ২/৩ বার ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়। কালমেঘ ঔষধটি বহুলাংশে ব্রায়োনিয়ার সঙ্গে তুলনা করা যায়। রোগীর নড়াচড়ায় অক্ষমতা, কোষ্ঠকাঠিন্য, মাথায় বেদনা, লিভার স্থানে বেদনা, জিহ্বায় ময়লার প্রলেপ ইত্যাদি লক্ষণে কালমেঘ Q বিশেষ উপকারী। এই ঔষধটি নানা প্রকার লিভার দোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, জন্ডিস, অর্শ, পিত্তজনিত মাথা ধরা, অজীর্ণ, অম্ল, বাত বেদনা, তরুণ ও পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর ইত্যাদি পীড়ায় খুব উপকারী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে মিশ্রিত করে দিনে ৪ বার সেব্য।

কেলি এসিটিকাম (Kali Aceticum)

পরিচয়—অপর নাম পটাসিয়াম এসিটেইড, এসিটাস কেলিকাস। পটাসিয়ামের লাটিন নাম কেলি। এসিটিক এসিডের সংগে বাই কার্বোনেট অব পটাশের রাসায়নিক সংমিশ্রণ দ্বারা ইহা প্রস্তুত করা হয়। ৯ ভাগ ডিষ্টিলড্ ওয়াটারের সঙ্গে এক ভাগ পটাস এসিটাস দ্রব করলে মাদার সলিউশান প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—ইহার মাদার সলিউশান বহুমূত্র, উদরাময়, শোথ এবং ক্ষার ধর্মী মূত্রের পরিমাণ খুব বেশী বৃদ্ধি পেলে ব্যবহার করা যায়। বহুমূত্র রোগে খুবই উপকারী।

মাত্রা—২/৩ ফোঁটা করে সামান্য জলের সংগে মিশ্রিত করে দিনে ৪ বার সেব্য।

কেলি বাইক্রোমিকাম (Kali Bicromicum)

পরিচয়—ইহার অপর নাম বাইক্রোমেট অব পটাস, কেলিবিচ। ওজনে এক অংশ বাই ক্রোমেট অফ পটাশ এবং ৯৯ ভাগ ডিষ্টিলড ওয়াটারে দ্রব করে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

লক্ষণচিত্র—মোটা সোটা মাংসল ব্যক্তি, শিশু মোটা, ঘাড় বেঁটে গৌরবর্ণ এবং মদ্যপানকারীদের পক্ষে ঔষধটি বিশেষ উপযোগী। বায়ুনালী, নাসিকা, জরায়ু, মূত্রনালী অথবা ক্ষতাদির যে স্থল হতেই হোক যে শ্লেষ্মাময় স্রাব নির্গত হয় তা রবার বা গাঢ় আঠার মত এবং টানলে সুতার মত লম্বা হয়। গ্রীষ্মকালে কোন পীড়ার উৎপত্তি এবং খোলা বাতাসে থাকলেই ঠান্ডা লাগে। বাত ও রক্ত আমাশয় একটির পর একটি হয়। প্রতিদিন এক সময় স্নায়ুশূল বেদনা আরম্ভ হয়। শরীরের কোন এক স্বল্প পরিসর স্থানে বেদনা, স্থান পরিবর্তনশীল বেদনা, অল্প সময়ে এক স্থান হতে অন্য স্থানে চলে যায়। বেদনা হঠাৎ আসে, হঠাৎ যায়। নাকের গোড়ায় বেদনা, সর্দি বন্ধ হলেই মাথার পশ্চাত হতে কপাল পর্যন্ত ভয়ানক বেদনা, নাসিকার সেপটাম অস্থিতে ক্ষত উহা হতে রক্তাক্ত জমাট শ্লেষ্মা নির্গত হয়। মুখের বা গলার ভিতরে উপদংশ জাত ক্ষত, ছোট ছোট গোলাকার ক্ষত। আলজিহ্বা ফুলে থলির মত মোটা হয়ে যায় কিন্তু তত লালবর্ণ হয় না পাকাশয়ের ক্ষত, আহারের পর পেট ফোলা। কলেরা রোগে মূত্রাশয়ে প্রস্রাব না জমা। পুরাতন আমাশয় ইত্যাদি লক্ষণগুলো এই ঔষধের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ক্যালি বাইক্রমের পীড়া কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে দেখা দেয়। প্রতি বছর বসন্তকালে অথবা গ্রীষ্ম ঋতুর প্রারম্ভে আমাশয় দেখা দেয়।

রোগ ও চিকিৎসা—ব্রংকাইটিস—ঘঙ ঘঙ করে কাশির শব্দ, শ্লেষ্মায় শ্বাসনালী পূর্ণ থাকলেও শ্লেষ্মা সহজে উঠে না। রোগীর শ্বাসের মত টান হয়, কিছু আহার করলেই কাশির বৃদ্ধি। কাপড় দ্বারা দেহ আবৃত করে গরম রাখলে কাশির উপশম। কাশির সঙ্গে কখনো কখনো গ্ল্যান্ড ফোলা থাকে। এই সব লক্ষণে ইহার মাদার টিংচার উপকারী। ইহা সাধারণ কাশিতেও উপকারী। কাশি অনেকটা ক্রুপ কাশির মত, ঘঙ ঘঙে এবং গয়ার সহজে উঠে না। ইহাতে সর্দি যা উঠে তা সুতার মত, তারের মত লম্বা লম্বা হয়ে ঝোলে, হাত দিয়ে টেনে

ফেলতে হয়। কাশির বৃদ্ধি ভোর ৩টা হতে ৪টার মধ্যে এবং বিছানা থেকে ওঠার পর। এই সব লক্ষণে মাদার টিংচার খুব ভাল কাজ করে।

ল্যারিনজাইটিস এবং ফলিকিউলার ফ্যারিনজাইটিস—গলার ভিতর ফুলে লাল বর্ণ হয়ে যায়, ক্ষতের সৃষ্টি হয়, মুখ দিয়ে লালা পড়ে এবং আঠার মত লম্বা হয়ে গয়ার উঠে ইত্যাদি লক্ষণে ক্যালি বাইক্রোম প্রযোজ্য। কাশি, গলা ধরা, চুপি চুপি কথা বলা, গলার ভিতরে ঘা, জ্বর, গলায় বেদনা, কাশি, স্বরভংগ, শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে ঔষধটি বিফল হয় না। এই সমস্ত পীড়ায় গ্ল্যান্ড আক্রান্ত হয়ে থাকে। এই সব ক্ষেত্রে ইহার মাদার টিংচার ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেবন করলে উপকার হয়।

হাঁপানি—সামান্য ঠান্ডা পড়লেই হাঁপানির টান ও কাশি বৃদ্ধি পায়। যদি হাঁপানির টান ভোর ৩/৪ টার সময় বাড়ে তৎসহ আঠা বা সুতার মত শ্লেষ্মা নির্গত হয় তবে ক্যালি বাইক্রোম টিংচার অব্যর্থ। রোগী রাত্রে আদৌ শুতে পারে না, সম্মুখে ঝুঁকে বসে থাকতে বাধ্য হয় কারণ তাতে সামান্য উপশম বোধ করে ইত্যাদি লক্ষণে ইহার ২/৩ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য। হাঁপানিতে আর্সেনিকের পর ক্যালি বাইক্রোম ভাল কাজ করে।

অজীর্ণ রোগ—মদ্যপায়ীদের অজীর্ণ রোগে ইহা বিশেষ উপকারী। ইহাতে প্রায়ই বমি হয়, বমি কখনো পিত্ত মিশ্রিত, তিক্ত কখনো টক তৎসহ শ্লেষ্মা মিশ্রিত থাকে। ক্যালি বাইক্রোমের বমি লালার মত হড় হড়ে এবং সুতা বা তারের মত লম্বা হয়ে মুখে ঝোলে, পাকস্থলীতে ক্ষত হয়ে বমি এবং পেটে কিছুই থাকে না এমন অবস্থায় ইহার টিংচার ব্যবহার উপকারী। ক্যালি বাইক্রোমে জিহ্বার মূল দেশে হরিদ্রাবর্ণের লেপ থাকে। রোগী পাকস্থলীতে নিয়ত ভার ও যন্ত্রণা বোধ করে। ইহাতে পেটফাঁপসহ কোষ্ঠকাঠিন্য ভাব থাকতে পারে ইত্যাদি ক্ষেত্রে মাদার টিংচার খুবই উপকারী।

মাথার যন্ত্রণা—মাথায় কোন এক অল্পপরিসর স্থানে ভয়ংকর যন্ত্রণাদায়ক বেদনা। ক্যালি বাইক্রমের মাথা ব্যথার একটা আশ্চর্য বিশেষত্ব এই যে, মাথাব্যথা আরম্ভের পূর্বে রোগী চোখে কিছুই দেখতে পায় না। ক্রমে মাথাব্যথা বৃদ্ধির সংগে দৃষ্টি শক্তির বৃদ্ধি হতে থাকে। ইহার বেদনা প্রতিবারেই স্থান পরিবর্তন করে এবং বেলেডোনার মত হঠাৎ আসে আবার হঠাৎ নিবৃত্তি হয়। এই সব লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে মাদার টিংচার খুব ভাল কাজ করে।

বাতের বেদনা—বাতের বেদনা সর্বদাই স্থান পরিবর্তন করে এবং ঠান্ডায় বৃদ্ধি পায়। ইহাতে হাতের, পায়ের, কব্জির, কনুইয়ের, হাঁটুর, আংগুলের, পায়ের গোড়ালীতে সকল স্থানেরই গাট আক্রান্ত হয়। পুরাতন বাত হঠাৎ শরীরের এক স্থান আক্রমণ করে আবার সেই স্থান হতে অন্যত্র চলে যায়। যে

সকল ব্যক্তি প্রতি বছর বসন্ত কালে এই পীড়ায় আক্রান্ত হয় তাদের পক্ষে ইহার টিংচার বিশেষ উপকারী। ডাঃ লিপি বলেন—ক্যালি বাইক্রোমের বাত ও গ্যাষ্ট্রিক লক্ষণ অনেকটা পর্যায়ক্রমে অর্থাৎ একটির পর অপরটি প্রকাশ পায়। বাতের উপসর্গ প্রকাশিত হলে গ্যাষ্ট্রিক লক্ষণ বাহ্য বমি প্রকাশ পায়। আবার গ্যাষ্ট্রিক লক্ষণ উপশমিত হলে বাতের বেদনা পুনরায় দেখা দেয়। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন—প্রমেহজনিত বাতে ক্যালি বাইক্রোম উপকারী। সিফিলিস গনোরিয়া জনিত অংগ প্রত্যংগ বাতের মত বেদনায় ক্যালি বাইক্রোম মাদার টিংচার বিশেষ উপকারী।

বেদনা—ক্যালি বাইক্রোমের বেদনা শরীরের ঠিক কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানে অধিক ক্ষণস্থায়ী হয় না। বেদনা প্রতিবারেই স্থান পরিবর্তন করে অর্থাৎ একবার এখানে আবার সেখানে এইরূপ পরপর ঘুরতে থাকে। শরীরের কোন স্বল্প পরিসর স্থান জুড়ে বেদনা। ইহার বেদনার আবার একটু বিশেষত্ব আছে—টেনে ধরার মত, খিচে ধরার মত বেদনা। শরীরের যে কোন অংগ প্রত্যংগেই এই বেদনা হতে পারে। ইহার রোগ লক্ষণ বিকালে বৃদ্ধি এবং নড়াচড়ায় বেদনার উপশম ইত্যাদি ক্ষেত্রে টিংচার খুব উপকারী।

চোখের রোগ—সকালে ঘুম থেকে উঠার পর হরিদ্রা বর্ণের ঘন পুঁজের মত পিচুটির দ্বারা চোখ জুড়ে থাকে, চোখের পাতা ফোলা ফোলা দেখায় এবং কোন রোগ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেলে ততটা কষ্টদায়ক হয় না। ক্যালি বাইক্রোমের চোখের পীড়া এই জন্য ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হয় বলে ততটা আলোক আতংক ভাব থাকে না। পিচুটি পড়ার লক্ষণে ইহা খুব উপকারী। চোখে নাকে মুখে ক্ষত হয় এবং ক্ষত হতে স্রাব সুতার মত লম্বা, আঠার মত চটচটে হয়ে নির্গত হয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহা অব্যর্থ ঔষধ।

কানের পীড়া—কানে পুঁজ হয়ে অত্যন্ত বেদনা ও যন্ত্রণা। এই বেদনা প্রথমে কান হতে আরম্ভ হয়ে মাথা এবং মাথা হতে ঘাড় পর্যন্ত পরিচালিত হয়, ঘাড়ের গ্ল্যান্ড ফুলে উঠে। যে দিকের কান আক্রান্ত হয় সেই দিকের ক্যারোটিও গ্ল্যান্ডও আক্রান্ত হয়। এই যন্ত্রণাদায়ক লক্ষণযুক্ত অবস্থায় ক্যালি বাইক্রোম বিশেষ উপকারী।

নাকের পীড়া—শক্ত শক্ত ডেলার মত শ্লেষ্মা নাক হতে নির্গত হয়। প্রাতে সবুজাভ চটচটে শক্ত আঠার মত শ্লেষ্মা নির্গত হলে এবং নাসিকার মধ্যে অবিরত পিচুটি জমলে ক্যালি বাইক্রোম বিশেষ উপকারী। নাসিকার ক্ষত (ozoena), সুতার মত লম্বা বা আঠার মত চটচটে সর্দি নাক দিয়ে নির্গত হয়, নাসিকায় চাবড়া চাবড়া মামড়ি পড়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার টিংচার ফলদায়ক। ক্যালি বাইক্রোমে প্রথমে জলের মত তরুণ সর্দি হয়ে পরে উহা ঘন এবং ক্রমে কঠিন হয় জমাট বাঁধে এবং নাসিকায় মামড়ি পড়ে সেখানে ক্ষত হয়। এছাড়া

নাকের সেপ্টাম অস্থিতে ক্ষত হয়, ঐ ক্ষত ধীরে ধীরে বড় হয়ে সেপ্টাম অস্থিকে একেবারে বিনষ্ট করে ফেলে। উপদংশ জাত নসিকার ক্ষতে ঔষধটি অব্যর্থ। উপদংশ জাত নাসিকার ক্ষতে অরাম মেটালিকাম, ক্যালি বাইক্রোম, নাইট্রিক এসিড, মার্কুরিয়াস, ল্যাকেসিস ইত্যাদি ঔষধ উপযোগী। নাসিকার অস্থির উপর ক্ষত হলে অরাম মেটালিকাম এবং মাংসল স্থানে ক্ষত হলে ক্যালি বাইক্রোম উপকারী। ক্যালি বাইক্রোমে প্রথমে ফুসকুড়ির মত হয় পরে উহা গভীর হয়ে গোলাকার ছিদ্রের মত হয় এবং সেই ছিদ্র বর্ধিত হয়ে পার্শ্ববর্তী স্থান ধ্বংস করে। নাসিকার পুরাতন সর্দিতে স্রাব আঠার মত এবং প্রমেহ দোষ যুক্ত নাসিকার ক্ষতে ক্যালি বাইক্রোম টিংচার অব্যর্থ।

জিহ্বার পীড়া—সিফিলিস জনিত জিহ্বার উপর ক্ষত। জিহ্বার পশ্চাতে ও গলায় যেন এক গাছা চুল জড়িয়ে আছে এমন অনুভব এবং কিছু পানাহার করলেও সে ভাব দূর হয় না। জিহ্বায় অত্যন্ত বেদনা এবং ঠোঁটের উপর ক্ষত ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে ইহার টিংচার বিশেষ ফলদায়ক। ক্যালি বাইক্রোমের ক্ষত আকারে গোলাকার, উহা ধীরে ধীরে গভীর হয়ে নিচের দিকে পরিচালিত হয়। আবার মার্কুরিয়াসের ক্ষতের ধার অসম ও এবড়ো থেবড়ো, ক্ষত ভাসা ভাসা এবং উহা পার্শ্বের দিকে পরিচালিত হয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার মাদার টিংচার বিশেষ উপকারী।

উদরাময়—কটা রঙের ফেনা যুক্ত জলের মত তরল বাহ্যের সহিত মল দ্বারে জ্বালা ও বাহ্যের পর আমাশয়ের মত বেগ ও কুন্থন থাকে। বাহ্য প্রাতকালেই অধিক হয়। শরৎ ও গ্রীষ্ম কালের প্রথমে যারা প্রায়ই আমাশয়ে ভোগে তাদের পক্ষে ঔষধটি অব্যর্থ। ইহার মল জেলির মত বা মন্ডের মত থক থকে ও রক্ত মিশ্রিত, কুন্থন থাকে। জিহ্বা চকচকে রক্ত বর্ণ ও ফাটা ফাটা। জ্বর বা পিপাসা থাকে না ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার মাদার টিংচার খুবই উপকারী।

উপদংশজাত ক্ষত—প্রথমে একটি ক্ষুদ্র ছিদ্রের মত গোলাকার ক্ষত হয়ে ধীরে ধীরে বর্ধিত হয় এবং উহা হতে চটচটে আঠার মত রস ঝরতে থাকে। উপদংশ পীড়াগ্রস্ত রোগীর নাসিকার কিম্বা গলার ক্ষতে ক্যালি বাইক্রোম অব্যর্থ।

চর্মপীড়া—চর্মরোগ শীতকালে বৃদ্ধি হলে পেট্রোলিয়াম উপকারী আবার চর্মরোগ শীতকালে উপশমিত হলে ক্যালি বাইক্রোম উপকারী।

কোষ্ঠকাঠিন্য—নির্দিষ্ট সময় অন্তর কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয়। সাধারণত ২/৩ মাস অন্তর রোগী কোষ্ঠকাঠিন্য রোগ ভোগ করে। মল কঠিন ও শুষ্ক হয় এবং অতি কষ্টে নির্গত হয়। মলত্যাগের পর মলদ্বারে খুব জ্বালা যন্ত্রণা করে। এছাড়াও মলদ্বারে কখনো কখনো ক্ষতের মত ভয়ানক বেদনা থাকে, একটু চলাফেরা করলেই ঐ বেদনা বাড়ে। রোগী মনে করে মল দ্বারে একটা গোঁজ পোঁতা আছে, বেদনা সময় সময় এতো বেশী হয় যে বসতে পারে না। এই সব লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে ইহার টিংচার বিশেষ ফলপ্রদ।

মাত্রা—ইহার Q টিংচার ২/৩ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য অথবা ৩x বিচূর্ণ এক গ্রেণ মাত্রায় দিনে ৪ বার সেব্য, খাবার পূর্বে।

ক্যালি ব্রোমেটাম (Kali Bromatum)

পরিচয়—ইহার অপর নাম ব্রোমাইড অব পটাশ। ব্রোমাইড অব পটাশ ১ ভাগ এবং ৯৯ ভাগ ডিষ্টিলড ওয়াটারে দ্রব করে ২x ক্রম প্রস্তুত করা হয়। ইহার পর হতে সমস্ত এ্যালকোহলে প্রস্তুত করা হয়। ইহার ট্রাইটুরেসনড ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এক ভাগ ঔষধ এবং ৯৯ ভাগ ডিষ্টিলড ওয়াটারে মিশ্রিত করে মাদার সলিউশান প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—ইহা সোরাইসিস রোগের প্রধান ঔষধ। মূত্র বিকার হতে বা অন্য কোন কারণে সন্ন্যাস রোগ হলে ঔষধটি ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়। সাধারণ ভাবে মানসিক শক্তির অধঃপতন; স্মৃতিশক্তির লোপ, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীসমূহের বোধ শক্তির অভাব বিশেষতঃ চোখ, গলদেশ এবং চর্মের। বয়ব্রণ, রতি ইচ্ছার অভাব, পক্ষাঘাত ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার মাদার সলিউশান উপকারী।

চারিত্রিক লক্ষণ—(১) স্মরণ শক্তির অভাব। তোৎলা কথা, ধীরে ধীরে অতি কষ্টে কথা বলে। (২) স্নায়ু প্রধান, অস্থির ব্যক্তি—স্থির হয়ে এক মুহূর্তও বসে থাকতে পারে না, হাত দুটি অনবরত নাড়ে, হাতের আঙ্গুলও ক্রমাগত নাড়াতে থাকে। (৩) শিশুরা ঘুমাতে ঘুমাতে ভূতের ভয় দেখে চিৎকার করে উঠে, দাঁত কড়মড় করে। (৪) পিতৃপুরুষদের উপদংশ রোগের ইতিহাস পাওয়া যায়, ধাতুর ২/১ দিন পূর্বে ও শুক্লপক্ষে মৃগীরোগ। (৪) শিশু কলেরায় মস্তিষ্কে জল সঞ্চয় হবার পূর্বে মস্তিষ্কে ইরিটেশান অর্থাৎ হাইড্রোসেফালসের প্রথম অবস্থা। শিশুদের প্রত্যেক দিন প্রাতঃকালে ৬টার সময় কলিক বেদনা। (৫) উন্মত্ততার ভাব, সমস্ত শরীরে যেন কিছু ফোটাচ্ছে এমন অনুভব। (৬) গর্ভাবস্থায় ভয়ংকর অবিরাম কাশি, শুষ্ক কাশি, উহাতে যেন গর্ভস্রাবের উপক্রম।

রোগ ও চিকিৎসা—**মস্তিষ্কের দুর্বলতা**—সর্বদাই বিষণ্ন ও মরা ভাব, মনমরা ভাব, স্মৃতি শক্তির অভাব। অপরিমিত ইন্দ্রিয় চালনা ও শুক্রক্ষয় জনিত এই রোগ হলে ইহার মাদার সলিউশান অব্যর্থ। অতিরিক্ত পরিশ্রম করে অথবা নানা বিষয় চিন্তা ভাবনা করে মস্তিষ্কের দুর্বলতা অর্থাৎ মাথা ঘোরা, হাত পা কাঁপা ইত্যাদি লক্ষণে ইহা উপকারী।

হাইড্রোসেফালস (মস্তিষ্কে জল সঞ্চয়)—ক্রমাগত বাহ্য বমি হয়ে বা বার বার উদরাময় রোগে ভুগে এই রোগ হলে ঔষধটি ব্যবহার করা উচিৎ। মস্তিষ্কের প্রদাহ, চোখের তারা প্রসারিত, হাতপা ঠান্ডা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

মস্তিষ্কের রক্ত শূন্যতা (Cerebral anaemia)—হাত পা সর্বদাই শীতল, আচ্ছন্ন ভাব, সম্পূর্ণ অজ্ঞান, চোখের পিউপিল প্রসারিত ইত্যাদি লক্ষণে ইহার মাদার সলিউশান খুব উপকারী।

মস্তিষ্ক শূন্যতা (ব্রেন ফ্যাগ)—অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমে মস্তিষ্ক নষ্ট হয়ে যায়, রোগী অত্যন্ত খিটখিটে মেজাজের হয়, সামান্য কারণে কাঁদে, মাথা ধরে, বুক ধড়ফড় করে, পিঠে পোকা চলার ন্যায় সড় সড় করে, শরীরে বল থাকে না, ক্ষুধা হীনতা, ঘুমের অভাব, স্নায়বিক দুর্বলতা, মাথা যেন অসাড় হয়ে গেছে, মনে হয় সে জ্ঞান হারিয়েছে, সব কিছু ভুলে যায় ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে ইহার মাদার সলিউশান পরম উপকারী।

স্বপ্নদোষ এবং ধাতু দুর্বলতার রোগ—কাম প্রবৃত্তি ভাব এক দম কমে যায়। লিংগ উদ্রেক না হয়ে অনিচ্ছায় এবং অসাড়েতে স্খলন হয়। স্বপ্ন দোষের সংগে হাত পা ঝিন ঝিন করে। দুর্বলতা এবং বিষণ্ন ভাব প্রকাশ পায় ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার মাদার সলিউশান উপকারী। অতিরিক্ত স্ত্রী সহবাসে অথবা হস্ত মৈথুনের জন্য ধাতু দুর্বলতা, বিমর্ষতা এবং স্মরণ শক্তির অভাব। হাত পা এবং অন্যান্য অংগের অসাড়তা ইত্যাদি রোগ উপসর্গ প্রকাশ লাভ করলে মাদার সলিউশান কদাচ বিফল হয় না।

স্নায়বিক দুর্বলতা—এই ঔষধটি স্নায়ুমন্ডলের উপর খুব ভাল কাজ করে। এই ঔষধটি পেরি ফেরাল নার্ভের ইরিটেশান উৎপাদন করে এই জন্য ইহা তড়কা, ফিট কনভালসন ইত্যাদি রোগ লক্ষণে মহা উপকারী। সর্বাংগীন কম্পন, নৈশ ভীতি, ভয়ানক বিভীষিকা দর্শন, প্রবল প্রলাপ স্মৃতিশক্তির খুব অভাব ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে ইহার মাদার সলিউশান উপকারী।

একজিমা ও ব্রণ—মুখে এবং গায়ে ব্রণ হয়, একজিমার সংগে ছোট ছোট ফোঁড়া বের হয়, উহা পাকে এবং ভিতরে পুঁজ হয়। বয়সের কালে অর্থাৎ যৌবনে অনেকের মুখে এক প্রকার ব্রণ হয় ইহাতে এই ঔষধটি মহা উপকারী। মুখে ব্রণ, পুঁজ বটী, চুলকানি, কাঁধে ও মুখে অধিক, চর্মের অনুভব শক্তি লোপ।

স্ত্রী জনন ইন্দ্রিয়ের রোগ—জন ইন্দ্রিয়ে চুলকানি, অতিরিক্ত স্নায়বিক অস্থিরতা সহ ডিম্বকোষে শূল বেদনা। কাম ইচ্ছা বর্ধিত। ডিম্বকোষে কৌষিক অর্বুদ। ডিম্বকোষে অথবা ব্রড লিগামেন্টের উপর কোমল অর্বুদ। ডিম্বকোষের স্নায়ুশূল বেদনা তৎসহ রোগিনীর অত্যন্ত স্নায়বিক দুর্বলতা ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে ইহার মাদার সলিউশান ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন।

কলেরা—কলেরা রোগে যেখানে ক্রমাগত বাহ্য বমি করে রোগী অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। হাত পা ঠান্ডা হয়ে যায়, ঘুমাতে পারে না, ক্রমাগত ছটফট করে এবং বিকার লক্ষণ দেখা দেয় সেখানে, এই ঔষধটি খুবই উপকারী। ইহাতে পেশীর অনবরত কম্পন, সবুজ বর্ণের দুর্গন্ধ যুক্ত বাহ্য, অত্যন্ত পিপাসা,

বমি ইত্যাদি লক্ষণগুলো প্রকাশ পায়। ইউরিনিয়া জনিত বিকার জ্বরে কখনো আচ্ছন্ন ভাব, শ্বাসকষ্ট, প্রস্রব বন্ধ ইত্যাদি রোগ লক্ষণে ইহা উপকারী।

মূত্রযন্ত্রের পীড়া—মূত্র পথের অনুভব শক্তি কমে যায়। প্রচুর মূত্র তৎসহ পিপাসা, বহুমূত্র রোগ। অত্যন্ত পিপাসার সংগে বহু পরিমাণে প্রস্রাব। প্রস্রাবের সংগে সুপার বা ফসফেট নির্গত হয়, প্রস্রাবের বেগ ধারণ করতে পারে না। রোগী ধীরে ধীরে দুর্বল ও রক্তহীন হয়ে পড়ে ইত্যাদি ক্ষেত্রে ক্যালিব্রোম মাদার সলিউশান বিশেষ উপকার সাধন করে।

মাত্রা—মাদার সলিউশান ২/৩ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার। অথবা ৩x বিচূর্ণ ২/৩ গ্রেণ পরিমাণ মাত্রায় দিনে ৪ বার সেব্য। রোগীকে লবণ বর্জিত খাদ্য খেতে উপদেশ দিতে হবে। এই জাতীয় রোগীর লবণ কম খাওয়া উচিত।

কেলি আয়োডেটাম (Kali Iodatum)

পরিচয়—ইহার অপর নাম আয়োডাইট অব পটাশ, কেলি হাইড্রেওডিকাম, পটাসিয়াম আইওডাইড ইত্যাদি। পটাসিয়াম হাইড্রেট এর সলিউশান গরম জলে দিয়ে উহাতে আইওডিন চূর্ণ ফেলে রাসায়নিক ক্রিয়া যোগে ইহা প্রস্তুত করা হয়। ইহার দানা দেখতে সাদা ক্রিষ্টেল। ইহাতে হাইড্রেট অব পটাস বলা হয়। এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ উপদংশ রোগে ইহা প্রচুর ব্যবহার করেন। এক ভাগ আইওডাইড অব পটাশ এবং ৯৯ ভাগ এ্যালকোহলসহ মিশ্রিত করে ইহার মাদার সলিউশান প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—সিফিলিস রোগের ইহা পরম উপকারী ঔষধ। হাজাকারক তরুণ সর্দি তৎসহ কপালে ভয়ানক বেদনা, সামান্য ঠান্ডা লাগলেই সর্দি হওয়া, নাক দিয়ে জল পড়া, চোখ মুখ ফোলা, গলায় ব্যথা, ঘা ইত্যাদি রোগগুলো উপদংশ ধাতু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের হয়ে থাকে, তাদের পক্ষে এই ঔষধটি পরম উপকারী বন্ধু। মুখে গলায় দাঁতের মাঢ়ীতে ঘা, মাঢ়ী হতে একটুতেই রক্ত স্রাব হয় ইত্যাদি লক্ষণে ক্যালি হাইড্রো অধিকতর উপযোগী। উপদংশ রোগের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থায় বিশেষত যখন অর্বুদ হয়, পেশী বন্ধনী, পেশী আবরণীর পাতলা পর্দা পুরু ও শক্ত হয় তখন ইহার মাদার সলিউশান বিশেষ উপকারী। শ্বাসযন্ত্র ও কিডনীর উপর ইহার বিশেষ ক্রিয়া বিশেষ করে শ্বাসযন্ত্র ও কিডনীর মিউকাস মেম্ব্রেনের উপর ইহার অধিক ক্রিয়া। ইহা এমন কি গ্ল্যান্ডের উপরও ভাল কাজ করে। নিম্নলিখিত রোগ লক্ষণে ঔষধটি পরম উপকারী বলে প্রমাণিত—(১) প্রচুর জলের মত হাজাকর সর্দিস্রাব তৎসহ কপালের সম্মুখ ভাগে বেদনা। (২) তরুণ সিফিলিস—সন্ধ্যাকালে স্বল্পবিরাম জ্বর, নিশাঘর্মের সংগে জ্বর ছেড়ে যায়। (৩) সিফিলিসের দ্বিতীয় অবস্থা—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ও ত্বকে ক্ষত। (৪) সিফিলিসের তৃতীয় অবস্থা—উচ্চ গুটিকা সৃষ্টি হয়, দেহের বহু স্থানে

স্পর্শকাতরতা। ঘাড়ে পিঠে পায়ে বিশেষ করে গোড়ালিতে ও পদতলে বাত বেদনা, ঠান্ডায় ও ভিজে আবহাওয়ায় বৃদ্ধি। এই ঔষধটি অধিক মাত্রায় নানাবিধ ছত্রাক জাতীয় উদ্ভেদ যুক্ত পীড়ায় উপযোগী। (৫) ইহার মাদার সলিউশান সিফিলিস ও অন্যান্য জীবাণু ঘটিত রোগে যেমন টিউবারকুলসিস ইত্যাদি ক্ষেত্রেও বিশেষ উপকারী। দেহের ওজন কমে যায়, মুখ দিয়ে রক্ত উঠে ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পেলে সংগে সংগে ইহার মাদার সলিউশান ব্যবহার করা উচিত।

রোগ ও চিকিৎসা—তরুণ সর্দি—সিফিলিস রোগগ্রস্ত ব্যক্তির সামান্য ঠান্ডা লাগলেই নাক দিয়ে জলের মত সর্দি নির্গত হয়, চোখ মুখ ফোলা ফোলা দেখায়, চোখ দিয়ে জল পড়ে, একবার শীত একবার গরম অনুভব করে, মুখে গলায় ঘা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার মাদার সলিউশান পরম উপকারী। এই সব ক্ষেত্রে ক্যালি হাইড্রো বিফল হয় না।

শ্বাসযন্ত্রের পীড়া—ঔষধটি শ্বাসযন্ত্রের উপর ভাল কাজ করে। অতিশয় ঠান্ডা লেগে কাশি হলে এবং ঐ কাশি অনেক দিন স্থায়ী হলে এবং নিউমোনিয়ার পর কাশি হলে সেই কাশি কিছুতেই না সারলে এমন কি যক্ষ্মার লক্ষণ দেখা দিলেও এই ঔষধটি বিশেষ উপকার সাধন করে। কাশিতে শ্লেষ্মা বুকের নিম্নাংশ হতে উঠে, কাশির সময় দুই কাঁধের মধ্য স্থলে বেদনা অনুভব করে, কাশির পর যে গয়ার উঠে তা গাঢ় এবং পরিমাণে খুব বেশী, রোগী অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে ইত্যাদি লক্ষণে ইহার মাদার সলিউশান খুব উপকারী। ইহার গয়ার গাঢ়, অধিক এবং লবণ স্বাদ যুক্ত অনেক সময় ইহার গয়ার সাবানের ফেনার মত বুজ বুজে হয়। এই লক্ষণগুলো ভাল করে পরীক্ষা করে ঔষধটি ব্যবহার করলে ম্যাজিকের মত ফল পাওয়া যায়।

হাঁপানি কাশি—যেখানে অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট, সামান্য চলাফেরা করলে হাঁপিয়ে পড়ে, কাশি অল্প বিস্তর শুষ্ক, সাবানের ফেনার মত গয়ার উঠে সেখানে ক্যালি আয়োড মাদার সলিউশান খুবই উপকারী। ফুসফুসে জলজমা (Hydrothorax), ফুসফুসে বায়ু জমা (Emplysema), ক্রনিক নিউমোনিয়া, ইহাতে খোঁচামারা বা কেটে ফেলার ন্যায় বেদনা, ফেনার মত গয়ার উঠে ইত্যাদি লক্ষণে ঔষধটি ব্যবহার করা যায়। এ ছাড়াও প্লুরায় জল জমা তৎসহ শ্বাসকষ্ট, অনবরত আক্ষেপিক কাশি, যক্ষ্মারোগে লালা নির্গমন, দুর্বলকর নিশাঘর্ম ইত্যাদি ক্ষেত্রেও ক্যালি আয়োড মাদার সলিউশান ভাল কাজ করে তবে প্রয়োগের পর ধৈর্যের সংগে অপেক্ষা করতে হবে।

নিউমোনিয়া—নিউমোনিয়ার পর যে কাশি শুধু তাতে নয় আসল নিউমোনিয়াতেও ক্যালি হাইড্রো উপকারী। ফুসফুসে রস জমে ফুসফুস শক্ত হয়ে গেলে এই ঔষধের প্রয়োজন। ব্রংকাইটিস, নিউমোনিয়া প্রভৃতি ফুসফুসের কোন পীড়া হেতু মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য, চোখ লাল বর্ণ, বিকার, মস্তিষ্কে জল সঞ্চয়,

শ্বাস প্রশ্বাস ঘন, ঘন চোখের তারা প্রসারিত, তন্দ্রাচ্ছন্ন বা অজ্ঞান হয়ে মাথাটিকে অনবরত নাড়তে থাকে ইত্যাদি উপসর্গ ও ম্যানিনজাইটিসের ইহা অব্যর্থ ঔষধ।

হৃদপিন্ডের রোগ—হৃদপিন্ডের রোগে হৃদপিন্ডটি চেপে ধরে এই জন্য দম আটকে যায়, রোগী হঠাৎ ঘুম ভেঙে জেগে উঠে ইত্যাদি লক্ষণে ইহার মাদার সলিউশান বিশেষ উপকারী।

বাত রোগ—হাঁটু ফোলা ও বেদনা, এই বেদনা রাত্রে বিছানায় শুয়ে থাকলে বৃদ্ধি পায় এবং বিশ্রামেও বেদনার বৃদ্ধি, সায়েটিকা রোগে পরম উপকারী।

উপদংশ রোগ—গর্মী ও উপদংশ রোগে ঔষধটি বিফল হয় না। হাতে চিবানো ব্যথা, ফোঁড়ার মত বেদনা। নাক ও সম্মুখ রগের হাতে দপ্‌দপানি ব্যথা, নাকে ঘা, নাক হেজে যাওয়া, নাকে মামড়ি পড়া, নাক দিয়ে হলদে বা সবুজ রঙের স্রাব নির্গত হয় এবং টার্সিয়ারি উপদংশ এই জন্য মাথায় ঘা, মাথা ব্যথা উপদংশ জনিত কারণে মাথার চুল বিবর্ণ হয়ে উঠে যেতে থাকে ইত্যাদি লক্ষণে ক্যালি হাইড্রো মাদার সলিউশান বিশেষ ফলপ্রদ। চর্মের লক্ষণটিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। চর্মে বেগুণী বর্ণের দাগ, পা দুটিতে বেশী। ব্রণ, ঘামাচি। গ্রন্থি সমূহ বর্ধিত ও শক্ত। পান বসন্তের মত উদ্ভেদ। দেহের সর্বস্থানে উচু উচু গুটিকা, দৈহিক তাপমাত্রা সাধারণের চেয়ে বেশী। শিশুদের গুহ্যদ্বার ফাঁটা ফাঁটা। চোখ মুখ আলজিহ্বা প্রভৃতি স্থানে শোথবৎ প্রবণতা। গোলাপী বর্ণের ব্রণ। টিউমার বা আব দেখা দিলে ঔষধটি ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়। অস্থি আবরণীর পর্দার উপর টিউমার হলে ক্যালি হাইড্রো বিশেষ উপকারী। বাম উরু শিখরে তীব্র বেদনা, রোগী খুড়িয়ে খুড়িয়ে চলে ইত্যাদি লক্ষণে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। উপদংশ জনিত সমস্ত রোগে ঔষধটি খুব ভাল কাজ করে। ডান হাঁটু ও সায়েটিকা নার্ভের বেদনা, রাত্রিকালে বৃদ্ধি, আক্রান্ত স্থান চাপলে বেদনা। স্পাইনাল ম্যানিনজাইটিস, মাথার উপরে টিউমারের মত শক্ত ফোলা। কিডনীর রোগ, চোখের আইরিসে প্রদাহ ইত্যাদি রোগ লক্ষণে ইহা ভাল কাজ করে। তীব্র অস্থি বেদনা, অস্থি আবরক মোটা হয়ে যায়। বাত রোগ। রাত্রি কালে ও আর্দ্র জলবায়ুতে বেদনা, সন্ধিগুলো সংকুচিত। হাঁটুর বাত তাতে রস সঞ্চয়। কোমরে ও চঞ্চু অস্থিতে বেদনা। সায়েটিকার জন্য বিছানায় শুয়ে থাকতে পারে না, ইত্যাদি রোগ লক্ষণে ইহার মাদার সলিউশান উপকারী।

স্ত্রী-জনন ইন্দ্রিয়ের রোগ—ঋতুস্রাব নিয়মিত সময়ের পরে এবং প্রচুর পরিমাণে, ঋতুকালিন জরায়ুতে মোচড়ানো ব্যথা, ক্ষতকর প্রদর স্রাব, জরায়ুর প্রদাহ, জরায়ুতে সোত্রিক অর্বুদ, প্রস্রবের পর জরায়ুর স্থানচ্যুতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহা উপকারী।

মাত্রা—১x, ৫/৬ ফোঁটা করে দিন ৪ বার অথবা মাদার সলিউশান ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য।

ক্যালি পারম্যাগানিকাম (Kali Permanganicum)

পরিচয়—ইহার অপর নাম পটাশ পারমাংগানেট। এক ভাগ পারমাংগানেট অব পটাস ও ৯৯ ভাগ ডিষ্টিলড্ ওয়াটার মিশ্রিত করে ইহার মাদার সলিউশান প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—ইহা গলা, কান, স্বরযন্ত্র ইত্যাদির উত্তেজনায় ডিপথিরিয়ায়, কোন বিষাক্ত জন্তুর দংশনে এবং প্রসবান্তিক ক্লেদ স্রাবে অত্যন্ত দুর্গন্ধ থাকলে এবং উহা রক্তের সংগে মিশে সেপটিক অবস্থা প্রাপ্ত হলে ইহার মাদার সলিউশান পরম উপকারী। এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ ইহা ইনজেকশনে ব্যবহার করে থাকেন। প্রসবের পর অনেক দিন পর্যন্ত রক্তস্রাব এবং সেই রক্তে অত্যন্ত দুর্গন্ধ থাকলে ঔষধটি ব্যবহার করা প্রয়োজন। ডিপথেরিয়ায় মুখে পচা গন্ধ বের হলে প্রথমেই ইহা প্রয়োজন। নাক দিয়ে রক্ত পড়া, গলার ভিতর ফোলা ও বেদনা, কাশি দিলে বা গলা খাঁকরালে যে গয়ার উঠে উহার সঙ্গে রক্ত থাকে, নাকের ভিতর বেদনা, জিহ্বায় ঘা, আলজিভ ফোলা, নিশ্বাসে দুর্গন্ধ ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে ইহা অব্যর্থ। ঔষধটি বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ ব্যবহার করা যায়।

বাহ্যিক ব্যবহার পদ্ধতি—বাহ্যিক প্রয়োগের জন্য পটাশ পারমাংগানেট এক ড্রাম এবং এক কোয়ার্ট (একলিটার) জলে মিশ্রিত করলে দেখতে ঠিক ম্যাজেন্টা গুড়ার মত হবে এবং ম্যাজেন্টা রঙের মতই জলে দিলে জল রক্তের মত লালবর্ণ হবে। ইহার দ্বারা ক্যানসারের পচাক্ষত, অজিনা বা অন্য প্রকার দূষিত স্রাবের দুর্গন্ধ শীঘ্রই নষ্ট হয় এবং ক্ষত পরিষ্কার হয়ে আসে। প্রসবান্তে ও প্রমেহ রোগে অনেক চিকিৎসক ইহার পিচকারী ব্যবস্থা করেন।

রোগ ও চিকিৎসা—নাসিকা, গলার অভ্যন্তর ভাগ, স্বরযন্ত্রের তীব্র উত্তেজনা এবং ডিপথিরিয়া রোগে ইহার মাদার সলিউশান অত্যন্ত উপকারী। রজকষ্ট, সর্পদংশন এবং অন্যান্য পোকা মাকড়ের দংশন, রক্ত বিষাক্ততা, টিসু সমূহ বিষাক্ত হয়ে পচতে আরম্ভ করে ইত্যাদি ক্ষেত্রে ঔষধটি পরম উপকারী।

শ্বাসযন্ত্রের পীড়া—নাক হতে রক্তপাত, নাক হতে স্রাব নির্গত, যন্ত্রণা ও উত্তেজনার সৃষ্টি। গলদেশে সংকোচন ও যন্ত্রণার অনুভূতি, মনে হয় যেন স্বরযন্ত্র হেজে গেছে, ক্ষত অনুভব, বার বার খকখকে কাশি ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহা বিশেষ উপকারী।

গলা অভ্যন্তরের পীড়া—গলার অভ্যন্তর ভাগ বেশ স্ফীত ও বেদনা যুক্ত। কাশিতে যা উঠে সেই গয়ারের সংগে রক্তের ছিট থাকে। নাসিকার পশ্চাৎ রন্ধ্রে বেদনা। গলার পেশীতে বেদনা, আলজিহ্বা স্ফীত এবং নিশ্বাসে ভয়ানক দুর্গন্ধ। এই সকল লক্ষণে ঔষধটি ব্যবহার করলে কদাচ বিফল হয় না।

মাত্রা ও সেবন বিধি—বাহ্যিক ভাবে ব্যবহার করতে হলে ১ কোয়ার্ট জলে (আনুমানিক এক লিটার জল) এক ড্রাম ঔষধ মিশ্রিত করে ব্যবহার করা যায়। ইহার বাহ্যিক ব্যবহারে ক্যানসারের ক্ষত, সাধারণ ক্ষত, নাকের ক্ষত, পুতিনস্যি এবং অন্যান্য রোগের দুর্গন্ধ নষ্ট হয়। প্রদর স্রাব ও গনোরিয়া রোগে পিচকারী ব্যবহার করা যায়। আভ্যন্তরীণ ভাবে ২x শক্তি জলের সংগে মিশ্রিত করে ব্যবহার করা যায়। এই ঔষধের জলীয় দ্রবণ বসন্ত রোগের ব্রনে বাহ্যিকভাবে ব্যবহার করা চলে, ইহাতে ব্রন আরোগ্য হয় এবং দাগ মুছে যায়। ২x শক্তি সামান্য জলের সংগে মিশ্রিত করে ৪/৫ ফোঁটা করে রোজ ৩/৪ বার ব্যবহার করা উচিত।

বিঃ দ্রঃ—মর্ফিয়া এবং আফিং বিষাক্ততায় ইহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ দোষ নাশক ঔষধ বলে মনে করা হয়। ইহা সোজাসুজি মর্ফিনের উপর ক্রিয়া করে উহাকে জারিত করে ফেলে এই জন্য উহার বিষাক্ততা কমে যায়। বিষ পানের রোগীকে রক্ষা করতে হলে ২ থেকে ৫ গ্রেন ঔষধ জলে মিশিয়ে সঙ্গে সঙ্গে খাওয়াতে হবে।

ক্যালমিয়া ল্যাটিফোলিয়া (Kalmia Latifolia)

পরিচয়—অপর নাম মাউন্টেন লরেল, লরেল ইত্যাদি। আমেরিকার পাহাড়ী অঞ্চলের এক প্রকার গুল্ম। এই গুল্ম হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—বাত রোগের প্রধান ঔষধ। বাত, হৃদপিন্ডের পীড়া, স্নায়ুশূল বেদনা, বেদনা উর্ধ হতে নিম্ন দিকে পরিচালিত হয়, অসাড় জনক বেদনা, পেট ফাঁপার সংগে অবিরাম জ্বর, বাত রোগের পর হৃদপিন্ডের পীড়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার Q বিশেষ উপকারী। ক্যালমিয়া হৃদপিন্ড ও শিরা, ধমনী প্রভৃতি রক্ত সঞ্চালনকারী যন্ত্রসমূহের উপর অধিকাংশ স্থলে বাম দিকে এবং স্নায়বিক বেদনায় সাধারণত ডান দিকে অধিক ক্রিয়া করে। হৃদপিন্ডের পীড়ায় স্পাইজেলিয়ার পর ইহার ব্যবহার অধিকতর উপকারী। বাতের বেদনা দ্রুত স্থান পরিবর্তন করে। বমনভাব তৎসহ নাড়ীর গতি খুব ধীর। স্নায়ুশূল, বেদনা নীচের দিকে তীর বেগে নেমে আসে তৎসহ অবশভাব বর্তমান। কশেরুকা মজ্জার পীড়ায় তীরবৎ বেদনা। পেট ফাঁপ সহ দীর্ঘকাল স্থায়ী অবিরাম জ্বর, সর্বপ্রকার রোগেই নিম্ন ও উর্ধ শাখায় বেদনা ও কামড়ানি লক্ষণ থাকবে। মূত্রে এলবুমেন পাওয়া যায় ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে Q উপকারী।

লক্ষণবৈশিষ্ট্য—(১) নিম্নগতিশীল খোঁচামারা, তীরবেধার মত বেদনা, আক্রান্ত স্থান অসাড়। (২) ডান চোখের কোটরে তীব্র খোঁচা মারা বেদনা, বেদনা ভোরে সূর্যোদয়ে আরম্ভ, দুপুরে বৃদ্ধি এবং সন্ধ্যায় হ্রাস। (৩) হঠাৎ স্থান পরিবর্তনশীল বাতের বেদনা, বেদনা এক গাঁট হতে অন্য গাঁটে যায়, গাঁট গরম ও লাল বর্ণের হয়, ফোলে, অত্যন্ত বেদনা থাকে। (৪) নিচের দিকে চাইলে

মাথা ঘোরে। (৫) নাড়ীর গতি মৃদু ক্ষীণ, নাড়ীর স্পন্দন মিনিটে ২০/৪০ বার। (৬) শ্বাসকষ্ট তৎসহ হৃদ স্পন্দন। (৭) হাত পায়ের অগ্রভাগ ঠান্ডা যেন বরফ।

রোগ ও চিকিৎসা—বাতরোগ—ক্যালমিয়ার বাতের বেদনা উর্ধ হতে নিম্ন দিকে পরিচালিত হয়। বাত প্রথমে উর্ধাঙ্গে আরম্ভ হয়ে ক্রমশ নিম্নদিকে নেমে আসে সেখানে এই ঔষধ অব্যর্থ। ক্যালমিয়ার বেদনা দ্রুত স্থান পরিবর্তন করে এবং এই পরিবর্তনশীল বেদনার সঙ্গে যদি হৃদপিন্ডের কোন পীড়া থাকে তবে ইহার Q কদাচ বিফল হয় না। হৃদপিন্ডের অত্যন্ত কষ্টদায়ক বেদনা মনে হয় নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, এই বেদনা কখনো বুক হতে পেটের দিকে নেমে আসে। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন—ক্যালমিয়ার বেদনা লিডামের মত নিম্ন হতে উর্ধদিকে পরিচালিত হয় কিন্তু ডাঃ ন্যাস বলেন—বেদনা ক্যাকটাসের মত নীচের দিকে নামে। তবে বুঝা যায় ক্যালমিয়া উভয় প্রকার বেদনাতেই উপকারী। ইহার বেদনা বামহাতের উপর হতে নিচের দিকে ধাবিত হয়। এই লক্ষণগুলো পর্যালোচনা করে ঔষধটির Q ব্যবহার করলে বিশেষ উপকার লাভ করা যায়।

হৃদপিন্ডের পীড়া—ডাঃ হেরিং বলেন এই পীড়ায় স্পাইজেলিয়ার পর ক্যালমিয়া খুব ভাল কাজ করে। ক্যালমিয়ার হৃদ রোগের সঙ্গে বাম হাত ঝিমঝিম করে বেদনা। একবার বাত রোগে আর একবার হৃদপিন্ডের রোগ পর্যায়ক্রমে হলে ইহার Q উপকারী। হৃদপিন্ডের কোন যান্ত্রিক পীড়া হলে হৃদপিন্ড বড় হয়ে যায়, নাড়ীর গতি অতি ধীর, হৃদপিন্ডের চারিদিকে বেদনা এবং শ্বাসকষ্ট থাকে ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q অব্যর্থ। ডাঃ ডানহাম বলেন—কেঁচোর গতির মত ধমনীর সংকোচন ও প্রসারণ, অত্যন্ত ধীর এবং ক্ষীণ গতি যুক্ত নাড়ী লক্ষণে এই ঔষধ প্রযোজ্য।

চোখের ও মুখের স্নায়ুশূল বেদনা—ডান দিকের উর্ধ অক্ষি কোটরে এক প্রকার তীক্ষ্ণ স্নায়ুশূল বেদনায় এবং ডানদিকের মুখের স্নায়ুশূল বেদনায় ইহার Q উপকারী। এই জাতীয় স্নায়ুশূল বেদনা যদি ঠান্ডা লেগে সৃষ্টি হয় তবে অব্যর্থ।

প্রদাহিক বেদনা (Inflamatory) এবং স্নায়ুশূল বেদনার পার্থক্য—যেখানে বেদনাযুক্ত স্থান ফোলে, লালবর্ণ হয়, অত্যন্ত জ্বালা যন্ত্রণা হয়, আক্রান্ত স্থানে হাত দিতে দেয় না, হাত দিলেই যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয় সেই বেদনাকে প্রদাহিক বেদনা বলে। আর সেখানে বাহিরের উক্ত প্রকার প্রদাহ লক্ষণ বিশেষ কিছু থাকে না কিন্তু ভিতরে অসহ্য জ্বালা যন্ত্রণা ও বেদনার স্থান টিপলে বা চাপ দিলে বরং যন্ত্রণার উপশম হয় ইহাকে স্নায়ুশূল বেদনা বলে। ক্যালমিয়ার উভয় প্রকার বেদনার ভাব থাকতে পারে, উহাতে বেদনা দ্রুত স্থান পরিবর্তন করে। উরু হতে হাঁটু, হাঁটু হতে পায়ের তলা। গাঁট এবং হৃদপিন্ডের বেদনা বাম হাতে পরিচালিত হয়। কখনো বেদনা বুকের মধ্য দিয়ে হৃদপিন্ডের উপরে কাঁধের হাড় পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, বেদনা দ্রুত স্থান পরিবর্তন করে। ইহাতে শরীরের বৃহদাংশ

সমূহ অধিক আক্রান্ত হয়। ঘাড়ে বেদনা, ঘাড় নাড়তে পারে না ইত্যাদি লক্ষণে ক্যালমিয়া Q বিশেষ উপকারী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

কন্টিকারী (Kanti Kari) or (Solanum Xanthocarpus)

পরিচয়—ইহা একটি মূল্যবান ভারতীয় ঔষধ। ভারতের প্রায় সর্বত্রই এই গাছ দেখতে পাওয়া যায়। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে কন্টিকারীর বহুবিদ ভেষজগুণের কথা উল্লেখ আছে। হোমিওপ্যাথিক মতে ঔষধটির কোন পরীক্ষা না হলেও ইহার উপযোগিতার কথা অস্বীকার করা যায় না। কন্টিকারী গাছের মূল হতে মাদার টিংচার করা হয়।

উপকারিতা—স্বরভংগ যুক্ত কাশি, ব্রংকাইটিস ও নিউমোনিয়া রোগে ইহার Q উপকারী। স্বরভংগ যুক্ত হাঁপানি রোগেও ইহা দ্রুত শ্বাসকষ্ট কমিয়ে আনে। মূত্ররোধ ও মূত্রকষ্ট রোগে Q মূল্যবান ঔষধ। ইহার যথাযথ প্রয়োগে মূত্রপাতের পরিমাণ বৃদ্ধি করে এবং মূত্র পাথুরী রোগ দূর হয়। ইহা প্রয়োগ করলে মূত্রের সঙ্গে পাথরী নির্গত হয়। ইহা বসন্ত রোগের প্রতিষেধক। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে উল্লেখ আছে—শিশুদের কাশিতে খুবই উপকারী। শ্বাসকষ্ট, কাশি, স্বরভংগ, চোখ উঠা, মূত্র পাথুরী, মূত্র অবরোধ এবং মূত্র কষ্টে ইহার মাদার টিংচার বিশেষ ফলদায়ক। যে কোন প্রকার স্বরভঙ্গে ইহা উপযোগী। শিশুদের স্বরভঙ্গ যুক্ত সর্দি কাশিতে ইহার ব্যবহার সার্থক হয়ে থাকে। নিউমোনিয়া, ব্রংকাইটিস প্রভৃতি রোগের পরবর্তী স্বরভঙ্গ যুক্ত শুষ্ক কাশিতে ইহার উপযোগিতা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। কন্টিকারী বসন্ত রোগের একটি উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক। ইহার মূল ২/৩টি গোলমরিচ সহ বেঁটে খালি পেটে খেতে হয় ইহা সকল প্রকার শোথ রোগেও ব্যবহার করা হয়। ইহার Q যথাযথ ভাবে সেবন করলে মূত্রক্ষরণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে শোথ ভাব কমিয়ে আনে। ইহার শিকড় রস মধু সহ সেবন করলে প্রস্রাব ক্ষরণ ভাল হয় এবং মূত্র পরিষ্কার হয়। কণ্ঠরোগে ঔষধটি অব্যর্থ। সকল প্রকার স্বরভঙ্গ বিশেষ করে শিশুদের স্বরভঙ্গ সহ সর্দি কাশিতে ইহার Q বিফল হয় না। শিশুদের নিউমোনিয়া, ব্রংকাইটিস প্রভৃতির পর শুষ্ক কাশি, কষ্টকর কাশি তৎসহ স্বরভংগ থাকলে Q অব্যর্থ। পিপাসা, বমি, অরুচি, কাশি, বুকের দুপাশে বেদনা সহ তরুণ জ্বরে ও মূত্রবন্ধে ইহার Q ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়।

মাত্রা—Q ৮/১০ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

কাভা কাভা (Kava Kava), Piper Methysticum

পরিচয়—ইহার অপর নাম পাইপার মেথিষ্টিকাম। প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে এই জাতীয় গাছড়া জন্মে। এই গাছড়াটি হতে মাদারটিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—কুষ্ঠ ব্যাধিতে প্রথমে চর্মের উপর হতে কোন নির্দিষ্ট স্থানের আঁশের মত একটা পর্দা পড়ে এবং কিছুদিন পরে উহা উঠে যায়। পরে সেখানে একটা সাদা দাগ হয় এবং ধীরে ধীরে ঘায়ের সৃষ্টি হয়। এই ক্ষেত্রে Q বিশেষ উপযোগী। পূর্বে ঋষিরা যে সোমরস পান করতেন ইহা সেই বস্তু।

মূত্ররোগ—মূত্রত্যাগ কালে জ্বালা, পোড়া, গণোরিয়া এবং পুরাতন লালামেহ, মূত্রাশয় প্রদাহ, অনিচ্ছায় লিংগ উচ্ছ্বাস ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী।

চর্মরোগ—চর্মের খোলস উঠে। খোলস উঠে গিয়ে স্থানটি সাদা হয়ে যায়, মাঝে মাঝে ঐরূপ স্থানে ক্ষত দেখা যায়। কুষ্ঠ রোগে ঔষধটি খুব ভাল কাজ করে।

হাত পায়ের বেদনা—ডান হাতে বেদনা। মনে হয় হাত দুটি পক্ষাঘাত গ্রস্ত। হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির সন্ধিতে বেদনা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও ইহা উপকারী।

মাত্রা—Q ৩/8 ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে দিনে 8 বার।

কিনো (Kino)

পরিচয়—ইহার অপর নাম বুটিয়া ফ্রনডোসা, ইরিথ্রিনা-মনোস্পারমা, ইউক্যালিপটাস-রসট্রেটা, ঢাক-ট্রি ইত্যাদি। ইহা এক প্রকার বৃক্ষের শুষ্ক নির্যাস। ইহার স্বাদ অত্যন্ত কষযুক্ত এবং সামান্য মিষ্টি। এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ উদরাময়ের জন্য ইহা সর্বদা ব্যবহার করেন। ইহার চূর্ণীকৃত পাইডার এ্যালকোহলের সংগে মিশ্রিত করে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—কাশির সংগে রক্ত পড়া এবং অন্ত্র হতে রক্ত স্রাব হলে ইহা অব্যর্থ।

মাত্রা—Q ৩/8 ফোঁটা করে দিনে 8 বার।

কোলা নাট (Kola Nut)

পরিচয়—অপর নাম ষ্টার কিউলা। এক প্রকার বৃক্ষের ফল, দেখতে অনেকটা বাদামের মত। ইহা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—স্নায়বিক দুর্বলতায় ইহা খুবই উপকারী। ইহার মাদার টিংচার রক্ত সঞ্চালন নিয়মিত করে। Q বলকারক এবং উদরাময় নাশক ঔষধ। হৃদক্রিয়া নিয়মিত করে এবং মূত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। দুর্বল হৃদপিন্ডকে সবল করে তোলে। ইহা মদ্যপান অভ্যাস ত্যাগের ঔষধ। ইহাতে ক্ষুধা ও হজমশক্তি বৃদ্ধি করে। ইহা মদ্যপানের প্রবৃত্তি কমিয়ে দেয়। Q হাঁপানি রোগের মহা ঔষধ। ইহাতে শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি পায়।

মাত্রা—Q ১৫/২০ ফোঁটা হতে এক ড্রাম পর্যন্ত দিনে ৩/8 বার সেব্য।

ক্রামেরিয়া (Krameria)

পরিচয়—ইহার অপর নাম ক্যাপেটা, র‍্যাটানি ইত্যাদি। বলিভিয়া, পেরু ইত্যাদি স্থানে এই জাতীয় গুল্ম পাওয়া যায়। আমাদের দেশে দার্জিলিং এবং মসূরী পাহাড়ে এই জাতীয় গাছ জন্মে। ইহার শুষ্ক মূলচূর্ণ এ্যালকোহলে মিশ্রিত করে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—ভগন্দর, মলদ্বারে ফাটা ঘা, সেখানে জ্বালা যন্ত্রণা এবং স্তনের বোঁটায় ফাটা ঘা—এই তিনটি পীড়াতে ইহা অধিক উপকারী। গর্ভবতীর দন্ত বেদনা এবং প্রচন্ড হিক্কাও ইহার দ্বারা নিবারিত হয়। গুহ্যদেশ সম্বন্ধীয় লক্ষণগুলোই বিশেষভাবে রোগী দেহে পরীক্ষিত। ইহা চোখের নাকের দিকের কোণে ত্রিকোণাকার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী রোগ আরোগ্য করে। ক্ষুদ্র ক্রিমিও ইহার দ্বারা নিবারিত হয়।

ভগন্দর (Fistula)—দুর্গন্ধ জলের মত তরল মল, বাহ্যের পরে পূর্বে এবং সময়ে জ্বালা পোড়া, মলদ্বার দিয়ে জল ঝরা, ঠান্ডা জলে যন্ত্রণার উপশম এবং ছোট ছোট ক্রিমির উৎপাত এই সব লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে উপকারী। সাধারণত আমরা এই জাতীয় রোগে এসিড নাইট্রিক, ইস্কিউলাস, গ্রাফাইটিস প্রভৃতি ব্যবহার করি কিন্তু ইহাদের চেয়েও ক্রামেরিয়া Q অধিক ফলপ্রদ। ক্রামেরিয়ার লক্ষণ যাচাই করতে হলে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলো ভাল করে বিচার করতে হবে। পাকস্থলীতে ছুরি দিয়ে কাটার মত বেদনা, গুহ্যদ্বারে যেন কতগুলো কাঁচভাঙা রয়েছে এমন যন্ত্রণা। মল ত্যাগের পর বহুক্ষণ পর্যন্ত গুহ্যদ্বারে উত্তাপ বোধ মাঝে মাঝে ছুরি দিয়ে বিদ্ধ করার ন্যায় বেদনা। অনেকক্ষণ পর্যন্ত কুন্থন দিয়ে মল বের করতে হয়, অর্শ বলি বের হয়ে পড়ে। গুহ্যদেশ ফাটা ফাটা তৎসহ অত্যন্ত সংকোচন বোধ, আগুনের মত জ্বালা, অর্শবলিতেও অনুরূপ জ্বালা পোড়া ইত্যাদি লক্ষণে Q ব্যবহার করলে অবশ্যই উপকার লাভ হয়। প্রধান লক্ষণ হচ্ছে দুর্গন্ধ যুক্ত পাতলা উদরাময়, মল জ্বালাকর, মলত্যাগের পূর্বে ও পরে জ্বালাকর বেদনা, গুহ্যদ্বার পথে রস চুইয়ে পড়ে তৎসহ ছোট ছোট ক্রিমির উৎপাত থাকে। দাঁতের মাঢ়ী ও নাক হতে অনর্গল রক্তস্রাব হলে ইহার Q বিশেষ উপকারী।

মাত্রা ও সেবন বিধি—Q ৩/8 ফোঁটা করে দিনে 8 বার সেব্য। ইহার মলম বাহ্যিকভাবে গুহ্যদ্বারে ব্যবহার করলে উপকার।

ক্রিয়োজোটাম (Kreosotam)

পরিচয়—অপর নাম ক্রিয়োজোট, বীচ উড ক্রিয়োজোট, আলকাতরা (beech wood tar) ইত্যাদি। শুষ্ক সারযুক্ত বড় বড় কাঠ চোয়ান যন্ত্রের মধ্যে পুরে অগ্নি উত্তাপে ড্রাই ডিষ্টিলেশন যোগে চোয়াইয়া নিলে আলকাতরার মত পদার্থ নির্গত হয় ইহাই উৎকৃষ্ট ক্রিয়োজোট। বিশুদ্ধ ক্রিয়োজোট দেখতে

বর্ণশূন্য অথবা ঈষৎ পীতাভ। এক ভাগ ক্রিয়োজোট এবং ৯৯ ভাগ এ্যালকোহল মিশ্রিত করে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—সমগ্র দেহে স্পন্দনানুভূতি, সামান্য ক্ষত হতে প্রচুর রক্তপাত, অতি তীব্র পুরাতন স্নায়ুজ পীড়া, বেদনা বিশ্রামে বাড়ে। স্রাব মাত্রই ক্ষতকর, জ্বালাযুক্ত এবং দুর্গন্ধযুক্ত। স্রাব, ক্ষত ক্যানসার রোগেও ইহা উপকারী। স্রাবিত রস রক্ত শীঘ্রই পচে উঠে তৎসহ জ্বালাকর বেদনা। বালক-বালিকা লম্বা হয়ে উঠে কিন্তু পুষ্ট হয় না। ঋতু লোপের পরবর্তী পীড়া, অর্বুদবৎ স্ফীতি ফোলা, ফোলাভাব, পচা ক্ষত, দাঁত ওঠার সময় শিশুদের পীড়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার Q উপকারী।

লক্ষণ বৈশিষ্ট্য—(১) সামান্য ক্ষত হতে অতিরিক্ত পরিমাণে রক্ত স্রাব। (২) গ্যাংরীণ, ক্যানসার ও যক্ষ্মারোগে, পচা দুর্গন্ধ স্রাব, জীবনী শক্তির হ্রাস। (৩) ঋতুর পূর্বে ও সময়ে কানে ভোঁ ভোঁ শব্দ। (৪) খুব কষ্টে দাঁত উঠেই ক্ষয় হতে আরম্ভ করে, দাঁতের গোড়া নীলাভ লাল এবং নরম ক্ষতপূর্ণ, মাঢ়ী প্রদাহ এবং রক্ত পড়ে। (৫) গর্ভাবস্থায় বমি, মুখে মিষ্টি জল উঠে, পাকস্থলীতে পীড়া, পচা দুর্গন্ধ যুক্ত বাহ্য। (৬) ঋতুর পূর্বে ও সময়ে যন্ত্রণাদায়ক মাথার যন্ত্রণা। রমণান্তে শোণিত স্রাব, বসলে বা দাঁড়ালে স্রাব বন্ধ, ঋতুস্রাব কখনো একেবারে বন্ধ ও পুনরায় আরম্ভ। (৮) প্রস্রাবের বেগ ধারণে অক্ষম, বেগ এতো অধিক সে বিছানা হতে উঠতে বিলম্ব সহ্য হয় না। (৯) আঙ্গুলের পশ্চাৎ পৃষ্ঠে ও হাতে একজিমা। (১০) প্রস্রাবের সময় ও পরে জ্বালাপোড়া। (১১) হলদে বর্ণের দুর্গন্ধযুক্ত শ্বেত প্রদর স্রাব, যেখানে লাগে হেজে যায়, চুলকায়। (১২) দুর্গন্ধ যুক্ত লোচিয়া স্রাব, একবার বন্ধ হয় আবার আরম্ভ হয়। (১৩) যোনিদেশে চুলকানি, ক্ষতের মত এবং কানের চারিপাশে রসপূর্ণ উদ্ভেদ। কালো চেহারা, জীর্ণশীর্ণ অসম দেহ, অতি বর্ধনশীল, যে সমস্ত স্ত্রীলোক বয়স অপেক্ষা অধিক দীর্ঘাংগী এবং কুঞ্চিত ত্বক, বৃদ্ধদর্শন ব্যক্তি, গ্রন্থিস্ফীতি প্রবণ, পাঁচড়া ও চুলকানি প্রভৃতি চর্মরোগ প্রবণ ঋতু, দ্রুত শীর্ণতা প্রাপ্তি, সর্বদাই অস্থির, শরীরে আগুন পোড়ার মত জ্বালা যন্ত্রণা অনুভব করে, ঋতু বন্ধের বয়সে কোন না কোন রোগে আক্রান্ত তাদের পক্ষে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

রোগ ও চিকিৎসা—ঋতু স্রাব—ঋতু স্রাব থেমে থেমে হয় অর্থাৎ একবার হয় আবার থেমে যায়, আবার হতে আরম্ভ করে। স্রাব শুলে বৃদ্ধি, উঠে বসলে বা বেড়ালে কম হয়, সহবাসকালে বেদনা বোধ করে। ক্রিয়োজোটে ঋতু স্রাব পরিমাণে খুব বেশী এবং খুব শীঘ্র শীঘ্র হয়। ঋতুকালে কোমরে অত্যন্ত বেদনা থাকে। কানে ভোঁ ভোঁ শব্দ করে, ঋতু স্রাব বন্ধ হলে শ্বেতপ্রদর দেখা যায়। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন—জরায়ু সংক্রান্ত যাবতীয় উপসর্গ ঋতু স্রাবের পর বৃদ্ধি। এই সব লক্ষণে Q বিশেষ উপকারী।

প্রদর স্রাব—স্রাবের রঙ হলদে, কাপড়ে হলদে দাগ পড়ে, অত্যন্ত পচা দুর্গন্ধ, স্রাব গায়ে লাগলে চুলকায় ও জ্বালা করে। চুলকালে উপশম হয় না, বরং আরো বৃদ্ধি পায়। অনেকদিন স্থায়ী রক্ত স্রাবেও ইহাতে উপকার হয়। প্রদরের সঙ্গে রক্ত স্রাব হোক বা ঋতুস্রাবের বাহিত অত্যধিক রক্ত স্রাব হোক, যদি একবার উহা বন্ধ হয় পুনরায় দেখা দেয় তবে Q বিশেষ ফলপ্রদ। দুর্গন্ধ যুক্ত, হেজে যাওয়া, জ্বালাকর স্রাবে Q অত্যন্ত ভাল কাজ করে। এই লক্ষণ তিনটি দেখেই ইহা ব্যবহার করা যায়।

ক্লেদ স্রাব (Lochia)—প্রসবের পর প্রসূতির পুঁজের মত এক প্রকার দুর্গন্ধ যুক্ত স্রাব পুনঃ পুনঃ দেখা দেয় আবার বন্ধ হয়। অত্যন্ত দুর্গন্ধ এই লক্ষণে ইহার Q ব্যবহার করলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়। প্রসবান্তিক ক্লেদ স্রাবে ইহার Q কদাচ বিফল হয় না। দুর্গন্ধ যুক্ত ক্লেদ স্রাবে ইহার Q অব্যর্থ।

জরায়ুতে ক্ষত ও ক্যানসার—জরায়ুর এই দুটি রোগে জরায়ু গ্রীবা শক্ত এবং ফোলা থাকে, উহাতে অত্যন্ত বেদনা, এতো বেদনা যে, হাত দিলে বা সহবাস কালে রোগিণী শিহরিয়া উঠে। যোনি প্রদেশে ভয়ানক জ্বালাপোড়া, ছোট ছোট চাপ যুক্ত কালো রঙের ঘন দুর্গন্ধ রক্ত নির্গত হয়। রক্ত স্রাব থেমে থেমে হয় অর্থাৎ একবার স্রাব আরম্ভ হয় আবার বন্ধ হয়। জরায়ু গ্রীবায় ক্ষত, জরায়ুতে ফুল কফির মত এক প্রকার পদার্থ উৎপন্ন হয় উহাতে ভয়ানক জ্বালাপোড়া থাকে, দুর্গন্ধ যুক্ত হাজাকারক স্রাব নির্গত হয়। অন্যান্য ক্ষতেও—ক্ষত গ্যাংরীণে পরিণত হবার সম্ভাবনা থাকলে বা বৃদ্ধাদের গ্যাংরীণে অত্যন্ত পচা দুর্গন্ধ ও জ্বালাপোড়ার ভাব থাকলে ইহার Q বিশেষ উপকারী। এইসব ক্ষেত্রে Q খুবই ফলপ্রদ।

বহু মূত্র—রাত্রে ঘন ঘন প্রস্রাব এবং প্রতিবারে অনেকটা পরিমাণে হয়। খুব শীঘ্র শীঘ্র প্রস্রাব হয়ে পড়ে, হঠাৎ এতো বেগে প্রস্রাব পায় যে উঠতে বিলম্ব সয় না। বালকেরা বিছানায় প্রস্রাব করে, মনে করে ঠিক প্রস্রাবের জায়গায় প্রস্রাব করছে, ঘুম ভেঙে দেখে সবই স্বপ্ন। Q উপকারী।

শিশুদের উদরাময় ও কলেরা—কষ্টকর দাঁত উঠা, দাঁত উঠেই ক্ষয় হতে থাকে। অনবরত বাহ্য বমি করে। বাহ্যে বিশ্রী আসটে গন্ধ এই লক্ষণে ইহার Q ফলদায়ক। টাইফয়েড জ্বরের শেষ অবস্থায়—অত্যন্ত দুর্বলতা, অত্যন্ত পচা দুর্গন্ধের সঙ্গে বাহ্য হয় এবং ভয়ানক দুর্গন্ধ যুক্ত বাহ্যের সঙ্গে রক্ত থাকলে ইহার Q রীতিমত ব্যবহার করলে উপকার।

বমন—ক্রিয়োজোটে খাদ্য দ্রব্য হজম হয় না, পেটেও থাকে না, অজীর্ণভুক্ত দ্রব্য বমি হয়, ইহাতে আহারের পরে বমি হয়। গর্ভাবস্থায় বমনেও ইহা খুব উপকারী ঔষধ। শিশুদের অবিরাম এবং বদ হজম রোগীদের পেটে কোন খাদ্য

হজম না হয়ে বমি হলে ক্রিয়োজোট Q বিশেষ উপকারী। জলপানের মুখে তিক্ত স্বাদ, রক্ত বমন ইত্যাদি।

যক্ষ্মারোগ—যক্ষ্মা রোগে ইহার Q ভাল কাজ করে। ইহা সেবনে কফের পরিমাণ কমে আসে, গয়ার উঠা হ্রাস পায়, ঘাম নিবারণ হয়, শরীরে ধীরে ধীরে বল সঞ্চার হয়। ফুসফুসের পচনশীলতায় Q মহা উপকারী। প্রতিবার কাশিতেই প্রচুর পুঁজময় শ্লেষ্মা উঠে, কাশির সঙ্গে রক্ত পড়ে এবং কিছুদিন বাদে বাদে এই রক্ত দেখা যায়। মনে হয় বুকের হাড় গুলোকে ভিতর দিকে চেপে ধরছে। স্বরযন্ত্রে বেদনা সহ স্বর ভঙ্গ, কাশি সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি তৎসহ বমি ভাব। বুকে বেদনা, বুক হেজে যাবার ন্যায় বেদনা, বুকে জ্বালাপোড়া, বেদনা এবং চাপ বোধ ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে ইহার Q রীতিমত ব্যবহার করলে খুব উপকার।

মাত্রা ও সেবন বিধি—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য। ইহার Q বাহ্যিক ব্যবহারে দাঁতের যন্ত্রণার উপশম হয়। যক্ষ্মা রোগীর পক্ষে ঔষধের মাত্রা অধিক বাঞ্ছনীয়।

কুঁড় (Kurh)

পরিচয়—ইহার অপর নাম সাসুরিয়া লাপ্পা (Sassurea Lappa)—ইহা কাশ্মীর অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। আয়ুর্বেদ মতে ইহা বিসর্প, কাশি, বায়ু, কুষ্ঠ এবং কফ নাশক। কুঁড়ের মলম ক্ষতে উপকার। গাঁটে গাটে বাত বেদনায় কুড়চূর্ণ সম পরিমাণ সৈন্ধব লবণ ও সরিষার তেল মিশ্রিত করে মালিশ করতে হয়। এলোপ্যাথিক পরীক্ষায় দেখা গেছে যে কুড় বলকারক এবং কামোদ্দীপক। হোমিওপ্যাথিক মতে কুড় হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—ইহার Q বায়ুনালী সংক্রান্ত হাঁপানি রোগে উপযোগী। ডাঃ চোপরা বলেছেন—ইহা প্রয়োগে শ্বাসনালী দ্রুত পরিষ্কার এবং হাঁপানির আক্রমণ প্রতিহত হয়। তিনি এই ঔষধটিকে Bronchial Asthma রোগে ব্যবহার করতে উপদেশ দেন। বায়ুনালী সংক্রান্ত হাঁপানি ব্যতীত অন্য কোন ক্ষেত্রে কুড় হতে প্রস্তুত হোমিওপ্যাথিক ঔষধটির ব্যবহার নেই।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

ল্যাকন্যানথিস টিংটোরিয়া (Lachnanthes Tinctoria)

পরিচয়—ইহার অপর নাম রক্ত মূল (Red root)। ইহা এক জাতীয় গুল্ম। এই গুল্ম হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—সেরিব্রোস্পাইন্যাল সিস্টেমের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। ইহার মাদার টিংচার থাইসিস, কাশি, শিরঃপীড়া, ঘাড়ে বাত ও ঘাড়ে আড়ষ্টতা, টাইফয়েড, নিউমোনিয়া, ডিপথিরিয়া, গল ক্ষত প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হয়ে

থাকে। ইহার Q মস্তক, বক্ষ এবং রক্ত সঞ্চালনের উপর ক্রিয়া করে। মনে হয়, নাকের গোড়ায় কেউ চিমটে কাটছে। গ্রীবা স্তম্ভ এবং গ্রীবায় বাত রোগের ইহা ফলপ্রদ ঔষধ। পাতলা চেহারা যুক্ত ব্যক্তির যক্ষ্মা রোগ।

রোগ ও চিকিৎসা—ঘাড়ে বাত এবং ঘাড় আড়ষ্ট—পিঠে ও ঘাড়ে অত্যন্ত বেদনা সহ ঘাড়ের আড়ষ্টতা, মাথা ও ঘাড় কেহ যেন ডান দিকে খিঁচে ধরছে। কোন প্রকার গল ক্ষত রোগে বা ডিপথিরিয়া রোগে এই লক্ষণটি থাকলে ইহার Q অব্যর্থ।

থাইসিস (যক্ষ্মা রোগ)—এই রোগের প্রথম আক্রমণ অবস্থার প্রধান লক্ষণ—বার বার জ্বর আসে, শরীর জীর্ণ শীর্ণ হয়ে যাওয়া, কষ্টদায়ক অবিশ্রান্ত কাশি এবং নিশা ঘর্ম, এই কয়টি উপসর্গের মধ্যে যদি দেখা যায় যে কাশির প্রকোপটাই বেশী, কাশির জন্য ঘুমাতে পারে না, বুকে বেদনা, সমস্ত শরীরে বেদনা তবে ইহার Q ৪/৫ ফোঁটা সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৪ বার সেব্য। ইহাতে ৫/৬ দিনের মধ্যে কাশির উপসর্গ কমে যাবে। আনুসংগিক উপসর্গগুলোও ধীরে ধীরে দূর হয়ে যাবে। এই ক্ষেত্রে অনেক সময় এনিসাম ষ্টেলেটাম ৩x শক্তি ভাল কাজ করে।

জ্বালা পোড়া ভাব—জ্বর সহ হোক বা বিনা জ্বরে হোক, হাতের তলায় পায়ের তলায় পুড়ে যাবার মত জ্বালা পোড়া থাকলে সালফার ব্যবহার করা উচিত কিন্তু সালফার বিফল হলে ল্যাকন্যানথিস Q ব্যবহার করতে হবে।

পেটের গোলযোগ—পেট সর্বদাই গড়গড় করে ডাকে, যেন কি একটা পদার্থ পেটের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়, পেট গরম বোধ হয় যেন বায়ুতে পরিপূর্ণ, মল নির্গমনের সময় প্রচুর পরিমাণে বায়ু নিঃসরণ হয়। বার বার বেগ হয় কিন্তু বাহ্য হয় না, নিউমোনিয়া সহ পেট ফোলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার Q বিশেষ উপকারী।

মাথার যন্ত্রণা—মাথার ডান দিকে বেদনা, বেদনা নিম্ন দিকে চোয়াল পর্যন্ত বিস্তৃত। মনে হয় মাথাটি বড় হয়ে গেছে, সামান্য শব্দ সহ্য করতে পারে না, মস্তক ত্বকে বেদনা, ভাল ঘুম হয় না, গন্ডদেশ রক্তিম। মস্তক ত্বকে বেদনা মনে হয় চুলগুলো খাড়া হয়ে উঠছে। হাতের তালু এবং পায়ের গোড়ালিতে জ্বালা পোড়া ভাব, মনে হয় নাকের গোড়া কেহ চিমটি কাটছে, বুকে উত্তাপ অনুভব, বুকের মধ্যে যেন কি বুদবুদ করছে, গ্রীবা এক পাশে হেলে যায় ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার যক্ষ্মা রোগের ক্ষেত্রে। অন্য ক্ষেত্রে ২/১ ফোঁটা করে সেব্য।

ল্যাকটুকা ভিরোসা (Lactuca Virosa)

পরিচয়—অপর নাম ইষ্টিব্যাস আগষ্টাস, ল্যা-ফিটিডা, কটু লেটুস ইত্যাদি। ইহা দ্বি-বার্ষিক উদ্ভিদ বিশেষ। এক প্রকার ক্ষুদ্র জাতীয় গাছ। এই গাছ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

হজম না হয়ে বমি হলে ক্রিয়োজোট Q বিশেষ উপকারী। জলপানের মুখে তিক্ত স্বাদ, রক্ত বমন ইত্যাদি।

যক্ষ্মারোগ—যক্ষ্মা রোগে ইহার Q ভাল কাজ করে। ইহা সেবনে কফের পরিমাণ কমে আসে, গয়ার উঠা হ্রাস পায়, ঘাম নিবারণ হয়, শরীরে ধীরে ধীরে বল সঞ্চার হয়। ফুসফুসের পচনশীলতায় Q মহা উপকারী। প্রতিবার কাশিতেই প্রচুর পুঁজময় শ্লেষ্মা উঠে, কাশির সঙ্গে রক্ত পড়ে এবং কিছুদিন বাদে বাদে এই রক্ত দেখা যায়। মনে হয় বুকের হাড় গুলোকে ভিতর দিকে চেপে ধরছে। স্বরযন্ত্রে বেদনা সহ স্বর ভঙ্গ, কাশি সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি তৎসহ বমি ভাব। বুকে বেদনা, বুক হেজে যাবার ন্যায় বেদনা, বুকে জ্বালাপোড়া, বেদনা এবং চাপ বোধ ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে ইহার Q রীতিমত ব্যবহার করলে খুব উপকার।

মাত্রা ও সেবন বিধি—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য। ইহার Q বাহ্যিক ব্যবহারে দাঁতের যন্ত্রণার উপশম হয়। যক্ষ্মা রোগীর পক্ষে ঔষধের মাত্রা অধিক বাঞ্ছনীয়।

কুঁড় (Kurh)

পরিচয়—ইহার অপর নাম সাসুরিয়া লাপ্পা (Sassurea Lappa)—ইহা কাশ্মীর অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। আয়ুর্বেদ মতে ইহা বিসর্প, কাশি, বায়ু, কুষ্ঠ এবং কফ নাশক। কুঁড়ের মলম ক্ষতে উপকার। গাঁটে গাটে বাত বেদনায় কুড়চূর্ণ সম পরিমাণ সৈন্ধব লবণ ও সরিষার তেল মিশ্রিত করে মালিশ করতে হয়। এলোপ্যাথিক পরীক্ষায় দেখা গেছে যে কুড় বলকারক এবং কামোদ্দীপক। হোমিওপ্যাথিক মতে কুড় হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—ইহার Q বায়ুনালী সংক্রান্ত হাঁপানি রোগে উপযোগী। ডাঃ চোপরা বলেছেন—ইহা প্রয়োগে শ্বাসনালী দ্রুত পরিষ্কার এবং হাঁপানির আক্রমণ প্রতিহত হয়। তিনি এই ঔষধটিকে Bronchial Asthma রোগে ব্যবহার করতে উপদেশ দেন। বায়ুনালী সংক্রান্ত হাঁপানি ব্যতীত অন্য কোন ক্ষেত্রে কুড় হতে প্রস্তুত হোমিওপ্যাথিক ঔষধটির ব্যবহার নেই।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

ল্যাকন্যানথিস টিংটোরিয়া (Lachnanthes Tinctoria)

পরিচয়—ইহার অপর নাম রক্ত মূল (Red root)। ইহা এক জাতীয় গুল্ম। এই গুল্ম হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—সেরিব্রোস্পাইন্যাল সিষ্টেমের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। ইহার মাদার টিংচার থাইসিস, কাশি, শিরঃপীড়া, ঘাড়ে বাত ও ঘাড়ে আড়ষ্টতা, টাইফয়েড, নিউমোনিয়া, ডিপথিরিয়া, গল ক্ষত প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হয়ে

থাকে। ইহার Q মস্তক, বক্ষ এবং রক্ত সঞ্চালনের উপর ক্রিয়া করে। মনে হয়, নাকের গোড়ায় কেউ চিমটে কাটছে। গ্রীবা স্তম্ভ এবং গ্রীবায় বাত রোগের ইহা ফলপ্রদ ঔষধ। পাতলা চেহারা যুক্ত ব্যক্তির যক্ষ্মা রোগ।

রোগ ও চিকিৎসা—ঘাড়ে বাত এবং ঘাড় আড়ষ্ট—পিঠে ও ঘাড়ে অত্যন্ত বেদনা সহ ঘাড়ের আড়ষ্টতা, মাথা ও ঘাড় কেহ যেন ডান দিকে খিঁচে ধরছে। কোন প্রকার গল ক্ষত রোগে বা ডিপথিরিয়া রোগে এই লক্ষণটি থাকলে ইহার Q অব্যর্থ।

থাইসিস (যক্ষ্মা রোগ)—এই রোগের প্রথম আক্রমণ অবস্থার প্রধান লক্ষণ—বার বার জ্বর আসে, শরীর জীর্ণ শীর্ণ হয়ে যাওয়া, কষ্টদায়ক অবিশ্রান্ত কাশি এবং নিশা ঘর্ম, এই কয়টি উপসর্গের মধ্যে যদি দেখা যায় যে কাশির প্রকোপটাই বেশী, কাশির জন্য ঘুমাতে পারে না, বুকে বেদনা, সমস্ত শরীরে বেদনা তবে ইহার Q ৪/৫ ফোঁটা সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৪ বার সেব্য। ইহাতে ৫/৬ দিনের মধ্যে কাশির উপসর্গ কমে যাবে। আনুসংগিক উপসর্গগুলোও ধীরে ধীরে দূর হয়ে যাবে। এই ক্ষেত্রে অনেক সময় এনিসাম ষ্টেলেটাম ৩x শক্তি ভাল কাজ করে।

জ্বালা পোড়া ভাব—জ্বর সহ হোক বা বিনা জ্বরে হোক, হাতের তলায় পায়ের তলায় পুড়ে যাবার মত জ্বালা পোড়া থাকলে সালফার ব্যবহার করা উচিত কিন্তু সালফার বিফল হলে ল্যাকন্যানথিস Q ব্যবহার করতে হবে।

পেটের গোলযোগ—পেট সর্বদাই গড়গড় করে ডাকে, যেন কি একটা পদার্থ পেটের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়, পেট গরম বোধ হয় যেন বায়ুতে পরিপূর্ণ, মল নির্গমনের সময় প্রচুর পরিমাণে বায়ু নিঃসরণ হয়। বার বার বেগ হয় কিন্তু বাহ্য হয় না, নিউমোনিয়া সহ পেট ফোলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার Q বিশেষ উপকারী।

মাথার যন্ত্রণা—মাথার ডান দিকে বেদনা, বেদনা নিম্ন দিকে চোয়াল পর্যন্ত বিস্তৃত। মনে হয় মাথাটি বড় হয়ে গেছে, সামান্য শব্দ সহ্য করতে পারে না, মস্তক ত্বকে বেদনা, ভাল ঘুম হয় না, গন্ডদেশ রক্তিম। মস্তক ত্বকে বেদনা মনে হয় চুলগুলো খাড়া হয়ে উঠছে। হাতের তালু এবং পায়ের গোড়ালিতে জ্বালা পোড়া ভাব, মনে হয় নাকের গোড়া কেহ চিমটি কাটছে, বুকে উত্তাপ অনুভব, বুকের মধ্যে যেন কি বুদবুদ করছে, গ্রীবা এক পাশে হেলে যায় ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার যক্ষ্মা রোগের ক্ষেত্রে। অন্য ক্ষেত্রে ২/১ ফোঁটা করে সেব্য।

ল্যাকটুকা ভিরোসা (Lactuca Virosa)

পরিচয়—অপর নাম ইষ্টিব্যাস আগষ্টাস, ল্যা-ফিটিডা, কটু লেটুস ইত্যাদি। ইহা দ্বি-বার্ষিক উদ্ভিদ বিশেষ। এক প্রকার ক্ষুদ্র জাতীয় গাছ। এই গাছ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—স্ত্রী-লোকদের অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক প্রমেহ রোগে এবং পুরুষদের প্রমেহ রোগে—রোগী বসে থাকলে বোধ হয় মূত্রনালী দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা করে প্রস্রাব নির্গত হয় এবং স্ত্রী-লোকদের ডিম্বকোষে অর্বুদ উহাতে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক বেদনা থাকলে ইহার Q খুব উপকারী। এছাড়া গলা কুট কুট করে কাশি, আক্ষেপিক দমকা কাশি, হুপিংকাশি, বুক চেপে ধরার মত বেদনা, শরীরের অন্যান্য স্থানেও ঐ রূপ বেদনা, রোগী বেদনার উপশমের জন্য বার বার হাই তোলে, মেরুদন্ডের মধ্যে বেদনা, এই বেদনা ধীরে ধীরে পাছার হাড় এবং উহার নিম্নদেশ পর্যন্ত প্রসারিত হয়, শরীর শোলার মত হাল্কা অনুভব হয় ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে ইহার Q বিশেষ উপকারী। এই ঔষধটি বিশেষ ভাবে মস্তক এবং রক্ত সঞ্চালন তন্ত্রের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করে। অনিদ্রা, শীতলতা এবং কম্পন এই লক্ষণ তিনটি থাকবে। এছাড়া বুকে জল সঞ্চয়, সর্বাংগীণ শোথ, ধ্বজভংগ, সমস্ত দেহে টান টান ভাব ইত্যাদি ক্ষেত্রে ঔষধটি উপকারী।

রোগ ও চিকিৎসা—পেটের পীড়া—পেটে চাপ এবং পূর্ণতাবোধ, পেট ডাকা, প্রচুর বায়ু নিঃসরণ, ভোরে পেটে শূলবেদনা, তল পেট কঠিন, বায়ু নিঃসরণে এবং মলত্যাগে কিছুটা উপশম ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে Q উপকারী।

স্ত্রী-জনন ইন্দ্রিয়ের পীড়া—ঋতু স্রাব বৃদ্ধি করে এবং স্তনে দুধ বৃদ্ধি করে ইত্যাদির ক্ষেত্রে Q বিশেষ ফলপ্রদ।

হাত ও পায়ের বেদনা—বাম দিকের উরু হতে নিম্নদিকে খঞ্জতা বোধ, চলাফেরা করলে বৃদ্ধি। পা ও পায়ের পাতায় শীতলতাবোধ ও অবশ বোধ। হাত পায়ের কম্পন; জংঘাস্থিতে খিলধরা, উহা পায়ের আংগুল ও পায়ের পার্শ্বের গোড়ালি পর্যন্ত বিস্তৃত ইত্যাদি লক্ষণে Q অপরিহার্য।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা সামান্য জলের সংগে মিশ্রিত করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

ল্যামিয়াম এলবাম (Lamium album)

পরিচয়—অপর নাম গ্যালাপ সাইডিস ম্যাকুলেটা, হোয়াইট আর্কাঞ্জেল। এই বৃক্ষ ইউরোপ মহাদেশে জন্মে। ইহার পত্র ও ফুলের রস হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—স্ত্রী-জাতি ও মূত্রযন্ত্রের উপর ঔষধটি ভাল কাজ করে। মাথার যন্ত্রণা তৎসহ মাথা সম্মুখ ও পশ্চাৎ দিকে নড়তে থাকে। প্রদর স্রাব, ঋতুস্রাব নিয়মিত সময়ের পূর্বে এবং সামান্য মাত্র। অর্শরোগ, মল খুব শক্ত, রক্ত মিশ্রিত। মূত্র পথে যেন এক ফোঁটা জল গড়িয়ে চলছে এমন অনুভূতি। হাতপায়ে ছিড়ে ফেলার ন্যায় যন্ত্রণা, রক্ত কাল, সামান্য ঘষা লাগলেই গোড়ালিতে ফোস্কা পড়ে, গোড়ালিতে ক্ষত ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে Q উপকারী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য।

লরোসিরেসাস (Laurocerasus)

পরিচয়—অপর নাম প্রুনাসল, পেডাসল, চেরি লরেল ইত্যাদি। পারস্য এবং এশিয়া মাইনর অঞ্চলের এক প্রকার কাঁচা পাতা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়। ইহাতে হাইড্রোসিয়ানিক এসিডের অংশ আছে।

উপকারিতা—হৃদ পিন্ডের দুর্বলতা, নিস্তেজ ভাব, সর্বাংগ ঠান্ডা গরমেও ঠান্ডা ভাব দূর হয় না, ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী।

রোগ ও চিকিৎসা—কলেরা—এই রোগের সংকট অবস্থায় যখন ভেদ বমি বন্ধ, শরীর শীতল তৎসহ অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট, নাড়ী লোপ, প্রস্রাব বন্ধ, কোন কিছু গিলতে কষ্ট হয় ইত্যাদি লক্ষণে Q ভাল কাজ করে।

হৃৎপিন্ডের পীড়া—সামান্য পরিশ্রম করলেই বুক ধড়ফড় করে, হাই পাই করে, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে এই জন্য বুকে হাত দেয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী। যক্ষ্মারোগে, বহুদিনের কাশ রোগে, বাত শ্লেষ্মা নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগে প্রচুর পরিমাণে গয়ার উঠে এবং রক্তের ছিট থাকে সেখানে Q ফলপ্রদ। ডান দিক অপেক্ষা বাম দিকের ফুসফুস অধিক আক্রান্ত হয়। হৃদপিন্ডের কোন ভালভের পীড়াসহ কাশি, হৃদপিন্ড মুঠা করে বা খামচে ধরার মত বেদনা, নাড়ী অত্যন্ত ক্ষীণ, বুক ধড়ফড়ানি, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী। মাইট্রাল ভালভের রক্ত উদগীরণ, সদ্য জাত শিশুর নীল রোগ প্রভৃতি ক্ষেত্রে Q ফলপ্রদ।

শ্বাসযন্ত্রের পীড়া—নীলরোগ ও শ্বাসকষ্ট, বসতে গেলে বৃদ্ধি। রোগী সর্বদাই বুকে হাত দিয়ে থাকে। হৃদপিন্ডের কপাটিকার রোগের সংগে কাশি, সামান্য পরিশ্রম করলেই হৃদপিন্ডের বেদনা শুরু হয়। শুষ্ক খকখকে কাশি, জেলির মত অথবা রক্তাক্ত গয়ার। নাড়ী দুর্বল। ফুসফুসের পক্ষাঘাতের আশংকা, শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য খাবি খায়, হৃদ প্রদেশ যেন কেউ চেপে ধরে আছে ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q অপরিহার্য।

হাত পায়ের বেদনা—হাত ও পায়ের নখগুলো শক্ত এবং গাঁট, গাঁট, চর্ম নীলবর্ণ। উরু, পদ ও গোড়ালিতে মচকে যাবার মত বেদনা। পা দুটি ও পদতল শীতল, চটচটে ঘাম যুক্ত। আংগুলের অগ্র ভাগগুলো মুগুরের মত গোলাকার, হাতের শিরাগুলো স্ফীত ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q ভাল কাজ করে।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য।

বিঃ দ্রঃ—খুস খুসে দমকা কাশিতে ইহা ম্যাজিকের মত কাজ করে বিশেষ করে হৃদরোগ গ্রস্ত ব্যক্তিদের পক্ষে। হৃদপিন্ডের পীড়ার রোগী বিছানা হতে উঠে বসলে শরীর ও মুখ নীলবর্ণ হয়ে যায় এবং শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়।

প্রতিক্রিয়ার অভাবে লক্ষণ নির্ণয় করে লরোসিরেসাস Q ব্যবহার করা প্রয়োজন তবে লক্ষণানুসারে অন্যান্য ঔষধও প্রয়োগ করা যায়। যেমন—সোরাবিষ যুক্ত ব্যক্তিদের প্রতিক্রিয়ার অভাবে সালফার ও সোরিনাম। প্রমেহবিষযুক্ত ব্যক্তিদের প্রতিক্রিয়ার অভাবে মেডোরিনাম। মোটা ঢেব ঢেবে ব্যক্তিদের প্রতিক্রিয়ার অভাবে ক্যাপসিকাম। মোহাচ্ছন্ন ও নিশ্চেষ্ট ভাব যুক্ত ব্যক্তিদের প্রতিক্রিয়ায় ওপিয়াম। স্নায়ু পীড়া যুক্ত ব্যক্তিদের প্রতিক্রিয়ায় ভ্যালেরিয়ানা। জিংক এবং এম্ব্রা গ্রিসিয়া। অংগ প্রত্যংগ শীতল বরফের মত ঠান্ডা হলে এবং নিঃশ্বাস পর্যন্ত ঠান্ডা হলে কার্বোভেজ বিশেষ উপকারী।

লিডাম প্যালেষ্টার (Ledum Palustre)

পরিচয়—অপর নাম এ্যান্থস সিলভেষ্ট্রীস, বন্য রোজ মেরী ইত্যাদি। ইহা এক প্রকার বন্য জাতীয় গুল্ম বিশেষ। এই গুল্ম হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—বাত রোগে গেটে বাত রোগে আক্রান্ত রোগীদের পক্ষে ইহা অধিক ফলদায়ক। আক্রান্ত যন্ত্রের ক্রিয়াগত বেদনা হতে আরম্ভ করে মূত্রের দোষ এবং বিধান তন্তুতে শক্ত পদার্থ সঞ্চয় পর্যন্ত পূর্ব প্রকার বাত রোগ গ্রস্ত ব্যক্তির সর্ববিধ উপদ্রবে উপযোগী। লিডামের বাত পদতল হতে আরম্ভ হয়ে উপর দিকে উঠতে থাকে। ইহা কীট পতংগ দংশনের প্রতিষেধক। রোগীর স্বাভাবিক দৈহিক উত্তাপের অভাব থাকে। কোন কিছু ফুটে যাবার মত ক্ষত অর্থাৎ যে সকল ক্ষত কোন ছুঁচাল যন্ত্র দ্বারা ব্যবহার করা হয়ে থাকে অথবা কীট পতংগের কামড়ে হয়ে থাকে তাতে ইহা খুবই উপকারী বিশেষ করে ঐ ক্ষত স্থান যদি শীতল হয় তবে লিডামই উপযুক্ত। ক্ষত স্থানের নিকটবর্তী স্থানে মাংস পেশী সমূহ খিচুনি সহ ধনুষ্টঙ্কার রোগে Q উপকারী।

লক্ষণ বৈশিষ্ট্য—(১) বাত কিম্বা গেটে বাত পা হতে আরম্ভ হয়ে ক্রমশ উপর দিকে পরিচালিত হয় কিন্তু উপর হতে নিচের দিকে নামলে কালমিয়া। গাঁটে নোডস্ (Gouty-stone), বাম কাঁধ ও ডান উরু সন্ধি আক্রান্ত, আক্রান্ত অংশ সরু হয়। (২) রোগী সর্বদাই শরীরে ঠান্ডা ও শীত শীত ভাব অনুভব করে। শরীরের তাপমাত্রা কম, আক্রান্ত অংশে হাত দিলে ঠান্ডা বোধ হয়। (৩) খুব ঠান্ডা বা বরফ জলে বাতাক্রান্ত পা ডুবালে যন্ত্রণার উপশম হয়। বিছানার গরমে বা নড়াচড়ায় যন্ত্রণার বৃদ্ধি। (৪) চোখে বা চোখের পাতায় আঘাতের জন্য কালোশিরা। (৫) পায়ের তলা খুব চুলকায়। (৬) সুচাল অস্ত্রে ও পেরেক ইত্যাদিতে কোন স্থানে ফুটে গিয়ে বা কেটে গিয়ে ক্ষত সৃষ্টি। (৭) কোন স্থানের হাড় আহত হয়ে অনেক দিন পর্যন্ত জোড়া না লাগা এবং সেই স্থান কালো নীলবর্ণ হয়ে যাওয়া। (৮) ইদুর, বোলতা ও মশার কামড়ে ইহা বিশেষ উপকারী।

রোগ ও চিকিৎসা—বাত রোগ—নূতন বা পুরাতন উভয় প্রকার বাতেই Q উপকারী। তরুণ বাত রোগে গাঁট ফোলে, আক্রান্ত স্থান গরম হয় কিন্তু ততটা লালবর্ণ হয় না বরং ফ্যাকাসে দেখায়। লিডামের যন্ত্রণা উত্তাপে বৃদ্ধি পায় এবং ঠান্ডায় উপশম হয়। বেদনার প্রকৃতি যেন খোঁচা মারে ও দপদপ করে এবং সামান্য নড়াচড়া করলেই বৃদ্ধি পায়। মদ্যপায়ীদের বাত রোগে ইহা অধিক উপকারী। বেদনা নিম্ন অংগ হতে উর্ধাংগে পরিচালিত হয়। বেদনা স্থান পরির্তন করে, এক গাঁট হতে অন্য গাঁট, এক পার্শ্ব হতে অন্য পার্শ্ব আক্রান্ত হয়। হাঁটুর সাইনু ভাইটিসে এবং বাতে Q উপকারী। পুরাতন বাতে লিডাম Q ভাল কাজ করে। ইহাতেও লিডামের তরুণ পীড়ার উপসর্গসমূহের ন্যায় গাঁটের ফোলা এবং বিছানার গরমে রোগ লক্ষণ বৃদ্ধি। বেদনা ও ফোলা—পায়ের গাঁট হতে আরম্ভ হয়ে ক্রমশ উর্ধ্ব দিকে প্রসারিত হয়। পায়ের গাটগুলো খুব ফোলে, আংগুলে বেদনা হয় পায়ের তলায় অত্যন্ত বেদনা থাকে ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে লিডাম Q ম্যাজিকের মত কাজ করে এবং আরোগ্য লাভ করে।

আঘাত জনিত বেদনা—আঘাত জনিত সর্ব প্রকার বেদনায় লিডাম উপকারী। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে আঘাত জনিত বেদনায় প্রথমে আর্নিকা প্রয়োগ করে কিছুটা উপশম হয় কিন্তু শেষে আর উপকার করে না এইসব ক্ষেত্রে আর্নিকার পরে লিডাম ব্যবহার করলে বেদনা সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এই ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে খোঁচা, পেরেক, সূচবিদ্ধ হলে লিডাম। কাটা ফুটলে এনাগেলিস। ইদুর বোলতা ভিমরুল ইত্যাদি দংশনে লিডাম। শরীরের স্নায়ুতে আঘাত লাগলে হাইপেরিকাম। অস্থি আবরণে আঘাত লাগলে রুটা। থেৎলে গেলে লিডাম উপকারী।

রক্ত স্রাব—জরায়ুতে অর্বুদ হয়ে রক্ত স্রাব হলে লিডাম Q উপকারী। মাতাল বা বাত গ্রস্ত ব্যক্তিদের মুখ দিয়ে রক্ত উঠলে এবং সেই রক্ত যদি ঘোর লাল তৎসহ ফেনা থাকে তবে লিডাম ফলপ্রদ।

চুলকানি—পায়ের তলায় এবং গোড়ালিতে ভীষণ চুলকানি। চুলকালে এবং বিছানার গরমে চুলকানি আরো বৃদ্ধি পায় ইত্যাদি ক্ষেত্রে লিডাম Q উপকারী। এছাড়া চোখের পীড়ায়, চোখে কামড়ানি ব্যথা, কনজাংটাইভা, চোখে আঘাত, বাত গ্রস্ত ব্যক্তির চোখে ছানি, শ্বাস যন্ত্রের পীড়ায়, কাশির সহিত রক্ত উঠে শ্বাসকষ্ট, হুপিংকাশিতে আক্ষেপ ইত্যাদি ক্ষেত্রে লিডাম উপকারী। কপালের উপর বয়ব্রণ এবং উহাতে বেদনা হলে এই ঔষধ ব্যবহার করা উচিত। গুহ্যদ্বার ফাটা ও অর্শ্ব বলিতেও ইহার Q উপকারী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

লেম্‌না মাইনর (Lemna Minor)

পরিচয়—অপর নাম ডাক উইড। আমেরিকার পুকুর ও হ্রদে এক প্রকার শেওলা জাতীয় গুল্ম জন্মে। ইহাকে হংস গুল্মও বলে। এই গুল্ম হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—ইহার Q সর্দির একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার প্রধান ক্রিয়া নাসারন্ধ্রের উপর। নাকের বহুপাদ রোগ, নাসারন্ধ্রের মধ্যবর্তী অস্থির স্ফীতি। ক্ষয়জাত নাসিকা প্রদাহ, নাসারন্ধ্রের জন্য হাঁপানি, স্যাঁতসেঁতে ঋতুতে বৃদ্ধি।

নাকের পীড়া—নাক দুর্গন্ধ যুক্ত, ঘ্রাণশক্তির লোপ। মামড়ী, শ্লেষ্মা, পুঁজ মিশ্রিত প্রচুর নাসাস্রাব। নাসারন্ধ্রের পশ্চাৎ হতে গলমধ্যে শ্লেষ্মা স্রাব। বেদনা নাক হতে কান পর্যন্ত প্রসারিত। নাক সর্বদাই অবরুদ্ধ হয়ে থাকে। নাসরন্ধ্রের অভ্যন্তর এবং গলমধ্যে শুষ্কতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q অব্যর্থ। এছাড়া ঘুম হতে উঠলে মুখে পচা স্বাদ। শ্বাসনালী ও গলকোষের শুষ্কতা। সশব্দে উদরাময়ের মতো বাহ্যের প্রবণতা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও Q ভাল কাজ করে। বর্ষাকালে বা খুব বেশী বৃষ্টির দিনে রোগ লক্ষণ বৃদ্ধি।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

লেপটেনড্রা ভারজিনিকা (Leptandra Virginica)

পরিচয়—ইহার অপর নাম ভেরেনিকা ভারজিনিকা, ক্যালিষ্টেকিয়া ভারজিনিকা, ইউষ্টেকি এলবা, স্ম্যাক রুট, কালভার্সরুট। আমেরিকার এক প্রকার বাৎসরিক গুল্ম। এই গুল্ম হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—লিভার বিকৃতি, লিভারের টাটানি বেদনা, অধিক পরিমাণে কালো আলকাতরার মত রঙের দুর্গন্ধ যুক্ত মল। কোন পীড়ায় মলের এই প্রকার লক্ষণ পেলেই সর্বাগ্রে ইহার Q ব্যবহার করা প্রয়োজন। মলের রঙ কাদার রঙের মত হলেও ইহাতে উপকার যকৃতের, একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ তৎসহ পাড়ুরোগ এবং আলকাতরার মত মল ইহার প্রধান লক্ষণ। পিত্তপ্রধান অবস্থা, ফুসফুসের রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া দুর্বল, ম্যালেরিয়া রোগ জীবাণু ব্যক্তি।

লক্ষণ বৈশিষ্ট্য—(১) লিভার বিকৃতি, আলকাতরার মত ঘোর কালো বর্ণের আঠার মত চটচটে মল। (২) পিত্ত ধাতু, পিত্ত বিকৃতি জনিত শিরঃপীড়া, কোষ্ঠ কাঠিন্য, মুখে তিক্ত আস্বাদ। (৩) জন্ডিস রোগ তৎসহ কাদার মত বর্ণের মল। (৪) পৈত্তিক জ্বর, লিভারের পুরাতন প্রায় সকল রকম পীড়া। (৫) পেটে কামড়ানি ব্যথা কিন্তু কুন্থন নেই। আমাশয় হোক, উদরাময় হোক, সবিরাম, অবিরাম বাত শ্লেষ্মা ইত্যাদি যে কোন প্রকার জ্বর হোক না কেন ইহার সহিত আলকাতরার মত কালো মল থাকলে ইহার Q প্রয়োগ করলে উপকার পাওয়া যায়।

লিভারের পীড়া—পিত্তকোষে এবং লিভারের স্থানে অত্যন্ত টাটানি ব্যথা এবং সেই বেদনা পিঠ পর্যন্ত প্রসারিত, অল্প অল্প সর্বদাই কামড়ানি ব্যথা, লিভারের অত্যধিক রক্ত সঞ্চয় এই জন্য লিভারের স্থানে ও পেটে জ্বালা, পিত্ত বমন, জিহ্বায় কালো বা হরিদ্রাবর্ণের প্রলেপ, কালো রঙের বাহ্য, বাহ্যের পর পেটে অত্যন্ত কামড়ানি ব্যথা, নাভীর স্থানে কলিকের মত বেদনা, কালো রঙের প্রস্রাব, বাম কাঁধে ও হাতে বেদনা ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে Q অত্যন্ত উপকারী।

অর্শ—রক্ত স্রাবীয় অর্শে ইহার Q উপকারী। অর্শরোগ সহ গুহ্য দ্বারের বহি নির্গমন, গুহ্য দ্বার পথে রক্ত স্রাব, কপালে বেদনা, মাথা ঘোরা, চোখে বেদনা বোধ।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে সামান্য জলের সংগে দিনে ৪ বার সেব্য।

লিউকাস এসপেরা (Leucus Aspera)

পরিচয়—বাংলায় ইহাকে দন্ড কলস বলে। আমাদের দেশে মাঠে ঘাটে এই গাছগুলো জন্মে। সাদা সাদা ফুল হয় পাতার রসে এক প্রকার উগ্র গন্ধ বের হয়। হোমিওপ্যাথি মতে ইহা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—ইহার পাতার রস রুচি আনে। বহুদিন জ্বর ভোগের পর মুখে অরুচি ভাব দেখা দেয় তখন ইহার Q নিয়মিত কয়েকদিন সেবন করলে মুখে রুচি আনে। ইহার প্লীহা সংযুক্ত পুরাতন ম্যালেরিয়া, হাঁপানি পীড়া, সর্দিকাশি ও পিত্ত জনিত কতগুলো রোগে ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়। সর্পাঘাতে ইহার Q, ২০/৩০ ফোঁটা মাত্রায় আধঘন্টা অন্তর সেবন করালে অনেক ক্ষেত্রে রোগীর জীবন রক্ষা পায়। রোগীর যদি গিলবার ক্ষমতা না থাকে তবে ঔষধ কানের মধ্য দিয়ে ফোঁটা করে ঢেলে দিলেও হবে অথবা হাইপোডার্মি পিচকারী দ্বারা ইনজেকশান প্রয়োগ করা যায়। ডাঃ খোরী ইহাকে কামলা, কাশি এবং আন্ত্রিক সর্দি রোগে ব্যবহার করার উপদেশ দেন। চর্মরোগে ইহার Q বাহ্যিক ব্যবহার করলে উপকার। কাঁকড়া বিছা দংশনে ইহার Q বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ ব্যবহার অতি শিঘ্র উপশম দান করে। রক্ত আমাশয়ে ঔষধটি ফলপ্রদ। ইহার Q গায়ে মেখে স্নান করলে চুলকানির উপকার হয়। জন্ডিসের রোগে Q ভাল কাজ করে।

মাত্রা—Q বা ১x শক্তি ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

লায়েট্রিস স্পাইকেটা (Liatris Spicata)

পরিচয়—অপর নাম কলিকরুট, সেরাটুলা ইত্যাদি। আমেরিকার এক প্রকার বাৎসরিক গুল্ম হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—স্থানীয় শোথ, সর্বাংগীন শোথ, সমস্ত শরীর ফোলা এমত অবস্থায় Q ব্যবহার করলে প্রস্রাবের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়ে শোথ রোগের আরোগ্য

করে। শোথ রোগেই ইহার যথেষ্ট উপকারিতা। উদরাময় সহ শোথ রোগে এসিড এসেট উপকারী বেশী। প্লীহা ও লিভার রোগযুক্ত শোথ, মূত্রগ্রন্থির প্রদাহ জাত শোথ ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q ভাল কাজ করে। এমত অবস্থায় যদি মূত্ররোধ দেখা যায় তবে ইহা অব্যর্থ। হৃদযন্ত্র ও মূত্রগ্রন্থির পীড়া হতে সর্বাঙ্গীন শোথ। উদরাময় তৎসহ তীব্র মলবেগ এবং পিঠের নিম্নাংশে বেদনা, শূল রোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার Q উপযোগী। ইহা একটি দ্রুত মূত্র কারক ঔষধ। ইহার Q বাহ্যিক ভাবে ক্ষত ও পচা ক্ষতে ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে দু ঘন্টা অন্তর সেব্য।

লিলিয়াম টিগ্রিনাম (Lilium Tigrinum)

পরিচয়—অপর নাম টাইগার লিলি। ইহা জাপান ও চীন দেশীয় উদ্ভিদ বিশেষ। ইহা বাগানে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। এই জিনিস হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—বস্তি প্রদেশের যন্ত্র সমূহের উপর ইহা বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ করে। জরায়ু ডিম্বকোষের উপরও ইহা বিশেষ ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। হৃদযন্ত্রের উপরও ইহা ভাল কাজ করে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানের বেদনায় এবং সন্ধিবাত বেদনায় Q উপকারী। পরীক্ষা করে পাওয়া গেছে যে ঔষধটি ডিম্বকোষ, জরায়ু এবং হৃদযন্ত্রের উপরই অধিক ক্রিয়াশীল। ইহার মানসিক লক্ষণগুলো অনেকটা পালসেটিলার মত।

লক্ষণ বৈশিষ্ট্য—(১) জরায়ু ও ডিম্বকোষের স্ফীতি, জরায়ু মনে হয় নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। পুরাতন জরায়ু প্রদাহ, প্রসবের পর জরায়ু স্বাভাবিক আকারে না আসা, শ্বেতপ্রদর, ডিম্ব কোষের স্নায়ুশূল বেদনা। (২) ডিম্ব কোষের পীড়া সহ হৃৎপিন্ডের কতিপয় রোগ এবং উপসর্গ, হৃৎপিন্ডের মধ্যে কি যেন ঝটপট করে, বুকের মধ্যে ধড়ফড়ানি, মনে হয় যেন কেহ হৃদপিন্ড জোরে চেপে ধরছে আবার ছেড়ে দিচ্ছে। (৩) সমস্ত শরীরে স্পন্দন অনুভব, শরীর ভারী বোধ হয় যেন ফুলে গেছে। (৪) অনবরত বাহ্য ও প্রস্রাবের বেগ। (৫) কোন সংকীর্ণ স্থানে এবং স্থান জুড়ে বেদনা।

রোগ চিকিৎসা—রজোস্রাব—লিলিয়ামে চলাফেরা করলে ঋতুস্রাব নির্গত হয়, শুয়ে অল্প বসে থাকলে স্রাব বন্ধ হয়। স্রাব অতি অল্প, রঙ কালচে এবং দুর্গন্ধ যুক্ত এইসব লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে Q অপরিহার্য।

হৃদরোগে—ইহা হৃদরোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। জরায়ুর কোন প্রকার রোগের সঙ্গে যদি হৃদপিন্ডের বেদনা, বুক ধড়ফড়ানি, মনে হয় হৃদযন্ত্রটি একবার চেপে ধরছে আবার ছাড়ছে ইত্যাদি লক্ষণ থাকলে ইহার Q প্রযোজ্য। জরায়ুর কোন প্রকার রোগের সঙ্গে হৃদযন্ত্রের গোলযোগ থাকলে অব্যর্থ।

উদরাময়—জরায়ুর কোন প্রকার রোগের সঙ্গে রমণীদের প্রাতঃকালীন উদরাময় তৎসহ হলদে বর্ণের পিত্ত যুক্ত পাতলা বাহ্য হলে Q উপকারী।

স্ত্রী রোগ—রমণীদের কোন কোন রোগে সিপিয়া এবং লিলিয়াম এই দুটি ঔষধের লক্ষণাবলী প্রায়ই এক প্রকার। রোগিণী মনে করে তার তলপেটের অভ্যন্তরস্থ পদার্থ সকল যেন যোনিদ্বার দিয়ে বের হয়ে পড়বে এই জন্য পায়ের উপর পা দিয়ে চেপে বসে। জরায়ুর স্থানচ্যুতি অথবা নাভিটলা ইত্যাদি রোগে Q অব্যর্থ। জরায়ু, মূত্রথলী, মলদ্বারে চাপ দেওয়া, অনবরত বাহ্যের বেগ আসা ইত্যাদি লক্ষণে Q উপযোগী। ঋতু নিয়মিত সময়ের পূর্বে, সামান্য মাত্র, কালো চাপ চাপ, দুর্গন্ধ যুক্ত রক্ত স্রাব, স্রাব কেবলমাত্র চলাফেরা করার সময়। নিচের দিকে ঠেলা মারা বেদনা তৎসহ মল বেগ, মনে হয় যেন তল পেটের যন্ত্রগুলো বের হয়ে পড়বে। বিশ্রামকালে ঋতুস্রাব বন্ধ থাকে, জরায়ুতে রক্ত সঞ্চয়, জরায়ু নির্গমন, জরায়ু সম্মুখ দিকে আবর্তন, সর্বদাই জরায়ু চেপে ধরার প্রবৃত্তি, ডিম্বকোষে বেদনা। ক্ষতকর বাদামী বর্ণের প্রদর স্রাব, যোনি ওষ্ঠে চিড়িকমারা বেদনা। জরায়ু স্থানে স্ফীতি বোধ, ভগস্থানে চুলকানি ইত্যাদিতে Q প্রযোজ্য।

অংগ-প্রত্যংগের বেদনা—অসমতল জমিতে হাটতে পারে না, পিঠে ও মেরুদন্ডে বেদনা, রোগী কাঁপে। ডান উরুতে বেদনা, পা কামড়ায়, হাত পা জ্বালা করে। উঁচু নীচু জমিতে আদৌ হাঁটতে পারে না। হাতের আঙ্গুলে খোঁচামারা বেদনা, ডান বাহু ও কটিদেশে বেদনা, গুলফ সন্ধিতে বেদনা। হাতের তালু ও পায়ের তলে জ্বালা ইত্যাদি লক্ষণে Q খুব ভাল কাজ করে। ভাল ঘুম হয় না, খারাপ স্বপ্ন দেখে, মস্তকে অস্বস্তির জন্য ঘুমাতে পারে না।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৪ বার সেব্য।

লোবিলিয়া ইনফ্লেটা (Lobelia Infleta)

পরিচয়—ইন্ডিয়ান টোব্যাকো। তামাক। এই গাছড়া প্রতি বছর জন্মে। ইহাতে বহু পরিমাণ শাখা-প্রশাখা ও পুষ্প হয়। এই গাছড়া হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—যে সকল স্নায়ু দ্বারা ধমনী ও শিরার সংকোচন ও প্রসারণ কার্য সম্পন্ন হয় তাদের পক্ষে ইহা উত্তেজক ঔষধ। সর্ব প্রকার দৈহিক কার্যের সহায়তা করে। ইহার শক্তি সাধারণতঃ ফুসফুস পাকাশয়িক স্নায়ুমন্ডলের উপর ব্যয় হয়, সর্ব প্রকার অবসন্ন এবং শিথিল অবস্থায় সৃষ্টি করে ফলে বুকে এবং উদরোর্ধে চাপ বোধ হয়, শ্বাস ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে, বমি বমি ভাব ইত্যাদি লক্ষণ সৃষ্টি হয়। অবসাদ, পেশীর শিথিলতা, গা বমি বমি, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগ লক্ষণে ইহার Q খুব উপকারী। হাঁপানি ও পাকাশয়িক রোগেও উপকারী।

ফর্সা ও মোটা ব্যক্তিদের পক্ষে ইহা অধিক উপযোগী। স্রাব লোপ পেয়ে কোন পীড়া, ডিপথিরিয়া, সর্দিজ ন্যাবা রোগেও ইহার Q প্রযোজ্য।

লক্ষণ বৈশিষ্ট্য—(১) আক্ষেপিক হাঁপানি কাশি, হুপিং কফ তৎসহ দম বন্ধের মত হওয়া ও শ্বাস কষ্ট। (১) পরিপাক শক্তির গোলযোগ সহ অত্যধিক গা বমি বমি ভাব ও বমি। (৩) গ্যাষ্ট্রিক লক্ষণসহ শিরঃপীড়া। (৪) কমলালেবুর রঙের মতন প্রস্রাব তাতে লাল বর্ণের তলানি পড়ে। (৫) বুকের মধ্যে সংকোচ ভাবের বেদনা তাতে শ্বাস কষ্ট, বুকে যেন কোন ভারী বস্তু চাপান আছে এমন অনুভব। (৬) পাছার হাড়ে (স্যাক্রাম অস্থিতে) বেদনা ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে Q খুবই উপকারী।

রোগ ও চিকিৎসা—শ্বাস যন্ত্রের পীড়া—বক্ষের সংকোচন হেতু শ্বাস কষ্ট, সামান্য পরিশ্রমে বৃদ্ধি। বুকে চাপ বোধ। ব্রংকাইটিস, ঘুংড়ি, হাঁপানি কাশি প্রভৃতি ফুসফুসের আরো কয়েকটি রোগে রোগীর বুকে অত্যন্ত ভারী বোধ করে, মনে হয় দেহের রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে সমস্ত রক্ত যেন বুকে জমে আছে, শ্বাস বন্ধের উপক্রম ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী। রোগী মনে করে গলায় যেন কিসের একটা চাপ আটকে আছে সেইজন্য শ্বাস ফেলিতে কষ্ট হয় তৎসহ বমি বমি ভাব এমত অবস্থায় Q অব্যর্থ।

স্যাক্রাম অস্থিতে বেদনা—পাছার হাড়ের বেদনায়, সামান্য স্পর্শে বৃদ্ধি, সম্মুখ দিকে ঝুঁকে বসে ইত্যাদি লক্ষণে Q অপরিহার্য। গর্ভাবস্থায় গা বমি বমি ভাবে Q অব্যর্থ।

পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগ—অম্লত্ব, বায়ু সঞ্চয়, আহারের পর শ্বাস কষ্ট, বুকে জ্বালাপোড়া ভাব তৎসহ প্রচুর লালাস্রাবী। গা বমি বমি ভাব ও বমি, প্রাতঃকালীন বমি, প্রচুর লালা স্রাব সহ যথেষ্ট ক্ষুধা, প্রচুর ঘাম ও অবসাদ। কটু জ্বালাকর স্বাদ, উদর স্ফীত ইত্যাদি লক্ষণে Q উপযোগী। মুখে প্রচুর লাল স্রাব, কটু জ্বালাকর স্বাদ, পারদের মত স্বাদ, চটচটে শ্লেষ্মা, জিহ্বা সাদা ময়লার প্রলেপ ইত্যাদি লক্ষণসহ পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগে Q মহা উপকারী।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৪ বার সেব্য।

লুফা এমেরা (Luffa Amera)

পরিচয়—ইহার বাংলা নাম ধুঁদোল বা তিৎপোল্লা। ঝিঙা জাতীয় এক প্রকার ফল। আমাদের দেশে ইহা তরকারী হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ইহা হতে হোমিওপ্যাথিক মতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—অত্যন্ত ভেদ বমি, মাথা ব্যথা, পিপাসা যুক্ত প্রাতঃকালীন সবিরাম জ্বর, বর্ধিত প্লীহা এবং লিভারের বেদনা প্রভৃতি রোগে ইহার Q উপকারী। বমি, ভীষণ বমি, মনে হয় পেটের নাড়ী উপড়ে চলে আসছে এমত

লক্ষণে ইপিকাক যদি উপকার না করে তবে ইহার Q ব্যবহার করলে উপকার হবেই। ইহা কলেরা সদৃশ "কলেরিণ" রোগে অব্যর্থ।

মাত্রা—Q ১০/১৫ ফোঁটা মাত্রায় প্রতি দুই ঘন্টা অন্তর সেব্য।

লুফা বিন্ডাল (Luffa Bindal)

পরিচয়—ইহার অপর নাম ঘোষালতা বা কোষাতকী। ইহা বিল্ব জাতীয় গাছ। ঘোষার পাতা, ডাঁটা, ফল অত্যন্ত তিক্ত। ইহা হতে মাদার টিংচার তৈরী হয়।

উপকারিতা—ইহা একটি উৎকৃষ্ট প্লীহার ঔষধ। ইহার শুষ্ক লতা ও ফল কিছু নিয়ে থেঁতো করে রাত্রে ভিজিয়ে ভোরে ছেঁকে খালি পেটে খেলে অনেকবার বাহ্য বমি হয়ে প্লীহা কমে যায় এবং জ্বর আরোগ্য হয়। কলিকাতার প্রখ্যাত ডাঃ হেমচন্দ্র সেন বলেছেন—এই গাছের ডাঁটা পাতা ও ফল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করে প্লীহা যকৃৎ বৃদ্ধি সহ শোথ রোগে ব্যবহার করে যথেষ্ট উপকার পেয়েছেন। প্লীহা যকৃৎ বৃদ্ধি সহ উদরী রোগে ইহা ব্যবহার করে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়। পুরাতন সর্দি রোগে, সামান্য কারণে প্রায়ই সর্দি দেখা যায় এবং ইহা সহজে সারে না এই ক্ষেত্রে ইহার Q, বা ২x শক্তি ব্যবহার করলে খুব উপকার পাওয়া যায়।

মাত্রা—Q বা ২x ১০/১২ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য।

লিউপুলাস (Lupulus)

পরিচয়—ইহার অপর নাম হপ্‌স, হিউমুলাস, হপ ডাইন, হিউমুলাস-লিউপিউলাস ইত্যাদি। ইউরোপের একপ্রকার লতা জাতীয় গাছ। এই লতা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়। এই সময় মদ প্রস্তুত করার জন্য এই জাতীয় লতার প্রচুর আবাদ করা হোত।

উপকারিতা—পুং জনন ইন্দ্রিয়ের দুর্বলতা এবং শিশুদের জন্ডিস রোগে ইহার Q উপকারী। বাহ্য বা প্রস্রাবের সময় কুন্থন দিলে শুক্রক্ষরণ, ইন্দ্রিয় ও ধাতু দুর্বলতা, অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক লিঙ্গ উদ্রেক, হস্ত মৈথুনের পর লিঙ্গ উদ্রেক, মূত্রনালির মধ্যে জ্বালাপোড়া প্রভৃতি লক্ষণে Q উপকার করে। টার্নেরা ঔষধেও উপকার হয়। অত্যন্ত ইন্দ্রিয় চরিতার্থের পরবর্তী স্নায়ুমন্ডলের শিথিলতা তৎসহ বমি বমি ভাব, মাথা ঘোরা, মূত্র পথে জ্বালা, মাংস পেশীতে টান পড়া ভাব, স্নায়বিক কম্পন ইত্যাদিতে Q খুব ভাল কাজ করে।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

লাইকোপার্সিকাম সোলেনাম (Lycopersicum Solanum)

পরিচয়—ইহার বাংলা নাম প্রেম আঁতা, বিলাতি বেগুন, টমেটো ইত্যাদি। ইহার ফলগুলো দেখতে সুন্দর কমলা বর্ণের গোল আলুর মত। আমাদের দেশে এবং পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই ইহা পাওয়া যায়। এই গাছ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—বাত এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা ইহার বিশেষ লক্ষণ। সর্বাঙ্গে প্রবল কামড়ানি ব্যথা, ইনফ্লুয়েঞ্জার পরে ব্যথাটি থেকে যায়। মস্তকে সর্বদাই প্রবল রক্তাধিক্য লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়, টাইফয়েড জ্বরের লক্ষণ, বার বার মূত্র বেগ এবং প্রচুর জলের মত উদরাময়। সমস্ত শরীরের কামড়ানি বেদনা, পশ্চাৎ মাথায় বেদনা আরম্ভ হয়ে সমস্ত শরীরের বিস্তৃত। মাথার বেদনা কম হবার পর বোধ হয় যেন মাথা কেহ থেৎলে দিয়েছে, উক্ত প্রকার ব্যথা সমস্ত মাথায় অনুভব, গলা ধরা, গলার স্বরের বিকৃতি, রাত্রে প্রবল শুষ্ক আপেক্ষিক কাশি, রাত্রে ঘুম হয় না, কোমরে বেদনা, ডান দিকের কাঁধের পেশীতে ও বুকের পেশ্রীতে তীক্ষ্ণ বেদনা, ডান হাতের মধ্যস্থলে খুব ভিতরে বেদনা, ডান কনুই, কব্জি এবং দুই হাতে বাতের বেদনা ইত্যাদি কতিপয় প্রকারের বেদনায় এবং সম্মুখ বাহুর স্নায়ুর মধ্যে বিদ্ধ করার মত একপ্রকার বেদনায় ইহা উপকারী। নিম্নাঙ্গে প্রবল কামড়ানি, ডান জংঘার স্নায়ুশূল, ডান বাহুর দীর্ঘাস্থির স্নায়ু বরাবর ঝিম ঝিম ভাব, শুষ্ক খকখক করে রাত্রি কালে কাশি, বুকে চাপ বোধ, নাক দিয়ে প্রচুর সর্দি স্রাব উহা গন্ডদেশ পর্যন্ত গড়িয়ে পড়ে। নাসিকার অভ্যন্তর ভাগে জ্বালাপোড়া এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট, ধুলা প্রবেশ করলে বৃদ্ধি, ঘরের মধ্যে থাকলে উপশম, চোখের চারিদিকে বেদনা এবং চোখ ছলছল করে ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে ইহার Q অব্যর্থ।

মাত্রা—Q ৬/৭ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

লাইকোপোডিয়াম ক্লাভেটাম (Lycopodium Clavatum)

পরিচয়—অপর নাম লাইকো ক্লেভেটাম, ক্লাবমস, ষ্ট্যাগ হর্ণ ইত্যাদি। ইহা এক প্রকার পার্বত্য শৈবাল জাতীয় মস। লাইকোপোডিয়াম মস লতার যে শাখা সমস্ত নির্গত হয় উহার গায়ে ধানের খোসার ন্যায় এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আধার জন্মে, ইহার নাম স্পাইক। এই স্পাইকের অভ্যন্তরে এক প্রকার চূর্ণবৎ রেণু জন্মে, ইহাকে স্পরিউলাস বলে। এই চূর্ণবৎ রেণুই লাইকোপোডিয়াম নামক মহা ঔষধ। ইহা হতেই মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

লক্ষণ বৈশিষ্ট্য—(১) বিকাল ৪টা হতে ৮টার মধ্যে রোগ লক্ষণ বৃদ্ধি। (২) অম্ল পিত্ত ও অজীর্ণ রোগে—পেটে বায়ু জমা, পেট ফোলা, পেট ডাকা, অম্লহেতু বুক জ্বালা, মুখে টক জল উঠা, টক বমি, টক ঢেকুর। (৩) অতিরিক্ত ক্ষুধা বা ক্ষুধাহীনতা, দু এক গ্রাস খাবার পরই পেট ফোলা, পেট দম দম

দম করা। (৪) দেহের উপরাংশে শীর্ণ নিম্নাংশ ফোলা। (৫) প্রস্রাবের তলানি লাল বর্ণ ইটের গুঁড়ার মত, কাপড়ে লাগলে হলদে লাল রঙের ছোপ পড়ে। (৬) দিন রাত শুষ্ক কাশি তৎসহ শরীরের ক্ষয় এবং দুর্বলতা। (৭) অতিরিক্ত হস্তমৈথুন বা শুক্রনাশ হেতু ধ্বজভঙ্গ। (৮) সংগমের সময় ও পরে জ্বালা, যোনি শুষ্ক। (৯) প্রতিবার মল ত্যাগের সময় জনন ইন্দ্রিয় হতে রক্ত স্রাব ইত্যাদি লক্ষণ। স্মরণ রাখতে হবে যে সকল ক্ষেত্রে লাইকোপোডিয়াম নির্বাচিত হবে তার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই মূত্রযন্ত্র অথবা পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগ লক্ষিত হবেই।

রোগ ও চিকিৎসা—সর্দি, কাশি—বুক সর্দি পূর্ণ, ফুসফুস পরীক্ষা করলে কোকিলের কুহু স্বরের মত এক প্রকার শব্দ শোনা যায়, গলা ঘড় ঘড় করে, শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হয়, ছোট ছোট শিশুদের নাক সর্দিতে পূর্ণ এবং নাক অবরুদ্ধ থাকে, নাকের পাখা উঠা পড়া করে ইত্যাদি লক্ষণ ক্ষেত্রে Q বিশেষ উপকারী।

ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিস—সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কৈশিক নালীর প্রদাহ। এই রোগে যখন ডান দিকের ফুসফুস অধিক আক্রান্ত হয় এবং বুক পরীক্ষায় সর্দির ঘড় ঘড় শব্দ পাওয়া যায়, প্রচুর পরিমাণে হরিদ্রা বর্ণের গয়ার উঠে তৎসহ জ্বর থাকে এবং ঐ জ্বর বিকাল ৪টা হতে ৯টার মধ্যে আসে এবং বৃদ্ধি পায় তখন ইহার Q অব্যর্থ। ইহা এক প্রকার শুষ্ক কাশিতেও উপকারী, রোগী দিন রাত কাশে, কাশতে কাশতে বেদনা হয়, গলা সুড় সুড় করে, কখনো কখনো গয়ার উঠে না আবার অনেক সময় প্রচুর পরিমাণে হরিদ্রা বর্ণের গয়ার উঠে, পুঁজের মত বা রক্তের ছিট মিশ্রিত থাকে, সন্ধ্যার পরই কাশির বৃদ্ধি, কখনো কখনো দেখা যায় কাশি একদিন খুব বেশি আবার একদিন কম ইত্যাদি ক্ষেত্রেও লাইকো Q উপকারী।

নিউমোনিয়া—এই রোগের ইহা পরম উপকারী। রোগী চিৎ হয়ে শুলে প্রত্যেকবার নিশ্বাস গ্রহণের সময় নাকের ডগার দুই পার্শ্ব ফুলে উঠে। প্রচুর পরিমাণে গয়ার উঠে কিন্তু শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট দূর হয় না। কাশতে কাশতে গয়ার তুলতে পারে না। রোগ লক্ষণ বৈকালে ৪টা হতে ৮টা পর্যন্ত বৃদ্ধি। গয়ার কখনো কখনো নোনা স্বাদ অথবা দুর্গন্ধ যুক্ত, ফুসফুসে পুঁজ হবার উপক্রম ইত্যাদি লক্ষণে Q প্রযোজ্য।

অজীর্ণ রোগ—টক ঢেকুর, পেটে জ্বালা পোড়া, পেট ফোলা, পেট ফাঁপা, কোন কিছু খেয়ে হজম করতে পারে না, তরল ভিন্ন অন্য কোন খাদ্য গ্রহণ করলেই পেটের বেদনা হয়, বমি হয়, ঢেকুর পূর্ণ ভাবে উত্থিত হয় না, কেবলমাত্র গলা পর্যন্ত উঠে গলা জ্বলে, মুখে জল উঠে ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q খুব ভাল কাজ করে। তরল মলের সঙ্গে কঠিন মল মিশ্রিত থাকে, পেটে কিছুমাত্র বেদনা থাকে না এমন লক্ষণ যুক্ত উদরাময়, বিকাল ৪টা হতে ৮টার মধ্যে বৃদ্ধি

ইত্যাদিতে Q উপকারী। বেশ ক্ষুধা হয় কিন্তু ২/১ গ্রাস খেলেই পেট ফুলে উঠে, ক্ষুধা লোপ পায়, রোগী মনে করে গলায় গলায় আহার করছে আর খেলেই বমি হবে ইত্যাদি ক্ষেত্রেও Q ফলপ্রদ।

পেট ফাঁপা—পেটে অধিক পরিমাণে বায়ু জমে পেট ফুলে গেলে লাইকো, চায়না এবং কার্বোভেজ এই তিনটি ঔষধ ব্যবহার করা হয়। তবে লক্ষণ পার্থক্য আছে যেমন—উপরের পেট অধিক ফোলা, কোষ্ঠকাঠিন্য, পেটে বায়ু জমে পেট ভুট ভাট করে, পেটডাকে, গোঁ গোঁ শব্দ করে ইত্যাদি লক্ষণে লাইকো Q প্রযোজ্য। যদি নিচের পেট অধিক ফোলে, ইহাতে অজীর্ণের বাহ্য হয়, ঢেকুর উঠলে বায়ু নিঃসরণ হলে উহাতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ থাকে। বায়ু নিঃসরণে পেট ফোলার একটু উপশম হয় ইহাতে কার্বোভেজ উপকারী। আবার উপর নীচ সমুদয় পেট ফোলে, ঢেকুর উঠে, বায়ু নিঃসরণ হলে বা অধিক পরিমাণে তরল বাহ্য হলেও পেট ফোলার নিবৃত্তি হয় না অধিকন্তু যেন উপসর্গ আরো বৃদ্ধি পায় এই ক্ষেত্রে চায়না Q উপকারী।

অর্শরোগ—যাদের লিভারের দোষ আছে তাদের অর্শ রোগ থাকলে এবং উহা হতে অধিক পরিমাণে রক্ত স্রাব হলে Q খুব উপকারী।

প্রস্রাবের পীড়া—প্রস্রাব কষ্ট বিশেষ করে শিশুদের। প্রস্রাব হতে হতে থেমে যায় অথবা থেমে থেমে প্রস্রাব হয়, প্রস্রাবের অত্যন্ত বেগ আসে কিন্তু প্রস্রাব বের হয় না, অনেকক্ষণ বসে থাকতে হয় রাত্রে অনেক বার মূত্রবেগ ইত্যাদি লক্ষণে Q খুব ভাল কাজ করে।

পাথুরী রোগ—(Renal Calculi)—মূত্র পাথুরীতে ডানদিকের কিডনী হতে বেদনা আরম্ভ হয়, ঐ বেদনা প্রস্রাব দ্বার পর্যন্ত প্রসারিত হয়, কোন কোন সময় বামদিকেও বেদনার উৎপত্তি হতে পারে ইত্যাদি লক্ষণে Q প্রযোজ্য। লাইকোর পাথুরীর জন্য কখনো কখনো প্রস্রাব দ্বার দিয়ে রক্ত স্রাব হয়। বেদনা যদি ডান দিকের কিডনী হতে আরম্ভ হয় তবে ইহা অব্যর্থ।

লিভারের রোগ—লিভার প্রদেশে নিরন্তর একটু একটু করে বেদনা বোধ, পেটের বাম দিকে বায়ু জমে ভুট-ভাট করে, মুখ টক হয়ে থাকে, সামান্য ২/১ গ্রাস খেলেই যেন পেট ভরে যায়, কখনো কখনো আহারের পরেই পুনরায় ক্ষুধার উদ্রেক হয়, আহারের পরেই পেটে ব্যথা অনুভব হয়, ইহাতে কোষ্ঠকাঠিন্য ও উদরাময় দুই থাকে ইত্যাদি লক্ষণে Q অপরিহার্য।

রক্ত স্রাব—বাহ্যের সময় জনন ইন্দ্রিয় হতে রক্ত স্রাব হলে Q অব্যর্থ।

শোথ—লিভার রোগ গ্রস্ত ব্যক্তিদের শোথ রোগে Q উপকারী। কোন শোথ রোগে পা অধিক ফোলা থাকলে এবং সেই ফোলার উপর ঘা থাকলে Q অব্যর্থ। রোগীর উপরার্ধ যেমন হাত, মুখ, বুক, গলা ইত্যাদি শুষ্ক ও জীর্ণশীর্ণ এবং নিম্নার্ধ যেমন পেট, পাছা, পা ইত্যাদি ভারী ও ফোলা ফোলা দেখায়। পেরি কার্ডিয়ামের ও প্লুরার শোথেও Q উপকারী।

কোষ্ঠ কাঠিন্য—বাহ্যের বেগ হয় কিন্তু বাহ্য হয় না তৎসহ মলদ্বারের সংকোচন বশত এমন ঘটে। এই ক্ষেত্রে Q প্রযোজ্য।

চুলের রোগ—অপরিণত বয়সে অনেকের চুল পাকে, মাথার মধ্যস্থলে টাক পড়ে কিন্তু অন্যদিকের চুল বাড়ে ও ঘন হয়। প্রসবের পর মাথার চুল উঠে যায় ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী।

টাইফয়েড জ্বর—ল্যাকেসিসের পর ঔষধটি খুব উপকারী। এই জ্বরের প্রথম দিকে ইহার আবশ্যক হয় না। যখন রোগী সম্পূর্ণ অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকে, বিকারে বিড় বিড় করে, গলা ঘড় ঘড় চোখ স্থির করে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, বিছানা খোঁটে, কোষ্ঠকাঠিন্যের ভাব থাকে, পেট ফুলে উঠে, কোন অংগ থেকে থেকে কেঁপে উঠে, জিহ্বা ফুলে মোটা হয় এমত অবস্থায় Q উপকারী।

জ্বর—জ্বরের নির্দিষ্ট সঞ্চয় বিকাল ৪টা হতে ৮টা পর্যন্ত এবং সমস্ত রাত থাকে, শীতাবস্থায় পিপাসাশূন্য, অত্যন্ত শীত, রোগী কাঁপতে থাকে, হাত পা অত্যন্ত ঠান্ডা হয়। উত্তাপাবস্থায় ভয়ানক উত্তাপ, রোগী ঘুমিয়ে পড়ে, পিপাসা হয়, অম্ল বমন করে, ঘনঘন প্রস্রাব হয়। উত্তাপাবস্থার পরই ঘাম হয়, ঘামের পর খুব পিপাসা হয়। একদিন অন্তর শীত করে জ্বর আসে এবং ঠিক একই সময় আসে ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত জ্বরে ইহার Q খুব ভাল কাজ করে। লাইকোপডিয়ামের আরো কয়েকটি বিশেষ আরোগ্যকারী গুণ ঃ

রাত কানা—রাতে কিছুই দেখতে পায় না, তার চোখের কিছু দূরে যেন কতগুলো কালবর্ণের রেখা দেখতে পায়।

তরল সর্দি—নাকের বাইরের দিকে ফোলা এবং ভিতরের দিকে সেঁটে ধরে, নাক সেঁটে থাকা অবস্থাটি যেন রাতে বেশী হয়।

দাঁতের পীড়া—দাঁত হলুদ হয়ে যায়, বড় বোধ হয়, মাড়ী ফোলে, দাঁতন করলেই রক্ত স্রাব হয়।

অম্ল—টক টক ঢেকুর উঠে, পাকস্থলীতে জ্বালা, মুখে টক জল উঠে, পাকস্থলীর মুখে অন্ত্রের সংযোগ স্থলে অর্বুদ এই জন্য রক্ত বমি হয় এবং খুব পেট ফোলে, ডানদিকের হার্নিয়া ইত্যাদি রোগে Q অব্যর্থ।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার খাবার পূর্বে সেব্য।

লাইকোপাস ভার্জিনিকাস (Lycopus Virginicus)

পরিচয়—অপর নাম বিউগেল উইড। ইহা এক প্রকার গাছড়া, ইহা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—ইহা হৃদপিন্ড সংক্রান্ত ঔষধ এবং গল গন্ড ও রক্ত স্রাবী অর্শে অব্যর্থ। যে সকল রোগে, প্রবল হৃদক্রিয়া এবং হৃদ স্থানে অল্পাধিক্য বেদনা সেখানে Q অপরিহার্য। হৃদকপাটিকার রোগ বশত রক্ত বমন, দূষিত গলগন্ড রোগে Q উপযোগী। ইহাতে ব্ল্যাড প্রেসার হ্রাস ও নাড়ীর স্পন্দন কম হয়। মুখ দিয়ে রক্ত উঠলে Q ব্যবহার করলে উপকারী। হৃদ প্রদেশে বেদনা, সংকোচন বোধ, নাড়ী দুর্বল, শ্বাসকষ্টের জন্য মুখ মন্ডল নীল হয়ে যায়। স্নায়বিক উত্তেজনার জন্য বুক ধড়ফড় করে, হৃৎপিন্ডের চারদিকে বেদনা, হৃদরোগের সংগে বাত রোগের ভ্রমণশীল বেদনা, হৃদরোগ জনিত হাঁপানি ইত্যাদি রোগ লক্ষণে Q বিশেষ ফলপ্রদ।

মাত্রা—Q ৫/৬ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য।

ম্যাগনোলিয়া গ্লকা (Magnolia Glauca)

পরিচয়—অপর নাম ম্যাগনোলিয়া, ম্যাগনোলিয়া গ্র্যান্ডি, হোয়াইট লয়েল, লরেল ম্যাগনোলিয়া ইত্যাদি। আমেরিকার এক প্রকার গাছড়া, ইহার ফুল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—বাত এবং হৃদপিন্ডের রোগের জন্য ঔষধটি প্রসিদ্ধ। ইহার বেদনা স্থান পরিবর্তন করে এবং রোগের উপসর্গ বর্ষা ও সেঁৎসেতে ঋতুতে বৃদ্ধি হয়। ইহাতে শরীরের বাম দিক অধিক আক্রান্ত হয়। নানা প্রকার বাত বেদনা, গাঁটবাত ও হৃদপিন্ডের রোগে ইহা পরম উপকারী। কঠিনতা ও বেদনা ইহার প্রধান লক্ষণ। প্লীহা ও হৃদপিন্ডে পর্যায়ক্রমে একটির পর অপরটিতে বেদনা। রোগী ক্লান্ত ও অবশ। চুপ করে থাকলে বেদনা। বেদনা আকস্মিক ভাবে স্থান পরিবর্তন করে ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে Q উপকারী।

হৃৎপিন্ডের রোগ—বুকে বেদনা, ফুসফুস বিস্তৃত করতে পারে না। মনে হয় একটা খাদ্যের গোলা পাকস্থলীকে চাপ দিচ্ছে। দ্রুত হাঁটলে অথবা বাম পার্শ্বে শয়ন করলে শ্বাসরোধ ভাব। শ্বাসকষ্ট। হৃদপিন্ডে খিল ধরার ন্যায় ব্যথা, হৃদশূল, হৃদআবরণীর (আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয় আবরণে) বেদনা, পায়ে চুলকানি ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

ম্যাটিকো (Matico)

পরিচয়—অপর নাম পাইপার এ্যানগাষ্টি ফোলিয়াম। ইহা এক প্রকার উদ্ভিদ দক্ষিণ আমেরিকার সিক্ত কাঠের উপর জন্মে। ইহার শুষ্ক পাতার চূর্ণ এ্যালকোহলে ভিজিয়ে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—ইহা গনোরিয়া রোগের মহা উপকারী ঔষধ এবং ইহা একটি মূল্যবান রক্ত রোধক ঔষধ। ফুসফুস হতে রক্ত স্রাব, মূত্রযন্ত্র ও জনন ইন্দ্রিয়ের সর্দিজ অবস্থায় ইহার Q উপকারী। কষ্ট কর, শুষ্ক, গভীর, শীত কালিন কাশিতে ইহার Q খুব ভাল কাজ করে।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা সামান্য জলের সঙ্গে মিশ্রিত করে খাবার পূর্বে সেব্য। দিনে ৩/৪ বার প্রয়োগ করা উচিত।

মেডিকাগো স্যাটাইভা (Medicago Sativa) বা আলফালকা

পরিচয়—অপর নাম আলফালফা, ক্যালিফোর্নিয়া ক্লোভার, লুসান ইত্যাদি। ইহা এক প্রকার গাছড়া। আমেরিকা ও অন্যান্য স্থানে প্রচুর পরিমাণে হয় এবং ছাগ মেষাদির পুষ্টিকর আহার্যরূপে ব্যবহৃত হয়। এই গাছড়া হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

মেলিয়া এজাডিরেকটা (Melia Azadirachta)

পরিচয়—অপর নাম নিম। ইহা একটি ভারতীয় ভেষজ, ইহার পাতা, ছাল, ডাল, মূল, ফুল সবই ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। এই নিম হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

মেলিলোটাস এলবা (Melilotus Alba)

পরিচয়—অপর নাম ইয়োলো মেলিলোট, সুইট ক্লোভার ইত্যাদি। ইহা এক প্রকার ক্ষুদ্র জাতীয় গাছ। এই গাছের ফুল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—কোন কারণ বশত কোন স্থানে রক্ত সঞ্চয় (ongestion) হয়ে রক্ত স্রাব হলে Q অপরিহার্য। মাথায় প্রচন্ড বেদনা অথবা প্রবল রক্তাধিক্য এবং স্নায়বিক শিরপীড়া, মস্তকে, আঘাত লেগে মূর্চ্ছাভাব, বেদনা স্নায়বিক দুর্বলতায় Q উপযোগী। দৈহিক শীতলতা কিন্তু তাপমান যন্ত্রে তাপবৃদ্ধি, পেশীসমূহ অবসন্ন, স্বপ্ন ও স্বপ্নে রেত পাত ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q ফলপ্রদ। এছাড়া চোখের চারিদিকে নিউর‍্যালজিয়া, মাথার ডানদিকের ও ঘাড়ের বেদনা, মাথার তালুতে ক্ষতবৎ বেদনা এবং নাসা জ্বরের ইহা মহা উপকারী।

নাকের পীড়া—নাক অবরোধ, শুষ্কতা, মুখ দিয়ে শ্বাস নিতে বাধ্য হয়, নাকের অভ্যন্তর ভাগ শুষ্ক এবং শক্ত চিপিটিকা, নাসা পথে প্রচুর রক্ত স্রাব Q অব্যর্থ।

স্ত্রী জনন ইন্দ্রিয়ের পীড়া—ঋতু স্রাব অল্প, থেমে থেমে দেখা যায় তৎসহ বমি ও বমি ভাব, নীচের দিকে ঠেলামারা বেদনা, বাহ্য জনন ইন্দ্রিয়ে খোঁচামারা বেদনা, রজকষ্ট, ডিম্বাশয়ে স্নায়ুশূল বেদনা।

উপকারিতা—ইহা হৃদপিন্ড সংক্রান্ত ঔষধ এবং গল গন্ড ও রক্ত স্রাবী অর্শে অব্যর্থ। যে সকল রোগে, প্রবল হৃদক্রিয়া এবং হৃদ স্থানে অল্পাধিক্য বেদনা সেখানে Q অপরিহার্য। হৃদকপাটিকার রোগ বশত রক্ত বমন, দূষিত গলগন্ড রোগে Q উপযোগী। ইহাতে ব্ল্যাড প্রেসার হ্রাস ও নাড়ীর স্পন্দন কম হয়। মুখ দিয়ে রক্ত উঠলে Q ব্যবহার করলে উপকারী। হৃদ প্রদেশে বেদনা, সংকোচন বোধ, নাড়ী দুর্বল, শ্বাসকষ্টের জন্য মুখ মন্ডল নীল হয়ে যায়। স্নায়বিক উত্তেজনার জন্য বুক ধড়ফড় করে, হৃৎপিন্ডের চারদিকে বেদনা, হৃদরোগের সংগে বাত রোগের ভ্রমণশীল বেদনা, হৃদরোগ জনিত হাঁপানি ইত্যাদি রোগ লক্ষণে Q বিশেষ ফলপ্রদ।

মাত্রা—Q ৫/৬ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য।

ম্যাগনোলিয়া গ্লকা (Magnolia Glauca)

পরিচয়—অপর নাম ম্যাগনোলিয়া, ম্যাগনোলিয়া গ্র্যান্ডি, হোয়াইট লয়েল, লরেল ম্যাগনোলিয়া ইত্যাদি। আমেরিকার এক প্রকার গাছড়া, ইহার ফুল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—বাত এবং হৃদপিন্ডের রোগের জন্য ঔষধটি প্রসিদ্ধ। ইহার বেদনা স্থান পরিবর্তন করে এবং রোগের উপসর্গ বর্ষা ও সেঁৎসেতে ঋতুতে বৃদ্ধি হয়। ইহাতে শরীরের বাম দিক অধিক আক্রান্ত হয়। নানা প্রকার বাত বেদনা, গাঁটবাত ও হৃদপিন্ডের রোগে ইহা পরম উপকারী। কঠিনতা ও বেদনা ইহার প্রধান লক্ষণ। প্লীহা ও হৃদপিন্ডে পর্যায়ক্রমে একটির পর অপরটিতে বেদনা। রোগী ক্লান্ত ও অবশ। চুপ করে থাকলে বেদনা। বেদনা আকস্মিক ভাবে স্থান পরিবর্তন করে ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে Q উপকারী।

হৃৎপিন্ডের রোগ—বুকে বেদনা, ফুসফুস বিস্তৃত করতে পারে না। মনে হয় একটা খাদ্যের গোলা পাকস্থলীকে চাপ দিচ্ছে। দ্রুত হাঁটলে অথবা বাম পার্শ্বে শয়ন করলে শ্বাসরোধ ভাব। শ্বাসকষ্ট। হৃদপিন্ডে খিল ধরার ন্যায় ব্যথা, হৃদশূল, হৃদআবরণীর (আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয় আবরণে) বেদনা, পায়ে চুলকানি ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

ম্যাটিকো (Matico)

পরিচয়—অপর নাম পাইপার এ্যানগাষ্টি ফোলিয়াম। ইহা এক প্রকার উদ্ভিদ দক্ষিণ আমেরিকার সিক্ত কাঠের উপর জন্মে। ইহার শুষ্ক পাতার চূর্ণ এ্যালকোহলে ভিজিয়ে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—ইহা গনোরিয়া রোগের মহা উপকারী ঔষধ এবং ইহা একটি মূল্যবান রক্ত রোধক ঔষধ। ফুসফুস হতে রক্ত স্রাব, মূত্রযন্ত্র ও জনন ইন্দ্রিয়ের সর্দিজ অবস্থায় ইহার Q উপকারী। কষ্ট কর, শুষ্ক, গভীর, শীত কালিন কাশিতে ইহার Q খুব ভাল কাজ করে।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা সামান্য জলের সঙ্গে মিশ্রিত করে খাবার পূর্বে সেব্য। দিনে ৩/৪ বার প্রয়োগ করা উচিত।

মেডিকাগো স্যাটাইভা (Medicago Sativa) বা আলফালকা

পরিচয়—অপর নাম আলফালফা, ক্যালিফোর্নিয়া ক্লোভার, লুসান ইত্যাদি। ইহা এক প্রকার গাছড়া। আমেরিকা ও অন্যান্য স্থানে প্রচুর পরিমাণে হয় এবং ছাগ মেষাদির পুষ্টিকর আহার্যরূপে ব্যবহৃত হয়। এই গাছড়া হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

মেলিয়া এজাডিরেকটা (Melia Azadirachta)

পরিচয়—অপর নাম নিম। ইহা একটি ভারতীয় ভেষজ, ইহার পাতা, ছাল, ডাল, মূল, ফুল সবই ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। এই নিম হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

মেলিলোটাস এলবা (Melilotus Alba)

পরিচয়—অপর নাম ইয়োলো মেলিলোট, সুইট ক্লোভার ইত্যাদি। ইহা এক প্রকার ক্ষুদ্র জাতীয় গাছ। এই গাছের ফুল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—কোন কারণ বশত কোন স্থানে রক্ত সঞ্চয় (ongestion) হয়ে রক্ত স্রাব হলে Q অপরিহার্য। মাথায় প্রচন্ড বেদনা অথবা প্রবল রক্তাধিক্য এবং স্নায়বিক শিরপীড়া, মস্তকে, আঘাত লেগে মূর্চ্ছাভাব, বেদনা স্নায়বিক দুর্বলতায় Q উপযোগী। দৈহিক শীতলতা কিন্তু তাপমান যন্ত্রে তাপবৃদ্ধি, পেশীসমূহ অবসন্ন, স্বপ্ন ও স্বপ্নে রেত পাত ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q ফলপ্রদ। এছাড়া চোখের চারিদিকে নিউর‍্যালজিয়া, মাথার ডানদিকের ও ঘাড়ের বেদনা, মাথার তালুতে ক্ষতবৎ বেদনা এবং নাসা জ্বরের ইহা মহা উপকারী।

নাকের পীড়া—নাক অবরোধ, শুষ্কতা, মুখ দিয়ে শ্বাস নিতে বাধ্য হয়, নাকের অভ্যন্তর ভাগ শুষ্ক এবং শক্ত চিপিটিকা, নাসা পথে প্রচুর রক্ত স্রাব Q অব্যর্থ।

স্ত্রী জনন ইন্দ্রিয়ের পীড়া—ঋতু স্রাব অল্প, থেমে থেমে দেখা যায় তৎসহ বমি ও বমি ভাব, নীচের দিকে ঠেলামারা বেদনা, বাহ্য জনন ইন্দ্রিয়ে খোঁচামারা বেদনা, রজকষ্ট, ডিম্বাশয়ে স্নায়ুশূল বেদনা।

হাঁটুর বেদনা—হাঁটুতে প্রচন্ড বেদনা, পা ছড়াতে চায় কিন্তু উহাতে উপশম হয় না। সন্ধিস্থানে টাটানি ব্যথা, চর্ম ও নিম্নাঙ্গ শীতল হাঁটুতে অবশতা এবং টাটানি ব্যথা ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে মিশ্রিত করে আহারের পূর্বে দিনে ৩/4 বার সেব্য।

মেলিলোটাস অফিসিনালিস (Melilotus Officinalis)

মেলিলোটাস এলবা এবং মেলিলোটাস অফিঃ—প্রকৃত পক্ষে সমগুণ ঔষধ। উভয় ঔষধটি রক্তস্রাব, রক্ত সঞ্চয় জনিত শিরঃপীড়া। রক্তবহানালীতে অতিরিক্ত রক্ত সঞ্চয়, আক্ষেপ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

মেন্থা পাইপেরিটা (Mentha Piperita)

পরিচয়—অপর নাম পিপারমেন্ট, মেন্থা হারছি না ইত্যাদি। ইহা এক প্রকার গুল্ম, ইউরোপ ও আমেরিকা মহাদেশে জন্মে। এই গুল্ম হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—উত্তেজক কাশি, ঠান্ডা, ঠান্ডা বাতাস লাগলে এবং ধূমপান করলে কাশি বাড়ে। গলা সুড় সুড় করে ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী। শীত অনুবোধক স্নায়ুমন্ডলের উপর ইহা এমন ক্রিয়া করে যে উহা সেবন করা মাত্র সাধারণভাবে উষ্ণ বায়ুও যেন শীতল বোধ হয়। চর্ম ও শ্বাসযন্ত্রের উপর ইহার বিশেষ ক্রিয়া। উদরশূল ও তরল সর্দিতেও ইহা উপযোগী। অতিরিক্ত বাত সঞ্চয় জনিত পিত্ত শূলে (Gall Stone Colic) ইহার Q অব্যর্থ। ব্যবহার করার সঙ্গে সঙ্গে ম্যাজিকের ন্যায় বেদনার উপশম হয়। ক্যালকেরিয়া, বার্বেরিস, কার্ডুয়াস অপেক্ষাও ইহা অধিক ক্রিয়াশীল।

শ্বাসযন্ত্রের পীড়া—কণ্ঠস্বর ভাঙা, গলার মধ্যে শুষ্ক বোধ, টাটানি ব্যথা, মনে হয় একটা পিন আড়াআড়িভাবে রয়েছে। শুষ্ক কাশি, স্বর যন্ত্রে বায়ু প্রবেশ করলেই, তামাকের ধোঁয়ায়, কুয়াশায় কাশি বৃদ্ধি। ইহার সঙ্গে বুকের বেদনায় ইহার Q অপরিহার্য। সামান্য স্পর্শে কণ্ঠনালীতে বেদনা লাগে।

চর্মপীড়া—সামান্য আঁচড়ে গেলে ক্ষত সৃষ্টি হয়। শরীর চুলকায়, স্ত্রী জনন ইন্দ্রিয়ে চুলকানি, পোড়া নারাঙ্গা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার Q খুব ভাল কাজ করে। পেটে অত্যন্ত বায়ু সঞ্চয় সহ পিত্ত শূলে Q অব্যর্থ।

মাত্রা—Q ১৫/২০ ফোঁটা দিনে ৩/4 বার সেব্য। যোনিদেশের চুলকানিতে Q বাহ্যিক ব্যবহার।

মিনিয়েন্থিস ট্রাইফোলিয়েটা (Meniyanthes Trifoliata)

পরিচয়—ইহার অপর নাম বাক-বীণ। ইহা এক প্রকার বাৎসরিক গাছড়া বিশেষ। ইউরোপ, আমেরিকা এবং এশিয়ার খানা ডোবা পচা জলে ইহা জন্মে। মহাত্মা হ্যানিম্যান ইহার প্রুভিং করেন। ইহার রস হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—স্নায়বিক শিরপীড়া এবং সবিরাম জ্বরের খুব উপকারী ঔষধ। স্ত্রীলোকদের হাত পা কাঁপে এবং মূত্রাশয় সংক্রান্ত উপদ্রবে, বহু মূত্র প্রভৃতি ক্ষেত্রে Q ভাল কাজ করে।

মাথার যন্ত্রণা—মাথা ভারী, মাথায় চাপবোধ, সামান্য নড়াচড়া করলে মাথার যন্ত্রণা বৃদ্ধি, বিশেষ করে উপরে উঠতে গেলেই মাথার যন্ত্রণা দেখা দেয়। মাথার ব্যথা ঘাড় হতে আরম্ভ হয়ে পরে ধীরে ধীরে সমস্ত মাথায় পরিচালিত হয়, খুব জোরে হাত দিয়ে চাপ দিলে উপশম। মুখ মন্ডলের পেশীর স্পন্দন। অবনত হলে বা বসলে উপশম। উপরে উঠলে, সিড়ি দিয়ে উপরে উঠলে বৃদ্ধি, এই অবস্থায় Q অপরিহার্য।

জ্বর—প্রধান লক্ষণ হাত ও পায়ের আংগুল বরফের মত ঠান্ডা, নাকের ডগা ঠান্ডা, শীত ও উত্তাপাবস্থায় পিপাসা, বুক ধড়ফড় করে, শীত ভাবই প্রধান এই লক্ষণ যুক্ত জ্বরে Q উপকারী।

হাত পায়ের বেদনা—হাত পা বরফের মত শীতল, খিল ধরার ন্যায় ব্যথা, শয়ন করা মাত্র পদদ্বয় ঝাঁকি দিতে থাকে, সজোরে আক্ষিপ্ত হতে থাকে, বুকের দুই পাশে চেপে ধরার ন্যায় বেদনা, মনে হয় সূচ ফুটান হচ্ছে, নিঃশ্বাস নিলে বেদনা বাড়ে ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q অপরিহার্য।

মাত্রা—Q ৩/4 ফোঁটা সামান্য জলের সংগে মিশ্রিত করে দিনে ৩/4 বার সেব্য।

মার্ক কর (Merc Cor)

পরিচয়—ইহার অপর নাম করোসিভ সাবলিমেট। ইহাতে এক ভাগ পারদ রাসায়নিক ক্রিয়াতে ২ ভাগ ক্লোরিন সহ মিশ্রিত থাকে। এক ভাগ বিশুদ্ধ মার্কিউরিয়াস করোসাইভাস এবং ৯৯ ভাগ এ্যালকোহলে দ্রব করে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—এই ঔষধটি রক্তামাশয়, গনোরিয়া, মুদা, উপদংশ জনিত রোগে খুবই উপকারী। ইহা স্ত্রী-অপেক্ষা পুরুষদের পীড়ায় অধিক উপযোগী। মিউকাশ মেম্ব্রেনের উপর বিশেষ ক্রিয়া।

লক্ষণ বৈশিষ্ট্য—(১) উপদংশ জনিত যে কোন ক্ষত, (২) রক্তামাশয় ও গ্রীষ্মকালীন উদরাময় এবং অন্ত্র সম্বন্ধীয় পীড়া, (৩) মলত্যাগ কালে পেটে

অত্যন্ত শূল বেদনা, বেগ, কুন্থন এবং উহা বাহ্যের পর অনেকক্ষণ থাকে। (৪) অনবরত একটু একটু করে বাহ্য, বাহ্য গরম, রক্ত মিশ্রিত, রক্ত বা আম মিশ্রিত। (৫) মূত্র নালীতে জ্বালা পোড়া, প্রস্রাব গরম, পরিমাণে অল্প, অত্যন্ত যন্ত্রণা সহ ফোঁটা ফোঁটা করে নির্গমন, রক্ত প্রস্রাব। (৬) গনোরিয়ার দ্বিতীয় অবস্থা, সবুজ বর্ণের স্রাব, অত্যন্ত জ্বালা এবং কুন্থন, (৭) অক্ষি গোলকের পশ্চাতে খুব কামড়ানি ব্যথা।

রোগ এবং ব্যবস্থা—রক্তামাশয়—আমাশয়ে রক্তের পরিমাণ এবং কুন্থন ও শূল বেদনা যত বেশী থাকবে ততই এই ঔষধে অধিক ফল পাওয়া যাবে। মল রক্তমিশ্রিত অথবা শুধু রক্ত, কখনো আম মিশ্রিত, মলের রঙ হরিদ্রা অথবা সবুজ, অত্যন্ত দুর্গন্ধ যুক্ত, পরিমাণে কম এবং বারবার হয়। পেটে ভয়ানক ব্যথা, বাহ্যের পূর্বে, সময় এবং পরে এই ব্যথা ও যন্ত্রণা থাকে। বাহ্যের বেগ, কুন্থন এবং বেদনা প্রায় সব সময় থাকে। এছাড়া পেট ফোলা, পেটে ব্যথা, নাড়ীর দুর্বলতা, মুখে ঘা, গায়ে টাটানি ব্যথা, অল্প অল্প জ্বর থাকে, প্রস্রাবে কুন্থন, ফোঁটা ফোঁটা করে পড়ে, জ্বালা পোড়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহা উপকারী। পীড়ার প্রথমাবস্থায় একোনাইট প্রয়োগের পর মার্ককর অধিক ফলদায়ক। সাদা কুমড়া পচার মত বাহ্যের সংগে শুধু রক্ত বা রক্ত মিশ্রিত মল তৎসহ বেগ ও কুন্থন থাকলে ইহা অব্যর্থ।

প্রমেহ (Gonorrhoea)—স্রাব ঈষৎ সবুজ ও পুঁজের মত। প্রস্রাবের পূর্বে, সময়ে এবং পরে অত্যন্ত জ্বালা পোড়া, প্রস্রাবে অত্যন্ত বেগ ও কুন্থন, এছাড়া লিঙ্গমনি ফোলা, রাত্রে যন্ত্রণার বৃদ্ধি এবং সময় সময় রক্ত প্রস্রাব ইত্যাদি ক্ষেত্রে ঔষধটি অব্যর্থ।

মুদা—প্রমেহ রোগের সঙ্গে মুদা হলে উহা যে প্রকারেরই রোগ হোক না কেন (Phimosis or Para Phimosis) ইহাতে উপকার হবেই।

উপদংশ—স্ত্রী বা পুরুষের ঘা অতি শীঘ্রই বাড়ে, ভয়ানক জ্বালা করে। উপদংশ জাত নাসিকার ক্ষত বা নাকের হাড় ফোলা ও বেদনায় ইহা বিশেষ ফলপ্রদ।

চোখের পীড়া—উপদংশ পীড়া যুক্ত ব্যক্তিদের চোখের উপতারার প্রদাহে এবং এলবুমিনুরিয়া রোগ গ্রস্ত রোগীর চোখের ভিতরস্থ পর্দার প্রদাহে ইহা অব্যর্থ। সাধারণ চোখের প্রদাহে, আলোকাতংক, অসহ্য যন্ত্রণা, জল পড়া, চোখের চারিদিকের হাড়ের বেদনা, চোখ ঘোর লালবর্ণ ইত্যাদি লক্ষণ সমূহে মার্ককর আশু ফলপ্রদ ঔষধ।

নাকের পীড়া—উপদংশ রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের নাকের অভ্যন্তরস্থ ভেদক অস্থিতে (Septum bone) ক্ষত হয়ে ছিদ্র হয়ে যায় এবং অত্যন্ত বেদনা ও জ্বালা পোড়া থাকে ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহা পরম উপকারী।

গলনালীর পীড়া—আল জিহ্বা ফুলে মোটা হয়ে যায়, বড় এবং লাল বর্ণ হয়, অত্যন্ত জ্বালা, কোন দ্রব্য গিলতে গেলে উহা যেন বের হয়ে পড়ে, গলার ভিতর ক্ষত হয়ে ক্ষত শিঘ্র শিঘ্র বাড়তে থাকলে তৎসহ জ্বালা পোড়া থাকলে ইহাতে যথেষ্ট উপকার হয়। এছাড়া স্বরভংগ, গলায় জ্বালা, হুল ফুটানো বেদনা, কোন দ্রব্য গিলতে গেলে গলায় ভীষণ লাগে, কাটার মত বেদনা বোধ হয় ইত্যাদি ক্ষেত্রেও ইহা উপকারী।

মূত্র থলীর প্রদাহ—প্রস্রাবের ভয়ানক বেগ, কুন্থন ও জ্বালা পোড়া। প্রস্রাবে রক্ত, শ্লেষ্মা ও পুঁজ থাকে। প্রস্রাব অনেক সময় হয় না, বন্ধ হয়ে যায় বা অনেক কষ্টে ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব হয় তৎসহ মূত্রনালীতে ও মূত্র থলিতে এবং মূত্র থলির গ্রীবায় ভীষণ জ্বালা। গর্ভবতী রমনীদের প্রস্রাবে এলবুমেন থাকলে এবং এই জন্য কিডনীর প্রদাহ হলে ইহাতে উপকার।

ইউরিমিয়া—কলেরা রোগে মূত্র থলিতে প্রস্রাব না জমলে ও তৎসহ বেদনা থাকলে এই ঔষধটি ব্যবহারে উপকার হয়।

পুংজনন ইন্দ্রিয়ের রোগ—লিঙ্গ ও অন্ডকোষ অত্যন্ত স্ফীত, উপদংশ জনিত ক্ষত এবং ক্রমেই বর্ধিত হয়ে থাকে। গনোরিয়া মূত্র পথ আরক্ত এবং স্ফীত। লিঙ্গ মুন্ড উষ্ণ ও বেদনা যুক্ত, স্রাব সবুজাভ ও ঘন। মূত্র মার্গে প্রবল জ্বালা পোড়া, মূত্র উত্তপ্ত ও জ্বালাকর, অল্প পরিমাণ অথবা মূত্র রোধ। মূত্রে এলবুমেন, মূত্রাশয়ের শূল বেদনা, ছুরি মারার ন্যায় বেদনা এবং এই বেদনা মূত্রনালী হতে মূত্রাশয় পর্যন্ত বিস্তৃত। মূত্রত্যাগের পর ঘর্মস্রাব ইত্যাদি লক্ষণে ঔষধটি পরম উপকারী।

মাত্রা—১x, বা Q ২/৩ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার। ইহার বিচূর্ণও ব্যবহার করা যায় তবে মাত্রা এক গ্রেন।

মেজেরিয়াম (Mezereum)

পরিচয়—অপর নাম স্পার্জ অলিভ, ক্যামিলিয়া জারমেনিকা, ডেফনি মেজেরিয়াম। ইহা এক জাতীয় গাছড়া, ইউরোপ মহাদেশে জন্মে। ইহার ছাল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

লক্ষণ বৈশিষ্ট্য—(১) একজিমা, চুলকানি এবং দেহে যে কোন প্রকার উদ্ভেদ, উহাতে চুলকানি। (২) মাথায় একজিমা, চাবড়ার মত পুরু মামড়ি পড়ে, উহার ভিতর সাদা পুঁজের সৃষ্টি এবং চুল জুড়ে যায়। (৩) ক্ষতের চারিদিকে ফোস্কার মত উদ্ভেদ, অত্যন্ত চুলকায় এবং জ্বালা করে। (৪) ঠোঁট ফোলা ও জ্বালা। জিহ্বা, গলা ও অন্ননালীতে জ্বালা, লম্বা অস্থিতে প্রদাহ, পা ফোলা, পারদ ও উপদংশ জনিত অস্থি পীড়া। (৫) শিশু মুখ চুলকাতে চুলকাতে ছিড়ে ফেলে এবং রক্ত বের করে। (৬) চর্ম পীড়া বা উদ্ভেদ বন্ধ হয়ে পুরাতন কর্ণ পীড়া বা উদরাময়।

উপকারিতা—সিফিলিস রোগ জনিত নানা প্রকার উপসর্গ, অস্থি ও অস্থি আবরণীর পীড়া, নিউর্যালজিয়া, দাঁতের রোগ, চর্ম পীড়া এবং উহাতে অত্যন্ত চুলকানি, পাকস্থলীর ক্ষত, প্রমেহ, গ্লীট ইত্যাদি রোগের পক্ষে Q উপকারী। চর্ম রোগ, অস্থি পীড়া, স্নায়ুশূল বিশেষ করে দাঁত ও মুখমন্ডলের স্নায়ুশূল রোগে Q বিশেষ উপকারী। নানা প্রকার বেদনা তৎসহ শীত শীত বোধ এবং শীতল বায়ু স্পর্শ অসহ্য।

রোগ ও চিকিৎসা —অস্থির পীড়া—উপদংশ জনিত বা অন্য কোন কারণবশত মাথার খুলি, মাথার পিছনে বা অস্থি পর্দায় ভয়ানক বেদনা এবং যন্ত্রণার ক্ষেত্রে Q বিশেষ ফলপ্রদ। চোখের ভ্রুর হাড়ে, চোখের নিচের হাড়ে, টিবিয়া বা লম্বা অস্থির আবরণীতে, ডান কাঁধে, ডান বগলে, উরু এবং পায়ের হাড়ে, পায়ের চেটোর হাড়ে তীক্ষ্ণ বেদনায় Q অব্যর্থ।

স্নায়ুশূল বেদনা—চোখের দুই পাতার এবং চোখের অস্থিতে স্নায়ুশূল বেদনায় Q বিশেষ উপকারী। দাঁতের এবং মুখের স্নায়ুশূলে Q ভাল কাজ করে।

ক্ষত—সিফিলিস পীড়া হেতু ফ্যারিংসে, ল্যারিংসে এবং ইসোফেগাসে ক্ষত হলে এবং ক্ষতে অত্যন্ত বেদনা ও জ্বালা থাকলে এবং সেই জ্বালা মুখ দিয়ে ঠান্ডা বাতাস গ্রহণ করলে কিছুমাত্র উপশম বোধ হলে Q অপরিহার্য। নাকের পচা ক্ষতে, নাক ও মুখের অস্থির বেদনা এবং মুখ দিয়ে ঠান্ডা বাতাস টেনে নিলে উপশম বোধ, এই ক্ষেত্রে Q বিশেষ উপকারী। পাকস্থলীর ক্ষতে এবং কখনো কিছু খেলে, বৃদ্ধি হলে Q খুব ভাল কাজ করে।

উদরাময়—টক গন্ধ, অজীর্ণ খাদ্য অথবা ক্ষুদ্র সাদা সাদা টুকরো মিশ্রিত পাতলা ফল তৎসহ মাথার একজিমা থাকলে Q অব্যর্থ। প্রসবের পর লিভারের দোষ হেতু কোষ্ঠকাঠিন্য রোগেও ইহা উপকারী।

গ্লীট—জলের মত তরল প্রমেহ স্রাব, পরিশ্রমে স্রাব বৃদ্ধি মূত্রনালীতে জ্বালা ও বেদনায় Q উপকারী।

চর্মপীড়া—দাঁদ, তাতে ভীষণ চুলকানি, পরে ভীষণ জ্বালাপোড়া। একজিমায় পুরু হলদে বর্ণের মামড়ি পড়ে এবং ভিতরে পুঁজ হয়, মাথায় অধিক। অত্যন্ত চুলকায় এবং বিছানার গরমে বৃদ্ধি, যোনিদেশে চুলকানি ও উদ্ভেদ। চুলকানোর পর ভীষণ জ্বালা পোড়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q অব্যর্থ।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

মিলিফোলিয়াম (Millefolium)

পরিচয়—অপর নাম ইয়ারো (Yarrow)। আমেরিকা এবং ইউরোপের এক প্রকার লতার পাতা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—ইহা রক্ত স্রাব নিবারণের একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ। রক্ত উজ্জ্বল, অন্ত্র বৃদ্ধি, অবিরাম উচ্চ দৈহিক তাপ এবং রক্ত বমনে Q উপকারী।

রোগ ও চিকিৎসা—রক্তস্রাব—ফুসফুস, পাকস্থলী, প্রস্রাব দ্বার, নাক জরায়ু ইত্যাদি শরীরের যে কোন স্থান হতে হোক, রক্তের রঙ উজ্জ্বল লাল বর্ণ হলে ইহাতে উপকার। ইহার রক্তস্রাবে বেদনার লেশমাত্র থাকে না। এই লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে Q বিশেষ উপকারী।

ঋতুস্রাব—ঋতু স্রাব অগ্রবর্তী, প্রচুর ও দীর্ঘস্থায়ী, রক্ত উজ্জ্বল লাল বর্ণ এবং তরল। কোন কারণে হঠাৎ ঋতু বন্ধ হয়ে পাকস্থলী হতে রক্ত উঠলে ইহার Q উপযোগী।

রক্তপিত্ত বা (Haemoptysis)—রোগ মুখ দিয়ে রক্ত উঠার সঙ্গে জ্বর, ছটফটানি, মৃত্যু ভয় তৎসহ উজ্জ্বল টকটকে লাল বর্ণের রক্ত উত্থিত হলে প্রথমাবস্থায় একোনাইট Q তারপর মিলিফোলিয়াম Q উপকারী। ঔষধটির প্রধান প্রয়োগ ক্ষেত্র অন্ত্র বৃদ্ধি অবিরাম উচ্চ দৈহিক তাপ, নাসা পথে রক্ত স্রাব, রক্ত স্রাবী অর্শ রক্ত মূত্র এবং গর্ভকালে যন্ত্রণাদায়ক শিরা স্ফীতি ইত্যাদি লক্ষণ বিচার করে ইহা ব্যবহার করলে নিশ্চিত ফল পাওয়া যায়।

মাত্রা—Q ৫/৬ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে মিশ্রিত করে দিনে ৪ বার।

মাইমোসা হিউমিলিস (Mimosa Humilis)

পরিচয়—একপ্রকার গাছ, দক্ষিণ আমেরিকায় জন্মে, ইহার ছাল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—বাত, হাঁটুর আড়ষ্টতা, পিঠে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছুরিকাবৎ বেদনা, গোড়ালিদ্বয়ে স্ফীতি, পদদ্বয়ের কম্পন ইত্যাদি Q উপকারী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ সেব্য।

মিচেলা রিপেন্স (Mitchella Repens)

পরিচয়—অপর নাম প্যাট্রিজ বেরি (Partridge-berry)—এক প্রকার লতা জাতীয় গাছ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত।

উপকারিতা—প্রস্রাব যন্ত্রের ও স্ত্রী জনন ইন্দ্রিয়ের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। যে সকল রোগের সঙ্গে বিশেষতঃ জরায়ুতে রক্ত সঞ্চার রোগে মূত্রাধার লক্ষণ যুক্ত থাকে সেখানে Q প্রযোজ্য। বিলম্বে ঋতু প্রকাশ, বাধক বেদনা, অপরিমিত রজ, স্বল্প রজ, রজ লোপ, জরায়ু-পীড়া গ্রস্ত রমনীদের মূত্র কষ্ট প্রভৃতি ক্ষেত্রে Q বিশেষ উপকারী।

জরায়ু পীড়া—জরায়ু অত্যন্ত বেদনা, উপদাহ, জরায়ুতে রক্ত সঞ্চয়, জরায়ুতে গ্রীবা ঘোর লাল বর্ণ ও স্ফীতি, মূত্রথলির ইরিটেশান বশত বারবার প্রস্রাব বেগ, যোনি পথে ও যোনি মধ্যে উত্তাপ এবং জ্বালা। জরায়ু হতে রক্তস্রাব, উজ্জ্বল লাল বর্ণের অধিক পরিমাণে রক্ত স্রাব ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q অব্যর্থ।

মূত্রযন্ত্রের পীড়া—মূত্রাশয় গ্রীবার উত্তেজনা তৎসহ মূত্র বেগের প্রবণতা, মূত্র কষ্ট, মূত্রাশয়ের সর্দিজ অবস্থা ইত্যাদি রোগে Q উপকারী।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

মাইক্রোমেরিয়া (Micromeria)

পরিচয়—অপর নাম ইয়ার্বা বিউনা (Yerba buena)—ক্যালিফোরনিয়া দেশের গাছড়া। এই গাছড়া হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—পেট ফাঁপ, পেটে ভয়ানক বেদনা, গা বমি বমি ইত্যাদি রোগ লক্ষণে Q অব্যর্থ। পাকস্থলী ও অন্ত্রের উপর ইহার বিশেষ ক্রিয়া। শূলবেদনা নিরাময় করার জন্য এবং পেট ফাঁপ উপশমিত করার জন্য ইহা চায়ের মত ব্যবহার করা যায়। ইহা একটি সুখকর পানীয়, জ্বর নাশক, রক্ত পরিষ্কারক টনিক বিশেষ। বমি বমি ভাব, পাকস্থলী ও অন্ত্রের বেদনায় এবং পেট ফাঁপে আশু উপকার পাওয়া যায়।

মাত্রা—১০/১৫ ফোঁটা সামান্য জলের সঙ্গে মিশ্রিত করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য। খাবার পূর্বে সেবন করা উচিত।

মোমোর্ডিকা বালসামিনা (Momordica Balsamina)

পরিচয়—অপর নাম ব্যালসাম আপেল। পূর্বভারতীয় দ্বীপের এক প্রকার লতা জাতীয় গাছ। ইহার ফলের রস হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—মূর্চ্ছাভাব মস্তিষ্ক হালকা বোধ হয়, চোখের সম্মুখে কুয়াশা দেখে ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী। এছাড়া পেটের মধ্যে গড় গড় করে, চিন চিন করে ব্যথা করে, শূলের মত বেদনা, এই বেদনা পৃষ্ঠদেশ হতে আরম্ভ হয়ে তলপেট পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, এই ক্ষেত্রেও Q উপকারী।

স্ত্রী-জনন ইন্দ্রিয়ের পীড়া—প্রচুর ও বেদনা যুক্ত রজস্রাব, প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনা তারপর এক ঝলক রক্ত বের হয়। পিঠের নিম্নাংশে বেদনা, ঐ বেদনা বস্তি গহ্বরের দিকে প্রসারিত হয় এই সব লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে Q উপযোগী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য। পোড়া ও হাত কাটায় Q বাহ্যিকভাবে মালিশ রূপে ব্যবহৃত হয়।

মূলেন অয়েল (Mullein Oil)

পরিচয়—অপর নাম ভার্ব্যাসকাম। ভার্ব্যাসকাম থ্যাপসাস নামক গাছের পুষ্পরস হতে মূলেন অয়েল প্রস্তুত হয়। অয়েল বা তেল নামটি ঠিক নহে, ইহা এক প্রকার আরক বিশেষ।

উপকারিতা—কান পাকা রোগে, কানে পুঁজ হলে মূলেন Q ব্যবহার করলে (বাহ্যিক) খুব উপকার পাওয়া যায়। মস্তিষ্কের পঞ্চম স্নায়ু যুগ্মের নিম্ন হনুদেশস্থ শাখার উপর ইহার বিশেষ ক্রিয়া। কর্ণ, শ্বাস যন্ত্র এবং মূত্রাশয়ের উপর ইহা খুব ভাল কাজ করে। সর্দি তৎসহ মুখমন্ডলীর স্নায়ুশূলে ইহা খুব উপকারী। স্নায়ুসমূহ, বায়ুনালী, মূত্রযন্ত্রের উপদাহ দূর করে, কাশির বেগ প্রশমিত করে। শিশুদের বিছানায় প্রস্রাব দোষ দূর করে।

মাত্রা—কান পাকা, কান কামড়ানি ও কর্ণ কুহরে শুষ্ক আইশবৎ অবস্থার জন্য ইহার Q বাহ্যিক ব্যবহৃত হয়। কষ্টকর কাশি, বিছানায় প্রস্রাব এবং মূত্র দোষের জন্য Q ৮/১০ ফোঁটা করে সামান্য জলের সংগে মিশ্রিত করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য। অসাড়ে মূত্রপাত, ফোঁটা ফোঁটা মূত্রপাত সর্বদাই হয়, জ্বালাকর মূত্র, মূত্রাধারে চাপ দিলে মূত্র স্রাব বৃদ্ধি ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q খুব উপকারী।

মাইরিকা সেরিফেরা (Myrica Cerifera)

পরিচয়—অপর নাম বেরিবেরি। সমুদ্রতীরের এক প্রকার গাছ, ইহার শিকড়ের ছাল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—জন্ডিস রোগ সহ লিভার দোষের মহা উপকারী। দীর্ঘ দিন ব্যাপী নিদ্রাহীনতা এবং জন্ডিস রোগের খুব ভাল ঔষধ। যে সকল ব্যক্তি সর্দি স্রাব বহুদিনের এবং পুরাতন আকার ধারণ করছে তাদের পক্ষে Q উপকারী। জন্ডিস রোগ তৎসহ প্রাতে শিরঃপীড়ায় ভাল কাজ করে। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন—ইহাতে লিভারের বিকৃতি হয়ে পিত্ত উৎপাদন না হয়ে রোগ সৃষ্টি হয়। এই ক্ষেত্রে Q উপকারী। এছাড়া চোখ হরিদ্রাবর্ণ জিহ্বায় হলদে ময়লার প্রলেপ, হাতপা কামড়ানি, প্রস্রাব ঘোলা, সর্বদাই ঘুম ঘুম ভাব ইত্যাদি লক্ষণে Q অব্যর্থ। পেটের পীড়ায় ইহার Q বিশেষ উপযোগী। মুখে বিস্বাদ, বমি বমি ভাব তৎসহ দুর্গন্ধি যুক্ত নিঃশ্বাস, ক্ষুধা হয় না, অম্লদ্রব্য খাবার প্রবল প্রবণতা, উদর উর্দ্ধ অংশে নিমগ্নতা বোধ ফলে বমি বমি ভাব, আহারের পর বৃদ্ধি, মুখমন্ডল হলুদ বর্ণ, কোন কিছু চলে বেড়াচ্ছে বলে সুড়সুড়ি বোধ হয় এই সব লক্ষণে Q ভাল কাজ করে। ভোরে ঘুম ভাঙার পর মাথায় প্রচন্ড কামড়ানি বোধ এবং কপালে বেদনা।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

মাইরিষ্টিকা সেবিফেরা (Myristica Sebifera)

পরিচয়—অপর নাম ব্রাজিল উকুবা। দক্ষিণ আমেরিকার এক প্রকার গাছ। এই গাছের ছাল হতে এক প্রকার লাল বর্ণের রস পাওয়া যায়। ঐ রস হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয় আবার ট্রাইটুরেশানও প্রস্তুত করা যায়।

উপকারিতা—আংগুলের নখে ভীষণ অসহ্য বেদনা হলে বা আংগুল ফুললে বা আংগুল হাড়া প্রভৃতি যন্ত্রণায় ইহার Q সেবনে যথেষ্ট উপকার তৎসহ এসিড নাইট্রিক লোসন বাহ্যিক ব্যবহার করলে বেদনা যন্ত্রণার তৎক্ষণাৎ উপশম। ক্ষুদ্র, বৃহৎ সকল প্রকার ফোড়া যেখানেই হোক না কেন, পুজ হবার পূর্বে Q ৪/৫ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার সেবন করলে ৩/৪ দিনের মধ্যে ফোঁড়া বসে যাবে। আবার পুঁজ হলে উক্ত নিয়মে সেবন করলে প্রদাহ ভাব কমে যাবে এবং পুঁজ বৃদ্ধি হয়ে ২/৩ দিনের মধ্যে ফেটে যাবে। অস্ত্র চিকিৎসার আগেই প্রয়োজন হবে না। মল দ্বারে ফোড়া, ভগন্দর, কার্বংকল ইত্যাদি ক্ষেত্রেও ইহা অব্যর্থ। প্রয়োজন হলে ইহার Q বাহ্যিক প্রয়োগ করা যায়। এই ঔষধটি হিপার ও সাইলেসিয়া অপেক্ষা অধিক ক্রিয়াশীল। ইহা একটি শক্তিশালী পচন নিবারক ঔষধ। চর্ম, কৌষিক ঝিল্লী এবং অস্থি আবরকের উপর ইহার Q ভাল কাজ করে। আঘাত হতে বিষাক্ততা সৃষ্টি হলে ইহার ব্যবহার উপযোগী। কর্ণমূল গ্রন্থির স্ফীতি, নালীক্ষত, কার্বংকল, আংগুলহারায় অব্যর্থ।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য।

মাইর্টাস কমুনিস (Myrtus Communis)

পরিচয়—অপর নাম মাইর্টল, মারটল ইত্যাদি। ইহা এক প্রকার গাছ, ইহার পাতা ও ফুল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। এই গাছের পাতায় মাইর্টল পাওয়া যায়।

উপকারিতা—ইহা একটি বিশেষ পচন নিবারক ঔষধ। বুকের বেদনায় ইহার Q খুব উপকারী। যক্ষ্মা রোগের সূত্রপাত লক্ষণে ইহা বিশেষ উপযোগী। পেশী সমূহের দুর্বলতা এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর পক্ষে উত্তেজক ঔষধ। ব্রংকাইটিস, মূত্রাশয় প্রদাহ, মূত্রগ্রন্থি প্রদাহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহা উপকারী। বামদিকের বুকের উপরি ভাগের বেদনা এবং ঐ বেদনা পিঠ ও স্ক্যাপুলা অস্থি পর্যন্ত বিস্তৃত হলে ইহার Q ভাল কাজ করে। এছাড়া বাম স্তনে সূচীবিদ্ধ বেদনা, উহা স্ক্যাপুলার ভিতর দিয়ে প্রসারিত হয়। শুষ্ক, শূন্য গর্ভ কাশি তৎসহ বুকের বেদনা এবং প্রাতকালে বৃদ্ধি। বাম বুকে জ্বালা অনুভব করে ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q বিশেষ উপকারী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

নেট্রাম মিউরিয়েটিকাম (Natrum Muriaticum)

পরিচয়—অপর নাম ক্লোরাইড অব সোডিয়াম। দৈনিক আহার্য লবণ হতে ইহার ট্রাইটুরেশান প্রস্তুত হয়। আবার হোমিওপ্যাথিক পদ্ধতিতে ইহার মাদার সলিউশানও প্রস্তুত করা যায়।

উপকারিতা—ডাঃ সুস্‌লারের দ্বাদশটি টিসু ঔষধের মধ্যে এইটি প্রধান ঔষধ। শরীরের রস, রক্ত, শুক্র ইত্যাদি তেজস্কর কোন পদার্থের ক্ষয় হয়ে কোন ব্যক্তি রক্তহীন হয়ে পড়লে বা তার ধাতু বিকৃতি হয়ে পড়লে এই ঔষধটির প্রয়োজন।

লক্ষণ বৈশিষ্ট্য—(১) শ্লেষ্মা প্রধান ধাতুর ব্যক্তি—সামান্য ঠান্ডা লাগলেই সর্দি হয় এবং উত্তম ক্ষুধা ও আহার সত্ত্বেও শরীরের মাংস ক্ষয় হয় এবং জীর্ণ শীর্ণ হয়ে পড়ে, গ্রীষ্মকালীন উদরাময়ে ভুগে শিশুদের ঘাড় ও গলা শীর্ণ হয়ে আসে। (২) স্নায়ু দুর্বলতা হেতু হাত হতে দ্রব্যাদি খসে পড়ে, তিক্ত ও লবণাক্ত দ্রব্য আহারে অত্যন্ত ইচ্ছা, ক্ষুধা থাকা সত্বেও খেতে ইচ্ছা করে না। এছাড়া শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী সমূহের শুষ্কতা, অত্যন্ত দুর্বলতা ও ভ্রান্তি, মাথার যন্ত্রণায় দৃষ্টি শক্তির লোপ, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাথার যন্ত্রণা, কাশিতে চোখের জল বের হয়, নিচের দিকে তাকালে চোখের বেদনা। নাকে প্রবল সর্দিস্রাব, নাসাস্রাব পাতলা, জলের মত বা ডিমের সাদা অংশের মত, হাঁচি সহ সর্দি আক্রমণে ইহা অব্যর্থ। ঘ্রাণ শক্তি ও মুখের স্বাদ নষ্ট হয়ে গেলে ইহা উপকারী। ওষ্ঠের উপর মুক্তার ন্যায় ফোস্কা, জিহ্বায় মানচিত্রের ন্যায় তালি, আহার কালে ঘর্ম, কোষ্ঠকাঠিন্যের দোষ, গুহ্যদ্বার সংকুচিত, ছিড়ে যায় রক্ত পড়ে, হাতের তালুতে উষ্ণ এবং ঘর্ম স্রাবী, নখের গোড়ায় মাংস খসে যায়, নিম্নাংগে অবশতা এবং ঝিন ঝিন ভাব ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োজন।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

নিগান্‌ডো (Negundo)

পরিচয়—ইহা এক প্রকার ছোট বৃক্ষ বিশেষ। ইহার মূলের ছাল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—গুহ্যদেশে রক্তাধিক্য সহ অত্যন্ত বেদনাদায়ক অর্শরোগে ইহার Q অব্যর্থ।

মাত্রা—Q ১০/১৫ ফোঁটা দুঘন্টা অন্তর সেব্য।

নাইট্রি স্পিরিটাস ডালসিস (Nitri Spiritus Dulcis)

পরিচয়—অপর নাম নাইট্রিক ইথার, সুইট স্পিরিট অব নাইটার। ইহা একটি তরল উদ্বায়বীয় পদার্থ। গন্ধ খুব ভাল এবং প্রীতিকর। এই পদার্থের সংগে এ্যালকোহল মিশ্রিত করে মাদার সলিউশান প্রস্তুত করা হয়।

মাইরিষ্টিকা সেবিফেরা (Myristica Sebifera)

পরিচয়—অপর নাম ব্রাজিল উকুবা। দক্ষিণ আমেরিকার এক প্রকার গাছ। এই গাছের ছাল হতে এক প্রকার লাল বর্ণের রস পাওয়া যায়। ঐ রস হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয় আবার ট্রাইটুরেশানও প্রস্তুত করা যায়।

উপকারিতা—আংগুলের নখে ভীষণ অসহ্য বেদনা হলে বা আংগুল ফুললে বা আংগুল হাড়া প্রভৃতি যন্ত্রণায় ইহার Q সেবনে যথেষ্ট উপকার তৎসহ এসিড নাইট্রিক লোসন বাহ্যিক ব্যবহার করলে বেদনা যন্ত্রণার তৎক্ষণাৎ উপশম। ক্ষুদ্র, বৃহৎ সকল প্রকার ফোড়া যেখানেই হোক না কেন, পুজ হবার পূর্বে Q ৪/৫ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার সেবন করলে ৩/৪ দিনের মধ্যে ফোঁড়া বসে যাবে। আবার পুঁজ হলে উক্ত নিয়মে সেবন করলে প্রদাহ ভাব কমে যাবে এবং পুঁজ বৃদ্ধি হয়ে ২/৩ দিনের মধ্যে ফেটে যাবে। অস্ত্র চিকিৎসার আগেই প্রয়োজন হবে না। মল দ্বারে ফোড়া, ভগন্দর, কার্বংকল ইত্যাদি ক্ষেত্রেও ইহা অব্যর্থ। প্রয়োজন হলে ইহার Q বাহ্যিক প্রয়োগ করা যায়। এই ঔষধটি হিপার ও সাইলেসিয়া অপেক্ষা অধিক ক্রিয়াশীল। ইহা একটি শক্তিশালী পচন নিবারক ঔষধ। চর্ম, কৌষিক ঝিল্লী এবং অস্থি আবরকের উপর ইহার Q ভাল কাজ করে। আঘাত হতে বিষাক্ততা সৃষ্টি হলে ইহার ব্যবহার উপযোগী। কর্ণমূল গ্রন্থির স্ফীতি, নালীক্ষত, কার্বংকল, আংগুলহারায় অব্যর্থ।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য।

মাইর্টাস কমুনিস (Myrtus Communis)

পরিচয়—অপর নাম মাইর্টল, মারটল ইত্যাদি। ইহা এক প্রকার গাছ, ইহার পাতা ও ফুল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। এই গাছের পাতায় মাইর্টল পাওয়া যায়।

উপকারিতা—ইহা একটি বিশেষ পচন নিবারক ঔষধ। বুকের বেদনায় ইহার Q খুব উপকারী। যক্ষ্মা রোগের সূত্রপাত লক্ষণে ইহা বিশেষ উপযোগী। পেশী সমূহের দুর্বলতা এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর পক্ষে উত্তেজক ঔষধ। ব্রংকাইটিস, মূত্রাশয় প্রদাহ, মূত্রগ্রন্থি প্রদাহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহা উপকারী। বামদিকের বুকের উপরি ভাগের বেদনা এবং ঐ বেদনা পিঠ ও স্ক্যাপুলা অস্থি পর্যন্ত বিস্তৃত হলে ইহার Q ভাল কাজ করে। এছাড়া বাম স্তনে সূচীবিদ্ধ বেদনা, উহা স্ক্যাপুলার ভিতর দিয়ে প্রসারিত হয়। শুষ্ক, শূন্য গর্ভ কাশি তৎসহ বুকের বেদনা এবং প্রাতকালে বৃদ্ধি। বাম বুকে জ্বালা অনুভব করে ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q বিশেষ উপকারী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

নেট্রাম মিউরিয়েটিকাম (Natrum Muriaticum)

পরিচয়—অপর নাম ক্লোরাইড অব সোডিয়াম। দৈনিক আহার্য লবণ হতে ইহার ট্রাইটুরেশান প্রস্তুত হয়। আবার হোমিওপ্যাথিক পদ্ধতিতে ইহার মাদার সলিউশানও প্রস্তুত করা যায়।

উপকারিতা—ডাঃ সুস্‌লারের দ্বাদশটি টিসু ঔষধের মধ্যে এইটি প্রধান ঔষধ। শরীরের রস, রক্ত, শুক্র ইত্যাদি তেজস্কর কোন পদার্থের ক্ষয় হয়ে কোন ব্যক্তি রক্তহীন হয়ে পড়লে বা তার ধাতু বিকৃতি হয়ে পড়লে এই ঔষধটির প্রয়োজন।

লক্ষণ বৈশিষ্ট্য—(১) শ্লেষ্মা প্রধান ধাতুর ব্যক্তি—সামান্য ঠান্ডা লাগলেই সর্দি হয় এবং উত্তম ক্ষুধা ও আহার সত্ত্বেও শরীরের মাংস ক্ষয় হয় এবং জীর্ণ শীর্ণ হয়ে পড়ে, গ্রীষ্মকালীন উদরাময়ে ভুগে শিশুদের ঘাড় ও গলা শীর্ণ হয়ে আসে। (২) স্নায়ু দুর্বলতা হেতু হাত হতে দ্রব্যাদি খসে পড়ে, তিক্ত ও লবণাক্ত দ্রব্য আহারে অত্যন্ত ইচ্ছা, ক্ষুধা থাকা সত্বেও খেতে ইচ্ছা করে না। এছাড়া শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী সমূহের শুষ্কতা, অত্যন্ত দুর্বলতা ও ভ্রান্তি, মাথার যন্ত্রণায় দৃষ্টি শক্তির লোপ, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাথার যন্ত্রণা, কাশিতে চোখের জল বের হয়, নিচের দিকে তাকালে চোখের বেদনা। নাকে প্রবল সর্দিস্রাব, নাসাস্রাব পাতলা, জলের মত বা ডিমের সাদা অংশের মত, হাঁচি সহ সর্দি আক্রমণে ইহা অব্যর্থ। ঘ্রাণ শক্তি ও মুখের স্বাদ নষ্ট হয়ে গেলে ইহা উপকারী। ওষ্ঠের উপর মুক্তার ন্যায় ফোস্কা, জিহ্বায় মানচিত্রের ন্যায় তালি, আহার কালে ঘর্ম, কোষ্ঠকাঠিন্যের দোষ, গুহ্যদ্বার সংকুচিত, ছিঁড়ে যায় রক্ত পড়ে, হাতের তালুতে উষ্ণ এবং ঘর্ম স্রাবী, নখের গোড়ায় মাংস খসে যায়, নিম্নাংগে অবশতা এবং ঝিন ঝিন ভাব ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োজন।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

নিগানডো (Negundo)

পরিচয়—ইহা এক প্রকার ছোট বৃক্ষ বিশেষ। ইহার মূলের ছাল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—গুহ্যদেশে রক্তাধিক্য সহ অত্যন্ত বেদনাদায়ক অর্শরোগে ইহার Q অব্যর্থ।

মাত্রা—Q ১০/১৫ ফোঁটা দুঘন্টা অন্তর সেব্য।

নাইট্রি স্পিরিটাস ডালসিস (Nitri Spiritus Dulcis)

পরিচয়—অপর নাম নাইট্রিক ইথার, সুইট স্পিরিট অব নাইটার। ইহা একটি তরল উদ্বায়বীয় পদার্থ। গন্ধ খুব ভাল এবং প্রীতিকর। এই পদার্থের সংগে এ্যালকোহল মিশ্রিত করে মাদার সলিউশান প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—স্বল্প জ্বরে রোগী যখন তন্দ্রাচ্ছন্ন থাকে এবং সহজে জাগরিত করা যায় না তখন এই ঔষধ উপযোগী। শুষ্ক চর্ম, গা বমি বমি, উদর স্ফীতি, লবণাক্ত স্বাদ অতিরিক্ত লবণ খাবার মন্দ ফল, ঝড় বৃষ্টিতে সর্দি, শোথ, লোহিত জ্বরের পরবর্তী তরুণ কিডনী প্রদাহ ইত্যাদির মহা উপকারী ঔষধ। এছাড়া মুখমন্ডলের স্নায়ুশূল তৎসহ আলোকাতংক। গন্ডদ্বয়ে জ্বালা এবং বমন, তৎপর অবসাদ। মুখের অস্থিতে এবং নিম্নচোয়ালের কোনে বেদনা, অত্যন্ত শীতকাতর ইত্যাদি রোগ লক্ষণে ঔষধটি ভাল কাজ করে। সামান্য হাঁটলেই দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাস আরম্ভ হয়। বুকের হাড়ের নিচে সংকোচক বেদনা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও ইহার প্রয়োজন। ঔষধটির একটি বিশেষ গুণ—ইহা ডিজিটেলিসের ক্রিয়া বৃদ্ধি করে। যখন ইউরিমিয়ায় নির্দিষ্ট হোমিওপ্যাথিক ঔষধ কোন উপকার করে না তখন ইহার ৫/৭ ফোঁটা ৮/১০ মিঃ অন্তর সামান্য জলের সংগে মিশ্রিত করে সেবন করালে উপকার পাওয়া যায়।

মাত্রা—ইহার মাদার সলিউশান সামান্য জলের সংগে মিশ্রিত করে ২/৩ ঘণ্টা অন্তর সেব্য।

নুফার লুটিয়া (Nuphar Lutea)

পরিচয়—অপর নাম হলুদ পন্ড লিলি (yellow pond lily)। পুকুরে জন্মে এক প্রকার হলুদ বর্ণের ফুল বিশেষ। ইহার মূল হতে মাদার টিংচার তৈরী হয়।

উপকারিতা—স্নায়বিক দুর্বলতায় এবং জনন যন্ত্রের ক্রিয়া বিকৃতির ক্ষেত্রে Q ভাল কাজ করে। বিশেষ করে প্রাতকালীন উদরাময়, উদরাময় যুক্ত টাইফয়েড জ্বর, পুরুষত্ব হানি এবং মলত্যাগ কালে অসাড়ে শুক্রক্ষরণ এই চারটি ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োজন।

উদরাময়—বেদনাহীন হলুদ বর্ণের পাতলা বাহ্য এবং ভোরে বৃদ্ধি তৎসহ মলে খুব দুর্গন্ধ। টাইফয়েড জ্বরের সংগে উদরাময়ের লক্ষণ থাকলে Q অব্যর্থ।

পুরুষত্বহীনতা—কামোদ্দীপক কথায় অথবা সামান্য উত্তেজনায় রেত স্খলন হয়, স্পার্মাটোরিয়া, অন্ডকোষ ও লিংগে বেদনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী। লিংগ শিথিল ও সংকুচিত।

মাত্রা—Q ৫/৬ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

নাক্সজুগল্যানস্ (Nux Juglans)—যদি কানের পশ্চাদ ভাগে উদ্ভেদ অধিক পরিমাণে নির্গত হয়, এছাড়া মাথায় লাল বর্ণের উদ্ভেদ উহাতে খুব বেশী চুলকানি থাকে তবে ইহার Q বিশেষ উপকারী। হাতে বগলে পাঁচড়ার মত উদ্ভেদ বের হলে ইহাতে উপকার হয়। ঔষধটি এই ক্ষেত্রে গ্র্যাফাইটিসের মত কাজ করে।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

নাক্স মস্কেটা (Nux Moschata)

পরিচয়—অপর নাম জায়ফল, মিরিসটিকা মসকেটা। এই ফল চূর্ণ করে এ্যালকোহল সহযোগে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—ইহা নার্ভাস, মূর্চ্ছা বায়ু গ্রস্ত রোগী, স্ত্রী ও শিশুদের রোগে উপকারী।

ঋতুস্রাব—ঋতু বন্ধ তৎসহ ঘুম ঘুম ভাব, ঋতু অনেক বিলম্বে প্রকাশ, খুব বেশী পরিমাণে স্রাব হয়, স্রাব কালো বর্ণের ও খুব বেশী ইত্যাদি লক্ষণে Q ফলপ্রদ।

উদরাময়—শিশুদের দুধের দোষে এবং গ্রীষ্মকালীন উদরাময়ে উপকারী। বাহ্য তরল, হরিদ্রাবর্ণ, রক্ত মিশ্রিত, শুধু টাটকা রক্ত, বদহজমের দুর্গন্ধ যুক্ত বাহ্য, বাহ্যের পূর্বে পেটে বেদনা থাকে, মনে হয় আরো অনেক বাহ্য হবে, তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব এবং রাত্রে বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণে Q উপযোগী। কিছু পানাহার করলেই পেটে এক প্রকার কলিক বেদনা, গরম সেক বা চিৎ হয়ে শুলে উপশম বোধ এই ক্ষেত্রেও Q ভাল কাজ করে।

মূর্চ্ছাবায়ু (Hysteria)—এই রোগের ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

টাইফয়েড জ্বর—অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকে, মুখ জিহ্বা অতি শুষ্ক কিন্তু পিপাসা একেবারেই থাকে না, গা ঠান্ডা ও ঘর্ম শূন্য, পেট অত্যন্ত ফোলে, রোগীর খুব কষ্ট হয় ইত্যাদি জ্বর লক্ষণে Q ভাল কাজ করে। ঘুমের ঘোর কিছুতেই কাটে না, বিকার জ্বর সহ উদরাময় থাকলে অথবা কলেরার সংগে জ্বর ভাব থাকলে ইহাতে উপকার।

মাথার যন্ত্রণা—খোলা বাতাসে মাথা ঘোরে, মাথায় সামান্য বাতাস সহ্য হয় না, বেশী খেলেও মাথা ধরা, মাথার মধ্যে যেন ঢেউ খেলে ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

নাক্স ভমিকা (Nux Vomica)

পরিচয়—আমাদের দেশে ইহাকে কুচিলিয়া বলে। এই গাছের ফলের বীচি চূর্ণ করে এ্যালকোহল সহযোগে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—এই ঔষধটি জ্বর সর্দি কাশি, দাঁতের বেদনা, মাথার যন্ত্রণা, প্রমেহ, রক্তোৎকাশ, প্রস্রাবের পীড়া, ঋতুস্রাব, হার্নিয়া, লিভার দোষ, অর্শ, মূত্র পাথুরী, কলিক বেদনা, বদহজম, উদরাময়, আমাশয়, কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদি একাধিক রোগে উপকারী।

জ্বর—রোগীর শীত ভাবটা খুব বেশী, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, ম্যালেরিয়া এবং প্লীহা ও লিভার দোষ জনিত জ্বর। জ্বর আসার কোন নির্দিষ্ট সময় নাই, যে কোন সময় আসতে পারে, নখাগ্র সমূহ নীলবর্ণ, গা ঢাকা দিয়ে থাকতে চায়,

দেহের আবরণ খুলে রাখতে চায় না, হাত পায়ে কামড়ানি ব্যথা ইত্যাদি লক্ষণে Q উপযোগী।

সর্দি-কাশি—সর্দি জনিত স্বরভংগ, গলার মধ্যে খসখসে ভাব, কষ্টকর শ্বাস প্রশ্বাস, কাশতে কাশতে মাথার যন্ত্রণা বৃদ্ধি, বার বার হাঁচি, নাক দিয়ে জল পড়া, নাক সেঁটে ধরা, চোখ দিয়ে জল পড়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q ভাল কাজ করে। দাঁতের যন্ত্রণা ও মাথার যন্ত্রণা যদি ঠান্ডা লেগে উৎপত্তি হয় বা বৃদ্ধি পায় তবে ইহাতে উপকার হবে।

প্রমেহ—প্রমেহ স্রাব অতি পাতলা, প্রমেহ স্রাব বন্ধ হয়ে প্রস্রাব নালীর মধ্যে ও লিংগ মূলে বেদনা তৎসহ নাক্সের প্রধান লক্ষণ ঘন ঘন বাহ্য প্রস্রাবের বেগ এবং খুব অল্প পরিমাণে হয় তবে Q অব্যর্থ। রাত্রি জাগরণ, মদ্যপান ও নানা ব্যাভিচার হেতু কাশির সংগে মুখ দিয়ে রক্ত উঠলে Q ফলপ্রদ। ইহাকে রক্ত পিত্ত পীড়াও বলা হয়।

প্রস্রাবের পীড়া—বারবার মূত্রবেগ, প্রতিবারেই মূত্রপাত, রক্তমূত্র, মূত্রকষ্ট, মূত্রপথে চুলকানি, ফোঁটা ফোঁটা মূত্র পড়ে, প্রস্রাব দ্বারে জ্বালা, ঘনঘন যন্ত্রণাদায়ক প্রস্রাব বেগ—এই ক্ষেত্রে Q ফলপ্রদ।

ঋতুস্রাব—নিয়মিত সময়ের পূর্বে এবং খুব সামান্য পরিমাণে স্রাব হয়। এই সময় ভয়ানক বেদনা আবার কখনো ঠিক সময় অতি প্রচুর পরিমাণে হয় এবং সর্ব শরীর গরম বোধ করে ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী।

হার্নিয়া বা অন্ত্র বৃদ্ধি—আম্বেলিকার বা ইংগুইনাল উভয় প্রকার হার্নিয়ায় Q উপকারী। ডান দিকের ইংগুইনাল হার্নিয়ায় লাইকো Q অধিক উপকারী।

আম্বেলিক্যাল হার্নিয়ায় নাক্সে উপকার না হলে ককুলাস ব্যবহার করলে উপকার হবেই।

লিভার দোষ—লিভার স্ফীত, বড়, শক্ত এবং বেদনাযুক্ত শূলবেদনার মত বেদনা তৎসহ জ্বর থাকলে Q অব্যর্থ। নেশাখোর, অমিতাচারী এবং গুরুপাক দ্রব্যাদি ভোজন করে এই রোগ হলে Q ভাল কাজ করে।

অর্শ—অনবরত বাহ্যের ইচ্ছা ও বেগ অথচ বাহ্যে পেট খোলসা হয় না এই লক্ষণসহ অর্শ রোগে মলদ্বার হতে রক্ত নির্গমন, মলদ্বারে অত্যন্ত কুটকুট করে এবং চুলকানি থাকে এমন ক্ষেত্রে Q বিশেষ উপকারী। এই রোগে অনেক সময় নাক্সে কতকটা উপকার হয়ে শেষে আর হয় না তখন সালফারের প্রয়োজন।

কলিক বা শূলবেদনা—পেটে বায়ু সঞ্চয় হয়ে সেই বায়ু উর্দ্ধ বা অধঃ দিকে ঠেলা মারে, এইজন্য পেটে বেদনা ও শ্বাস কষ্ট, বাহ্য প্রস্রাবের চেষ্টা করেও বাহ্য প্রস্রাব নির্গত হয় না এই ক্ষেত্রে Q উপকারী। অর্শের রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে পেটে শূলবেদনা বা মাথার যন্ত্রণা দেখা দিলে Q উপযুক্ত ঔষধ।

মূত্র পাথুরী—ডান দিকের কিডনীর স্থান হতে বেদনার উৎপত্তি হয়ে সেই বেদনা পায়ের দিকে নামলে তৎসহ কোমরে বেদনা থাকলে Q ফলপ্রদ।

বদহজম (dyspepsia)—যা খায় তা হজম হয় না, পেটে বেদনা হয়, এই বেদনা খামচানি, কামড়ানির মত, রোগী যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পড়ে। কোষ্ঠকাঠিন্য ও অল্প অল্প করে বাহ্য হয়। একটু কিছু খেলে পেট মোচড়ে তৎক্ষণাৎ বমি হয় বমি টক বা তিক্ত হয়, পেটে বায়ু সঞ্চয় হয়, মুখে জল উঠে, এই ক্ষেত্রে Q খুব ভাল কাজ করে।

আমাশয়—বাহ্যের পরিমাণ অতি অল্প, বাহ্যের সঙ্গে সময় সময় রক্ত মিশ্রিত আম, কখনো শুধু সাদা আম, কখনো শুধু রক্ত থাকে। বাহ্যের পূর্বে ও বাহ্যের সময় পেট অত্যন্ত ব্যথা করে এবং বাহ্যের পর বেদনার সামান্য উপশম হয় ইত্যাদি লক্ষণে Q উৎকৃষ্ট ঔষধ।

উদরাময়—আহারের দোষে, রাত্রি জাগরণ হেতু। অমিতাচার বশত উদরাময় হলে, ঘনঘন বাহ্যের বেগসহ অল্প অল্প বাহ্য হতে থাকলে এবং ভোরের দিকে বাহ্য বেশী হলে Q উপকারী। এই জাতীয় উদরাময়ের সঙ্গে বমি থাকলে ইহা অধিক উপকারী।

কোষ্ঠকাঠিন্য—রোগীর অনবরত মলত্যাগের ইচ্ছা, কোষ্ঠ আদৌ পরিষ্কার হয় না, সে প্রত্যেকবার মনে করে আরো একটু বাহ্য হলে ভাল হয় ইত্যাদি লক্ষণে Q খুব উপকারী। প্রচন্ড কোষ্ঠকাঠিন্য সহ বারবার মল বেগ। মল ত্যাগ অসম্পূর্ণ এবং অস্বস্তিকর, মনে হয় খানিকটা মল ভিতরে রয়ে গেল, গুহ্যদ্বার সংকুচিত। বারবার নিষ্ফল মলবেগ এবং প্রতিবারেই সামান্যমাত্র মল ত্যাগ এবং অতিরিক্ত জোলাপ বা উগ্র জাতীয় ঔষধ ব্যবহারের ফলে যদি এই রোগ দেখা দেয় তবে Q উৎকৃষ্ট ঔষধ।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা খুব সামান্য জলের সঙ্গে মিশ্রিত করে দিনে ৩/৪ বার আহারের পূর্বে সেব্য।

নিকট্যানথিস আর্বোট্রিসটিস (Nyctanthis Arbortristis) শেফালিফা

পরিচয়—ইহার বাংলা নাম শেফালিকা। আমাদের দেশের বিশেষ সমাদৃত ও পরিচিত গাছ। ইহার পাতার রসের দ্বারা মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। ইহা একটি ভারতীয় ভেষজ।

উপকারিতা—ঔষধটি পিত্ত লক্ষণযুক্ত স্বল্পবিরাম জ্বরে, সায়েটিকা, বাত রোগে এবং শিশুদের কোষ্ঠকাঠিন্যে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। ইহা তিক্ত, কফ

নিঃসারক এবং মৃদু বিরেচক। ইহা জ্বরে, জ্বরের পূর্বে বা জ্বর কালে পিপাসা বর্তমান থাকে। পিত্তবমন, ঘাম খুব কম, জল পানের পর সঙ্গে সঙ্গে বমন পিত্তযুক্ত মল তরল বা কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত জ্বরে Q উপকারী।

মাত্রা—Q ২০/২৫ ফোঁটা দিনে ৪ বার।

নিম্ফিয়া ওয়োরেটা (Nymphaea Odorata)—শ্বেতপদ্ম

পরিচয়—আমাদের দেশের পুকুরে জন্মে। ইহার মূল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—প্রত্যুষে উদরাময়, পিঠে খুব ব্যথা, বিদাহী শ্বেত প্রদর, দুর্গন্ধ যুক্ত ক্ষত, অতি শ্লেষ্মাযুক্ত কাশি, ক্ষতযুক্ত গলার বেদনায় Q খুব উপকারী।

মাত্রা—Q ৫/৬ ফোঁটা দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

ওসিমাম ক্যানাম (Ocimum Canum)—তুলসী

পরিচয়—টাটকা তুলসী পাতার রস হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—মূত্রগ্রন্থি, মূত্রপথ এবং মূত্রথলির পীড়ায় Q উপযোগী। মূত্রে ইউরিক এসিড প্রবণতা। ইহার প্রধান লক্ষণ মূত্রে লাল বালির মত তলানি, ইহা পরীক্ষিত। কুচকি ও স্তনদেশের গ্রন্থিগুলোর স্ফীতি, মূত্রশূল এবং মূত্র পাথুরীর বিশেষ উপকারী। মূত্রে অম্ল, মূত্রে ইউরিক এসিডের কাঠি কাঠি দানা জন্মে, ঘোলাটে, ক্লেদরস, রক্তাক্ত, ইটের গুঁড়ার ন্যায় লাল তলানি পড়ে, মূত্রনালীতে বেদনা, বাম অন্ডকোষের স্ফীতি ও উষ্ণতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q ভাল কাজ করে। রমণীদের ভগস্থান স্ফীতি, যোনি ওষ্ঠে বেদনা। স্তনের বোঁটা স্পর্শ করলেই বেদনা, স্তনদ্বয় স্ফীত ও বেদনাযুক্ত এবং টাটানি যন্ত্রণা ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q ফলপ্রদ।

মাত্রা—Q ৮/১০ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য।

ওসিমাম ক্যারিও ফাইলেটাম (Ocimum Cariophylatum)

পরিচয়—বাংলায় ইহাকে দুলাল তুলসী বলে। ইহার বীজ তোকমারী নামে পরিচিত। তোকমারী ফোঁড়া ফাটাবার জন্য এবং ইহার সরিবৎ বহুমূত্র রোগে ব্যবহৃত হয়। এই তুলসী হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—উহার Q প্রমেহ ও শুক্রমেহ (স্পার্মা ফোরিয়া) রোগে উপযোগী। প্রমেহের প্রথমাবস্থায় পুনঃপুনঃ প্রস্রাব ত্যাগ, প্রস্রাবে জ্বালাপোড়া ও পুঁজ নিঃসরণ তৎসহ জ্বর থাকলে Q অব্যর্থ। প্রস্রাবের পরবর্তী ভ্যাঁদাল বেদনায় ইহার Q উপকারী। ইহাকে ক্যানাবিস স্যাটিভার সঙ্গে তুলনা করা যায়।

মাত্রা—Q ৮/১০ ফোঁটা দিনে ৪ বার সেব্য।

ওসিমাম গ্রাটিসিমাম (Ocimum Gratissimum)

পরিচয়—আমাদের দেশে ইহা রাম তুলসী নামে পরিচিত। ইহা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—শিশুদের কোষ্ঠকাঠিন্য সহ সর্দি কাশিতে খুব উপকার। বাতের বেদনায় ইহা ভাল কাজ করে। বাত আক্রান্ত অঙ্গে Q বাহ্যিক ভাবে মালিশ করলেও উপকার পাওয়া যায়। বোলতা, ভীমরুল দংশন করলে ঐ স্থানে Q তুলায় ভিজিয়ে বাহ্যিক ভাবে প্রয়োগ করলে উপশম লাভ হয়। এ ছাড়া রেন্যাল কলিক ও মূত্র কষ্টেও Q উপকারী। প্রস্রাব করতে কষ্ট, প্রস্রাবে জ্বালাপোড়া প্রস্রাবের সঙ্গে পুঁজ পড়া ইত্যাদি লক্ষণে মাদার টিংচার খুব উপকারী।

মাত্রা—Q, ১x, ৮/১০ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

ওসিমাম রেডিক্স (Ocimum Radix)

পরিচয়—তুলসী গাছের শিকড় বা মূল হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। যে কোন জনন ইন্দ্রিয়ের (বিশেষ করে পুরুষদের) বিকলতায় Q উপকারী। লিংগ শিথিল এবং সংগমে অপারগ উত্তেজনায় বীর্যপাত ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q অত্যন্ত উপযোগী।

মাত্রা—Q ৮/১০ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য আহারের কিছুক্ষণ পরে। ইহা ধ্বজ ভংগে অব্যর্থ।

ওসিমাম স্যাংটাম (Ocimum Sanctum)

পরিচয়—বাংলায় ইহাকে কৃষ্ণ তুলসী বলে। এই তুলসী হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—সদ্যজাত শিশুর চক্ষুরোগ, চোখ লাল বর্ণ, অনবরত জল পড়ে, পিচুটি পড়ে, আলো সহ্য হয় না ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী। সর্দি কাশি যুক্ত সবিরাম জ্বর তৎসহ উদরাময়। মল সবুজাভ, ব্রংকাইটিস বা ব্রংকোনিউমোনিয়ায় Q উপকারী। হাঁপানি রোগ। রোগী কিছুতেই চিৎ হয়ে শুতে পারে না, ইহাতে শ্বাসকষ্ট বাড়ে, শিশুদের ক্ষেত্রে খুবই উপকারী। ইনফ্লুয়েঞ্জার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। জ্বরের সংগে সর্দি কাশি, সর্বাংগে বেদনা, পেশীগুলো নাড়াতে কষ্ট হয় তৎসহ প্রবল মাথার যন্ত্রণা এই ক্ষেত্রে Q অব্যর্থ। টাইফয়েড প্রকৃতির জ্বর, সর্দিকাশি, রোগী আচ্ছন্ন ভাবে পড়ে থাকে, প্রলাপ বকে, দুর্গন্ধ যুক্ত পাতলা মল ত্যাগ, ওষ্ঠদ্বয় চকচকে লাল এবং জিহ্বার দুই পার্শ্ব পরিষ্কার ইত্যাদি লক্ষণে Q বিশেষ ফলপ্রদ। রক্ত সঞ্চয় জনিত শিরপীড়া,

নিঃসারক এবং মৃদু বিরেচক। ইহা জ্বরে, জ্বরের পূর্বে বা জ্বর কালে পিপাসা বর্তমান থাকে। পিত্তবমন, ঘাম খুব কম, জল পানের পর সঙ্গে সঙ্গে বমন পিত্তযুক্ত মল তরল বা কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত জ্বরে Q উপকারী।

মাত্রা—Q ২০/২৫ ফোঁটা দিনে ৪ বার।

নিম্ফিয়া ওয়োরেটা (Nymphaea Odorata)—শ্বেতপদ্ম

পরিচয়—আমাদের দেশের পুকুরে জন্মে। ইহার মূল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—প্রত্যুষে উদরাময়, পিঠে খুব ব্যথা, বিদাহী শ্বেত প্রদর, দুর্গন্ধ যুক্ত ক্ষত, অতি শ্লেষ্মাযুক্ত কাশি, ক্ষতযুক্ত গলার বেদনায় Q খুব উপকারী।

মাত্রা—Q ৫/৬ ফোঁটা দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

ওসিমাম ক্যানাম (Ocimum Canum)—তুলসী

পরিচয়—টাটকা তুলসী পাতার রস হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—মূত্রগ্রন্থি, মূত্রপথ এবং মূত্রথলির পীড়ায় Q উপযোগী। মূত্রে ইউরিক এসিড প্রবণতা। ইহার প্রধান লক্ষণ মূত্রে লাল বালির মত তলানি, ইহা পরীক্ষিত। কুচকি ও স্তনদেশের গ্রন্থিগুলোর স্ফীতি, মূত্রশূল এবং মূত্র পাথুরীর বিশেষ উপকারী। মূত্রে অম্ল, মূত্রে ইউরিক এসিডের কাঠি কাঠি দানা জন্মে, ঘোলাটে, ক্লেদরস, রক্তাক্ত, ইটের গুঁড়ার ন্যায় লাল তলানি পড়ে, মূত্রনালীতে বেদনা, বাম অন্ডকোষের স্ফীতি ও উষ্ণতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q ভাল কাজ করে। রমণীদের ভগস্থান স্ফীতি, যোনি ওষ্ঠে বেদনা। স্তনের বোঁটা স্পর্শ করলেই বেদনা, স্তনদ্বয় স্ফীত ও বেদনাযুক্ত এবং টাটানি যন্ত্রণা ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q ফলপ্রদ।

মাত্রা—Q ৮/১০ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য।

ওসিমাম ক্যারিও ফাইলেটাম (Ocimum Cariophylatum)

পরিচয়—বাংলায় ইহাকে দুলাল তুলসী বলে। ইহার বীজ তোকমারী নামে পরিচিত। তোকমারী ফোঁড়া ফাটাবার জন্য এবং ইহার সরিবৎ বহুমূত্র রোগে ব্যবহৃত হয়। এই তুলসী হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—উহার Q প্রমেহ ও শুক্রমেহ (স্পার্মা ফোরিয়া) রোগে উপযোগী। প্রমেহের প্রথমাবস্থায় পুনঃপুনঃ প্রস্রাব ত্যাগ, প্রস্রাবে জ্বালাপোড়া ও পুঁজ নিঃসরণ তৎসহ জ্বর থাকলে Q অব্যর্থ। প্রস্রাবের পরবর্তী ভ্যাঁদাল বেদনায় ইহার Q উপকারী। ইহাকে ক্যানাবিস স্যাটিভার সঙ্গে তুলনা করা যায়।

মাত্রা—Q ৮/১০ ফোঁটা দিনে ৪ বার সেব্য।

ওসিমাম গ্রাটিসিমাম (Ocimum Gratissimum)

পরিচয়—আমাদের দেশে ইহা রাম তুলসী নামে পরিচিত। ইহা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—শিশুদের কোষ্ঠকাঠিন্য সহ সর্দি কাশিতে খুব উপকার। বাতের বেদনায় ইহা ভাল কাজ করে। বাত আক্রান্ত অঙ্গে Q বাহ্যিক ভাবে মালিশ করলেও উপকার পাওয়া যায়। বোলতা, ভীমরুল দংশন করলে ঐ স্থানে Q তুলায় ভিজিয়ে বাহ্যিক ভাবে প্রয়োগ করলে উপশম লাভ হয়। এ ছাড়া রেন্যাল কলিক ও মূত্র কষ্টেও Q উপকারী। প্রস্রাব করতে কষ্ট, প্রস্রাবে জ্বালাপোড়া প্রস্রাবের সঙ্গে পুঁজ পড়া ইত্যাদি লক্ষণে মাদার টিংচার খুব উপকারী।

মাত্রা—Q, ১x, ৮/১০ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

ওসিমাম রেডিক্স (Ocimum Radix)

পরিচয়—তুলসী গাছের শিকড় বা মূল হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। যে কোন জনন ইন্দ্রিয়ের (বিশেষ করে পুরুষদের) বিকলতায় Q উপকারী। লিংগ শিথিল এবং সংগমে অপারগ উত্তেজনায় বীর্যপাত ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q অত্যন্ত উপযোগী।

মাত্রা—Q ৮/১০ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য আহারের কিছুক্ষণ পরে। ইহা ধ্বজ ভংগে অব্যর্থ।

ওসিমাম স্যাংটাম (Ocimum Sanctum)

পরিচয়—বাংলায় ইহাকে কৃষ্ণ তুলসী বলে। এই তুলসী হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—সদ্যজাত শিশুর চক্ষুরোগ, চোখ লাল বর্ণ, অনবরত জল পড়ে, পিচুটি পড়ে, আলো সহ্য হয় না ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী। সর্দি কাশি যুক্ত সবিরাম জ্বর তৎসহ উদরাময়। মল সবুজাভ, ব্রংকাইটিস বা ব্রংকোনিউমোনিয়ায় Q উপকারী। হাঁপানি রোগ। রোগী কিছুতেই চিৎ হয়ে শুতে পারে না, ইহাতে শ্বাসকষ্ট বাড়ে, শিশুদের ক্ষেত্রে খুবই উপকারী। ইনফ্লুয়েঞ্জার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। জ্বরের সংগে সর্দি কাশি, সর্বাংগে বেদনা, পেশীগুলো নাড়াতে কষ্ট হয় তৎসহ প্রবল মাথার যন্ত্রণা এই ক্ষেত্রে Q অব্যর্থ। টাইফয়েড প্রকৃতির জ্বর, সর্দিকাশি, রোগী আচ্ছন্ন ভাবে পড়ে থাকে, প্রলাপ বকে, দুর্গন্ধ যুক্ত পাতলা মল ত্যাগ, ওষ্ঠদ্বয় চকচকে লাল এবং জিহ্বার দুই পার্শ্ব পরিষ্কার ইত্যাদি লক্ষণে Q বিশেষ ফলপ্রদ। রক্ত সঞ্চয় জনিত শিরপীড়া,

সর্দি অথবা ইনফ্লুয়েঞ্জার সঙ্গে মাথার যন্ত্রণা ইত্যাদিতে Q খুব উপকারী। এছাড়া গলাবেদনা, ঢোক গিলতে কষ্ট, হাঁচি ও কাশির সময় বেদনা, গলার মধ্যে আরক্ত ভাব, টনসিলদ্বয় স্ফীত ও রক্তিম ইত্যাদি রোগ লক্ষণে Q ভাল কাজ করে।

মাত্রা—৮/১০ ফাঁটা করে দিনে ৫/৬ বার সেব্য। ঔষধটি হাম রোগের প্রতিষেধক রূপে কাজ করে।

ইনান্থি ক্রোকেটা (Oenanthe Crocata)

পরিচয়—অপর নাম ওয়াটার ড্রপ ওয়ার্ট। ইউরোপ মহাদেশীয় এক প্রকার গুল্ম, ভিজা, স্যাঁৎসেঁতে স্থানে ইহা জন্মে। এই গুল্ম হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—মৃগীবৎ অজ্ঞানতা এবং গর্ভাবস্থায় বৃদ্ধি, সূতিকা ক্ষেত্রে আক্ষেপ, মূত্র বিকারে আক্ষেপ, গলার মধ্যে ও পাকস্থলীতে জ্বালা, বমি বমি ভাব, মুখের উপর লাল লাল দাগ, মুখের মাংসপেশীর আক্ষেপ জনক খিচুনি। চর্ম রোগ বিশেষ করে কুষ্ঠ ও মীনবক্কিকা রোগ, মাথার যন্ত্রণা ইত্যাদি রোগ লক্ষণে Q উপকারী। এছাড়া খুসখুসে কাশি তৎসহ বুকে শ্লেষ্মার ঘড় ঘড় শব্দ, ঘন ফেনাযুক্ত শ্লেষ্মা, শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q ফলপ্রদ। হাতপায়ের বেদনা এবং অসাড়তা আক্ষেপ ধনুকের মত পেছন দিক বেঁকে যাওয়া, ক্রুরাল ও সায়েটিক পেশীতে বেদনা এবং এই বেদনা পিঠ হতে আরম্ভ হয়।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

ইনোথেরা বায়োনিস (Oenothera Biennes)

পরিচয়—অপর নাম ইনোসুরিস একুমিনোটা। ইহা এক প্রকার গাছড়া এবং এই গাছড়াকে প্রিমরোজ বলে। ইহা মাঠে জন্মে। এই গাছ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—ঔষধটি কেবলমাত্র কয়েকটি বিশেষ রোগের ক্ষেত্রে অতি সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়। স্নায়বিক অবসাদ সহ অসাড়ে উদরাময়, মস্তিষ্কে জল সঞ্চয়ের প্রাথমিক অবস্থা। বহু দিন পর্যন্ত উদরাময় ভুগতে ভুগতে শিশুদের মস্তিষ্কে জল জমার উপক্রম হলে Q অব্যর্থ। শিশু কলেরা এবং গ্রীষ্মকালীন উদরাময়ে Q উৎকৃষ্ট ঔষধ।

মাত্রা—Q বা ১x ২/৩ ফোঁটা করে ৩ ঘন্টা অন্তর সেব্য। নাভীর নীচে এক প্রকার মোচড়ানি ব্যথা ইহার অন্যতম প্রধান লক্ষণ এবং ধীরে ধীরে শিশু আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে (হাইড্রোসেফালস)।

ওলডেন ল্যাণ্ডিয়া হারবা (Olden Landia Herba)

পরিচয়—ইহার বাংলা নাম ক্ষেত পাপড়া। এক প্রকার ছোট গাছড়া এবং মাঠে জন্মে। এই গাছড়া হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—ইহা একটি উৎকৃষ্ট জ্বরের ঔষধ এবং অন্য জ্বর অপেক্ষা পৈত্তিক জ্বরে ইহার Q অব্যর্থ। ইহার জ্বর একদিন বেশী এবং একদিন কম হয়। শীত করে জ্বর আসে, মাথা ধরে, পিপাসা হয়, চোখ মুখ হাত পা জ্বালা করে, পিত্ত বমি হয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q বিফল হয় না। এমন কি পুরাতন জ্বরে নেট্রাম মিউর বা আর্সেনিকে কাজ না হলে ইহার Q ব্যবহার করলে কাজ হয়। ইহার জ্বরে প্রবল শীত এবং পিপাসা থাকে। সর্বাংগীন জ্বালা যন্ত্রণা ও পিত্ত বমন ও পিত্তযুক্ত মল তৎসহ জ্বরে Q অব্যর্থ।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে সামান্য জলের সংগে মিশ্রিত করে ২/৩ ঘন্টা অন্তর সেব্য।

ওলিয়েণ্ডার (Oleander)

পরিচয়—অপর নাম নেরিয়াম ওডোরাম, রোজ লরেল। করবী গাছের পাতা হতে মাদার টিংচার তৈরী করা হয়।

উপকারিতা—মলের সংগে গোটা গোটা অজীর্ণ খাদ্য নির্গত হলে Q অব্যর্থ। এ ছাড়া চর্ম, হৃদপিন্ড ও স্নায়ু মন্ডলের উপরও ইহা ভাল কাজ করে। দুর্বলতা এবং অংগ প্রত্যঙ্গের পক্ষাঘাতে Q উপকারী।

রোগ ও চিকিৎসা—উদরাময়—জলের মত পাতলা পায়খানা উহার সঙ্গে অজীর্ণ খাদ্যবস্তু গোটা গোটা পড়ে। বায়ু নিঃসরণের সঙ্গে মল বের হয় এবং অসাড়ে বেরিয়ে পড়ে। শিশুদের এমন উদরাময় হলে এবং কৌপিন সর্বদাই পাতলামলে সিক্ত থাকলে ইহার Q অব্যর্থ। দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণ এবং নাভির চারিদিকে খামচানো ব্যথা, পেট খুব ডাকে ইত্যাদি বর্তমান।

চর্মপীড়া—মাথার ও কানের পশ্চাতে এক প্রকার উদ্ভেদ বের হয় উহা হতে অনবরত রস ঝরে, খুব চুলকায়, রক্ত পড়ে, পোকা জন্মে, অন্ডকোষ, উরুতে ও ঘাড়ে হাজা ঘা, সামান্য ঘর্ষণেই ঘা হয়, চর্ম খুবই স্পর্শকাতর ঘামের খুব অভাব, রাত্রে জ্বালা যন্ত্রণা বেশী ইত্যাদিতে Q উপকারী।

বুকের বেদনা—বুকে কোন কিছু চেপে ধরার ন্যায় বেদনা, শুলে হাঁপানির টান বুকে ধড়ফড়ানি তৎসহ শূন্যতা বোধ, শ্বাস কষ্ট, বুকে আড়াআড়ি ভাবে খোঁচা মারা বেদনা, হাতের আঙুলগুলো স্ফীত এবং হাতের শিরাগুলো স্ফীত, শোথ ভাব ইত্যাদিতে Q উপযোগী।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

ওলিয়াম জেকোরিস এসোলি (Oleum Jacoris Aselli)

পরিচয়—ইহার অপর নাম কড লিভার অয়েল। কড নামক এক প্রকার সামুদ্রিক মাছের লিভার হতে এই ঔষধটি প্রস্তুত হয়। এক লিটার ওলিয়াম

জেকোরিসে ০.৪ গ্রাম আয়োডিন আছে। এই জন্য যে সমস্ত আয়োডিনে আরোগ্য হয় যেমন গ্ল্যান্ড, সর্দি কাশি, শরীর পোষণ ক্রিয়ার অভাব, লিভার, অন্ত্র, পরিপাক যন্ত্রের বিকৃতি, রক্তের লাল কনিকা হ্রাস এই ঔষধেও ঠিক সেই পীড়া সমূহ আরোগ্য হয়ে থাকে।

উপকারিতা—ইহা একটি বলকারক ঔষধ। শিশুদের শীর্ণতা, লিভার স্থানে বেদনা এবং যক্ষ্মারোগের প্রাথমিক অবস্থায় ইহা বিশেষ উপকারী।

রোগ ও চিকিৎসা—স্ক্রফুলা, শীর্ণতা, শিশুদের ক্ষীণ স্বাস্থ্য, দুর্বলতাসহ মাথা ও হাত পা গরম হওয়া, রাত্রে জ্বর ভাব, লিভার বেদনা, শরীরের রঙ হলদে হওয়া, হাতের তালুতে জ্বালাপোড়া, কাশি, পুরাতন উদরাময়, হাঁটু ও কনুইতে কামড়ানো ব্যথা, পেশী শক্ত হওয়া ইত্যাদি রোগের ক্ষেত্রে ঔষধটি ফলপ্রদ।

মাত্রা—৪/৫ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য। ম্যারাসমাসে আক্রান্ত শিশুকে কডলিভার অয়েল প্রত্যহ মর্দন করে আধ ঘন্টা রোদে করে রাখিলে বিশেষ উপকার হয়।

ওলিয়াম স্যান্টাল (Oleum Sentali)

পরিচয়—অপর নাম চন্দন তৈল। এই তেল দ্বারা মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—প্রস্রাব, মূত্রযন্ত্র ও মূত্রনালীর উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। গণোরিয়া রোগে এবং প্রবল কাশিতে Q উপকারী। চিনির সঙ্গে ইহা ২/৩ ফোঁটা মাদার ব্যবহার করলে খকখক কাশি অথচ কফ উঠে না—এইরূপ ক্ষেত্রে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

রোগ ও চিকিৎসা—গণোরিয়া—লিঙ্গ ফোলা, অত্যন্ত বেদনা, প্রমেহ স্রাব ঘন পুঁজের মত, অধিক পরিমাণে হলদে বর্ণের স্রাব নির্গত হয়। এই ক্ষেত্রে Q উপকারী।

মূত্র রোগ—মূত্র পথে জ্বালা, খোঁচামারা বেদনা, স্ফীতি, লাল বর্ণসহ বার বার মূত্র বেগ। মূত্র ধারা সরু ও ধীর, কিডনী স্থানে বেদনা, মনে হয় মূত্র পথে একটি গোলা চাপ দিচ্ছে। দাঁড়ালে বৃদ্ধি, লালা মেহ তৎসহ প্রচুর ঘন স্রাব, পুরাতন মূত্রাশয় প্রদাহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q অব্যর্থ।

মাত্রা—৮/১০ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য।

ওনাসমোডিয়াম ভার্জিনিয়েনাম (Onosmoddium Verginianum)

পরিচয়—অপর নাম ফলস্ গ্রমওয়েল। ইহা এক প্রকার বাৎসরিক গুল্ম। এই গুল্ম হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—মাথার বেদনা, মাথার পশ্চাৎভাগ হতে আরম্ভ হয়ে নিম্নে ঘাড়ে ও উর্দ্ধে ব্রহ্ম তালু এবং তথা হতে ধীরে ধীরে কপালে প্রসারিত হয়, মাথার বাম দিকেই অধিক আক্রান্ত হয়, মাথা ব্যথার সঙ্গে গা বমি বমি ভাব থাকে ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q খুব ভাল কাজ করে।

মাথার যন্ত্রণা—অর্ধ শিরশূলের Q অব্যর্থ। ইহা বাত শক্তির অভাব, দৈহিক শক্তিহীনতা, কামেচ্ছার সম্পূর্ণ লোপ ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q পেশীর কঠিনতা, স্তনদ্বয়ে ক্ষতবৎ বেদনা, বুকে বেদনা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও ইহা উপকারী।

জনন ইন্দ্রিয়ের পীড়া—পুরুষদের বারবার কামোত্তেজনা কিন্তু দৈহিক শক্তির অভাবে অসমর্থ, অতি শীঘ্রই বীর্যপাত ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপযোগী। রমনীদের প্রবল জরায়ু বেদনা, কামেচ্ছার সম্পূর্ণ লোপ, মনে হয় এখনি ঋতুস্রাব হবে। স্তনে বেদনা, স্তনের বোঁটায় চুলকানি। ঋতুস্রাব নিয়মিত সময়ের পূর্বে ও দীর্ঘস্থায়ী, প্রদর স্রাব হরিদ্রা বর্ণ, ক্ষতকর ও প্রচুর। হাত পায়ে প্রচন্ড বেদনা। অসাড় ভাব, টলমল করে পদক্ষেপ করে।

মাত্রা—৪/৫ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

অরিগেনান মারজোরান (Origanon Marjorana)

পরিচয়—অপর নাম সুইটি মারজোরাম। ইহা এক প্রকার বাৎসরিক গাছড়া, এই গাছড়া হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—সমগ্র স্নায়ুমন্ডলের উপর ইহার ক্রিয়া। হস্তমৈথুন ও অত্যন্ত কাম প্রবৃত্তির উদ্রেকে ইহা উপযোগী। স্ত্রীলোকদের ভয়ানক কামোন্মাদনা এবং প্রবল কুচিন্তা, শ্বেতপ্রদর, হিষ্টিরিয়া, খারাপ স্বপ্ন দেখা প্রভৃতি রোগ লক্ষণে Q উপকারী।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার।

অক্সিডেন্ড্রন আর্বোরিয়াম (Oxydendron Arboreum)

পরিচয়—অপর নাম এন্ড্রোমিডা আর্বোরিয়া, সোরেল ট্রি, সাওয়ার উড ইত্যাদি। ইহা এক প্রকার গাছ এবং এই গাছের গাছড়া হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—শোথ রোগের মহা উপকারী। জলে উদরী এবং সাধারণ প্রায় সমস্ত অঙ্গ-প্রতঙ্গের শোথের এবং ফোলায় Q অব্যর্থ। শোথ রোগে অল্প প্রস্রাব, প্রস্রাব বন্ধ তৎসহ শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট থাকলে Q বিফল হয় না। এছাড়াও মূত্র অবরুদ্ধ, লিভারে রক্ত সঞ্চালন সম্বন্ধীয় গোলযোগ, প্রষ্টেট গ্রন্থির বৃদ্ধি, মূত্রাশয়ে পাথরী, মূত্রাশয়ের গ্রীবায় উত্তেজনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে Q উপকারী।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

পিওনিয়া অফিসিন্যালিস (Paeonia Officinalis)

পরিচয়—অপর নাম পিওনি, পিউনিং-রোজা-বেনিডিকটা। ইহা এক প্রকার বাৎসরিক গাছড়া। ইহার তাজা মূল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—পাছার হাড়ের নিম্নাংশের প্রায় সকল প্রকার ক্ষতে এবং অর্শ, অর্শের রক্ত স্রাব, মলদ্বারে ফাটা ঘা ক্ষত, পেরিসিয়ামের ক্ষত, ভগন্দর প্রভৃতি রোগের Q উপকার। ইহার Q বা লিনিমেন্ট ক্ষতে বাহ্যিক প্রয়োগ করলে উপকার হয়। এছাড়া গুহ্যদেশে চুলকানি, গুহ্যদ্বার স্ফীত, মল ত্যাগের পর গুহ্যদেশে জ্বালাপোড়া, অর্শ বলি, গুহ্যদ্বার ফাটা, গুহ্যদ্বারে ক্ষত, উহা মামড়ি দ্বারা আবৃত, প্রত্যেকবার মল ত্যাগের সময় ও পরে ভীষণ বেদনা, হঠাৎ আঠার মত উদরাময় ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী। বাম বক্ষে খোঁচামারা বেদনা, হৃদপিন্ডে চিড়িকমারা বেদনায় Q ভাল কাজ করে। হাত পায়ের কব্জিতে এবং আঙ্গুলে বেদনা, জানুতে ও পদদ্বয়ের আঙ্গুলে বেদনা এবং ভালভাবে চলাফেরা করতে পারে না ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপযোগী। চর্মে স্পর্শ কাতরতা ও বেদনাযুক্ত, মেরুদন্ডের সর্বনিম্নাস্থিতে এবং একাস্থির চারিদিকে ক্ষত, শিরা স্ফীতি, সাধারণ ক্ষত, শয্যা ক্ষত, চর্মে আমবাতের ন্যায় জ্বালা ও চুলকানি ইত্যাদি ক্ষেত্রেও Q উপকারী। কব্জি আঙ্গুল, হাঁটু, পায়ের আঙ্গুলের বেদনায় Q অব্যর্থ। বুকের ব্যথা, এই ব্যথা হৃদপিন্ডের মধ্য দিয়ে পিঠের দিকে সম্প্রসারিত হয় এবং রোগী বেদনায় অস্থির হয়ে পড়ে। এই ক্ষেত্রেও Q উপকারী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য।

প্যারিরা ব্রাভা (Parira Brava)

পরিচয়—অপর নাম ভার্জিন ভাইন, ককুলাস কন্ডোডেনড্রন, পর্তুগীজ ভাষায় ইহাকে বন্য আঙ্গুর বলা হয়। ইহার শুষ্ক মূল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—ঔষধটি প্রধানতঃ প্রস্রাব সম্বন্ধীয় রোগেই ইহা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মূত্রগ্রন্থি শূল, প্রষ্টেট গ্রন্থির পীড়া এবং মূত্রাধারের সর্দিতে উপযোগী। মনে হয়, মূত্রাধারটি স্ফীত এবং বেদনাযুক্ত। ঐ বেদনা উরুদেশের দিকে ধাবিত হয় ইত্যাদি লক্ষণে Q উপযোগী।

মূত্রযন্ত্রের রোগ—কালো, রক্তাক্ত ঘন শ্লেষ্মাময় মূত্র, অবিরাম মূত্রবেগ, অত্যন্ত কুন্থন, মূত্র ত্যাগের ইচ্ছায় বা চেষ্টায় উরুদেশে বেদনা, লিংগমুন্ডে প্রবল বেদনা, মূত্রপথে চুলকানি, মূত্রপথে প্রদাহ তৎসহ প্রষ্টেট গ্রন্থির রোগ, মূত্রপথের স্ফীতি ইত্যাদিতে Q বিশেষ উপকারী।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

প্যাসিফ্লোরা ইনকারনেটা (Passiflora Incranata)

পরিচয়—অপর নাম প্যাসন ফ্লাওয়ার, ঝুমকো ফুল। ইহা এক প্রকার লতা জাতীয় গাছ। এই গাছের পাতা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—নার্ভ সেন্টারের উপর ইহার প্রধান কাজ। আক্ষেপ, তড়কা, ক্রিমি জাতীয় জ্বরে Q উপকারী। হাঁপানি রোগের কষ্টদায়ক আক্ষেপিক টানে Q ভাল কাজ করে। শিশু ও বৃদ্ধদের অনিদ্রা রোগের পক্ষে Q অব্যর্থ। পেট ফাঁপ, টক ঢেকুর, মাথার যন্ত্রণা তৎসহ চোখের বেদনায় ইহা বিফল হয় না। মূর্চ্ছা বা বায়ু রোগের পক্ষেও (হিষ্টিরিয়া) ইহা উপযোগী।

মাত্রা—Q ৮/১০ ফোঁটা দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

পেট্রোসেলিনাম সেটিভাম (Petroselinm Sativum)

পরিচয়—অপর নাম এপিয়াম হরটেনসিস, পার্সেল ইত্যাদি। ইহা ইউরোপ দেশের এক প্রকার ক্ষুদ্র গাছড়া। এই গাছড়ার রস হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—মূত্র রোগ লক্ষণই ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য। অত্যন্ত চুলকানি যুক্ত অর্শ রোগে Q অব্যর্থ। মূত্রনালীর পুরাতন প্রদাহ এবং এই প্রদাহ মূত্রথলির মুখ পর্যন্ত পরিচালিত হয় এমন অবস্থায় Q বিফল হয় না। হঠাৎ প্রস্রাবের বেগ আসে এবং উঠতে প্রস্রাব আপনিতেই পড়ে যায়, ইহাই প্রধান লক্ষণ। হঠাৎ মূত্রবেগ, মূত্রপথে সুড়সুড়ি, গনোরিয়া, হঠাৎ অদম্য মূত্রত্যাগের প্রবৃত্তি, মূত্রপথে প্রবল কামড়ানি ও চুলকানি তৎসহ দুধের মত সাদা প্রস্রাবে Q উপকারী। তৃষ্ণার্ত ও ক্ষুধার্ত কিন্তু পানাহার করতে গেলে আর ইচ্ছে থাকে না। মূত্রনালীর মধ্যে সর্বদা সুড়সুড় করে ও অনবরত মূত্রবেগ আসে ইত্যাদিতে Q খুব উপকারী।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে দু-ঘন্টা অন্তর সেব্য।

ফ্যাসিওলাস নানা (Phaseolas Nana)

পরিচয়—অপর নাম ডোয়ার্কবিন। এক প্রকার গাছের গুটী হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—হৃদপিন্ডের রোগে Q মহা উপকারী। এছাড়া বহুমূত্র, বুকের পীড়ায় এবং শিরপীড়ায় Q ব্যবহৃত হয়। হৃদপিন্ডের চারিদিকে বেদনা, প্লুরা ও পেরিকার্ডিয়ামের মধ্যে জল জমা ইত্যাদি রোগে Q আশাতীত উপকার করে। চোখের বেদনা ইত্যাদিতে Q ভাল কাজ করে। বহুমূত্র বা বহুমূত্রের মত পরিমাণে এবং বারে বারে প্রস্রাব অত্যন্ত অধিক হয়, এই লক্ষণেও Q উপকারী।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৪ বার সেব্য।

ফেলাণ্ড্রিয়াম একোয়েটি (Phellandrium Aquati)

পরিচয়—অপর নাম ইনানথি-ফেলন্ড্রিয়াম, ওয়াটার ড্রপ ওয়ার্ট। ইহা এক প্রকার উদ্ভিদ, জলাভূমিতে জন্মে। ইহার শুষ্ক ফল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—শ্বাসযন্ত্রের পীড়ায়, যক্ষ্মা, ব্রংকাইটিস, বায়ু স্ফীতি রোগে দুর্গন্ধ যুক্ত গয়ার উঠতে থাকলে Q উপকারী। যক্ষ্মা রোগের ফুসফুস আক্রান্ত হলে, সব কিছুর স্বাদ মিষ্ট হয়, রক্ত কাশ, মাংস তন্তুর ক্ষয়কারক উদরাময় ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী। এছাড়া স্তনের পীড়ায়, স্তনে অত্যন্ত বেদনা, বোঁটায় অধিকতর ব্যথা, শিশুকে স্তন্য পান করাবার সময় স্তনে অধিক দুধ বের হয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী। চোখ দিয়ে অজস্র জল পড়ে, মাথা ব্যথা, চোখের স্নায়ুতে বেদনা, আলো সহ্য করতে পারে না ইত্যাদিতে Q ভাল কাজ করে। সবিরাম জ্বর তৎসহ হাত দুটিতে বেদনা, দুর্বলকর ঘাম ইত্যাদিতে Q উপকারী।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে সামান্য জলের সংগে দিনে ৪ বার সেব্য।

ফসফরাস (Phosphorus) (বা ফসফরিস এসিড)

পরিচয়—অস্থি হতে সালফিউরিক এসিড যোগে কতগুলো প্রক্রিয়া দ্বারা ফসফরাস বহির্গত করান হয়। এ্যালকোহল সহ গরম জলের উত্তাপে রেখে গলিয়ে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—মস্তিষ্ক, ফুসফুস, লিভার, হৃদপিন্ড, কিডনী, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী, অস্থি এবং স্নায়ুর উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। ফসফরাসের রোগীর শরীরের কোন না কোন স্থান হতে প্রায়ই রক্ত স্রাব হয় এবং রোগী দুর্বল হয়ে পড়ে। মিষ্টিদ্রব্য খেলে, হাত পা জলে ভিজা থাকলে, বাম দিকে চেপে শুলে এবং যে সকল স্ত্রী পুরুষ দেখতে সুন্দর, রোগা, লম্বাটে এবং বুদ্ধি তীক্ষ্ম তাদের পক্ষে Q উপকারী।

রোগ ও চিকিৎসা—নিম্নলিখিত রোগ লক্ষণে Q ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়। (১) যক্ষ্মা কাশি, ব্রংকাইটিস নিউমোনিয়া, (২) গলা সুড়সুড় করে কাশি, কাশি শুষ্ক এবং সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি। বেদনাহীন উদরাময়, জলের মত পাতলা পায়খানা, উহার উপর সাদা দানার মত এক প্রকার পদার্থ ভাসে, (৪) সামান্য ক্ষত হতে অত্যধিক রক্ত স্রাব। (৫) কোষ্ঠকাঠিন্য, মল সরু, শক্ত, লম্বা। (৬) হস্ত মৈথুন জনিত ধ্বজভঙ্গ, অদম্য রতিক্রিয়ার ইচ্ছা কিন্তু সামর্থের অভাব। (৭) পেটের ভিতর খালি বোধ, পানীয় বস্তু পেটের ভিতর গিয়ে গরম হলেই বমি। (৮) গলায় বেদনা, এই জন্য কথা বলতে কষ্ট হয়, মনে হয় গলায় কিছু আটকে আছে বা পুটলী জমে আছে। (৯) জন্ডিস রোগ, রক্তের যে সকল উপাদানে পিত্ত প্রস্তুত হয় উহার নিঃসরণ বন্ধ হয়ে রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত হলে এই রোগ সৃষ্টি হয়, মলের রঙ পাংশুটে অথবা ছাই রঙ উহাতে কিছু মাত্র পিত্তের

চিহ্ন থাকে না তৎসহ লিভারে অত্যন্ত টাটানি বেদনা। (১০) ব্রংকো নিউমোনিয়ায় বা ক্যাটারাল নিউমোনিয়ায় ফসফরাসের ক্ষমতা অতুলনীয়। (১১) টাইফয়েড জ্বর, বাত শ্লেষ্মা জ্বর ও বিকারের সহিত নিউমোনিয়া হলে ইহা উপকারী।

মাত্রা—মাদার টিংচার ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

ফাইজস্টিগমা ভেনোসাম (Physostigma Venosum)

পরিচয়—অপর নাম কালাবার বীন। আফ্রিকা মহাদেশের এক প্রকার গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ। ইহার বীজ চূর্ণ করে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—প্যারালিসিস, আঘাত জনিত ধনুষ্টংকার, কোরিয়া, লোকোমোটর এ্যাটাক্সি, সর্বাঙ্গীন পক্ষাঘাত, স্পাইন্যাল কর্ডের কলজেশান এবং চোখের পীড়ায় Q উপকারী।

রোগ ও চিকিৎসা—স্পাইন্যাল ইরিটেশন—পিঠে, দুই কাঁধের মধ্যস্থলে, ঘাড়ে ও কোমরে বেদনা হয়, সামান্য নড়াচড়ায় বেদনার বৃদ্ধি, মেরুদন্ডে চাপ দিলে প্রচন্ড ব্যথা লাগে, মেরুদন্ডের হাড়ের মধ্যে বেদনার অনুভব, সর্বদাই এক প্রকার নিউর‍্যালজিক বেদনার মত বেদনা এবং উহা শরীরের অন্য স্থানেও বিস্তৃত হয়। উঠতে, বসতে, চলতে, ফিরতে কষ্ট হয়। এই ক্ষেত্রে Q উপকারী।

স্পাইন্যাল প্যারালিসিস—গলার ভিতর সংকোচন, পাকস্থলী ও অন্ত্রের আক্ষেপ, খেঁচুনি, পা ও মেরুদন্ডের শক্ত ও আড়ষ্ট ভাব ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে Q উপকারী।

চোখের পীড়া—দূরের জিনিস প্রায় কিছুই দেখতে পায় না। আলো অসহ্য, চোখের সম্মুখে ভাসমান অলীক পদার্থ দর্শন; ধুম্র দৃষ্টি, অক্ষিপুটের পেশীসমূহের আক্ষেপ তৎসহ চোখের ব্যবহারের পর উত্তেজনা, চোখ হতে জল পড়ে। যে কোন লালা স্রাবের অতিরিক্ত বৃদ্ধি ইত্যাদিতে Q উপকারী।

মাথার যন্ত্রণা—মাথার উপরিভাগে অবিরাম বেদনা, শিরোঘূর্ণন। চক্ষুকোটরের উপরে বেদনা। মেরুদন্ডে জ্বালা, ঝিম ঝিম করা, হাত, পা অসাড় হওয়া, হাত, পায়ে খিল ধরা ইত্যাদিতে Q উপকারী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

ফাইটোলাক্কা ডেকানড্রা (Phytolacca Decandra)

পরিচয়—অপর নাম পোক রুট। এক প্রকার গুল্মের তাজা মূল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—বিছানা হতে উঠলেই মাথা ঘোরে, মূর্চ্ছার মত ভাব। মাথায় ও কোমরে অত্যন্ত বেদনা, সমস্ত দেহে থেঁৎলানো ব্যথা, সামান্য নড়াচড়ায় বেদনার বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণে Q ভাল কাজ করে। মুখ ও গলক্ষতে, টনসিলাইটিস ও ডিপথিরিয়ায় Q অব্যর্থ। ঠুনকো জ্বর, স্তনের প্রদাহ, স্তন স্ফোটক, স্তন শক্ত, স্তনে বেদনাদায়ক নোডস, শোষ ঘা ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q খুব ভাল কাজ করে। গলার অভ্যন্তর ভাগ লাল, গলদেশ কর্কশ, সংকীর্ণ উত্তপ্ত। টনসিলদ্বয় স্ফীত, দেখতে লাল, কানে চিড়িকমারা বেদনা, কোন গরম দ্রব্য গিলতে পারে না, গলার মধ্যে খুব উত্তপ্ত বোধ হয়, জিহ্বার মূলদেশের বেদনা কান পর্যন্ত বিস্তৃত। গলকোষের বেদনা, কর্ণমূল প্রদাহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q খুব ফলদায়ক। ডিপথিরিয়া রোগে গলার ভিতর ভয়ানক জ্বালা, গলায় টাটানি ব্যথা ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক প্রয়োগ যথেষ্ট উপকারী। ইহার রোগী অত্যন্ত দুর্বল, চোখ মুখ বসে যায়। জিহ্বার ক্ষতেও ইহার Q উপকারী। ডিপথিরিয়ায় প্রাথমিক লক্ষণে ইহা ব্যবহার করা উচিত তারপর মার্কুরিয়াস সিয়ানেটাস ফলপ্রদ। স্বর ভঙ্গ, স্বর লোপ, শ্বাসনালীতে জ্বালা ইত্যাদিতেও Q উপকারী।

মাত্রা—৩/৪ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

পিনাস ল্যাম্বার্টিনা (Pinus Lambertina)

পরিচয়—অপর নাম সুগার পাইন। পিনাস ল্যাম্বার্টিনা গাছের রস হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। ইহার Q একটি অব্যর্থ বিরেচক। বিলম্বিত এবং কষ্টকর ঋতুস্রাবে Q ম্যাজিকের ন্যায় কাজ করে।

মাত্রা—Q ৫/৭ ফোঁটা সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ২ বার সেব্য।

পাইপার নিগ্রাম (Piper Nigrum)

পরিচয়—অপর নাম কালো মরিচ বা গোল মরিচ। গোল মরিচ চূর্ণ করে এ্যালকোহল সহ ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—দেহের সর্বত্র জ্বালা ও চাপবোধ, মাথা ভার, চোখ প্রদাহিত এবং জ্বালাযুক্ত, মুখমন্ডল লাল বর্ণ, জ্বালাযুক্ত, হাঁচি, নাক হতে রক্তপাত, গলায় টনসিলের বেদনা, গলায় জ্বালাপোড়া, উদরে বায়ু সঞ্চয়। মূত্র পথে এবং মূত্র থলিতে জ্বালা, মূত্র ত্যাগকালে জ্বালা, বারবার মূত্র ত্যাগের নিষ্ফল চেষ্টা ইত্যাদি রোগ লক্ষণে Q উপকারী।

মাত্রা—৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

প্লানটাগো মেজর (Plantago Major)

পরিচয়—অপর নাম কলা গাছ ঠিক আমাদের দেশের কলা গাছ নয়। আমেরিকা ও ইউরোপ অঞ্চলে এক প্রকার ছোট ছোট গাছ, এই গাছ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—দাঁতের যাবতীয় রোগে Q উপকারী। কর্ণশূল, দন্তশূল ও শয্যামূত্র রোগে ইহা সুফল দান করে। কানে খোঁচামারা বেদনা, কানে স্নায়বিক বেদনা, বেদনা মাথার ভিতর দিয়ে এক কান হতে অপর কান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, উচ্চ গোলমাল এক কান দিয়ে শোনতে পায়। দন্তশূল, দাঁতগুলো স্পর্শ করা যায় না, স্পর্শ করলে ব্যথা লাগে, শীতল জল বা বাতাস লাগলে বেদনার বৃদ্ধি, প্রচুর লালাস্রাব, দাঁতের ব্যথা হতে চোখের স্নায়ুশূল ব্যথা। এই সব ক্ষেত্রে Q ভাল কাজ করে।

কোষ্ঠকাঠিন্য ও অর্শ—সর্বদাই মল ত্যাগের ইচ্ছা, বারবার পায়খানায় যায় কিন্তু যন্ত্রণার জন্য মল ত্যাগ করতে পারে না। অর্শ বলি এতই কষ্টকর যে রোগী দাঁড়াতে পারে না, মলদ্বারে লঙ্কা বাটার মত জ্বালা, প্রদাহ ও বেদনা। এইরূপ যন্ত্রণাদায়ক অর্শে Q তুলোতে করে বাহ্যিক প্রয়োগ এবং নিম্নশক্তি ২/৩ ঘন্টা অন্তর সেবন করলে শীঘ্র উপকার পাওয়া যায়। কোন কোন সময় উদরাময় ও জলের মত পায়খানা তৎসহ অর্শবলি ইত্যাদি ক্ষেত্রেও ইহা উপকারী।

মূত্র রোগ—প্রচুর মূত্রপাত, রাত্রিকালে অসাড়ে মূত্র তৎসহ পিপাসা থাকলে Q উপকারী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

পডোফাইলাম পেলটাটাম (Podophyllum Peltatum)

পরিচয়—অপর নাম ভুই লেবু, মেনড্রেইক, মে আপেল ইত্যাদি। আমেরিকার এক প্রকার বাৎসরিক গাছড়া, ইহার মূল হতে মাদার টিংচার তৈরী হয়।

উপকারিতা—উদরাময়, লিভার, গুহ্যদ্বার, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অন্ত্র ইত্যাদির রোগে Q উপকারী। পিত্তপ্রধান ব্যক্তিদের পীড়ায় ইহা অধিক উপযোগী।

উদরাময়—দীর্ঘ দিনের উদরাময় রোগ, অতি দুর্গন্ধযুক্ত অত্যধিক পরিমাণে তরল মল, জলের মত তরল, কখনো আমযুক্ত বা হড়হড়ে, এক একবার এক এক গামলা বাহ্য হয়, বাহ্যের পর শরীর চুপসে যায়। শিশু কলেরা, প্রাতঃকালীন উদরাময়, শিশুদের দাঁত উঠার সময় উদরাময়, গ্রীষ্মকালীন উদরাময়, গুহ্যদ্বার নির্গমন ইত্যাদি লক্ষণে Q বিশেষ উপকারী।

সরলান্ত্র নির্গমন—কোষ্ঠকাঠিন্য, উদরাময়, আমাশয় অথবা অর্শ যে কোন রোগের সঙ্গে হোক যদি গোগগুল বা সরলান্ত্র বের হয় তবে পডোফাইলাম

উপকারী। ইহার বাহ্যের রঙ, পরিমাণ অনেক সময় পরিবর্তন হয়, মলের সঙ্গে ফেনা থাকে, ঘুমাবার সময় ও বায়ু নিঃসরণের সময় বাহ্য অসাড়ে হয়।

বমি—গা বমি বমি, ওয়াকতোলা, বমিতে ভুক্ত দ্রব্য, পিত্ত বমি, মুখে দুর্গন্ধ, শিশুদের দুধ বমি ইত্যাদিতে Q উপকারী।

জ্বর—জ্বর সকাল ৭টায় আসে, জ্বর আসার পূর্বে কাট বমি, ওয়াকতোলা, কোমরে ব্যথা থাকে, নিদ্রাবস্থায় প্রচুর ঘাম হয়, ঘামে গায়ের জামা-কাপড় ভিজে যায়, ঘামের পর মাথার ব্যথা কমে আসে। জ্বরে যদি লিভারের রক্তাধিক্য, পিত্তবমি ও উদরাময় থাকলে Q খুব উপকারী।

স্ত্রী ব্যাধি—শরীরের বাম দিকে অপেক্ষা ডান দিকেই ঔষধটির ক্রিয়া অধিক। জরায়ুর বহিঃ নির্গমনসহ ডান ডিম্বকোষে বেদনা, প্রদাহ এবং ডান ডিম্বকোষে অর্বুদ, অর্শ, কোন ভারী দ্রব্য উত্তোলন করে জরায়ুর বহিঃ নির্গমন ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী।

লিভারের পীড়া—লিভারে পিত্তের ক্রিয়া ভাল রূপ হলে, লিভারের স্থানে ব্যথা থাকলে এবং ডান দিকের পাঁজড়া ও পেটে হাত দিয়ে ঘষলে আরাম বোধ করে, চোখ মুখ শরীর জন্ডিসের মত হলদে হয় তৎসহ পিত্ত পাথুরী রোগের যন্ত্রণাতে উপকারী। জিহ্বায় দাঁতের দাগ পড়ে ইত্যাদি লক্ষণ দৃষ্টে ইহা ব্যবহার করা উচিত।

মাত্রা—৩/৪ ফোঁটা দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

পলিগোনাম পাংটেটাম (Polygonum punctatum)

পরিচয়—অপর নাম হাইড্রোপাইপার, স্মার্ট উইড ইত্যাদি। ইহা এক প্রকার বাৎসরিক গাছড়া। এই গাছড়া হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—অল্প বয়স্কা বালিকাদের অতি স্রাব বা রজলোপ। শিরা স্ফীতি, অর্শ রোগ এবং গুহ্যদ্বারে মাংসকোষ জন্মান। পাকস্থলীতে জ্বালা তারপর পাকাশয় গহ্বরে ঠান্ডাবোধ। উদর গহ্বর চিন চিন করে ব্যথা তৎসহ প্রবল গড়গড় শব্দ, বমি ও বমিভাব, তরল বাহ্য, বায়ু জমে শূল বেদনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী। পেটে বেদনাসহ গড়গড় শব্দ তৎসহ বমি ভাব, পাতলা জলের মত পায়খানা, পেট ফাঁপার সঙ্গে কলিক বেদনা। তরল মল নির্গমনসহ অর্শ, মূত্রনালীর গ্রীবাদেশে যন্ত্রণাদায়ক ও খোঁচামারা দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী বেদনা, যুবতী স্ত্রীলোকদের রজকষ্ট তৎসহ উরুতে ও কোমরে বেদনা, তলপেটে অত্যন্ত ভারবোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q বিশেষ ফলদায়ক।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

পপুলাস ট্রেমুলইডিস (Populus Tremuloidis)

পরিচয়—অপর নাম আমেরিকান এস্পেন। এই গাছ আমেরিকায় প্রচুর পরিমাণে জন্মে। এই গাছের ছাল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—ঔষধটি বৃদ্ধদের পাকাশয়িক ও মূত্র যন্ত্র সংক্রান্ত রোগে উপযোগী। অস্ত্রোপচারের পরবর্তী এবং গর্ভকালীন মূত্রাশয়ের উপদ্রবে একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। মূত্রাশয় প্রদাহ, মস্তকে পূর্ণতাবোধ, শরীরের উপরিভাগে উত্তাপ বোধ, নিশা ঘর্ম ও কম্প জ্বরে Q উপকারী। প্রবল কুন্থন, কষ্টদায়ক এবং জ্বালাকর মূত্র। মূত্রে শ্লেষ্মা ও পুঁজ থাকে। প্রষ্টেট গ্রন্থি বর্ধিত, মূত্র ত্যাগের পর তলপেটে বেদনা ইত্যাদি লক্ষণে Q অব্যর্থ। এছাড়া অজীর্ণতা তৎসহ পেট ফাঁপ ও অম্ল লক্ষণ, বমি ও বমি বমি ভাব ইত্যাদি ক্ষেত্রেও Q খুব ভাল কাজ করে।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা সামান্য জলের সঙ্গে মিশ্রিত করে দু-ঘন্টা অন্তর সেব্য।

পোথোস ফিটিডাস (Pothos Foetidus)

পরিচয়—অপর নাম স্কাংক ক্যাবেজ, ইকটোডেস। ইহার মাদার টিংচার বিশেষ কয়েকটি মাত্র রোগ লক্ষণে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

উপকারিতা—হিষ্টেরো এপিলেপ্সি এবং গ্লোবাস হিষ্টিরিয়া রোগে Q উপকারী। হাঁপানি রোগে বিশেষ করে ধুলিকণা গ্রহণে বৃদ্ধি, উদরে বায়ু স্ফীতি ও টানটান ভাব। নাকে ধূলাবালি হেতু হাঁপানি রোগ ইত্যাদিতে Q উপযোগী। আক্ষেপযুক্ত ঘুংড়ি কাশি, কষ্টকর শ্বাস-প্রশ্বাস তৎসহ আকস্মিক যাতনা ও ঘর্ম। হাঁচির সঙ্গে গলদেশে বেদনা, বুকে বেদনা তৎসহ কষ্টকর শ্বাসক্রিয়া, জিহ্বা অসাড় বোধ হয়। হাঁপানি, মলত্যাগের পর উপশম বোধ। উদরে বায়ু জমে ও টানটান ভাব। এই রোগ লক্ষণে Q ফলপ্রদ। এছাড়া শিরপীড়া, ক্ষুদ্র একটি স্থানে মাথায় যন্ত্রণা, ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে টানটান ভাব, নাকের শিরদাঁড়া লালবর্ণ হয়ে ফুলে উঠে, ধমনীর প্রবল স্পন্দন ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q ভাল কাজ করে।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে দিনে দু-ঘন্টা অন্তর সেব্য।

প্রুনাস স্পাইনোসা (Prunus Spinosa)

পরিচয়—অপর নাম ব্ল্যাক থর্ন। ইউরোপের এক প্রকার বৃক্ষ। ইহার ফুলের কুঁড়ি হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—মস্তক ও মূত্রযন্ত্রের উপর বিশেষ ক্রিয়া করে। এ ছাড়া বিশেষ এক প্রকার স্নায়ুশূল, সর্বাঙ্গীন শোথ এবং গোড়ালিতে স্ফীতি রোগে বিশেষ উপকারী।

রোগ ও চিকিৎসা—চোখের পীড়া—অক্ষিপুটের স্নায়ুশূল, ডান চোখের গোলক ফেটে যাবার ন্যায় বেদনা, বাম চোখের হঠাৎ বেদনা। চোখের বেদনা বিদ্যুৎ গতির মত মস্তিষ্কের মধ্য দিয়ে মাথার পশ্চাতে যায়। মনে হয় চোখ ফেটে যাচ্ছে এমন লক্ষণযুক্ত চোখের ব্যথায় Q উপকারী।

মূত্র পীড়া—কুন্থন ও নিষ্ফল মূত্রত্যাগের চেষ্টা। তাড়াতাড়ি প্রস্রাব করতে চায় মনে হয় জনন ইন্দ্রিয়ের মুখ পর্যন্ত আসছে কিন্তু উহা আবার ফিরে যায়। মূত্রনালীতে ব্যথা, অনেকক্ষণ কুন্থনের পর মূত্র নির্গত হয়, এই ক্ষেত্রে, Q উপকারী।

মলদ্বারের বেদনা—পিত্তের মত মল তৎসহ মলদ্বারে বেদনা। হড় হড়ে শ্লেষ্মাযুক্ত উদরাময়ে বাহ্যের পর মলদ্বারের ভীষণ জ্বালা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও ইহা উপকারী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

বিঃ দ্রঃ—চোখের বেদনা সহ মাথার পশ্চাৎ দিকে চিড়িকমারা বেদনায় Q অব্যর্থ।

প্রুনাস ভার্জিনিয়ানা (Prunus Viriniana)

পরিচয়—অপর নাম ওয়াইলড চেরি। ইহার মাদার টিংচার হৃদরোগের বলকারক ঔষধ। প্রসারিত ও শিথিল হৃদধমনীকে উপশম দেয়। হৃদপিন্ডের উত্তেজনা, ফুসফুসের ডান অংশের প্রসারণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী। কাশির পক্ষেও ইহা উপকারী। রাত্রিকালে শয়নে কাশির বৃদ্ধি, দুর্বলতা এবং পুরাতন ব্রংকাইটিস রোগে Q ভাল কাজ করে। ইহা পেশীর ক্রিয়াশক্তি বৃদ্ধি করে।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য।

টিলিয়া ট্রাইফোলিয়েটা (Ptelea Trifoliata)

পরিচয়—অপর নাম ওয়াটার অ্যাস। এক প্রকার গাছের মূলের ছাল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—পাকস্থলী ও লিভারের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। লিভারের কামড়ানি ব্যথা ও ভার বোধ, শয়নে অত্যন্ত বৃদ্ধি। পাকস্থলী ও লিভার বেদনার সঙ্গে অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বেদনা। কপাল হতে নাকের মূল পর্যন্ত বেদনা, সম্মুখ কপালে শিরপীড়া তৎসহ অম্ল লক্ষণ, মুখ গহ্বর শুষ্ক, তিক্তস্বাদ সহ অত্যধিক লালা স্রাব, জিহ্বা সাদা। চিৎ হয়ে শুলে চাপ পড়ে, শ্বাসকষ্ট ও হাঁপানি ইত্যাদিতে Q ভাল কাজ করে।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা দিনে ৪ বার সেব্য।

পালসেটিলা (Pulsatila)

পরিচয়—অপর নাম উইন্ড ফ্লাওয়ার, পালসেটিলা নাইগ্রিকানস, পালসেটিলা প্রেটেনসিস, এনিমোন প্রেটেনসিস, হারবা ভেনটাই ইত্যাদি। আমেরিকার এক প্রকার গাছ। এই গাছ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—চোখ, কান, নাক, পাকস্থলী, অন্ত্র, জরায়ু, শিরা, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী, স্ত্রী পুরুষ জনন ইন্দ্রিয়ের এবং প্রস্রাব যন্ত্র ইত্যাদির উপর ইহার প্রধান কাজ। প্রায় প্রত্যেক রোগেই যেখানে রোগের প্রথমাবস্থায় পালসেটিলা সেই রোগের পুরাতন অবস্থায় সাইলেসিয়া অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

লক্ষণবৈশিষ্ট্য—রোগী খোলা বাতাসে থাকতে চায়। ঘি বা চর্বি যুক্ত বা গুরুপাক আহারাদির পর উদরাময়। রোগের লক্ষণ সর্বদাই পরিবর্তনশীল। কর্ণমূলে বা দন্তশূলে ঠান্ডা জল গালে রাখলে আরামবোধ। উদরাময়ে প্রতি বারে মলের রঙ পরিবর্তনশীল এবং রাত্রে উদরাময়ে লক্ষণ বৃদ্ধি। অনিয়মিত বা বিলম্বিত রজস্রাব, শ্বেতপ্রদর। অন্ডকোষ, স্পার্মাটিক কর্ড ইত্যাদি স্ফীতি ও বেদনা। পিপাসা শূন্য সবিরাম জ্বর, সন্ধ্যা হতে ১২টা পর্যন্ত বৃদ্ধি এবং শরীরের পশ্চাৎ ভাগে ঘাম।

রোগ ও চিকিৎসা—উদরাময়—গুরুপাক আহারাদির পর উদরাময়। মলের রঙ পরিবর্তনশীল। মলের রঙ কখনো সবুজ আম, কখনো সবুজ, কখনো বা পিত্তযুক্ত, পেট ডাকে, পেট কামড়ায়, কোমরে ব্যথা করে দিন অপেক্ষা রাত্রে অধিকবার বাহ্য হয়। রমনীদের ঋতুস্রাবের পরে উদরাময় ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী। পালসেটিলার ঢেকুর বুক জ্বালা, পেট ফোলা প্রভৃতি উপসর্গ আহারের এক ঘন্টা পরে প্রকাশিত এবং পরবর্তী আহার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কষ্ট থাকে, টক দ্রব্য খেতে ভালোবাসে, জিহ্বা মোটা ও শ্বেতবর্ণের প্রলেপযুক্ত ও ফাটাফাটা, জিহ্বা শুষ্ক কিন্তু কোন পিপাসা নেই। পেট হতে কোন কিছু ঠেলে উঠছে অথবা আহার্য বস্তু পাকস্থলীতে না পৌঁছে যেন আটকে আছে এমন ভাব ইহাতে বর্তমান।

শ্বেতপ্রদর—স্রাব দুধের মত সাদা, ঘন, রক্ত মিশ্রিত, উহাতে জ্বালা থাকে তৎসহ কোমরে বেদনা এবং যোনি দেশ ফুলে উঠে। এই ক্ষেত্রে Q উপযোগী।

ঋতুস্রাব—মাসিক স্রাব সময় মত হয় না অনেক বিলম্বে হয় এবং পরিমাণে অতি সামান্য, জরায়ুতে বেদনা, কটি দেশে বেদনা, ঋতুস্রাব থেমে থেমে হয়, শীত শীত বোধ করে, স্রাব ঠিক কালচে বর্ণের, চাপ চাপ আবার কখনো জলের মত বর্ণহীন ইত্যাদি লক্ষণে Q উপযোগী।

অন্ডকোষ প্রদাহ—আঘাত লেগে, ঠান্ডা লেগে বা প্রমেহ জনিত কারণে অন্ডকোষ ফোলা, বেদনাযুক্ত, লালবর্ণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী।

প্রমেহ—এই রোগের পুরাতন অবস্থায় যখন হরিদ্রা বা সবুজ পুঁজের মত ঘন গাঢ় স্রাব নির্গত হতে থাকলে তৎসহ কুচকী ও পেটে বেদনা থাকলে Q খুবই উপকারী।

কানের পীড়া—কর্ণশূলে বা কর্ণ প্রদাহে কানে ভয়ানক খোঁচা মারা ব্যথা, দপ দপ কর ব্যথা, কানে পুঁজ এবং অত্যন্ত ঘন হলদে বা সবুজাভ। সাইলেশিয়ার পুঁজ পাতলা জলের মত এবং বিশ্রী দুর্গন্ধ থাকে।

সর্দি কাশি—যতক্ষণ সর্দিস্রাব জলের মত পাতলা থাকে ততক্ষণ ইহা ব্যবহার করা উচিত নয় কিন্তু যখন ঘন, পাকা সর্দি বের হবে তখন Q উপকারী।

চোখের পীড়া—ছোট ছোট শিশুদের বা আঁতুড়ে শিশুদের চোখে পুঁজভরা থাকে এবং প্রদাহ ভাব। চোখ থেকে ঘন পুঁজের মত স্রাব, চোখ লালবর্ণ, প্রদাহ, ভোরে চোখের পাতা জুড়ে থাকে, চোখের পাতায় ছোট ছোট ফুসকুড়ি এবং আঞ্জিনা ইত্যাদি পীড়ায় Q উপকারী। চোখের স্নায়বিক বেদনায় ইহা উপকারী।

জ্বর—সর্দি জ্বর, পিত্ত জ্বর এবং সবিরাম জ্বরে Q ভাল কাজ করে। বৈকাল ও সন্ধ্যায় জ্বর আসে তৎসহ চোখ ও হাত পায়ের জ্বালা যন্ত্রণা থাকে। জ্বরের সময় হাত পা চোখ জ্বালা করে এবং পিপাসা আদৌ থাকে না।

স্ফোটক—ফোঁড়া, বাগী ইত্যাদি বেশ পেকেছে কিন্তু ফাটছে না, ভিতরে পুঁজ হয়েছে এই রূপ ক্ষেত্রে Q বাহ্যিক প্রয়োগ উপকারী। এক আউন্স জলের মধ্যে ৩০/৩৫ ফোঁটা Q মিশ্রিত করে সেই জলের একটি পটি অনবরত ফোঁড়ার উপর রাখলে এবং হিপার বা মাইরিষ্টিকা 1x আভ্যন্তরীন ঘন ঘন সেবন করালে ফোঁড়া শীঘ্রই ফেটে যায়। যে কোন পুরাতন রোগে Q উপকারী। ইহার পরে বা পূর্বে ক্যালিমিউর ফলপ্রদ। সিপিয়া ও সালফারের পর পালসেটিলা ফলপ্রদ।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য।

কোয়াসিয়া এমেরা (Quassia Amara)

পরিচয়—অপর নাম কোয়াপিয়া উড। এক প্রকার বৃক্ষ, এই বৃক্ষের শুষ্ক কাষ্ঠ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—ইহার Q পরিপাক যন্ত্রের উপর টনিকের ন্যায় কাজ করে। ক্ষুধাহীনতা, পেটে বায়ু সঞ্চয়, অম্ল লক্ষণ, বুক জ্বালা, খাদ্য দ্রব্য বমি হয়ে যায়। লিভার ও প্লীহা বেদনা, পাকাশয় শূল বেদনায় Q উপকারী। মূত্র যন্ত্রের উপর ইহা ভাল কাজ করে। অত্যন্ত মূত্র বেগ, মূত্র বেগ ধারণ করতে পারে না, দিন রাত্র প্রচুর মূত্র স্রাব, শিশু ঘুম থেকে উঠেই বিছানায় প্রস্রাব করে ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী।

মাত্রা—Q ১০/১৫ ফোঁটা সামান্য জলের সংগে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

কিউব্রেকো (Qubraco)—ইহার Q হৃদপিন্ডের ক্রিয়া জনিত কারণে শ্বাস কষ্টে খুব উপকারী।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য। ইহার অপর নাম এসপিডস্ পরমা (Aspidosperma দেখুন)।

কুইলায়া স্যাপোনেরিয়া (Quillaya Saponaria)

পরিচয়—অপর নাম সোপ বার্ক। এক প্রকার বৃক্ষ, ইহার শুষ্ক ছাল চূর্ণ করে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—তরুণ সর্দি, হাঁচি ও গল বেদনায় Q উপকারী। সর্দির প্রারম্ভে খুবই উপকারী। সর্দির সংগে গলা ব্যথায় Q অব্যর্থ।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

র‍্যানানকিউলাস বাল্‌বোসাস (Ranunculus Bulbosus)

পরিচয়—অপর নাম বাটার কাপ। ইহা এক প্রকার ছোট গাছ, এই গাছের রস হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—বুকে নানা প্রকার ব্যথা, টাটানি ব্যথা, পাঁজরা ও পাঁজরার মধ্যস্থলে ব্যথা, স্তনের নিচে সূচ ফুটানো ব্যথা, এই জন্য শ্বাস ফেলতে কষ্ট। বাত বা ডায়াফ্রামে রক্ত যে কোন বেদনায় Q উপকারী। কোন কোন চর্মপীড়ায় Q খুব ভাল কাজ করে। চর্মে ভয়ানক জ্বালা ও চুলকানি, শক্ত শক্ত উপমাংস, দাঁদের মত ফুসকুড়ি তাতে অত্যন্ত চুলকানি, ত্বকে শৃংগের ন্যায় উদ্ভেদ, হাতের তালুতে ফোস্কার ন্যায় উদ্ভেদ। আঙ্গুলের ডগা ও করতল ফাটা, ফোস্কার ন্যায় পুঁজযুক্ত পীড়কা ইত্যাদি চর্মপীড়ায় Q উপকারী।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা দিনে ৪ বার সেব্য।

র‍্যাফেনাস স্যাটাইভাস (Raphanus Sativas)

পরিচয়—অপর নাম কালো মূলা। স্পেন দেশের এক প্রকার মূলা জাতীয় গাছ। ইহার মূল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—ইহার Q তরুণ ও পুরাতন উভয়বিধ উদরাময়ে উপকারী। ইহার প্রধান লক্ষণ পেটে বায়ু জমে, পেটের মধ্যে গড় গড় শব্দ করে, পেট ফাঁপে কিন্তু কোন বায়ু নিঃসরণ হয় না, মলে ফেনা থাকে এবং খুব জোরে নির্গত হয় কিন্তু কোন বায়ু নিঃসরণ হয় না নাভির চারিদিকে কামড়ানো ব্যথা। মল পাতলা ও ফেনাযুক্ত ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী। এ ছাড়া নিম্নলিখিত লক্ষণেও ভাল কাজ করে—(১) চোখের পাতা সর্বদাই নাচে এই জন্য কোন বস্তু ভাল করে দেখতে পায় না, চোখের তারা ঘোরে। (২) দাঁতের স্নায়বিক বেদনা। (৩) রমণীদের ঋতুস্রাব প্রচুর, ঘন ও দুধের ন্যায়, মদের ফেনার ন্যায় তলানি পড়ে। (৫) বুকের বেদনা পিঠ ও গলদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত, বুকের মধ্যস্থলে ভারী পিন্ডের ন্যায় বোধ।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে ২/৩ ঘন্টা অন্তর সেব্য।

রাউলফিয়া সার্পেনটিনা (Rouwolfia Surpentina)

পরিচয়—ইহার বাংলা নাম সর্পগন্ধা, চাঁদা, চন্দ্রিকা ইত্যাদি। ইহা এক প্রকার ছোট ছোট গাছ। ইহার শিকড় হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

সর্দি কাশি—যতক্ষণ সর্দিস্রাব জলের মত পাতলা থাকে ততক্ষণ ইহা ব্যবহার করা উচিত নয় কিন্তু যখন ঘন, পাকা সর্দি বের হবে তখন Q উপকারী।

চোখের পীড়া—ছোট ছোট শিশুদের বা আঁতুড়ে শিশুদের চোখে পুঁজভরা থাকে এবং প্রদাহ ভাব। চোখ থেকে ঘন পুঁজের মত স্রাব, চোখ লালবর্ণ, প্রদাহ, ভোরে চোখের পাতা জুড়ে থাকে, চোখের পাতায় ছোট ছোট ফুসকুড়ি এবং আঞ্জিনা ইত্যাদি পীড়ায় Q উপকারী। চোখের স্নায়বিক বেদনায় ইহা উপকারী।

জ্বর—সর্দি জ্বর, পিত্ত জ্বর এবং সবিরাম জ্বরে Q ভাল কাজ করে। বৈকাল ও সন্ধ্যায় জ্বর আসে তৎসহ চোখ ও হাত পায়ের জ্বালা যন্ত্রণা থাকে। জ্বরের সময় হাত পা চোখ জ্বালা করে এবং পিপাসা আদৌ থাকে না।

স্ফোটক—ফোঁড়া, বাগী ইত্যাদি বেশ পেকেছে কিন্তু ফাটছে না, ভিতরে পুঁজ হয়েছে এই রূপ ক্ষেত্রে Q বাহ্যিক প্রয়োগ উপকারী। এক আউন্স জলের মধ্যে ৩০/৩৫ ফোঁটা Q মিশ্রিত করে সেই জলের একটি পটি অনবরত ফোঁড়ার উপর রাখলে এবং হিপার বা মাইরিষ্টিকা ১x আভ্যন্তরীন ঘন ঘন সেবন করালে ফোঁড়া শীঘ্রই ফেটে যায়। যে কোন পুরাতন রোগে Q উপকারী। ইহার পরে বা পূর্বে ক্যালিমিউর ফলপ্রদ। সিপিয়া ও সালফারের পর পালসেটিলা ফলপ্রদ।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য।

কোয়াসিয়া এমেরা (Quassia Amara)

পরিচয়—অপর নাম কোয়াপিয়া উড। এক প্রকার বৃক্ষ, এই বৃক্ষের শুষ্ক কাষ্ঠ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—ইহার Q পরিপাক যন্ত্রের উপর টনিকের ন্যায় কাজ করে। ক্ষুধাহীনতা, পেটে বায়ু সঞ্চয়, অম্ল লক্ষণ, বুক জ্বালা, খাদ্য দ্রব্য বমি হয়ে যায়। লিভার ও প্লীহা বেদনা, পাকাশয় শূল বেদনায় Q উপকারী। মূত্র যন্ত্রের উপর ইহা ভাল কাজ করে। অত্যন্ত মূত্র বেগ, মূত্র বেগ ধারণ করতে পারে না, দিন রাত্র প্রচুর মূত্র স্রাব, শিশু ঘুম থেকে উঠেই বিছানায় প্রস্রাব করে ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী।

মাত্রা—Q ১০/১৫ ফোঁটা সামান্য জলের সংগে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

কিউব্রেকো (Qubraco)—ইহার Q হৃদপিন্ডের ক্রিয়া জনিত কারণে শ্বাস কষ্টে খুব উপকারী।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য। ইহার অপর নাম এসপিডস্ পরমা (Aspidosperma দেখুন)।

কুইলায়া স্যাপোনেরিয়া (Quillaya Saponaria)

পরিচয়—অপর নাম সোপ বার্ক। এক প্রকার বৃক্ষ, ইহার শুষ্ক ছাল চূর্ণ করে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—তরুণ সর্দি, হাঁচি ও গল বেদনায় Q উপকারী। সর্দির প্রারম্ভে খুবই উপকারী। সর্দির সংগে গলা ব্যথায় Q অব্যর্থ।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

র‍্যানানকিউলাস বাল্‌বোসাস (Ranunculus Bulbosus)

পরিচয়—অপর নাম বাটার কাপ। ইহা এক প্রকার ছোট গাছ, এই গাছের রস হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—বুকে নানা প্রকার ব্যথা, টাটানি ব্যথা, পাঁজরা ও পাঁজরার মধ্যস্থলে ব্যথা, স্তনের নিচে সূচ ফুটানো ব্যথা, এই জন্য শ্বাস ফেলতে কষ্ট। বাত বা ডায়ফ্রামে রক্ত যে কোন বেদনায় Q উপকারী। কোন কোন চর্মপীড়ায় Q খুব ভাল কাজ করে। চর্মে ভয়ানক জ্বালা ও চুলকানি, শক্ত শক্ত উপমাংস, দাঁদের মত ফুসকুড়ি তাতে অত্যন্ত চুলকানি, ত্বকে শৃংগের ন্যায় উদ্ভেদ, হাতের তালুতে ফোষ্কার ন্যায় উদ্ভেদ। আঙ্গুলের ডগা ও করতল ফাটা, ফোস্কার ন্যায় পুঁজযুক্ত পীড়কা ইত্যাদি চর্মপীড়ায় Q উপকারী।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা দিনে ৪ বার সেব্য।

র‍্যাফেনাস স্যাটাইভাস (Raphanus Sativas)

পরিচয়—অপর নাম কালো মূলা। স্পেন দেশের এক প্রকার মূলা জাতীয় গাছ। ইহার মূল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—ইহার Q তরুণ ও পুরাতন উভয়বিধ উদরাময়ে উপকারী। ইহার প্রধান লক্ষণ পেটে বায়ু জমে, পেটের মধ্যে গড় গড় শব্দ করে, পেট ফাঁপে কিন্তু কোন বায়ু নিঃসরণ হয় না, মলে ফেনা থাকে এবং খুব জোরে নির্গত হয় কিন্তু কোন বায়ু নিঃসরণ হয় না নাভির চারিদিকে কামড়ানো ব্যথা। মল পাতলা ও ফেনাযুক্ত ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী। এ ছাড়া নিম্নলিখিত লক্ষণেও ভাল কাজ করে—(১) চোখের পাতা সর্বদাই নাচে এই জন্য কোন বস্তু ভাল করে দেখতে পায় না, চোখের তারা ঘোরে। (২) দাঁতের স্নায়বিক বেদনা। (৩) রমণীদের ঋতুস্রাব প্রচুর, ঘন ও দুধের ন্যায়, মদের ফেনার ন্যায় তলানি পড়ে। (৫) বুকের বেদনা পিঠ ও গলদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত, বুকের মধ্যস্থলে ভারী পিন্ডের ন্যায় বোধ।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে ২/৩ ঘন্টা অন্তর সেব্য।

রাউলফিয়া সার্কেনটিনা (Rouwolfia Surpentina)

পরিচয়—ইহার বাংলা নাম সর্পগন্ধা, চাঁদা, চন্দ্রিকা ইত্যাদি। ইহা এক প্রকার ছোট ছোট গাছ। ইহার শিকড় হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

সর্দি কাশি—যতক্ষণ সর্দিস্রাব জলের মত পাতলা থাকে ততক্ষণ ইহা ব্যবহার করা উচিত নয় কিন্তু যখন ঘন, পাকা সর্দি বের হবে তখন Q উপকারী।

চোখের পীড়া—ছোট ছোট শিশুদের বা আঁতুড়ে শিশুদের চোখে পুঁজভরা থাকে এবং প্রদাহ ভাব। চোখ থেকে ঘন পুঁজের মত স্রাব, চোখ লালবর্ণ, প্রদাহ, ভোরে চোখের পাতা জুড়ে থাকে, চোখের পাতায় ছোট ছোট ফুসকুড়ি এবং আঞ্জিনা ইত্যাদি পীড়ায় Q উপকারী। চোখের স্নায়বিক বেদনায় ইহা উপকারী।

জ্বর—সর্দি জ্বর, পিত্ত জ্বর এবং সবিরাম জ্বরে Q ভাল কাজ করে। বৈকাল ও সন্ধ্যায় জ্বর আসে তৎসহ চোখ ও হাত পায়ের জ্বালা যন্ত্রণা থাকে। জ্বরের সময় হাত পা চোখ জ্বালা করে এবং পিপাসা আদৌ থাকে না।

স্ফোটক—ফোঁড়া, বাগী ইত্যাদি বেশ পেকেছে কিন্তু ফাটছে না, ভিতরে পুঁজ হয়েছে এই রূপ ক্ষেত্রে Q বাহ্যিক প্রয়োগ উপকারী। এক আউন্স জলের মধ্যে ৩০/৩৫ ফোঁটা Q মিশ্রিত করে সেই জলের একটি পটি অনবরত ফোঁড়ার উপর রাখলে এবং হিপার বা মাইরিষ্টিকা ১x আভ্যন্তরীন ঘন ঘন সেবন করালে ফোঁড়া শীঘ্রই ফেটে যায়। যে কোন পুরাতন রোগে Q উপকারী। ইহার পরে বা পূর্বে ক্যালিমিউর ফলপ্রদ। সিপিয়া ও সালফারের পর পালসেটিলা ফলপ্রদ।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য।

কোয়াসিয়া এমেরা (Quassia Amara)

পরিচয়—অপর নাম কোয়াপিয়া উড। এক প্রকার বৃক্ষ, এই বৃক্ষের শুষ্ক কাষ্ঠ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—ইহার Q পরিপাক যন্ত্রের উপর টনিকের ন্যায় কাজ করে। ক্ষুধাহীনতা, পেটে বায়ু সঞ্চয়, অম্ল লক্ষণ, বুক জ্বালা, খাদ্য দ্রব্য বমি হয়ে যায়। লিভার ও প্লীহা বেদনা, পাকাশয় শূল বেদনায় Q উপকারী। মূত্র যন্ত্রের উপর ইহা ভাল কাজ করে। অত্যন্ত মূত্র বেগ, মূত্র বেগ ধারণ করতে পারে না, দিন রাত্র প্রচুর মূত্র স্রাব, শিশু ঘুম থেকে উঠেই বিছানায় প্রস্রাব করে ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী।

মাত্রা—Q ১০/১৫ ফোঁটা সামান্য জলের সংগে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

কিউব্রেকো (Qubraco)—ইহার Q হৃদপিন্ডের ক্রিয়া জনিত কারণে শ্বাস কষ্টে খুব উপকারী।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য। ইহার অপর নাম এসপিডস্ পরমা (Aspidosperma দেখুন)।

কুইলায়া স্যাপোনেরিয়া (Quillaya Saponaria)

পরিচয়—অপর নাম সোপ বার্ক। এক প্রকার বৃক্ষ, ইহার শুষ্ক ছাল চূর্ণ করে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—তরুণ সর্দি, হাঁচি ও গল বেদনায় Q উপকারী। সর্দির প্রারম্ভে খুবই উপকারী। সর্দির সংগে গলা ব্যথায় Q অব্যর্থ।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

র‍্যানানকিউলাস বাল্‌বোসাস (Ranunculus Bulbosus)

পরিচয়—অপর নাম বাটার কাপ। ইহা এক প্রকার ছোট গাছ, এই গাছের রস হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—বুকে নানা প্রকার ব্যথা, টাটানি ব্যথা, পাঁজরা ও পাঁজরার মধ্যস্থলে ব্যথা, স্তনের নিচে সূচ ফুটানো ব্যথা, এই জন্য শ্বাস ফেলতে কষ্ট। বাত বা ডায়াফ্রামে রক্ত যে কোন বেদনায় Q উপকারী। কোন কোন চর্মপীড়ায় Q খুব ভাল কাজ করে। চর্মে ভয়ানক জ্বালা ও চুলকানি, শক্ত শক্ত উপমাংস, দাঁদের মত ফুসকুড়ি তাতে অত্যন্ত চুলকানি, ত্বকে শৃংগের ন্যায় উদ্ভেদ, হাতের তালুতে ফোস্কার ন্যায় উদ্ভেদ। আঙ্গুলের ডগা ও করতল ফাটা, ফোস্কার ন্যায় পুঁজযুক্ত পীড়কা ইত্যাদি চর্মপীড়ায় Q উপকারী।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা দিনে ৪ বার সেব্য।

র‍্যাফেনাস স্যাটাইভাস (Raphanus Sativas)

পরিচয়—অপর নাম কালো মূলা। স্পেন দেশের এক প্রকার মূলা জাতীয় গাছ। ইহার মূল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—ইহার Q তরুণ ও পুরাতন উভয়বিধ উদরাময়ে উপকারী। ইহার প্রধান লক্ষণ পেটে বায়ু জমে, পেটের মধ্যে গড় গড় শব্দ করে, পেট ফাঁপে কিন্তু কোন বায়ু নিঃসরণ হয় না, মলে ফেনা থাকে এবং খুব জোরে নির্গত হয় কিন্তু কোন বায়ু নিঃসরণ হয় না নাভির চারিদিকে কামড়ানো ব্যথা। মল পাতলা ও ফেনাযুক্ত ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী। এ ছাড়া নিম্নলিখিত লক্ষণেও ভাল কাজ করে—(১) চোখের পাতা সর্বদাই নাচে এই জন্য কোন বস্তু ভাল করে দেখতে পায় না, চোখের তারা ঘোরে। (২) দাঁতের স্নায়বিক বেদনা। (৩) রমণীদের ঋতুস্রাব প্রচুর, ঘন ও দুধের ন্যায়, মদের ফেনার ন্যায় তলানি পড়ে। (৫) বুকের বেদনা পিঠ ও গলদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত, বুকের মধ্যস্থলে ভারী পিন্ডের ন্যায় বোধ।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে ২/৩ ঘন্টা অন্তর সেব্য।

রাউলফিয়া সার্পেনটিনা (Rouwolfia Surpentina)

পরিচয়—ইহার বাংলা নাম সর্পগন্ধা, চাঁদা, চন্দ্রিকা ইত্যাদি। ইহা এক প্রকার ছোট ছোট গাছ। ইহার শিকড় হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—উচ্চ রক্ত চাপের উৎকৃষ্ট ঔষধ, তরুণ উন্মাদ রোগে এবং অনিদ্রা রোগের শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

মাত্রা—Q ১৫/২০ ফোঁটা জলে মিশ্রিত করে সকাল সন্ধ্যা দুবার সেব্য।

রিসোরসিনাম (Resorcinum)

পরিচয়—ইহার মাদার টিংচার গ্রীষ্মকালীন উদরাময় তৎসহ বমন লক্ষণে উপকারী। ইহার দ্বারা পচনকারক জীবাণু ধ্বংস হয়। Q ৪/৫ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে মিশ্রিত করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

র‍্যামনাস ক্যাথারটিকাস (Rhamnus Catharticus)

পরিচয়—অপর নাম র‍্যামনাস ফ্রাংগুলা, বাকথর্ন। উদর লক্ষণ বিশেষ করে শূল বেদনা, উদরাময়, অর্শ এবং বিশেষ করে পুরাতন অর্শে Q অব্যর্থ।

মাত্রা—Q ৮/১০ ফোঁটা করে সামান্য জলের সংগে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

রিয়ুম (Rheum)

পরিচয়—অপর নাম রুবাব। চীন দেশের এক প্রকার গাছের শুষ্ক মূল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—শিশুদের টক গন্ধ বিশিষ্ট উদরাময়, সর্বাংগে টক গন্ধ এই দুই লক্ষণে উহার Q উপকারী। ইপিকাকের পর ইহা ভাল কাজ করে। মুখ ও নাকের চারিদিকে প্রচুর ঘাম, নিঃশ্বাসে অম্ল গন্ধ, নাভির চারিদিকে বেদনা, মল কাদার মত, অম্ল গন্ধ সহ আঠার মত ইত্যাদি লক্ষণে Q অব্যর্থ।

মাত্রা—Q ৫/৬ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার।

রডোডেনড্রন (Rhododendron)

পরিচয়—অপর নাম স্নোরোজ, রোজবে। সাইবেরিয়া অঞ্চলের এক প্রকার গাছড়া, এই গাছের ডালপালা, পাতা, ফুল ইত্যাদি শুষ্ক করে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—বাত ও গেঁটে বাতের উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার রোগী ঠান্ডায়, বর্ষায় এবং ঝড় বাদলের দিনে অসুস্থ বোধ করে। বজ্রপাতের শব্দে ভীত হয়।

রোগ ও চিকিৎসা—বাত—হাত পা, আঙ্গুল, পায়ের তলা শরীরের কোন এক প্রত্যংগের স্বল্প পরিসর স্থান জুড়ে হঠাৎ বাতের বেদনা, বেদনা এক স্থানে অধিক দিন থাকে না। কিছুদিন ছেড়ে ছেড়ে বেদনা হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধি সমূহের পুরাতন বাতে ও গেঁটে বাতে খুব উপকারী। সন্ধিগুলো স্ফীত, পায়ের

বৃদ্ধাংগুলিতে সন্ধি জাত বেদনা, কব্জিতে বেদনা এবং বিশ্রামকালে বৃদ্ধি, মুখমন্ডলের স্নায়ুশূলে Q উপকারী।

অন্ডকোষের পীড়া—অন্ডকোষের প্রদাহ স্ফীতি, অত্যন্ত বেদনা তৎসহ শক্ত ভাব। অন্ডকোষে জল জমা, এক শিরা, তরুণ প্রমেহ রোগের পর অন্ড কোষ ফুলে উঠা, শক্ত ভাব ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q অব্যর্থ। ঠান্ডায় ও বর্ষায় যদি উদরাময় হয় তবেও Q উপকারী। অক্ষিপুটের স্নায়ুশূলে এবং দাঁতের স্নায়ুশূলে Q উপকারী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

রস এরোমেটিকা (Rhus Aromatica)

পরিচয়—অপর নাম ফ্রাগ্রান্ট সুমাক। ইহা এক প্রকার গুল্ম, প্রস্তরময় পাহাড়ে জন্মে। ইহার শিকড়ের ছাল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—বহু মূত্র রোগের জন্য Q খুব উপকারী। বহুমূত্র রোগ তৎসহ যোনিদেশে অসহ্য চুলকানি, মূত্রথলির নিষ্ক্রিয়তার জন্য অসাড়ে প্রস্রাব। মূত্রের বেগ ধারণ করতে পারে না, বৃদ্ধদের অসাড়ে প্রস্রাব, মূত্রপাতের পূর্বে এবং আরম্ভকালে প্রবল বেদনা, অনবরত ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব পড়ে, প্রবল তৃষ্ণা, বারে বারে এবং পরিমাণে অধিক। বালক বালিকা এবং বৃদ্ধ অসাড়ে রাত্রে বিছানায় প্রস্রাব করে। মূত্র এলবুমেন সংযুক্ত ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q অব্যর্থ।

মাত্রা—Q ১০/১৫ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

রস গ্ল্যাবরা (Rhus Glabra)

পরিচয়—অপর নাম স্মুথ সুমাক। এক প্রকার বৃক্ষের ছাল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—নাক দিয়ে রক্ত স্রাব, পশ্চাৎ মস্তকে বেদনা, খুব দুর্গন্ধ যুক্ত বায়ু নিঃসরণ, মুখে ঘা, স্তন্যপায়ী শিশুদের মুখে ঘা, অত্যন্ত দুর্বলতা, অধিক ঘাম, বায়ু নিঃসরণে ও মলে পচা দুর্গন্ধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী। ক্ষতের পচন নিবারণে Q অব্যর্থ। স্কার্ভি রোগ, মাঢ়ী, ঠোঁট এবং মুখের ঘায়ে উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার Q গ্লিসারিন সহ বাহ্যিক প্রয়োগ করা যায়।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

রাস টক্স (Rush Tox)

পরিচয়—অপর নাম পয়জন আইভি, রস হিউমেইল, রসভিরোকোসা, মার্কিউরি ভানন। আমেরিকার জঙ্গলে এক প্রকার ঝুপি গাছ জন্মে, উহার পাতা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—মাংসপেশী, চর্ম মিউকাস মেমব্রেন এবং স্নায়ু মন্ডলীর উপর ইহার প্রধান কাজ।

রোগ ও চিকিৎসা—**সর্দি জ্বর**—ঠান্ডা লেগে বা জলে ভিজে জ্বর, সর্দি, গা বেদনা ইত্যাদি রোগ লক্ষণে Q উপকারী। জ্বর ও ঘাম, ইনফ্লুয়েঞ্জা, বসন্ত, আঘাত লাগা, ভারী দ্রব্য উত্তোলন, বাত, ঠান্ডা লাগা, জলে ভেজা, গরমের পর হঠাৎ ঠান্ডা ইত্যাদি যে কারণেই গাত্র বেদনা হোক Q উপকারী।

ইনফ্লুয়েঞ্জা—এই পীড়ায় গায়ে অত্যন্ত বেদনা, হাতে পায়ে কামড়ানি ব্যথা ব্যথা থাকে এই লক্ষণ বর্তমান থাকলে Q উপকারী।

চর্মরোগ—আমবাত, আমবাতের উদ্ভেদ, পানি বসন্তের মত উদ্ভেদ, লাল বর্ণের উদ্ভেদ, ফোস্কা, উহাতে পুঁজ ও মামড়ি হয়। রাত্রে পা অত্যন্ত চুলকায়, দাদ ও ঠোঁটের কোণে ঘা, মুখের ও ঠোঁটের চারিদিকে জ্বর ঠুটো, বিরক্তকর শুষ্ক কাশি, জিহ্বায় দাঁতের দাগ পড়ে ইত্যাদি লক্ষণে Q বিশেষ ফলপ্রদ।

চোখের পীড়া—চোখ হতে প্রচুর পরিমাণে গরম জল পড়ে, উত্তপ্ত অশ্রুস্রাব হাজাকর, চোখে পিচুটি পুঁজের মত ঘন, চোখের পাতা জুড়ে যায়, চোখের ভিতর অত্যন্ত বেদনা, কর কর করে, চোখের পাতা ফুলে যায়, আলো সহ্য করতে পারে না ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী।

টাইফয়েড জ্বর—জ্বরের সঙ্গে উদরাময় থাকে, মল অত্যন্ত দুর্গন্ধ ও অসাড়ে নির্গত হয়, ঘুম হয় না, গায়ে এক প্রকার লাল লাল দাগ দেখা যায়, পেট ফাঁপ, রোগীর ছটফটানি ভাব, বিড়বিড় করে, মাথার যন্ত্রণা ইত্যাদিতে Q উপযোগী।

পোড়া নারাঙ্গা—এক প্রকার চর্ম রোগ। যদি প্রত্যেকটি উদ্ভেদের মূল দেশ লাল বর্ণ দেখায়, চুলকায়, জ্বালা করে তবে Q উপকারী।

ইরিসিপেলাস—ফোস্কার মত উদ্ভেদ, উহাতে অত্যন্ত জ্বালা চুলকানি, পীড়ার গতি বাম হতে ডান দিকে পরিচালিত হয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী।

হৃদপিন্ডের পীড়া—বাত জনিত হৃদপিন্ডের পীড়া, হৃদপিন্ডে সুচ ফুটানো ব্যথা, বেদনা বাম বাহু দিয়ে নিম্নে পরিচালিত হয়। চুপ করে বসে থাকলে হৃদ কম্পন ও বুক ধড়ফড়ানি ইত্যাদিতে Q উপযোগী।

ঋতুস্রাব—স্ত্রী জনন ইন্দ্রিয় স্ফীত, যোনি কপাটে চুলকানি, নিয়মিত সময়ের পূর্বে ঋতু প্রকাশ, স্রাব প্রচুর, যোনি মধ্যে চিড়িকমারা ব্যথা ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপযোগী। এছাড়া হাত পায়ে বেদনা, পেশী বন্ধনীর বেদনায় ইহা উপকারী।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

রিসিনাস কমিউনিস (Ricinus Communis)

পরিচয়—অপর নাম ক্যাসটর অয়েল, বোফারিয়া, ভেরেন্ডার তেল, রিসিনাস-লিভিডস ইত্যাদি। আমাদের দেশের এরন্ড গাছ। ইহার সুপক্ক বীজের শাঁস হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—পাকাশয় ও অন্ত্রে ইহার বিশেষ ক্রিয়া। ইহা স্তন্যদায়িনী রমনীদের দুগ্ধ বৃদ্ধি করে। ডাঃ বোরিক বলেন—ইহা উদরাময়, আমাশয় এবং বহু দিনের পুরাতন উদরাময়ের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

কলেরা—পেটের অসুখের মত পাতলা পায়খানা ২/৩ দিন পূর্ব হতে আরম্ভ হয় অবশেষে রীতিমত কলেরার মত হয়ে দাঁড়ায়। চালধোয়া জলের মত সাদা বাহ্য, ভেদ বমন, হাত পায়ে খিল ধরা, পিপাসা, প্রস্রাব বন্ধ ইত্যাদি লক্ষণসহ পেটের কিছুমাত্র বেদনা বা যন্ত্রণা না থাকলে ইহার Q বিশেষ উপকারী। মাংস ধোয়া জলের মত লালাভ বা রক্ত মিশ্রিত মল এবং পেটে কোনরূপ বেদনা না থাকা লক্ষণটি Q অব্যর্থ।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে সামান্য জলের সংগে দিনে ৪ বার সেব্য।

রোবিনিয়া (Robinia)

পরিচয়—অপর নাম লোকাষ্ট গাছ, হরিদ্রাবর্ণ ফড়িং। এক প্রকার গাছ, এই গাছের ছাল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—অম্ল রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। পাকস্থলীতে অত্যধিক অম্ল সৃষ্টি হলে, অত্যন্ত কটু উদগার, টক ঢেকুর, টক বমি, দাঁত পর্যন্ত টকে যায়, শ্বাস-প্রশ্বাসে টক গন্ধ, অম্ল রোগ হেতু শিরঃপীড়া ইত্যাদি লক্ষণে Q অব্যর্থ।

মাত্রা—Q ৫/৬ ফোঁটা করে সামান্য জল সহ দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

রসমেরিনাস অফিসিনালিস (Rosmarinus Officinalis)

পরিচয়—অপর নাম রোজমেরী। ইহা একপ্রকার বৃক্ষ বিশেষ। ইহার ফুল ও পাতা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—ইহার Q শীঘ্র ধাতু স্রাব, প্রবল বেদনা তৎসহ জরায়ু হতে রক্তস্রাব। মাথায় ভার ভার বোধ ঘুম ঘুম ভাব, শীত শীত ভাব। নিম্নাংগ বরফের ন্যায় ঠান্ডা পিপাসার অভাব তারপর উত্তাপবোধ এবং স্মৃতি শক্তির অভাব ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে Q খুব উপকারি।

মাত্রা—Q ৫/৬ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৪ বার সেব্য।

রিউমেক্স এসিটোসা (Rumex Acetosa)

পরিচয়—অপর নাম সীপ সরেল। ইউরোপের এক প্রকার গাছ। এই গাছ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। জুন মাসে সংগ্রহ করে শুকিয়ে রাখা হয়। ইহার Q মুখমন্ডলের ত্বকের অর্বুদ রোগে বাহ্যিক ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও খুকখুকে কাশি এবং পেটে ভয়ানক বেদনা। আল জিহ্বা বর্ধিত, গলনালীর প্রদাহ এবং ক্যানসার রোগে Q উপকারী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

রিউমেক্স ক্রিসপাস (Rumex Crispus)

পরিচয়—অপর নাম ইয়েলো ডক। আমেরিকার এক প্রকার গাছ। ইহার তাজা মূল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—ইহার Q কাশি, উদরাময়, চর্মপীড়া এই তিনটি রোগে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

কাশি—অনবরত শুষ্ক কাশি, কষ্ট দায়ক কাশি, গলা সুড় সুড় করে, কুট কুট করে, কাশির সময় গলায় খুব টাটানি ব্যথা ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী।

উদরাময়—প্রাতঃকালে উদরাময়ের বৃদ্ধি, হঠাৎ বাহ্যের প্রবল বেগ এবং তাড়াতাড়ি বিছানা হতে উঠে পড়ে, পেটে বেদনা থাকে না, গুহ্যদ্বারে চুলকানি, অর্শ ইত্যাদি লক্ষণে Q খুব ফলপ্রদ।

চর্মপীড়া—শরীরের নানা স্থানে অত্যন্ত চুলকায়, উদ্ভেদ বের হয়, উদ্ভেদগুলো খোস-পাঁচড়া বা ফোস্কার মত, গায়ের কাপড় খুললেই চুলকানি শুরু হয় ইত্যাদি ক্ষেত্রেও Q উপকারী।

মাত্রা—Q ২/৩ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য।

রুটা গ্রেভিওলেনস (Ruta Graveolens)

পরিচয়—অপর নাম রিউবিটার ওয়ার্ট। ইহা এক প্রকার তিক্ত গাছড়া, এই গাছড়া হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—শরীরের কোন অংশে বা সর্বাংগে আঘাত লাগা বা ক্ষতের মত বেদনা থাকলে এবং বাত বা সায়েটিকা পীড়ার বেদনায় এবং ভিজা, ঠান্ডা ও শীতে বৃদ্ধি কিন্তু নড়াচড়া করলে উপশম ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে Q অব্যর্থ। গোগ্‌গুল নির্গমনে ইহার Q উপকারী। সামান্য কুন্থনেই বের হয়ে পড়ে আর ভিতরে যেতে চায় না ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত গোগ্‌গুল নির্গমনে Q উপকারী।

চোখের পীড়া—চোখের উপর চাপ পড়ে এমন কাজ করার জন্য দৃষ্টি শক্তি হ্রাস, চোখে জ্বালা ও বেদনায় Q উপকারী।

প্রস্রাবের পীড়া—রাত্রে অসাড়ে বিছানায় প্রস্রাব, দিনের বেলায় অনবরত প্রস্রাবের বেগ, প্রস্রাব পেলে মুহূর্তকাল অপেক্ষা করতে পারে না। ইহার একটি বিশেষ লক্ষণ প্রস্রাব পেলে যদি তৎক্ষণাৎ প্রস্রাব না করে তবে প্রস্রাবের থলি পক্ষাঘাতের ন্যায় হয়, তখন অনেক চেষ্টা করেও এক বিন্দু প্রস্রাব করতে পারে না। এই ক্ষেত্রে Q উপকারী। হাতের কব্জী, জানুসন্ধির প্রদাহ এই ক্ষেত্রে Q অব্যর্থ।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

স্যাবাডিলা (Sabadilla)

পরিচয়—অপর নাম সেভাডিলা সীড, এসাগ্রেয়া অফিসিনেলিস, ভিরেট্রাম স্যাবাডিলা ইত্যাদি। পার্বত্য অঞ্চলে জন্মে এক প্রকার গাছ। এই গাছের বীজের শাঁস হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী এবং অশ্রুস্রাবী গ্রন্থি সমূহের উপর ইহার বিশেষ ক্রিয়া। নাক ও চোখ দিয়ে অধিক পরিমাণে জলের স্রাব নির্গত। প্রবল হাঁচি, ক্রিমি জনিত উপসর্গ ও জ্বর এবং শিশুদের পেটে সর্বদাই বেদনা সহ উদরাময়ে Q উপকারী। সবিরাম জ্বরেও ইহা বিশেষ উপকারী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৪ বার সেব্য।

স্যাবাল সেরুলেটা (Sabal Serrulata)

পরিচয়—অপর নাম সপালমিট্রো। এক প্রকার গাছের পাকা ফল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—জনন ইন্দ্রিয় ও মূত্রযন্ত্রের উত্তেজনায় Q উপকারী। উপকোষ প্রদাহ এবং স্তনগ্রন্থির অপূর্ণতায় Q অব্যর্থ।

মূত্রযন্ত্রের পীড়া—বার বার মূত্র বেগ, অসাড়ে মূত্রপাত, পুরাতন প্রমেহ রোগ, মূত্র ত্যাগে কষ্ট, মূত্রাশয় প্রদাহ তৎসহ প্রষ্টেট গ্রন্থির বৃদ্ধি, সংগম শক্তির হ্রাস এবং জনন ইন্দ্রিয়ের স্নায়ুর পীড়ায় Q উপকারী। রমনীদের ডিম্বকোষদ্বয় কোমল ও বর্ধিত, স্তনদ্বয় কুঞ্চিত, কাম শক্তির লোপ এবং পুরুষদের অন্ডকোষ শুষ্কতায় Q উপকারী। নাসিকার সর্দিসহ প্রচুর শ্লেষ্মা স্রাব এবং পুরাতন ব্রংকাইটিস রোগেও ইহা ভাল কাজ করে।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা সামান্য জলের সঙ্গে মিশ্রিত করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

রিউমেক্স এসিটোসা (Rumex Acetosa)

পরিচয়—অপর নাম সীপ সরেল। ইউরোপের এক প্রকার গাছ। এই গাছ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। জুন মাসে সংগ্রহ করে শুকিয়ে রাখা হয়। ইহার Q মুখমন্ডলের ত্বকের অর্বুদ রোগে বাহ্যিক ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও খুকখুকে কাশি এবং পেটে ভয়ানক বেদনা। আল জিহ্বা বর্ধিত, গলনালীর প্রদাহ এবং ক্যানসার রোগে Q উপকারী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

রিউমেক্স ক্রিসপাস (Rumex Crispus)

পরিচয়—অপর নাম ইয়েলো ডক। আমেরিকার এক প্রকার গাছ। ইহার তাজা মূল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—ইহার Q কাশি, উদরাময়, চর্মপীড়া এই তিনটি রোগে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

কাশি—অনবরত শুষ্ক কাশি, কষ্ট দায়ক কাশি, গলা সুড় সুড় করে, কুট কুট করে, কাশির সময় গলায় খুব টাটানি ব্যথা ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী।

উদরাময়—প্রাতঃকালে উদরাময়ের বৃদ্ধি, হঠাৎ বাহ্যের প্রবল বেগ এবং তাড়াতাড়ি বিছানা হতে উঠে পড়ে, পেটে বেদনা থাকে না, গুহ্যদ্বারে চুলকানি, অর্শ ইত্যাদি লক্ষণে Q খুব ফলপ্রদ।

চর্মপীড়া—শরীরের নানা স্থানে অত্যন্ত চুলকায়, উদ্ভেদ বের হয়, উদ্ভেদগুলো খোস-পাঁচড়া বা ফোস্কার মত, গায়ের কাপড় খুললেই চুলকানি শুরু হয় ইত্যাদি ক্ষেত্রেও Q উপকারী।

মাত্রা—Q ২/৩ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য।

রুটা গ্রেভিওলেনস (Ruta Graveolens)

পরিচয়—অপর নাম রিউবিটার ওয়ার্ট। ইহা এক প্রকার তিক্ত গাছড়া, এই গাছড়া হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—শরীরের কোন অংশে বা সর্বাংগে আঘাত লাগা বা ক্ষতের মত বেদনা থাকলে এবং বাত বা সায়েটিকা পীড়ার বেদনায় এবং ভিজা, ঠান্ডা ও শীতে বৃদ্ধি কিন্তু নড়াচড়া করলে উপশম ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে Q অব্যর্থ। গোগ্‌গুল নির্গমনে ইহার Q উপকারী। সামান্য কুন্থনেই বের হয়ে পড়ে আর ভিতরে যেতে চায় না ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত গোগ্‌গুল নির্গমনে Q উপকারী।

চোখের পীড়া—চোখের উপর চাপ পড়ে এমন কাজ করার জন্য দৃষ্টি শক্তি হ্রাস, চোখে জ্বালা ও বেদনায় Q উপকারী।

প্রস্রাবের পীড়া—রাত্রে অসাড়ে বিছানায় প্রস্রাব, দিনের বেলায় অনবরত প্রস্রাবের বেগ, প্রস্রাব পেলে মুহূর্তকাল অপেক্ষা করতে পারে না। ইহার একটি বিশেষ লক্ষণ প্রস্রাব পেলে যদি তৎক্ষণাৎ প্রস্রাব না করে তবে প্রস্রাবের থলি পক্ষাঘাতের ন্যায় হয়, তখন অনেক চেষ্টা করেও এক বিন্দু প্রস্রাব করতে পারে না। এই ক্ষেত্রে Q উপকারী। হাতের কব্জী, জানুসন্ধির প্রদাহ এই ক্ষেত্রে Q অব্যর্থ।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

স্যাবাডিলা (Sabadilla)

পরিচয়—অপর নাম সেভাডিলা সীড, এসাগ্রেয়া অফিসিনেলিস, ভিরেট্রাম স্যাবাডিলা ইত্যাদি। পার্বত্য অঞ্চলে জন্মে এক প্রকার গাছ। এই গাছের বীজের শাঁস হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী এবং অশ্রুস্রাবী গ্রন্থি সমূহের উপর ইহার বিশেষ ক্রিয়া। নাক ও চোখ দিয়ে অধিক পরিমাণে জলের স্রাব নির্গত। প্রবল হাঁচি, ক্রিমি জনিত উপসর্গ ও জ্বর এবং শিশুদের পেটে সর্বদাই বেদনা সহ উদরাময়ে Q উপকারী। সবিরাম জ্বরেও ইহা বিশেষ উপকারী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৪ বার সেব্য।

স্যাবাল সেরুলেটা (Sabal Serrulata)

পরিচয়—অপর নাম সপালমিট্রো। এক প্রকার গাছের পাকা ফল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—জনন ইন্দ্রিয় ও মূত্রযন্ত্রের উত্তেজনায় Q উপকারী। উপকোষ প্রদাহ এবং স্তনগ্রন্থির অপূর্ণতায় Q অব্যর্থ।

মূত্রযন্ত্রের পীড়া—বার বার মূত্র বেগ, অসাড়ে মূত্রপাত, পুরাতন প্রমেহ রোগ, মূত্র ত্যাগে কষ্ট, মূত্রাশয় প্রদাহ তৎসহ প্রষ্টেট গ্রন্থির বৃদ্ধি, সংগম শক্তির হ্রাস এবং জনন ইন্দ্রিয়ের স্নায়ুর পীড়ায় Q উপকারী। রমনীদের ডিম্বকোষদ্বয় কোমল ও বর্ধিত, স্তনদ্বয় কুঞ্চিত, কাম শক্তির লোপ এবং পুরুষদের অন্ডকোষ শুষ্কতায় Q উপকারী। নাসিকার সর্দিসহ প্রচুর শ্লেষ্মা স্রাব এবং পুরাতন ব্রংকাইটিস রোগেও ইহা ভাল কাজ করে।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা সামান্য জলের সঙ্গে মিশ্রিত করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

স্যাবিনা (Sabina)

পরিচয়—অপর নাম সেভাইন, জুনিপেরাস স্যাবিনা ইত্যাদি।

উপকারিতা—এক প্রকার ঝুপি গাছের পাতা হতে প্রস্তুত এই মাদার টিংচার জরায়ুর উপর ভাল কাজ করে। কোমরে বেদনা, রক্ত স্রাব, রক্ত অর্ধতরল, অর্ধচাপ, ঋতু বন্ধ জনিত শিরঘূর্ণন, মাথা ফেটে যাবার ন্যায় যন্ত্রণা, পিঠ হতে কোমর পর্যন্ত বেদনা, অর্শরোগ, গাঢ় লাল রক্ত, প্রচুর স্রাব ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী।

পুং জনন ইন্দ্রিয়ের রোগ—প্রদাহ যুক্ত গণোরিয়া তৎসহ পুঁজের মত স্রাব, সাইকোসিস জনিত দুষ্ট উপমাংস, লিংগমুন্ডে জ্বালা ও বেদনা। লিংগত্বকাগ্রের বেদনা এবং উহা গুটাতে কষ্ট হয়, রক্তাক্ত মূত্র, মূত্রনালীর প্রদাহ ও স্ফীতি, মূত্র নালীর বেদনা ইত্যাদিতে Q উপকারী।

স্ত্রী জনন ইন্দ্রিয়ের পীড়া—ঋতু স্রাব প্রচুর ও উজ্জ্বল বর্ণ ঋতুর পর প্রদর স্রাব, স্রাব ক্ষতকর, যোনি দেশে চিড়িকমারা বেদনা, জরায়ু পেশীর দুর্বলতা, কোমরে ভয়ানক ব্যথা, জরায়ুর বেদনা। এই সব ক্ষেত্রে Q উপযোগী।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য।

বিঃ দ্রঃ—স্যাবাইনা Q ডুমুরের মত আঁচিল, অসহ্য চুলকানি ও জ্বালা, প্রচুর মাংসাংকুর, আঁচিল, চর্মে কালো কালো গর্ত ইত্যাদি লক্ষণে অব্যর্থ।

স্যালিক্স নাইগ্রা (Salix Nigra)

পরিচয়—অপর নাম কালো উইলো। ইহা এক প্রকার গাছ, এই গাছের ছাল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—গণোরিয়া এবং শুক্রমেহ রোগের মহা উপকারী। পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের জনন ইন্দ্রিয়ের উপর ইহার বিশেষ ক্রিয়া। প্রস্রাবে জ্বালা পোড়া, অল্প প্রস্রাব, প্রস্রাবদ্বার দিয়ে রক্ত পড়া, তরল বা গাঢ় ঋতুস্রাব, লিঙ্গমুন্ড ফোলা, প্রস্রাব নালীতে বেদনা, সুড় সুড় করা, বাহ্য ও প্রস্রাবের সময় কুন্থন দিলে শুক্র স্খলন এবং স্বপ্ন দোষ ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q অব্যর্থ। রমনীদের ঋতুর পূর্বে এবং ঋতুর সময় স্নায়বিক বেদনা, ডিম্বকোষের বেদনা, কষ্টকর ঋতু স্রাব ইত্যাদি ক্ষেত্রেও উপকারী।

মুখ মন্ডলের পীড়া—নাকের ডগা লাল বর্ণ ও ফোলা, চোখ লাল, চোখে বেদনা, চুলের গোড়ায় টাটানি ব্যথা, নাসা পথে রক্ত স্রাব ইত্যাদি লক্ষণে Q ভাল কাজ করে।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

স্যালভিয়া অফিসিনালিস (Salvia Officinalis)

পরিচয়—অপর নাম সেগি। ইহা এক প্রকার বাৎসরিক গুল্ম, ইহার পাতার রস হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া দুর্বল হয়ে অতিশয় ঘাম বের হতে থাকলে ইহার Q অব্যর্থ। অতিরিক্ত স্তন্য স্রাব, নিশা ঘর্ম লক্ষণেও ইহা উপকারী। দুর্বল রক্ত সঞ্চালন, হাত পা খুব ঠান্ডা, ক্ষয়কর ঘাম নির্গত ইত্যাদি লক্ষণে Q বিশেষ উপকারী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে প্রতি ২/৩ ঘন্টা অন্তর সেব্য।

স্যাম্বুকাস ক্যানাডেনসিস (Sambucus Canadensis)

পরিচয়—অপর নাম এলডার। এই গাছের পাতা ও ফুল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—শোথ রোগে Q উপকারী।

মাত্রা—Q এক চামচ করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

স্যাম্বাকাস নাইগ্রা (Sambucus Nigra)

পরিচয়—অপর নাম ইউরোপীয়ান এলডার, বোর বৃক্ষ। ইহা এক প্রকার গুল্ম, ইহার পাতা ও ফুল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—শ্বাস যন্ত্রের উপর ইহার বিশেষ ক্রিয়া। শিশুদের শুষ্ক সর্দি, নাক বন্ধ হয়ে যায়, শোথবৎ স্ফীতি দেখা যায়, কোন কোন সময় প্রচুর ঘাম বের হয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী।

কাশি ও হাঁপানি রোগ—স্বরযন্ত্রের শ্লেষ্মা সঞ্চয় ও স্বরভঙ্গ, মধ্য রাত্রে শ্বাসরোধকর কাশি, শ্বাস কষ্ট, আপেক্ষিক ক্রুপ কাশি, শুষ্ক সর্দি, শিশুর শ্বাস নিতে কষ্ট হয়, শিশু শ্বাস রোধের মত হয়ে হঠাৎ জেগে উঠে, নীলবর্ণ হয়ে যায়, শ্বাস ফেলতে পারে না। কাশতে কাশতে দম বন্ধ হয়ে যায়। হাঁপানির টান, হুপিং কাশির ন্যায় আক্ষেপিক কাশি। ঘুম থেকে জেগে উঠলেই ঘাম বের হয় কিন্তু নিদ্রাকালে শরীর শুষ্ক থাকে ইত্যাদি লক্ষণে Q বিশেষ উপকারী।

শোথ—কিডনীর তরুণ প্রদাহ জনিত শোথ রোগে ঘন ঘন প্রস্রাবের বেগ সহ প্রচুর পরিমাণে প্রস্রাব হয় এবং ঘন সেডিমেন্ট পড়ে। বার বার অল্প অল্প প্রস্রাব, বমনসহ শোথ রোগ ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী। জাগ্রত অবস্থায় প্রচুর ঘাম কিন্তু নিদ্রিত অবস্থায় ঘাম থাকে না—এই লক্ষণটি ইহার নির্দিষ্ট।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য।

সারাসিনিয়া পারপিউরা (Sarracenia Purpurea)

পরিচয়—অপর নাম স্যারসিনা গিবোসা, স্যারসিনা হেটেরোফাইলা, পিচার গাছড়া মাছি ধরা ইত্যাদি। এক প্রকার ক্ষুদ্র জাতীয় গাছ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—বসন্ত রোগের ইহা পরম উপকারী। প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত বসন্ত রোগের প্রায় সকল অবস্থায় ইহার Q ব্যবহার করা যায়। প্রথমাবস্থায় ব্যবহার করলে গুটিকাগুলো খুব শীঘ্র বের হয়ে পড়ে, যন্ত্রণার হ্রাস হয় এবং অল্প দিনে আরোগ্য হয়। পরে প্রয়োগ করলেও রোগের মন্দ অবস্থা দূর করে। ইহা বসন্ত রোগের প্রতিষেধক (Preventive) ঔষধ। স্বল্প মাত্রায় প্রত্যহ একবার সেবন করলে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হবার আশংকা দূর হয়। ইহা বসন্ত রোগকে অংকুরে বিনাশ করে এবং বসন্ত গুটিকায় পুঁজ উৎপাদনে বাধা দেয়। এছাড়া হাড়ের বেদনায়, হাঁটুর হাড়ে, উরু সন্ধিতে, বাহির হাড়ের বেদনায় Q উপকারী।

মাত্রা—Q ২/৩ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

স্যাংগুইনেরিয়া ক্যানাডেনসিস (Sanguinaria Canadensis)

পরিচয়—অপর নাম ব্লাড রুট, রক্ত মূল, হরিদ্রা, টারমেরিক ইত্যাদি। এক প্রকার গাছ, ইহার তাজা মূল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—শরীরের ডান দিকের পীড়ায় ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

মাথার যন্ত্রণা—সূর্য উদয়ের পর হতে মাথার যন্ত্রণা আরম্ভ হয়ে দুপুরের দিকে প্রবল হয় এবং সন্ধ্যায় সম্পূর্ণ ছেড়ে যায়। মাথার পশ্চাৎ দিক হতে ব্যথা আরম্ভ হয়ে মাথার উপর দিয়ে চোখের উপরিভাগে সম্প্রসারিত হয়, এই ক্ষেত্রে Q উপকারী।

কাশি—পাকাশয়িক গোলযোগ হতে কাশি, ভীষণ শ্বাস কষ্ট, কাশির জন্য রোগী ঘুমাতে পারে না, বসে থাকে। উদরাময়ের সঙ্গে কাশি, রজ বন্ধ, বিলম্বিত রজ, অতি রজের সংগে কাশিতে Q উপকারী।

বাত—ডান হাতের উপরিভাগের (Right Deltoid) বাতের বেদনায় Q অব্যর্থ। এছাড়া চর্মের উপর লাল ফোস্কার মত উদ্ভেদ। জ্বালা ও চুলকানি, স্বল্প ঋতু স্রাবসহ বয়ব্রণেও উপকারী।

মাত্রা—৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য। অজীর্ণ রোগসহ হাঁপানিতে Q ভাল কাজ করে।

সার্সাপেরিলা (Sarsaparilla)

পরিচয়—অপর নাম স্মিলবক্স। ইহা এক প্রকার লতা গাছ বিশেষ। ইহার শুষ্ক মূল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—মূল যন্ত্রের এবং চর্মের কয়েকটি পীড়ায় ইহা মহা উপকারী।

প্রস্রাবের রোগ—স্বল্প মূত্র, পিচ্ছিল এবং বালুকণা যুক্ত মূত্র, রক্তাক্ত মূত্র, প্রস্রাবের পরে খুব বেদনা। শিশু প্রস্রাবের পূর্বে ও পরে এবং প্রস্রাবকালীন সময় কাঁদে। বসে থাকাকালীন ফোঁটা ফোঁটা মূত্র পড়ে, মূত্র নালীতে বেদনা, মূত্র স্রাবে জ্বালা পোড়া ইত্যাদিতে Q উপকারী।

মূত্র পাথুরী—প্রস্রাবের ঘন ঘন বেগ, অল্প পরিমাণে প্রস্রাব, মূত্রের সঙ্গে ছোট ছোট পাথুরী নির্গমন, কিডনীতে বেদনা ইত্যাদিতে Q ভাল কাজ করে। এছাড়া মাথার বেদনায় ও বাত বেদনায় Q উপকারী। হাত-পায়ে বেদনা, হাত-পায়ের কম্পন, নখের নিচে বেদনা, হাত ও পায়ের আংগুলে হাজা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও Q ফলপ্রদ।

চর্মরোগ—চর্ম জীর্ণ শীর্ণ, ভাঁজ ভাঁজ, হাজা, হাত ও পায়ের চামড়া ফেটে যায়, গ্রীষ্মকালে চর্ম পীড়া। চর্মের যে কোন প্রকার ইরাপশানে ইহা উপকারী। এছাড়া হাত ও পা ফাটা, গায়ের চামড়া কুঁচকে যাওয়া, নখ কুঁকড়ে যাওয়া, নখে ঘা, অন্ডকোষ ও লিঙ্গ মুখে অত্যন্ত চুলকানি ইত্যাদি রোগ লক্ষণে যদি সিফিলিস বা গণোরিয়ার ইতিহাস পাওয়া যায় তবে Q অব্যর্থ। রাত্রে শয়নকালে এবং প্রাতে সর্বাঙ্গে চুলকানি। ম্যারাসমাসেও Q উপকারী।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৪ বার সেব্য।

স্কুইলা মেরিটিমা (Squilla Maritima)

পরিচয়—অপর নাম সিডনিয়ন, সিলা ইত্যাদি। এক প্রকার সমুদ্র জাত পেঁয়াজ হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—ইহা সর্দি কাশির উপকারী। শ্বাস যন্ত্র পরিপাক নালীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপর ইহার প্রধান কাজ। ব্রংকোনিউমোনিয়ার বিশেষ উপকারী ঔষধ। ইহার কাশি তরল, আলগা, ঘড়ঘড় শব্দ এবং প্রাতের কাশি ঘড় ঘড়ে, সন্ধ্যার কাশি শুষ্ক। প্লুরিসি রোগেরও উপকারী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৪ বার সেব্য।

স্ক্রোফুলেরিয়া নোডোসা (Scrophularia Nodosa)

পরিচয়—ইহার অপর নাম স্ক্রফুলা গাছ, নটেও ফিগওয়ার্ট ইত্যাদি। ইহা এক প্রকার বাৎসরিক গুল্ম বিশেষ, ইহা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—যে কোন রোগে দেহের গ্রন্থিসমূহের বিবর্ধন দেখা দিলে Q উপযোগী, যুবকদের গ্রন্থি বৃদ্ধি রোগ এবং চর্ম পীড়ার খুব উৎকৃষ্ট ঔষধ। স্তনের অর্বুদ রোগে Q অব্যর্থ। কানের একজিমা, যোনিদেশে চুলকানি, বেদনাযুক্ত অর্শ

রোগ, উপত্বকের অর্বুদ, স্তনে গুটিকা রোগে এবং যাবতীয় প্রসারক পেশীতে বেদনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উৎকৃষ্ট ঔষধ। কোন রোগের সঙ্গে কোন অঙ্গে বড় বড় গ্ল্যান্ড থাকলে ইহাতে উপকার। বুকের টিউমারে Q অব্যর্থ। নাকে, চোখে, কপালে, চোখের পাতায়, ঠোঁটে এক প্রকার টিউবার কুপার ক্ষত এবং নাভির নিচে কলিক বেদনায় ইহা উপযোগী। ভীষণ বেদনাযুক্ত এবং নির্গমনশীল রক্তস্রাবী অর্শে উপকারী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য।

স্কাটেলেরিয়া লোটেরিফোলিয়া (Scutellaria Loterifolia)

পরিচয়—ইহার অপর নাম ক্যালকাপ। এক প্রকার গুল্ম হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—স্নায়বিক অবসাদ, হৃদপিন্ডের উত্তেজনা, শিশুদের তড়কা ও স্নায়বিক উত্তেজনা, পেশীসমূহের কম্পন, ইনফ্লুয়েঞ্জার পরবর্তী স্নায়বিক দুর্বলতায় Q উপকারী। এছাড়া অস্থির নিদ্রা, ভীতিপূর্ণ স্বপ্ন, চোখের গোলকে কামড়ানি ব্যথা, মাথার সম্মুখে বেদনা, সবমন স্নায়বিক শিরঃপীড়া, পেশীসমূহ ঝাকি দিয়ে উঠে, এই জন্য চলাফেরা করতে পারে না ইত্যাদি রোগ লক্ষণে Q উপকারী।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

সিকলি কর্নুটাম (Secale Cornutum)

পরিচয়—অপর নাম আর্গট, শৃঙ্গযুক্ত রাই। ফাংগাস জাতীয় বিশেষ কোন ব্যাধি হেতু সবাদি শস্যের বীজের পীড়া সৃষ্টি হয়ে সিকলি নামক ঔষধের সৃষ্টি হয়। ইহার সরল সদ্য আর্গট সংগ্রহ করে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—রোগা, শীর্ণকায়, স্ত্রীলোকদের পীড়ায় ইহা উপযোগী। যাবতীয় রোগ উপদ্রব ঠান্ডায় উপশম, দুর্বলতা, উৎকণ্ঠা, শীর্ণতা তৎসহ যথেষ্ট ক্ষুধা, পিপাসা বর্তমান, নাসাপথে রক্ত স্রাব, চোখ কোঠরাগত এবং নীল বর্ণের দাগে পরিবৃত মুখমন্ডল ফ্যাকাসে, কুঞ্চিত, শীর্ণ, জিহ্বা ফাটাফাটা, কালির মত রক্ত বের হয়, জিহ্বার অগ্রভাগে ঝিঝি ধরে, অস্বাভাবিক রাক্ষুসে ক্ষুধা, অম্ল খেতে চায়, পেট ফাঁপ, বিশ্রী গন্ধযুক্ত উদগার। মল অসাড়ে নির্গত হয়, কালো, সবুজ, পাতলা দুর্গন্ধযুক্ত রক্তাক্ত মল, গুহ্যদ্বার সম্পূর্ণ ফোলা ইত্যাদি ইহার লক্ষণ। এইসব লক্ষণযুক্ত রোগীর পক্ষে Q উৎকৃষ্ট ঔষধ।

স্ত্রী ব্যাধি—জরায়ু হতে রক্ত স্রাব, জরায়ু ও ডান ডিম্বকোষে রক্ত সঞ্চয় জনিত বেদনা, ঋতু অনিয়মিত, রঙ কালো, রক্ত তরল এবং পরিমাণে অধিক, এক ঋতুকাল হতে পরবর্তী ঋতুকাল পর্যন্ত প্রায় অনবরত জলের ন্যায় রক্ত

নির্গমন, জরায়ুর মুখ সম্পূর্ণ খুলেছে কিন্তু বেদনার জোর না থাকায় প্রসব হতে বিলম্ব, রজ স্রাব বন্ধ হয়ে জরায়ুর প্রদাহ, রক্ত স্রাবের সঙ্গে সঙ্গে হাত পা ঠান্ডা, হাত পায়ে খিল ধরা ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী। শরীরের কোন কোন স্থানে কালো দাগ এবং প্রসবান্তে দুগ্ধ লোপ ইত্যাদি ক্ষেত্রেও Q উপযোগী।

কলেরা—কলেরায় ইহার প্রধান লক্ষণ মলের রঙ চালধোয়া জলের মত, বর্ণহীন জলের মত, গায়ে জ্বালাপোড়া, গা বরফের মত ঠান্ডা অথচ কাপড় রাখতে চায় না, চোখ মুখ বসে যায়, শরীর চুপসে যায়, অদম্য পিপাসা, পেটে বেদনা থাকে না ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী।

মাত্রা—৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

শিমূল (Morus Indica)

পরিচয়—আমাদের দেশের অতি সুপরিচিত গাছ। সংস্কৃতে ইহাকে শালমলী বলে। ইহার চারা গাছের মূল ও বড় গাছের মূলের ছাল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—ইহার Q শুক্র তারল্য ও ইন্দ্রিয় দুর্বলতায় উৎকৃষ্ট ঔষধ। অতিরিক্ত কামাচার, অত্যধিক পরিশ্রম অথবা পুরাতন গণোরিয়া রোগের ফলে যাদের ইন্দ্রিয় দুর্বল ও নিস্তেজ হয়ে পড়ে তাদের পক্ষে Q খুব উপকারী। স্পার্মাটোরিয়া এবং কার্ড রোগেও ইহা খুব উপকারী।

মাত্রা—২০/২৫ ফোঁটা করে প্রত্যহ সকাল বিকাল সেব্য।

সেম্পারভাইভাম টেকেটোরাম (Sempervivum Tectorum)

পরিচয়—অপর নাম হাউসলিক। এক প্রকার বৃক্ষের পাতা হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—হার্পিস, জোষ্টার, স্তনের ক্যানসার, ক্যানসারাস টিউমার, অর্শ, মুখের সাংঘাতিক ক্ষত, জিহ্বার ক্যানসার, জিহ্বার ক্ষত হতে রক্ত পড়া, জিহ্বায় প্রচন্ড খোঁচামারা বেদনা, ইরিসিপিলাসের মত উদ্ভেদ, আঁচিল, কড়া ইত্যাদিতে Q উপকারী। অতি সহজে রক্তপাত হয় এবং সমগ্র মুখ গহ্বর অত্যন্ত কোমল, চর্মের আক্রান্ত স্থান চকচকে ও হুলবিদ্ধ বেদনা, দাঁত ও অর্শ রোগে Q উপযোগী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

সিনিসিও অরিয়াস (Senecio Aureus)

পরিচয়—অপর নাম গোল্ডেন র‍্যাগওয়ার্ট। ইহা এক প্রকার গুল্ম বিশেষ. এই গুল্ম হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—স্ত্রী জনন ইন্দ্রিয়ের উপর উহার প্রধান কাজ, যন্ত্রের উপরও ইহার যথেষ্ট ক্রিয়া।

ঋতুস্রাব—ঋতুস্রাবের গোলযোগে Q অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। বাধক বেদনা, ঋতু বন্ধ, অতি রজ, অনিয়মিত সময় ঋতু প্রকাশ এবং ঋতু স্রাবের প্রকাশ পূর্বে বুক গাল ও মূত্র নালীর প্রদাহ এবং ঋতু প্রকাশ উহার উপশম ইত্যাদিতে Q ফলদায়ক।

পুং জনন ইন্দ্রিয়—স্বপ্নদোষ এবং অজ্ঞাতসারে রেতপাত। প্রষ্টেট গ্রন্থির বৃদ্ধি, শুক্রবাহী নালীতে কষ্টকর বেদনা, ঐ বেদনা অণ্ডকোষ পর্যন্ত বিস্তৃত। রক্তাক্ত মূত্র, মূত্রে যথেষ্ট শ্লেষ্মা, কুন্থন, অবিরত মূত্র বেগ, কিডনীর বেদনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভাল কাজ করে। প্রষ্টেট গ্ল্যান্ডের বৃদ্ধির জন্য প্রস্রাবকালে ভীষণ যন্ত্রণা, কিডনীতে বেদনা সহ বার বার প্রস্রাব, মূত্রনালীর প্রদাহবশত স্বল্প প্রস্রাব, রক্তাক্ত প্রস্রাব ও কুন্থন।

মাথার যন্ত্রণা—প্রচন্ড শিরপীড়া। মাথার পশ্চাৎ হতে শীর্ষদেশ পর্যন্ত ঢেউয়ের মত শির ঘূর্ণন, বাম চোখের উপরে তীব্র বেদনা, নাসারন্ধ্র বন্ধ, হাঁচি, প্রচুর স্রাব ইত্যাদিতে Q উপকারী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

সেনেগা (Senega)

পরিচয়—অপর নাম সেনিকো, সর্পবৎ মূল, স্নেকওয়ার্ট। সেনেকারুট নামক এক প্রকার গুল্ম মূল শুষ্ক করে তা দিয়ে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—শ্বাসযন্ত্র, চোখ এবং প্রস্রাবের পীড়ায় ইহার Q ব্যবহৃত হয়। মনে হয় চোখ ও নাকের ভিতর লংকা বাটা দেবার মত জ্বলছে।

মূত্ররোগ—মূত্রথলীর প্রদাহে রোগীর অনবরত প্রস্রাব ত্যাগের ইচ্ছা, প্রস্রাবের পূর্বে ও পরে পুড়ে যাবার মত অসহ্য জ্বালা যন্ত্রণা, প্রস্রাবের পরিমাণ কমে আসে, মূত্রে যথেষ্ট শ্লেষ্মা ও কুন্থন ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী।

শ্বাসযন্ত্রের পীড়া—হাঁপানি কাশি ও পুরাতন ব্রংকাইটিস রোগে Q ভাল কাজ করে, ফুসফুসের পীড়ায় Q উপযোগী। গলায় সর্দি জমে থাকা, সর্দি সহজে উঠে না, শ্বাসকষ্ট ও বুকে বেদনা, হাঁচি বা কাশি দিলে বুকে ব্যথা পায়। মুখের বামদিকে পক্ষাঘাত, ঠোঁটে ও মুখের কোণে জ্বালাযুক্ত ফোস্কা, নাক দিয়ে জলের মত অনবরত সর্দি পড়ে এবং হাঁচি ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী।

চোখের পীড়া—একটি দ্রব্য দুটি দেখানো, চোখের সম্মুখে আগুনের কণা দর্শন, চোখের শুষ্কতা, মনে হয় চোখ বড় হয়ে গেছে ইত্যাদিতে Q উপকারী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে সামান্য জলের সংগে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

সেন্না (Senna)

পরিচয়—অপর নাম ক্যাসিয়া একুটিফোলিয়া, ক্যাসিয়া ল্যানাসিওলেটা। এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুল্মের শুষ্ক পত্র হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—কোষ্ঠকাঠিন্য, পেট ফাঁপ সহ শিশুদের উদর শূল বেদনা, অনিদ্রা ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q খুবই উপকারী। শিশুদের শূল বেদনায় যখন উদর বায়ুপূর্ণ বোধ হয় তখন Q অব্যর্থ। অকজ্যালিউরিয়া নামক প্রস্রাবের পীড়ায় আপেক্ষিক গুরুত্ব ও ইউরিয়ার অংশ অধিক থাকলে Q উপকারী। স্বাস্থ্যভঙ্গ, কোষ্ঠকাঠিন্য, মাংসক্ষয়, দিন দিন শরীর শুকিয়ে যায় ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উৎকৃষ্ট ঔষধ। অনেক সময় বহুমূত্র রোগে বা দীর্ঘদিন উদরাময় রোগে ভুগলে এই জাতীয় স্বাস্থ্য ভঙ্গ অবস্থার সৃষ্টি হলে Q ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়।

মাত্রা—৪/৫ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার।

সিপিয়া (Sepia)

পরিচয়—অপর নাম সিপিয়া সাক্কাস, সিপিয়া অফিসিনালিস, সিপিয়া অক্টোপাস ইত্যাদি। সমুদ্রের কাটেল ফিস নামক এক প্রকার মাছের রস হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়। এই রস দেখতে দোয়াতের কালির মত।

উপকারিতা—শ্যামবর্ণ নারীদের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী এবং জরায়ু সংক্রান্ত একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ঔষধটি প্রস্রাব, শ্বেত প্রদর, প্রমেহ মাথার যন্ত্রণা, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ চোখের রোগ, চর্মপীড়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে উপযোগী।

ঋতুস্রাব—কখনো কখনো ঋতুবন্ধ থাকে বা অনিয়মিত ঋতুস্রাব হয়। ঋতু খুব শীঘ্র বা খুব বিলম্বে প্রকাশিত হয়। বেদনা বোধ হয়, জরায়ু গ্রীবা ফোলা থাকে, সঙ্গমে বেদনার অনুভব, নিম্নদিকে ঠেলা মারা বেদনা, মনে হয় সব কিছু যোনি পথে বের হয়ে পড়বে, জরায়ু নির্গমন দমন করার জন্য পায়ের উপর পা দিয়ে বসতে হয় বা যোনিকপাট চেপে ধরতে হয় ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী।

শ্বেতপ্রদর—স্রাব খুব ঘন, হরিদ্রা বর্ণের অথবা দুধের মত সাদা, দুর্গন্ধ ও হাজাকারক, যোনিদেশ অত্যন্ত চুলকায়, ধাতুর পূর্বে শ্বেত প্রদর। অনেক সময় যোনি পথ শুষ্ক থাকার জন্য সহবাসে বেদনার অনুভব হয়।

প্রস্রাবের পীড়া—বার বার প্রস্রাবের বেগ, তলপেট ভারী বোধ হয়, ধীরে ধীরে প্রস্রাব হয়, ঈষৎ লাল বা সাদা বর্ণের তলানি পড়ে ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী।

মাথার যন্ত্রণা—মাথার এক দিকের শিরপীড়া, আধকপালে যন্ত্রণা, চোখ পর্যন্ত এই যন্ত্রণা বিস্তৃত, আলো অসহ্য, জরায়ু সম্বন্ধীয় কোন পীড়ার সঙ্গে শিরপীড়া থাকলে Q অব্যর্থ।

প্রমেহ—প্রমেহ রোগের পুরাতন ও শেষ অবস্থায় যখন জ্বালা যন্ত্রণা একেবারে কমে যায়, স্রাবও অধিক থাকে না, মূত্রদ্বার জুড়ে থাকে তখন Q অব্যর্থ।

কোষ্ঠকাঠিন্য/অজীর্ণ—প্রচন্ড কোষ্ঠকাঠিন্য, কুন্থন দেবার সময় গোগ্‌গুল বের হয়, বায়ের পরেও মনে হয় মলদ্বার পূর্ণ, মলদ্বার ভার ও গুটলে গুটলে মল কষ্টে বের হয় ইত্যাদিতে Q উপকারী। অজীর্ণ রোগ, মুখে তিক্ত বা টক স্বাদ, পেট বায়ুতে পূর্ণ থাকে, কোন কিছু খেতে ইচ্ছে করে না, খাদ্য দ্রব্যের গন্ধে বমি আসে, দুধ সহ্য করতে পারে না, মাংস খেতে চায় না ইত্যাদি লক্ষণেও Q উপযোগী।

চর্মরোগ—দাদ, একজিমা, হার্পিস, পুঁজপূর্ণ ছোট ছোট স্ফোটক, বড় ফোঁড়া একটির পর একটি নির্গত হয়, স্ত্রী-জনন ইন্দ্রিয়ে ছোট ছোট ফুসকুড়ি, উহাতে অসহ্য চুলকানি, মুখে ও মাঢ়ীতে দাদ ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপযোগী।

চোখের পীড়া—জরায়ুর পীড়ার সঙ্গে চোখের পাতায় ছোট ছোট ফুসকুড়ি চোখের ভিতর খোঁচা মারা বেদনা, চোখের মধ্যে কড়কড় করে, ঝাপসা দেখে, চোখ রগড়াতে কষ্ট হয় এই সব ক্ষেত্রে Q ফলদায়ক। দৃষ্টি পথে কাল কাল দাগ দেখে।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

সোলেনাম নাইগ্রাম (Solanum Nigrum)

পরিচয়—অপর নাম ব্ল্যাক নাইটগেড। এক প্রকার ভয়ানক বিষাক্ত গুল্ম হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—ধনুষ্টংকারের মত আক্ষেপ, নারীদেহের দৃঢ়তা, উন্মত্ততা ইত্যাদি লক্ষণে খুব উপকারী। মস্তিষ্ক ঝিল্লী প্রদাহ, রক্ত সঞ্চয় জনিত শিরপীড়া, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সংকোচন সহ পিপীলিকা চলার ন্যায় অনুভূতি, ডান নাসারন্ধ্র হতে প্রচুর জলের ন্যায় স্রাব, শ্লেষ্মা ঘন ও হলুদ বর্ণ, বাম বুকে বেদনা, গলার মধ্যে সুড়সুড় করে কাশি, দেহের আড়ষ্টভাব, কম্পন ইত্যাদি লক্ষণে Q উপযোগী। উভয় চোখের উপর বেদনায় ইহা উপকারী।

মাত্রা—৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

সোলিডেগো ভারগা (Solidago Virga)

পরিচয়—অপর নাম গোলডেন রড, এক প্রকার গাছের ফল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—এই ঔষধটি মূত্রকষ্ট এবং কিডনীর শূল বেদনায় অব্যর্থ। ইহার প্রধান লক্ষণ কিডনীতে চাপ দিলে বেদনা বোধ, প্রস্রাব বন্ধ, প্রস্রাব ত্যাগে অত্যন্ত কষ্ট, কিডনীর বেদনা পেটে ও মূত্রথলিতে পরিচালিত প্রস্রাবের পরিমাণ

অতি অল্প এবং কষ্টে নির্গত প্রস্রাবে রক্ত, এলবুমেন এবং এক প্রকার হড়হড়ে পদার্থ থাকে। মূত্র পাথুরীতেও ইহা উপকারী। প্রস্রাব বন্ধ হলে Q অব্যর্থ এবং ক্যাথিটারের প্রয়োজন হয় না। এছাড়া থাইসিস, ফুসফুস হতে রক্তস্রাব, ব্রংকাইটিসে প্রচুর পরিমাণে পুঁজের মত গয়ার উঠে, কাশি, গয়ারে রক্তের ছিট থাকে, শ্বাসকষ্ট হয় ইত্যাদিতে Q উপকারী।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

সোমরাজ (Somraj)

পরিচয়—ইহার ইংরাজী নাম Vernonia Anthelmiatica)। সোমরাজ এক প্রকার গাছ, ইহার ফলের মধ্যে ছোট ছোট এক প্রকার কালো বর্ণের দানা জন্মে। এই দানা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—ইহার Q যে সকল চর্ম রোগে কোন প্রকার পুঁজ বা রসানি ঝরে না, কেবল শুষ্ক আইসের মত খোলস উঠে সেই ক্ষেত্রে বাহ্যিক প্রয়োগ করলে উপকার হয়। এছাড়া সূত্র ক্রিমি, চেটো ক্রিমি, শিশুদের রাত্রিকালীন বিছানায় প্রস্রাব, দাঁত কাটা প্রভৃতি রোগ লক্ষণে Q খুবই উপকারী। Q কেশ ও ত্বকের পক্ষে এবং শ্বেত রোগের উপকারী।

মাত্রা—Q ৫/৬ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে প্রত্যহ ৩/৪ বার সেব্য।

স্পাইজেলিয়া (Spigelia)

পরিচয়—অপর নাম ক্রিমি ঘাস, পিংক রুট। আমেরিকার এক প্রকার শুষ্ক লতা হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—হৃদপিন্ড, চোখ ও স্নায়ুমন্ডলের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। ক্রিমি গ্রস্ত, দুর্বল রক্তহীন এবং বাতধাত ও স্ক্রফুলা ব্যক্তিদের পক্ষে Q বিশেষ ফলদায়ক।

বাত—আক্রান্ত স্থানে অত্যন্ত টাটানি বেদনা, মনে হয় ভিতরে কেহ সূচ ফুটাচ্ছে। হৃদপিন্ডের পীড়ার সংগে বাত রোগ হলে Q অধিক উপকারী। মেরুদন্ড ও পিঠে বেদনা, শ্বাস গ্রহণে বেদনার বৃদ্ধি। মুখ মন্ডলের বাম দিকের স্নায়ুশূলে Q উপকারী।

মাথার পীড়া—মাথার এক দিকে বিশেষ করে বাম দিকে অধিক, আধ কপালে ব্যথা, যে দিকের মাথা ব্যথা সেই দিকের চোখ হতে জল পড়ে ইত্যাদিতে Q উপকারী।

হৃদযন্ত্রের পীড়া—হৃদপিন্ডের নানারূপ পুরাতন পীড়ায় Q উপকারী। ভালভিউলার রোগে হৃদ স্পন্দন খুব জোরে হলে Q প্রয়োগ করা উচিত। বাম দিকে চেপে শয়ন করতে পারে না, তাতে বুকের ধড়ফড়ানি বাড়ে।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

স্পঞ্জীয়া (Spongia)

পরিচয়—অপর নাম স্পঞ্জ, স্পঞ্জ অফিসিনালিস। টার্কি স্পঞ্জ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—ঘুংড়ি কাশি, হৃদপিন্ডের পীড়া, অন্ডকোষের পীড়া, গলগন্ড এবং যক্ষ্মা কাশিতে Q উপকারী।

ঘুংড়ি কাশি—বালকদের এই কাশিতে Q অব্যর্থ। শ্বাসনালী আবদ্ধ হয়ে যায়, বুকে সর্দি জাঁতার ন্যায় চেপে থাকে, স্বরভংগ, স্বরযন্ত্র শুষ্ক, হাঁপানির মত অবস্থা, শ্বাস কষ্ট এবং গরম পানীয়ে উপশম।

হৃদযন্ত্রের পীড়া—মধ্য রাত্রে হঠাৎ বেদনা ও শ্বাসরোধ ভাব, হৃদপিন্ড উপরের দিকে ঠেলে উঠে, রোগী মাথা নিচু করে বসে থাকে নতুবা দম বন্ধ হয়ে আসে, চিৎ হয়ে শুয়ে থাকলে উপশম। এই ক্ষেত্রে Q ফলদায়ক।

অন্ডকোষের পীড়া—অন্ডকোষ স্ফীত ও শক্ত, অত্যন্ত বেদনা, স্পার্মাটিক কর্ড ফুলে উঠে, সামান্য নড়াচড়া করলে খুব বেদনা হয়। বাম দিকের অন্ডকোষ আক্রান্ত হলে অধিক উপকারী। অন্ডকোষের প্রদাহে Q উপযোগী।

গলগন্ড—গ্ল্যান্ড খুব বড় হয়, শক্ত হয়, শ্বাস-প্রশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে যায়, উপসর্গ রাত্রেই বৃদ্ধি পায়, থাইরয়েড গ্ল্যান্ড আক্রান্ত হয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q অব্যর্থ।

যক্ষ্মা কাশি—ঘন ঘন কাশি, এই কাশি কথা বললে, ঠান্ডা বাতাস লাগলে জোরে নিঃশ্বাস নিলে বৃদ্ধি পায়। মনে হয় মাঝে মাঝে গা দিয়ে আগুনের ঝলক বের হয়। ল্যারিনজিয়াল থাইসিস ও পুরাতন স্বরভঙ্গে Q ভাল কাজ করে। স্বরযন্ত্র শুষ্ক, সংকুচিত এবং জ্বালা করে সময় সময় শ্বাসরোধ ভাব ইত্যাদিতে Q উপকারী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

স্টাফিসেগ্রিয়া (Staphysagria)

পরিচয়—অপর নাম ষ্ট্যাভেসেক্রি, ভেনেফিলিয়াম ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া। ইউরোপ মহাদেশের এক প্রকার গাছের পাকা ফলের বীজ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—মূত্র যন্ত্র, জনন ইন্দ্রিয়, চর্ম প্রষ্টেট গ্ল্যান্ড ইত্যাদির উপর ভাল কাজ করে। খিটখিটে মেজাজের সঙ্গে কোন স্নায়বিক পীড়া, অস্বাভাবিক ইন্দ্রিয় চালনা জনিত পীড়ায় Q উপকারী। চোখের পাতায় আঞ্জিনা ও টিউমার, দন্তশূল, পোকা খাওয়া দাঁত, কালো দাঁত, দাঁতে কোন পানীয় বা দ্রব্য বৈকালে অত্যন্ত কন কন করে, রজস্রাবকালে দাঁত কন কন করে, দিনের বেলায় ঘুম বেশী কিন্তু রাত্রে অনিদ্রা, কোন কিছু পানাহারের পর পেটে বেদনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q ফলপ্রদ। ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা হেতু শুক্রমেহ, ধাতু দুর্বলতা, প্রস্রাবের

বেগ আসে কিন্তু অনেকক্ষণ বসে থাকলে তবে প্রস্রাব হয়, প্রস্রাবের সময় মূত্র নালীতে জ্বালা। স্বপ্নদোষ, স্পার্মাটোরিয়া (রেত রজতে বেদনা) তৎসহ চোখ মুখ বসে যাওয়া ও কোমরে বেদনা এবং কোমরের বেদনা রাত্রে, বসে উঠলে, পার্শ্ব পরিবর্তন করলে ও প্রাতে বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী। শুধু দিনে এবং আহারের পর কাশি, স্ক্রফুলা, গ্ল্যান্ড ও অস্থি সম্বন্ধীয় নানাবিধ পীড়ায় Q উপযোগী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে মিশ্রিত করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

ষ্টিলেরিয়া মেডিয়া (Stellaria Media)

পরিচয়—অপর নাম চিক উইড। এক প্রকার বাৎসরিক গুল্ম। এই গুল্ম হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—রক্ত সঞ্চালনে বাধা, রক্ত সঞ্চয় এবং স্থান পরিবর্তনশীল বাত বেদনা বা যে কোন বেদনায় Q উপকারী। তীব্র, স্থান পরিবর্তনশীল বাত বেদনা, বেদনা পিঠের নিম্নাংশে, মূত্রগ্রন্থির উপর ও নিতম্বদেশে তীব্র বেদনা, ঐ বেদনা উরুদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, স্কন্ধদ্বয়ে ও বাহুতে বেদনা, জানু প্রদাহ, পায়ের ডিমে বাত বেদনা ইত্যাদি লক্ষণে Q মহা উপকারী। বাতের তীক্ষ্ম বেদনা শরীরের সমস্ত স্থানে অনুভব, গাঁট শক্ত, আক্রান্ত স্থান ছুঁতে দেয় না, পুরাতন বাত বেদনা, স্থান পরিবর্তন করে, আঙ্গুলে বাত ইত্যাদিতে Q অব্যর্থ। এছাড়া লিভার ফোলা, শক্ত, ছুঁচ ফুটানো বেদনা, চাপ দিতে দেয় না, বাহ্যের রঙ কাদার মত, কোমরে ভীষণ বেদনা, পাছায় বেদনা, উরু পর্যন্ত নামে, পরিশ্রম ও গরমে বৃদ্ধি এবং ঠান্ডায় উপশম ইত্যাদিতে Q উপকারী।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য। বেদনা স্থানে Q বাহ্যিক প্রয়োগ করা যায় এবং বেদনার উপশম হয়।

ষ্টারকুলিয়া (Sterculia)

পরিচয়—অপর নাম কোলানাট। ইহার মাদার টিংচার স্নায়বিক দুর্বলতা দূর করে এবং রক্ত সঞ্চালন নিয়মিত করে, ইহা একটি বলকারক ও উদরাময়নাশক ঔষধ। হৃদক্রিয়া নিয়মিত করে এবং মূত্রাধিক্য ঘটায়, হৃদপিন্ডের দুর্বলতা দূর করে। খাদ্য গ্রহণ না করে বা ক্লান্তিবোধ না করে দীর্ঘকাল পরিশ্রম করার শক্তি দান করে, ক্ষুধা ও পরিপাকের উৎকৃষ্ট ঔষধ। হাঁপানিরও উপকারী।

মাত্রা—Q ২৫/৩০ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য।

ষ্টিক্‌টা পালমোনারি (Sticta Pulmonaris)

পরিচয়—অপর নাম লাংওয়ার্ট। ইংল্যান্ডের পাহাড়ে এক প্রকার বড় বড় গাছ জন্মে, ইহার গুড়ির সেওলা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—ইহার Q সর্দি কাশির মহা উপকারী। বার বার নাক ঝাড়া, হাঁচি, সর্দি শুকিয়ে নাকে মামড়ি পড়া। কাশিতে নাক প্রায় বন্ধ থাকে এবং হাঁচি হয়, কাশি রাত্রে বৃদ্ধি এবং গলা সুড় সুড় করে কাশি, হাম রোগের পর অবিশ্রান্ত কাশি। যক্ষ্মা কাশির পক্ষেও উপকারী।

বাত—ঘাড়ে বাত, ঘাড় শক্ত ও আড়ষ্ট, কাধ, হাত এবং উরু পেশীর বাতে Q উপকারী। পেশী স্ফীত, লাল বর্ণ এবং ব্যথা হয়। প্রথমে সর্দির লক্ষণ প্রকাশ লাভ করে বাত রোগ হলে Q অব্যর্থ।

মাথা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

ষ্টিগম্যাটা মেডিস (Stigmata Maydis)

পরিচয়—অপর নাম জিরা, কর্ণ, সিল্ক।

উপকারিতা—মূত্র রোগের মহা উপকারী। প্রষ্টেট গ্রন্থির বিবৃদ্ধি, মূত্ররোধ, গণোরিয়া, মূত্রাশয় প্রদাহের ক্ষেত্রে Q ফলদায়ক। মূত্ররোধ, মূত্রনাশ, মূত্রকষ্ট, কিডনীর শূল বেদনা, মূত্রে রক্ত ও লাল বালুকাবৎ তলানি, প্রস্রাবের পর কুন্থন ইত্যাদিতে Q খুব ভাল কাজ করে।

মাত্রা—Q ২৫/৩০ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

ষ্টিলিঞ্জিয়া সিলভাটিকা (Stillingia Silvatica)

পরিচয়—অপর নাম কুইনস্‌রুট। এক প্রকার গাছের সরস মূল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—অস্থি আবরকের পুরাতন বাত, সিফিলিস এবং গন্ডমালা ধাতু জনিত রোগে Q উপকারী। লিভারের ক্রিয়া হীনতা তৎসহ কামলা রোগ ও কোষ্ঠকাঠিন্য লক্ষণে Q বিশেষ ফলপ্রদ।

মূত্র রোগ—বর্ণহীন মূত্র, মূত্রে সাদা তলানি, মূত্র দুধের মত সাদা এবং ঘন, হাত পায়ের হাড়ে কামড়ানি ব্যথা ও পিঠে ব্যথা ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী। ইহার প্রস্রাব দেখতে দধির মত। গুটি বাত এবং উপদংশে Q ভাল কাজ করে।

মাত্রা—Q ৫/৬ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

ষ্ট্রামোনিয়াম (Stramonium)

পরিচয়—অপর নাম ডেটুরা ষ্ট্রামোনিয়াম, ধুতুরা, থর্ণ এ্যাপেল। ধুতুরার পাকা ফলের বীজ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—নিম্নলিখিত রোগ লক্ষণে Q বিশেষ উপকারী। (১) মানসিক ভাব—ধর্ম প্রবণ, প্রার্থনাশীল, অবিরত বকে, আলোক এবং লোক সংসর্গে থাকা পছন্দ করে। (২) চোখের পীড়া—চোখের তারকা প্রসারিত, ক্ষুদ্র বস্তুকে বড় দেখে, তির্যক দৃষ্টি, সকল বস্তুই কালো দেখে। মূত্র—মূত্র রোধ, মূত্রাশয়ে প্রস্রাব জমে কিন্তু প্রস্রাব হয় না, টাইফয়েড জ্বরে বা প্রসবের পর প্রস্রাব বন্ধ হলে। (৩) স্প্যাজমডিক হাঁপানি—ঠান্ডা বেশ সহ্য হয়, প্রত্যহ স্নান করে, খোলা বাতাস চায়, নিশ্বাসে দারুণ কষ্ট, রোগীর যেন শ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। (৪) তড়কা—হাম, বসন্ত বা অন্য কোন প্রকার উদ্ভেদ বসে গিয়ে তড়কা, হাম বা বসন্তের সঙ্গে তড়কা। (৫) স্ত্রী রোগ—অতি রজ তৎসহ বাচালতা, গান করা, প্রচুর ঘাম, সুন্দর ভাবে, তালেতালে হাত পা নাড়ে, খাদ্য বস্তু ঘাসের মত লাগে, প্রবল তৃষ্ণা, শ্লেষ্মা ও সবুজ পিত্ত বমন। (৬) জলাতংক রোগ—কোন উজ্জ্বল দ্রব্য, যেমন কাচ, সার্সি, জল ইত্যাদি দেখলে রোগী বকে বা ফিট পড়ে। (৭) জ্বর—সূতিকা জ্বর, টাইফয়েড জ্বর, সবিরাম জ্বর যে কোন জ্বরের সঙ্গে বিকার ভাব দেখলে Q উপযোগী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

বিঃদ্রঃ—বেলেডোনা এবং কুপ্রামের পর ষ্ট্র্যামোনিয়াম বিশেষ উপকার করে।

ষ্ট্রোফেনথাস হিসপিডাস (Strophanthus Hispidas)

পরিচয়—অপর নাম কম্বিসীড। ইহা এক প্রকার লতা বিশেষ, ইহার সুপক্ক বীজ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—ইহার Q হৃদপিন্ডের নানা প্রকার দূরারোগ্য পীড়ায় উপকারী। হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া অতি ক্ষীণ তৎসহ শ্বাস কষ্ট, ধমনীর স্থূলতা, নার্ভাস স্নায়ুপ্রধান ও হিষ্টিরিয়া গ্রস্তা রমনীদের হৃদপিন্ডের সূচবিদ্ধ বেদনা, শোথ, ফোলা ইত্যাদি নানাবিধ পীড়ায় উপকারী। আম বাত, পুরাতন আমবাত, রমনীদের অতি রজ, জরায়ুর রক্ত স্রাব জরায়ুতে অধিক রক্ত সঞ্চয়, উরুদেশ ও নিতম্বে কামড়ানি ব্যথা এবং শোথ ইত্যাদি রোগ লক্ষণে Q ভাল কাজ করে।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

সালফার (Sulphur)

পরিচয়—বাংলা নাম গন্ধক। এক ভাগ বিশুদ্ধ সালফার তৎসহ বিশুদ্ধ এ্যালকোহল মিশ্রিত করে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা যায়।

উপকারিতা—নিম্নলিখিত রোগ লক্ষণে ইহার মাদার বিশেষ উপকারী। (১) কোন উদ্ভেদ বাহ্যিক ঔষধ দ্বারা অথবা নিজ থেকেই বন্ধ হয়ে কোন

রোগের সৃষ্টি হলে অথবা রোগ বেশ ভাল হয়ে কিছুকাল পরে আবার আবির্ভূত হলে তৎসহ শরীরে খুব জ্বালা পোড়া ভাব থাকলে, পা ঠান্ডা, কিন্তু মাথার তালু আগুনের মত গরম, পায়ের তলায় জ্বালা পোড়া এইজন্য পা দুটো বিছানার বাইরে রাখতে হয়। (২) চর্ম পীড়া—চর্ম শুষ্ক, আইশ যুক্ত, অপরিষ্কার এবং সামান্য আঘাতেই পেকে উঠে। জ্বালা পোড়া, চুলকানি, চুলকালে বা ধৌত করলে বৃদ্ধি, বর্ষাকালে পুনঃ প্রকাশিত, প্রস্রাবদ্বার বা মলদ্বার হেজে লাল বর্ণ হয়, অর্শ তৎসহ মলদ্বারে জ্বালা ও চুলকানি, যোনি ওষ্ঠে ফুসকুড়ি এবং তাতে অত্যন্ত চুলকানি, চুলকানির পর জ্বালা পোড়া, খোস পাঁচড়া, চামড়া খসখসে, ঘাম থাকে না। (৩) স্ক্রফুলা (গন্ডমালা)—কোন প্রকার দোষ শরীরের মধ্যে নিহিত থাকলে উহা দ্বারা গন্ডমালা রোগ সৃষ্টি হয়। এই রোগে আক্রান্ত রোগীর মস্তকে ঘাম, চর্মপীড়া, ফোঁড়া, শরীরের আয়তন অপেক্ষা মাথা বড়, অস্বাভাবিক ক্ষুধা, জল খাওয়া-দাওয়া সত্ত্বেও শরীরের পুষ্টি হয় না, দিন দিন শীর্ণ হয়ে পড়ে। শিশুদের বৃদ্ধের মত দেখায়। (৪) ম্যারাসমাস—শরীরের শুষ্কতা, মাংস পেশী শুষ্ক, চর্ম কুঞ্চিত, উদর স্ফীত, কোষ্ঠকাঠিন্য বা উদরাময়, রক্তহীনতা, শরীর চুপসে যাওয়া, দিন দিন জীর্ণ শীর্ণ হয়ে যাওয়া। (৫) হাইড্রোসেফালস বা মস্তিষ্কে জল সঞ্চয়, মাথার যন্ত্রণা, ঘুমাতে পারে না। (৬) সর্দি কাশি—পুরাতন সর্দি কাশির সঙ্গে স্বরভঙ্গ, অনবরত কাশি, নাক দিয়ে রক্ত পড়ে, নাকে শুষ্ক পিচুটি পড়ে, নাকের ডগা হেজে লাল বর্ণ হয়ে যায়। (৭) ব্রংকাইটিস—পুরাতন অবস্থা, পুঁজের মত গয়ার উঠে, ফুসফুসে প্রচুর শ্লেষ্মা জন্মে, কাশতে কাশতে বমি করে, ফুসফুসের প্রদাহ। (৮) অজীর্ণ পীড়ায় নাক্সের পর সালফার উপকারী। কোষ্ঠকাঠিন্য, অতি সামান্য পরিমাণে বাহ্য হয়, পেট খোলসা হয় না। আমাশয়—পুরাতন আমাশয়, মলের উপর রক্তের দাগ, অত্যন্ত ক্ষুধা, শুধু খাই খাই করে, বাহ্যের পর কিছু খাওয়া চাই। (৯) প্রমেহ—প্রস্রাব ত্যাগকালে পোড়া, প্রস্রাব দ্বারের চারিদিকে লাল বর্ণ, অর্শের রক্ত স্রাব বন্ধ হয়ে মাথার যন্ত্রণা হলে, অনেক দিনের পুরাতন অর্শ। (১০) উদরাময়—বাহ্যের রঙ পুঁজের মত, ফেনাযুক্ত, অজীর্ণ মিশ্রিত, ক্রমাগত বাহ্য হয়ে মলদ্বার হেজে যাওয়া, অসাড়ে বাহ্য হয়, কোন প্রকার উদ্ভেদ বন্ধ হয়ে উদরাময় হলে, বাহ্যের বেগ পেলে এক মিনিটও দেরী করতে পারে না, ক্ষুধার অভাব, দুধ সহ্য হয় না। মূত্র রোগ—পুনঃপুনঃ মূত্রপাত, বিশেষত রাত্রে, অসাড়ে মূত্র বিশেষ করে গন্ডমালা ধাতুগ্রস্ত ও অপরিচ্ছন্ন ব্যক্তিদের, মূত্রকালে মূত্রপথে জ্বালা, মূত্রে পুঁজ ও শ্লেষ্মা থাকে। মূত্রবেগ সহ্য করতে পারে না, রমনীদের যোনিপথ জ্বালা করে এবং দুর্গন্ধ যুক্ত ঘাম হয়।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

সামবুল (Sumbul)

পরিচয়—অপর নাম মাস্ক রুট, ফেরুলা সামবুল। এক প্রকার গাছ, এই গাছের শুষ্ক মূল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—স্নায়ুশূলে এবং হৃদপিন্ডের স্বাভাবিক ক্রিয়ার বিশৃংখলতায় Q উপযোগী। ঠান্ডা লাগার ফলে অবশতা, বাম পাশের অবশতা হাঁপানি, মূত্রের উপর তেলের মত সর ভাসে, হৃদপিন্ডের হাঁপানি ধমনীর স্থূলতায় টিসু সমূহের উপর একটি মূল্যবান ঔষধ, মনে হয় মেরুদন্ডের উপর জল পড়ছে ইত্যাদি রোগ লক্ষণে Q উপকারী।

মাত্রা—Q ১০/১৫ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

সিম্ফোরি কার্পাস (Symphori Carpus)

পরিচয়—ইহা এক প্রকার গাছ, এই গাছের সরস পাকা ফল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—ইহার Q প্রাতকালীন অসুস্থতা, ক্রমাগত বমি, গা বমি বমি ভাব, মুখে জল ওঠা, সমস্ত খাদ্যে ঘৃণা ইত্যাদি রোগ লক্ষণে উপকারী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে সামান্য জলে মিশ্রিত করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

সিমফাইটম (Symphytum)

পরিচয়—অপর নাম কম্ফ্রে, নিটবোন, গামপ্লাট, হিলিং হার্ব। ইহা এক প্রকার বাৎসরিক গুল্ম বিশেষ, ইহার মূল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—সাধারণতঃ সন্ধি স্থানে ইহার ক্রিয়া। জানুসন্ধির স্নায়ুশূল, অস্থিসমূহের ভিতরে আঘাত লেগে ছিদ্র হয়ে গেলে বা ভাঙা হাড় জোড়া না লাগলে Q উপযোগী। অস্থি আবরকে সূচীবিদ্ধ বেদনা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও ভাল কাজ করে।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য। ক্ষত, ঘা এবং গুহ্যদ্বারের চুলকানির জন্য Q বাহ্যিকভাবে প্রয়োগ করে বেঁধে রাখলে উপকার।

সিজিজিয়াম জাম্বোলনোম (Syzygium Jambolanum)

পরিচয়—অপর নাম জ্যাম্বলসীড, বাংলায় জামফল। ইহা আমাদের দেশের জাম ফল। ইহার সুপক্ক ফলের বীজ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—ইহার Q শর্করাযুক্ত বহুমূত্রের প্রধান ঔষধ। মূত্রে চিনির পরিমাণ কমিয়ে আনতে এবং চিনি দোষ দূর করতে Q অব্যর্থ। প্রবল পিপাসা দুর্বলতা, শীর্ণতা, অধিক পরিমাণে বারবার প্রস্রাব ত্যাগ, প্রস্রাবের আপেক্ষিক গুরুত্ব বৃদ্ধি, দেহের উপরিভাগে ঘামাচির ন্যায় উদ্ভেদ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাল বর্ণের পীড়কা, অত্যন্ত চুলকায় ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য। মূত্র দোষে ধৈর্য ধরে অন্তত ৩/৪ মাস খেতে হবে।

টেবেকাম (Tabacum)

পরিচয়—অপর নাম নিকোটিয়েনা ট্যাবেকাম। বাংলায় তামাক। শুষ্ক পরিপক্ক তামাক পাতা হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—ইহার রোগ লক্ষণগুলো অতি পরিস্কার। বমি বমি ভাব, মাথা ঘোরে, মৃতের ন্যায় বিবর্ণ, গা বরফের ন্যায় ঠান্ডা, ঘাম। ইহার Q পচন নিবারক এবং কলেরা, জীবাণুর ধ্বংসকারক। বমি বমি ভাব তৎসহ মুখ দিয়ে অতিরিক্ত থুথু উঠে, উদর গহ্বরে নিমগ্নতা বোধ, পেট অনাবৃত রাখতে চায়, মাথা ঘোরে ইত্যাদি রোগ লক্ষণে Q উপকারী।

কলেরা—অন্যান্য ঔষধ প্রয়োগে বাহ্য বন্ধ হয়েছে কিন্তু বমি কমে নাই, গা বমি বমি ভাব, সর্বাংগে ঠান্ডা ঘাম, পেট গরম এই লক্ষণে Q উপযোগী।

ধনুষ্টংকার—মেরুদন্ড আক্রান্ত হয়ে তড়কা ভাব, খেঁচুনি, ঘাড় পিঠ শক্ত হয়ে যায় এই লক্ষণে Q ফলপ্রদ।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

টারেক্সাকাম অফিসিনালিস (Taraxacum officinalis)

পরিচয়—অপর নাম ড্যান্ডিলিয়ন। এক প্রকার বাৎসারিক গুল্ম মূলের রস হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—মানচিত্রের মত লোপ যুক্ত জিহ্বা, অম্ল পৈত্তিক পীড়া, গ্যাসট্রিক শিরপীড়া, লিভার বর্ধিত ও শক্ত তৎসহ জন্ডিস, ক্ষুধাহীনতা, বহুমূত্র ইত্যাদি রোগ লক্ষণে Q উপকারী। হিষ্টিরিয়া রোগীর পেট ফাঁপ, মস্তক সঞ্চালক পেশীতে বেদনা, মুখে তিক্ত স্বাদ, লালাস্রাব, জানুর স্নায়ুশূল, প্রচুর নিশাঘর্ম ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

টেরিবিনথিনা (Terebinthina)

পরিচয়—ইহা আমাদের দেশে তার্পিন তেল নামে পরিচিত। এক ভাগ বিশুদ্ধ তার্পিন তৎসহ ৯৯ ভাগ এ্যালকোহল যোগে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—প্রস্রাব, পেট ফাঁপ এবং উদরী রোগে Q উপকারী।

লক্ষণ বৈশিষ্ট্য—জিহ্বা মসৃণ, চকচকে, লালবর্ণ, পেট ফাঁপ জলের মত পাতলা পায়খানা, ক্রিমির লক্ষণসহ মুখে দুর্গন্ধ, মলদ্বার চুলকায়, প্রস্রাবে জ্বালা পোড়া, কিডনীতে বেদনা এবং কলেরা রোগে প্রস্রাব বন্ধ এই সব লক্ষণে Q বিশেষ ফলপ্রদ।

প্রস্রাব—প্রস্রাবকালে জ্বালাপোড়া, ফোঁটা ফোঁটা করে প্রস্রাব নিঃসরণ, অতি কষ্টে প্রস্রাব, প্রস্রাব এলবুমেন মিশ্রিত এই জন্য ঘোলা ও ধোঁয়াটে দেখায়,

কিডনীর বেদনা, প্রস্রাবের তলানি রক্ত মিশ্রিত বা কাদার মত ঘোলা প্রস্রাব তৎসহ পেট ফাঁপ, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী। কলেরায় প্রস্রাব বন্ধ হলে ক্যানথারিস বিফল হলে ইহার Q প্রযোজ্য।

উদরী—কিডনীর রোগ হেতু উদরী তৎসহ পেটফাঁপ, প্রস্রাবে কষ্ট, শ্বাসকষ্ট, রোগী শুয়ে থাকতে পারে না, বালিসে ঠেস দিয়ে বসে থাকে এই সব লক্ষণ সহ উদরী (Abdomina dropsy) হলে Q প্রযোজ্য। জরায়ুর তীব্র জ্বালা, বেদনা এবং প্রদাহে Q খুব ভাল কাজ করে।

মাত্রা—Q ৮/১০ ফোঁটা করে, দুঘন্টা অন্তর সেব্য।

টিউক্রিয়াম ম্যারাম ভিরাম (Teucrium Marum Verum)

পরিচয়—অপর নাম ম্যারাম ভিরাম, ক্যাটথাইম। এক প্রকার ক্ষুদ্র জাতীয় গাছের রস হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—নানা প্রকার ঔষধ সেবন করে যারা ভগ্ন স্বাস্থ্য হয়ে পড়ছে তাদের পক্ষে উপকারী। নাকের পুরাতন সর্দি, দুর্গন্ধ যুক্ত মামড়ি পড়ে ওজিনা, নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ, পলিপাস, সর্দিতে নাক বন্ধ ইত্যাদিতে Q উপকারী। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূত্র ক্রিমিতে Q অব্যর্থ। এ ছাড়াও হাতের আংগুলের অগ্রভাগ, পায়ের আঙ্গুলের গাঁটের ও নখের বেদনায় Q উপকারী। গুহ্যদ্বারে চুলকানি সন্ধ্যার সময় বিছানায় শুইলে অবিরত উত্তেজনা, গুহ্যদ্বার সুড়সুড় করে ইত্যাদিতে Q উপকারী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

থিয়া সাইনেনসিস (Thea Sinensis)

পরিচয়—অপর নাম চা, কেমেনিয়াথিয়া। উৎকৃষ্ট চা পাতা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—অতিরিক্ত চা পান জনিত কারণে অজীর্ণ, অনিদ্রা, দুর্বলতা, বুক ধড়ফড় করা, পেটে বায়ু জমা ইত্যাদি ডিসপেপ্সিয়ার লক্ষণে Q উপকারী। এ ছাড়া হৃদপিন্ডের স্থানে বেদনা, বুক ধড়ফড় করে, বাম দিকে শুতে পারে না, বুকের মধ্যে যেন ঝটপট করে, নাড়ী দ্রুত ও অনিয়মিত ইত্যাদি লক্ষণেও Q উপকারী। পাকস্থলীতে শূন্যতা, মূর্চ্ছাভাব বা খালি খালি ভাব।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য।

থ্যালপসি বুর্সা পেস্‌টোরিস (Thlapsi Bursa Pastoris)

পরিচয়—অপর নাম ক্যাপসেলা, সেফার্ডস পার্স। এক প্রকার গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ। এই গুল্ম হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—ইহার Q রক্তস্রাবরোধক এবং ইউরিক এসিডও সঞ্চয় নিবারক। গর্ভকালে অন্ত লালামূত্র, পুরাতন স্নায়ুশূল, মূত্রগ্রন্থি, মূত্রাশয়ের উত্তেজনা, জরায়ু হতে রক্তস্রাব তৎসহ খিলধরা এবং জমাট রক্ত নিঃসরণ, জরায়ুর সৌত্রিক অর্বুদ হতে রক্ত স্রাব ইত্যাদি রোগ লক্ষণে উপকারী। ঔষধটি কেবল রক্ত স্রাবের নিমিত্তই প্রায় ব্যবহৃত হয়। শরীরের যে কোন স্থান হতে পারে—নাক দিয়ে, প্রস্রাব দ্বার দিয়ে, জরায়ু হতে রক্ত স্রাব। যদি রক্তের পরিমাণ অধিক হয়, রঙ কালো, চাপ চাপ হয়, তবে Q অব্যর্থ। ইহার ধাতু স্রাবের যে রক্ত নির্গত হয় তাতে দুর্গন্ধ থাকে, ঋতুস্রাব বন্ধ হলেই শ্বেতপ্রদর দেখা যায় তখন Q অব্যর্থ।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য।

থুজা অক্সিডেন্টালিস (Thuja Occidentalis)

পরিচয়—অপর নাম আর্বর ভিটি। ঝাউ জাতীয় এক প্রকার বৃক্ষ, ইহার পাতা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য—(১) মূত্রথলিতে জ্বালা, প্রমেহ রোগে প্রচুর পরিমাণে প্রমেহ স্রাব, আঁচিল, যোনিমধ্যে বা পুংজনন ইন্দ্রিয়ে, কন্ডাইলোমেটা, লুপ্ত প্রমেহ জনিত পীড়া, টীকার কুফল, প্রাতে প্রথম আহারের পরই পায়খানা, বাহ্যের পূর্বে পেটে অত্যন্ত গড়গড় শব্দ, উপদংশ জনিত চর্মরোগ, জিহ্বার অর্বুদ, কোষ্ঠ কাঠিন্য, মস্তক ছাড়া অন্যান্য সকল স্থানে ঘাম, আঁসটে দুর্গন্ধ যুক্ত কর্ণস্রাব এবং সিফিলিস ধাতুর ব্যক্তিগণের পক্ষে Q উপযোগী।

প্রমেহ রোগ—স্রাব তরল ও হরিদ্রাবর্ণের মূত্রত্যাগে জ্বালাপোড়া, ফোঁটা ফোঁটা করে মূত্রত্যাগ, প্রস্রাব শেষ হলেও মনে হয় কিছুটা থেকে গেল, পুরাতন প্রমেহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q মহা উপকারী।

টীকাজনিত পীড়া—জ্বর, উদরাময়, ক্ষত, বসন্তের মত উদ্ভেদ ইত্যাদি টীকা দেবার দোষে যে কোন রোগ উপসর্গে Q অব্যর্থ। উদরাময়ে জলের মত পায়খানা, পেট ডাকে এবং খুব জোরে বাহ্য নির্গত হয়, বাহ্যের সংগে বায়ু নিঃসরণ, প্রাত আহারের পরেই পায়খানা ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী।

আঁচিল ও রক্ত অর্বুদ—কানের ভিতর অর্বুদ, সামান্য স্পর্শে রক্ত বের হয়, কানে পুঁজ, স্রাবে দুর্গন্ধ, নাকের উপর আঁচিল, মলদ্বারের পাশে আঁচিল এবং মলদ্বার ফাটা উহা হতে রস নির্গত হয়, গুহ্যদ্বারের চারি পাশে ভিজা ভিজা ভাব, জরায়ুর অর্বুদে অত্যন্ত বেদনা, সামান্য স্পর্শে রক্ত স্রাব, জরায়ুর গ্রীবায় ফুল কফির মত একপ্রকার পদার্থের উৎপত্তি, যোনীর উপর আঁচিল, তীক্ষ্ণ বেদনা, স্বরযন্ত্রে অর্বুদ ইত্যাদিতে Q উপকারী। আঁচিল বা অর্বুদ আকারে বড় হলে রোজ একবার করে উহাতে Q বাহ্যিক প্রয়োগ করলে উপকার।

উপদংশ—লিংগের উপর ক্ষত, ছোট ছোট শিশুদের চর্মে পারদের উদ্ভেদ ইত্যাদি ক্ষেত্রে এবং চোখের পাতায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঁচিল, নবজাত শিশুর চোখের প্রদাহ, আঞ্জিনা, চোখ দিয়ে জল পড়ে, কড় কড় করে, মাথায় যন্ত্রণা, মাথা ঘোরে ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী। চোখের প্রদাহ, চোখ লাল।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য। ইহার মলম বাহ্যিক প্রযোজ্য।

টোংগো (Tongo)

পরিচয়—গায়েনার কুমারুনা নামক গাছের বীজ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—স্নায়ুশূল ও হুপিং কাশিতে উপকারী। চোখের উপরকার স্নায়ুতে ছিন্নকর বেদনা তৎসহ মাথা গরম, দপদপানি, চোখ দিয়ে জল পড়ে, সর্দিতে নাক বন্ধ, মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস নিতে হয়, কুচকি সন্ধিতে, উরু অস্থিতে এবং জানু সন্ধিতে ছিন্নকর বেদনা বিশেষ করে বাম দিকে।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে সামান্য জলের সংগে মিশ্রিত করে দিনে ৪ বার।

ট্রাইবুলাস ট্রেসট্রিস (Tribulus Terrestris)

পরিচয়—বাংলায় গোক্ষুর বলে। ইহা এক প্রকার গুল্ম এবং এই গুল্ম হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—গনোরিয়া সংশ্লিষ্ট যে কোন রোগেই Q সাফল্যের সংগে ব্যবহার করা যায়। গনোরিয়া গ্রস্ত বাত রোগে ইহা খুব উপকারী। মূত্র যন্ত্রের যে কোন রোগ লক্ষণে—মূত্রকষ্ট, পুনঃপুনঃ অল্প প্রস্রাব, মূত্রে এলবুমেন, মূত্রপথে জ্বালা পোড়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী। ইহা কোপেইবা, কিউবেবার সদৃশ।

মাত্রা—Q ২০/২৫ ফোঁটা পরিমাণ সামান্য জলের সংগে দিনে ৪/৫ বার সেব্য। ইহা একটি মূল্যবান ভারতীয় ভেষজ। প্রষ্টেট গ্রন্থির প্রদাহ ও ধ্বজভংগের ইহা অব্যর্থ।

ট্রাইকোস্যান্থিস ডাইকা (Trichosanthes Dioica)

পরিচয়—বাংলায় ইহাকে পটোল বলে। পটোলের মূল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়। ইহা একটি ভারতীয় ভেষজ।

উপকারিতা—নিম্নলিখিত রোগ লক্ষণে Q উপকারী। হতাশভাব, বিছানায় শুয়ে থাকা অবস্থায় মাথা ঘোরা, চোখ লালবর্ণ, পুরাতন জ্বরে প্লীহা বর্ধিত।

লিভার বর্ধিত, চোখ হরিদ্রাবর্ণ, খুব পিপাসাবোধ, গলা যেন জ্বলে যায়। মুখ দিয়ে জল উঠে, ক্ষুধা হীনতা, সবুজ বা হরিদ্রা বর্ণের মল, পিত্ত মিশ্রিত মল, প্রচুর পরিমাণে মল এক এক বারে বের হয়, তরল জলের মত, আম, পিত্ত ও রক্তাক্ত মল। মল ত্যাগের সময় গোগুল বের হয়, মল দ্বারে টাটানি, কোষ্ঠকাঠিন্য, অসাড়ে মল চুইয়ে বের হয়, বসলেই ৪/৫ ফোঁটা পাতলা মল অসাড়ে বের হয়ে যায়, আমাশয়, আমরক্ত, মূত্র অল্প ও লালবর্ণ, জ্বর ভাব, সন্ধ্যার পর তাপমাত্রা বৃদ্ধি, লিভার দোষ জনিত জ্বর, জন্ডিস, শোথ ভাব, পুরাতন জ্বর।

মাত্রা—Q ৮/১০ ফোঁটা করে দু ঘন্টা অন্তর সেব্য।

ট্রাইফোলিয়াম (Trifolium)

এক প্রকার গুল্ম ফুল হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। ঔষধটির কয়েক প্রকার শ্রেণী থাকলেও ট্রাইকো লিয়াম প্রোটেনসি এবং ট্রাইফোলিয়াম রিপেনস্ ঔষধ দুটির ক্রিয়া প্রায় একই প্রকার।

উপকারিতা—লালা নিঃসরণকারী গ্ল্যান্ড, হুপিং কাশি এবং মাম্পস্ (কর্ণমূল ফোলা) এই তিনটি রোগেই Q উপযোগী। কর্ণমূলের গ্ল্যান্ড ফোলা, খুব শক্ত, বেদনা, মুখ দিয়ে লালাস্রাব নির্গত হয়, হুপিং কাশি রাত্রে ভয়ংকর আক্ষেপিক কাশি ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার Q ভাল কাজ করে। মাম্পসের ইহা একটি প্রতিষেধক ঔষধ। কর্ণমূল প্রদাহিত হবার পূর্বে ইহা ব্যবহার করতে হয়। নিম্ন চোয়ালের এবং কর্ণমূলের গ্ল্যান্ড ফোলায় ইহার Q অব্যর্থ।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে সামান্য জলের সংগে দিনে ৪ বার সেব্য।

ট্রিলিয়াম (Trilium)

পরিচয়—অপর নাম হোয়াইট বেথ রুট। বৃক্ষের তাজা মূল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—রক্ত স্রাবের জন্য এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। জরায়ু, নাক, দাঁত, মুখ, মলদ্বার ইত্যাদি সকল স্থানেরই রক্ত স্রাব ইহার Q দ্বারা নিবারিত হয়। ইহাতে যে রক্তস্রাব হয় উহার রঙ প্রায়ই উজ্জ্বল লালবর্ণ এবং রক্তস্রাব কালীন কোমরে ভীষণ বেদনা থাকে। ইহা থাইসিস রোগের উপকারী। পুঁজের মত গয়ার তৎসহ রক্ত এবং মনে হয় গলার মধ্যে কিছু একটা জিনিস আটকে আছে। ঋতুস্রাব এবং উদরাময়ে রক্ত স্রাবের সঙ্গে কটি দেশে ভয়ানক ব্যথা, আমাশয়ে টাটকা রক্ত পড়ে ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q অব্যর্থ।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য।

টুসিলাগো পিটাসিটেস (Tussilago Petasites)

পরিচয়—অপর নাম বাটার বার। এক প্রকার গাছড়া হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—মূত্রযন্ত্রের উপর ক্রিয়া থাকায় গণোরিয়া রোগে উপযোগী। মূত্রনালীতে সুড়সুড়ি, গণোরিয়ার হরিদ্রাভ ঘন স্রাব। মূত্রনালীতে সুড়সুড়ি, সহ লিংগোত্থান রেতরজ্জুর বেদনা ইত্যাদিতে Q উপকারী।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ সেব্য।

টাইফোফেব্রিনাম (Typhofabrinum)

পরিচয়—বাংলা নাম সজারুর কুটিলান্ত্র। সজারুর কুটিলান্ত্র হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—মাড়িতে বেদনা, তথায় কালচে রক্ত জমা, দাঁতে ময়লা জমে এবং ওষ্ঠ ফেটে ক্ষত হয়ে যায়। পেট ফাঁপ, হরিদ্রা বর্ণের প্রচুর আমযুক্ত মল, পাতলা ছ্যাকড়া ছ্যাকড়া বমি, লালবর্ণের মূত্রত্যাগ, মূত্রত্যাগে জ্বালা, ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, ব্রংকাইটিস, নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগে ইহা উপকারী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

ইউরেনিয়াম নাইট্রিকাম (Uranium Nitricum)

পরিচয়—অপর নাম নাইট্রেট অব ইউরেনিয়াম। ইহা এক প্রকার ধাতু বিশেষ। ইহা হতে বিচূর্ণ এবং মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—ইহা মূত্র ও পাকস্থলীর পীড়ায় বিশেষ উপকারী। প্রচুর মূত্রপাত, মূত্রকষ্ট, অসাড়ে মূত্রপাত, বহুমূত্র, শীর্ণতা, উদর স্ফীতি, মূত্রনালীতে জ্বালা তৎসহ অম্লযুক্ত মূত্র, মূত্রবেগ ধারণ করলে বেদনা বোধ, শয্যামূত্র ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষ উপকারী। পাকস্থলীর নিম্নদিকে বেদনা, খুব পিপাসা, বমন, রাক্ষুসে ক্ষুধা, খাবার পর পেট ফাঁপ, পাকাশয়ে ও মধ্য অন্ত্রে ক্ষত, জ্বালাকর বেদনা, বায়ু সঞ্চয় ইত্যাদি রোগ লক্ষণে ইহা ভাল কাজ করে। এ ছাড়া উদরী, সর্বাঙ্গীন শোথ, বিলম্বিত ঋতু, ধ্বজভঙ্গ, রেতস্খলন, জনন ইন্দ্রিয় শিথিল ও ঘাম যুক্ত ইত্যাদি লক্ষণেও ইহা উপযোগী।

মাত্রা—ইহার ৩/৪ ফোঁটা করে প্রত্যহ ৪/৫ বার করে সেব্য।

আর্টিকা ইউরেনস্ (Urtica Urens)

পরিচয়—অপর নাম ষ্টিংগিং নেটল। এক প্রকার গুল্ম বিশেষ এবং ইহা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

লিভার বর্ধিত, চোখ হরিদ্রাবর্ণ, খুব পিপাসাবোধ, গলা যেন জ্বলে যায়। মুখ দিয়ে জল উঠে, ক্ষুধা হীনতা, সবুজ বা হরিদ্রা বর্ণের মল, পিত্ত মিশ্রিত মল, প্রচুর পরিমাণে মল এক এক বারে বের হয়, তরল জলের মত, আম, পিত্ত ও রক্তাক্ত মল। মল ত্যাগের সময় গোগুল বের হয়, মল দ্বারে টাটানি, কোষ্ঠকাঠিন্য, অসাড়ে মল চুইয়ে বের হয়, বসলেই ৪/৫ ফোঁটা পাতলা মল অসাড়ে বের হয়ে যায়, আমাশয়, আমরক্ত, মূত্র অল্প ও লালবর্ণ, জ্বর ভাব, সন্ধ্যার পর তাপমাত্রা বৃদ্ধি, লিভার দোষ জনিত জ্বর, জন্ডিস, শোথ ভাব, পুরাতন জ্বর।

মাত্রা—Q ৮/১০ ফোঁটা করে দু ঘন্টা অন্তর সেব্য।

ট্রাইফোলিয়াম (Trifolium)

এক প্রকার গুল্ম ফুল হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। ঔষধটির কয়েক প্রকার শ্রেণী থাকলেও ট্রাইকো লিয়াম প্রোটেনসি এবং ট্রাইফোলিয়াম রিপেনস্ ঔষধ দুটির ক্রিয়া প্রায় একই প্রকার।

উপকারিতা—লালা নিঃসরণকারী গ্ল্যান্ড, হুপিং কাশি এবং মাম্পস্ (কর্ণমূল ফোলা) এই তিনটি রোগেই Q উপযোগী। কর্ণমূলের গ্ল্যান্ড ফোলা, খুব শক্ত, বেদনা, মুখ দিয়ে লালাস্রাব নির্গত হয়, হুপিং কাশি রাত্রে ভয়ংকর আক্ষেপিক কাশি ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার Q ভাল কাজ করে। মাম্পসের ইহা একটি প্রতিষেধক ঔষধ। কর্ণমূল প্রদাহিত হবার পূর্বে ইহা ব্যবহার করতে হয়। নিম্ন চোয়ালের এবং কর্ণমূলের গ্ল্যান্ড ফোলায় ইহার Q অব্যর্থ।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে সামান্য জলের সংগে দিনে ৪ বার সেব্য।

ট্রিলিয়াম (Trilium)

পরিচয়—অপর নাম হোয়াইট বেথ রুট। বৃক্ষের তাজা মূল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—রক্ত স্রাবের জন্য এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। জরায়ু, নাক, দাঁত, মুখ, মলদ্বার ইত্যাদি সকল স্থানেরই রক্ত স্রাব ইহার Q দ্বারা নিবারিত হয়। ইহাতে যে রক্তস্রাব হয় উহার রঙ প্রায়ই উজ্জ্বল লালবর্ণ এবং রক্তস্রাব কালীন কোমরে ভীষণ বেদনা থাকে। ইহা থাইসিস রোগের উপকারী। পুঁজের মত গয়ার তৎসহ রক্ত এবং মনে হয় গলার মধ্যে কিছু একটা জিনিস আটকে আছে। ঋতুস্রাব এবং উদরাময়ে রক্ত স্রাবের সঙ্গে কটি দেশে ভয়ানক ব্যথা, আমাশয়ে টাটকা রক্ত পড়ে ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q অব্যর্থ।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য।

টুসিলাগো পিটাসিটেস (Tussilago Petasites)

পরিচয়—অপর নাম বাটার বার। এক প্রকার গাছড়া হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—মূত্রযন্ত্রের উপর ক্রিয়া থাকায় গণোরিয়া রোগে উপযোগী। মূত্রনালীতে সুড়সুড়ি, গণোরিয়ার হরিদ্রাভ ঘন স্রাব। মূত্রনালীতে সুড়সুড়ি, সহ লিংগোত্থান রেতরজ্জুর বেদনা ইত্যাদিতে Q উপকারী।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ সেব্য।

টাইফোফেব্রিনাম (Typhofabrinum)

পরিচয়—বাংলা নাম সজারুর কুটিলান্ত্র। সজারুর কুটিলান্ত্র হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—মাড়িতে বেদনা, তথায় কালচে রক্ত জমা, দাঁতে ময়লা জমে এবং ওষ্ঠ ফেটে ক্ষত হয়ে যায়। পেট ফাঁপ, হরিদ্রা বর্ণের প্রচুর আমযুক্ত মল, পাতলা ছ্যাকড়া ছ্যাকড়া বমি, লালবর্ণের মূত্রত্যাগ, মূত্রত্যাগে জ্বালা, ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, ব্রংকাইটিস, নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগে ইহা উপকারী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

ইউরেনিয়াম নাইট্রিকাম (Uranium Nitricum)

পরিচয়—অপর নাম নাইট্রেট অব ইউরেনিয়াম। ইহা এক প্রকার ধাতু বিশেষ। ইহা হতে বিচূর্ণ এবং মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—ইহা মূত্র ও পাকস্থলীর পীড়ায় বিশেষ উপকারী। প্রচুর মূত্রপাত, মূত্রকষ্ট, অসাড়ে মূত্রপাত, বহুমূত্র, শীর্ণতা, উদর স্ফীতি, মূত্রনালীতে জ্বালা তৎসহ অম্লযুক্ত মূত্র, মূত্রবেগ ধারণ করলে বেদনা বোধ, শয্যামূত্র ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষ উপকারী। পাকস্থলীর নিম্নদিকে বেদনা, খুব পিপাসা, বমন, রাক্ষুসে ক্ষুধা, খাবার পর পেট ফাঁপ, পাকাশয়ে ও মধ্য অন্ত্রে ক্ষত, জ্বালাকর বেদনা, বায়ু সঞ্চয় ইত্যাদি রোগ লক্ষণে ইহা ভাল কাজ করে। এ ছাড়া উদরী, সর্বাঙ্গীন শোথ, বিলম্বিত ঋতু, ধ্বজভঙ্গ, রেতঃস্খলন, জনন ইন্দ্রিয় শিথিল ও ঘাম যুক্ত ইত্যাদি লক্ষণেও ইহা উপযোগী।

মাত্রা—ইহার ৩/৪ ফোঁটা করে প্রত্যহ ৪/৫ বার করে সেব্য।

আর্টিকা ইউরেনস্ (Urtica Urens)

পরিচয়—অপর নাম ষ্টিংগিং নেটল। এক প্রকার গুল্ম বিশেষ এবং ইহা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—চর্মের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া, ইহার দ্বারা শরীরে আমবাতের মত একপ্রকার উদ্ভেদ বের হয়। প্রসবের পরে, স্তনে দুধ অল্প হলে বা দুধ একেবারে না হলে ইহার ব্যবহার খুব উপকারী। সকল প্রকার আমবাতেই উপকার, আমবাতেই ভয়ানক চুলকানি, জ্বালা, কাঁটা বেঁধার মত বেদনা, রোগী ক্রমাগত হাত বুলায়, হাতের মুখের, বুকের চর্ম ফোলে গরম হয় ফুসকুড়ি বের হয়, ঘুমালে ফুসকুড়ি মিলে যায় কিন্তু বিছানা হতে উঠলেই আবার বের হয়। চিংড়ী মাছ খেলে বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী।

গেঁটে বাত—ফোলা যুক্ত গেঁটে বাত রোগে Q ভাল কাজ করে। ইহার Q প্রতি মাত্রায় ৫/৬ ফোঁটা করে গরম জলসহ ৩/৪ ঘন্টা অন্তর দিনে ৪/৫ বার সেবন করলে প্রস্রাব সহ ইউরিক এসিড নির্গত হয়ে শীঘ্র রোগ আরোগ্য হয়।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

অষ্টিলেগো মেডিস (Ostilago Maidis)

পরিচয়—অপর নাম কর্ণ স্মাট। ফাংগাস বা ব্যাঙের ছাতা জাতীয় উদ্ভিদ বিশেষ। ইহা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—জরায়ুর থলথলে ভাব, রক্ত স্রাব, শরীরের বিভিন্ন অংগে রক্তাধিক্য বিশেষ করে রমণীদের রজ নিবৃত্তি কালে ইহার ব্যবহারে উপকারী। এছাড়া রক্ত প্রদর, জরায়ু হতে স্রাব, অতিরজ, রজবন্ধ, জরায়ুর স্থান ভ্রষ্ট, জরায়ুর বিবৃদ্ধি, ডিম্বকোষের প্রদাহ, থেমে থেমে মধ্যে মধ্যে রজস্রাব, প্রসবের পর হতে অনেক দিন পর্যন্ত রক্তস্রাব প্রভৃতি রোগে Q ভাল কাজ করে। চর্মরোগে Q উপযোগী। চর্মশুষ্ক, একজিমা, চুলকানি ইত্যাদি।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য। চর্ম রোগে ইহার বাহ্যিক প্রয়োগ উপকারী।

ইউভা উর্সি (Uva Ursi)

পরিচয়—অপর নাম বিয়ার বেরি। ইহা চিরহরিৎ বিশিষ্ট গুল্ম। ইহার টাটকা পত্র হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—প্রস্রাবের পীড়ায় ইহা ফলপ্রদ। প্রস্রাবের সঙ্গে শ্লেষ্মা ও রক্ত নির্গমন, রক্ত প্রস্রাব, জরায়ু হতে রক্ত প্রস্রাব, প্রস্রাবের বেগ, কুন্থন, প্রস্রাবের পর জ্বালা, পাথুরী প্রভৃতি কয়েকটি রোগে Q উপকারী। প্রস্রাবের রোগে প্রস্রাব যেখানে ঘন, মূত্র নালীর প্রবল আক্ষেপ, প্রস্রাবের সময় জ্বালা পোড়া ও কেটে ফেলার ন্যায় বেদনা, প্রস্রাবে রক্ত পুঁজ, চটচটে শ্লেষ্মা, কষ্টকর প্রস্রাব ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য।

ভ্যাক্সিনিনাম মার্টিলাস (Vaccininum Myrtillus)

পরিচয়—গোবসন্তের বীজ হতে প্রস্তুত নোসোড ঔষধ। মানব বসন্ত বীজ হতে প্রস্তুত হয় ভেরিওলিনাম। গো বসন্ত বীজ হতে প্রস্তুত হয় ভ্যাক্সিনিনাম এবং ঘোড়ার বসন্ত বীজ হতে প্রস্তুত হয় ম্যালান্ড্রিনাম—এই তিন প্রকার বীজই বসন্তের পক্ষে হিতকারী।

উপকারিতা—খিটখিটে, বদমেজাজী, স্নায়বিক প্রকৃতির রোগী, সম্মুখ কপালে শিরঃপীড়া, মনে হয় কপাল ও চোখ দুটি বিদীর্ণ হচ্ছে, চোখের পাতা দুটি প্রদাহিত ও রক্তবর্ণ, চর্ম উত্তপ্ত ও শুষ্ক, পুঁজবটী ও ফোস্কা, বসন্তের ন্যায় পীড়কা ইত্যাদি রোগ লক্ষণে ইহা ফলপ্রদ। বসন্ত রোগে যখন এপিডেমিক রূপে অর্থাৎ এককথায় এক স্থানের বহুলোককে আক্রমণ করে তখন এই তিন প্রকার ঔষধের মধ্যে ভেরিওলিনাম দ্বারা চিকিৎসা করলে অনেক রোগী আরোগ্য লাভ করে। যেখানে বসন্ত রোগ প্রচন্ড ভাব ধারণ করে সেখানে ভেরিওলিনাম প্রযোজ্য এবং যেখানে বসন্ত রোগ ততটা ভীষণ নহে সেখানে ভ্যাক্সিনিনাম প্রযোজ্য।

মাত্রা—Q ২/৩ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

ভ্যালেরিয়ানা অফিসিনালিস (Veleriana officinalis)

অপর নাম ভেলেরিয়ান। এক প্রকার বাৎসরিক গুল্ম, ইহার শুষ্ক মূল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—অত্যন্ত স্নায়বিক উত্তেজনা, হিষ্টিরিয়া গ্রস্তা নার্ভাস স্ত্রী, মেজাজ ও মন সর্বদা পরিবর্তনশীল, ইন্দ্রিয়ের অত্যন্ত প্রখরতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী। ইহার রোগী মনে করে যেন তার গলায় এক গাছা লম্বা সূতা ঝুলছে। শিশুরা চাপ চাপ দুধ বমি করে, দলা দলা জমাট দুধ বাহ্য করে তৎসহ ভীষণ চিৎকার করে। অংগ প্রত্যংগে বাত বেদনা, সায়েটিকা, বেদনা দাঁড়ালে ও মেঝের উপর বসলে বৃদ্ধি প্রাপ্ত, উপবেশন কালে গোড়ালিতে বেদনা, অনবরত ঝাঁকি দিয়ে উঠে।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য।

ভেরেট্রাম এলবাম (Veratrum Album)

পরিচয়—অপর নাম এলিবোরাম এলবাম, হেলেবোরাস এলবাস, সাদা হেলিবোর। এক প্রকার বাৎসরিক গুল্ম, ইহার শুষ্ক মূল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—Q কলেরা রোগের প্রধান ঔষধ। ইহাতে প্রচুর পরিমাণে ভেদ বমি হয় তবে বমি অপেক্ষা ভেদের সংখ্যা বেশি, কপালে শীতল ঘাম,

চোখ মুখ বসে যায়, চাল ধোয়ার মত জলবৎ বাহ্য ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী। কাশিতে ইহা উপকারী। হুপিং কাশিতে কাশির ধমকে রোগী অসাড়ে বাহ্য প্রস্রাব করে বা বমি করে তৎসহ শীতল ঘাম। এছাড়া অনিয়মিত ঋতু স্রাবেও Q উপকারী করে। নিয়মিত সময়ের বহু পূর্বে ঋতু স্রাব, স্রাব প্রচুর! রজকষ্ট তৎসহ ঠান্ডা ঘাম। সর্বাংগে শীতলতা।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

ভেরেট্রাম ভিরিডি (Veratrum Viridi)

পরিচয়—অপর নাম হেলোনিয়াস ভিরিডিস, আমেরিকান হেলে বোর। এক প্রকার চারা গাছের শিকড় হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—জ্বরের উত্তাপ যখন বৃদ্ধি পায়, ১০৪°/১০৫°/১০৬° পর্যন্ত উঠে তখন ইহার Q প্রয়োগ করলে উত্তাপ হ্রাস পায়। অংগ প্রতংগে বেদনা, তরুন বাত রোগ, জ্বর, রক্ত প্রধান ধাতু ব্যক্তির পক্ষে উপকারী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য।

ভারবিনা অফিসিনালিস (Verbena Officinalis)

পরিচয়—ইউরোপের এক প্রকার গাছড়া হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। থেঁতলানো স্থানের ব্যথা উপশমে Q অব্যর্থ। মৃগী রোগের মূল্যবান ঔষধ। মৃগী রোগে Q রোগীর মানসিক শক্তি সতেজ করে তোলে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে।

মাত্রা—Q ৫/৬ ফোঁটা করে সামান্য জলের সংগে দিনে ৪ বার সেব্য।

ভেসিকেরিয়া কমুনিস (Vasicaria Communis)

ইহার মাদার টিংচার মূত্রযন্ত্র এবং মূত্র গ্রন্থির অতি মূল্যবান ঔষধ। মূত্র নালী বরাবর ও মূত্রাশয়ে চিড়িক মারা জ্বালা যন্ত্রণা তৎসহ পুনঃ পুনঃ মূত্রবেগ বা মূত্র কষ্ট ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q অব্যর্থ।

মাত্রা—Q ১০/১৫ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য।

ভাইবর্ণাম অপুলাস (Viburnum Opulus)

পরিচয়—অপর নাম হাই ক্রাসবেরী। এক প্রকার সরস গাছের মূলের ছাল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—খিল ধরা বেদনার অব্যর্থ ঔষধ। বাধক এবং পালট বেদনায় উপকারী। ডিম্বাশয় ও জরায়ুর আক্ষেপিক বেদনা ও রক্ত সঞ্চয় বা রক্তাধিক্যেও উপকারী। ঋতু অনেক বিলম্বে হয় এবং স্রাবের পরিমাণ অল্প মাত্র কয়েক ঘন্টা

স্থায়ী অত্যন্ত দুর্গন্ধ। তলপেটে কোমরে ও পাছায় বেদনা উহা উরু পর্যন্ত নামে ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী।

মাত্রা—Q ৫/৬ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

ভাইবর্ণাম প্রুনিফোলিয়াম (Viburnum Prunifolium)

পরিচয়—এক প্রকার সরস গাছের পাকা ফল মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। অপুলাস এবং প্রুনিফোলিয়াম ঔষধ দুটির ক্রিয়া প্রায় এক এবং একটি মূলের ছাল হতে প্রস্তুত অপরটি সেই গাছের পাকাফল হতে প্রস্তুত। ইহার Q গর্ভ স্রাব নিবারণ করে। শিঘ্র শিঘ্র বেদনার উপশম হয় ও রক্ত স্রাব নিবারিত হয়, জরায়ু স্বাভাবিক হয়। প্রাতকালিন বমি, বন্ধ্যা রমণীদের ঋতু গোলযোগ তৎসহ জরায়ুর স্থানচ্যুতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে সামান্য জলসহ দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

ভিন্‌কা মাইনর (Vinca Minor)

পরিচয়—অপর নাম লেসার পেরিউইনফিল। এক প্রকার ক্ষুদ্র জাতীয় গাছ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—এক প্রকার একজিমা জাতীয় চর্ম পীড়া, মাথায় একজিমা, অত্যন্ত চুলকায়, দুর্গন্ধ রস নির্গত, রসে চুল জটা বাঁধে। চুল জড়িয়ে যায়। মুখে একজিমা ইত্যাদিতে Q উপকারী। ফাইব্রয়েড টিউমার হতে রক্ত স্রাব, অত্যন্ত অধিক পরিমাণ মাসিক রজস্রাব, ঋতু স্রাব বন্ধ হবার বয়সে অনবরত রক্ত স্রাব ইত্যাদিতেও Q উপকারী। নাকে ক্ষত, গলায় ব্যথা, ঢোল গিলতে কষ্ট হয় এবং ডিপথেরিয়ার লক্ষণেও প্রযোজ্য।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য।

ভায়োলা অডোরেটা (Viola Odorata)

পরিচয়—অপর নাম ভায়োলেট। এক প্রকার ক্ষুদ্র জাতীয় গাছ হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—কানের মধ্যে তীব্র বেদনা, সোঁ সোঁ শব্দ এবং কানের ভিতর পুঁজ, ধীরে ধীরে কালা হয়ে যাবার উপক্রম ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী। বালক বালিকাদের ক্রিমি রোগে এবং মৌমাছির কামড়ে ইহার ব্যবহার উপযোগী। শরীরের উর্ধাংশে ডানদিকে বাত হলে এবং সাদা দুধের মত প্রস্রাব তাতে কটু গন্ধ থাকলে ইহাতে উপকার। হাতের কবজি ও করতলাস্থির সন্ধি সমূহে বেদনায় Q ফলপ্রদ।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে সামান্য জলের সংগে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

ভিস্কাম এলবাম (Viscum Album)

পরিচয়—অপর নাম মিষ্টিলেটা। চির হরিৎ এক প্রকার পরগাছা বিশেষ। ইহার ফল ও পত্র হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—ইহার মাদার টিংচার বাত, গেঁটে বাত, প্রমেহ, প্রমেহ জনিত বাত, স্নায়ু শূল, উভয় দিকের সায়েটিকা, বাতরোগে আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁপানি কাশি, হৃদপিন্ডের ভালভের রোগ, শ্বাসকষ্ট, বামদিকে শুইতে পারে না, বুক অত্যন্ত ভারী বোধ এবং উচ্চ রক্ত চাপ প্রভৃতি রোগে বিশেষ উপকারী। বাম কর্ণের বধিরতায় Q অব্যর্থ।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য।

ভাইটেক্স (Vitex)

পরিচয়—ইহার মাদার টিংচার মচকে যাওয়া, ব্যথা, শংখ দেশের শিরপীড়া (Headache in temples) গাঁটে গাঁটে ব্যথা, তলপেটে বেদনা এবং অন্ডকোষের বেদনায় উপকারী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা মাত্রায় সামান্য জলের সঙ্গে মিশ্রিত করে খালি পেটে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

উথানিয়া সোমনিফেরা (Withania Somnifera)

পরিচয়—বাংলায় ইহাকে অশ্বগন্ধা বলে। ছোট ছোট এক প্রকার গাছ। ইহার শিকড় হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—ইহার Q বাত বেদনা ও সুনিদ্রার পক্ষে উপকারী। গ্রন্থি স্থান স্ফীত হলে Q উপযোগী। ইহার Q দেহের পরিপুষ্টি সাধনে প্রয়োজন। ঔষধটির নানাবিধ উপকারের কথা ভারতীয় আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে আছে।

মাত্রা—Q ১৫/২০ ফোঁটা গরম জলে বা দুধের সংগে মিশ্রিত করে প্রত্যহ সকাল বিকাল সেব্য।

জ্যানথোক্সিলাম (Xanthoxylum)

পরিচয়—অপর নাম প্রিক্লি এ্যাস। এক প্রকার গুল্মের সরস ছাল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—স্নায়ুমন্ডল এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপর ইহার বিশেষ ক্রিয়া, উর্ধাংশের পক্ষাঘাতেও ইহার Q উপকারী। স্নায়ুশূল সহ রজ কষ্টে ইহার Q অব্যর্থ। বমি বমি ভাব সহ মাথার যন্ত্রণা এবং পেট ফাঁপ। পেটে চিন চিন করে বেদনা এবং উদরাময়। ঋতু স্রাব নিয়মিত সময়ের বহু পূর্বে এবং বেদনাকর। ডিম্বাশয়ের স্নায়ুশূল, ঋতু স্রাব ঘন এবং কালো বর্ণের।

ওহিমবি (Yohimbi)

পরিচয়—অপর নাম করিয়েনথি ও হিমবি।

উপকারিতা—ইহার মাদার টিংচার জনন ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা সৃষ্টি করে। জনন যন্ত্র সমূহে রক্ত সঞ্চয় রোগে Q উপকারী। স্তন গ্রন্থি সমূহে রক্তাধিক্য জন্মায় এবং দগ্ধ স্রাব বর্ধিত করে। রমনীদের অতিরজে খুব উপকারী। বহুক্ষণ

স্থায়ী প্রবল লিঙ্গ উচ্ছ্বাস, স্নায়বিক দুর্বলতা হেতু ধ্বজভঙ্গ, রক্ত স্রাবী অর্শ, অন্ত্র হতে রক্ত স্রাব, এবং মূত্রনালীর প্রদাহ খুব উপকারী। কম্পন যুক্ত জ্বর, প্রবল উত্তাপ, বমি ও বমিভাব ইত্যাদিতে Q উপকারী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য।

ইউক্কা ফিলামেন্টেসা (Yucca Filamentesa)

পরিচয়—মরুভূমিতে জন্মে এক প্রকার গাছড়া। ইহার সরস মূল ও পাতা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। ইহার অপর নাম বিয়ার গ্র্যাস।

উপকারিতা—শিরঃপীড়া সহ পিত্তের রোগ এবং খিটখিটে প্রকৃতির লোকের পক্ষে উপকারী। মাথার যন্ত্রণা যেন মাথার চাঁদটি ফেটে যাচ্ছে, কপালের ধমনীগুলো দপদপ করে, নাক রক্তবর্ণ, জিহ্বা হরিদ্রাবর্ণ ও ময়লা প্রলেপযুক্ত, মুখ গহ্বরে পচা ডিমের স্বাদ, লিভার স্থানে বেদনা, ঐ বেদনা পিঠ পর্যন্ত প্রসারিত হয়, মল বাদামীবর্ণ ও পিত্ত মিশ্রিত ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী। এছাড়া গণোরিয়া রোগে লিঙ্গাগ্র ত্বক স্ফীত, জ্বালা যন্ত্রণা, লিংগমনি রক্তবর্ণ, চর্ম রক্তিম বর্ণ ইত্যাদি লক্ষণে Q ফলপ্রদ।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

জিঞ্জিবার অফিসিনালিস (Zingiber Officinalis)

পরিচয়—শুষ্ক আদা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। ইহার Q শ্বাস প্রশ্বাস সম্বন্ধীয় যন্ত্র, অন্ত্র, পাকস্থলীর উপর ভাল কাজ করে।

উপকারিতা—স্বরযন্ত্রের উত্তেজনা, গলাধরা, কাশি, প্রাতঃকালীন শিরপীড়া, বমি, বমি ভাব ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে Q বিশেষ ফলপ্রদ। পাকস্থলীর ভার বোধ যেন পাথর পোরা আছে, পেট ফাঁপ, বেদনা উদরাময় প্রভৃতি রোগে ইহার ব্যবহার প্রযোজ্য। অপরিষ্কার দূষিত জলপান করে উদরাময় হলে এবং মাতালদের বমনে ইহা উপকার করে।

মূত্ররোগ—বারবার মূত্র, মূত্রপথে হুল ফুটানো বেদনা, জ্বালা যন্ত্রণা, মূত্রনালী হতে হরিদ্রাবর্ণের স্রাব, মূত্র ঘন ও ঘোলাটে, তীব্র গন্ধযুক্ত, মূত্র অবরোধ, টাইফয়েড জ্বরে মূত্র লোপ, অথবা জ্বরের পরে লোপ, মূত্র ত্যাগের পর ফোঁটা ফোঁটা চুইয়ে পড়ে ইত্যাদি রোগ লক্ষণে Q ফলপ্রদ।

শ্বাসযন্ত্রের রোগ—স্বরভঙ্গ, স্বরযন্ত্রের নীচে চিড়িক মারা বেদনা, শ্বাসক্রিয়া কষ্টকর, হাঁপানি কাশি শুষ্ক, প্রাতকালে প্রচুর শ্লেষ্মা উঠে ইত্যাদি লক্ষণে Q ভাল কাজ করে, হাঁপানির কষ্টকর উপসর্গগুলো সন্ধ্যা হতে বৃদ্ধি এবং রোগী শুয়ে থাকতে পারে না, বসে থাকে, বসে থাকলে একটু উপশম লাভ করে।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে দিনে তিন ঘন্টা অন্তর সেব্য।

রোগ এবং ঔষধ নির্দেশনা

(Abortion) গর্ভপাত—ব্লুমিয়া অডোরেটা, সিমিসিফিউগা, হেলোনিয়াস, ট্রিলিয়াম।

(Amerrohoea) রজঃরোধ—অশোকা, সিকলিকর, পালসেটিলা, সালফার, চায়না, ইপিকাক, ফেরামফস।

(Asthma) হাঁপানি—ব্লাটা ওরিয়েন্টালিস, প্যাসিফ্লোরা ইনকারনাটা, ক্যানাবিস স্যাটাইবা, মকরধ্বজ. সেনেগা।

(Acne) বয়োব্রন—নাক্স জুগলানস, ক্যালিব্রোম।

(Anaemia) রক্তহীনতা—ফেরামফস, ক্যালকেরিয়াফস, নেট্রামমিউর।

(Apeplexy) সন্ন্যাসরোগ—লরোসিরেসাস, চেনাপোডি এনথেল।

(Bleading from piles) অর্শ হতে রক্ত স্রাব—ব্লুমিয়া অডোরেটা।

(Bleeding from lungs) ফুসফুস হতে রক্ত স্রাব—একালাইফা ইন্ডিকা, ফিকাস রিলিজিয়োসা, ব্লুমিয়া অডোরেটা, হেমামেলিস, সিনড্রন ডেকটাইলম, জাস্টিসিয়া রুব্রাম, অসিমাম স্যাংটাম, ইউপেটোটোরিয়াম অপাং।

(Beri beri) বেরি বেরি—ল্যাথাইরাস।

(Bubo) বাগী—বিউফো র‍্যানা/ফাইটোলক্কা, কার্বো এনামেল, মার্কসল।

(Cholera) কলেরা—ক্যাম্ফর, কফিয়া মোচা, রেসিনাস, ট্রাইকো স্যানথিস।

(Chlorosis) হরিৎ পীড়া—এ্যাব্রোমা আগষ্টা, অশোকা, কার্পাস, লিউটিয়াম।

(Coryza) সর্দি স্রাব—ক্যাম্ফর, অসিমাম।

(Collapse) পতন, হিমাংগ—ক্যাম্ফর, হাইড্রোসায়েনিক এসিড, একোনাইট ন্যাপ, একোনাইট রেডিক্স, জিংক, সায়ানাইড, কফিন।

(Chorea) তান্ডব রোগ—পাস এভেনা।

(Cough) কাশি—এব্রোমা আগ, জাষ্টিসিয়া অডোটোডা, জাষ্টিসিয়া রুব্রাম।

(Constipation) কোষ্ঠকাঠিন্য—এব্রোমা আগষ্টা, ক্যাষ্টার অয়েল, এজাডিরেক্টা ইন্ডিকা, এ্যান্ডারসোনিয়া।

(Diarrhoea) উদরাময়—এসাইরেনথাস এসপেরালিস, ক্যাম্ফর, চাপারো অমরগোসা, মুথা ইত্যাদি।

(Dysentery) আমাশয়—এলোষ্টোনিয়া, ঈগলমারমেলোস, ক্যাষ্টর অয়েল, সেফালেন্ড্রা ইন্ডিকা, হেলারেনা এন্টিডিসেন্ট্রিয়া ইত্যাদি।

(Dysmenorrhoea) কষ্টকর ঋতু স্রাব—এ্যাব্রোমা রেডিক্স, জ্যানথোসাইলাম, অশোকা, সিমিসিফিউগা।

(Diphtheria) ডিপথেরিয়া—ইচিনেসিয়া, এসেনাসিয়া।

(Dyspepsia) বদহজম—ক্যারিকা পেঁপে, একোয়া ফাইছোটা।

(Dropsy) শোথ—ঈগলফোলিয়া, বোরারিয়া ডিফিউসা বা রাইপেনস, এপোসাইনাম, কনভ্যালোরিয়া মেজালিস, ল্যাথাইরাস।

(Enlargement of liver) যকৃত বিবৃদ্ধি—আজারেডিকটা ইন্ডিকা, এ্যাসিয়া, এ্যান্ডারসোনিয়া, কার্ডুয়াস, কিউনিয়া ইন্ডিকা, কেরিয়া পেঁপে, কালোমেঘ, ক্লোরোডেনড্রন ইনফরচুনেটা, লুকাস এ্যাসপেরা।

(Epilepsy) মৃগী—বিউফোরানা, ওয়েনানথি ক্রোকেটা, হাইড্রোসায়ানিক এসিড, ভেরেট্রাম ভেরেডি, পাসএভেনা, প্যাসিফ্লোরা।

(Elephantiasis) গোদ রোগ—হাইড্রোকোটাইল এসিয়া।

(Enlargement of spleen) প্লীহা বিবৃদ্ধি—স্নিয়ানোথাস, আজারেডিকটা, এ্যাসাই, এ্যান্ডারসোনিয়া, কিউনিয়া ইন্ডিকা, ফ্লোরোডেনড্রন ইনফরচুনেটা, লিউপাস এসপেরা, ক্যারিকা পেঁপে, ক্যালোট্রপিস লেকটাম।

(Enlargment of uterns) জরায়ু বিবৃদ্ধি—ফ্রাক্‌সিনাস আমেরিকানা।

(Gall stone and Biliary colics) পিত্ত পাথুরী—কার্ডুয়াস, বার্বেরিস চিয়ালেনথাস, ডায়েসকোরিয়া, কোলেসাট্রিনাম, টিগমাটা স্যাডাগাস, পারেরাব্রেভা, থালাস্পি বার্সাপ্যাসটোরিস, ক্যাকটাস।

(Goitre) গলগন্ড—আয়োডিন, থাইরয়োডিন, ফিউকাস ভেসিকুলোসাস।

(Gonorrhoea) গণোরিয়া—কিউবেবা, ভেসিকেরিয়া কমঃ, ক্যানাবিস স্যাটাইবা, কলিয়াস এ্যারোমেটিকস্।

(Hydrophobia) জলাতংক—ইচিনেসিয়া/হাইড্রোফোবিন।

(Haemorrhagic Dysentery) রক্ত আমাশয়—ক্যাষ্টর অয়েল, আটিষ্টারেডিক্স, সেফালেন্ড্রা ইন্ডিকা, ইউপেটোরিয়াম অপান, ব্যাপটেসিয়া, ভ্যাক্সিনিনাম মেটালিকাম, এলোজ।

(Haemorrhage) রক্ত স্রাব—সিনডন ডেকটাইলন, ফিকাসরিলিজিওসা, হ্যামামেলিস, ফেরামফস, জিরেনিয়াম ম্যাকুইলেটাম, মিলিফোলিয়াম ইত্যাদি।

(Hysteria) মূর্চ্ছা রোগ—ক্যাম্ফর, প্যাসিফ্লোরা ইনকারনেটা, মস্কাস, হাইড্রোসায়ানিক এসিড, পাসএভেনা।

(Hiccough) হিক্কা—ক্যালিব্রোম, জিংসাঙ।

(Heart affection) হৃদযন্ত্রের পীড়া—ক্রাটিগাস অক্সি, ক্যাকটাস গ্র্যান্ড, কোকাসক্যাকটি, মকরধ্বজ, একোনাইট ন্যাপ।

(High blood pressure) উচ্চ রক্ত চাপ—রাউলফিয়া সার্পেনটিনা, নাক্সভম।

(Insomnia) অনিদ্রা—পেসিফ্লোরা ইনকারনেটা।

(Insanity) উন্মাদ—রাউলফিয়া সার্পেনটিনা, প্ল্যাসিফ্লোরা ইনকারনেটা।

(Impotency) ধ্বজভংগ—এভেনা স্যাটাইভা, ডেমিয়েনা, অশ্বগন্ধা, ক্যাম্ফর, ক্যানথারিস, ঈগলফোলিয়া।

(Intermittent fever) সবিরাম জ্বর—আলষ্টোনিয়া, আটিষ্টা ইন্ডিকা, আজারেডিক্টা ইন্ডিকা, এ্যান্ডারসোনিয়া, রোহিতক, কিউনিয়া ইন্ডিকা, চিরতা, ক্লোরোডেনড্রন ইনফরচুনেটা, সেফালেন্ড্রা ইন্ডিকা, ক্যালোট্রপিস ডেসমাডিয়াম, কালোমেঘ, লুকাস এসপেরা, নিকটামথিস, ওল্ডেন ইনানডিয়া, ন্যাট্রাম মিউরবিট, টিনোসপেটেরা কর্ডিফোলিও, আর্সেনিক এলবাম, ব্যাপটেসিয়া, চিনিনামসালফ, ইউক্যালপিটাস গ্লোব, ম্যালেরিয়া অফিসিনালিস, ভেরেট্রাম ভিরিডি, সিড্রন, চায়না, ইপিকাক, ইউপেটোরিয়াম।

(Jaundicc) জন্ডিস (ন্যাবা)—কার্ডুয়াস ম্যারিয়ানাস, মাইরেকা, বার্বেরিস ভালগেরিস, কালাজ্বর আঁসাই, কালোমেঘ, সিয়ালোথাস।

(Leprosy) কুষ্ঠ—জেনোকর্ডিয়া অডোরেটা, ক্যালোট্রপিস, হাইড্রোকোট.ইল এসিটিকা, হাইগ্রোফিলা, স্পাইনোসা, এনাকার্ডিয়াম।

(Labour pain) প্রসব বেদনা—কলোফাইলাম, পেসিফ্লোরা ইনকারনেটা।

(Leucorrhoea) প্রদর স্রাব—এব্রোমা আগষ্টা, এলিট্রিস ফেরিনোসা, ওভাটোসটা, অশোকা, ভাইবার্ণাম অপি, ভাইবার্ণাম প্রু।

(Menstual disorder) ঋতুর গোলযোগ—অশোকা, সেনিসিও, কার্পাস লুটিনাম।

(Mental weakness) মানসিক দুর্বলতা—অশ্বগন্ধা, এভেনা স্যাটাইভা।

(Neuralgia) স্নায়ুশূল—পাশ এভেনা, পেসিফ্লোরা ইনকারনেটা, পেসিফ্লোরা কমপডিন্ড।

(Nocturnal emission) স্বপ্নদোষ—ফিকাস ইন্ডিকা, থাইমল, বেলিস পিরিনিস, আমলকী, হাইড্রোকোটাইল এশিয়াটিকা।

(Nervous debility) স্নায়বিক দুর্বলতা—অশ্বগন্ধা, এভেনা, ডেমিয়েনা, আলফালফা, ওরিগেনাম, মাইকা, সেলিক্স নায়েগ্রা, ফ্লুইড সেরিফোলিয়াস।

(Night blindness) রাত কানা—কডলিভার অয়েল, ফাইজাষ্টিগমা।

(Obesity) মেদরোগ—ফিউকাস ভেসিকিউলোসিস, ফাইটোলিন, এসকিউপেনটাইল, ইহার সঙ্গে পর্যায়ক্রমে ফাইটোলিন।

(Phtlcisis) যক্ষ্মা—এব্রোটেনাম, একালাইফা ইন্ডিকা, জাবরন্ডি, নাক্স জুগল্যানস্, নেট্রাম আর্স, ফিকাস রেলিজিওসা, ব্রুমিয়া ওডোরেটা, হেমামেলিস, শিনডন ডেকটাইলন, জাষ্টিসিয়া রুব্রাম, ওসিমাম স্যাংটাম, ইউপেটারিয়াম অপাস।

(Perperal fever) সূতিকা জ্বর—অশোকা, ইচিনেসিয়া।

(Paraylsis) পক্ষাঘাত—নাক্সভম, ষ্ট্রিসমিয়াফস।

(Pit of pox) বসন্তের দাগ—সেরাসোনিয়া, ভেরিওলিনাম।

(Palpitation of heart) হৃদ কম্পন—এভেনা স্যাটাইভা, ক্র্যাটিগাস অক্সি এসপারাগাস রাইপেনস, সিপারগাস অফিসিনালিস, ব্রুমিয়া অডোরেটা, বোর হাবিয়ার ইপেনস।

(Rheumatism and gout) বাত রোগ, সন্ধি বাত—হইমোসা, ভিসকাম এলবাম, পেসিফ্লোরা ইনকারনেটা, ইউপেটোরিয়াম, আর্টিকা ইউরেনস, গলথোরিয়া।

(Snake bite) সর্প দংশন—লিউকাস এ্যাসপেরা, ইচিনেসিয়া, ইউপেটোরিয়াম অপান।

(Septicaemia) রক্ত দূষণ—ফ্লুইড ক্যালেন্ডুলা, ইচিনেসিয়া, হেমিডেসমাস ইন্ডিকা, হাইগ্রোফিলা, স্পাইনোসা, সাক্কাসঅমরগা।

(Suppression of urine) মূত্ররোগ—ক্যাম্ফর, কলিয়াস এ্যারোমেটিক্স, সিনডন ডেকটাইলন, ফ্লুইড কেরিফোলিয়াস।

(Spermatorrhoea) ধাতুনাশ—এভেনা স্যাটাইভা, ডেমিয়ানা, অশ্বগন্ধা, ফিকাস ইন্ডিকা, মকরধ্বজ, নেফার লুটিয়াম, মাইকা, সপালমেটো, বেলিস পেরিনিস, স্যালিক্স নাইগ্রা।

(Suppression of milk) স্তন দুগ্ধের স্বল্পতা—রিসিনাস।

(Senselessness) বোধ হীনতা (অজ্ঞান)—এমিল নাইট্রিকাম, ক্যাম্ফর, মস্কাস।

(Spasms) **খিল ধরা, যন্ত্রণাদায়ক স্নায়ু সংকোচন**—ক্যাম্ফর, পেসিফ্লোরা, ইনকার, প্যাসিফ্লোরা কম।

(Skiralisease) **চর্মরোগ**—ক্যালোট্রোপিস জাইগেমসিয়া, ইচিনেসিয়া, স্পঞ্জিয়া, কর্ণাস অলটারনিফোলিয়া।

(Syphilis) **উপদংশ**—ইচিনেসিয়া, ক্যালোট্রোপিস, সিনডন ডেকটাইলন, ক্যাসফারা অমরগা, হেমিডেসমাস ইন্ডিকা, কেলিআয়োড।

(Tremour) **মস্তক, অংগ-প্রত্যংগের কম্পন**—এগারিকাস, নাক্সভম, ট্যারেন্টুলা।

(Tetanus) **টিটেনাস**—হাইপেরিকাম, নাক্সভম, ষ্ট্রিসনিয়া, প্যাসিফ্লোরা, কমপাউন্ড, ট্যাবেকাম, সাইকিউটা, ফাইজসটিকাম।

(Tumour) **অর্বুদ**—ফ্রাক্সিনাস আমেরিকানা, হাইড্রাসটিস, কন্ডুরেংগো, থুজা, চিমাফেলা।

(Uterine disoroler) **জরায়ুর স্থানচ্যুতি**—এ্যালিট্রিস ফেরিনোসা, হাইড্রাসটিস, অশোকা, ভাইবার্ণাম অপ, ভাইবার্ণাম প্র।

(Vertigo) **শির ঘূর্ণন**—জেলসিমিয়াম, গ্রানেটাম, ককুলাস গ্লোনাইন, নাক্সভম, ইউপেটোরিয়াম পাপ, চায়না।

(Wart) **আঁচিল**—থুজা, কষ্টিকাম, এসিড নাইট, ক্যালকেরিয়া, ক্যালসিনেটা, ফেরাম পিক্রি, ষ্টাফিসেগ্রিয়া।

(Whooping caugh) **হুপিং কাশি**—ড্রসেরা, পার্টুস, কুপ্রম, জাষ্টিসিয়া এডাটোডা, এরালিয়া, থাইমস, ককসিনেলা, ইউফোবিয়া ল্যাথাইরাস, ষ্ট্রাফিসেগ্রিয়া, ভার্বাসকাম, ফোরালিয়াম।

(Worms) **ক্রিমি**—ফিলিক্সমাস, গ্রানেটাম, ন্যাপথাইলিন, সাবাডিলা, স্যান্টোনাইন, সিনা, কোয়াসিয়া, আটিষ্টা র‍্যাডিক্স।

৪৪ *—* ৪৪

হোমিওপাথি ফার্মাকোপিয়া অনুসারে ঔষধ প্রস্তুত করণ

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুত করার পদ্ধতি সম্পর্কে সঠিক ধারণা পেতে হলে এই অধ্যায়টি যথাযথভাবে পাঠ করে বিষয়টি উপলব্ধি করতে হবে।

ঔষধ উপাদান

সাধারণত ৬ প্রকার উপাদান হতে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুত হয়ে থাকে এবং আমরা একটু চেষ্টা করে সেগুলো সংগ্রহ করে আমাদের ইচ্ছা ও প্রয়োজন মত ঔষধ সমূহ প্রস্তুত করতে পারি।

(1) প্রথম উপাদান ঃ গাছপালা, গুল্ম, পাতা, ছাল, ফুল, শিকড়াদি। যথা—একোনাইট, ব্রাইয়োনিয়া, চায়না, নাক্সভম ইত্যাদি।

(2) দ্বিতীয় উপাদান ঃ খনিজ পদার্থ। যথা—ফস্ফোরাস, সালফার, আর্সেনিকাম আয়োডিয়াম ইত্যাদি।

(3) তৃতীয় উপাদান ঃ জীবজন্তু। যথা—এপিস, ল্যাকেসিস, ন্যাজা, ট্যারেন্টুলা ইত্যাদি।

(4) চতুর্থ উপাদান ঃ রোগজ বিষাদি। যথা—সিফিলিনাম, সোরিনাম, মেডোরিনাম, ব্যাসিলিনাম ইত্যাদি।

(5) পঞ্চম উপাদান ঃ গ্রন্থি ও গ্রন্থিরস। যথা—কোলোষ্ট্রানাম, থায়োরিডিনাম, পিষ্টিওষ্টিরিণ ইত্যাদি।

(6) ষষ্ঠ উপাদান ঃ প্রাকৃতিক অথবা কৃত্রিম শক্তি হতে ঔষধ প্রস্তুত। যথা—এক্স রে, ইলেকট্রিকাস, ম্যাগনেটিস ইত্যাদি।

ঔষধ প্রস্তুত করার জন্য আবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি

ঔষধ প্রস্তুত করতে হলে নিম্নলিখিত যন্ত্রাদির প্রয়োজন এবং উহাদের ব্যবহার পদ্ধতি সম্পর্কেও জ্ঞান থাকতে হবে।

(1) চপিং বোর্ড (Chopping boards)

(2) মোর্টার ও পেস্‌ল (Morters and pestles)

(3) শিশি/বোতল (Bottles and glasses)

(4) ছাঁকনী (Sieves)

(5) স্প্যাচুলা ও স্পুন (Spatulas and spoons)

(6) প্রেস (presses)
(8) মেজার গ্লাস (Measuring glasses)
(9) ওজন করার সরঞ্জাম (Balances)
(10) ওয়াটার বাথ (Water bath)
(11) হট এয়ার ওভেন (Hot air oven)
(12) হাইড্রোমিটার (Hydrometer)
(13) থার্মোমিটার (Thermometer)
(14) ল্যাক্টোমিটার (Lactometer)
(15) ছুরি (Chopping knives)

জৈব ও অজৈব উপাদান হতে ঔষধ প্রস্তুত করণ পদ্ধতি

প্রথমেই আমাদের বুঝতে হবে, ঔষধ বলতে আমরা কি বুঝি? যে পদার্থ ব্যবহারের ফলে আমাদের স্বাস্থ্যের পরিবর্তন ঘটে তাকেই আমরা ঔষধ বলে অভিহিত করতে পারি। সুস্থ মানবকে ইহা সেবন করতে দিলে ইহা দ্বারা যে সমস্ত পরিবর্তন ঘটে থাকে কেবলমাত্র সেই সকলের পর্যবেক্ষণ দ্বারা ঔষধের প্রকৃত ক্ষমতা জানা যায়। প্রত্যেক ঔষধের একটা নিজস্ব ক্ষমতা আছে এবং তা অন্য ঔষধের সহিত সম্পূর্ণরূপে পৃথক। এমন অনেক ঔষধ আছে যা বিষ বলে সাধারণের কাছে পরিচিত অথচ অবস্থা ও ব্যক্তি বিশেষের চিকিৎসা ক্ষেত্রে তা অমৃত বলে বিবেচিত। এই রূপ উদাহরণ অনেক পাওয়া যায়। ঔষধের সাধারণ নাম ড্রাগ। এই ড্রাগ দু প্রকারের হয়ে থাকে। যথা—ক্রু ও বা মূল ড্রাগ (Nostrum) এবং ঔষধ (Laboratory drug) ইহা যখন সুস্থ মানব শরীরে পরীক্ষিত হয় এবং সুস্পষ্ট লক্ষণ প্রকাশ করে তখনই ইহা প্রকৃত ঔষধ পর্যায়ে আসে।

মৌলিক এবং যৌগিক পদার্থ—জগতের পদার্থগুলোকে দুটি বিশেষ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—মৌলিক এবং যৌগিক পদার্থ। যে পদার্থকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় দুই বা ততোধিক সম বা অসম পদার্থে বিশ্লেষণ করা যায় না তাকে মৌলিক পদার্থ বলে। যথা—হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ইত্যাদি। আবার যে পদার্থকে দুই বা ততোধিক অসম পদার্থে পরিণত করা যায় তাকে যৌগিক পদার্থ বলে। ইহারা দুই বা ততোধিক মৌলিক পদার্থের সমষ্টিভূত। যথা—জল, খড়ি, কার্বন ডাই অক্সাইড ইত্যাদি। মৌলিক পদার্থ আবার দুই ভাগে বিভক্ত। যথা — ধাতব পদার্থ এবং অধাতব। ধাতব পদার্থ যথা— পটাশিয়াম, সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, এ্যালুমিনিয়াম, জিংক, টিন, লৌহ, নিকেল, কোবাল্ট, সিসা, তাম্র, পারদ, রৌপ্য, স্বর্ণ ইত্যাদি। অধাতব পদার্থ— যথা ঃ কার্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, সিলিকন, ফসফরাস, সালফার, ব্রোমিন, অক্সিজেন, আয়োডিন, ক্লোরিন ইত্যাদি। মানুষের শরীরে বা অন্যান্য জীবজন্তুর শরীর অভ্যন্তরে নিম্নলিখিত মৌলিক উপাদান সমূহ পাওয়া যায়। যথা—(i) অক্সিজেন, (ii) কার্বন, (iii) হাইড্রোজেন, (iv) নাইট্রোজেন, (v) ক্যালসিয়াম, (vi) ফসফরাস, (vii) পটাসিয়াম, (viii) সালফার, (ix) সোডিয়াম, (x) ম্যাগনেসিয়াম, (xi) আয়রণ, (xii) আয়োডিন।

ঔষধ প্রস্তুত করণের সাধারণ নিয়ম

জৈব এবং অজৈব উপাদানগুলো হতে বিভিন্ন নিয়মে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুত করা হয়। অজৈব রাসায়নিক উপাদান গুলোকে প্রথম মোটামুটি চূর্ণ করে নিয়ে তারপর ধীরে ধীরে আরো সূক্ষ্মভাবে বিচূর্ণ করে নিতে হয়। তারপর যথোপযোগী ভেষজবাহী উপাদান মিশ্রিত করে নিতে হয়। কিন্তু অধিকাংশ রাসায়নিক উপাদানই অধপতন (Precipitation) ক্রিয়ার সাহায্যে ঔষধাকারে পরিণত হয়ে থাকে। শুষ্ক গাছপালা বা তাদের অংশগুলোকে প্রথমত মোটামুটি গুড়ো করতে হবে পরে প্রয়োজন মত উহাকে খুব সূক্ষ্মভাবে বিচূর্ণ করতে হবে। প্রাণীজাত উপাদান সুস্থ এবং বলবান প্রাণী হতে আহরণ করা উচিত এবং যাতে তারা রৌদ্র বা জলে নষ্ট বা নিকৃষ্ট না হয় সেই দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। পরে নিয়মানুসারে উহাকে বিচূর্ণ বা অরিষ্টরূপে পরিণত করা হয়ে থাকে।

রোগজ উপাদান—প্রথমে এইগুলোকে দুগ্ধ শর্করার সাহায্যে বিচূর্ণ করে যথা নিয়মে অরিষ্ট (মাদার টিংচার) এবং শক্তিকৃত করা হয়ে থাকে। নিম্নে কতগুলো রোগজ ঔষধের নাম দেওয়া হলো—ধ্যান গ্রাকসিনাম, লিউকোরিণ, ম্যালানড্রিন, মেডোরিণাম, ভেরিওলিনাম। পার্টুসিন, ভাক্সিনিলাম, সোরিনাম ইত্যাদি।

ঔষধের মাত্রা নির্ধারণ

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শাস্ত্রের নীতিগত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—এক সময় রোগীকে একটি মাত্র ঔষধ দিতে হবে এবং তার মাত্রাও খুব স্বল্প হবে। ডাঃ হ্যানিম্যান বলেছেন যে, একটি পোস্ত দানার মত অনুবটিকা নির্দিষ্ট ঔষধে সিক্ত করে রোগীকে সেবন করালে উহা দ্বারা যে কোন কঠিন রোগ হোক না কেন, ঠিক মত নির্বাচিত হলে রোগী আরোগ্য লাভ করবেই। তিনি কখনো

অধিক মাত্রায় ঔষধ ব্যবহার করতেন না। কিন্তু আজকাল অনেকেই তাঁর সেই আদর্শ অনুসরণ করেন না। সে যাই হোক, ডাঃ হ্যানিম্যানের অনুসৃত নীতি অনুসারে শিশুদের জন্য মাত্র একটি ক্ষুদ্র বটিকা, একটু বয়স্ক ছেলেমেয়েদের জন্য দুটি এবং বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য চারটি ঐরূপ বটিকার ব্যবস্থা। তরল ঔষধ শিশুদের জন্য এক ফোঁটার ১/৪ অংশ, বালক বালিকাদের জন্য ১/২ ফোঁটা এবং বয়স্কদের জন্য ১ ফোঁটা ঔষধ। বিচূর্ণ ঔষধ শিশুদের জন্য ১/৪ গ্রেন। মাত্রা সম্পর্কে সঠিক তত্ত্ব জানতে হলে উহা ক্রমাগত রোগীর উপর পরীক্ষা করতে হবে, ভাল করে লক্ষণ বা পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করতে হবে, তারপর যে অভিজ্ঞতা লাভ করে তার মাধ্যমে এবং অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণের অভিজ্ঞতাও এই বিষয় যথেষ্ট সাহায্য করবে। নীতি, প্রয়োগ এবং অভিজ্ঞতা এই তিনটিরই প্রয়োজন।

মাদার টিংচার প্রস্তুত করণ পদ্ধতি

মাদার টিংচার প্রস্তুত করণ পদ্ধতির ক্ষেত্রে দুটি পদ্ধতিই প্রচলিত আছে যথা—**(1) পুরাতন পদ্ধতি, (2) নূতন পদ্ধতি।**

পুরাতন পদ্ধতি (Old Method)

কোন টাটকা বা শুষ্ক গাছ গাছড়া, লতাপাতা, ছাল মূল, ফল বীজ এবং জীবজন্তুর হাড় মাংস প্রভৃতি হতে ফার্মাকোপিয়ায় বর্ণিত প্রণালীতে নির্দিষ্ট সুরাসার সহযোগে যে আরক প্রস্তুত হয় তাকেই অরিষ্ট বা আরক বলে (Mother Tincture) বা মূল অরিষ্টও বলে। সুরাসারের ঔষধ টেনে বের করার শক্তি অদ্বিতীয়, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয় না কিন্তু জলে দ্রব হয়। বহু গবেষণা করে এই সব স্থির হয়েছে। সেই জন্য গাছ গাছড়া বা তাদের অংশ বিশেষ এবং জীবজন্তুর হাড়, মাংস প্রভৃতি যথোপযোগী পদার্থ নির্দিষ্ট অনুপাতের সুরাসারে ভিজিয়ে রাখলে তাদের অন্তর্নিহিত ঔষধ বের হয়ে আসে। শুষ্ক ভেষজ পদার্থ ও প্রাণীজাত উপাদানগুলোও সুরাসার সহযোগে তাদের অন্তর্নিহিত আরোগ্যকারী শক্তি বের করে দেয়। এছাড়া সুরাসার পান নিবারণ করে। এই শ্রেণীর উপাদান হতে ঔষধ প্রস্তুতের একটি উপায় উদ্ভাবন করা হয়েছিল—উহা ফার্মাকোপিয়ার চতুর্থ প্রণালী। এই প্রণালী সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হয়েছে। কোন কোন উপাদান হতে অল্পেই ঔষধ নিষ্কাশিত হয়, আবার অনেক উপাদান ধরে ধীরে ঔষধ বের করে দেয়। এই জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে অধিক সময় নির্ধারিত করা হয়েছে। কিন্তু সম্প্রতি আমেরিকায় ঔষধ প্রস্তুত করণের নূতন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ায় নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলো আমাদের জানা প্রয়োজন।

প্রথম সূত্র (Formula No-1)

ইউরোপজাত প্রায় অধিকাংশ গাছড়াই খুব রসাল, সুতরাং সেইগুলো টাট্কা সংগ্রহ করে সামান্য একটু জল দিয়ে ধুয়ে মুছে নিতে হবে। পরে উহাদের টুকরো টুকরো করে কেটে খলে রেখে বেটে নিতে হবে। উহা হতে এক খন্ড পরিষ্কার কাপড়ের বা লিনেন কাপড়ের বা প্রেস যন্ত্রের সাহায্যে রস বের করে নিতে হবে। এই রস ওজন করে নিয়ে একটা কাঁচের সিপিযুক্ত বোতলে ঢেলে নিবে ও পরে সমান ওজনের তীব্র সুরাসার উহাতে ঢেলে ভালরূপে মিশ্রিত করতে হবে এবং উহা একটি অন্ধকার এবং শুষ্ক ঘরে আটদিন রেখে দিতে হবে। তারপর তা বের করে অপর একটি বোতলে সাবধানে ঢেলে দিতে হবে যেন তলানি না আসে, এবং পরে ছাঁকনী কাগজের সাহায্যে ছেঁকে নিলেই মূল অরিষ্ট (Mother tincture) প্রস্তুত হবে। ইহাকে কাঁচের সিঁপিযুক্ত বোতলে রাখতে হবে। ঔষধের নাম এবং অরিষ্ট চিহ্ন Q দিয়ে তা যে আলমারীতে অন্যান্য অরিষ্ট থাকে সেখানে রেখে দিতে হবে। ইহার ঔষধ শক্তি—$^1/_2$।

শক্তিকরণ—শততমিক রীতিতে এই অরিষ্টকে শক্তিকৃত করতে হলে একটি দুই আউন্স পরিকৃত শিশিতে দু ফোঁটা, চার ফোঁটা বা আবশ্যকমত মূল অরিষ্ট Q ঢেলে নিতে হবে। শিশিটির ছিঁপিতে পূর্ণ হতেই ঔষধের নামাঙ্কিত করে এবং রুম নম্বর লিখে পরে উহার গাত্রেও ঔষধের নাম ও ক্রমনম্বর দিতে হবে। পরে ডিসপেনসিং ও ক্ষীণ সুরাসার, অরিষ্ট দু ফোঁটা দিলে, ৯৮ ফোঁটা ঢেলে দিতে হবে। Q মূল অরিষ্ট চার ফোঁটা নিলে ১৯৬ ফোঁটা বা মিনিম সুরাসার নিতে হবে। তারপর ভাল করে লিপিবদ্ধ করে যথানিয়মে সমান জোরে দশবার ঝাঁকুনি দিতে হবে। ইহা শততমিক নিয়মে প্রথম ক্রমের ঔষধ। শততমিক প্রথানুসারে দ্বিতীয় ক্রমের ঔষধ প্রস্তুত করতে হলে প্রথমে ক্রমের এক মিনিম বা এক ফোঁটা আর পূর্বোক্ত সুরাসার ৯৯ ফোঁটা বা ৯৯ মিনিম। তারপর যথা নিয়মে ঝাঁকুনি দিয়ে নিলে শততমিক প্রথামত দ্বিতীয় ক্রমের ঔষধ প্রস্তুত হবে।

দশমিক ক্রম—ঐরূপ একটি পরিকৃত শিশিতে দুই ফোঁটা বা দুই মিনিম মূল অরিষ্ট Q (যেহেতু ঔষধের শক্তি $^১/_২$) ও আট ফোঁটা বা আট মিনিম পূর্ব বর্ণিত সুরাসার (অথবা প্রয়োজন মত মূল অরিষ্ট ও অনুরূপ সুরাসার) ঢেলে নিয়ে পূর্বোক্তভাবে দশবার ঝাঁকুনি দিয়ে নিলেই দশমিক ক্রমের প্রথম শক্তির ঔষধ প্রস্তুত করা হবে। যেমন একোনাইট। দশমিক রীতিতে দ্বিতীয় ক্রমে, প্রথম ক্রমের এক ফোঁটা ও ৯ ফোঁটা ক্ষীণ সুরাসার লাগবে। পরবর্তী ক্রমও ঠিক এইরূপ ভাবেই প্রস্তুত করতে হবে। প্রথম সূত্রানুসারে প্রস্তুত কতগুলো ঔষধের নাম দেয়া হলো, যথা—একোনাইট, বেলেডোনা, বেলিস, পেরেনিস, ক্যামোমিলা, সাইকুটা, কলোসিন্থ, কোনায়াম ইত্যাদি।

দ্বিতীয় সূত্র—ইউরোপে আবার কতগুলো ঔষধ আছে তারা পূর্ব বর্ণিত ঔষধ অপেক্ষা কম রসাল, সুতরাং ডাঃ হ্যানিম্যান উহাদেরকে ঔষধে পরিণত করার জন্য অন্য একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করে গেছেন। পূর্বের ন্যায়, সমস্ত গাছ গাছড়া, পাতা, শিকড়, ছাল, ফুল পরিষ্কার করে নিয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে নিতে হবে এবং উহাদের বেটে নিয়ে একটি মন্ড প্রস্তুত করতে হবে। উহা ওজন করে একটি কাঁচের পাত্রে রাখতে হবে এবং ইহার প্রত্যেক তিন ভাগ ভেষজের জন্য দুই ভাগ সুরাসার ওজন করে উহা হতে এই মন্ডটি ভিজানোর জন্য যতটুকু সুরাসার প্রয়োজন ততটুকু দিয়ে মন্ডটি আর একবার পিষে নিতে হবে। পরে কাঁচের সিঁপি যুক্ত বোতলে পুরে বাকী সুরাসারটুকু ঢেলে দাও এবং ভাল করে নেড়ে মিশিয়ে দাও। তারপর পূর্বমত ইহা একটি পরিষ্কৃত অন্ধকার অথচ শুষ্ক ঘরে আটদিন রেখে দিতে হবে। তারপর আর একবার নেড়ে নিয়ে ছাঁকনি কাগজের সাহায্যে ঔষধ ছেঁকে অন্য একটি পরিষ্কার কাঁচের সিঁপিযুক্ত বোতলে রেখে ঔষধের নাম ও অরিষ্ট চিহ্ন Q লিখে অন্যান্য অরিষ্টের আলমারীতে রেখে দিতে হবে। ইহারও অরিষ্ট শক্তি—1/2।

যেহেতু প্রতি ৩ ভাগের ভেষজের দুইভাগ তীব্র সুরাসার লাগবে অর্থাৎ ৩+২=৫ ভাগ মন্ড (ছিবড়া) এবং সুরাসারের উবে যাওয়ার কারণ প্রায় এক ভাগ বাদ পড়ে থাকে। সুতরাং অরিষ্ট শক্তি ১/২ অংশ। যেহেতু অরিষ্ট শক্তি ১/২ সুতরাং শততমিক রীতি হিসাবে শক্তিকৃত করতে হলে দু ফোঁটা বা দুই চামচ অরিষ্ট ও ৯৮ ফোঁটা বা মিনিম ডিসপেনসিং সুরাসার একটি পরিষ্কার শিশিতে নিয়ে যথারীতি দশবার ঝাঁকুনি দিয়ে নিলে প্রথম শক্তির ঔষধ প্রস্তুত হবে। আবার ইহা হতে এক ফোঁটা বা আবশ্যকমত মূল অরিষ্ট ও ৯৯ ফোঁটা ক্ষীণ সুরাসার বা এই অনুপাতে ডিসপেনসিং বা মীন সুরাসার একটি শিশিতে নিয়ে পূর্ববৎ ঝাঁকুনি দিয়ে নিতে হবে। ৩য় বা পরবর্তী ক্রমের ঔষধ এইভাবেই প্রস্তুত করতে হবে।

দশমিক ক্রমের ঔষধ শক্তিকরণ—মূল অরিষ্ট Q দুই ফোঁটা এবং আট ফোঁটা বা আট মিনিম ক্ষীণ সুরাসার অথবা দুই ড্রাম মূল অরিষ্ট Q এবং সেই অনুপাতে আট ড্রাম বা এক আউন্স ক্ষীণ সুরাসার ঢেলে নিয়ে যথা নিয়মে ঝাঁকুনি দিয়ে নিলেই প্রথম দশমিক ক্রমের ঔষধ প্রস্তুত হয়।

দ্বিতীয় ক্রম—প্রথম ক্রমের এক ভাগ বা এক ড্রাম ও নয় ড্রাম ক্ষীণ সুরাসার একটি পরিষ্কার শিশিতে ঢেলে নিয়ে যথা নিয়মে দশবার ঝাঁকুনি দিয়ে নিলেই ইহা প্রস্তুত হবে। ইহার পরবর্তী ক্রমের ঔষধ ঠিক একই নিয়মেই প্রস্তুত হবে। এই সূত্রানুসারে প্রস্তুত কতগুলো ঔষধের নাম দেয়া হল—যথা—ইউফ্রেসিয়া, মেজেরিয়াম, ওলিয়েন্ডার, প্রুনাস, স্যাম্বুকাস, থ্যালাস্পি বার্শা ইত্যাদি।

তৃতীয় সূত্র—ইউরোপজাত ও আমেরিকার কতগুলো ভেষজ এই সূত্রানুসারে প্রস্তুত হয়; ইহাদের রসের পরিমাণ খুবই কম। টাটকা গাছ গাছড়া

বা তাদের অংশ, পাতা, ফুল ফল, ছাল ইত্যাদি সংগ্রহ করে ভাল করে পরিষ্কার করে নিতে হবে। পরে উহা খন্ড খন্ড করে কেটে পূর্ববৎ বেটে একটি তাল বা মন্ড প্রস্তুত করতে হবে। তারপর উহা ওজন করে নিয়ে একটি কাঁচের ছিপিযুক্ত বোতলে রেখে হবে এবং উহার দ্বিগুণ ওজনের সুরাসার উহাতে ঢেলে ঘরে আটদিন রেখে দিয়ে পরে ধীরে ধীরে অন্য বোতলে ঢেলে ছাঁকনি কাগজের সাহায্যে ছেঁকে দিতে হবে। ছিবড়া ও সুরাসারের উড়ে যাওয়া বাদ দিলে এই অরিষ্টের শক্তি ১/৬ অংশ হবে। যেহেতু অরিষ্টের শক্তি ১/৬ অংশ অতএব শততমিক রীতি অনুসারে প্রথম ক্রমের ঔষধ প্রস্তুত করতে হলে ছয় ফোঁটা বা ছয় ভাগ মূল অরিষ্ট ও ৯৪ ফোঁটা বা ৯৪ মিনিম ডিসপেনসিং বা ক্ষীণ সুরাসার একটি পরিষ্কার কাচের শিশিতে রেখে যথারীতি ঝাঁকুনি দিয়ে নিতে হবে। মূল অরিষ্ট ছয় ড্রাম হলে ৯৪ ড্রাম = ৯৪/৬ সুরাসার লাগবে। ইহার এক ভাগ বা এক ফোঁটা বা এক ড্রাম এবং ৯৯ ভাগ বা ফোঁটা সুরাসারে দ্বিতীয় ক্রমের ঔষধ প্রস্তুত হবে। তৃতীয় এবং পরবর্তীক্রমের ঔষধও এই নিয়মে প্রস্তুত হবে। দশমিক ক্রমের শক্তি বর্ধন করতে হলে মূল অরিষ্টের ছয় ভাগ বা ছয় ফোঁটা বা ছয় ড্রাম এবং চার ভাগ বা চার ফোঁটা বা চার ড্রাম একটি পরিষ্কার শিশিতে ঢেলে যথারীতি ঢেলে যথারীতি ঝাঁকুনি দিয়ে নিলে প্রথম ক্রমের ঔষধ (1x) প্রস্তুত হবে। দ্বিতীয় বা তৃতীয় ক্রমের ঔষধ এইভাবেই প্রস্তুত করতে হবে। দ্বিতীয় ক্রমে প্রথম ক্রমের এক ফোঁটা ও নয় ফোঁটা ক্ষীণ সুরাসার ব্যবহৃত হবে। তৃতীয় এবং পরবর্তী ক্রমে পূর্ববর্তী ক্রমে এক ফোঁটা ও নয় ফোঁটা ক্ষীণ সুরাসার ব্যবহার করতে হবে। এই সূত্রমতে প্রস্তুত কতগুলো ঔষধের নাম দেওয়া হলো যথা—এবিস ক্যানাডেনসি, এব্রোটেনাম, এবসিনথিয়াম, একালাইফা, একোনাইট র‍্যাডিক্স, ইথুজা, এপোসাইনাম, আর্নিকা ইত্যাদি।

চতুর্থ সূত্র—শুষ্ক গাছ গাছড়া বা প্রাণীজাত উপাদান ভাল করে বিচূর্ণ করে (প্রাণীজাত বস্তু টাটকা হলে ভাল করে থেঁতলিয়ে নিতে হবে) একটি মন্ড প্রস্তুত করতে হবে। উহা ওজন করে নিয়ে একটি কাঁচের বোতলে রাখতে হবে এবং ইহার পাঁচগুণ সুরাসার ওজন করে নিয়ে খানিকটা ঢেলে দিতে হবে। এই মন্ডের সংগে উহা ভাল করে মিশিয়ে নিয়ে বাকী সুরাসারটুকু ঢেলে আবার একবার মিশ্রিত করবে। পরে এই পাত্রের ছিপি ভাল করে এঁটে একটি অন্ধকারঘরে অথচ শুকনো ঘর হওয়া চাই সেখানে দুই সপ্তাহ বা ততোধিক কাল রেখে দিতে হবে। ইহা প্রত্যহ দুইবার করে নেড়ে দিতে হবে। তারপর উহা আর একটি পরিষ্কার কাঁচের ছিপিযুক্ত বোতলে ধীরে ধীরে ঢেলে ছাঁকুনি কাগজের সাহায্যে ছেঁকে নিলেই নির্দিষ্ট অরিষ্ট প্রস্তুত হলো। এই অরিষ্টের শক্তি ১/১০।

শততমিক ক্রম—যেহেতু এই অরিষ্টের শক্তি ১/১০ অংশ সুতরাং দশ ফোঁটা বা দশভাগ মূল অরিষ্ট এবং ৯০ ফোঁটা বা ৯০ ভাগ ডিসপেনসিং

সুরাসার নিয়ে যথা-নিয়মে দশবার ঝাঁকুনি দিয়ে নিলে শততমিক ক্রমের প্রথম শক্তির ঔষধ প্রস্তুত হবে। ইহার এক ফোঁটা বা এক ভাগ এবং ৯৯ ফোঁটা বা ৯৯ ভাগ ক্ষীণ সুরাসার নিয়ে পূর্বের ন্যায় দশবার ঝাঁকুনি দিয়ে নিলে দ্বিতীয় ক্রমের ঔষধ প্রস্তুত হবে। তৃতীয় ও পরবর্তী ক্রমের ঔষধে একইভাবে প্রস্তুত হবে।

দশমিক রীতি—যেহেতু মূল অরিষ্টের শক্তি ১/১০ সুতরাং ইহা দশমিক রীতি অনুসারে 1x ইহার মান। অতএব ইহার এক ফোঁটা বা এক ভাগ এবং ৯ ফোঁটা বা ৯ ভাগ ক্ষীণ সুরাসারের সহিত যথা নিয়মে মিশ্রিত করে দশবার ঝাঁকুনি দিয়ে নিলে দশমিক প্রথানুসারে 2x প্রস্তুত হলো। ইহার এক ফোঁটা এবং ৯ ফোঁটা ক্ষীণ সুরাসারের সংগে মিশ্রিত করে যথারীতি ঝাঁকুনি দিয়ে নিলে ৩য় ক্রমের ঔষধ প্রস্তুত হবে। চতুর্থ ও পরবর্তী ক্রমের ঔষধ এইভাবেই প্রস্তুত করতে হবে। এই সূত্রানুসারে প্রস্তুত কতোগুলো ঔষধের নাম দেয়া হলো যথা—একোনাইট ফেরক্স, এলষ্টোনিয়া, এলোজ, ক্যানাবিস ইন্ডিকা, ক্যান্থারিস, সিনা, ককিউলাস ইত্যাদি।

ক্যানথারিস মাদার টিংচার প্রস্তুত করার নিয়ম ঃ—

ক্যানথারিস স্পেন দেশীয় এক প্রকার মাছি বিশেষ। বড় জাতীয় মাছি বেছে নিয়ে উহা ভাল করে বিচূর্ণ করতে হবে এবং একটি তাল বা মন্ড করতে হবে। তারপর উহা ওজন করে একটি কাঁচের ছিপিযুক্ত বোতলে পুরে উহাতে উহার ওজনের পাঁচগুণ তীব্র সুরাসার ঢেলে দিতে হবে এবং উহা ভাল করে মিশ্রিত করে একটি অন্ধকার অথচ শুষ্ক ঘরে ১৫ দিন বা অধিকদিন রাখতে হবে এবং প্রত্যহ দুবার করে নেড়ে দিতে হবে। তারপর এই আরক অন্য একটি বোতলে ধীরে ধীরে ঢেলে ছাঁকনি কাগজের সাহায্যে ছেঁকে নিয়ে ছিপিযুক্ত করে বোতলের গাত্রে নাম লিখে অরিষ্ট রাখার আলমারীতে রেখে দিতে হবে। ইহাই মাদার টিংচার এবং উহার শক্তি ১/১০।

নতুন নিয়ম—ক্যানথারিস বিচূর্ণ ১০০ গ্রাম। তীব্র সুরাসার প্রয়োজন মত ১০০০ কিউব সেন্টি মিটার (অরিষ্ট প্রস্তুত করতে যা লাগবে) ইহার অরিষ্ট শক্তি ১/১০।

পঞ্চম সূত্র—এমন কতগুলো ক্ষার জাতীয় উপাদান আছে যেগুলো হতে পূর্ববর্ণিত সূত্রাদি মতে ঔষধ প্রস্তুত করা যায় না, তারা এমন কি সুরাসারেও দ্রব হয় না। সুতরাং প্রথমত তাদের সহিত যথা নিয়মে পরিশ্রুত জল মিশিয়ে ঔষধ প্রস্তুত করতে হয়।

পঞ্চম সূত্র (ক)—একভাগ ঔষধ উপাদান ওজন করে নিতে হবে এবং ৯ ভাগ ওজনের পরিশ্রুত জলের সহিত উহা ধীরে ধীরে মিশ্রিত করে এই ঔষধের

মূল মিশ্রণ প্রস্তুত করতে হয়। উহার শক্তি ১/১০। যেহেতু ইহার মিশ্রণ শক্তি ১/১০ সুতরাং দশমিক রীতি অনুসারে ইহা প্রথম ক্রমের 1x এর সমান। ইহা হতে এক ফোঁটা এবং ক্ষীণ সুরাসার ৯ ফোঁটা মিশ্রিত করে যথারীতি ছাঁকুনি দিয়ে নিলে দশমিক ক্রমের দ্বিতীয় শক্তি প্রস্তুত হয়ে থাকে। পরবর্তী শক্তি একই নিয়মেই প্রস্তুত হবে।

শততমিক ক্রমের ঔষধ প্রস্তুত করতে হলে পূর্ব মিশ্রণের (Solution) দশ ফোঁটা এবং ৯০ ফোঁটা সুরাসারের সহিত মিশ্রিত করে যথানিয়মে ঝাঁকুনি দিয়ে নিলে প্রথম ক্রমের ঔষধ প্রস্তুত হবে। দ্বিতীয় ক্রমে প্রথম ক্রমের এক ফোঁটা এবং ৯৯ ফোঁটা ক্ষীণ সুরাসার মিশাতে হবে এবং যথারীতি ঝাঁকুনি দিতে হবে। এইরূপে ইহার এক ফোঁটা ও ৯৯ ফোঁটা সুরাসার মিশ্রিত করে যথা নিয়মে ঝাঁকুনি দিয়ে নিলে তৃতীয় ক্রমের ঔষধ প্রস্তুত হবে। এই সূত্রমতে প্রস্তুত কতগুলো ঔষধের নাম এখানে দেয়া হল যথা—এসিড নাইট্রিক, এসিড ফস, এসিড সালফ, এমন মিউর, আর্জেন্টি নাই ইত্যাদি।

নাইট্রিক এসিডের মূল মিশ্রণ—একভাগ ওজন করে নাইট্রিক এসিড লও (উহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ১.৪২) এবং ৯ ভাগ ওজন করে পরিশ্রুত জল ঢেলে উহা ধীরে ধীরে মিশ্রিত করতে থাকে। এই মিশ্রণের শক্তি ১/১০ হবে। পূর্ব লিখিত ৫ম প্রথানুসারে ইহাকে শক্তিকৃত করতে হবে।

পঞ্চম সূত্র (খ)—এক ভাগ ঔষধ উপাদান ৯৯ ভাগ ওজনের হয়ে থাকে। ইহার মিশ্রণ শক্তি ১/১০০, সুতরাং ইহা শততমিক ক্রমের ১মঃ শক্তির সমতুল্য। ইহার ১০ ফোঁটা এবং ৯০ ফোঁটা সুরাসারের সহিত সংমিশ্রণ করে যথারীতি দশবার ঝাঁকুনি দিয়ে নিলে দ্বিতীয় ক্রমের ঔষধ প্রস্তুত হবে। তৃতীয় ও পরবর্তী ক্রমের ঔষধ পূর্ববর্তীক্রমের এক ফোঁটা ঔষধ এবং ৯৯ ফোঁটা ক্ষীণ সুরাসার যথারীতি মিশ্রিত করে ঝাঁকুনি দিয়ে প্রস্তুত করতে হয়। যেহেতু ঔষধের অরিষ্ট শক্তি ১/১০০ অংশ, অতএব ইহা দশমিক ক্রমে দ্বিতীয় ক্রমের 2x এর সমান। সুতরাং এইরীতি অনুসারে তৃতীয় ক্রমের ঔষধ প্রস্তুত করতে হলে দ্বিতীয় ক্রমের বা মূল মিশ্রণের এক ফোঁটা এবং নয় ফোঁটা সুরাসার যথারীতি মিশ্রিত করে পূর্ববৎ ঝাঁকুনি দিয়ে নিতে হবে। ইহার পরের সুরাসার সহযোগে প্রস্তুত হবে। এই সূত্রটিতে প্রস্তুত কতগুলো ঔষধের নাম দেয়া হলো। যথা—এসিড অক্সালিক, এসিড পিকরিক, এ্যান্টিম টার্ট, বোরাক্স, কেলি আয়োড ইত্যাদি। বোরাক্স বা সোহাগা ইহা পারস্য, তিব্বত প্রভৃতি স্থানে হয়। ইহা খনিজ পদার্থ, সুরাসারে দ্রব হয় না। খাটি সোহাগার খই এক ভাগ ওজন করে নিয়ে ৯৯ ভাগ পরিশ্রুত জলে ওজন করে নিয়ে উহা ধীরে ধীরে নাড়তে থাকলে দ্রব হয়ে যাবে। এই মিশ্রণের শক্তি ১/১০০।

এ্যান্টিম টার্ট প্রস্তুত করার নিয়ম—দুই আউন্স এন্টিমনি অক্সাইড এবং পটাশ বাইটারট্রেড আড়াই আউন্স বিচূর্ণ একত্রে মিশ্রিত করে একটি কাঁচপাত্রে রাখ। উক্ত সংমিশ্রণ ঢেলে দাও এবং একঘন্টা ধরে ফুটিয়ে উহা গরম থাকতে

থাকতে ছাঁকুনি কাগজের দ্বারা ছেঁকে লও। দানা দানা কৃষ্টালগুলো সযত্নে রেখে দাও। উহা ভালরূপে শুকিয়ে গেলে একটি কাঁচের ছিঁপিযুক্ত বোতলে পুরে রেখে দাও। ইহার এক ভাগ ওজন করে লও এবং তা ৯৯ ভাগ ওজনের পরিশ্রুত জলের মধ্যে ফেলে দাও। উহা দ্রব হয়ে গেলে বোতলে নাম লিখে আলমারীর মধ্যে তুলে রাখ। ইহার অরিষ্ট শক্তি $^{১}/_{১০০}$। এমন কতগুলো ঔষধ উপাদান আছে তারা জলে দ্রব হতে চায় না, সুতরাং সেই সমস্ত উপাদান হতে ঔষধ প্রস্তুত করতে হলে সুরাসারের প্রয়োজন হয়ে থাকে।

ষষ্ঠ সূত্র (ক)—এই সূত্রানুসারে দুইভাগ ঔষধ উপাদান ওজন করে নিয়ে নয় ভাগ ওজনের সুরাসার মিশাতে হবে। ইহার একভাগ প্রায়ই উড়ে নষ্ট হয়ে যায়, সুতরাং দুইভাগ নেয়ার উপদেশ দেয়া হয়েছে। ইহার মিশ্রণ শক্তি $^{১}/_{১০}$।

শততমিক ক্রম—এখন এই মিশ্রণ হতে দশ ভাগ বা দশ ফোঁটা একটি কাঁচের ছিপিযুক্ত শিশিতে ঢেলে ৯০ ভাগ ওজনের অথবা ৯০ ফোঁটা ক্ষীণ সুরাসার মিশ্রিত করে যথা নিয়মে দশবার ঝাঁকুনি দিয়ে নিলে শততমিক ক্রমের প্রথম ক্রম প্রস্তুত হবে। আবার ইহার এক ফোঁটা বা এক ড্রাম বা ওজন করে এক ভাগ এবং ৯৯ ফোঁটা বা ৯৯ ড্রাম অর্থাৎ ৯৯/৮ = ১২ আউন্স বা তিন ড্রাম যথা নিয়মে মিশ্রণ ও ঝাঁকুনি দিয়ে নিলে দ্বিতীয় ক্রমের ঔষধ প্রস্তুত হবে। পরবর্তী ক্রমের ঔষধ এই ভাবেই প্রস্তুত হবে। যেহেতু এই মিশ্রণের শক্তি $^{১}/_{১০}$, সুতরাং ইহা 1x এর সমতুল্য। অতএব ইহার এক ফোঁটা, নয় ফোঁটা ক্ষীণ সুরাসারের সহিত যথা নিয়মে মিশ্রণ ও ঝাঁকুনি দিয়ে নিলে দশমিক ক্রমের দ্বিতীয় শক্তি ঔষধ প্রস্তুত হবে। এই নিয়মে প্রস্তুত কতগুলো ঔষধের নাম এখানে দেয়া হলো যথা—এসিড কার্বলিক, এমিল নাইট্রেট, ক্যাম্ফার, গুয়েকাম ইত্যাদি।

ক্যাম্ফার প্রস্তুত করার নিয়ম—ক্যাম্ফার মানে কর্পুর। কর্পুর গাছ এসিয়া মহাদেশের পূর্বভাগে জন্মে। চিন এবং জাপান প্রভৃতি দেশেও এই গাছ পাওয়া যায়। ইহার পত্র, শিকড়, ডাল কান্ডের আঠা হতে ঔষধ প্রস্তুত হয়ে থাকে। দুইভাগ ওজন করে নয় ভাগ তীব্র সুরাসারে ফেলতে হবে। ইহা দ্রব হয়ে গেলে যথা নিয়মে ছাঁকুনি কাগজ সহযোগে ছেঁকে লও। ইহার অরিষ্ট শক্তি $^{১}/_{১০}$।

কার্বলিক এসিড হতে ঔষধ প্রস্তুত করার নিয়ম—কয়লা হতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কার্বলিক এসিড পাওয়া যায়। ওজন করে এক ভাগ কার্বলিক এসিড নিয়ে ওজন করে নয় ভাগ সুরাসার গ্রহণ কর। একটি কাঁচের ছিপিযুক্ত বোতলে দুটি মিশ্রিত করে সিঁপি বন্ধ করে রেখে দাও। ইহার অরিষ্ট শক্তি $^{১}/_{১০}$।

সূত্র ৬ (খ)—এক ভাগ ঔষধ উপাদান ৫০ ভাগ সুরাসারের সহিত পূর্ব নিয়মে সংমিশ্রিত করলে যে সংমিশ্রণ হবে, তার শক্তি $^{১}/_{১০০}$। যেহেতু ইহার

অরিষ্ট শক্তি ১/১০০। সুতরাং শততমিক রীতি অনুসারে ইহা প্রথম ক্রমের সমান। ইহার এক ফোঁটা এবং ৯৯ ফোঁটা সুরাসারের সহিত মিশ্রিত করলে এবং যথা নিয়মে ১০ বার ঝাঁকুনি দিলে দ্বিতীয় ক্রমের ঔষধ প্রস্তুত হবে। পরবর্তী ক্রমের ঔষধ এইরূপে প্রস্তুত হবে। যেহেতু এই সংমিশ্রণের শক্তি $^{১}/_{১০০}$, সুতরাং ইহা দশমিক ক্রমের দ্বিতীয় শক্তির সমান। এবার 3x শক্তি প্রস্তুত করতে হলে ইহার এক ফোঁটা ও ক্ষীণ সুরাসার নয় ফোঁটা মিশ্রিত করে দশবার ঝাঁকি দিয়ে নিতে হবে। চতুর্থ এবং পরবর্তী ক্রমের ঔষধ এইভাবেই প্রস্তুত হবে। এই সূত্রানুসারে প্রস্তুত কতগুলো ঔষধের নাম দেয়া হলো—যথা, এসিড ল্যাকটিকাম, কোপাই-বা, কুপ্রাম এসেটিকাম, সোরিনাম, স্যান্টুনাইন ইত্যাদি।

সোরিনাম প্রস্তুত করার নিয়ম—ইহা খোসের বা পাঁচড়ার পুঁজ হতে প্রস্তুত। ডাঃ হেরিং ইহা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় প্রবর্তন করেন। ১৮৩৮ খ্রীঃ তিনি একজন বলিষ্ঠ নিগ্রো যুবকের খোস হতে পুঁজ সংগ্রহ করে সুরাসারের সহিত সংমিশ্রিত করেন এবং ইহা ভালরূপে নাড়াচাড়া করে কিছুদিনের জন্য রেখেছেন। তারপর ইহা সুস্থ ব্যক্তিদের সেবন করিয়ে যথেষ্ট ফল পান। তিনিই এই ঔষধের নাম রাখেন সোরিনাম।

মেফাইটিস প্রস্তুত করার পদ্ধতি—মেফাইটিস বিড়ালের গুহ্যদেশস্থ দ্রব পদার্থ হতে প্রস্তুত। এক ভাগ এই দ্রব পদার্থ ওজন করে নিয়ে উহার ওজনের পঞ্চাশ ভাগ তীব্র সুরাসার দ্রব করতে হবে। ইহার অরিষ্ট শক্তি $^{১}/_{১০০}$।

সপ্তম সূত্র—শুষ্ক ঔষধ উপাদান, আঠাল দ্রব্যাদি হতে ঔষধ নিষ্কাসনের জন্য এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। প্রথমতঃ উপাদানগুলোকে খুব ভাগ করে বিচূর্ণ করে নিয়ে তার এক ভাগ ওজন করে নিতে হবে। তারপর ওজন করে ৯৯ ভাগ দুগ্ধ শর্করা নিয়ে তা যথা নিয়মে বিচূর্ণ করতে হবে। এইরূপে শততমিক ক্রমের প্রথম ক্রম প্রস্তুত করা হয়। ইহারই এক গ্রেণ নিয়ে ৯৯ গ্রেণ দুগ্ধ শর্করার সহিত যথা নিয়মে বিচূর্ণ করে নিয়ে দ্বিতীয় ক্রমের ঔষধ প্রস্তুত হবে। তৃতীয় এবং পরবর্তী ক্রমের ঔষধ এইরূপে প্রস্তুত হবে।

দশমিক ক্রমের এক ভাগ বা এক গ্রেন মূল ঔষধ উপাদান চূর্ণ নিয়ে তা যথা নিয়মে নয় গ্রেণ দুগ্ধ শর্করার সহিত বিচূর্ণ করতে হবে তা হলে 1x প্রস্তুত হবে। দ্বিতীয় দশমিক ক্রমে এক ভাগ বা এক গ্রেন ওজন করে প্রথম ক্রমের ঔষধ নিতে হবে এবং ওজন করে ৯ গ্রেন বা ৯ ভাগ দুগ্ধ শর্করা নিয়ে যথারীতি বিচূর্ণ করতে হবে। পরবর্তী ক্রমের ঔষধ এই নিয়মেই প্রস্তুত হবে। এই নিয়মে প্রস্তুত হয় এমন কয়েকটি ঔষধের নাম উল্লেখ করা হলো, যথা—এমনিয়াকাস গাম, এগ্রাগ্রিসিয়া এলিউমিনা, এমন আয়োড, এন্টিম আয়োড ইত্যাদি।

এন্টিমক্রুড প্রস্তুত করার পদ্ধতি

পরিশোধিত সালফুরেট অফ এ্যান্টিমনি এই সূত্রানুসারে (সূত্র নং ৭ অনুসারে) বিচূর্ণ করে নিতে হবে। কালো রঙের এন্টিমনিই এন্টিম ক্রুড। ইহা খনিজ পদার্থ। ইহাকে লৌহের মত ময়লামাটির সহিত খনি হতে বের করে করা হয়ে থাকে। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ইহাকে পরিশোধিত করে নিতে হয়।

সূত্র নং ৮—তরল ঔষধ উপাদান নানারূপ তেল যথা কডলিভার তেল, রেড়ির তেল ও পেট্রোলিয়াম হতে দুগ্ধ শর্করা সহযোগে ঔষধ প্রকরনের রীতি এই সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। শততমিক নিয়মানুসারে প্রথম শক্তির বিচূর্ণ প্রস্তুত করতে হলে এক ফোঁটা বা ওজনের এক ভাগ ঔষধ উপাদান এবং ৯৯ গ্রেন বা ৯৯ ভাগ দুগ্ধ শর্করার সহিত যথা নিয়মে বিচূর্ণ করতে হবে। ইহা হতে এক গ্রেন ঔষধ, ৯৯ গ্রেণ দুগ্ধ শর্করার সহিত যথানিয়মে বিচূর্ণ করে নিলে দ্বিতীয় শক্তির ঔষধ প্রস্তুত হবে। পরবর্তী ক্রমের ঔষধ এই নিয়মে প্রস্তুত হবে। শততমিক প্রণালীতে বিচূর্ণ হতে তরল ক্রমে নিম্নলিখিত উপায়ে পরিবর্তিত করা হয়ে থাকে। তৃতীয় ক্রমের এক গ্রেণ বিচূর্ণ ঔষধ পরিষ্কার শিশিতে নিয়ে তাতে ৫০ ফোঁটা পরিশ্রুত জলে ঢেলে ধীরে ধীরে উহা দ্রব করতে হবে। উহা ভালরূপে মিশ্রিত হয়ে গেলে ৫০ ফোঁটা সুরাসার মিশ্রিত করে যথারীতি ঝাঁকুনি দিয়ে নিলে চতুর্থ তরল ক্রমের ঔষধ প্রস্তুত হবে। ইহার এক ফোঁটা এবং ৯৯ ভাগ ডিসপেন্সিং সুরাসার যথা নিয়মে মিশ্রিত করে ও ঝাঁকুনি দিয়ে নিলে ৫ম ক্রমের ঔষধ প্রস্তুত হবে। পরবর্তী ক্রমের ঔষধ এইভাবে প্রস্তুত হবে।

দশমিক ক্রমের বিচূর্ণ প্রস্তুত পদ্ধতি—তরল ঔষধ উপাদানের এক ফোঁটা ৯ গ্রেন দুগ্ধ শর্করার সহিত যথারীতি বিচূর্ণ করিতে হবে। তা হলে প্রথম ক্রমের বিচূর্ণ প্রস্তুত হবে। ইহার ওজনে এক ভাগ বা এক গ্রেন, ওজনে নয় গ্রেন বা নয় ভাগ দুগ্ধ শর্করার সহিত যথা নিয়মে বিচূর্ণ করে নিলে দ্বিতীয় দশমিক ক্রমের ঔষধ প্রস্তুত হবে। পরবর্তী ক্রমের ঔষধ এইভাবে প্রস্তুত হবে।

দশমিক ক্রমের বিচূর্ণ হতে তরল ক্রমে পরিবর্তন করার পদ্ধতি—শততমিক ক্রমের ষষ্ঠ বিচূর্ণ হতে এক গ্রেণ নিয়ে একটি পরিষ্কার শিশির মধ্যে রেখে উহাতে ৫০ ফোঁটা পরিশ্রুত জল ঢেলে দিয়ে ধীরে ধীরে দ্রব করতে হবে। তারপর আবার উহাতে ৫০ ভাগ ফোঁটা সুরাসার মিশ্রিত করে দশবার ঝাঁকুনি দিয়ে নিলে দশমিক অষ্টম শক্তি প্রস্তুত হবে। দশমিকের রীতি হিসাবে ৭ম ক্রমের ঔষধ প্রস্তুত হবে না। তবে ব্রিটিশ হোমিওপ্যাথিক ডাঃ রায়ের মতে এক ভাগ ৬ষ্ঠ ক্রমের ঔষধ নয় ভাগ পরিশ্রুত জলের দ্রব করে দশবার ঝাঁকুনি দিলে ৭ম ক্রমের ঔষধ প্রস্তুত হবে।

ফ্ল্যাক্সান পদ্ধতি—আমেরিকান হোমিওপ্যাথিক ফার্মাকোপিয়ার মতে দশমিক ৬ষ্ঠ ক্রমের এক ভাগ বিচূর্ণ নিয়ে ৫০ ভাগ পরিশ্রুত জলে দ্রব করে নিতে হয়। তারপর আবার ৫০ ভাগ ডিসপেনসিং সুরাসারে মিশ্রিত করে দশবার ঝাঁকুনি দিতে হয়। সুতরাং এই দুই ভেষজবাহী দ্রবের সংমিশ্রণের জন্য ৭ম ক্রম প্রস্তুত না হয়ে অষ্টম ক্রমের ঔষধ প্রস্তুত হয়ে থাকে। এই পদ্ধতিকে 'ফ্ল্যাক্সান পদ্ধতি' বলে। ইহা হতে এক ফোঁটা নিয়ে নয় ফোঁটা ক্ষীণ সুরাসার মিশিয়ে যথারীতি ঝাঁকুনি দিয়ে নিলে নবম ক্রমের ঔষধ প্রস্তুত হবে। পরবর্তী ক্রমের ঔষধ এইভাবেই প্রস্তুত হবে। নিম্নলিখিত ঔষধগুলো এই নিয়মে প্রস্তুত হয়, যথা—পেট্রোলিয়াম, ক্রোটেলাসহরাইডাস, মাইরিসটিকা, ওপিয়াম, জেকরিস এসেলি, ভেরিওলিনাম, ব্যাসিলিনাম, ম্যালানড্রিনাম ইত্যাদি।

পেট্রোলিয়াম হতে ঔষধ প্রস্তুত পদ্ধতি—ইহা এক প্রকার খনিজ তেল। ইহার এক ফোঁটা বা ওজন করে এক ভাগ, ৯৯ গ্রেন দুগ্ধ শর্করার সহিত যথা নিয়মে বিচূর্ণ করে নিলে প্রথম শক্তির ঔষধ প্রস্তুত হবে।

সূত্র নং ৯—টাটকা গাছ গাছড়া বা জীবজন্তু হতে বিচূর্ণ প্রণালীতে ঔষধ প্রস্তুত করণ পদ্ধতি এই সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। টাটকা গাছ গাছড়া বা টাটকা জান্তব পদার্থকে প্রথমত থেঁৎলে নিয়ে ওজন করতে হবে। তারপর ইহা হতে ওজন করে দুইভাগ নিয়ে একটি খলে রাখতে হবে। এইরূপে ওজন করে ৯৯ ভাগ দুগ্ধ শর্করা নিয়ে যথারীতি বিচূর্ণ করতে হবে। ইহা শততমিক ক্রমের প্রথম শক্তির ঔষধ হলো। ইহার এক ভাগ ওজন করে, ৯৯ ভাগ ওজনের দুগ্ধ শর্করার সহিত বিচূর্ণ করতে হবে। ইহা শততমিক ক্রমের দ্বিতীয় ক্রম। পরবর্তী ক্রমের বিচূর্ণগুলো এই নিয়মেই প্রস্তুত হবে।

বিচূর্ণ ক্রম হতে তরল ক্রমে পরিণত করার নিয়ম—পূর্ব বর্ণিত নিয়মমত তৃতীয় ক্রমের এক গ্রেণ ঔষধ ওজন করে নিয়ে এক বা দুই আউন্স শিশির মধ্যে রাখ। পরে উহা ৫০ ফোঁটা পরিস্রুত জলে ধীরে ধীরে দ্রব কর। তারপর উহাতে ৫০ ফোঁটা বা নির্যাস সুরাসার মিশ্রিত করে লও এবং যথারীতি দশবার ঝাঁকুনি দিয়ে নিলে চতুর্থ ক্রমের ঔষধ প্রস্তুত হবে। ইহা হতে এক ফোঁটা, ৯৯ ফোঁটা ক্ষীণ সুরাসার মিশ্রিত করে পূর্ব নিয়মের ঝাঁকুনি দিয়ে ৫ম ক্রমের ঔষধ প্রস্তুত করতে হবে। পরবর্তী ক্রমের ঔষধ এই ভাবেই প্রস্তুত করতে হবে।

দশমিক ক্রমের ঔষধ প্রস্তুত পদ্ধতি—দুইভাগে ঔষধ উপাদান ওজন করে নিয়ে ৯ ভাগ দুগ্ধ শর্করা ওজন করে একটি খলেতে রাখ। তার পর যথা নিয়মে বিচূর্ণ করলে দশমিক ক্রমের প্রথম শক্তির ঔষধ প্রস্তুত হবে। আবার প্রথম ক্রমের এক ভাগ ঔষধ ওজন করে নিয়ে, ওজন করা ৯ ভাগ দুগ্ধ

শর্করা নিয়ে একটি খলে যথারীতি বিচূর্ণ করলে দ্বিতীয় শক্তির ঔষধ প্রস্তুত হবে। এইরূপে, তৃতীয় এবং পরবর্তী ক্রমের ঔষধ প্রস্তুত হবে।

বিচূর্ণ ক্রমের ঔষধ হতে তরল ক্রম ঔষধে পরিণত করার পদ্ধতি ঃ— দশমিক ক্রমে প্রস্তুত ষষ্ঠ শক্তির একগ্রেণ ঔষধ নিয়ে এক বা দুই আউন্স পরিমাণ পরিষ্কার শিশির মধ্যে রাখ। তারপর ইহাতে পঞ্চাশ ফোঁটা পরিস্রুত জল ঢেলে উহা দ্রব কর। তারপর আবার পঞ্চাশ ফোঁটা সুরাসার মিশ্রিত করে যথা নিয়মে ঝাঁকি দিলে দশমিক ক্রমের অষ্টম ক্রমের ঔষধ প্রস্তুত হলো। ইহার একফোঁটা এবং ৯৯ ফোঁটা ক্ষীণ সুরাসার মিশ্রিত করে যথা নিয়মে ঝাঁকি দিয়ে নবম ক্রমের ঔষধ প্রস্তুত হবে। নবম সূত্রে প্রস্তুত ঔষধগুলোর মধ্যে কয়েকটি ঔষধের নাম এখানে উল্লেখ করা হলো যথা—এগারিকাস, এনথ্রাকসিনাম, কারসিনোসিন, মেডরিণাম, সিফিলিনাম ইত্যাদি।

ঔষধ প্রস্তুতির নূতন নিয়ম (New Method)

পূর্বোক্ত সূত্রগুলোর অধিকাংশই আমেরিকার হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল এসোসিয়েশন কর্তৃক বর্জিত হয়েছে এবং এইসব ক্ষেত্রে ঔষধ প্রস্তুতির নূতন দুটি নিয়ম প্রবর্তিত হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই ঔষধ প্রকরণের এই নিয়ম দুটি বৃটিশ হোমিওপ্যাথিক সোসাইটি কর্তৃক নির্দিষ্ট হয়েছিল। আমেরিকার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক মন্ডলী এই নূতন পদ্ধতি অনুমোদন করেছেন। ইহাদের মতে সমস্ত ঔষধের মূল অরিষ্টের (Mother Tincture) শক্তি এক হওয়া প্রয়োজন এবং ঔষধ শক্তির সমতা নির্ধারণ করার জন্য তাঁরা টাটকা গাছ গাছড়াগুলোকে কৃত্রিম উপায়ে শুষ্ক করে নিয়ে শুষ্ক পদার্থের পর্যায়ে ফেলেছেন এবং সেইভাবেই তাদের মধ্য হতে ঔষধ নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করেছেন। আমরা ইহার সবিস্তার আলোচনা করব। আগে এই নূতন পদ্ধতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রথমটি ম্যাসারেশান বা নিমজ্জন অথবা ভিজান পদ্ধতি এবং দ্বিতীয়টি পারকোলেশান বা পরিস্রাবন অথবা চুয়ান পদ্ধতি। যে সকল ভেষজ হতে ঔষধ নিষ্কাশন সহজে সাধিত হয় না এবং অনেক সময়ের প্রয়োজন হয়ে থাকে সেই সকল পদার্থের ঔষধ বের করার জন্য সাধারণত প্রথম পদ্ধতি অর্থাৎ ম্যাসারেশান এগারিকাস, কলচিকাম, ভায়োলাও ডরেটা, ভায়োলা স্ট্রিকলার, এসফিটিডা, গুয়েকাম প্রভৃতি ঔষধগুলোর মূল উপাদান এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। সর্বপ্রকার আঠা বা যে সমস্ত বস্তুর রস খুব আঠার মত চটচটে তারা অন্যান্য বস্তুর মত সহজে সুরাসারে দ্রবীভূত হয় না। তাদের চূর্ণ করে অনেক দিন যাবৎ সুরাসারে ভিজিয়ে রাখলে তবে তাদের ঔষধ শক্তি বের হয়ে থাকে।

নিমজ্জন বা ভিজান পদ্ধতি—(Maceration) : আগেই বলা হয়েছে যে, যে সকল ভেষজ দ্রব্যের ঔষধ নিষ্কাশন করতে অনেক দিন সময় লাগে, যারা পিচ্ছিল, আঠাল, যাদের রস চটচটে সুরাসারে তারা সহজে দ্রবীভূত হয় না; সেই জন্য পরিস্রাবন বা চোয়ান পদ্ধতিতে তাদের ঔষধ নিষ্কাশন করা সম্ভব হয় নয়। অতএব উহাদের ক্ষেত্রে ম্যাসারেশন পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে।

প্রথমত—ভেষজ পদার্থের রসের পরিমাণ নিয়মমত নির্ধারণ করে ভেষজ দ্রব্য টুকরো টুকরো করে কেটে একটি কাঁচ নির্মিত পাত্রে রাখবে। তারপর উহার উপর নির্দিষ্ট পরিমাণ সুরাসার ঢেলে উহা ডুবিয়ে রাখবে। এখন এই পাত্রটি ভাল করে ছিপি দিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে। লক্ষ্য রাখবে যেন পাত্রমধ্যস্থ সুরাসার উবে না যায়। এবার পাত্রটিকে একটি অন্ধকার সাধারণ উত্তাপ বিশিষ্ট ঘরে রেখে দিয়ে প্রত্যহ অন্ততঃ একবার করে উহা ভাল করে নেড়ে দিতে হবে। ভেষজ পদার্থের বিশেষত্ব হিসাবে দুই হতে চার সপ্তাহ কাল এই ঘরের মধ্যে রেখে দিতে হবে। তারপর ধীরে ধীরে এবং সাবধানে অন্য একটি পরিষ্কার ছিপিযুক্ত বোতল বা পাত্রে ঢেলে দিতে হবে। তলানিটুকু একটু টুকরো পরিষ্কার কাপড় দিয়ে নিংড়ে নিয়ে যেটুকু ঔষধ পাওয়া যাবে তা পূর্বোক্ত বোতল বা পাত্রে ঢেলে দিয়ে ছিপিবন্ধ করে দিতে হবে। ছাঁকুনি কাগজের সাহায্যে তা ছেঁকে দিয়ে অন্য একটি বোতলে ঔষধের নাম ও অরিষ্ট চিহ্ন (Q) দিয়ে আলাদা করে রেখে দিবে। এখন সবটুকু অরিষ্ট ওজন করে যদি দেখা যায় যে, কোন কারণে ইহার ওজন ফার্মাকোপিয়ার লিখিত ওজনের কম হয়েছে তা হলে প্রয়োজন মত সুরাসার মিশিয়ে উহা সমান করে নিতে হবে। মনে রাখতে হবে, পিচ্ছিল ও আঠাল ভেষজ দ্রব্য সহজে সুরাসারে দ্রবীভূত হয় না, সুতরাং যখন এই শ্রেণীর পদার্থ হতে ঔষধ প্রস্তুত করতে হবে তখন নির্দিষ্ট সুরাসারে অর্ধেক পরিমাণে মিশাতে হবে এবং পূর্ববর্ণিত নিয়মানুসারে ভিজান প্রণালীমত ঔষধ প্রস্তুত করে মূল অরিষ্ট (Q) একটি পাত্রে ঢেলে নিবে। উভয় পাত্রই কাঁচের ছিপিযুক্ত হওয়া প্রয়োজন এবং সর্বদা ছিপি এঁটে রাখা উচিত। প্রয়োজন মত তা খুলে আবার ছিঁপি দিয়ে রাখতে হবে, কারণ সুরাসার সহজেই উবে যায়। এরপর তলানিটুকু পূর্বের মত একটি পরিষ্কার কাপড়ে রেখে নিংড়ে যতটা অরিষ্ট পাওয়া যাবে তা পূর্বপাত্রে ঢেলে দিতে হবে। তারপর তলানির দ্বিগুণ পরিমাণ কাঁচের গুঁড়ো ইহার সহিত মিশিয়ে নিয়ে একটি খলে রেখে ধীরে ধীরে নেড়ে দিতে হবে। তারপর ইহা পরিশ্রাবণ যন্ত্রে রেখে অবশিষ্ট সুরাসার টুকু ঢেলে দিয়ে পরিশ্রাবন বা ছোঁয়ান পদ্ধতি মতে ইহা চুইয়ে নিতে হবে এবং যে ঔষধটুকু (আরকটুকু) পাওয়া যাবে তা পূর্বেকার আরকের বোতলে ঢেলে ছাঁকুনি কাগজের সাহায্যে ছেঁকে নিলে নির্দিষ্ট অরিষ্ট প্রস্তুত হবে। আবার, যে সকল পদার্থ সুরাসারে বা জলে দ্রবীভূত হয় না বা যারা আংশিকভাবে গলে যায়, দুগ্ধ

শর্করা সহযোগে বিচূর্ণ পদ্ধতিতে তাদের ঔষধ প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। ফসফরাস ও অন্যান্য রাসায়নিক লবণগুলোকে তরল উপাদানে গলিয়ে নিয়ে অরিষ্ট প্রস্তুত করা উচিত। কারণ বিচূর্ণ পদ্ধতিতে তাদেরকে বিচূর্ণ করতে গেলে তাদের উবে যাবার সম্ভাবনা থাকে। এই প্রসংগে রস শুষ্ককরণ যন্ত্র বা (water bath) এর বর্ণনা করা যায় এবং ইহার উপযোগিতার কথাও বলা উচিত। এই যন্ত্রটি একটি তাম্র বা লৌহ নির্মিত ডেকচির মত পাত্র বিশেষ। ইহার দুই পাশ ধরার জন্য দুটি আংটা থাকে। উহার উপরিভাগ ঢাকনিদ্বারা আবৃত। ইহা আবার দুই তিন ভাগে বিভক্ত এবং আংটা যুক্ত। ইহাও তাম্র অথবা পোর্সেলিন নির্মিত এবং ইচ্ছামত উহাদের বাড়ান কমানো বা খোলা যায়। এই পাত্রটি আংশিকভাবে জলপূর্ণ থাকে একটি পরিমাপ যন্ত্রের (Scale) সাহায্যে রসের পরিমাণ ধার্য করা হয়ে থাকে। পাত্রটি একটি ত্রিপদ বিশিষ্ট লোহার আধারের উপর বসিয়ে প্রয়োজন মত তাপ দেয়া হয়। ইহার মধ্যে উত্তাপ পরিমাপের জন্য জল-তাপমান যন্ত্রও এঁটে দেয়া যেতে পারে।

পার্কোলেসন, বা পরিশ্রাবন পদ্ধতি (Percolation Process)—ইহা কাঁচ নির্মিত পাত্র বিশেষ। ইহা দুভাগে বিভক্ত। উপরের অংশটি দেখতে ঠিক ন্যাসপাতিফলের মত এবং আবশ্যক হলে ইহাকে নীচেকার অংশ হতে বিচ্ছিন্ন করা যায়। উপরের অংশকে ইহার মস্তক বলা যেতে পারে। ইহার উপর টুপীর মত একটি কাঁচের ছিপি দেয়া থাকে, ইহার নীচেকার অংশকে গ্রীবা সংযুক্ত থাকে। নীচেকার পাত্রটির নাম রিসিভার বা গ্রাহক। এই নীচেকার পাত্রে ঔষধ চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ে জমা হয়। উহার গায়ে একটি ছিদ্রে কাঁচের ছিপি আঁটা থাকে। তা খুলে দিয়ে প্রয়োজনমত ঔষধ অন্য পাত্রে ঢেলে নিতে হয়। ইহা ছাঁকুনি কাগজের সাহায্যে ছেঁকে নিলেই মূল অরিষ্ট (Q) প্রস্তুত হয়।

পাত্রটির উপরের অংশের ভিতরের দিকটায় ঠিক গ্রীবার মুখে ছিপির উপর সাদা তুলার (Absorbent Cotton) একটি গদি থাকে। তার উপর একটি স্তরে খুব সূক্ষ্মবালুকা বা কাঁচচূর্ণ থাকে এবং তার উপর আর একটি স্তরে মাঝারি দলার কাঁচচূর্ণ বা বালুকার পাতলা করে স্তর বিছান থাকে। সকলের ওপর আবার এক সাদা ছাঁকুনিকাগজ রাখবার স্থান থাকে। ভেষজ পিন্ড পার্কলেটারের প্রথম স্তরের কাঁচচূর্ণ বা বালুকার ওপর বিছিয়ে রাখতে হবে। একটি কাঁচের দণ্ডের ওপর ভাগে একটি ছিপি আটকে নিয়ে তার সাহায্যে ভেষজ পিণ্ডকে ধীরে ধীরে সাবধানে ছাড়িয়ে দিতে হবে, যেন বালুকা বা কাঁচপূর্ণ স্তর গুলোর বিন্যাস যেন কোন রূপে নষ্ট হয়ে না যায়। ভেষজ পিণ্ডের ওপর একখণ্ড ছাঁকনি কাগজ বা সরু দানার কাঁচ চূর্ণ বা বালুকা চূর্ণ স্থাপন করতে হবে। তারপর একটা চ্যাপটা ছিপি যুক্ত কাঁচ দণ্ড ধীরে ধীরে এবং সাবধানতার সংগে ভেষজ পিণ্ডের ওপর ধরে অতি সাবধানে ভেষজ পিণ্ডের ওপর

নির্দিষ্ট পরিমাণে সুরাসার ওপর হইতে অল্প অল্প করে এমনি ভাবে ঢালতে হবে যেন উহা কাঁচদণ্ড বেয়ে বেয়ে উক্ত পিণ্ডের ওপর এসে পড়ে। এইবার কাঁচদণ্ডটি সরিয়ে নিতে হবে। গ্রীবাদেশের ছিদ্রপথে সুরাসার বের হতে দেখলেই পার্কোলেটারের মাপক ছিপিবন্ধ করে দিতে হবে। ইহাতে ধূলা এমন কি বায়ু পর্য্যন্ত প্রবেশ করতে পারবে না। এখন গ্রীবা দেশের ছিপিটি খুব আলগা করে বন্ধ করে উহার নিম্নস্থ গ্রাহক পাত্রে বিন্দু বিন্দু করে ঔষধ চোয়াতে দিবে। ছিপিটি এমন ভাবে স্থাপন করতে হবে যেন এক মিনিটে দশ হতে ত্রিশ ফোঁটার অধিক ঔষধ চুঁইয়ে না পড়ে। তরল উপাদান ঘন ঘন এবং সাবধানতার সংগে সরবরাহ করতে হবে। এই রূপ পদ্ধতিতে পরিস্রাবন কাজ চালাতে হবে। তরল উপাদান সূত্রানুসারে সমান ভাগে ভাগ করে নিতে হয়। সেগুলো চালা শেষ হলেও কয়েক ঘন্টা কাল পার্কোলেটারটিকে স্থিরভাবে রেখে দিতে হবে। এই পরিস্রাবন বা পার্কোলেশান পদ্ধতিটি আমাদের দেশে নূতন নয়। যদিও এই রূপ পদ্ধতিতে ঔষধ প্রস্তুত করনের বিধিটি সম্পূর্ণ নূতন। এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যায়, যখন আমাদের দেশে বিজ্ঞান ততটা মানব সেবায় নিয়োজিত হয় নাই তখন গ্রামের স্কুল এবং রেলষ্টেশান, যাত্রী নিবাস প্রভৃতি স্থানে পরিস্রাবন পদ্ধতিতে পানীয় জল পরিষ্কার করা হতো। পুকুর অথবা নদীর জলে একটি বড় মাটির কলসীর মধ্যে রেখে একটি কাঠের পাত্রাধারের উচ্চ স্থানে বসিয়ে রাখা হতো। কলসীটির তলায় একটি ছোট ছিদ্র করে, তাতে একগাছি সূতো এমনভাবে পরিয়ে দেয়া হতো তা যেন কোন রূপে খুলে না যায়। তারপর উক্ত আধারের দ্বিতীয় স্তরে ইহার অনুরূপ আর একটি কলসীর নিচের খানিকটা অংশ কাঠ কয়লা সাজিয়ে দিয়ে তাতেও ঠিক পূর্বের ন্যায় একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র করে ঐরূপ সূতো পরিয়ে দেয়া হতো। ঐ আধারের তৃতীয় স্তরে পূর্বের ন্যায় আর একটি মাটির কলসীর নিম্ন ভাগের খানিকটা স্থান পরিষ্কার মোটাদানার বালি দিয়ে নীচে ঠিক পূর্ব কলসীর মত একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র করে ঐরূপ ভাবে সুতো পরান হতো। সকলের নীচেকার স্তরে একটি খালি পরিষ্কার কলসী ঢাকনী দিয়ে রাখা হতো। ঢাকনীটির গায়ে ঠিক সমান করে একটি ছিদ্র ও তাতে পূর্ব কলসীর সূতোটি গলিয়ে দেয়া হতো। উপরের কলসীর জলে কাঠকয়লা ও বালুকার স্তরের মধ্যে দিয়ে চুঁইয়ে এসে নীচেকার কলসীতে জমা হয়ে থাকে। Percolation বা পরিশ্রাবণ পদ্ধতিটিও কতকটা এরই অনুরূপ।

শক্তিকরণ পদ্ধতি (Potentisation Method) ঃ—অ্যামেরিকায় এবং অন্যান্য উন্নত পাশ্চাত্য দেশ সমূহে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রকরণের নূতন পদ্ধতি প্রবর্তিত হওয়ায় শক্তিকরণের ক্ষেত্রেও বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। ডাঃ হ্যানিম্যান প্রদর্শিত পূর্ব প্রচলিত শততমিক ক্রম পরিত্যক্ত হয়েছে এবং ডাঃ হেরিং প্রদর্শিত উপায়ে এখন মূল অরিষ্ট (Mother tincture) হতে ক্রম

বিভাগ চালু করা হয়েছে। অধিকাংশ মূল অরিষ্টের শক্তি $^1/_{10}$ নির্দিষ্ট হওয়ায় ইহা দশমিক রীতি অনুসারে 1X এর সমান। সুতরাং ২য় ক্রমের ঔষধ মূল অরিষ্ট হতে এক ভাগ ওজন করে বা এক ফোঁটা নিয়ে নয় ভাগ বা নয় ফোঁটা ডিসপেনসিং সুরাসারে মিশ্রিত করে যথা নিয়মে দশ বার ঝাঁকিয়ে নিলে প্রস্তুত হবে। তৃতীয় এবং পরবর্তী ক্রমের ঔষধও ঠিক এই উপায়ে প্রস্তুত হয়ে থাকে। এই দশমিক প্রথা হতে হিসাব করে শততমিক ক্রমের ঔষধে পরিবর্তিত করা হয়ে থাকে। দশমিক ক্রমে 2X শততমিক ক্রমের প্রথম ক্রমের সমান হবে। সুতরাং শততমিক ক্রমে দ্বিতীয় শক্তির ঔষধ প্রস্তুত করতে হলে প্রথম ক্রমের এক ফোঁটা ও ৯৯ ফোঁটা ক্ষীণ সুরাসার মিশ্রিত করে যথারীতি দশবার ঝাঁকি দিয়ে নিলেই প্রস্তুত হবে।

নূতন পদ্ধতিতে অন্যান্য ঔষধ প্রকরণ ব্যবস্থা—কোনস্ বা ডিক্স—ইক্ষু শর্করা ও ডিমের অন্তনালা মিশ্রিত করে কষ্টিকা বা অনুবটিকার মত এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিমের মতই বটিকা প্রস্তুত করতে হয়। ইহা কোনস্ বা ডিক্স নামে পরিচিত। ইহা ছোট এবং বড় নানা প্রকারের হয়ে থাকে সাধারণতঃ ৬ হতে ১০ নম্বর পর্য্যন্ত কোনস্ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বটিকা বা অনুবটিকা গুলোকে যে ভাবে ঔষধ সিক্ত করতে হয় ইহাও সেই ভাবেই ঔষধ সিক্ত হয়ে থাকে। তবে এইগুলোকে খুব সাবধানে রাখতে হবে। বর্ষা হওয়া স্যাঁতসেঁতে স্থানে রাখলে ইহা খারাপ হয়ে যায়। সুতরাং ইহাকে সর্বদাই শুষ্ক ঘরে এবং শুষ্ক আবহাওয়ায় রাখতে হবে।

ঔষধসিক্ত বিচূর্ণ—অ্যামেরিকার নতুন ফার্মাকোপিয়ায় উল্লেখ আছে যে, দশ গ্রাম পরিমিত (এক গ্রাম = ১৫.৪৩২ গ্রেণ) দুগ্ধ শর্করা একটি সাধারণ খলে নিয়ে যে শক্তির ঔষধ প্রস্তুত করতে হবে ঠিক তার পূর্ববর্তী শক্তির এক কিউবিক সেন্টিমিটার পরিমিত ঔষধ (এক কিউবিক সেন্টিমিটার = ১৬.২৩ মিঃ প্রায় ১৭ মিনিট) তার উপর ঢেলে দিতে হবে। উহা ভাগ করে মিশ্রিত করে মেড়ে এই বিচূর্ণ শুষ্ক হয়ে গেলে একটি পরিষ্কার বোতলে ঢেলে ঔষধের নাম ও শক্তি ঐ বোতলের গায়ে লিখে রাখতে হবে।

মূল অরিষ্টের বিচূর্ণ—মূল আরককে (Mother tincture) বিচূর্ণাকারে পরিণত করা যেতে পারে। একটি বড় খলে দশ আউন্স পরিমিত দুগ্ধ শর্করা নাও এবং তার উপর কোন ঔষধের মূল আরিষ্ট (Q) এক আউন্স ঢেলে দাও। স্প্যাচুলা দ্বারা উহা মিশিয়ে লও এবং এক ঘন্টাকাল পর্যন্ত উহা মাড়তে থাক। তারপর উহা একটি পরিষ্কার বোতলে ঢেলে ঔষধের নাম এবং 1X শক্তি লিখে রাখ। ইহার এক আউন্স এবং নয় আউন্স দুগ্ধ শর্করা মিশ্রিত করে পূর্বের ন্যায় মেড়ে নিয়ে দশমিক শক্তির দ্বিতীয় শক্তির ঔষধ প্রস্তুত হবে।

বাহ্যিক প্রয়োগের ঔষধাবলী এবং প্রস্তুত প্রণালী (External medicines and process of preparation) :—

ডাঃ হ্যানিম্যানের মতে হোমিওপ্যাথি শাস্ত্রে ঔষধের বাহ্যিক প্রয়োগ অনুমোদিত না হলেও বর্তমানে উহার বহুল ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় এবং অনেক অভিজাত চিকিৎসক এই রূপ ব্যবহার করে উপকার লাভ করেন। এই জন্য ইহার আলোচনা প্রয়োজন। নিম্নলিখিত উপাদানগুলো বাহ্যিক প্রয়োগের জন্য হামেশাই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যথা—(I) ভেসলিন, (II) বাদাম তেল, (III) অলিভ তেল, (IV) গ্লিসারিণ, (V) মোম, তরল প্যারাফিন, (VI) তিসির তেল ইত্যাদি।

(I) ভেসলিন—সাদা এবং হলদে এই রকমের ভেসলিন বাজারে পাওয়া যায়। ইহা পেট্রোলিয়াম হতে প্রস্তুত হয়ে থাকে। ইহা খুবই নরম এবং অনেক অল্পেই জলে দ্রবীভূত হয়ে যায়। হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সহিত সাদা ভেসলিনই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ইহা ক্ষতস্থানে লাগালে অনেক সময় উপকার পাওয়া যায় ইহার সহিত চিকিৎসকের নির্দেশমত নানা রূপ ঔষধ যথা ক্যালেন্ডুলা, হাইড্রাসটিস মিশ্রিত করে ক্ষতে লাগালে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

(II) অলিভ তেল—পাকা জলপাই ফল হতে ইহা প্রস্তুত করা হয়। ইউরোপের দক্ষিণ ভাগে বহু জলপাই চাষ হয়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও কমবেশী জলপাই গাছ দেখা যায়। জলপাই তেল বা অলিভ তেল দেখতে ঈষৎ হলদে বর্ণের। এই তেল অন্য কোন ঔষধের সহিত মিশিয়ে আবার অনেক ক্ষেত্রে শুধুই ইহা লাগান হয়। অল্প পরিসর মত চর্মের নানা রূপ উদ্ভেদের জন্য ইহা গরম করে ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়। চিকিৎসকগণ রিকেট রোগগ্রস্ত শিশুদের ইহা গরম করে মাখানোর ব্যবস্থা করেন। যাদের যকৃতের কাজ ভাল নয়, নিয়মিত কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না। তাদেরকেও এই তেল সেবন করতে দেওয়া হয় আবার কয়েক দিন দাস্তবন্ধ থাকলে কোষ্ঠ পরিষ্কারের জন্যও ইহা ব্যবহার করা হয়। এক আউন্স গ্লিসারিন এক আউন্স জলপাই তেল এবং এক আউন্স গরম জলে পিচকারী দিয়ে কোষ্ঠে প্রবেশ করিয়ে দাস্ত করান হয়ে থাকে। ক্যালেণ্ডুলা, ফাইটোলক্কা, রাসটক্স, বেলেডোনা, ব্রায়োনিয়া, আর্নিকা প্রভৃতি ঔষধ জলপাই তেলে মিশ্রিত করে বাহ্যিক প্রয়োগ করা হয়।

(III) গ্লিসাবিন—ইহা একপ্রকার জৈব উপাদান। জীবজন্তুর চর্বি হতে পাওয়া যায়। ইহাতে কতকটা জলও আছে। জৈব বিষ ইহার সহিত মিশ্রিত করে রাখলে ইহা ভাল থাকে। ইহা স্বচ্ছ, গন্ধহীন, তৈলাক্ত, সুমিষ্ট এবং সহজেই জলে এবং সুরাসারে দ্রবীভূত হয়। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ২.২৫। ঠাণ্ডা লেগে বা অন্য কোন কারণে কানে ব্যথা হলে কানে পুঁজ হলে ইহাতে

অনেক সময় সুফল পাওয়া যায়। দু-এক ফোঁটা গ্লিসারিন কানের মধ্যে ঢেলে দিলে অনেক সময় কানের ব্যথা সেরে যায় এবং পুঁজ পড়াও বন্ধ হয়ে যায়। দাস্ত করাবার সময় ইহার প্রয়োগ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। ঠোঁট মুখ এবং গলার ঘায়ে গ্লিসারিন ভাল কাজ করে। শুধু গ্লিসারিনে কাজ না হলে উহার সহিত রাসগ্লাবরা অরিষ্ট বোরাক্স বিচূর্ণ ইত্যাদি মিশ্রিত করে ক্ষত স্থানে লাগালে অনেক সময় ভাল কাজ পাওয়া যায়।

(IV) সাদা মোম—ইহাও ক্ষতাদিতে মলম রূপে ব্যবহৃত হয়। ইহাতে নির্দিষ্ট ঔষধ যথারীতি মিশ্রিত করে ক্ষত স্থানে লাগাতে হয়।

(V) লিকুইড প্যারাফিন—ইহার বাংলা নাম তরল মোম। ইহা মোম হতে পাওয়া যায়। কেউ কেউ বলেন ইহা পেট্রোলিয়াম হতে পাওয়া যায়। ইহা খুব প্রয়োজনীয় পদার্থ। চোখের ঘায়ে, চোখ ওঠা, চোখ ব্যথা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইহার যথেষ্ট উপকার আমরা লক্ষ্য করি।

এছাড়াও আরো কয়েক প্রকার ঔষধ প্রকরণ বিধি আছে যা বাহ্যিকভাবে প্রয়োগ করলে বিশেষ উপকার হয়। যথা—

(I) লিনিমেন্ট বা মালিশ—ইহা জলপাই তেল, বাদাম তেল, সাবানের আরক সহ উপযুক্ত পরিমাণ নির্দিষ্ট ঔষধমিশ্রিত করে আক্রান্ত বা ব্যথার স্থানে মালিশ বা রাসটক্স এক আউন্স এবং জলপাই বা অন্য কোন তেল নয় আউন্স একটি পরিষ্কার শিশির মধ্যে মিশিয়ে ভাল করে নেড়ে নিতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায়—এক আউন্স আর্নিকা মন্টেনা, আট বা নয় আউন্স জলপাই তেল ভাল করে মিশ্রিত করে ব্যথার স্থানে মালিশ করতে দেয়া যেতে পারে। এইরূপ ফাইটোলক্কা এক আউন্স, আট বা নয় আউন্স জলপাই তেলের সঙ্গে ভাল করে মিশ্রিত করে সর্দি বসে গেলে বুকে মালিশ করতে উপদেশ দেয়া হয়।

(II) লোশন (Lotion)—এক ভাগ ঔষধ দশ ভাগ পরিশ্রুত জলে ভাল করে মিশ্রিত করে নিলেই লোশন প্রস্তুত করা হয়। কারো কারো মতে এক ভাগ নির্দিষ্ট ঔষধ নয় ভাগ বা ৯৯ ভাগ পরিশ্রুত জলে মিশ্রিত করে লোশন প্রস্তুত করা হয়। পড়ে গিয়ে বা অনুরূপ আঘাত পেয়ে খুব ব্যথা হলে এই লোশনে একখণ্ড কাপড় ভিজিয়ে ব্যথা স্থানে প্রয়োগ করলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। ক্ষতাদি পরিষ্কার করার জন্য এই নিয়মে ক্যালেন্ডুলা দিয়ে লোশন প্রস্তুত করা যায়।

(III) গ্লিসারোল—উপযুক্ত পরিমাণ গ্লিসারিণে ঔষধ মিশ্রিত করে ইহা প্রস্তুত করতে হয়। এক ভাগ মূল অরিষ্ট Q এবং দশ ভাগ গ্লিসারিণ মিশ্রিত করে ইহা প্রস্তুত করা হয়। কেহ কেহ এক ভাগ মূল অরিষ্ট Q এবং চার ভাগ গ্লিসারিণ মিশ্রিত করে ইহা প্রস্তুত করেন। মার্ক সাই নুরেট মূলচূর্ণ, বোরাক্স চূর্ণ গ্লিসারিণে মিশিয়ে মুখের ঘায়ে লাগান যেতে পারে।

(IV) অয়েন্টমেন্ট বা মলম—ইহা নিম্ন লিখিত উপায়ে প্রস্তুত করা যায় যথা—একভাগ নির্দিষ্ট ঔষধ নয় ভাগ সাদা ভেসলিন এর সহিত যথা নিয়মে মিশ্রিত করে মলম প্রস্তুত হয়ে থাকে। কোন কোন চিকিৎসক এক ভাগ নির্দিষ্ট ঔষধ এবং চল্লিশ ভাগ সাদা ভেসলিনের সহিত যথারীতি মিশ্রিত করে ব্যবহারের নির্দেশ দেন। কেহ কেহ আবার ভেসলিনের পরিবর্তে শূকরের চর্বি বা সাদা মোমের সহিত মিশিয়ে ইহা প্রস্তুত করার ব্যবস্থা করে থাকেন।

(V) সিরেট মলম—ইহাও এক প্রকারের মলম। শূকরের চর্বি পাঁচ ভাগ সাদা মোম দুই ভাগ বাদাম তেল ষোল ভাগ একত্রে মিশ্রিত করে সামান্য উত্তাপে গরম করতে হয় এবং তাপ দেবার সময় ইহা একটি কাঠের দণ্ড দ্বারা ঘন ঘন নাড়িতে হয় তারপর তা মূল আরকের এক ভাগের সহিত চিনামাটির অথবা পোর্সিলেনের নির্মিত খলে মেড়ে নিলেই নির্দিষ্ট মলম বা সিরেট প্রস্তুত হয়ে থাকে।

(VI) আর্নিকা তেল—পরিপুষ্ট এবং নিখুঁত আর্নিকা গাছের মূল একভাগ একটু খলের মধ্যে মোটামুটি চূর্ণ করে একটি বোতলে রাখ এবং উহার দশ গুণ ওজনের জলপাই তেল ঢেলে দাও, উহা ভাল করে নেড়ে একটি সাধারণ উত্তাপ বিশিষ্ট ঘরে রেখে দাও। দুই সপ্তাহ পরে ছাকুনি কাগজ দিয়ে উহা ছেঁকে নাও, এইরূপে ইহা প্রস্তুত হলে চিকিৎসকের নির্দেশ মত ব্যথার স্থানে প্রলেপ দেয়া হয়।

(VII) পুলটিশ—শরীরে কোন স্থানে স্ফোটকাদি দেখা গেলে বা কোন স্থানের তন্তু প্রদাহিত হয়ে উঠলে মাসিনা বা ময়দার পুলটিস চিকিৎসায় ব্যবস্থা করে থাকেন। ইহাতে আশানুরূপ উপকার পাওয়া যায়। উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করেও অনেক সময় স্ফোটকাদি ফাটাতে পারা যায় না, তখন ইহার ব্যবস্থা করে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়। ইহা প্রস্তুত করার পদ্ধতি ঃ—তিসি বটিকা নিয়ে জলে সেদ্ধ করতে হয় এবং একটি কাঁচের দণ্ড দ্বারা উহা নাড়িতে হয়। যখন উহা ঘন হয় ঠিক কাদার তালের মত হয় তখন উহা নামিয়ে এক খণ্ড পরিষ্কার কাপড়ে বিছিয়ে নিয়ে তাতে অল্প পরিমাণে জলপাই তেল মেখে দিতে হয়। কেহ কেহ গাওয়া ঘিও এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে থাকেন। তারপর ইহা তুলে আক্রান্ত স্থানে লাগিয়ে দিতে হয়। ইহার উপর ফ্লানেল অথবা অন্য কোনরূপ গরম বস্ত্র দিয়ে শক্ত করে বেঁধে রাখতে হবে।

কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ এবং অতি প্রয়োজনীয় শব্দ এবং উহার মানে

হোমিওপ্যাথ শাস্ত্রের মাদার টিংচার সম্যক উপলব্ধি করতে হলে এবং প্রস্তুত প্রণালী বুঝতে হলে এই শব্দগুলোর মানে এবং তাৎপর্য ভাল করে বুঝতে হবে নতুবা মাদার টিংচার সম্বন্ধে সম্যক ধারণার সৃষ্টি হবে না।

(I) আপেক্ষিক গুরুত্ব—কোন বস্তুর আপেক্ষিক গুরুত্ব বলতে উহাই বুঝায়, যে বস্তুটির সমান আয়তনের মান পদার্থ হতে কতগুণ ভারী অর্থাৎ ইহার ওজন গত গুণ বেশী। কঠিন বা তরল পদার্থে আপেক্ষিক গুরুত্ব চার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের জলকে সাধারণ মান (Standard) ধরা হয়ে থাকে। গ্যাসের আপেক্ষিক গুরুত্ব বলতে স্বাভাবিক চাপ ও উত্তাপের হাইড্রোজেনকে মান ধরা হয়। কোন তরল পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১.৮ ইহার দ্বারা এই তরল পদার্থ জলের তুলনায় সমান ১.৮ গুণ ভারি বা পুরু ইহাই বুঝায়। অতএব যদি এক সি.সি. পরিমিত জলের ওজন ৪০ সেন্টিগ্রেডে এক গ্রাম হয় তাহলে অন্য একটি তরল পদার্থ মাপ অর্থাৎ এক সি.সি. পরিমাণ ১.৮ গ্রাম হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ১ সি.সি. পরিমিত পারদের ওজন ১০.৬ গ্রাম, ঐ পরিমিত জলের ওজন এক গ্রাম।

$$\text{সুতরাং আপেক্ষিক গুরুত্ব} = \frac{\text{এক সি সি পারদের ওজন}}{\text{এক সিসি জলের ওজন}}$$

অর্থাৎ 10.6/1 Hydrometer নামক যন্ত্র সাহায্যে আপেক্ষিক গুরুত্ব (Specific Gravity) নীত হয়ে থাকে।

(II) এটমিক ও মলিকিওলার ওজন—হাইড্রোজেন সমস্ত দ্রব্যের মধ্যে (অনুপাত) সর্বাপেক্ষা লঘু, সুতরাং রাসায়নিকগণ ইহার ওজনকে নির্দিষ্ট করে এটমিক ও মলিকিউলার ওজন স্থির করে থাকেন। কোন পদার্থের মলিকিউলার ওজন বললে ঐ পদার্থের মলিকিউল বা পরমাণু এক এটম (অনু) পরিমিত হাইড্রোজেনের অপেক্ষা ভারি বোঝায়।

(III) ডেনসিটি (ঘনত্ব)—একক আয়তনে যতটুকু পদার্থ থাকে তার ভরকে (Mass) ঘনত্ব বলে।

(IV) ডিক্যানটিং—কোন একটি মাদার টিংচার প্রস্তুতকালীন তা যে পাত্রে বা বোতলে আছে তা ধীরে ধীরে এবং সাবধানে অন্য পাত্রে বা বোতলে ঢালার নাম ডিক্যানাটিং। এই ঢালার সময় সতর্ক থাকতে হবে যেন মাদার টিংচারের তলানি অন্য পাত্রে না পড়ে।

(V) ষ্ট্রেনিং—মানে ছাঁকা। মাদার টিংচার প্রস্তুত হলে অথবা বিচূর্ণ প্রস্তুত হলে তা ছাকনির সাহায্যে এক পাত্র হতে অন্য পাত্রে ছেঁকে নেয়া হয়। ছাঁকার উদ্দেশ্য এই যে Mother tincture এর সহিত যে কোন পদার্থ বা ছিবড়া থাকে তা যেন অন্য পাত্রে না আসে। তা যেন ছাঁকনির উপরই পড়ে থাকে।

(VI) ফিলটার—মাদার টিংচার ছাঁকনি কাগজের সাহায্যে ছাঁকা। ইহার উদ্দেশ্য মাদার টিংচারের কিছু তলানি বা ছিবড়া থাকে তা ঢালার সময় ছাঁকনি কাগজে পড়ে থাকে। মাদার টিংচার ধীরে ধীরে ফোঁটা ফোঁটা করে নিম্নস্থ বোতলে সঞ্চিত হয়। ছিবড়া বা যা অরিষ্টের (Mother tincture) সহিত দ্রব হয় নাই তা ছাঁকবার কাগজে পড়ে থাকে।

(VII) অরিষ্ট শক্তি (Power of Mother Tincture) ঃ—কোন একটি নির্দিষ্ট অরিষ্টের তরল উপাদানের অনুপাতে পরিমাণ যতটুকু ইহা দ্বারা তাই বুঝায়।

(VIII) ডাইলিউশান—একটা তরল পদার্থের সহিত জলে বা অন্য তরল পদার্থের সাধারণ মিশ্রণের নাম ডাইলিউশান। ইহার দ্বারা মূল পদার্থের শক্তি কমে যায়।

(IX) পলিক্রেষ্ট রেমেডি—যে ঔষধ বহু রোগে ব্যবহৃত তাকে পলিক্রেষ্ট ঔষধ বলে যথা ব্রায়োনিয়া, বেলেডোনা, আর্সেনিক এল্ব, ক্যালকেরিয়া কার্ব, ক্যালকেরিয়া ফস, নেট্রাম মিউর, নেট্রাম সালফ, মার্ক সল, ফসফরাস, সিপিয়া, সালফার ইত্যাদি।

কতগুলো এ্যান্টিসোরিক, এন্টিসাইকোটিক, এ্যান্টিসিফিলিটিক ঔষধ—সালফার, ক্যালকেরিয়া কার্ব, সিপিয়া, সোরিনাম, সিফিলিনাম, মেডোরিনাম, টিউবার-কিউলিনাম, ব্যাসিলিনাম ইত্যাদি।

(X) প্রেসিপিটেশান—ইহা ঔষধ প্রস্তুত কালীন একটি উপপদ্ধতি। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কোন কঠিন বস্তুকে তরল বস্তু হতে উহা (যাতে দ্রব হয়েছিল) পৃথকীকরণ। ইহা উক্ত তরল বস্তুর তলায় জমে থাকে।

(IX) এসিড—হোমিওপ্যাথিক রসায়নের বিস্তৃত ক্ষেত্র হতেও ইহা প্রস্তুত হয়ে থাকে। এসিড বললে সাধারণ লোকে সাধারণত টক বা টক জাতীয় বস্তু বিশেষ বুঝে থাকে। উহা সত্য হলেও রসায়নবিদের কাছে উহা আকস্মিক ঘটনা। কারণ অধিকাংশ এসিডের আস্বাদন মোটেই টক নয়। তাদের কাছে এসিডের ব্যাখ্যা হচ্ছে—যে পদার্থে হাইড্রোজেন বা কোন ধাতুর উপাদান যা ধাতুর উপাদানের সমতুল্য, বিদ্যমান থাকে তাই এসিড নামে পরিচিত। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকগণ চিকিৎসা ক্ষেত্রে নিম্ন লিখিত এসিড গুলো ব্যবহার করে থাকেন। যথা সালফিউরিক এসিড, নাইট্রিক এসিড, কার্বলিক এসিড, বেঞ্জয়িক এসিড, ফস্ফরিক এসিড, মিউরিয়াটিক এসিড, এসেটিক এসিড, অক্সালিক এসিড ইত্যাদি।

(XII) এ্যালকালি বা ক্ষার—ইহা সহজেই জলে দ্রবীভূত হয়ে থাকে। আস্বাদনে এবং স্পর্শ করলে সাবানের মত বোধ হয়। এসিড বা অম্লের এমন একটি বিশেষ শক্তি আছে যে তা যদি জলে দ্রব হয় তবে কোন এক প্রকার নীলবর্ণকে লাল বর্ণে পরিণত করতে পারে, তেমনি আবার ক্ষার মিশালে পুনরায় লালবর্ণ হতে নীলবর্ণে পরিণত হয়। ক্ষার জাতীয় উপাদান হতে প্রস্তুত কতগুলো ঔষধের নাম দেয়া হলো। যথা—সোডা, পটাশ, ক্যালসিয়াম (চুন) ইত্যাদি।

(XIII) রেসিনয়েডস—অ্যামেরিকার যুক্তরাজ্যের ইলেকট্রিক হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসকগণ ঔষধের সারাংশ হতে এক প্রকার ঔষধ বের করে

ব্যবহার করে থাকেন। গাছপালার সমস্ত অংশ বা ইহাদের অংশ বিশেষ তীব্র সুরাসার সহযোগে প্রস্তুত করে তার তিন বা চারগুণ পরিশ্রুত জলে মিশ্রিত করে থাকেন। যে তলানি পড়ে তা সাবধানে সংগ্রহ করে শুষ্ক করেন এবং তা চূর্ণ করে খুব মিহি রকমের গুঁড়া করে রেসিনয়েড নাম দিয়ে ব্যবহার করেন। ইহার শুষ্ক ঔষধ উপাদান হতে প্রস্তুত বলে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ হতে নিকৃষ্ট। কারণ হোমিওপ্যাথি ঔষধ টাটকা গাছপালা হতে প্রস্তুত। নিম্নে কতগুলো রেসিনয়েডের নাম দেয়া হলো। যথা—

একোণইটিন—একোনাইট নেপেলাস্ হতে পাওয়া যায়।
এলিটারিস—এলিটারিন ফেরিনোসা হতে পাওয়া যায়।
এপোসাইনিস—এপোসাইনাম হতে পাওয়া যায়।
এট্রোপিন—এট্রোপিয়া বেলেডোনা হতে পাওয়া যায়।
ব্যাপ্টিসিন—ব্যাপটিসিয়া হতে পাওয়া যায়।
ব্রায়োনিন—ব্রায়োনিয়া হতে পাওয়া যায়।
কালোফাইলিন—কলোফাইলাম হতে পাওয়া যায়।
ডিজিটালিন—ডিজিটালিস হতে পাওয়া যায়।
ইউপেটেরিন—ইউপেটোরিয়াম পার্ফ হতে পাওয়া যায়।
আর্গষ্টিন—আর্গটিনাম (সিকলিকর) হতে পাওয়া যায়।
হাইড্রাসটিন—হাইড্রাসটিসক্যান হতে পাওয়া যায়।
আইরিসিন—আইরিস হতে পাওয়া যায়।
মার্কটিন—সিমিসিফিউগা হতে পাওয়া যায়।
পডোফাইলিন—পডোফাইলাম হতে পাওয়া যায়।
ট্রিলিন—ট্রিলিয়াম পেণ্ডু হতে পাওয়া যায়।
ভাইবার্নিশ—ভাইবারনাম ওপি হতে পাওয়া যায়।

পরিশ্রুত জল বিশুদ্ধ কিনা পরীক্ষা করার পদ্ধতি ঃ

(১) একটি পোর্সিলেনের পাত্রে খানিকটা জলে নিয়ে উত্তাপ দিতে থাকে। জল বাষ্প হয়ে উড়ে গিয়ে যদি পাত্রে কোন তলানি না পড়ে তা হলে বুঝতে হবে ইহা বিশুদ্ধ অথবা

(২) একুটি পোর্সিলেন পাত্রে খানিকটা পরিশ্রুত জল রেখে উহাতে খানিকটা পরিষ্কার চুনের জল ঢেলে দাও যদি ইহাতে জলের রঙ পরিবর্তিত না হয় তা হলে বুঝতে হবে জল বিশুদ্ধ। অথবা

(৩) পোর্সিলেন পাত্রে খানিকটা পরিশ্রুত জল নিয়ে তার সহিত অল্প একটু সালফুরেটেড ও হাইড্রোজেন অক্সিলেট অফ এমোনিয়া সিলভার নাইট্রেট অথবা বেরিয়াম ক্লোরাইড মেশাও যদি জলের রং পরিবর্তিত না হয়, তা হলে বুঝতে হবে ইহা বিশুদ্ধ।

সুরাসার—Alcohol

আতপ চাল, আলু, ইক্ষুরস, ইক্ষুগুড় এমন কি কাঠ হতেও রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ইহা প্রস্তুত হয়। তীব্র সুরাসার এলকোহল ফোর্টিয়ার নামে অভিহিত। হোমিওপ্যাথিক ঔষধের মূল অরিষ্ট (Mother tincture) প্রস্তুত করতে ইহার প্রয়োজন। ইহাতে শতকরা 94.9 অংশ এমিল এলকোহল এবং বাকি 5.1 অংশ জলে থাকে। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রায় 816। ইহাতে প্রয়োজন মত পরিশ্রুত জল মিশ্রিত করে ঔষধাদির ক্রম প্রস্তুত হয়ে থাকে।

ডিস্পেনসিং এলকোহল/এলকোহল অফিসিনেলিস—

ইহাতে শতকরা মাপে 88 ভাগ এবং ওজনে 83 ভাগ এমিল এলকোহল থাকে। ইহার 60° ফারেনহিট তাপে আপেক্ষিক গুরুত্ব 0.84 ইহা প্রস্তুত করতে হলে এক ভাগ ওজনে পরিশ্রত জল এবং 10 ভাগ ওজনে তীব্র সুরাসারের সহিত মিশ্রিত করতে হয়। ইহা প্রস্তুত করার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ডাইলিউট এলকোহল/মিশ্রিত সুরাসার—এই ক্ষীণ সুরাসার সাতভাগ তীব্র সুরাসার এবং তিনভাগ পরিশ্রুত জলের সংমিশ্রণে প্রস্তুত হয়ে থাকে। আমেরিকান ফার্মাকোপিয়ায় ইহার উল্লেখ না থাকলেও এখন পর্যন্ত ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়েই ইহার প্রচলন আছে। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব 0.83, ইহা সকল ক্রমের বিশেষতঃ দশমিক ক্রমের ঔষধ প্রস্তুত করতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বৃটিশ ফার্মাকোপিয়ার মতে তীব্র সুরাসারের সহিত সমান ওজনের পরিশ্রুত জল মিশ্রিত করে ইহা প্রস্তুত করতে হয়।

পরিশোধিত সুরাসার/রেকটিফায়েড স্পিরিট—ইহা 60° অতি শক্তি পরিমিত (60° O.P) ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়ে এই শক্তি পরিমিত সুরাসার সরবরাহ করা হয়। ইহাতে শতকরা ওজনে 87 ভাগ তীব্র সুরাসার থাকে। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব 0.83 ডিসপেনসিং সুরাসার এবং ইহাতে আপেক্ষিক গুরুত্ব মাত্র। পার্থক্য দৃষ্ট হয়। মাপের সাতভাগ তীব্র সুরাসারে এক ভাগ মাপের পরিশ্রুত জল মিশ্রিত করে ইহা প্রস্তুত হয়। এই সুরাসার সহযোগে আমাদের সমস্ত ক্রমের ঔষধ প্রস্তুত হয় কিন্তু এই সুরাসারে নানারূপ ময়লামাটি দৃষ্ট হয়। অনেকে একটুকরো ফিল্টার কাগজের সাহায্যে ইহা ছেঁকে নিয়ে ব্যবহার করেন কিন্তু ইহাতে বিশুদ্ধ সুরাসার পাওয়া যায় না। বিশুদ্ধ সুরাসার পেতে হলে ইহা উর্ধ্বপাতন প্রক্রিয়ায় পরিশোধন করে নিতে হবে। এই জন্য একটি মাপার দাগযুক্ত কাঁচপাত্রে জৈব কয়লা নিয়ে এই প্রকারের সুরাসার ঢেলে দাও। উহাতে একটি বড় রবারের নল লাগিয়ে একটি উত্তপ্ত বালুকার স্বেদের (Sand bath) সহিত যুক্ত করে দাও এবং উহার তলায় একটি দীপক (Burner) জ্বেলে উহাতে ধীরে ধীরে তাপ দিতে হবে।

উহা আবার চুঁইয়ে অন্য পাত্রে পড়তে পারে এইরূপ ব্যবস্থা পূর্ব হতেই করে রাখবে। এইভাবে পুনঃ পরিশ্রুত সুরাসার আমাদের ব্যবহার করা আবশ্যক। এই পুনঃ পরিশ্রুত সুরাসারের ঘনত্ব 0.8298 এবং তীব্র সুরাসারের ওজনে 87 ভাগ বিদ্যমান থাকে।

রেকটিফায়েড স্পিরিটকে তীব্র সুরাসারে পরিণত করার পদ্ধতি— প্রয়োজনে আমরা আবার এই রেকটিফায়েড স্পিরিটকে (পরিশোধিত সুরাসার) তীব্র সুরাসারে পরিণত করতে পারি। এক পাইন্ট সেইরূপ সুরাসার দেড় আউন্স পরিমিত পটাশ কার্বনেট এবং দশ আউন্স চুন লও। একটি কাঁচের ছিপি আঁটা কাচের বোতলে কার্বনেট অফ পটাশ ও সুরাসার দুদিন রেখে দাও এবং মাঝে মাঝে ঝাঁকুনি দিয়ে উহা মিশ্রিত করে লও। তারপর চুনটি একটি ঢাকনীদার কাঁচ নির্মিত পাত্রে (Crucible) রেখে দীপকের (Burner) সাহায্যে আধঘন্টা উত্তপ্ত কর তারপর দীপকটি উঠিয়ে নাও এবং ভাল করে ঠাণ্ডা কর এবং অন্য একটি কাঁচপাত্রে বা বোতলে ঢেলে ফেল। তারপর ধীরে ধীরে পূর্বোক্ত বোতল হতে দ্বিতীয় পাত্রে সুরাসার ঢেলে ফেলে এবং উহার সহিত একটি শৈত্যসান পাত্র সংযুক্ত কর। এই অবস্থায় একদিন রেখে দিয়ে ধীরে ধীরে উত্তাপ দিতে থাক। এইরূপে তীব্র সুরাসার বা বিশুদ্ধ সুরাসার পাওয়া যাবে।

সুরাসার (Alcohol) বিশুদ্ধ কিনা পরীক্ষার পদ্ধতি—শুধু মাদার টিংচার কেন, যে কোন ক্রমের বা শক্তির ঔষধ প্রস্তুত করতে হলে সুরাসারের প্রয়োজন। এই জন্য সুরাসারের বিশুদ্ধতা বুঝবার প্রয়োজন। আজকাল বাজারে নানা প্রকারের সুরাসার পাওয়া যায় কিন্তু উহা কতটা বিশুদ্ধ তা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসককে অবশ্যই জানতে হবে।

(i) একটি পাত্রে খানিকটা সুরাসার নিয়ে উহাতে সমপরিমাণ পরিশ্রুত জল মিশাও। যদি উহাতে কোন বিকৃতিগন্ধ নির্গত না হয় তাহলে বুঝতে হবে উহা বিশুদ্ধ।

(ii) একটি পোর্সিলেন পাত্রে খানিকটা সুরাসার নিয়ে উহাতে কয়েক ফোঁটা সিলভার নাইট্রেট সলিউশান ঢেলে ভাল করে মিশ্রিত করে পাত্রটি বাতির দিকে তুলে ধর। যদি রঙের কোন পরিবর্তন না দেখা যায় তাহলে বুঝতে হবে সুরাসার বিশুদ্ধ।

(iii) একটি পোর্সিলেন পাত্রে বা পরীক্ষানলে খানিকটা সুরাসার নিয়ে উহাতে সম ওজনের কনসেনট্রেটেড সালফিউরিক এসিড মিশাও। যদি সুরাসারের রঙ বদলে না যায় তাহলে বুঝতে হবে যে উহা বিশুদ্ধ।

গ্লোবিউলস/বটিকা বা অনুবটিকা—ইহা ইক্ষুজাত চিনি হতে প্রস্তুত হয়ে থাকে। ইহা গোলাকার, সুমিষ্ট, খুব কঠিন বা খুব নরম নহে। ইহাতে নির্দিষ্ট উপযুক্ত পরিমাণে ঔষধ ঢেলে দিলে সেই ঔষধ শুষে নেয় কিন্তু দ্রবীভূত

হয় না। ব্যবহারের জন্য ৫ নং হতে ৮ নং পর্যন্ত গ্লোবিউলস্ আমরা পেয়ে থাকি। ইহার সহিত ঔষধ মিশালে সেই ঔষধসিক্ত গ্লোবিউলস্ আমরা ব্যবহার করি। বিশেষত্ব এই যে, আমাদের ইচ্ছামত যথেষ্ট পরিমাণে ঔষধ মিশাতে পারি। এছাড়া ইহাতে ঔষধ মিশিয়ে একটি দুটি বা প্রয়োজন মত চার/পাঁচটি রোগীর মুখে ফেলে দিলে রোগী স্বচ্ছন্দে তা চুষে খেয়ে ফেলতে পারে। অনেক সময় ঔষধ দুগ্ধ শর্করার (Sugar of milk) সহিত অথবা বিশুদ্ধ জলে গুলে রোগীকে সেবন করানো যায়।

গ্লোবিউলসের সংখ্যা নির্ধারণ পদ্ধতি

একটি টেবিলের উপর দশটি একই আকারের বটিকা বা অনুবটিকা (Globules) রাখ। তারপর একটি মিলিমিটার দ্বারা উহা মাপলে উহাতে যে সংখ্যা নির্দেশ করবে, তাতেই উক্ত বটিকা বা অনুবটিকার সংখ্যা নির্দিষ্ট হবে।

প্র্যাকটিক্যাল ফার্মাসী (Practical Pharmacy)

(1) ১০০০ সি.সি (1000 c.c) আর্নিকা মাদার টিংচার প্রস্তুত প্রণালী ঃ—

আর্নিকা—উদ্ভিজ হতে প্রস্তুত। ইউরোপের প্রায় সকল স্থানে বিশেষ করে পার্বত্য অঞ্চলে ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মে। সাইবেরিয়ার কোন কোন স্থানেও ইহা পাওয়া যায়। ইহার পাতা ও কাণ্ড গাঢ় সবুজবর্ণের কিন্তু ফুলগুলো পীতবর্ণের, কখনো কখনো লেবুর মত রঙ হয়। ইহার গন্ধ অতিশয় তীব্র এবং ইহার আস্বাদন খুব ঝাঁঝাল ও তিক্ত। ফুল ফোটার সময় ইহার শিকড়, শিকড়ের পত্র ও প্রস্ফুটিত ফুলগুলো সংগ্রহ করতে হয় এবং উহা হতে দুভাগ শিকড় একভাগ পত্র এবং একভাগ ফুল গ্রহণ করে একত্রে পিষ্ট করে একটি মণ্ড প্রস্তুত করতে হবে। তারপর ইহা ওজন করে ইহার দুই ভাগ বা দ্বিগুণ পরিমিত তীব্র সুরাসার গ্রহণ করে তার $^1/_6$ অংশ মণ্ডের সহিত মিশ্রিত করে বাকী অংশটুকু ঢেলে দিবে। তারপর ভাল করে নাড়াচাড়া করে একটি কাঁচের ছিপি যুক্ত বোতলে পুরে একটি শুষ্ক অন্ধকার ঘরে আট দিন রেখে দিবে। তারপর উহা ধীরে ধীরে অন্য একটি পরিষ্কার বোতলে পুরে ছাঁকনি কাগজের সাহায্যে ছেঁকে নিবে। উহার মাদার টিংচার শক্তি $^1/_6$। পুরাতন প্রথার তৃতীয় সূত্রানুসারে ইহা প্রস্তুত হলো।

নূতন পদ্ধতি অনুসারে—শুষ্ক আর্নিকার মূলচূর্ণ 100 গ্রাম। পরিস্রুত জল 400 c.c। তীব্র সুরাসার 635 c.c মিশ্রিত করলে 1000 c.c পরিমিত আর্নিকা মাদার টিংচার প্রস্তুত হবে। ইহার মাদার টিংচার শক্তি $^1/_{10}$।

(II) 100 গ্রাম আর্সেনিক এ[illegible]স্তুত পদ্ধতি ঃ—

আর্সেনিক এক প্রকার ধাতব পদার্থ। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ক্ষেত্রে ইহা অতি মূল্যবান ঔষধ। আমেরিকা ও ইউরোপ মহাদেশ অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এক ভাগ অতিশয় মিহিচূর্ণ আর্সেনাস এসিড, 60 ভাগ পরিশ্রুত জলে দ্রবীভূত করে যথারীতি ফুটিয়ে ছেঁকে নিতে হবে এবং আরো খানিকটা পরিশ্রুত জল মিশিয়ে উহা 90 ভাগে পরিণত করতে হবে। তারপর উহাতে দশগুণ পরিমিত তীব্র সুরাসার মিশাতে হবে। এই মিশ্রণের অরিষ্ট শক্তি $^1/_{100}$ Formula No 6B অনুসারে ইহাকে শক্তিকৃত করতে হবে। Formula No 7 অনুসারে খুব মিহি রকমের চূর্ণ আর্সেনিক এসিডকে বিচূর্ণ করা হয়ে থাকে।

নূতন পদ্ধতি অনুসারে—ভাইট্রস আর্সেনাস এসিড মিহিরকমের চূর্ণ 10 গ্রাম প্রচুর পরিমাণে পরিশ্রুত জলে দ্রব করতে হবে। তারপর উহাতে তীব্র সুরাসার 100 c.c মিশ্রিত করতে হবে। ইহাতেই 1000 গ্রাম আর্সেনিক প্রস্তুত হবে।

(III) 100 সি.সি ব্রায়োনিয়া মাদার টিংচার প্রস্তুত পদ্ধতি ঃ—

ব্রায়োনিয়া এল্বা এক শ্রেণীর লতা বিশেষ। ফ্রান্স ও জার্মানিতে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। ইহার মূল খুব মোটা হয় এবং ঔষধ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। পুষ্পিত হবার ঠিক পূর্বে মূল সংগ্রহ করে তা খণ্ড খণ্ড করে নিয়ে তা থেঁৎলে লিনেন কাপড়ের সাহায্যে রস বের করে সম পরিমাণ তীব্র সুরাসার মিশ্রিত করে formula No 1 অনুসারে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত করতে হবে। ইহার মাদার টিংচার শক্তি $^1/_2$।

নূতন পদ্ধতি অনুসারে—ব্রায়োনিয়া বিচূর্ণ 100 গ্রাম।

জলীয় অংশ 400 গ্রাম। মোট 500 গ্রাম।

গ্রাম, ইহার সংগে তীব্র সুরাসার 635 c.c মিশ্রিত করলেই সেই 100 c.c মাদার টিংচার প্রস্তুত হবে। ইহার মাদার টিংচার শক্তি 1/10।

কোন্ ঔষধ কোন্ শ্রেণীর ফরমূলা অনুসারে প্রস্তুত হবে ঃ

Drugs	Class under which Prepared
(1) Acid Aceticum	5A
(2) Acid Carbonicum	6A
(3) Acid Hydrocyanic	6B
(4) Acid Benzoicum	6A
(5) Acid Hydroflouric	5B

Drugs	Class under which Prepared
(6) Acid Lactic	6B
(7) Acid Nitric	5A
(8) Acid Oxalic	7 (G-5B)
(9) Acid Phosphoric	5B (G-5A)
(10) Acid Sulphuric	5A
(11) Allium Cepa	2
(12) Allium Safivum	3
(13) Allumina	7
(14) Ambra Grisea	7
(15) Asafoetida	4
(16) Asfargus officinalis	3
(17) Asterias rubens	4
(18) Belladonna	1
(19) Bryonia alba	1
(20) Cactus Grandiflorus	3
(21) Canabis Indica	4
(22) Canabis Sativa	3 (G-1)
(23) Cantharis	4 & 7
(24) Carbo Vegitabilis	7
(25) Cina	4
(26) Coffea	4 & 7
(27) Conium maculatum	1
(28) Kreosotum	6B
(29) Crocus safivus	4 (G-7)
(30) Digitalis Purpurea	1